৪র্থ খণ্ড

ইমাম আবূ আবদির রাহমান
আহমদ ইব্‌ন শু'আয়ব আন্‌-নাসাঈ (র)

সুনানু নাসাঈ শরীফ

চতুর্থ (শেষ) খণ্ড

ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র)

অনুবাদ
মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক আবদুল মালেক
ডঃ আবু বকর রফীক আহমদ
অধ্যাপক আবুল কালাম পাটোয়ারী

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনায়
মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সুনানু নাসাঈ শরীফ চতুর্থ (শেষ) খণ্ড
ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র)
অনুবাদ : মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৭১২

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ২৭১/১
ইফাবা প্রকাশনা : ২২৪২/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৫
ISBN : 984-06-1233—6

প্রকাশকাল
জুন ২০০৪

দ্বিতীয় সংস্করণ
আষাঢ় ১৪১৪
জমাদিউস সানী ১৪২৯
জুন ২০০৮

প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

প্রচ্ছদ অংকনে : **জসিম উদ্দিন**

মূল্য ঃ ৩০৫.০০ (তিনশত পাঁচ টাকা)

SUNANU NASAYEE SHARIF (4th VOL. : Compiled by Imam Abu Abdir Rahman Ahmad Ibn Shoaib An-Nasayee (Rh) in Arabic, translated by Maulana Rezaul Karim Islamabadi into Bengla, edited by Editorial Board and published by Director, Translation & Compilation Dept, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka -1207. June 2008

Price : Tk 305.00 US Dollar : 10.00

Web Site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

মহাপরিচালকের কথা

সিহাহ্ সিত্তাহ্র হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুনানু নাসাঈ শরীফ অন্যতম। ইমাম আবূ আবদির রাহ্মান আহ্মদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র) (৮৩০-৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) এই হাদীস গ্রন্থটি সংকলন করেন। মহানবী (সা)-এর বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ সংকলনের উদ্দেশ্যে তিনি আরব দেশসমূহের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলশ্রুতিতে এই গ্রন্থটি সংকলিত হয়।

আল-কুরআন মানব জাতির হিদায়েত ও পথ-নির্দেশনা, আর হাদীস ও সুন্নাহ্ কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এজন্য ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনের পরেই হাদীস ও সুন্নাহ্র স্থান। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন : "আমি তোমাদের মধ্যে দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এ দু'টো আঁকড়ে থাকবে, ততদিন কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। এ দু'টো জিনিস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ্।" প্রকৃতপক্ষে হাদীস বাদ দিয়ে কুরআনের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। কারণ পবিত্র কুরআন হলো সংক্ষিপ্ত, ইংগিতধর্মী ও ব্যঞ্জনাময় আসমানী কিতাব। হাদীস হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' অনুবাদ ও প্রকাশনা কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্ভুক্ত বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ, সুনানু নাসাঈ শরীফ, সুনানু ইব্ন মাজাহ্ শরীফ এবং মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সুনানু নাসাঈ শরীফের চতুর্থ খণ্ডটি ২০০৪ খ্রি. প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু সমুদয় কপি নিঃশেষ হওয়ায় এক্ষণে পুনঃসম্পাদনাকৃত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উদ্দেশ্যে দরূদ ও সালাম পেশ করছি।

নাসাঈ শরীফের অনুবাদ, সম্পাদনা এবং তা প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগসহ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের শ্রম কবূল করুন।

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

মানব সভ্যতার বিকাশ, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন বাণী কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। কুরআন শরীফ হচ্ছে তাত্ত্বিক বিধি-বিধান সম্বলিত আসমানী গ্রন্থ, হাদীস হচ্ছে তার প্রায়োগিক বিশ্লেষণ; আর সুন্নাহ্ হচ্ছে তার বাস্তবায়নের নমুনা। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন : 'নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা বা সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।' হাদীস শরীফে হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে : 'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র হচ্ছে কুরআনের বাস্তব রূপ।'

কুরআন বুঝতে হলে হাদীসের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। মহানবী (সা)-এর লক্ষ-লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে হাদীস গ্রন্থসমূহ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে ছয়টি হাদীস গ্রন্থকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এগুলোকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ বা বিশুদ্ধতম ছয়টি হাদীস গ্রন্থ বলা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই ছয়টি বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে। সুনানু নাসাঈ শরীফও উপরোক্ত মহতী কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। সুনানু নাসাঈ শরীফের চতুর্থ খণ্ডটি ২০০৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সমুদয় কপি নিঃশেষ হওয়ায় এক্ষণে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে পুনঃসম্পাদনা করানো হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন শায়খুল হাদীস মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম এবং প্রুফ সংশোধন করেছেন জনাব কালাম আযাদ। এই অমূল্য হাদীস-গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডটি পুনঃ প্রকাশের শুভ-মুহূর্তে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।

পরিশেষে গ্রন্থটির অনুবাদক (মরহুম) মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, সম্পাদক ও এর প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আন্তরিক শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই। মহান আল্লাহ্ তাঁদের সবাইকে উত্তম জাযা দান করুন।

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায় : বর্গাচাষ ৬১-৯৬

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায় : স্ত্রীর সাথে ব্যবহার ৯৭-১০৯

অধ্যায় : হত্যা বৈধ হওয়া ১১০-১৬৬

অধ্যায় : আকীকা ২০১-২০৩

অধ্যায় : ফারা' এবং 'আতীরা ২০৪-২১৬

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

অধ্যায় : কুরবানী ২৫১-২৮০

অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয় ২৮১–৩৬৫

বিষয় **পৃষ্ঠা**

বিষয় | পৃষ্ঠা

অধ্যায় : কাসামাহ্ ৩৬৬–৪৩২

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায় : চোরের হাত কাটা ৪৩৩-৪৬৫

বিষয় — পৃষ্ঠা

অধ্যায় : ঈমান এবং এর বিধানাবলী ৪৬৬–৪৮৭

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায় : সাজসজ্জা ৪৮৮—৫৮৩

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় **পৃষ্ঠা**

বিষয় | পৃষ্ঠা

অধ্যায় : বিভিন্ন প্রকার পানীয় (ও তার বিধান) ৬৪৯–৭১১

বিষয়	পৃষ্ঠা

كِتَابُ الْاَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ

অধ্যায় : কসম ও মান্নত

٣٧٦٢. اَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّهَاوِيُّ وَمُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ يَمِيْنٌ يَحْلِفُ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ *

৩৭৬২. আহমদ ইব্ন সুলায়মান রাহাবী ও মূসা ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলে শপথ করতেন, তা ছিল " لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ " [না, অন্তরসমূহকে পরিবর্তনকারীর শপথ]।

اَلْحَلِفُ بِمُصَرِّفِ الْقُلُوْبِ

مُصَرِّفُ الْقُلُوْبِ [যিনি অন্তরসমূহকে ঘুরিয়ে দেন] শব্দ দ্বারা শপথ

٣٧٦٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ اَبُوْ يَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتْ يَمِيْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِى يَحْلِفُ بِهَا لاَ وَمُصَرِّفِ الْقُلُوْبِ *

৩৭৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা দ্বারা শপথ করতেন তা ছিল لاَ وَمُصَرِّفِ الْقُلُوْبِ [না, যিনি অন্তরসমূহকে ঘুরিয়ে দেন, তাঁর শপথ]।

اَلْحَلَفُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى

عِزَّةُ اللّٰهِ [আল্লাহ্র পরাক্রম] শব্দ দ্বারা শপথ

٣٧٦٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ

عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ اَرْسَلَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ انْظُرْ اِلَيْهَا وَاِلَى مَا أَعْدَدْتُ لاَهْلِهَا فِيْهَا فَنَظَرَ اِلَيْهَا فَرَجَعَ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لاَيَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ اِلاَّ دَخَلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ اذْهَبْ اِلَيْهَا فَانْظُرْ اِلَيْهَا وَاِلَى مَا اَعْدَدْتُ لاَهْلِهَا فِيْهَا فَنَظَرَ اِلَيْهَا فَاِذَا هِىَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لاَيَدْخُلَهَا اَحَدٌ قَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَى النَّارِ وَاِلَى مَااَعْدَدْتُ لاَهْلِهَا فِيْهَا فَنَظَرَ اِلَيْهَا فَاِذَا هِىَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرَجَعَ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لاَيَدْخُلُهَا اَحَدٌ فَاَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِذَا هِىَ قَدْ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَرَجَعَ وَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لاَ يَنْجُوَ مِنْهَا اَحَدٌ اِلاَّ دَخَلَهَا *

৩৭৬৪. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত এবং জাহান্নাম সৃষ্টি করেন, তখন তিনি জিব্‌রাঈল (আ)-কে এই বলে জান্নাতের দিকে পাঠান যে, জান্নাত এবং জান্নাতবাসীদের জন্য যা কিছু তাতে আমি প্রস্তুত করে রেখেছি, তা দেখে এসো। তিনি তা দেখে ফিরে এসে বললেন : আপনার পরাক্রমের শপথ ! এই জান্নাতের কথা শুনতে পেলে কেউ তাতে প্রবেশ না করে ছাড়বে না। এরপর তাঁর আদেশে তা কষ্টকর ও অপছন্দনীয় বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টন করা হলো। তারপর বললেন, সেখানে যাও এবং তা ও তার অধিবাসীদের জন্য যা প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে এসো। তিনি গিয়ে লক্ষ্য করলেন যে, তা কষ্টদায়ক, মুসীবত ও অপছন্দনীয় বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টন করে রাখা হয়েছে। তিনি বললেন : আপনার পরাক্রমের কসম ! আমার আশংকা হচ্ছে যে, তাতে কেউ-ই প্রবেশ করবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : যাও জাহান্নাম এবং জাহান্নামবাসীদের জন্য আমি তাতে যা কিছু তৈরি করে রেখেছি, তা দেখে এসো। জিবরাঈল (আ) তার দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, তার এক অংশ অপর অংশের উপর চড়াও হচ্ছে। তিনি ফিরে এসে বললেন : আপনার পরাক্রমের শপথ ! আমার আশংকা যে, এতে কেউ প্রবেশ করবে না। এরপর আল্লাহ্‌র আদেশে তাকে মুগ্ধকর বস্তু দ্বারা পরিবষ্টন করে দেয়া হলো। আল্লাহ্ বললেন : তুমি এখন গিয়ে তা দেখে এসো। তিনি গিয়ে দেখলেন যে, তাকে মুগ্ধকর বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টন করে রাখা হয়েছে। তিনি ফিরে এসে বললেন : আপনার পরাক্রমের শপথ ! এখন আমার আশংকা হচ্ছে যে, এতে প্রবেশ করা থেকে কেউ নাজাত পাবে না।

اَلتَّشْدِيْدُ فِى الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالَى

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কসম করার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা

٣٧٦٥. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفُ اِلاَّ بِاللّٰهِ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ لاَتَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ *

৩৭৬৫. আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি কারো শপথ করতেই হয়, তবে সে যেন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ না করে। কুরায়শ গোত্র তাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতো। তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করো না।

٣٧٦٦. اَخْبَرَنِى زِيَادُ بْنُ اَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ بَنِى غِفَارٍ فِى مَجْلِسِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوا بِاٰبَائِكُمْ *

৩৭৬৬. যিয়াদ ইব্ন আইয়ূব (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন।

اَلْحَلْفُ بِالْاٰبَاءِ

বাপ-দাদার নামে শপথ করা

٣٧٦٧. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ عُمَرَ مَرَّةً وَهُوَ يَقُولُ وَاَبِى وَاَبِى فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوا بِاٰبَائِكُمْ فَوَاللّٰهِ مَاحَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلاَ اٰثِرًا *

৩৭৬৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার উমর (রা)-কে আমার পিতার কসম, আমার পিতার কসম ! বলে শপথ করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। উমর (রা) বলেন : আল্লাহ্র কসম ! এরপর আমি আর কখনও আমার পিতার নামে শপথ করিনি। নিজের থেকেও না এবং অন্য কারও থেকে বর্ণনাস্বরূপও না।

٣٧٦٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوا بِاٰبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَاحَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلاَ اٰثِرًا *

৩৭৬৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ ও সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন : আল্লাহ্র শপথ ! এরপর থেকে আমি আর কখনও এরূপ শপথ করিনি; নিজের থেকেও না; অন্যের থেকে বর্ণনাস্বরূপও না।

٣٧٦٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ اَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ

الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا *

৩৭৬৯. আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। উমর (রা) বলেন : এরপর আমি আর কখনও এরূপ শপথ করিনি; নিজের থেকেও না এবং অন্যের থেকে বর্ণনাস্বরূপও না।

اَلْحَلِفُ بِالْأُمَّهَاتِ

মা-দাদীর নামে শপথ করা

٣٧٧٠. أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالْأَنْدَادِ وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ *

৩৭৭০. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : স্বীয় পিতাদের, মাতাদের এবং মূর্তির নামে কসম করো না। কেবল আল্লাহ্‌র নামেই শপথ করবে। আর তোমরা শপথ করো না, যদি না তোমরা সত্যবাদী হও।

اَلْحَلِفُ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلاَمِ

ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের শপথ করা

٣٧٧١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ خَالِدٍ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ قَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ مُتَعَمِّدًا وَقَالَ يَزِيدُ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ *

৩৭৭১. কুতায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - সাবিত ইব্‌ন যাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের মিথ্যা শপথ করবে, সে ঐরূপই হবে, যেরূপ সে বলেছে। কুতায়বা (রা) তাঁর হাদীসে "مُتَعَمِّدًا" (ইচ্ছাকৃত) শব্দ উল্লেখ করেছেন, আর 'ইয়াযীদ "كَاذِبًا" (মিথ্যা) শব্দ বলেছেন। আর যে ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করলো, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দোযখের আগুনে ঐ বস্তু দ্বারা শাস্তি দিবেন।

٣٧٧٢. أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى

اَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْاِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِى الْاٰخِرَةِ *

৩৭৭২. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) ---- সাবিত ইব্‌ন যাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের মিথ্যা শপথ করবে, সে ব্যক্তি ঐরূপ হয়ে যাবে, যেরূপ সে বলেছে। আর যে ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করবে, আখিরাতে তাকে ঐ বস্তু দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে।

اَلْحَلِفُ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْاِسْلاَمِ

ইসলাম হতে বের হয়ে যাওয়ার শপথ

٣٧٧٣. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ اِنِّى بَرِىْءٌ مِنَ الْاِسْلاَمِ فَاِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَاِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ اِلَى الْاِسْلاَمِ سَالِمًا *

৩৭৭৩. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বললো : "ইসলামের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে সে যেমন বলেছে- তেমন, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে নিরাপদে ইসলামে ফিরে আসবে না (অর্থাৎ গুনাহ্গার হবে)।

اَلْحَلِفُ بِالْكَعْبَةِ

কা'বার কসম করা

٣٧٧٤. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ قُتَيْلَةَ امْرَاَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ اَنَّ يَهُوْدِيًا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّكُمْ تُنَدِّدُوْنَ وَاِنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ تَقُوْلُوْنَ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ وَتَقُوْلُوْنَ وَالْكَعْبَةِ فَاَمَرَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادُوْا اَنْ يَحْلِفُوا اَنْ يَقُوْلُوْا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَيَقُوْلُوْنَ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شِئْتَ *

৩৭৭৪. ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র) ---- জুহায়না গোত্রের এক মহিলা থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহূদী নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো : আপনারা তো আল্লাহ্‌র সাথে শরীক ও তাঁর সমকক্ষ স্থির করে থাকেন। আপনারা বলে থাকেন : যা আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন আর যা তুমি ইচ্ছা কর। আর আপনারা আরো বলে থাকেন : কা'বার কসম! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নির্দেশ দিলেন যে, যখন কসম করার ইচ্ছা করবে, তখন বলবে : কা'বার রবের কসম! আরো বলবে : আল্লাহ্ যা চেয়েছেন। এরপর তুমি চেয়েছ।

اَلْحَلِفُ بِالطَّوَاغِيْتِ

তাগূত বা দেব-দেবীর শপথ

٣٧٧٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ وَلاَ بِالطَّوَاغِيْتِ *

৩৭৭৫. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমরা তোমাদের পিতাদের শপথ করো না; আর দেব-দেবীর কসমও করো না।

اَلْحَلِفُ بِاللاَّتِ

লাতের শপথ করা

٣٧٧٦. اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ بِاللاَّتِ فَلْيَقُلْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ *

৩৭৭৬. কাসীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি লাতের শপথ করে, সে যেন বলে : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আর যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে : চল তোমার সাথে জুয়া খেলি, সে যেন কিছু সাদ্‌কা করে।

اَلْحَلِفُ بِاللاَّتِ وَالْعُزّٰى

লাত ও উয্‌যার শপথ

٣٧٧٧. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نَذْكُرُ بَعْضَ الْاَمْرِ وَاَنَا حَدِيْثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَحَلَفْتُ بِاللاَّتِ وَالْعُزّٰى فَقَالَ لِى اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِئْسَ مَاقُلْتَ ائْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبِرْهُ فَاِنَّا لاَنَرَاكَ اِلاَّ قَدْ كَفَرْتَ فَاَتَيْتُهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِى قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلاَ تَعُدْ لَهُ *

৩৭৭৭. আবূ দাউদ (র) - - - - মুসআব ইব্‌ন সা'দ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমরা কোন ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম, আর আমি নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। এক পর্যায়ে আমি লাত ও উয্‌যার কসম করলাম। আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কয়েকজন সাহাবী বললেন : তুমি অতি মন্দ কথা বলেছ। তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট চল, তাঁকে এটা জানাও। আমরা মনে করি, তুমি কুফরী করেছ।

আমি তাঁর নিকট এসে তাঁকে এ কথা জানালে তিনি আমাকে বললেন : তুমি তিনবার বল : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু", আর শয়তান হতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তিনবার আশ্রয় চাও এবং তোমার বামদিকে তিনবার থুথু ফেল। আর কখনও এরূপ কথা বলবে না।

٣٧٧٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَلَفْتُ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ لِى اَصْحَابِى بِئْسَ مَاقُلْتَ قُلْتَ هُجْرًا فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَه فَقَالَ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَانْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًا وَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ لاَ تَعُدْ *

৩৭৭৮. আবূ হুমায়দ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - মুসআব ইব্‌ন সা'দ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি লাত ও উয্‌যার শপথ করলাম। তখন আমার সাথীরা আমাকে বললো : তুমি বড় মন্দ কথা বললে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে তা বললে, তিনি বললেন : তুমি বল : "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই।" আর তুমি তোমার বামদিকে তিনবার থুথু ফেল এবং আল্লাহ্‌র নিকট শয়তান হতে হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। আর কখনও এরূপ বলবে না।

اِبْرَارِ الْقَسَمِ

শপথ পূর্ণ করা

٣٧٧٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الاَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ اَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِى وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَاِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلاَمِ *

৩৭৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সাতটি কাজের আদেশ দিয়েছেন : জানাযার অনুগমন করার, রোগীকে দেখতে যাওয়ার, হাঁচির উত্তর দেয়ার, আমন্ত্রণ গ্রহণ করার, মযলূমের সাহায্য করার, কসম পূর্ণ করার এবং সালামের উত্তর দেয়ার।

مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

শপথ করার বিপরীত বিষয়কে উত্তম দেখলে কি করবে

٣٧٨٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى السَّلِيْلِ عَنْ زَهْدَمٍ عَنْ

اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا عَلَى الْاَرْضِ يَمِيْنٌ اَحْلِفُ عَلَيْهَا فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَتَيْتُهُ *

৩৭৮০. কুতায়বা (র) - - - - আবূ মূসা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পৃথিবীর যে কোন বিষয়েই আমি শপথ করি; আর পরে তার বিপরীত বিষয়কে উত্তম দেখতে পাই, তখন আমি সেটাই করি।

اَلْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ

শপথ ভঙ্গের পূর্বেই কাফ্ফারা দেয়া

৩৭৮১. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَهْطٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَاَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكُمْ ثُمَّ لَبِثْنَا مَاشَاءَ اللّٰهُ فَاُتِىَ بِاِبِلٍ فَاَمَرَ لَنَا بِثَلاَثِ ذَوْدٍ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لاَيُبَارِكُ اللّٰهُ لَنَا اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ اَنْ لاَيَحْمِلَنَا قَالَ اَبُوْ مُوْسَى فَاَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا اَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللّٰهُ حَمَلَكُمْ اِنِّىْ وَاللّٰهِ لاَ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ وَاَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ *

৩৭৮১. কুতায়বা (র) - - - - আবূ মূসা আশ্‌আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আশ্‌আরী সম্প্রদায়ের একদল লোকসহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বাহন চাওয়ার জন্য উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না এবং তোমাদেরকে দেব এমন কোন বাহনও আমার নিকট নেই। আবূ মূসা (রা) বলেন : অতঃপর আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, যেমন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল। অতঃপর তাঁর কাছে কিছু উট আসলো নবী ﷺ আমাদেরকে তিনটি উট দেয়ার নির্দেশ দিলেন। যখন আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হলাম, তখন আমাদের লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, এই সওয়ারীতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বরকত দান করবেন না। কেননা যখন আমরা তাঁর কাছে বাহন চাইবার জন্য উপস্থিত হই, তখন তিনি শপথ করে বলেন : আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দেব না। আবূ মূসা (রা) বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ফিরে এসে একথা উল্লেখ করলে তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দেইনি, বরং আল্লাহ্ তা'আলা তা তোমাদের দান করেছেন। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি যদি কোন বিষয়ের উপর শপথ করি, পরে অন্য বিষয়কে তার চেয়ে উত্তম দেখতে পাই, তখন আমি আমার শপথের কাফ্ফারা আদায় করি এবং যেটা উত্তম সেটাই করি।

৩৭৮২. اَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو

بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ *

৩৭৮২. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন কিছুর শপথ করে, এরপর অন্য কিছুকে তার চাইতে উত্তম দেখতে পায়, তখন সে যেন নিজের কসমের কাফ্‌ফারা দিয়ে দেয় এবং ঐ উত্তম কাজটি করে।

٣٧٨٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا حَلَفَ اَحَدُكُمْ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَنْظُرِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ فَلْيَأْتِهِ *

৩৭৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন কোন কিছুর শপথ করে, পরে সে অন্য কোন বস্তুকে তার চাইতে উত্তম দেখতে পায়, তখন সে যেন তার কসমের কাফ্‌ফারা দিয়ে ঐ উত্তম কাজটি করে।

٣٧٨٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ اِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ ثُمَّ ائْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ *

৩৭৮৪. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যখন তুমি শপথ করবে, তখন তুমি তোমার কসমের কাফ্‌ফারা দিয়ে দেবে, এরপর যেটা উত্তম সেটা করবে।

٣٧٨٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِىُّ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَائْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ *

৩৭৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া কুতাঈ (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তুমি কোন কসম করবে, আর অন্য কোন বস্তু তা থেকে উত্তম দেখতে পাবে, তখন তুমি তোমার কসমের কাফ্‌ফারা দিয়ে দেবে, আর যা উত্তম তা করবে।

اَلْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ

কসম ভাঙ্গার পর কাফ্‌ফারা আদায় করা

٣٧٨٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ

مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ *

৩৭৮৬. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কেউ কোন বিষয়ে শপথ করে যদি অন্য কোন বিষয়কে তার চাইতে উত্তম দেখতে পায়; তবে সে যেন উত্তমকে গ্রহণ করে এবং পরে স্বীয় শপথের কাফ্‌ফারা আদায় করে।

٣٧٨٧. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْ يَمِيْنَهُ وَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْهَا *

৩৭৮৭. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করে, তারপর অন্য বিষয়কে তার চাইতে উত্তম দেখতে পায়, সে যেন শপথ পরিত্যাগ করে উত্তমকে গ্রহণ করে এবং শপথের কাফ্‌ফারা দিয়ে দেয়।

٣٧٨٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيْمَ بْنَ طَرَفَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِيْنَهُ *

৩৭৮৮. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কেউ কোন শপথ করার পর যদি অন্য কিছুকে তার চাইতে উত্তম দেখতে পায়, তবে সে যেন উত্তমকে গ্রহণ করে এবং শপথ ভঙ্গ করে।

٣٧٨٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزَّعْرَاءِ عَنْ عَمِّهِ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمٍّ لِى اَتَيْتُهُ اَسْأَلُهُ فَلاَ يُعْطِيْنِىْ وَلاَ يَصِلُنِى ثُمَّ يَحْتَاجُ اِلَىَّ فَيَأْتِيْنِىْ فَيَسْأَلُنِىْ وَقَدْ حَلَفْتُ اَنْ لاَ أُعْطِيَهُ وَلاَ اَصِلَهُ فَأَمَرَنِىْ اَنْ آتِىَ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَاُكَفِّرَ عَنْ يَمِيْنِى *

৩৭৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ যা'রা (র) তাঁর চাচা আবুল আহওয়াস হতে, তিনি তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বললাম : এ বিষয়ে কী বলেন যে, আমি আমার চাচাত ভাইয়ের নিকট গিয়ে কিছু চাইলে সে আমাকে তা দেয় না এবং আত্মীয়তাও ঠিক রাখে না। কিন্তু তার কিছু প্রয়োজন হলে সে আমার নিকট এসে তা চায়। এজন্য আমিও শপথ করেছি যে, তাকে কিছুই

দেব না এবং তার সাথে আত্মীয়তাও রক্ষা করবো না। তিনি আমাকে আদেশ করলেন : এখন তুমি যেটা উত্তম সেটা কর এবং তোমার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দাও।

٣٧٩٠. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَأَنَا مَنْصُوْرٌ وَيُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اٰلَيْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ *

৩৭৯০. যিয়াদ ইব্ন আইয়ূব (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন : যখন তুমি কোন শপথ করে অন্য বস্তুকে তা অপেক্ষা উত্তম দেখতে পাবে, তখন উত্তমটা করে ফেলবে এবং তোমার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দেবে।

٣٧٩١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ يَعْنِى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ *

৩৭৯১. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তুমি যখন কোন শপথ করার পর অন্য কিছুকে তার চাইতে উত্তম দেখতে পাবে, তখন উত্তমটা করবে এবং নিজ শপথের কাফ্ফারা দিয়ে দেবে।

٣٧٩٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ فِى حَدِيْثِهِ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ *

৩৭৯২. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তুমি যখন কোন কিছুর শপথ করার পর অন্য কিছুকে তার চাইতে উত্তম দেখতে পাবে, তখন ঐ উত্তমটা করবে এবং তোমার শপথের কাফ্ফারা আদায় করবে।

اَلْيَمِيْنُ فِيْمَا لاَيَمْلِكُ

যার মালিক নয়, এমন কোন জিনিসের শপথ করা

٣٧٩٣. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو ابْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنَذْرَ وَلاَ يَمِيْنَ فِيْمَا لاَتَمْلِكُ وَلاَ فِى مَعْصِيَةٍ وَلاَ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ *

৩৭৯৩. ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আমর ইব্ন শুআয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে

বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন কিছুর মালিক নয়, ঐ বস্তুর মান্নত ও শপথ করতে পারবে না। আর গুনাহের কাজে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে শপথ হতে পারে না।

مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى

শপথ করে ইন্‌শাআল্লাহ্ বলা

٣٧٩٤. اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَاِنْ شَاءَ مَضَى وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ *

৩৭৯৪. আহমদ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি শপথ করে ইন্‌শাআল্লাহ্ বলে, সে তা পূর্ণ করুক অথবা না করুক তার কাফ্‌ফারা দিতে হবে না।

اَلنِّيَّةُ فِى الْيَمِيْنِ

কসমের নিয়্যত করা

٣٧٩٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَانَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ *

৩৭৯৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নিয়্যতের উপর কাজের ফলাফল নির্ভর করে, যে যা নিয়্যত করে, সে তা-ই পাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তি পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হিজরত করে, অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার নিয়্যতে হিজরত করে; সে যে নিয়্যতে হিজরত করে, তার হিজরত সে জন্যই হবে।

تَحْرِيْمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন, তা হারাম করা

٣٧٩٦. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ

زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ اَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ اِنِّى أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى اِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لاَبَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُوْدَ لَهُ فَنَزَلَتْ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ اِلَى اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً *

৩৭৯৬. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ যা'ফরানী (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যয়নব বিন্‌ত জাহ্‌শের নিকট কিছুক্ষণ থাকতেন এবং সেখানে তিনি মধু পান করতেন। আমি এবং হাফ্‌সা পরামর্শ করলাম যে, আমাদের মধ্যে যার নিকটই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশ্‌রীফ আনেন, সে যেন বলে : আপনার মুখ হতে মাগাফিরের গন্ধ আসছে। আপনি কি মাগাফির খেয়েছেন ? এরপর তিনি আমাদের একজনের গৃহে আসলে তিনি তাঁকে তা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : না, বরং আমি যয়নব বিন্‌তে জাহ্‌শের নিকট মধু পান করেছি। আমি আর কখনো তা পান করবো না ; তখন অবতীর্ণ হয় : يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ . . অর্থ : হে নবী ! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি তা হারাম করছেন কেন ? (৬৬ : ১)। . . اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ অর্থ : যদি তোমরা উভয়ে (আয়েশা ও হাফসা) অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে এসো। (৬৬ : ২) وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ . . . . অর্থ : স্মরণ কর, নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন।...... (৬৬ : ৩), এটা নবী ﷺ -এর উক্তি : "বরং আমি মধু পান করেছি"— সে সম্পর্কিত।

اِذَا حَلَفَ اِنْ لاَ يَأْتَدِمُ فَاَكَلَ خُبْزًا بِخَلٍّ

রুটির সাথে তরকারি না খাওয়ার কসম করে সিরকা দিয়ে খেলে

٣٧٩٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنّٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَيْتَهُ فَاِذَا فِلَقٌ وَخَلٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلْ فَنِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ *

৩৭৯৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখলাম, রুটির টুকরা এবং সিরকা রাখা হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : খাও, সিরকা উত্তম তরকারি।

فِى الْحَلْفِ وَالْكَذِبِ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْيَمِيْنَ بِقَلْبِهِ

এমন ব্যক্তির শপথ ও মিথ্যাকথন, যে অন্তরে তাকে শপথ ও মিথ্যাকথন মনে করে না

٣٧٩٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ

اَبِیْ وَائِلٍ عَنْ قَیْسِ بْنِ اَبِیْ غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَأَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَبِيْعُ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِنْ اِسْمِنَا فَقَالَ يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّ هٰذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوْبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ *

৩৭৯৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - কায়স ইব্‌ন আবূ গারাযা (রা) বলেন : লোক আমাদেরকে দালাল বলতো। একদিন আমরা বেচাকেনা করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট এসে আগের নামের চাইতে উত্তম নামে আমাদেরকে ডেকে বললেন : হে ব্যবসায়ীর দল ! ক্রয়-বিক্রয়ে অনেক সময় শপথ এবং মিথ্যা কথনও হয়ে যায়, (যদিও তোমরা অন্তরের সাথে তা বলো না)। অতএব তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ে কিছু সাদ্‌কা মিলিয়ে নেবে।

٣٧٩٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَعَاصِمٍ وَجَامِعٍ عَنْ اَبِیْ وَائِلٍ عَنْ قَیْسِ بْنِ اَبِیْ غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نَبِيْعُ بِالْبَقِيْعِ فَأَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِنْ اِسْمِنَا ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ *

৩৭৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - কায়স ইব্‌ন আবূ গারাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা বাকী' নামক স্থানে ক্রয়-বিক্রয় করতাম। আমাদেরকে বলা হতো দালাল। এক সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট এসে বললেন : হে ব্যবসায়ীর দল ! তিনি আমাদেরকে আমাদের পূর্ব নাম অপেক্ষা উত্তম নামে ডাকলেন। তিনি বললেন : এই ক্রয়-বিক্রয়ে শপথ ও মিথ্যা এসে যায়। অতএব তোমরা তাতে সাদকা মিলিয়ে নেবে।

فِى اللَّغْوِ وَالْكَذِبِ

মিথ্যা ও অপ্রয়োজনীয় কথা

٣٨٠٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اَبِیْ وَائِلٍ عَنْ قَیْسِ بْنِ اَبِیْ غَرَزَةَ قَالَ اَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ فِى السُّوْقِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ السُّوْقَ يُخَالِطُهَا اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوْهَا بِالصَّدَقَةِ *

৩৮০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - কায়স ইব্‌ন আবূ গারাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আসেন, তখন আমরা ছিলাম বাজারে। তিনি আমাদেরকে বললেন : এটা বাজার, এখানে মিথ্যা ও অপ্রয়োজনীয় কথাও হয়ে থাকে। অতএব তোমরা এতে কিছু সাদ্‌কা মিলিয়ে নাও।

٣٨٠١. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِیْ وَائِلٍ

عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِى غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ نَبِيْعُ الْاَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا وَكُنَّا نُسَمِّى اَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ وَيُسَمِّيْنَا النَّاسُ فَخَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِنَ الَّذِىْ سَمَّيْنَا اَنْفُسَنَا وَسَمَّانَا النَّاسُ فَقَالَ يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ *

৩৮০১. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র ও মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - কায়স ইব্‌ন আবূ গারাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা মদীনায় ক্রয়-বিক্রয় করছিলাম। আমরা আমাদেরকে দালাল বলতাম এবং লোকেরাও আমাদেরকে দালাল বলতো। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট এসে আমাদের এমন নামে ডাকলেন, যা ছিল আমরা আমাদেরকে এবং লোকেরা আমাদেরকে যে নামে ডাকতো, তা থেকে উত্তম। তিনি বললেন : হে ব্যবসায়ীর দল ! তোমাদের ব্যাবসায়ে মিথ্যা এবং শপথ মিশ্রিত হয়ে থাকে। অতএব তোমরা এতে সাদ্‌কা মিশিয়ে নাও।

اَلنَّهْىُ عَنِ النَّذْرِ

মান্নত করার নিষেধাজ্ঞা

٣٨٠٢. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْصُوْرٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ اِنَّهُ لاَيَأْتِىْ بِخَيْرٍ اِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ *

৩৮০২. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মান্নত করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি বলেছেন : তাতে মানুষের কোন লাভ হয় না। এর দ্বারা কৃপণের থেকে কিছু বের করা হয় মাত্র।

٣٨٠٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ اِنَّه لاَيَرُدُّ شَيْئًا اِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيْحِ *

৩৮০৩. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মান্নত করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন : মান্নত কোন কিছুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। এর দ্বারা কেবল কৃপণ হতে কিছু মাল বের করা হয়।

اَلنَّذْرُ لاَيُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَيُؤَخِّرُهُ

মান্নত কোন কিছুকে ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত করতে পারে না[১]

٣٨٠٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

১. অর্থাৎ তাক্‌দীর ও আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে।

بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلنَّذْرُ لاَيُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَيُؤَخِّرُهُ اِنَّمَا هُوَ شَىْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيْحِ *

৩৮০৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মান্নত কোন কিছুকে আগে বা পরে করতে পারে না। তা এমন বিষয়, যদ্বারা কৃপণ হতে কিছু মাল বের করা হয় মাত্র।

٣٨٠٥. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَاْتِى النَّذْرُ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ شَيْئًا لَمْ اُقَدِّرْهُ عَلَيْهِ وَلٰكِنَّهُ شَىْءٌ اسْتُخْرِجَ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ *

৩৮০৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মান্নত লোকের জন্য এমন কিছু আনতে পারে না, যা তার তাক্‌দীরে নেই। তা এমন বিষয়, যা দ্বারা কৃপণের হাত হতে কিছু মাল বের করা হয় মাত্র।

اَلنَّذْرُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ

মান্নত দ্বারা কৃপণ হতে কিছু মাল বের হয় মাত্র

٣٨٠٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَتَنْذُرُوا فَاِنَّ النَّذْرَ لاَيُغْنِىْ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ *

৩৮০৬. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা মান্নত করো না। কেননা তা তাক্‌দীরের বিপরীতে কোন কাজে আসে না। কিন্তু এর দ্বারা কৃপণ থেকে কিছু মাল বের হয়।

اَلنَّذْرُ فِى الطَّاعَةِ

‘ইবাদত-আনুগত্যের কাজে মান্নত করা

٣٨٠٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِىَ اللّٰهَ فَلاَ يَعْصِهِ *

৩৮০৭. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি কেউ মান্নত করে যে, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে, তবে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যদি কেউ আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার মান্নত করে, তবে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।

اَلنَّذْرُ فِى الْمَعْصِيَةِ

গুনাহের মান্নত করা

٣٨٠٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِى طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِىَ اللّٰهَ فَلاَ يَعْصِهِ *

৩৮০৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যদি কেউ আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার মান্নত করে, তবে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যদি কেউ আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার মান্নত করে, তবে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।

٣٨٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِىَ اللّٰهَ فَلاَ يَعْصِهِ *

৩৮০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে কেউ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মান্নত করে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার মান্নত করে, সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।

اَلْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ

মান্নত পূর্ণ করা

٣٨١٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى جَمْرَةَ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يَذْكُرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ فَلاَ أَدْرِى اَذَكَرَ مَرَّتَيْنِ بَعْدَهُ اَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ ذَكَرَ قَوْمًا يَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَنْذُرُوْنَ وَلاَ يُوْفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ اَبُوْ جَمْرَةَ *

৩৮১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - 'ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে আমার সময়ের লোকই উত্তম, এরপর তারা, যারা তাদের নিকটবর্তী। এরপর যারা তাদের পরবর্তী, তারপর তাদের পরবর্তী। বর্ণনাকারী বলেন : আমার স্মরণ নেই, তিনি তা দু'বার বলেছেন, না তিনবার। এরপর তিনি ঐসকল লোকের কথা বললেন : যারা খিয়ানত করে, আমানতদারী রক্ষা করে না। তারা

সাক্ষ্য দেয়, অথচ তাদেরকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা হয় না; মান্নত করে অথচ মান্নত পূর্ণ করে না। আর তারা মোটা-তাজা হবে।

اَلنَّذْرُ فِيْمَا لاَيُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ

যে মান্নতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করা হয় না

٣٨١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ الْاَحْوَلُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَقُوْدُ رَجُلاً فِى قَرَنٍ فَتَنَاوَلَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَطَعَهُ قَالَ اِنَّهُ نَذْرٌ *

৩৮১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন একজন লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন; যে অন্য একটি লোককে রশি দ্বারা বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তা ধরে কেটে ফেললেন। তখন সে ব্যক্তি বললো : সে ঐরূপ করার মান্নত করেছে।

٣٨١٢. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ الْاَحْوَلُ اَنَّ طَاوُسًا اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ يَقُوْدُهُ اِنْسَانٌ بِخِزَامَةٍ فِى اَنْفِهِ فَقَطَعَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يَقُوْدَهُ بِيَدِهِ *

৩৮১২. ইউসুফ ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন লোকের নিকট দিয়ে গেলেন, তখন ঐ ব্যক্তি কা'বার তওয়াফ করছিল। তখন তাকে অন্য একটি লোক তার নাকে উটের লাগাম লাগিয়ে টানছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার নিকট গিয়ে তা নিজ হাতে কেটে ফেললেন এবং আদেশ করলেন : তাকে তার হাত ধরে টেনে নাও।

٣٨١٣. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَاَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ اَنَّ طَاوسًا اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّبِهِ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ وَاِنْسَانٌ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ بِاِنْسَانٍ اٰخَرَ بِسَيْرٍ اَوْ خَيْطٍ اَوْ بِشَىْءٍ غَيْرِ ذٰلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ قُدْهُ بِيَدِكَ *

৩৮১৩. ইবন জুরায়জ বলেন, সুলায়মান আমাকে জানান যে, তাঊস তাকে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে জানিয়েছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার নিকট দিয়ে গেলেন, তখন তিনি কা'বা তওয়াফ করছিলেন। আর এক ব্যক্তি নিজের হাত চামড়ার রশি, সুতলি বা অন্য কিছু দ্বারা অন্য ব্যক্তির সাথে বেঁধে রেখেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ হাতে তা কেটে দিলেন এবং বললেন : তুমি তোমার হাত দিয়ে তাকে টেনে নাও।

اَلنَّذْرُ فِيْمَا لاَيَمْلِكُ

যে বস্তুতে মালিকানা নেই, তার মান্নত করা

٣٨١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى اَيُّوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ

قِلاَبَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَنَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلاَفِيمَا لاَيَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ *

৩৮১৪. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - -ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজে মান্নত নেই। আর মানুষ যে বস্তুর মালিক নয়, তারও মান্নত করা যাবে না।

٣٨١٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الاِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لاَيَمْلِكُ *

৩৮১৫. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - সাবিত ইব্ন যাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের শপথ করবে অথচ সে এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, তখন সে ঐরূপই হয়ে যাবে, যেমন সে বলবে। আর যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তা দিয়েই তাকে আযাব দেয়া হবে। মানুষ যার মালিক নয়, তাতে তার মান্নত হয় না।

مَنْ نَذَرَ اَنْ يَمْشِيَ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ تَعَالٰى

যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে আল্লাহ্‌র ঘরে যাওয়ার মান্নত করে

٣٨١٦. اَخْبَرَنِي يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ اَبِي اَيُّوبَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي حَبِيْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرَتْ اُخْتِي اَنْ تَمْشِيَ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ فَاَمَرَتْنِي اَنْ اَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ *

৩৮১৬. ইউসুফ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার বোন পায়ে হেঁটে আল্লাহ্‌র ঘরে যাওয়ার মান্নত করে। এ ব্যাপারে সে আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ফাত্ওয়া জিজ্ঞাসা করতে বলে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : সে যতদূর পায়ে হেঁটে যেতে পারে যাবে, তারপর বাহনে আরোহণ করবে।

اِذَا حَلَفَتِ الْمَرْاَةُ لِتَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ

স্ত্রীলোকের পায়ে হেঁটে মাথা না ঢেকে বায়তুল্লাহ্ যাওয়ার মান্নত করা

٣٨١٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيَى

بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ وَقَالَ عَمْرٌو اِنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ زَحْرٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ اُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ اَنْ تَمْشِىَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ *

৩৮১৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার বোন মান্নত করলো যে, সে পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহ্ গমন করবে, খালি মাথায়; আমি একথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললে তিনি বললেন : তোমার বোনকে বলে দাও, সে যেন ওড়না মাথায় দিয়ে সওয়ার হয়ে যায় এবং তিনদিন রোযা রাখে।

مَنْ نَذَرَ اَنْ يَصُوْمَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ اَنْ يَصُوْمَ

রোযার মান্নত করার পর আদায় করার পূর্বে মৃত্যু হলে

٣٨١٨. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَكِبَتْ اِمْرَأَةٌ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ اَنْ تَصُوْمَ فَأَتَتْ اُخْتُهَا النَّبِىَّ ﷺ وَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَأَمَرَهَا اَنْ تَصُوْمَ عَنْهَا *

৩৮১৮. বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ আসকারী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক নারী নদী ভ্রমণে বের হলো। সে এক মাস রোযা রাখার মান্নত করলো। তারপর সে মান্নত আদায় করার পূর্বেই ইনতিকাল করলো। তার বোন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে এই ঘটনা বর্ণনা করলে, তিনি তাকে তার পক্ষ হতে রোযা রাখতে বললেন।

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

যে ব্যক্তি মান্নত আদায় না করে মারা যায়

٣٨١٩. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى نَذْرٍ كَانَ عَلَى اُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا *

৩৮১৯. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) তাঁর মাতার মান্নত সম্পর্কে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি তা আদায় করার পূর্বেই ইনতিকাল করেছেন। তিনি বললেন : তুমি তার পক্ষ হতে তা আদায় কর।

٣٨٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى نَذْرٍكَانَ عَلٰى اُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْضِهِ عَنْهَا ٭

৩৮২০. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তাঁর মাতার মান্নত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি তা আদায় করার পূর্বেই ইনতিকাল করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তুমি তার পক্ষ হতে তা আদায় কর।

٣٨٢١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ وَهٰرُوْنُ ابْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَلَمْ تَقْضِهِ قَالَ اقْضِهِ عَنْهَا ٭

৩৮২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম ও হারূন ইব্‌ন ইসহাক হামাদানী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : আমার মা ইনতিকাল করেছেন। তার উপর মান্নত রয়েছে, যা তিনি আদায় করে যাননি। তিনি বললেন : তুমি তার পক্ষ হতে তা আদায় কর।

اِذَا نَذَرَ ثُمَّ اَسْلَمَ قَبْلَ اَنْ يَفِىَ

মান্নত আদায় করার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করা

٣٨٢٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ نَذَرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَهُ اَنْ يَعْتَكِفَ ٭

৩৮২২. ইসহাক ইব্‌ন মূসা (র) - - - - ইব্‌ন উমর উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি জাহিলী যুগে একরাত ই'তিকাফ করার মান্নত করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, তিনি তাকে ই'তিকাফ করার নির্দেশ দেন।

٣٨٢٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عَلٰى عُمَرَ نَذْرٌ فِى اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَاَمَرَهُ اَنْ يَعْتَكِفَ ٭

৩৮২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহিলী যুগে উমর (রা) একরাত মসজিদে হারামে ই'তিকাফ করার মান্নত করেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁকে ই'তিকাফ করতে বললেন।

٣٨٢٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَاَمَرَهُ اَنْ يَعْتَكِفَهُ *

৩৮২৪. আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাকাম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহিলী যুগে উমর (রা) একদিন ই'তিকাফ করার মান্নত করলেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁকে ই'তিকাফ করার আদেশ করলেন।

٣٨٢٥. حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تِيْبَ عَلَيْهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَنْخَلِعُ مِنْ مَالِىْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُشْبِهُ اَنْ يَكُوْنَ الزُّهْرِىُّ سَمِعَ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ وَمِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْهُ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ تَوْبَةُ كَعْبٍ *

৩৮২৫. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)- - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন : তাঁর পিতার তওবা কবূল হলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আমার সমস্ত মাল থেকে মুক্ত হতে চাই যা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের পথে সাদকা হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : তুমি তোমার কিছু মাল রেখে দাও, এটা তোমার জন্য উত্তম।

اِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ

মান্নত হিসেবে হাদিয়া দেয়া

٣٨٢٦. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيْثَهُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ قَالَ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِىْ اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِىْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَخَيْرٌ لَكَ فَقُلْتُ فَانِّى اُمْسِكُ سَهْمِى الَّذِى بِخَيْبَرَ مُخْتَصَرٌ *

৩৮২৬. সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, আমি কা'ব্ ইব্‌ন মালিক (রা)-কে তিনি যে তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে না গিয়ে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন : আমি যখন তাঁর সামনে বসে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার তওবার মধ্যে এটাও যে, আমি আমার মাল হতে পৃথক হয়ে যাব এবং যা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের পথে সাদকা হয়ে যাবে। তিনি বললেন : তুমি তোমার মালের কিছু অংশ রেখে দাও; তা তোমার জন্য উত্তম হবে। তিনি বললেন : আমি বললাম : তা হলে আমার খায়বরের সম্পত্তি রেখে দিচ্ছি।

٣٨٢٧. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيْثَهُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَزْوَةِ تَبُوْكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِى اَنْ اَنْخَلَعَ مِنْ مَالِىْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى رَسُوْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْسِكْ عَلَيْكَ مَلَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَانِّىْ اُمْسِكُ عَلَىَّ سَهْمِىَ الَّذِىْ بِخَيْبَرَ *

৩৮২৭. ইউসুফ ইব্‌ন সা'ঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (র) বলেন, আমি কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-কে তিনি যে তাবুকের যুদ্ধে রাসূল্লালাহ্ ﷺ এর সঙ্গে না গিয়ে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লালাহ্! আমার তওবার একটা অংশ এই যে, আমি আমার অর্থ-সম্পদ হতে মুক্ত হয়ে যাব, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পথে সাদকা হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার কিছু সম্পদ রেখে দাও, সেটা তোমার পক্ষে শ্রেয়। আমি বললাম : তা হলে আমি আমার খায়বরের অংশ রেখে দিচ্ছি।

٣٨٢٨ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّمَا نَجَّانِى بِالصِّدْقِ وَاِنَّ مِنْ تَوْبَتِىْ اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِىْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى رَسُوْلِهِ فَقَالَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَانِّىْ اُمْسِكُ سَهْمِى الَّذِى بِخَيْبَرَ *

৩৮২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'দান ইব্‌ন ঈসা (র) - - - - উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন : আমি আমার পিতা কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ তা'আলা

আমাকে আমার সত্যবাদিতার জন্য পরিত্রাণ দিয়েছেন। আর আমার তাওবায় এ-ও রয়েছে যে, আমি আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলকে আমার মাল দান করে তা হতে মুক্ত হয়ে যাই। তিনি বললেন : তোমার কিছু মাল তুমি রেখে দাও, এটা তোমার জন্য উত্তম। তিনি বললেন : আমি আমার খায়বরের সম্পত্তি রাখলাম।

هَلْ تَدْخُلُ الْاَرْضُوْنَ فِى الْمَالِ اِذَا نَذَرَ

মালের মান্নত করলে জমি তার অন্তর্ভুক্ত হবে কি না

٣٨٢٩. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيْعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ اِلاَّ الْاَمْوَالَ وَالْمَتَاعَ وَالثِّيَابَ فَاَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِى الضُّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ ابْنُ زَيْدٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُلاَمًا اَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى وَادِى الْقُرَى حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِوَادِى الْقُرَى بَيْنَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَهُ سَهْمٌ فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْئًا لَكَ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلاَّ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِىْ أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ بِذٰلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ اَوْ بِشِرَاكَيْنِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شِرَاكٌ اَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ *

৩৮২৯. হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খায়বরের বছর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। সেখানে আমরা গনীমত হিসাবে কেবল মাল (ভূ-সম্পদ) আসবাবপত্র ও বস্ত্রাদি পেলাম। যুবায়র গোত্রের রিফা'আ ইব্ন যায়দ নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একটি হাবশী গোলাম দান করলো, যাকে লোকে মিদ্আম বলে ডাকতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখান হতে ওয়াদীল কুরার দিকে রওয়ানা হলেন। আমরা যখন ওয়াদীল কুরায় পৌছলাম তখন হঠাৎ একটি তীর এসে তার গায়ে লাগলো এবং তাকে হত্যা করলো। তার গায়ে এমন সময় তীর লাগলো, যখন সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামান নামাচ্ছিল। তখন লোক বলতে লাগলো : তোমার জন্য জান্নাত মুবারক হোক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কখনও নয়। আল্লাহ্র কাসম ! যে মাল সে খায়বরের দিন গনীমতের মাল হতে বণ্টনের পূর্বে নিয়েছিল, তা আগুন হয়ে তাকে গ্রাস করবে। লোকে যখন একথা শুনলো, তখন এক ব্যক্তি জুতার একটি অথবা দু'টি ফিতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসলো। তিনি বললেন : একটি বা দু'টি আগুনের ফিতা।

اَلْاِسْتِثْنَاءُ

ইন্শাআল্লাহ্ বলা

٣٨٣٠. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ

اَنَّ كُثَيْرَ بْنَ فَرْقَدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَدِ اسْتَثْنٰى *

৩৮৩০. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শপথ করে ইন্‌শাআল্লাহ্ বললো, সে তা বাদ করে দিল (অর্থাৎ শপথ সংঘটিত হল না)।

٣٨٣١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَدِ اسْتَثْنٰى *

৩৮৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শপথ করে ইন্‌শাআল্লাহ্ বললো, সে তাকে বাদ করে দিল।

٣٨٣٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَمْضٰى وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ *

৩৮৩২. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি কসম করার পর ইন্‌শাআল্লাহ্ বললো, তার অবকাশ রয়েছে, সে ইচ্ছা করলে তা পূর্ণ করবে, নতুবা ছেড়ে দেবে।

اِذَا حَلَفَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ هَلْ لَهُ اسْتِثْنَاءٌ

কেউ শপথ করলে যদি অন্য ব্যক্তি ইন্‌শাআল্লাহ্ বলে

٣٨٣٣. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلٰى تِسْعِيْنَ امْرَاَةً كُلُّهُنَّ يَاْتِيْ بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيْعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ اِلَّا امْرَاَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَاَيْمُ الَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُرْسَانًا اَجْمَعِيْنَ *

৩৮৩৩. 'ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - - আবদুর রহমান আ'রাজ হতে বর্ণিত। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন :

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ) বললেন : অবশ্যই আমি আজ আমার নব্বইজন স্ত্রীর নিকট গমন করবো তাদের প্রত্যেকেই এক-একজন মুজাহিদ প্রসব করবে, যারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে। তার সাথী তার জন্য ইন্শাআল্লাহ্ বললেন কিন্তু তিনি ইন্শাআল্লাহ্ বললেন না। পরে তিনি তাদের নিকট গমন করলেন কিন্তু তাদের একজন স্ত্রী ব্যতীত কেউ-ই গর্ভধারণ করলেন না; আর তাও এমন গর্ভ, যাতে অর্ধ বাচ্চা জন্ম নিল। আল্লাহ্র শপথ ! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, যদি তিনি ইন্শাআল্লাহ্ বলতেন, তবে তারা সকলেই এমন সন্তান প্রসব করতেন, যারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করতো।

كَفَّارَةُ النَّذْرِ

মান্নতের কাফ্ফারা

٣٨٣٤. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ *

৩৮৩৪. আহমদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্নুল-ওয়াযীর ইবন সুলায়মান ও হারিস ইবন মিসকীন (র) - - - - উক্বা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কসমের কাফ্ফারাই মান্নতের কাফ্ফারা।

٣٨٣٥. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ *

৩৮৩৫. কাসীর ইব্ন উবায়দ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : গুনাহ্র কাজে কোন মান্নত নেই।

٣٨٣٦. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ *

৩৮৩৬. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : পাপের কাজে মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্ফারাই এর কাফ্ফারা।

٣٨٣٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ *

৩৮৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক মুখাররামী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পাপের কাজে কোন মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্‌ফারাই এর কাফ্‌ফারা।

٣٨٣٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ *

৩৮৩৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পাপের কাজে কোন মান্নত নেই। আর এর কাফ্‌ফারা হলো কসমের কাফ্‌ফারা।

٣٨٣٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَقَدْ قِيْلَ اَنَّ الزُّهْرِىَّ لَمْ يَسْمَعْ هٰذَا مِنْ اَبِى سَلَمَةَ *

৩৮৩৯. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পাপের কাজে মান্নত নেই। কসমের কাফ্‌ফারাই এর কাফ্‌ফারা।

٣٨٤٠. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مُوْسَى الْفَرَوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو ضَمْرَةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ *

৩৮৪০. হারূন ইব্‌ন মূসা ফারাবী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গুনাহর কাজে মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্‌ফারাই এর কাফ্‌ফারা।

٣٨٤١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ التِّرْمِذِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى عَتِيْقٍ وَمُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ يَحْيَى بْنَ اَبِى كَثِيْرٍ الَّذِىْ كَانَ يَسْكُنُ الْيَمَامَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سُلَيْمَانُ بْنُ اَرْقَمَ مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ خَالَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَصْحَابِ يَحْيَى ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ *

৩৮৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল তিরমিযী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গুনাহ্‌র কাজে কোন মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্‌ফারাই এর কাফ্‌ফারা।

٣٨٤٢. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهُوَ عَلِىٌّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ *

৩৮৪২. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গুনাহর কাজে কোন মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্ফারাই এর কাফ্ফারা।

٣٨٤٣. اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ اَبِى عَمْرٍو وَهُوَ الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ *

৩৮৪৩. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গুনাহর কাজে কোন মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্ফারাই এর কাফ্ফারা।

٣٨٤٤. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَنْظَلِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِى غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ ضَعِيْفٌ لاَ يَقُوْمُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ *

৩৮৪৪. আলী ইব্ন মায়মূন (র) - - - -ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গযব (গুনাহ)-এর কাজে মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্ফারাই এর কাফ্ফারা।

٣٨٤٥. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِى غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ *

৩৮৪৫. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকূব (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গযবের কাজে কোন মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্ফারাই এর কাফ্ফারা।

٣٨٤٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ اَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَنَذْرَ فِىْ غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَقِيْلَ اِنَّ الزُّبَيْرَ لَمْ يَسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ *

৩৮৪৬. কুতায়বা (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : গযবের কাজে কোন মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্‌ফারাই এর কাফ্‌ফারা।

٣٨٤٧. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللّٰهِ فَذٰلِكَ لِلّٰهِ وَفِيهِ الْوَفَاءُ وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ فَذٰلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ *

৩৮৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন ওহাব (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : মান্নত দুই প্রকার। যেই মান্নত আল্লাহ্‌র আনুগত্যের জন্য করা হয়, তা আল্লাহ্‌র জন্য। আর তা পূর্ণ করতে হবে। আর আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে যে মান্নত করা হয়, তা শয়তানের জন্য, আর তা পূর্ণ করার প্রয়োজন নেই। আর মান্নতের কাফ্‌ফারা তা-ই, যা কসমের কাফ্‌ফারা হয়ে থাকে।

٣٨٤٨. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْرًا لَا يَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقَالَ عِمْرَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ *

৩৮৪৮. ইবারাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলেন : এক ব্যক্তি মান্নত করলো যে, সে তার কাওমের মসজিদে নামায পড়তে উপস্থিত হবে না। ইমরান (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিতে মান্নত করা বৈধ নয়। আর এর কাফ্‌ফারা হলো কসমের কাফ্‌ফারা।

٣٨٤٩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ *

৩৮৪৯. আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গুনাহের কাজে এবং আল্লাহ্‌র গযবের কাজে কোন মান্নত নেই। আর কসমের কাফ্‌ফারাই এর কাফ্‌ফারা।

٣٨٥٠. أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمٍ وَهُوَ عُبَيْدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو

بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِى الْمَعْصِيَةِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ خَالَفَهُ مَنْصُوْرُ بْنُ زَاذَانَ فِى لَفْظِهِ *

৩৮৫০. হিলাল ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পাপের কাজে মান্নত নেই। আর এর কাফ্‌ফারা হলো কসমের কাফ্‌ফারা।

٣٨٥١. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَأَنَا مَنْصُوْرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ لاَ نَذْرَ لاِبْنِ اٰدَمَ فِيْمَا لاَيَمْلِكُ وَلاَ فِى مَعْصِيَةِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ خَالَفَهُ عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ *

৩৮৫১. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানুষ যার মালিক নয় তাতে এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় মান্নত করা বৈধ নয়।

٣٨٥٢. اَخْبَرَنِى عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَنَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيْمَا لاَيَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيْفٌ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ *

৩৮৫২. আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় এবং মানুষ যার মালিক নয় তাতে মান্নত করা বৈধ নয়।

٣٨٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى اَيُّوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو قِلاَبَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيْمَا لاَيَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ *

৩৮৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে কোন মান্নত নেই। আর মানুষ যার মালিক নয় তাতেও কোন মান্নত নেই।

مَا الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ اَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا فَعَجَزَ عَنْهُ

মান্নত করার পর তা আদায় করতে অক্ষম হলে

٣٨٥٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ

قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ مَاهٰذَا قَالُوا نَذَرَ اَنْ يَمْشِيَ اِلَى بَيْتِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَه مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ *

৩৮৫৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তার কী হয়েছে ? লোকেরা বললেন : সে মান্নত করেছে যে, সে হেঁটে বায়তুল্লাহ্ গমন করবে। তিনি বললেন : তার প্রাণকে এভাবে কষ্ট দেওয়াতে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। তাকে বল : সে যেন সওয়ার হয়ে গমন করে।

٣٨٥٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَيْخٍ يُهَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ مَابَالُ هٰذَا قَالُوْا نَذَرَ اَنْ يَمْشِيَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ فَاَمَرَهُ اَنْ يَرْكَبَ *

৩৮৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বৃদ্ধকে দেখলেন যে, সে দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এই ব্যক্তির কী হয়েছে ? লোকেরা বললেন : সে এভাবে চলার মান্নত করেছে। তিনি বললেন : তার প্রাণকে এভাবে শাস্তি দেওয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার কোন দরকার নেই। তাকে সওয়ার হয়ে যেতে বল। তিনি তাকে সওয়ার হয়ে যেতে বললেন।

٣٨٥٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا شَاْنُ هٰذَا فَقِيْلَ نَذَرَ اَنْ يَمْشِيَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَصْنَعُ بِتَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَه شَيْئًا فَاَمَرَهُ اَنْ يَرْكَبَ *

৩৮৫৬. আহমদ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, সে তার দুই ছেলের উপর ভর করে চলছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তার কী হয়েছে ? বলা হলো : সে মান্নত করেছে যে, এভাবে হেঁটে কা'বায় উপস্থিত হবে। তিনি বললেন : তার এ আত্মপীড়ন দ্বারা আল্লাহ্ কিছুই করবেন না। পরে তিনি তাকে সওয়ার হয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন।

اَلْاِسْتِثْنَاءُ

ইন্‌শাআল্লাহ্ বলা

٣٨٥٧. اَخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ

اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَدِ اسْتَثْنٰى *

৩৮৫৭. নূহ ইব্ন হাবীব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর কসম খাওয়ার পর ইন্‌শাআল্লাহ্ বললো, সে যেন তা বাদ দিল।

٣٨٥٨. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ سُلَيْمَانُ لَاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلٰى تِسْعِيْنَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقِيْلَ لَه قُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ اِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ اِنْسَانٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ *

৩৮৫৮. আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) হতে মারফূ' রূপে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : সুলায়মান (আ) বললেন : আজ রাতে আমি আমার নব্বইজন স্ত্রীর নিকট গমন করবো, তাদের প্রত্যেকে এক-একজন এমন সন্তান প্রসব করবে যারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে। তাকে বলা হলো : ইন্‌শাআল্লাহ্ বলুন, তিনি বললেন না। তারপর তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর নিকট গমন করলেন, কিন্তু একজন ব্যতীত কেউই সন্তান প্রসব করলো না। ঐ একজনও অর্ধ অঙ্গবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি তিনি ইন্‌শাআল্লাহ্ বলতেন, তবে কসম ভঙ্গ হতো না এবং তিনি কৃতকার্য হতেন।

كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

অধ্যায় : বর্গাচাষ

اَلثَّالِثُ مِنَ الشُّرُوْطِ فِيْهِ الْمُزَارِعَةُ وَالْوَثَائِقُ

তৃতীয় প্রকার শর্তাবলী কৃষিতে বর্গা ও চুক্তি ইত্যাদি[১]

٣٨٥٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ اِذَا اسْتَأْجَرْتَ اَجِيْرًا فَاَعْلِمْهُ اَجْرَهُ ٭

৩৮৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তুমি কোন শ্রমিকের দ্বারা পরিশ্রম করাতে ইচ্ছা কর, তখন তার পারিশ্রমিক ঠিক করে নিও।

٣٨٦٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ قَالَ اَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتّٰى يُعْلِمَهُ اَجْرَهُ ٭

৩৮৬০. মুহাম্মদ (র) - - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কোন শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণ না করে, তাকে মজুর হিসেবে নিয়োগ করাকে অপছন্দ করতেন।

٣٨٦١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حَمَّادٍ هُوَ ابْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ اَجِيْرًا عَلٰى طَعَامِهِ قَالَ لَا حَتّٰى تُعْلِمَهُ ٭

৩৮৬১. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) - - - - হান্নাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা তাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে খাদ্যের বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করে। তিনি বললেন : তার মজুরীর পরিমাণ তাকে না জানিয়ে এরূপ করবে না।

---

১. الثالث – গ্রন্থকার বর্গাচাষ বিষয়ক হাদীসসমূহকে 'তৃতীয় প্রকার শর্তাবলী'-এ শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন এই দৃষ্টিতে যে এর পূর্বে 'মান্নত' ও 'কসম' সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং মান্নত ও কসমও শর্তযুক্ত হয়ে থাকে। সে দু'টির পর বর্গাচাষ যেন তৃতীয় শর্তযুক্ত বিষয়। বর্গাচাষেও নানারকমের শর্ত থাকে, যা হাদীস দ্বারা জানা যাবে।

٣٨٦٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَقَتَادَةَ فِى رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اَسْتَكْرِى مِنْكَ اِلٰى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا فَاِنْ سِرْتُ شَهْرًا اَوْ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا سَمَّاهُ فَلَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا وَكَرِهَا اَنْ يَقُوْلَ اَسْتَكْرِى مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا فَاِنْ سِرْتُ اَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ نَقَصْتُ مِنْ كِرَائِكَ كَذَا وَكَذَا *

৩৮৬২. মুহাম্মদ (র) - - - - হাম্মাদ এবং কাতাদা (র) ঐ দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেন, যাদের একজন অপরজনকে বললো, আমি তোমার জন্য মক্কা পর্যন্ত পথের ভাড়া এত ঠিক করলাম। যদি আমি একমাস কিংবা এর কম ও বেশি চলি, তা হলে তোমাকে আরও এত এত ভাড়া বেশি দিব— অর্থাৎ সে ভাড়া এবং সময় নির্ধারিত করে নিল। তাঁরা বলেন : এতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু এরূপ বলা যে, আমি তোমার জন্য এত টাকা ভাড়া নির্ধারণ করলাম। যদি আমি এক মাসের বেশি সফর করি, তাহলে তোমার ভাড়া কম দেবো, তাঁরা এরূপ বলাকে অপছন্দ করেছেন।

٣٨٦٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ عَبْدٌ اُوَاجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ وَسَنَةً اُخْرٰى بِكَذَا وَكَذَا قَالَ لاَبَأْسَ بِهِ وَيُجْزِئُهُ اَشْتِرَاطُكَ حِيْنَ تُؤَاجِرُهُ اَيَّامًا اَوْ اَجَرْتَهُ وَقَدْ مَضٰى بَعْضُ السَّنَةِ قَالَ اِنَّكَ لاَتُحَاسِبُنِىْ لِمَا مَضٰى *

৩৮৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) - - - - ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম : যদি আমি এক শ্রমিককে এক বছর পর্যন্ত শুধু খোরাকীর বিনিময়ে কাজে নিয়োগ করি এবং পরবর্তী বছর এত এত মজুরীর বিনিময়ে ? তিনি বললেন : এতে কোন দোষ নেই। আর তোমার এই শর্ত করাই যথেষ্ট যে, আমি তাকে এতদিন পর্যন্ত মজুর হিসেবে রাখবো। (ইবন জুরায়জ বলেন) যদি বছরের কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তাকে কাজে নিযুক্ত কর, তবে বলবে : যতদিন চলে গেছে আমার সঙ্গে তা হিসাব করবে না।

ذِكْرُ الْاَحَادِيْثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِى النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفُ اَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِلْخَبَرِ

ফসলের তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ দেয়ার শর্তে বর্গা দেয়া সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস এবং হাদীসের বর্ণনাকারীদের বর্ণনাগত পার্থক্য

٣٨٦٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ رَافِعِ بْنِ اُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ اَنَّهُ خَرَجَ اِلٰى قَوْمِهِ اِلٰى بَنِىْ حَارِثَةَ فَقَالَ يَابَنِىْ حَارِثَةَ لَقَدْ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا مَاهِىَ

قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا نُكْرِيْهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ قَالَ لاَ قَالَ وَكُنَّا نُكْرِيْهَا بِالتِّبْنِ فَقَالَ لاَ وَكُنَّا نُكْرِيْهَا بِمَا عَلَى الرَّبِيْعِ السَّاقِ قَالَ لاَ اِزْرَعْهَا اَوِامْنَحْهَا أَخَاكَ خَالَفَهُ مُجَاهِدٌ *

৩৮৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উসায়দ ইব্‌ন যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর কাওম বনূ হারিসার নিকট এসে বললেন : হে বনূ হারিসা ! তোমাদের উপর এক বিপদ আপতিত হয়েছে। তারা বললো : সেই বিপদ কী ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। আমরা বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আমরা শস্যদানার পরিবর্তে জমি বর্গা দেই তবে ? তিনি বললেন : না। আমরা বললাম : আমরা আন্‌জিরের বিনিময়ে জমি বর্গা দিতাম। তিনি বললেন : এটাও না। আমরা আবার বললাম : আমরা ঐ ফসলের বিনিময়ে দিতাম, যা নালার পাশে উৎপন্ন হতো। তিনি বললেন : তাও না। তোমরা জমি নিজেরা চাষ কর অথবা আপন ভাইদের দান কর।

٣٨٦٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهَلٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَالْحَقْلُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ شِرَاءُ مَافِيْ رُؤُسِ النَّخْلِ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ *

৩৮৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র)- - - -উসায়দ ইব্‌ন যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) আমাদের নিকট এসে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদেরকে হাকল অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ অংশ শস্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন এবং ফল গাছে থাকাবস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে তা বিক্রয় করতে, যাকে মুযাবানা বলা হয়, নিষেধ করেছেন।

٣٨٦٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ اَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ فَقَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَيْرٌ لَكُمْ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا وَنَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ الرَّجُلُ يَكُوْنُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيْمُ مِنَ النَّخْلِ فَيَجِيْءُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ *

৩৮৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - উসায়দ ইব্‌ন যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) আমাদের নিকট এসে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এমন এক কাজ করতে নিষেধ করেছেন, যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা মেনে নেয়া তোমাদের জন্য উত্তম। তিনি তোমাদেরকে হাকল হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : যার জমি আছে, তার উচিত তা দান

করে দেয়া, অথবা ছেড়ে দেয়া। আর তিনি মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন। আর মুযাবানা বলা হয়, কোন ব্যক্তির হয়ত খেজুর বাগানের বিপুল সম্পত্তি আছে, আর অন্য কোন ব্যক্তি এসে নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে তা (তার গাছের খেজুর) গ্রহণ করল।

٣٨٦٧. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ اَتَى عَلَيْنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ فَقَالَ وَلَمْ أَفْهَمْ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ اَمْرٍ كَانَ يَنْفَعُكُمْ وَطَاعَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا يَنْفَعُكُمْ نَهَاكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَقْلِ وَالْحَقْلُ الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَمَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا اَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ الرَّجُلُ يَجِيْءُ اِلَى النَّخْلِ الْكَثِيْرِ بِالْمَالِ الْعَظِيْمِ فَيَقُوْلُ خُذْهُ بِكَذَ وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرِ ذٰلِكَ الْعَامِ *

৩৮৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - উসায়দ ইব্‌ন যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) আমাদের নিকট এসে বললেন, কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদেরকে একটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন, যা তোমাদের জন্য উপকারী ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা মেনে নেয়া তোমাদের জন্য অধিকতর উপকারী। তিনি তোমাদেরকে হাকল হতে নিষেধ করেছেন। আর 'হাকল' হলো, ক্ষেত বা বাগানকে তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের বিনিময়ে বর্গা দেয়া। রাবী বলেন, যার নিকট তার প্রয়োজনের অধিক জমি থাকে, তার কোন মুসলমান ভাইকে তা দান করা অথবা ফেলে রাখা উচিত। আর তিনি তোমাদেরকে মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন। আর মুযাবানা হলো, কোন মালদারের নিকট অনেক খেজুর গাছ রয়েছে, সে অন্য ব্যক্তিকে বললো : তুমি এই বাগান (-এর খেজুর) এ বছরের এ পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে গ্রহণ কর।

٣٨٦٨. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى أُسَيْدُ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ نَهَاكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنْفَعُ لَنَا قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَاِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ خَالَفَهُ عَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنُ مَالِكٍ *

৩৮৬৮. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) বলেন : তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন কাজ হতে নিষেধ করেছেন, যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা মেনে চলা আমাদের জন্য তা অপেক্ষা লাভজনক। তিনি বলেছেন : যার নিকট কৃষির জমি রয়েছে, সে নিজে তাতে চাষাবাদ করবে। আর যদি সে চাষাবাদ করতে না পারে, তবে মুসলমান ভাইকে দিয়ে দেবে, আর সে তাতে চাষাবাদ করবে।

٣٨٦٩. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ أَخَذْتُ بِيَدِ طَاوسٍ حَتّٰى أَدْخَلْتُهُ عَلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ فَحَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَأَبٰى طَاوسٌ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لَايَرٰى بِذٰلِكَ بَأْسًا وَرَوَاهُ اَبُو عَوَانَةَ عَنْ اَبِى حَصِيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَنْ رَافِعٍ مُرْسَلاً *

৩৮৬৯. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। তাউস (র) তা অস্বীকার করে বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন : তাতে কোন ক্ষতি নেই।

٣٨٧٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَأَمْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ نَهَانَا اَنْ نَتَقَبَّلَ الاَرْضَ بِبَعْضِ خَرْجِهَا تَابَعَهُ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُهَاجِرٍ *

৩৮৭০. কুতায়বা (র) - - - - মুজাহিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এমন এক কাজ হতে নিষেধ করেছেন, যা ছিল আমাদের জন্য লাভজনক। আর তাঁর আদেশ আমাদের জন্য শিরোধার্য। তিনি আমাদেরকে উৎপন্ন শস্যের কিয়দংশের বিনিময়ে জমি গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٧١. اَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى أَرْضِ رَجُلٍ مِنَ الاَنْصَارِ قَدْ عَرَفَ اَنَّهُ مُحْتَاجٌ فَقَالَ لِمَنْ هٰذِهِ الْأَرْضُ قَالَ لِفُلاَنٍ أَعْطَانِيْهَا بِالأَجْرِ فَقَالَ لَوْ مَنَحَهَا اَخَاهُ فَأَتٰى رَافِعٌ الاَنْصَارَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنْفَعُ لَكُمْ *

৩৮৭১. আহ্‌মদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক আনসারীর জমির উপর দিয়ে যাওয়ার সময় জানতে পারলেন যে, এ ব্যক্তি একজন গরীব লোক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এই জমি কার ? সে ব্যক্তি বললো : এ জমি আমাকে অমুক ব্যক্তি বর্গা চুক্তিতে দিয়েছে। একথা শুনে তিনি বললেন : যদি সে তা তার কোন মুসলমান ভাইকে এমনিই দান করতো তবে তার জন্য উত্তম হতো। একথা শুনে রাফে' (রা) আনসারী ভাইয়ের নিকট এসে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদেরকে এক কাজ হতে নিষেধ করেছেন, তা তোমাদের জন্য লাভজনক ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আদেশ পালন করা তোমাদের জন্য তার চাইতে অধিক লাভজনক।

٣٨٧٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَقْلِ *

৩৮৭২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না এবং মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাকল হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

٣٨٧٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ قَالَ خَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا اَوْ يَذَرْهَا *

৩৮৭৩. আমর ইব্ন আলী (র)- - - রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট এসে আমাদেরকে এমন এক কাজ হতে নিষেধ করলেন, যা ছিল আমাদের জন্য লাভজনক। তিনি বললেন : যার জমি আছে, তার তা চাষ করা উচিত; না হয় তা কাউকে দান করা বা ফেলে রাখা উচিত।

٣٨٧٤. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوسٌ وَمُجَاهِدٌ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ خَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَأَمْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَيْرٌ لَنَا قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا اَوْلِيَمْنَحْهَا وَمِمَّا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ طَاوسًا لَمْ يَسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيْثَ *

৩৮৭৪. আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ (র) - - - - রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট এসে আমাদেরকে এমন এক কাজ হতে নিষেধ করলেন, যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আদেশ আমাদের জন্য অতি উত্তম। তিনি বললেন : যার জমি আছে, সে যেন তা চাষ করে, অথবা ফেলে রাখে বা দান করে।

٣٨٧٥. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ابْنُ عَدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ كَانَ طَاوسٌ يَكْرَهُ اَنْ يُؤَاجِرَ اَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ يَرَى بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأْسًا فَقَالَ لَه مُجَاهِدٌ اِذْهَبْ اِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ حَدِيْثَهُ فَقَالَ اِنِّى وَاللّٰهِ لَوْ اَعْلَمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُ مَافَعَلْتُهُ وَلٰكِنْ حَدَّثَنِى مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا قَالَ لاَنْ يَمْنَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُوْمًا وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلٰى عَطَاءٍ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ

مَيْسَرَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ *

৩৮৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - আমর ইব্‌ন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাউস (রা) সোনা-রূপার বিনিময়ে জমি কেরায়া দেয়াকে অপছন্দ করতেন। কিন্তু তিনি তৃতীয়াংশ কিংবা চতুর্থাংশ শস্যের বিনিময়ে তা বর্গা দেয়াকে দূষণীয় মনে করতেন না। মুজাহিদ (র) তাউসকে বললেন : তুমি রাফে' ইব্‌ন খাদীজের ছেলের নিকট যাও এবং তার নিকট হতে ঐ হাদীস শ্রবণ কর। তাউস (র) বললেন : আল্লাহ্‌র কাসম ! যদি আমি জানতে পারতাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তাহলে আমি সে কাজ করতাম না। আর আমার কাছে অধিকতর জ্ঞানীজন, অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো কেবল এটাই বলেছেন যে, তোমরা কোন বিনিময় ব্যতীত জমি তোমার ভাইকে দিয়ে দাও। যেন সে তাতে ফসল জন্মাতে পারে। কেননা এই দান তোমার জন্য বিনিময়ে দেয়া হতে উত্তম।

٣٨٧٦. حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَاِنْ عَجَزَ اَنْ يَزْرَعَهَا فَلْيَمْنَحْهَا اَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُزْرِعْهَا اِيَّاهُ *

৩৮৭৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যার জমি আছে, সে যেন তা চাষ করে। আর যদি সে অপারগ হয়, তবে সে যেন তার মুসলমান ভাইকে দান করে এবং সে যেন তাতে তা বর্গা না দেয়।

٣٨٧٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ وَلَا يُكْرِيْهَا تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِىُّ *

৩৮৭৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যার জমি আছে, সে যেন তা চাষ করে। অথবা কোন মুসলমান ভাইকে দান করে কোন বিনিময় না নিয়ে।

٣٨٧٨. اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لِاُنَاسٍ فُضُوْلُ اَرَضِيْنَ يُكْرُوْنَهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ يُزْرِعْهَا اَوْ يُمْسِكْهَا وَافَقَهُ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ *

৩৮৭৮. হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কতিপয় লোকের নিকট প্রয়োজনের অধিক জমি ছিল, তারা তা অর্ধেক, তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের উপর বর্গা দিত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যার নিকট জমি আছে, সে তা নিজে চাষ করবে অথবা তা অন্যের দ্বারা চাষ করাবে বা তা রেখে দেবে।

٣٨٧٩. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ اَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ وَعِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ هُوَ الْفَاخُوْرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيُزْرِعْهَا وَلاَ يُؤَاجِرْهَا *

৩৮৭৯. ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট খুতবা দিতে গিয়ে বললেন : যার নিকট জমি আছে, তার উচিত তা নিজে অথবা অন্যের দ্বারা চাষ করানো এবং তা কেরায়া না দেয়া।

٣٨٨٠. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ وَافَقَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَلَى النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ *

৩৮৮০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র)- - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٨١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَاَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يُطْعَمَ اِلاَّ الْعَرَايَا تَابَعَهُ يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ *

৩৮৮১. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বর্গা দিতে এবং মুযাবানা ও মুহাকালা করতে আর খাওয়ার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, যে সকল খেজুর বৃক্ষ 'আরায়া[১] দেয়া হয়েছে তা ব্যতীত।

٣٨٨٢. اَخْبَرَنِىْ زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا اِلاَّ اَنْ تُعْلَمَ . وَفِىْ رِوَايَةِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى كَالدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ عَطَاءً لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ حَدِيْثَهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا *

৩৮৮২. যিয়াদ ইব্‌ন আইউব (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা, মুযাবানা

১. 'আরায়া– ঐ সব খেজুর গাছকে বলা হয়, যার মালিক অন্যকে এ ফল খাওয়ার জন্য দিয়েছে।

এবং মুখাবারা করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি ছুনয়া[১] করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু যদি জানা থাকে।

٣٨٨٣. اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ سَأَلَ عَطَاءٌ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَ جَابِرٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيُزْرِعْهَا اَخَاهُ وَلاَ يُكْرِيهَا اَخَاهُ وَقَدْ رَوَى النَّهْىَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَزِيْدُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ *

৩৮৮৩. আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যার জমি আছে, তার উচিত তা নিজে চাষ করা, অথবা তার ভাইকে চাষ করতে দেয়া। কিন্তু সে যেন তার ভাইকে জমি কেরায়া না দেয়।

٣٨٨٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو تَوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَقْلِ وَهِىَ الْمُزَابَنَةُ خَالَفَهُ هِشَامٌ وَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ *

৩৮৮৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীস (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাকাল অর্থাৎ মুযাবানা থেকে নিষেধ করেছেন।

٣٨٨٥. اَخْبَرَنَا الثِّقَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَقَالَ الْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ اَنْ يَزْهُوَ وَالْمُخَابَرَةُ بَيْعُ الْكَرْمِ بِكَذَا وَكَذَا صَاعٍ خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ اَبِى سَلَمَةَ فَقَالَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ *

৩৮৮৫. সিকা (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযাবানা, মুখাদারা হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন : মুখাদারা হলো, খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রি করা। আর মুখাবারা হলো, (অনুমান করে) গাছের আঙুরকে, পাড়া আঙুরের সুনির্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে বিক্রি করা।

٣٨٨٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ

---

১. ছুনয়া অর্থ ব্যতিক্রম করা, বাদ রাখা। এ স্থলে ছুনয়া দ্বারা এমন বেচাকেনাকে বোঝানো হয়েছে যাতে সর্বমোট পরিমাণ থেকে অংশবিশেষ বাদ রাখা হয়। যেমন বলল, আমি তোমার কাছে খাদ্যের এই স্তূপ বিক্রি করলাম, তবে এর কিয়দংশ বাদ বা এই কাপড়গুলো বিক্রি করলাম তবে কিছু কাপড় বাদ। হ্যাঁ, যদি সর্বমোট পরিমাণ ও বাদ পরিমাণ জানা থাকে, তবে জায়েয হবে। যেমন বললাম, তোমার কাছে এই দশমণ চাল বিক্রি করলাম, তবে এর থেকে দু'মণ বাদ বা এই পঞ্চাশটি কাপড় বিক্রি করলাম, তবে এই পাঁচটি বাদ।

اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ خَالَفَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ *

৩৮৮৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা এবং মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ خَالَفَهُمُ الْاَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ فَقَالَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ *

৩৮৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা এবং মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٨٨. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ *

৩৮৮৮. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা এবং মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٨٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَاَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَحَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَا عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَرَّةً اُخْرٰى *

৩৮৮৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা এবং মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٩٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ اَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَاَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَقَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ وَاخْتُلِفَ عَلٰى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِيْهِ *

৩৮৯০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - উসমান ইব্‌ন মুর্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কেরায়া দেয়ার ব্যাপারে কাসেমের নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٩١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ اَبِى جَعْفَرٍ الْخَطْمِىِّ وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ أَرْسَلَنِى عَمِّى وَغُلاَمًا لَهُ اِلَى سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَسْأَلُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَيَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ حَدِيْثٌ فَلَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعٌ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ بَنِى حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فَقَالَ مَاأَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ فَقَالُوْا لَيْسَ لِظُهَيْرٍ فَقَالَ اَلَيْسَ اَرْضُ ظُهَيْرٍ قَالُوْا بَلَى وَلٰكِنَّهُ اَزْرَعَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوْا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا اِلَيْهِ نَفَقَتَهُ قَالَ فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا اِلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَرَوَاهُ طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدٍ وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيْهِ *

৩৮৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ জা'ফর খাতমী তাঁর নাম উমায়র ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমাকে আমার চাচা একটি গোলাম সঙ্গে দিয়ে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র)-এর নিকট মুযারাআ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালে তিনি বললেন : ইব্‌ন উমর (রা) এটাকে দূষণীয় মনে করতেন না। পরে তিনি রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা)-এর হাদীস জানতে পারলে তনি তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন। রাফে' (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারিসা গোত্রে আগমন করলে একটি কৃষি জমি দেখতে পেলেন। তিনি বললেন : যুহায়র-এর ক্ষেত কত সুন্দর ! লোকসকল বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই জমি যুহায়র-এর নয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এটা কি যুহায়র-এর জমি নয় ? তারা বললেন : হ্যাঁ, তবে, সে তা অন্যকে চাষ করতে দিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমরা নিজের জমি নিয়ে নাও এবং তাতে যে খরচ হয়েছে, তা তাকে দিয়ে দাও। রাবী বলেন : আমরা জমি নিয়ে নিলাম, আর যা খরচ হয়েছিল, তা তাকে ফিরিয়ে দিলাম।

٣٨٩٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ اِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ لَهُ اَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا اَوْ رَجُلٌ مُنِحَ اَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَامُنِحَ اَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى اَرْضًا بِذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ مَيَّزَهُ اِسْرَائِيْلُ عَنْ طَارِقٍ فَأَرْسَلَ الْكَلاَمَ الْاَوَّلَ وَجَعَلَ الْاَخِيْرَ مِنْ قَوْلِ سَعِيْدٍ *

৩৮৯২. কুতায়বা (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাকালা এবং মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : তিন ব্যক্তি কৃষি করতে পারে। প্রথমত যার জমি, সে তা চাষাবাদ করবে। দ্বিতীয়ত ঐ ব্যক্তি যাকে জমি দান করা হয়েছে। তৃতীয়ত ঐ ব্যক্তি, যে জমি সোনা ও রূপার বিনিময়ে কেরায়া নিয়েছে। ইস্‌রাঈল এ বর্ণনাটি তারিক হতে শুনে পৃথক করেছেন। প্রথম কথাটিকে মুরসাল বলেছেন : শেষের কথা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : এটি সা'ঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবের নিজের উক্তি (হাদীস নয়)।

٣٨٩٣. اَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ قَالَ سَعِيْدٌ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ طَارِقٍ *

৩৮৯৩. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা হতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٩٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ لاَيُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلاَثٍ اَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا اَوْ مِنْحَةٍ اَوْ اَرْضٍ بَيْضَاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ وَرَوَى الزُّهْرِىُّ الْكَلاَمَ الاَوَّلَ عَنْ سَعِيْدٍ فَأَرْسَلَهُ قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ لَبِيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ *

৩৮৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - তারিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র)-কে বলতে শুনেছি : তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ চাষাবাদ করবে না। প্রথম ঐ ব্যক্তি যে মালিক হয়; দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাকে জমি দান করা হয়েছে এবং তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যে টাকা-পয়সার বিনিময়ে তা ইজারা নিয়েছে।

٣٨٩٥. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ لَبِيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُوْنَ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُوْنُ عَلَى السَّاقِ مِنَ الزَّرْعِ فَجَاءُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَصَمُوْا فِىْ بَعْضِ ذٰلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُكْرُوْا بِذٰلِكَ وَقَالَ اَكْرُوْا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ سُلَيْمَانُ عَنْ رَافِعٍ فَقَالَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُمُوْمَتِهِ *

৩৮৯৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) সাদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে জমির মালিকেরা ইজারায় জমি চাষ করতে দিত ঐ শস্যের বিনিময়ে, যা নালার আশে পাশে জন্মাত। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত

হয়ে কোন কোন জমির ব্যাপারে বিচারপ্রার্থী হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে এভাবে জমি কেরায়ায় দিতে নিষেধ করেন এবং বলেন : তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে জমি কেরায়া দাও।

٣٨٩٦. اَخْبَرَنِى زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَنْبَأَنَا اَيُّوْبُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْاَرْضِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنُكْرِيْهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمّٰى فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُوْمَتِى فَقَالَ نَهَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا اَنْ نُحَاقِلَ بِالْاَرْضِ وَنُكْرِيَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمّٰى وَاَمَرَ رَبَّ الْاَرْضِ اَنْ يَزْرَعَهَا اَوْ يُزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَاسِوَى ذٰلِكَ اَيُّوْبُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ يَعْلَى *

৩৮৯৬. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ূব (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে আমরা তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ শস্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দিতাম অথবা নির্দিষ্ট খাদ্যের বিনিময়ে। আমার চাচাদের এক ব্যক্তি একদিন উপস্থিত হয়ে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এমন কাজ হতে নিষেধ করেছেন; যাতে আমাদের লাভ ছিল। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আদেশ মান্য করা আমাদের জন্য আরও লাভজনক। তিনি আমাদেরকে হাকল করতে এবং তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ শস্য অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি জমির মালিকদের আদেশ করেছেন : সে যেন নিজে চাষ করে, অথবা অন্যকে চাষ করতে দেয়। আর তিনি ইজারা দিতে এবং অন্য কোন প্রকারকে অপছন্দ করেন।

٣٨٩٧. اَخْبَرَنِى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيْمٍ اِنِّىْ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ الْاَرْضَ نُكْرِيْهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمّٰى رَوَاهُ سَعِيْدٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ *

৩৮৯৭. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জমিতে মুহাকালা করতাম। তৃতীয়াংশ অথবা চতুর্থাংশের বিনিময়ে কিংবা নির্দিষ্ট খাদ্যের বিনিময়ে কেরায়া দিতাম।

٣٨٩٨. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَزَعَمَ اَنَّ بَعْضَ عُمُوْمَتِهِ اَتَاهُ فَقَالَ نَهَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اَنْفَعُ لَنَا قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا

اَوْ لِيُزْرِعْهَا اَخَاهُ وَلاَ يُكَارِيْهَا بِثُلُثٍ وَلاَ رُبُعٍ وَلاَ طَعَامٍ مُسَمًّى رَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ رَافِعٍ فَاخْتَلَفَ عَلَى رَبِيْعَةَ فِى رِوَايَتِهِ *

৩৮৯৮. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) বলেছেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে হাকল করতাম। তখন আমাদের চাচাদের একজন এসে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একটি লাভজনক কাজ হতে নিষেধ করেছেন। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের কথা মেনে চলা আমাদের জন্য আরও অধিক লাভজনক। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম : তা কোন্ বস্তু ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যার জমি আছে, সে যেন তা নিজে চাষ করে, অথবা তার অন্য ভাইকে চাষ করতে দেয়, কিন্তু সে যেন তা তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ বা নির্দিষ্ট খাদ্যের বিনিময়ে কেরায়া না দেয়।

٣٨٩٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّىْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُكْرُوْنَ الْاَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْاَرْبِعَاءِ وَشَىْءٍ مِنَ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِى صَاحِبُ الْاَرْضِ فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ كِرَاؤُهَا بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ خَالَفَهُ الْاَوْزَاعِىُّ *

৩৮৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আমার নিকট বর্ণনা করলেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে যা নালার ধারে উৎপন্ন হতো এবং জমির মালিক যা বাদ দিত তার বিনিময়ে জমি কেরায়া দিতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেন। আমি রাফে' (রা)-কে বললাম, দীনারা ও দিরহামের বিনিময়ে কেরায়া দেয়া কিরূপ ? তিনি বললেন : দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে দেওয়ায় কোন দোষ নেই।

٣٩٠٠. اَخْبَرَنِى الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى هُوَ ابْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ بِالدِّيْنَارِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَبَأْسَ بِذٰلِكَ اِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُؤَاجِرُوْنَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَاَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ فَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَهْلِكُ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَاوَيَهْلِكُ هٰذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ اِلاَّ هٰذَا فَلِذٰلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَاَمَّا شَىْءٌ مَعْلُوْمٌ مَضْمُوْنٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَافَقَهُ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَلَى اِسْنَادِهِ وَخَالَفَهُ فِى لَفْظِهِ *

৩৯০০. মুগীরা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - হানযালা ইব্‌ন কায়স আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা)-কে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে ভূমি বর্গা দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে লোকেরা বড়-ছোট নালার পাশে উৎপন্ন

ফসলের বিনিময়ে ভূমি বর্গা দিতেন। কোন সময়ে এটায় ফসল ফলতো, ওটায় ফসল ফলতো না। আবার কোন সময়ে ওটায় ফসল ফলতো, এটাতে ফলতো না (এতে লোকের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হত)। তখন বর্গা বলতে এই ছিল। এ জন্য তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি নির্দিষ্ট কিছুর বিনিময়ে বর্গা দেওয়া হয় যা কেরায়া গ্রহীতার দায়িত্বে থাকবে তবে কোন অসুবিধা নেই।

٣٩٠١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قُلْتُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ لاَ اِنَّمَا نَهٰى عَنْهَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَاَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلاَ بَأْسَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَبِيْعَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ *

৩৯০১. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - হানযালা ইব্‌ন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাফে' ইব্‌ন খাদীজকে (রা) জমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়েও কি ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উৎপন্ন নির্দিষ্ট ফসলের বিনিময়ে বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিমেয় বর্গা দেওয়াতে কোন দোষ নেই।

٣٩٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَالَ حَلاَلٌ لاَبَأْسَ بِهِ ذٰلِكَ فَرْضُ الْاَرْضِ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ وَرَفَعَهُ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ *

৩৯০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) - - - - হান্‌যালা ইব্‌ন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাফে' ইব্‌ন খাদীজকে (রা) স্বর্ণ-রৌপ্যের বিমিয়ে অনাবাদী ভূমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা বৈধ। এতে কোন দোষ নেই। এটা জমির অধিকার।

٣٩٠٣. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ فِى حَدِيْثِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ اَرْضِنَا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلاَ فِضَّةٌ فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِىْ اَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيْعِ وَالْاَقْبَالِ وَاَشْيَاءَ مَعْلُوْمَةٍ وَسَاقَهُ رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِىِّ فِيْهِ *

৩৯০৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আরাবী (র) - - - - রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভূমি বর্গা দিতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। তখন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল না। লোকে নির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে এবং নালার কাছে ও সম্মুখভাগে উৎপন্ন ফসলের বিনিময়ে ভূমি বর্গা দিত।

٣٩.٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ تَابَعَهُ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ *

৩৯০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে এবং উকায়ল ইব্‌ন খালিদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٩.٥. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ جَدِّى قَالَ اَخْبَرَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِىْ اَرْضَهُ حَتّٰى بَلَغَهُ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ كَانَ يَنْهٰى عَنْ كِرَاءِ الاَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيْجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُ عَمَّىَّ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ اَهْلَ الدَّارِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الاَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الاَرْضَ تُكْرٰى ثُمَّ خَشِىَ عَبْدُ اللّٰهِ اَنْ يَكُوْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْدَثَ فِىْ ذٰلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْاَرْضِ اَرْسَلَهُ شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ *

৩৯০৫. আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব ইব্‌ন লায়স (র) - - - - সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) জমি কেরায়া দিতেন। যখন তিনি শুনতে পেলেন, রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন, তখন আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বললেন : হে রাফে' ইব্‌ন খাদীজ! আপনি জমি কেরায়া দেয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে কী হাদীস বর্ণনা করেন? তিনি আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বললেন : আমি আমার দুই চাচার নিকট শুনেছি, তারা উভয়ে ছিলেন বদরের যোদ্ধা, তাঁরা লোকদেরকে হাদীস শোনাতেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বললেন : আমার জানা আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে জমি কেরায়া দেয়া হতো। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) শংকিত হলেন যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর তিনি তা জানতে পারেন নি। তখন তিনি জমি কেরায়া দেয়া পরিত্যাগ করেন।

٣٩.٦. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ ابْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ بَلَغَنَا اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا يَزْعُمُ شَهِدَا بَدْرًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عَمَّيْهِ *

৩৯০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ ইবন খালী (র) - - - - যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের নিকট রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) হতে এ মর্মে এ খবর পৌছেছে যে, তিনি তাঁর চাচাদের থেকে যাঁরা ছিলেন বদরী— বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٩٠٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ كَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الْاَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأْسٌ وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ وَافَقَهُ عَلٰى اِرْسَالِهِ عَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنُ الْحَارِثِ

৩৯০৭. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুগীরা (র) - - - - শুআয়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যুহরী (র) বলেছেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) বলতেন : সোনা ও রূপার বিনিময়ে জমি কেরায়া দেয়ায় কোন ক্ষতি নেই। আর রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (র) বর্ণনা করেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা থেকে নিষেধ করেছেন।

٣٩٠٨. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ خُزَيْمَةَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَرِيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَسُئِلَ رَافِعٌ بَعْدَ ذٰلِكَ كَيْفَ كَانُوْا يُكْرُوْنَ الْاَرْضَ قَالَ بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ مُسَمًّى وَيُشْتَرَطُ اَنَّ لَنَا مَاتُنْبِتُ مَاذِيَانَاتُ الْاَرْضِ وَاَقْبَالُ الْجَدَاوِلِ رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيْهِ *

৩৯০৮. হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - -ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, রাফে ইব্‌ন খাদীজ (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন : পরবর্তীতে রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, তখন লোকে কিরূপে জমি কেরায়া দিত ? তিনি বললেন : লোক কিছু উৎপন্ন দ্রব্য নির্দিষ্ট করতো এবং শর্ত করে নিত, যা নালা বা নহরের কিনারায় উৎপন্ন হবে তা আমাদের থাকবে।

٣٩٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ اَخْبَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَنَّ عُمُوْمَتَهُ جَاؤُا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعُوْا فَاَخْبَرُوْا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا اَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ مَزْرَعَةٍ يُكْرِيْهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَنَّ لَهُ مَا عَلَى الرَّبِيْعِ السَّاقِيْ الَّذِيْ يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ وَطَائِفَةٌ مِنَ التِّبْنِ لَا اَدْرِيْ كَمْ هِيَ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ فَقَالَ عَنْ بَعْضِ عُمُوْمَتِهِ *

৩৯০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাযী' (র) - - - - নাফে' (র) থেকে বর্ণিত যে, রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর চাচাগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে সংবাদ দেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কৃষি জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন : আমাদের পরিষ্কার জানা আছে যে, জমির মালিক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় জমি কেরায়া দিত এই শর্তে যে, জমির মালিকের অংশ ঐ শস্যে হবে, যা নহরের নিকটবর্তী অংশে উৎপন্ন হবে যেই নহর হতে ঐ জমিতে পানি দেয়া হয় এবং কিছু ঘাসের পরিবর্তে কেরায়া দেয়া হতো, যে ঘাসের পরিমাণ আমার জানা নেই।

٣٩١٠. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الْاَرْضِ فَبَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ شَىْءٌ فَاَخَذَ بِيَدِى فَمَشَى اِلَى رَافِعٍ وَاَنَا مَعَهُ فَحَدَّثَهُ رَافِعٌ عَنْ بَعْضِ عُمُوْمَتِهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَتَرَكَ عَبْدُ اللّٰهِ بَعْدُ *

৩৯১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - নাফে‘ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন উমর (রা) জমির কেরায়া গ্রহণ করতেন। এরপর তাঁর নিকট রাফে‘ ইব্‌ন খাদীজ (রা) হতে কিছু সংবাদ পৌছায়। তিনি আমার হাত ধরে রাফে‘ ইব্‌ন খাদীজ (রা)-এর নিকট নিয়ে যান। রাফে‘ ইব্‌ন খাদীজ (রা) তাঁর চাচা হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। এরপর থেকে আবদুল্লাহ্ (রা) জমির কেরায়া দেয়া পরিত্যাগ করেন।

٣٩١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْاَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الْاَرْضِ حَتّٰى حَدَّثَهُ رَافِعٌ عَنْ بَعْضِ عُمُوْمَتِهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَتَرَكَهَا بَعْدُ رَوَاهُ اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عُمُوْمَتَهُ *

৩৯১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি কেরায়া গ্রহণ করতেন, এরপর যখন রাফে‘ ইব্‌ন খাদীজ (রা) তাঁর চাচা থেকে তাঁকে হাদীস শুনান যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমির কেরায়া নিতে নিষেধ করেছেন; তখন হতে তিনি তা পরিত্যাগ করেন।

٣٩١٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِى مَزَارِعَهُ حَتّٰى بَلَغَهُ فِى اٰخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يُخْبِرُ فِيْهَا بِنَهْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَاهُ وَاَنَا مَعَهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ فَكَانَ اِذَا سُئِلَ عَنْهَا قَالَ زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا وَافَقَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَكَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَجُوَيْرِيَةُ ابْنُ اَسْمَاءَ *

৩৯১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাযী‘ (র) - - - - নাফে‘ (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর কৃষি জমি কেরায়া দিতেন। মুআবিয়া (রা)-এর খিলাফতের শেষভাগে তিনি সংবাদ পান যে, রাফে‘ ইব্‌ন খাদীজ (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীস বর্ণনা করেন। তখন তিনি তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইব্‌ন উমর (রা) তা ত্যাগ করেন। এরপর ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট কেউ এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন : রাফে‘ ইব্‌ন খাদীজ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমির কেরায়া নিতে নিষেধ করেছেন।

٣٩١٣. اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِى الْمَزَارِعَ فَحُدِّثَ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَأْثُرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ قَالَ نَافِعٌ فَخَرَجَ اِلَيْهِ عَلَى الْبَلاَطِ وَاَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَ عَبْدُ اللّٰهِ كِرَاءَهَا *

৩৯১৩. আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) - - - - নাফে‘ (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) জমি কেরায়া দিতেন। তাঁকে বলা হলো : রাফে‘ ইব্‌ন খাদীজ (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইব্‌ন উমর (রা) বালাত নামক স্থানে তাঁর সাথে দেখা করতে যান, আর আমিও তখন তাঁর সাথে ছিলাম। ইব্‌ন উমর (রা) রাফে‘ (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। তখন হতে আবদুল্লাহ্ (রা) কেরায়া দেয়া পরিত্যাগ করেন।

٣٩١٤. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ رَجُلاً اَخْبَرَ ابْنَ عُمَرَ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَأْثُرُ فِى كِرَاءِ الْاَرْضِ حَدِيْثًا فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ اَنَا وَالرَّجُلُ الَّذِىْ اَخْبَرَهُ حَتّٰى اَتٰى رَافِعًا فَاَخْبَرَهُ رَافِعٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَتَرَكَ عَبْدُ اللّٰهِ كِرَاءَ الْاَرْضِ *

৩৯১৪. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - নাফে‘ (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা)-কে সংবাদ দিল যে, রাফে‘ ইব্‌ন খাদীজ (রা) জমি কেরায়া দেয়ার ব্যাপারে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। নাফে‘ বলেন : আমি এবং সংবাদদাতা আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সাথে রাফে‘ (রা)-এর নিকট যাই। তখন রাফে‘ (রা) তাঁকে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। সেদিন হতে তিনি তা পরিত্যাগ করেন।

٣٩١٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ حَدَّثَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ *

৩৯১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ মুক্‌রী (র) - - - - নাফে‘ (র) থেকে বর্ণিত যে, রাফে‘ ইব্‌ন খাদীজ (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে এ মর্মে হাদীস শোনান যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٩١٦. اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِى اَرْضَهُ بِبَعْضِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا فَبَلَغَهُ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَزْجُرُ عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ كُنَّا نُكْرِى

الْاَرْضَ قَبْلَ اَنْ نَعْرِفَ رَافِعًا ثُمَّ وَجَدَ فِىْ نَفْسِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِىْ حَتَّى دُفِعْنَا اِلَى رَافِعٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ اَسَمِعْتَ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَقَالَ رَافِعٌ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُكْرُوا الْاَرْضَ بِشَىْءٍ *

৩৯১৬. হিশাম ইব্ন আম্মার (র) - - - - নাফে' (রা) বলেন : ইব্ন উমর (রা) জমি কেরায়া দিতেন জমির উৎপন্ন দ্রব্যের কিয়দংশের বিনিময়ে। এরপর তিনি জানতে পারেন যে, রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা থেকে নিষেধ করেছেন। আমরা রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে জানার আগে কৃষি জমি কেরায়া দিতাম। এরপর তার (ইবন 'উমরের) মনে কিছু আসলে তিনি আমার কাঁধে হাত রাখলেন। অবশেষে আমরা রাফে' পর্যন্ত পৌঁছলাম। আবদুল্লাহ্ (রা) রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন? রাফে' (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : তোমরা কোন কিছুর বিনিময়ে জমি কেরায়া দিও না।

٣٩١٧. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ وَنَافِعٍ اَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ *

৩৯১৭. হুমায়দ ইব্ন মাস্'আদা (র) - - - - রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٩١٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنْبَاَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلاَ نَرَى بِذٰلِكَ بَاْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ *

৩৯১৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) - - - - আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমরা মুখাবারা করতাম এবং তাকে দূষণীয় মনে করতাম না। পরে রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুখাবারা করতে নিষেধ করেছেন।

٣٩١٩. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ يَقُوْلُ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَسْاَلُ عَنِ الْخِبْرِ فَيَقُوْلُ مَاكُنَّا نَرَى بِذٰلِكَ بَاْسًا حَتَّى اَخْبَرَنَا عَامَ الْاَوَّلِ ابْنُ خَدِيْجٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْخِبْرِ وَافَقَهُمَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

৩৯১৯. আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ (র) - - - - ইব্ন জুরায়জ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমর ইব্ন দীনার (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, যখন ইব্ন উমর (রা)-কে মুখাবারা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হতো, তখন তিনি বলতেন : আমাদের মতে মুখাবারা করায় কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু [মুআবিয়া (রা)-এর খিলাফতের] প্রথম বছর রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, তিনি মুখাবারা হতে নিষেধ করেছেন।

٣٩٢٠. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ كُنَّا لاَ نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامَ الاَوَّلِ فَزَعَمَ رَافِعٌ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ خَالَفَهُ عَارِمٌ فَقَالَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ *

৩৯২০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) - - - - আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমরা মুখাবারা করায় কোন ক্ষতি মনে করতাম না। [মুআবিয়া (রা)-এর খিলাফতের] প্রথম বছর রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা থেকে নিষেধ করেছেন।

٣٩٢١. قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِىُّ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِىُّ *

৩৯২১. হারামি ইব্ন ইউনুস (র) - - - - আমর ইব্ন দীনার (র) সূত্রে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٩٢٢. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ جَمَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الْحَدِيْثَيْنِ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ *

৩৯২২. মুহাম্মদ ইব্ন আমির (র) - - - - আমর ইব্ন দীনার (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে মুখাবারা, মুহাকালা এবং মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন।

٣٩٢٣. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمِسْوَرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ كِرَاءِ الْاَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ رَوَاهُ اَبُو النَّجَاشِىِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيْهِ *

৩৯২৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - - আমর ইব্ন দীনার (র) সূত্রে ইব্ন উমর এবং জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপযোগিতা প্রকাশের আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি মুখাবারা হতে অর্থাৎ জমিতে উৎপাদিত শস্যের তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের বিনিময়ে জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٩٢٤. اَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّبَرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ يَحْيَى

قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو النَّجَاشِى قَالَ حَدَّثَنِى رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَافِعٍ اَتُؤَاجِرُوْنَ مَحَاقِلَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الْاَوْسَاقِ مِنَ الشَّعِيْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَفْعَلُوْا اِزْرَعُوْهَا اَوْ اَعِيْرُوْهَا اَوْ اَمْسِكُوْهَا خَالَفَهُ الْاَوْزَاعِىُّ فَقَالَ عَنْ رَافِعٍ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ *

৩৯২৪. আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল তাবারানী (র) - - - - আবূ নাজ্জাশী (র) সূত্রে রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে রাফে'! তুমি তোমার জমি কেরায়া দিয়ে থাক? রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) বলেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে অথবা কয়েক অসাক যবের বিনিময়ে কেরায়া দিয়ে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এরূপ করো না। হয় নিজে চাষ কর অথবা কাউকে ধার হিসেবে দান কর। যদি তা-ও না কর, তবে জমি এমনিই পড়ে থাকতে দাও।

٣٩٢٥. اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ اَبِى النَّجَاشِىِّ عَنْ رَافِعٍ قَالَ اَتَانَا ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ فَقَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقًا قُلْتُ وَمَا ذَاكَ قَالَ اَمْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ حَقٌّ سَأَلَنِىْ كَيْفَ تَصْنَعُوْنَ فِى مَحَاقِلِكُمْ قُلْتُ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَالْاَوْسَاقِ مِنَ التَّمْرِ اَوِ الشَّعِيْرِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوا اِزْرَعُوْهَا اَوْ اَزْرِعُوْهَا اَوْ اَمْسِكُوْهَا رَوَاهُ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ رَافِعٍ فَجَعَلَ الرِّوَايَةَ لِاَخِىْ رَافِعٍ *

৩৯২৫. হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - আবূ নাজ্জাশী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যুহায়র ইব্‌ন রাফে' (রা) এসে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এমন এক কাজ হতে নিষেধ করেছেন, যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। আমি বললাম : তা কি ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আদেশ আর তাঁর আদেশ যথার্থ। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা ক্ষেতের ব্যাপারে কিরূপ কর ? আমি বললাম : আমরা ফসলের চতুর্থাংশের উপর, আবার কোন সময় কয়েক অসাক খেজুর অথবা যবের বিনিময়ে ইজারা দিয়ে থাকি। তিনি বললেন : এরূপ করো না; বরং নিজে চাষ কর অথবা অন্যকে চাষ করতে দাও অথবা জমি ফেলে রাখ।

٣٩٢٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ لَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ اُسَيْدِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ اَخَا رَافِعٍ قَالَ لِقَوْمِهِ قَدْ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْيَوْمَ عَنْ شَىْءٍ كَانَ لَكُمْ رَافِقًا وَاَمْرُهُ طَاعَةٌ وَخَيْرٌ نَهَى عَنِ الْحَقْلِ *

৩৯২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - উসায়দ ইব্‌ন রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাফে' (রা)-এর ভাই স্বীয় গোত্রকে বললো : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আজ এমন বস্তু হতে নিষেধ করলেন, যা বাহ্যত

তোমাদের জন্য লাভজনক ছিল আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আদেশ শিরোধার্য ও সর্বোত্তম। তিনি হাক্ল (বর্গাচাষ) নিষেধ করেছেন।

٣٩٢٧. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ حَفْصِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ هُرْمُزَ قَالَ سَمِعْتُ أُسَيْدَ بْنَ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ الاَنْصَارِىَّ يَذْكُرُ اَنَّهُمْ مَنَعُوا الْمُحَاقَلَةَ وَهِىَ اَرْضٌ تُزْرَعُ عَلَى بَعْضِ مَافِيْهَا رَوَاهُ عِيْسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعٍ *

৩৯২৭. রবী‘ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন হুরমুয (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি উসায়দ ইব্ন রাফে‘ ইব্ন খাদীজ (রা) হতে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেন, তাদেরকে মুহাকালা হতে নিষেধ করা হয়েছে। মুহাকালার অর্থ হলো উৎপন্ন শস্যের কিয়দংশের বিনিময়ে জমি চাষ করতে দেওয়া।

٣٩٢٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ اَبِى شُجَاعٍ قَالَ حَدَّثَنِى عِيْسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ اِنِّى لَيَتِيْمٌ فِى حَجْرِ جَدِّى رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَبَلَغْتُ رَجُلاً وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَجَاءَ أَخِىْ عِمْرَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ فَقَالَ يَا أَبَتَاهُ اِنَّهُ قَدْ أَكْرَيْنَا اَرْضَنَا فُلاَنَةَ بِمِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَقَالَ يَابُنَىَّ دَعْ ذَاكَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ سَيَجْعَلُ لَكُمْ رِزْقًا غَيْرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الاَرْضِ *

৩৯২৮. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) - - - - ঈসা ইব্ন সাহ্ল ইব্ন রাফে‘ ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার দাদা রাফে‘ ইব্ন খাদীজ (রা)-এর কাছে ইয়াতীম হিসেবে ছিলাম। পরে আমি বালেগ হয়ে তাঁর সাথে হজ্জ করতে গেলাম। এরপর আমার ভাই ইমরান ইব্ন সাহ্ল ইব্ন রাফে‘ এসে বলতে লাগলো : দাদা ! আমরা আমাদের অমুক জমি দুইশত দিরহামের বিনিময়ে কেরায়া দিয়েছি। তখন তিনি বললেন : বৎস! এটা ত্যাগ কর। আল্লাহ্ তা‘আলা অন্য পথে তোমাদের রিযকের ব্যবস্থা করবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٩٢٩. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِى الْوَلِيْدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَا وَاللّٰهِ اَعْلَمُ بِالْحَدِيْثِ مِنْهُ اِنَّمَا كَانَ رَجُلَيْنِ اقْتَتَلاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ هٰذَا شَأْنُكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ قَوْلَهُ لاَتُكْرُوا الْمَزَارِعَ *

৩৯২৯. হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) বলেছেন : আল্লাহ্ তা‘আলা রাফে‘ ইব্ন খাদীজ (রা)-কে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্র কসম ! আমি এই হাদীস তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞাত। তা এই যে, দুই ব্যক্তির পরস্পর ঝগড়াকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন :

তোমাদের অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে তোমরা তোমাদের জমি কেরায়া দিও না। আর তিনি শুধু "কৃষি ভূমি কেরায়া দিও না" এতটুকুই শুনেছেন।

বর্গাচাষ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র

قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : كِتَابَةُ مُزَارَعَةٍ عَلَى اَنَّ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ عَلَى صَاحِبِ الْاَرْضِ وَلِلْمُزَارِعِ رُبُعُ مَايُخْرِجُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا : هٰذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ فِى صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ لِفُلاَنِ ابْنِ فُلاَنٍ اِنَّكَ دَفَعْتَ اِلَىَّ جَمِيْعَ اَرْضِكَ الَّتِى بِمَوْضِعِ كَذَا فِى مَدِيْنَةِ كَذَا مُزَارَعَةً وَهِىَ الْاَرْضُ الَّتِى تُعْرَفُ بِكَذَا وَتَجْمَعُهَا حُدُوْدٌ اَرْبَعَةٌ يُحِيْطُ بِهَا كُلِّهَا وَأَحَدُ تِلْكَ الْحُدُوْدِ بِأَسْرِهِ لَزِيْقُ كَذَا وَالثَّانِىْ وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ دَفَعْتَ اِلَىَّ جَمِيْعَ اَرْضِكَ هٰذِهِ الْمَحْدُوْدَةِ فِى هٰذَا الْكِتَابِ بِحُدُوْدِهَا الْمُحِيْطَةِ بِهَا وَجَمِيْعِ حُقُوْقِهَا وَشِرْبِهَا وَأَنْهَارِهَا وَسَوَاقِيْهَا اَرْضًا بَيْضَاءَ فَارِغَةً لاَشَىْءَ فِيْهَا مِنْ غَرْسٍ وَلاَ زَرْعٍ سَنَةً تَامَّةً اَوَّلُهَا مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا وَاٰخِرُهَا انْسِلاَخُ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَلَى اَنْ اَزْرَعَ جَمِيْعَ هٰذِهِ الْاَرْضِ الْمَحْدُوْدَةِ فِى هٰذَا الْكِتَابِ الْمَوْصُوْفُ مَوْضِعُهَا فِيْهِ هٰذِهِ السَّنَةَ الْمُؤَقَّتَةَ فِيْهَا مِنْ اَوَّلِهَا اِلَى اٰخِرِهَا كُلَّ مَا اَرَدْتُ وَبَدَالِىْ اَنْ اَزْرَعَ فِيْهَا مِنْ حِنْطَةٍ وَشَعِيْرٍ وَسَمَاسِمٍ وَأُرْزٍ وَأَقْطَانٍ وَرِطَابٍ وَبَاقِلاً وَحِمَّصٍ وَلُوبِيَا وَعَدَسٍ وَمَقَاثِى وَمَبَاطِيْخَ وَجَزَرٍ وَشَلْجَمٍ وَفِجْلٍ وَبَصَلٍ وَثُوْمٍ وَبُقُوْلٍ وَرَيَاحِيْنَ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ جَمِيْعِ الْغَلاَّتِ شِتَاءً وَصَيْفًا بِبُزُوْرِكَ وَبَذْرِكَ وَجَمِيْعُهُ عَلَيْكَ دُوْنِى عَلٰى اَنْ اَتَوَلَّى ذٰلِكَ بِيَدِى وَبِمَنْ اَرَدْتُ مِنْ اَعْوَانِىْ وَأُجَرَائِىْ وَبَقَرِى وَأَدَوَاتِى وَاِلَى زِرَاعَةِ ذٰلِكَ وَعِمَارَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا فِيْهِ نَمَاؤُهُ وَمَصْلَحَتُهُ وَكِرَابُ اَرْضِهِ وَتَنْقِيَةُ حَشِيْشِهَا وَسَقْىِ مَايُحْتَاجُ اِلَى سَقْيِهِ مِمَّا زُرِعَ وَتَسْمِيْدِ مَايُحْتَاجُ اِلَى تَسْمِيْدِهِ وَحَفْرِ سَوَاقِيْهِ وَأَنْهَارِهِ وَاجْتِنَاءِ مَايُجْتَنَى مِنْهُ وَالْقِيَامِ بِحَصَادِ مَايُحْصَدُ مِنْهُ وَجَمْعِهِ دِيَاسَةِ مَايُدَاسُ مِنْهُ وَتَذْرِيَتِهِ بِنَفَقَتِكَ عَلَى ذٰلِكَ كُلِّهِ دُوْنِىْ وَأَعْمَلَ فِيْهِ كُلِّهِ بِيَدِى وَأَعْوَانِىْ دُوْنَكَ عَلَى اَنَّ لَكَ مِنْ جَمِيْعِ مَايُخْرِجُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ فِىْ هٰذِهِ الْمُدَّةِ الْمَوْصُوْفَةِ فِى هٰذَا الْكِتَابِ مِنْ اَوَّلِهَا اِلٰى اٰخِرِهَا فَلَكَ ثَلاَثَةُ اَرْبَاعِهِ بِحَظِّ اَرْضِكَ وَشِرْبِكَ وَبَذْرِكَ وَنَفَقَاتِكَ وَلِىَ الرُّبُعُ الْبَاقِى مِنْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ بِزِرَاعَتِىْ وَعَمَلِىْ وَقِيَامِىْ عَلَى ذٰلِكَ بِيَدِىْ وَأَعْوَانِىْ وَدَفَعْتَ اِلَىَّ جَمِيْعَ اَرْضِكَ هٰذِهِ الْمَحْدُوْدَةِ فِى هٰذَا الْكِتَابِ بِجَمِيْعِ حُقُوْقِهَا وَمَرَافِقِهَا وَقَبَضْتُ ذٰلِكَ كُلَّهُ مِنْكَ يَوْمَ كَذَا

مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا فَصَارَ جَمِيْعُ ذٰلِكَ فِيْ يَدِيْ لَكَ لاَمِلْكَ لِيْ فِيْ شَيْءٍ مِنْهُ وَلاَ دَعْوَى وَلاَ طَلِبَةَ اِلاَّ هٰذِهِ الْمُزَارَعَةَ الْمَوْصُوْفَةَ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ فِيْ هٰذِهِ السَّنَةِ الْمُسَمَّاةِ فِيْهِ فَاِذَا انْقَضَتْ فَذٰلِكَ كُلُّهُ مَرْدُوْدٌ اِلَيْكَ وَاِلَى يَدِكَ وَلَكَ اَنْ تُخْرِجَنِيْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا مِنْهَا وَتُخْرِجَهَا مِنْ يَدِيْ وَيَدِ كُلِّ مَنْ صَارَتْ لَهُ فِيْهَا يَدٌ بِسَبَبِيْ أَقَرَّ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَكُتِبَ هٰذَا الْكِتَابُ نُسْخَتَيْنِ *

আবূ আবদুর রহমান ইমাম নাসাঈ (র) বলেন : বর্গাচাষে বীজ এবং খরচ বহন করবে জমির মালিক আর যে চাষ করবে সে জমির উৎপন্ন দ্রব্যের এক-চতুর্থাংশ পাবে। এ মর্মে একটা চুক্তিপত্র থাকা চাই যা নিম্নরূপ হবে :

এটি একটি চুক্তিপত্র যা অমুকের পুত্র অমুকের নাতি অমুখ লিখেছেন। তিনি তা স্বজ্ঞানে ও সুস্থ অবস্থায় লিখেছেন। তিনি তা এমন অবস্থায় লিখেছেন, যে অবস্থায় তার সকল কারবার লেনদেন করা বৈধ ছিল। এতে রয়েছে, তুমি অর্থাৎ জমির মালিক, তোমার সমস্ত ভূমি যা অমুক পরগণার অমুক স্থানে অবস্থিত, তা আমাকে চাষ করার জন্য দিয়েছে। এই জমির নাম চিহ্ন এবং চতুর্সীমা, যার একদিক ঐ জমির সাথে এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এবং চতুর্থ সীমা এভাবে অমুক স্থানের সাথে মিলিত। তুমি এই তপসিলের জমি, এর সমস্ত হক, পানির অংশ নালা এবং নহরসহ আমাকে দিয়েছ। এই জমি এখন খালি, পরিষ্কার, এতে গাছ এবং শস্য নেই। পূর্ণ এক বছরের জন্য এটা দিয়েছ যা অমুক মাসের চাঁদ দেখার সাথে সাথে শুরু হয়ে অমুক বছরের অমুক মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই শর্তে যে, আমি উপরোক্ত তপসিলের জমিতে যখনই ইচ্ছা করবো এবং যা ইচ্ছা চাষ করতে পারবো। যেমন গম ও যব অথবা ধান-তুলা, তরিতরকারির বাগান বা বুট, মসুর, খিরাই, তরমুজ, গাজর, শালগম, মূলা, পিঁয়াজ, রসুন, শাক, যে কোন প্রকার ফুল গাছ বা চারা ইত্যাদি। যে ফসলই হোক, তা শীতকালে হোক অথবা গ্রীষ্মকালে বপন করতে পারবো। কিন্তু বীজ ও চারা তোমার দায়িত্বে থাকবে। আমার কাজ শুধু চাষাবাদ করা, তাতে আমি আমার ইচ্ছামত সহযোগী শ্রমিক, গরু-লাঙ্গল ইত্যাদি ব্যবহার করে জমি চাষ করা, আবাদ করা, জমিকে ঠিক করা, হাল চালান, আগাছা পরিষ্কার করা, যেখানে পানি দেয়া আবশ্যক হয় তাতে পানি দেওয়া; যেখানে সারের প্রয়োজন তথায় সার দেওয়া, দরকার হলে নালা খনন করা, ফল সংগ্রহ করা, যে ফল কাটার মত হয়, তা কাটা, পরিষ্কার করা সবই আমার দায়িত্বে থাকবে। কিন্তু যা খরচ হবে, তা তোমাকে বহন করতে হবে। হ্যাঁ, কাজ, শ্রম আমার পক্ষ হতে এবং আমার লোকদের পক্ষ হতে, তোমার পক্ষ হতে নয়, এই শর্তে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই কাজের পর ঐ মুদ্দতের মধ্যে যা দান করবেন, তা হতে চার ভাগের তিন ভাগ জমি, পানি, বীজ এবং খরচের বিনিময়ে তোমার থাকবে। অবশিষ্ট চার ভাগের এক ভাগ চাষ, কাজ, মেহনত-এর বদলে আমার থাকবে। উপরিউক্ত তপসিলভুক্ত এই জমি এর যাবতীয় অধিকার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিসহ তুমি আমাকে দিলে, আর আমি তা অমুক দিন, অমুক মাস এবং অমুক বছর হতে গ্রহণ করলাম। এখন এই জমি আমার অধিকারে এলো। তবুও এতে আমার কোন মালিকানা স্বত্ব নেই, আর এতে আমার কোন দাবিও নেই। শুধু কৃষি করার জন্য তুমি আমাকে দিলে, যা এই কাগজে উল্লেখ রয়েছে। আর আমি অমুক বছরের অমুক মাসের অমুক দিন হতে কর্তৃত্ব গ্রহণ করলাম। এ সময় শেষ হলে, আমি এ জমি তোমাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকব। আর মেয়াদ শেষ হওয়ামাত্র এ জমি আমার ও আমার লোকদের থেকে মুক্ত করে নেওয়ার এখতিয়ার তোমার থাকবে।

এতে উভয় পক্ষের তসদীক ও দস্তখত থাকবে এবং এর দুটি কপি করা হবে।

ذِكْرُ اِخْتِلاَفُ الْاَلْفَاظِ الْمَاثُوْرَةُ فِى الْمُزَارَعَةِ

বর্গাচাষ সম্পর্কে বর্ণিত ভাষাগত বিভিন্নতা

٣٩٣٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُوْلُ الْاَرْضُ عِنْدِىْ مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلُحَ فِىْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلُحَ فِى الْاَرْضِ وَمَالَمْ يَصْلُحْ فِىْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِى الْاَرْضِ قَالَ وَكَانَ لاَيَرَى بَأْسًا اَنْ يَدْفَعَ اَرْضَهُ اِلَى الْاَكَّارِ عَلَى اَنْ يَعْمَلَ فِيْهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ وَلاَ يُنْفِقُ شَيْئًا وَتَكُوْنَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْاَرْضِ *

৩৯৩০. আমর ইব্‌ন যুরারা (র) - - - - ইব্‌ন আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুহাম্মদ (রা) বলতেন : আমার নিকট জমির বিষয়টা মুযারাবার[১] মূলধনের মত, মুযারাবার মূলধনে যা বৈধ, তা জমিতে বৈধ। যা মুযারাবার মালে অবৈধ, তা জমিতেও অবৈধ। তিনি বলতেন : আমার নিকট এতে কোন ক্ষতি নেই। তিনি তাঁর সমস্ত জমিই কৃষকের হাওলা করেন, এ শর্তে যে, সে নিজে এবং তার সন্তানগণ অন্যদের সহযোগিতা নিয়ে নিজ গরু দ্বারা তাতে চাষ করবে কিন্তু খরচ তার যিম্মায় থাকবে না। সমস্ত খরচ জমির মালিকের দিতে হবে।

٣٩٣١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَفَعَ اِلَى يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَاَرْضَهَا عَلَى اَنْ يَعْمَلُوْهَا مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَاَنَّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَطْرَ مَايَخْرُجُ مِنْهَا *

৩৯৩১. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের ইয়াহূদীদেরকে সেখানকার খেজুরগাছ দান করলেন এবং জমিও দান করলেন; যেন তারা নিজ খরচে সেখানে চাষাবাদ করে। যা সেখানে উৎপন্ন হবে, তাতে আমাদেরও অর্ধাংশ থাকবে।

٣٩٣٢. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَفَعَ اِلَى يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَاَرْضَهَا عَلَى اَنْ يَعْمَلُوْهَا بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنَّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا *

৩৯৩২. আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বরের ইয়াহূদীদেরকে সেখানকার খেজুরগাছ এবং জমি দান করেন এ শর্তে যে, তারা সেখানে নিজেদের খরচে পরিশ্রম করে যা উৎপন্ন করবে, তার অর্ধেক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দিতে হবে।

٣٩٣٣. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ

---

১. লাভ-লোকসানের সুনির্দিষ্ট হারে একজনের মূলধন দ্বারা অন্যজন ব্যবসা করলে তাকে মুযারাবা বলে।

اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكْرٰى عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَنَّ لِرَبِّ الْاَرْضِ مَاعَلٰى رَبِيْعِ السَّاقِى مِنَ الزَّرْعِ وَطَائِفَةً مِنَ التِّبْنِ لَا اَدْرِى كَمْ هُوَ *

৩৯৩৩. আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - - নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে আমরা জমি কেরায়া দিতাম এই শর্তে যে, তাতে যা উৎপন্ন হবে এবং কিছু ঘাস যার পরিমাণ আমার জানা নেই, মালিক পাবে।

٣٩٣٤. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ كَانَ عَمَّاىَ يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاَبِى شَرِيْكُهُمَا وَعَلْقَمَةُ وَالْاَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلَا يُغَيِّرَانِ

৩৯৩৪. আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার দুই চাচা উৎপন্ন দ্রব্যের এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে চাষ করতেন। আমি তাদের উভয়ের সাথে শরীক ছিলাম, আর আল্‌কামা এবং আসওয়াদ (রা)-ও একথা জানতেন, তবুও তাঁরা কিছু বলতেন না।

٣٩٣٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِىِّ قَالَ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّ خَيْرَ مَا اَنْتُمْ صَانِعُوْنَ اَنْ يُؤَاجِرَ اَحَدُكُمْ اَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ *

৩৯৩৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : তোমরা যে স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে জমি কেরায়া দাও, তা বড় উত্তম কাজ।

٣٩٣٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّهُمَا كَانَ لَايَرَيَانِ بَأْسًا بِاسْتِئْجَارِ الْاَرْضِ الْبَيْضَاءِ *

৩৯৩৬. কুতায়বা (র) - - - - ইবরাহীম এবং সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা জমি কেরায়া দেওয়াকে মন্দ মনে করতেন না।

٣٩٣٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمْ اَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِىْ فِى الْمُضَارِبِ اِلَّا بِقَضَاءَيْنِ كَانَ رُبَّمَا قَالَ لِلْمُضَارِبِ بَيِّنَتَكَ عَلٰى مُصِيْبَةٍ تُعْذَرُ بِهَا وَرُبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ بَيِّنَتَكَ اَنَّ اَمِيْنَكَ خَائِنٌ وَاِلَّا فَيَمِيْنُهُ بِاللّٰهِ مَاخَانَكَ *

৩৯৩৭. আমর ইব্ন যুরারা (র) - - - - মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কূফার কাযী শুরায়হ্ মুযারাবা চুক্তির ব্যবসায় দুই ধরনের আদেশ করতেন। কখনও তিনি মূলধন গ্রহীতাকে বলতেন : তুমি এমন কোন

বিষয়ের সপক্ষে তুমি সাক্ষী পেশ কর যাতে তোমাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় এবং তোমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে না হয়। আর কোন সময় তিনি মূলধনের মালিককে বলতেন : তুমি এই কথার সাক্ষী দান কর যে, মূলধন গ্রহীতা খেয়ানত করেছে, অথবা তুমি তার থেকে আল্লাহ্‌র শপথ নাও যে, সে তোমার খেয়ানত করেনি।

٣٩٣٨. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِاِجَارَةِ الْاَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ اِذَا دَفَعَ رَجُلٌ اِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَأَرَادَ اَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِ بِذٰلِكَ كِتَابًا كَتَبَ هٰذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ طَوْعًا مِنْهُ فِى صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرِهِ لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ اَنَّكَ دَفَعْتَ اِلَيَّ مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَشْرَةَ اٰلاَفِ دِرْهَمٍ وَضْحًا جِيَادًا وَزْنَ سَبْعَةٍ قِرَاضًا عَلَى تَقْوَى اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ وَأَدَاءِ الاَمَانَةِ عَلَى اَنْ اَشْتَرِىَ بِهَا مَاشِئْتُ مِنْهَا كُلَّ مَاأَرٰى اَنْ اَشْتَرِيَهُ وَاَنْ أُصَرِّفَهَا وَمَا شِئْتُ مِنْهَا فِيْمَا أَرٰى اَنْ أُصَرِّفَهَا فِيْهِ مِنْ صُنُوْفِ التِّجَارَاتِ وَأَخْرُجَ بِمَا شِئْتُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُ وَأَبِيْعَ مَا أَرٰى اَنْ أَبِيْعَهُ مِمَّا أَشْتَرِيْهِ بِنَقْدٍ رَأَيْتُ اَمْ بِنَسِيْئَةٍ وَبِعَيْنٍ رَأَيْتُ اَمْ بِعَرْضٍ عَلَى اَنْ أَعْمَلَ فِيْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ كُلِّهِ بِرَأْيِيْ وَأُوَكِّلَ فِيْ ذٰلِكَ مَنْ رَأَيْتُ وَكُلُّ مَارَزَقَ اللّٰهُ فِيْ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلٍ وَرِبْحٍ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِيْ دَفَعْتَهُ الْمَذْكُوْرِ اِلَيَّ الْمُسَمَّى مَبْلَغُهُ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ فَهُوَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ نِصْفَيْنِ لَكَ مِنْهُ النِّصْفُ بِحَظِّ رَأْسِ مَالِكَ وَلِيَ فِيْهِ النِّصْفُ تَامًّا بِعَمَلِي فِيْهِ وَمَا كَانَ فِيْهِ مِنْ وَضِيْعَةٍ فَعَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَقَبَضْتُ مِنْكَ هٰذِهِ الْعَشْرَةَ اٰلاَفِ دِرْهَمٍ الْوَضْحَ الْجِيَادَ مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا فِى سَنَةِ كَذَا وَصَارَتْ لَكَ فِى يَدِيْ قِرَاضًا عَلَى الشُّرُوْطِ الْمُشْتَرَطَةِ فِى هٰذَا الْكِتَابِ أَقَرَّ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُطْلِقَ لَهُ اَنْ يَشْتَرِىَ وَيَبِيْعَ بِالنَّسِيْئَةِ كَتَبَ وَقَدْ نَهَيْتَنِى اَنْ أَشْتَرِىَ وَأَبِيْعَ بِالنَّسِيْئَةِ *

৩৯৩৮. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খালি জমি সোনা-রূপার বিনিময়ে কেরায়া দেয়াতে কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি কাউকে মুযারাবা হিসেবে কিছু দেবে, তখন তার উচিত হবে কিছু লিখে রাখা এবং তা এভাবে লিখবে : ইহা ঐ লিখিত স্বীকারোক্তি যা অমুকের পুত্র অমুক স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে লিখেছে এবং অমুকের পুত্র অমুককে প্রদান করেছে। এই মর্মে যে, অমুক সালের অমুক মাস আরম্ভ হলে তুমি আমাকে খাঁটি দশ হাজার দিরহাম প্রদান করেছ এই শর্তে যে, আমি প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে আল্লাহ্‌কে ভয় করবো এবং আমানত রক্ষা করবো। আর এই শর্তে যে, এই দিরহাম দ্বারা যা ইচ্ছা তা ক্রয় করবো, যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করবো এবং যেখান থেকে ইচ্ছা উঠিয়ে নেব, খরিদকৃত মাল হতে যা ইচ্ছা তা নগদ বা বাকী বিক্রি করবো, আর নিজের ইচ্ছায় টাকা বা অন্য মাল নেব। আর যাকে ইচ্ছা আমি উকিল নির্বাচন করবো। তুমি যেমন দিয়েছ, যা লিখিত আছে, তাতে আল্লাহ্ যে মুনাফা দেবেন, তা আমাদের উভয়ের মধ্যে আধাআধি হারে বণ্টিত হবে। তুমি তোমার মালের বিনিময়ে এবং আমি আমার মেহনত ও শ্রমের বিনিময়ে

আধাআধি পাব। আর যদি ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়, তবে তা তোমার মূলধন থেকে যাবে। এই শর্তে আমি এই দশ হাজার দিরহাম তোমার থেকে গ্রহণ করলাম। অমুক সালের অমুক তারিখ হতে এই মাল মুযারাবাত হিসেবে আমার দায়িত্বে এলো। অমুক অমুক ব্যক্তি এ কথার অঙ্গীকার করলো। যদি সম্পদের মালিক এই ইচ্ছা করে যে, সে ব্যক্তি বাকীতে মাল বেচাকেনা করবে না, তবে এভাবে লিখবে যে, তুমি আমাকে বাকীতে বেচাকেনা করতে নিষেধ করলে।

شَرِكَةُ عِنَانٍ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ

শারিকাতুল 'ইনান[১] (অসম অংশীদারি কারবার)--এর চুক্তিপত্র

هٰذَا مَا اشْتَرَكَ عَلَيْهِ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فِى صِحَّةِ عُقُوْلِهِمْ وَجَوَازِ أَمْرِهِمُ اشْتَرَكُوا شَرِكَةَ عِنَانٍ لاَ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ بَيْنَهُمْ فِى ثَلاَثِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وُضْحًا جِيَادًا وَزْنَ سَبْعَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ خَلَطُوْهَا جَمِيْعًا فَصَارَتْ هٰذِهِ الثَّلاَثِيْنَ اَلْفَ دِرْهَمٍ فِى اَيْدِيْهِمْ مَخْلُوْطَةً بِشَرِكَةٍ بَيْنَهُمْ اَثْلاَثًا عَلَى اَنْ يَعْمَلُوا فِيْهِ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَأَدَاءِ الْاَمَانَةِ مِنْ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اِلَى كَلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَيَشْتَرُوْنَ جَمِيْعًا بِذٰلِكَ وَبِمَا رَأَوْا مِنْهُ اشْتَرَاءَهُ بِالنَّقْدِ وَيَشْتَرُوْنَ بِالنَّسِيْئَةِ عَلَيْهِ مَا رَأَوْا اَنْ يَشْتَرُوا مِنْ اَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ وَأَنْ يَشْتَرِىَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلٰى حِدَتِهِ دُوْنَ صَاحِبِهِ بِذٰلِكَ وَبِمَا رَأَى مِنْهُ مَا رَأَى اشْتِرَاءَهُ مِنْهُ بِالنَّقْدِ وَبِمَا رَأَى اشْتِرَاءَهُ عَلَيْهِ بِالنَّسِيْئَةِ يَعْمَلُوْنَ فِى ذٰلِكَ كُلِّهِ مُجْتَمِعِيْنَ بِمَا رَأَوْا وَيَعْمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُنْفَرِدًا بِهِ دُوْنَ صَاحِبِهِ بِمَا رَأَى جَائِزًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِى ذٰلِكَ كُلِّهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ فِيْمَا اجْتَمَعُوْا عَلَيْهِ وَفِيْمَا انْفَرَدُوا بِهِ مِنْ ذٰلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دُوْنَ الْآخَرَيْنِ فَمَا لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِى ذٰلِكَ مِنْ قَلِيْلٍ وَمِنْ كَثِيْرٍ فَهُوَ لاَزِمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا وَمَا رَزَقَ اللّٰهُ فِى ذٰلِكَ مِنْ فَضْلٍ وَرِبْحٍ عَلَى رَأْسِ مَالِهِمُ الْمُسَمَّى مَبْلَغُهُ فِى هٰذَا الْكِتَابِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ اَثْلاَثًا وَمَا كَانَ فِى ذٰلِكَ مِنْ وَضِيْعَةٍ وَتَبِعَةٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ اَثْلاَثًا عَلَى قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِمْ وَقَدْ كُتِبَ هٰذَا الْكِتَابُ ثَلاَثَ نُسَخٍ مُتَسَاوِيَاتٍ بِأَلْفَاظٍ وَاحِدَةٍ فِى يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ وَفُلاَنٍ وَاحِدَةٌ وَثِيْقَةٌ لَهُ اَقَرَّ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ *

---

১. শারিকাতুল 'ইনান এমন যৌথ কারবারকে বলে, যাতে সকল শরীকের মূলধন বা দায়িত্ব-কর্তব্য, কিংবা মুনাফার অংশ সমান হয় না এবং অংশীদারগণ একে অপরের প্রতিনিধি হয়, যামিনদার হয় না।

এটি ঐ চুক্তিনামা, যাতে অমুক, অমুক ও অমুকের শরীকী কারবারের বিবরণ রয়েছে। যা তারা স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় ত্রিশ হাজার খাঁটি দিরহামের শরীকী কারবারের ব্যাপারে লিখেছে। তাদের এ যৌথ কারবার 'ই'নান' জাতীয়, মুফাওয়াযা জাতীয় নয়। তাদের প্রত্যেকে দশ হাজার দিরহাম করে দিয়েছে। তাতে মোট ত্রিশ হাজার হয়েছে। তার প্রতি দশ দিরহাম সাত মিসকাল ওজনের। এখন প্রত্যেকের হাতে ঐ মিশ্রিত দিরহামের তৃতীয়াংশ রয়েছে। এরা প্রত্যেকে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, প্রত্যেকে অন্যের আমানত আদায় করার ব্যাপারে যত্নবান থেকে পরিশ্রম করবে এবং মিলেমিশে মাল ক্রয় করবে এবং যে মালের ব্যবসা করার ইচ্ছা করবে, সেই মাল নগদ বা বাকীতে ক্রয় করতে পারবে। আর যদি পৃথক পৃথকভাবে অথবা একত্রে ক্রয় করে, তবুও তা সকলের উপর প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে তাদের কোন একজনের উপর কোন দায় বর্তালে তা অপর দুই শরীকের উপরেও বর্তাবে। পরে আল্লাহ্ যা লাভ দেবেন, তা এ দলীলে বর্ণিত মূলধন অনুযায়ী সমহারে অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন হবে। আর যদি ক্ষতি হয়, তবে তা-ও মূলধনের ন্যায় সবার উপর বর্তাবে। এই চুক্তিপত্রের তিন কপি একই রকম একই শব্দের সাথে লিখে প্রত্যেক অংশীদারকে দলীল স্বরূপ দেয়া হবে এবং এতে প্রত্যেকের স্বাক্ষর নিতে হবে।

شَرِكَةُ مُفَاوَضَةٍ بَيْنَ اَرْبَعَةٍ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجِيْزُهَا

শারিকাতুল- মুফাওয়াযা (সমঅংশীদারি কারবার)[১]-এর চুক্তিপত্র

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ هٰذَا مَا اشْتَرَكَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بَيْنَهُمْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ فِى رَأْسِ مَالٍ جَمَعُوْهُ بَيْنَهُمْ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ وَنَقْدٍ وَاحِدٍ وَخَلَطُوْهُ وَصَارَ فِىْ اَيْدِيْهِمْ مُمْتَزِجًا لَايُعْرَفُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ وَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِى ذٰلِكَ وَحَقُّهُ سَوَاءٌ عَلٰى اَنْ يَعْمَلُوْا فِىْ ذٰلِكَ كُلِّهِ وَفِى قَلِيْلٍ وَكَثِيْرٍ سَوَاءٌ مِنَ الْمُبَايَعَاتِ وَالْمُتَاجَرَاتِ نَقْدًا وَنَسِيْئَةً بَيْعًا وَشِرَاءً فِى جَمِيْعِ الْمُعَامَلَاتِ وَفِى كُلِّ مَايَتَعَاطَاهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ مُجْتَمِعِيْنَ بِمَا رَأَوْا وَيَعْمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى اِنْفِرَادِهِ بِكُلِّ مَا رَأَى وَكُلِّ مَابَدَا لَهُ جَائِزٌ اَمْرُهُ فِىْ ذٰلِكَ عَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اَصْحَابِهِ وَعَلَى اَنَّهُ كُلُّ مَالَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى هٰذِهِ الشَّرِكَةِ الْمَوْصُوْفَةِ فِى هٰذَا الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ وَمِنْ دَيْنٍ فَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ اَصْحَابِهِ الْمُسَمِّيْنَ مَعَهُ فِىْ هٰذَا الْكِتَابِ وَعَلٰى اَنَّ جَمِيْعَ مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ فِىْ هٰذِهِ الشَّرِكَةِ الْمُسَمَّاةِ فِيْهِ وَمَا رَزَقَ اللّٰهُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيْهَا عَلٰى حِدَتِهِ مِنْ فَضْلٍ وَرِبْحٍ فَهُوَ بَيْنَهُمْ جَمِيْعًا بِالسَّوِيَّةِ وَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ نَقِيْصَةٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ وَقَدْ جَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ اَصْحَابِهِ الْمُسَمِّيْنَ فِىْ هٰذَا الْكِتَابِ مَعَهُ وَكِيْلَهُ فِى

১. শারিকাতুল-মুফাওয়াযা (সমঅংশীদারি কারবার) বলে এমন যৌথ ব্যবসাকে, যাতে সকল অংশীদারের মূলধন, লাভ-লোকসান ও দায়-দায়িত্ব সমান হয় এবং তাদের প্রত্যেকে একে অন্যের প্রতিনিধি ও যামিনদার হয়।

الْمُطَالَبَةِ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ وَالْمُخَاصَمَةِ فِيْهِ وَقَبْضِهِ وَفِى خُصُوْمَةِ كُلِّ مَنِ اعْتَرَضَهُ بِخُصُوْمَةٍ وَكُلِّ مَنْ يُطَالِبُهُ بِحَقٍّ وَجَعَلَهُ وَصِيَّهُ فِى شَرِكَتِهِ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ وَفِى قَضَاءِ دُيُوْنِهِ وَانْفَاذِ وَصَايَاهُ وَقَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اَصْحَابِهِ مَا جَعَلَ اِلَيْهِ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ أَقَرَّ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ *

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ অর্থ : হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। ইহা ঐ চুক্তিনামা, যার মাধ্যমে অমুক, অমুক, অমুক এবং অমুক ব্যক্তি অংশীদার হবে ঐ মূলধনে যা তারা একই শ্রেণীর মুদ্রায় জমা করার পর, মিলিয়ে ফেলেছে এবং তা তাদের নিকট মিশ্রিতাকারে আছে। ফলে তা পৃথকভাবে চেনা যায় না; এতে সকলের অংশ ও অধিকার সমান। অল্প বিস্তর যাই হোক, এতে তারা সকলে সমভাবে কাজ করবে তা বেচাকেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যে কোন কারবারই হোক না কেন। এমননিও তা নগদ হোক বা বাকী, সকলে মিলে হোক বা একাকী ক্রয়-বিক্রয় করবে। আর এই অংশীদারিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক শরীকের হক বা দেনা প্রত্যেকের উপর বর্তাবে, যাদের নাম ঐ চুক্তিপত্রে উল্লেখ রয়েছে। যদি আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে অথবা একজনকে লাভ দেন, তবে তা সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে। আর ক্ষতিও সকলের উপর বর্তাবে। আর ঐ বর্ণিত ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই একে অন্যকে উকিল নিযুক্ত করলো। প্রত্যেকের পাওনা আদায় করা, ফরয আদায় করা বা মামলা ও আদায়ের উত্তর দেয়ার জন্য এবং প্রত্যেকে অন্যকে নিজের মৃত্যুর পর করয আদায়, ওসীয়ত পূর্ণ করা ইত্যাদির ব্যাপারে স্বীয় উকিল নিযুক্ত করলো। প্রত্যেকেই অন্যের কাজ স্বীকার করলো, অমুক, অমুক, অমুক এবং অমুক ব্যক্তি এ সকল কথার অঙ্গীকার করলো। অতঃপর তারা সকলে এতে দস্তখত করবে।

بَابُ شَرِكَةِ الْأَبْدَانِ

পরিচ্ছেদ : শারীরিকভাবে শরীক হওয়া

٣٩٣٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ اَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيْرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ اَنَا وَلاَ عَمَّارٌ بِشَىْءٍ *

৩৯৩৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বদর যুদ্ধের দিন আমি, আম্মার এবং সা'দ এ কথায় শরীক হলাম যে, আমরা যা পাব তা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেব। সা'দ (রা) দু'জন কয়েদী পেলেন, আর আমি এবং আম্মার কিছুই পেলাম না।

٣٩٤٠. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِى عَبْدَيْنِ مُتَفَاوِضَيْنِ كَاتَبَ أَحَدُهُمَا قَالَ جَائِزٌ اِذَا كَانَ مُتَفَاوِضَيْنِ يَقْضِىْ اَحَدُهُمَا عَنِ الْاٰخَرِ *

৩৯৪০. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - যুহরী (র) বলেন : যখন দুই গোলাম শিরকতে মুফাওয়া[১] করে, পরে একজন মুকাতাব হয়ে যায়। তিনি বলেন : ইহা বৈধ হবে যখন একজন অন্যজনের পক্ষ হতে আদায় করবে।

تَفَرُّقُ الشُّرَكَاءِ عَنْ شَرِيْكِهِمْ

অংশীদারদের একজনের অংশ ত্যাগ করা

هٰذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بَيْنَهُمْ وَأَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ مَعَهُ فِى هٰذَا الْكِتَابِ بِجَمِيْعِ مَافِيْهِ فِىْ صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ اَمْرٍ اَنَّهُ جَرَتْ بَيْنَنَا مُعَامَلَاتٌ وَمُتَاجَرَاتٌ وَأَشْرِيَةٌ وَبُيُوْعٌ وَخُلْطَةٌ وَشَرِكَةٌ فِىْ اَمْوَالٍ وَفِى اَنْوَاعٍ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ وَقُرُوْضٌ وَمُصَارَفَاتٌ وَوَدَائِعُ وَأَمَانَاتٌ وَسَفَاتِجُ وَمُضَارَبَاتٌ وَعَوَارِىْ وَدُيُوْنٌ وَمُؤَاجَرَاتٌ وَمُزَارَعَاتٌ وَمُؤَاكَرَاتٌ وَاِنَّا تَنَاقَضْنَا عَلَى التَّرَاضِىْ مِنَّا جَمِيْعًا بِمَا فَعَلْنَا جَمِيْعَ مَاكَانَ بَيْنَنَا مِنْ كُلِّ شَرِكَةٍ وَمِنْ كُلِّ مُخَالَطَةٍ كَانَتْ جَرَتْ بَيْنَنَا فِى نَوْعٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَفَسَخْنَا ذٰلِكَ كَلَّهُ فِىْ جَمِيْعِ مَاجَرَى بَيْنَنَا فِى جَمِيْعِ الْاَنْوَاعِ وَالْاَصْنَافِ وَبَيَّنَّا ذٰلِكَ كُلَّهُ نَوْعًا نَوْعًا وَعَلِمْنَا مَبْلَغَهُ وَمُنْتَهَاهُ وَعَرَفْنَاهُ عَلَى حَقِّهِ وَصِدْقِهِ فَاسْتَوْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا جَمِيْعَ حَقِّهِ مِنْ ذٰلِكَ أَجْمَعَ وَصَارَ فِىْ يَدِهِ فَلَمْ يَبْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا قِبَلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ مَعَهُ فِىْ هٰذَا الْكِتَابِ وَلَا قِبَلَ اَحَدٍ بِسَبَبِهِ وَلَا بِاِسْمِهِ حَقٌّ وَلَا دَعْوَى وَلَا طَلِبَةٌ لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا قَدِ اسْتَوْفَى جَمِيْعَ حَقِّهِ وَجَمِيْعَ مَاكَانَ لَهُ مِنْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ كُلِّهِ وَصَارَ فِى يَدِهِ مُوَفَّرًا أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ *

এই চুক্তিনামা অমুক, অমুক, অমুক এবং অমুক ব্যক্তি লিখেছে, এরা সকলে অঙ্গীকার করলো, আপন অন্য সাথীদের জন্য যাদের নাম এই চুক্তিনামায় লেখা রয়েছে। স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় যে, আমরা সকলে যে ব্যবসা, ক্রয়-বিক্রয়, শরীকী লেনদেন, করয, আমানত, মুযারাবাত ধার, কৃষি এবং কেরায়া ইত্যাদি শরীকীভাবে আরম্ভ করেছি, এ সকল নিজের ইচ্ছায় ত্যাগ করলাম। আর যে শরীকী কারবারে এখন পর্যন্ত জড়িত আছি, তা পরিত্যাগ করলাম। মাল ও ব্যবসায়ের প্রত্যেক ব্যাপার ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণনা করলাম। আর এর সীমা ও পরিমাণ পৃথক পৃথক ঠিক করলাম। আমরা প্রত্যেকে নিজেদের পূর্ণ অংশ নিজের আয়ত্ত্বে নিলাম। এখন আমাদের কারো অন্যের উপর কোন দাবি-দাওয়া নেই। কেননা প্রত্যেকেই নিজের প্রাপ্য বুঝে পেয়েছে। এখন অমুক, অমুক, অমুক এবং অমুক ব্যক্তি এর তসদীক ও দস্তখত করল।

---

১. শিরকাতে মুফাওয়া হলো– যাতে শরীকগণ সম্পদ-এর ব্যবহার এবং দেনার ব্যাপারে সমান।

تَفْرِيْقُ الزَّوْجَيْنِ عَنْ مَزَاوَجَتِهِمَا

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হলে কিরূপে লিখবে

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَلَايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَخَافَا اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ هٰذَاكِتَابٌ كَتَبَتْهُ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِى صِحَّةٍ مِنْهَا وَجَوَازِ أَمْرٍ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ اِنِّى كُنْتُ زَوْجَةً لَكَ وَكُنْتَ دَخَلْتَ بِى فَأَفْضَيْتَ اِلَىَّ ثُمَّ اِنِّى كَرِهْتُ صُحْبَتَكَ وَأَحْبَبْتُ مُفَارَقَتَكَ عَنْ غَيْرِ اِضْرَارٍ مِنْكَ بِى وَلَا مَنْعِى لِحَقٍّ وَاجِبٍ لِى عَلَيْكَ وَاِنِّى سَأَلْتُكَ عِنْدَ مَاخِفْنَا اَنْ لَانُقِيْمَ حُدُوْدَ اللّٰهِ اَنْ تَخْلَعَنِى فَتُبِيْنَنِى مِنْكَ بِتَطْلِيْقَةٍ بِجَمِيْعِ مَالِى عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقٍ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا دِيْنَارًا جِيَادًا مَثَاقِيْلَ وَبِكَذَا وَكَذَا دِيْنَارًا جِيَادًا مَثَاقِيْلَ أَعْطَيْتُكَهَا عَلٰى ذٰلِكَ سِوَى مَافِى صَدَاقِى فَفَعَلْتَ الَّذِى سَأَلْتُكَ مِنْهُ فَطَلَّقْتَنِى تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً بِجَمِيْعِ مَاكَانَ بَقِىَ لِى عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِى الْمُسَمّٰى مَبْلَغُهُ فِى هٰذَا الْكِتَابِ وَبِالدَّنَانِيْرِ الْمُسَمَّاةِ فِيْهِ سِوَى ذٰلِكَ فَقَبِلْتُ ذٰلِكَ مِنْكَ مُشَافَهَةً لَكَ عِنْدَ مُخَاطَبَتِكَ اِيَّاىَ بِهٖ وَمُجَاوَبَةً عَلٰى قَوْلِكَ مِنْ قَبْلِ تَصَادُرِنَا عَنْ مَنْطِقِنَا ذٰلِكَ وَدَفَعْتُ اِلَيْكَ جَمِيْعَ هٰذِهِ الدَّنَانِيْرِ الْمُسَمّٰى مَبْلَغُهَا فِى هٰذَا الْكِتَابِ الَّذِىْ خَالَعْتَنِىْ عَلَيْهَا وَافِيَةً سِوَى مَافِى صَدَاقِى فَصِرْتُ بَائِنَةً مِنْكَ مَالِكَةً لِاَمْرِى بِهٰذَا الْخُلْعِ الْمَوْصُوْفِ أَمْرُهُ فِى هٰذَا الْكِتَابِ فَلَا سَبِيْلَ لَكَ عَلَىَّ وَلَا مُطَالَبَةَ وَلَا رَجْعَةَ وَقَدْ قَبَضْتُ مِنْكَ جَمِيْعَ مَايَجِبُ لِمِثْلِى مَادُمْتُ فِى عِدَّةٍ مِنْكَ وَجَمِيْعَ مَا اَحْتَاجُ اِلَيْهِ بِتَمَامِ مَايَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِىْ تَكُوْنُ فِى مِثْلِ حَالِى عَلَى زَوْجِهَا الَّذِى يَكُوْنُ فِى مِثْلِ حَالِكَ فَلَمْ يَبْقَ لِوَاحِدٍ مِنَّا قِبَلَ صَاحِبِهٖ حَقٌّ وَلَا دَعْوَى وَلَا طَلِبَةٌ فَكُلُّ مَاادَّعَى وَاحِدٌ مِنَّا قِبَلَ صَاحِبِهٖ مِنْ حَقٍّ وَمِنْ دَعْوَى وَمِنْ طَلِبَةٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ فَهُوَ فِى جَمِيْعِ دَعْوَاهُ مُبْطِلٌ وَصَاحِبُهُ مِنْ ذٰلِكَ أَجْمَعَ بَرِىْءٌ وَقَدْ قَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا كُلَّ مَا اَقَرَّ لَهُ بِهٖ صَاحِبُهُ وَكُلَّ مَا اَبْرَأَهُ مِنْهُ مِمَّا وُصِفَ فِى هٰذَا الْكِتَابِ مُشَافَهَةً عِنْدَ مُخَاطَبَتِهٖ اِيَّاهُ قَبْلَ تَصَادُرِنَا عَنْ مَنْطِقِنَا وَافْتِرَاقِنَا عَنْ مَجْلِسِنَا الَّذِى جَرَى بَيْنَنَا فِيْهِ أَقَرَّتْ فُلَانَةُ وَفُلَانٌ *

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : স্ত্রীদেরকে তোমরা যা দিয়েছ, তার থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়; অবশ্য যদি তাদের উভয়ের এই ভয় হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা ঠিক রাখতে পারবে না। আর

তোমরা যদি আশংকা কর যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না; তবে স্ত্রী যদি কোন কিছুর বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চায়, তাতে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই। (২ : ২২৯) লিখিত চুক্তিনামা। যা অমুকের কন্যা অমুক অমুকের পুত্র অমুককে স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় লিখে দিয়েছে যে, আমি তোমার স্ত্রী ছিলাম, তুমি আমার সাথে সহবাস করেছ এবং মিলিত হয়েছ। এখন তোমার সাথে আমার থাকা আমি পছন্দ করি না, বরং আমি তোমার থেকে পৃথক হওয়া কামনা করি। তুমি আমার কোন ক্ষতি করনি এবং তোমার উপর আমার যে হক ছিল তা হতে আমাকে বঞ্চিত করনি। যখন আমি আল্লাহ্‌র সীমালঙ্ঘনের ভয় করেছি, তখন তোমাকে অনুরোধ করেছি যে, তুমি আমার সাথে খোলা' কর এবং আমাকে এক তালাক বায়েন দিয়ে দাও, আমার ঐ মাহরের বিনিময়ে যা তোমার নিকট রয়েছে। আর তা এত দীনার অথবা মিসকাল হবে। আর তা ব্যতীত আমি তোমাকে যে এত দীনার দান করেছি, তারও বিনিময়ে। সুতরাং তুমি আমার যে অনুরোধ রক্ষা করেছ ঐ মাহরের বিনিময়ে যা উপরে লিখিত হয়েছে, তা ব্যতীত সেই দীনারের বিনিময়ে, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে; আর তুমি আমাকে এক তালাক বায়েন দিয়েছ, আর তোমার সামনে আমি তা গ্রহণ করেছি, যখন তুমি আমার সাথে কথা বলেছো আর আমি তোমার কথার উত্তর দিয়েছি আমাদের কথা শেষ হওয়ার পূর্বে। যে টাকার বিনিময়ে তুমি আমাকে খোলা' করলে, ঐ সকল টাকা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। এখন আমি তোমার থেকে পৃথক হলাম। আমি এখন নিজের ইচ্ছায় কাজ করতে পারবো, ঐ খোলা'র কারণে, যা উপরে বর্ণিত হলো। এখন আমার উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না, আর কোন দাবিও না এবং তোমার পুনরায় আমাকে গ্রহণ করার ক্ষমতাও নেই। আর আমার মত স্ত্রীর যা পাওনা থাকে, আমি সবই তোমার থেকে পেয়েছি। অর্থাৎ খোরপোষ এবং ইদ্দত ইত্যাদি। এখন হতে আমাদের মধ্যে কারো অন্যের উপর কোন হক নেই, দাবিও নেই। যদি কেউ কোন দাবি করে, তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং অপরপক্ষ তার সে দাবি-দাওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। আমরা প্রত্যেকে গ্রহণ করে নিলাম যা অপরপক্ষ স্বীকার করেছে এবং যার দায় থেকে অপরপক্ষ মুক্তিদান করেছে। যা চুক্তিপত্রে লেখা হয়েছে সামনা-সামনি আলাপ-আলোচনার সময়, এই মজলিস হতে উঠে যাওয়ার পূর্বেই, যে মজলিসে আমাদের উভয়ের অঙ্গীকার হলো। তারপর উভয় পক্ষ এতে দস্তখত করবে।

اَلْكِتَابَةُ

দাস-দাসীকে মুকাতাব বানানোর চুক্তিপত্র

قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا هٰذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فِى صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ لِفَتَاهُ النُّوْبِىِّ الَّذِىْ يُسَمَّى فُلَانًا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِى مِلْكِهِ وَيَدِهِ اِنِّىْ كَاتَبْتُكَ عَلَى ثَلَاثَةِ اٰلَافِ دِرْهَمٍ وُضَحٍ جِيَادٍ وَزْنِ سَبْعَةٍ مُنَجَّمَةٍ عَلَيْكَ سِتٌّ سِنِيْنَ مُتَوَالِيَاتٍ اَوَّلُهَا مُسْتَهَلٌّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَلَى أَنْ تَدْفَعَ اِلَىَّ هٰذَا الْمَالَ الْمُسَمَّى مَبْلَغُهُ فِى هٰذَا الْكِتَابِ فِى نُجُوْمِهَا فَأَنْتَ حُرٌّ بِهَا لَكَ مَا لِلْاَحْرَارِ وَعَلَيْكَ مَاعَلَيْهِمْ فَاِنْ اَخْلَلْتَ شَيْئًا مِنْهُ عَنْ مَحِلِّهِ بَطَلَتِ الْكِتَابَةُ وَكُنْتَ رَقِيْقًا لَاكِتَابَةَ لَكَ وَقَدْ قَبِلْتُ مُكَاتَبَتَكَ عَلَيْهِ عَلَى الشُّرُوْطِ الْمَوْصُوْفَةِ فِىْ هٰذَا الْكِتَابِ قَبْلَ تَصَادُرِنَا عَنْ مَنْطِقِنَا وَافْتِرَاقِنَا عَنْ مَجْلِسِنَا الَّذِىْ جَرَى بَيْنَنَا ذٰلِكَ فِيْهِ أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ *

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। (২৪ : ৩৩) ইহা ঐ অঙ্গীকারনামা, যা অমুকের পুত্র অমুক স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় তার অমুক গোত্রীয় অমুক নামের গোলামের জন্য লিপিবদ্ধ করেছে, যে আজ পর্যন্ত তার মালিকানাধীন ছিল। আমি তোমাকে পূর্ণ তিন হাজার খাঁটি দিরহাম-এর বিনিময়ে মুকাতাব করলাম, যার প্রতি দশ দিরহামের ওজন সাত মিসকালের সমান; আর তা ছয় বছরে কিস্তিতে আদায় করা হবে। প্রথম কিস্তি অমুক বছরের অমুক মাসের চাঁদ দেখার সাথে সাথে দেয়া হবে। যদি উল্লেখিত টাকা বরাবর কিস্তিতে আদায় করা হয়, তবে তুমি মুক্ত। আর তখন তোমার জন্য ঐ সকল কথা বৈধ, যা একজন আযাদ ব্যক্তির জন্য বৈধ হয়ে থাকে। আর তোমার উপর তা বর্তাবে, যা তাদের উপর বর্তায়। যদি তুমি তা সময়মত আদায় করতে না পার, তবে এই চুক্তিনামা বাতিল হয়ে যাবে এবং তুমি পুনরায় দাস হিসেবে গণ্য হবে। আর আমি এই পত্রে ঐ সকল শর্তে তোমার কিতাবাত গ্রহণ করলাম, আমার কথা শেষ হওয়ার পূর্বে এবং মজলিস শেষ হওয়ার পূর্বে এই চুক্তিনামায় লেখা হয়েছে। তারপর উভয়ে তাতে দস্তখত করবে।

تَدْبِيْر

মুদাব্বার বানানোর চুক্তিপত্র

هٰذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لِفَتَاهُ الصَّقَلِّيِّ الْخَبَّازِ الطَّبَّاخِ الَّذِىْ يُسَمَّى فُلَانًا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِى مِلْكِهِ وَيَدِهِ اِنِّى دَبَّرْتُكَ لِوَجْهِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجَاءِ ثَوَابِهِ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِى لَاسَبِيْلَ لِاَحَدٍ عَلَيْكَ بَعْدَ وَفَاتِى اِلَّا سَبِيْلَ الْوَلَاءِ فَاِنَّهُ لِى وَلِعَقِبِى مِنْ بَعْدِى أَقَرَّ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ بِجَمِيْعِ مَافِى هٰذَا الْكِتَابِ طَوْعًا فِى صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ قُرِىءَ ذٰلِكَ كُلُّهُ عَلَيْهِ بِمَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُوْدِ الْمُسَمَّيْنَ فِيْهِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ اَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ وَفَهِمَهُ وَعَرَفَهُ وَأَشْهَدَ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ثُمَّ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الشُّهُوْدِ عَلَيْهِ أَقَرَّ فُلَانٌ الصَّقَلِّيُّ الطَّبَّاخُ فِى صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِ وَبَدَنِهِ اَنَّ جَمِيْعَ مَافِى هٰذَا الْكِتَابِ حَقٌّ عَلٰى مَاسُمِّىَ وَوُصِفَ فِيْهِ *

এই অঙ্গীকার পত্র অমুকের পুত্র অমুক নিজের অমুক নামের দাস সম্পর্কে লিখছে, যে রুটি বানাতো এবং রান্নার কাজ করতো এবং চুক্তিকালে সে তার স্বত্ত্বাধীনে ছিল। আমি সওয়াবের নিয়্যতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তোমাকে মুদাব্বার করলাম, এখন আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত হবে। তোমার উপর কারো কোন কর্তৃত্ব থাকবে না, কিন্তু মীরাস আমার এবং আমার ওয়ারিসদের জন্য থাকবে। অমুকের পুত্র অমুক এই চুক্তিপত্রে যা লেখা থাকে তা চুক্তিপত্রে বর্ণিত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তার সামনে পঠিত হওয়ার পর স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে এবং তারপক্ষ হতে এর অনুমোদন স্বরূপ তা স্বীকার করে নিয়েছে। সে তাদের সামনে স্বীকার করল যে, আমি এই পত্র শুনলাম, বুঝলাম, আর আমি এর উপর আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখছি। আর আল্লাহ্ তা'আলাই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। আর তারপর ঐ সকল সাক্ষী যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে। অমুক বাবুর্চি গোলাম সুস্থ শরীরে স্বজ্ঞানে এই অঙ্গীকার করছে যে, যা এই চুক্তিনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, তা সবই সঠিক।

عِتْقٌ

মুক্তিদানের চুক্তিপত্র

هٰذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ طَوْعًا فِى صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ وَذٰلِكَ فِى شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا لِفَتَاهُ الرُّوْمِىِّ الَّذِى يُسَمَّى فُلاَنًا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِى مِلْكِهٖ وَيَدِهٖ اِنِّى أَعْتَقْتُكَ تَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَابْتِغَاءً لِجَزِيْلِ ثَوَابِهٖ عِتْقًا بَتًّا لاَمَثْنَوِيَّةَ فِيْهِ وَلاَ رَجْعَةَ لِى عَلَيْكَ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّٰهِ وَالدَّارِ الْاٰخِرَةِ لاَسَبِيْلَ لِى وَلاَ لاَحَدٍ عَلَيْكَ اِلاَّ الْوَلاَءَ فَاِنَّهُ لِى وَلِعَصَبَتِى مِنْ بَعْدِى *

ইহা ঐ চুক্তিপত্র যা অমুকের পুত্র অমুক নিজের সুস্থাবস্থায় স্বজ্ঞানে অমুক বছরের, অমুক মাসে নিজের রুমী দাসের জন্য লিখছে। যার নাম অমুক, আজ পর্যন্ত সে তার কর্তৃত্ব ও মালিকানাধীন রয়েছে। আমি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য এবং সওয়াব লাভের নিয়্যতে তোমাকে বিনাশর্তে পূর্ণভাবে মুক্তি দান করলাম। যা হতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করার কোন সুযোগ নেই এবং তোমাকে আবার প্রত্যাহার করে নেওয়ারও কোন অধিকার আমার নেই। এখন হতে তুমি আল্লাহ্র জন্য এবং আখিরাতের সওয়াবের জন্য মুক্ত স্বাধীন। তোমার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব নেই এবং আর কারো নয়। কিন্তু মীরাস আমার জন্য এবং আমার মৃত্যুর পর আমার ওয়ারিসদের জন্য থাকবে।

كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

অধ্যায় : স্ত্রীর সাথে ব্যবহার

بَابُ حُبِّ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা

٣٩٤١. حَدَّثَنِى الشَّيْخُ الْاِمَامُ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّسَائِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْقُوْمَسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَّامٌ اَبُو الْمُنْذِرِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُبِّبَ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِى فِى الصَّلَاةِ *

৩৯৪১. ইমাম আবদুর রহমান আন-নাসাঈ (র) - - - - আনাস (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পার্থিব বস্তুর মধ্যে স্ত্রী ও সুগন্ধী আমার নিকট পছন্দনীয় করা হয়েছে এবং নামাযে রাখা হয়েছে আমার নয়নের প্রশান্তি।

٣٩٤٢. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوْسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُبِّبَ اِلَىَّ النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِى فِى الصَّلَاةِ ـ

৩৯৪২. আলী ইব্ন মুসলিম আত-তূসী (র) - - - - আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : স্ত্রী ও সুগন্ধী আমার জন্য পছন্দনীয় করা হয়েছে এবং নামাযে নিহিত রাখা হয়েছে আমার নয়ন প্রীতি।

٣٩٤٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى قَالَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَىْءٌ اَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ *

৩৯৪৩. আহমদ ইব্ন হাফস ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে স্ত্রীদের পরে ঘোড়া অপেক্ষা বেশি প্রিয় আর কিছু ছিল না।

مَيْلُ الرَّجُلِ اِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ دُوْنَ بَعْضٍ

একাধিক স্ত্রীর মধ্যে কারো প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়া

٣٩٤٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ

ابْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيْلُ لِاِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ *

৩৯৪৪. আমর ইব্ন আলী (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী থাকবে এবং একজনের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়বে, সে কিয়ামত দিবসে এই অবস্থায় উঠবে যে, তার শরীরের একাংশ একদিকে ঝুঁকে থাকবে।

٣٩٤٥. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ ثُمَّ يَعْدِلُ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا فِعْلِى فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِىْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ اَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ *

৩৯৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকল স্ত্রীদের মাঝে সমভাবে বণ্টন করতেন। এরপরে বলতেন : হে আল্লাহ্ ! এটা আমার কাজ যতটুকু আমি পারি, যা তুমি পার আমি পারি না, সে বিষয়ে আমাকে পাকড়াও করো না। হাম্মাদ ইব্ন যায়দ হাদীসটি মুরসাল হিসেবেও বর্ণনা করেন।

حُبُّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ اَكْثَرُ مِنْ بَعْضٍ

এক স্ত্রী অপেক্ষা অপর স্ত্রীকে বেশি ভালবাসা

٣٩٤٦. اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اَرْسَلَ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِى فِى مِرْطِى فَاَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَزْوَاجَكَ اَرْسَلْتَنِى اِلَيْكَ يَسْاَلْنَكَ الْعَدْلَ فِى ابْنَةِ اَبِى قُحَافَةَ وَاَنَا سَاكِتَةٌ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىْ بُنَيَّةُ اَلَسْتِ تُحِبِّيْنَ مَنْ اُحِبُّ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَاَحِبِّىْ هٰذِهِ فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِيْنَ سَمِعَتْ ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَجَعَتْ اِلَى اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِىْ قَالَتْ وَالَّذِىْ قَالَ لَهَا فَقُلْنَا لَهَا مَا نَرَاكِ اَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَىْءٍ فَارْجِعِى اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُوْلِى لَهُ اِنَّ اَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِى ابْنَةِ اَبِىْ قُحَافَةَ قَالَتْ فَاطِمَةُ لَا وَاللّٰهِ لَا اُكَلِّمُهُ فِيْهَا اَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَاَرْسَلَ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ الَّتِى كَانَتْ تُسَامِيْنِى

مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ اَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِى الدِّيْنِ مِنْ زَيْنَبَ وَاَتْقَى لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَصْدَقَ حَدِيْثًا وَاَوْصَلَ لِلرَّحِمِ وَاَعْظَمَ صَدَقَةً وَاَشَدَّ ابْتِذَالاً لِنَفْسِهَا فِى الْعَمَلِ الَّذِىْ تَصَدَّقُ بِهِ وَتَقَرَّبُ بِهِ مَاعَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيْهَا تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ فِى مِرْطِهَا عَلَى الْحَالِ الَّتِىْ كَانَتْ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا فَاَذِنَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَزْوَاجَكَ اَرْسَلْنَنِى يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِى ابْنَةِ اَبِىْ قُحَافَةَ وَوَقَعَتْ بِىْ فَاسْتَطَالَتْ وَاَنَا اَرْقُبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَرْقُبُ طَرْفَهُ هَلْ اَذِنَ لِىْ فِيْهَا فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتّٰى عَرَفْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاَيَكْرَهُ اَنْ اَنْتَصِرَ فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ اَنْشَبْهَا بِشَىْءٍ حَتّٰى اَنْحَيْتُ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا ابْنَةُ اَبِىْ بَكْرٍ *

৩৯৪৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্ত্রীগণ একদা হযরত ফাতেমা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। তিনি এসে অনুমতি চাইলেন, সে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চাদর গায়ে আমার সাথে শোয়া ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফাতিমা (রা)-কে অনুমতি দিলেন। তখন হযরত ফাতিমা (রা) বললেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনার স্ত্রীগণ আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। তারা আবূ কুহাফার মেয়ের (হযরত আয়েশা) বিষয়ে তাদের সাথে ইনসাফ করার অনুরোধ করছেন। হযরত আয়েশা (রা) বললেন : আমি চুপ ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফাতিমা (রা)-কে বললেন, যাকে আমি ভালবাসি তাকে কি তুমি ভালবাস না ? ফাতিমা (রা) বললেন, কেন ভালবাসব না ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে একে ভালবাস। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথা শোনার পর হযরত ফাতিমা (রা) উঠে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রীদের কাছে ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছিলেন তার বর্ণনা দিলেন। তাঁরা বললেন, তোমার দ্বারা আমাদের কোন কাজ হল না। তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পুনরায় যাও এবং তাঁকে বল, আপনার স্ত্রীগণ আবূ কুহাফার মেয়ে [আয়েশা (রা)]-এর বিষয়ে ইনসাফের অনুরোধ করছে। ফাতিমা (রা) বললেন, এই বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে আর কখনো কোন কথা বলব না। আয়েশা (রা) বললেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যয়নাব বিন্ত জাহাশকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনিই একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে মর্যাদার বিষয়ে আমার সমপর্যায়ের ছিলেন। আমি যয়নব (রা) অপেক্ষা বেশি দীনদার, আল্লাহ্র ভয়, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী, সত্যবাদী-দানশীলা যেই কাজে দান-সাদ্কার সওয়াব হয় ও নৈকট্য লাভ করা যায়, সেই কাজে অধিকতর সাধনাকারিণী আর কাউকে দেখিনি। শুধু এতটুকু কথা যে, তিনি হঠাৎ রেগে যেতেন। আবার তার রাগ পড়েও যেত খুব তাড়াতাড়ি। তিনি আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুমতি চাইলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত ফাতিমা (রা) প্রবেশ করার সময় যেই রকম হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে চাদর আবৃত অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে আপনার স্ত্রীগণ পাঠিয়েছেন। তারা আবূ কুহাফার মেয়ের (আয়েশা-এর) ব্যাপারে তাদের সাথে ইনসাফ করার অনুরোধ করছেন। এই বলে তিনি আমার সাথে লেগেই গেলেন এবং ভাল-মন্দ বহু কিছু বললেন।

আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দৃষ্টির দিকে তাকাচ্ছিলাম তিনি আমাকে উত্তর দেয়ার অনুমতি দিচ্ছেন কি না এটা বুঝার জন্য। যয়নব তার অবস্থার মধ্যেই আছেন। শেষে আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার উত্তর দেয়াটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অপছন্দ করবেন না। আমি যখন তার জওয়াব দেওয়া শুরু করলাম, তখন তাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিলাম না। শেষ পর্যন্ত আমি তার উপর বিজয়ী হলাম। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এতো আবূ বকরেরই মেয়ে।

٣٩٤٧. اَخْبَرَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فَذَكَرَتْ نَحْوَهُ وَقَالَتْ اَرْسَلَ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ زَيْنَبَ فَاسْتَأْذَنَتْ فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ نَحْوَهُ خَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ *

৩৯৪৭. ইমরান ইব্ন বাক্কার আল-হিমসী (র) - - - - হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পূর্বের মত হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীগণ যয়নবকে পাঠালেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুমতি নিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি প্রবেশ করলেন এবং পূর্বে বর্ণিত হাদীসে যা বলা হয়েছে সেভাবে বললেন।

٣٩٤٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُوْرِىُّ الثِّقَةُ الْمَأْمُوْنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِجْتَمَعْنَ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ فَاَرْسَلْنَ فَاطِمَةَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقُلْنَ لَهَا اِنَّ نِسَاءَكَ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِىْ ابْنَةِ اَبِىْ قُحَافَةَ قَالَتْ فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ مَعَ عَائِشَةَ فِىْ مِرْطِهَا فَقَالَتْ لَهُ اِنَّ نِسَاءَكَ اَرْسَلْنَنِىْ وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِىْ ابْنَةِ اَبِىْ قُحَافَةَ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ أَتُحِبِّيْنِىْ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَحِبِّيْهَا قَالَتْ فَرَجَعَتْ اِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ مَاقَالَ فَقُلْنَ لَهَا اِنَّكِ لَمْ تَصْنَعِىْ شَيْئًا فَارْجِعِىْ اِلَيْهِ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لاَ اَرْجِعُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبَدًا وَكَانَتِ ابْنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَقًّا فَاَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ عَائِشَةُ وَهِىَ الَّتِىْ كَانَتْ تُسَامِيْنِىْ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ اَزْوَاجُكَ اَرْسَلْنَنِىْ وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِىْ ابْنَةِ اَبِىْ قُحَافَةَ ثُمَّ اَقْبَلَتْ عَلَىَّ تَشْتِمُنِىْ فَجَعَلْتُ اُرَاقِبُ النَّبِىَّ ﷺ وَاَنْظُرُ طَرْفَهُ هَلْ يَأْذَنُ لِىْ مِنْ اَنْ اَنْتَصِرَ مِنْهَا قَالَتْ فَشَتَمَتْنِىْ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ لاَيَكْرَهُ اَنْ اَنْتَصِرَ مِنْهَا فَاسْتَقْبَلْتُهَا فَلَمْ اَلْبَثْ اَنْ اَفْحَمْتُهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ اِنَّهَا ابْنَةُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمْ اَرَ امْرَأَةً خَيْرًا وَلاَ اَكْثَرَ صَدَقَةً وَلاَ اَوْصَلَ لِلرَّحِمِ وَاَبْذَلَ لِنَفْسِهَا فِىْ كُلِّ شَىْءٍ يُتَقَرَّبُ بِهِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ زَيْنَبَ مَاعَدَا

سَوْرَةٌ مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُوشِكُ مِنْهَا الْفَيْأَةَ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِيْ قَبْلَهُ *

৩৯৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফে' আন-নিশাপুরী (র) - - - - হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্ত্রীগণ একত্রিত হলেন এবং ফাতিমা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এই বলে পাঠালেন যে, আপনার স্ত্রীগণ আবূ কুহাফার মেয়ের বিষয়ে তাদের সাথে ইনসাফ করার অনুরোধ করছেন। এইরকম কিছু বললেন। আয়েশা (রা) বললেন, হযরত ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে তাঁর চাদরের ভেতরে ছিলেন। তিনি বললেন, আপনার স্ত্রীগণ আমাকে পাঠিয়েছেন, তারা আবূ কুহাফার মেয়ের বিষয়ে তাদের সাথে ইনসাফ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি কি আমাকে ভালবাস ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে তাকেও ভালবাস। আয়েশা (রা) বলেন, হযরত ফাতিমা (রা) তাদের কাছে ফিরে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, তা তাদেরকে বললেন। তখন তারা বললেন, আপনি তো আমাদের জন্য কিছুই করলেন না। পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে যান। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, তাঁর কাছে আর আমি এই বিষয় নিয়ে কখনো যাব না। ফাতিমা (রা) (চরিত্র ও চাল-চলনের দিক থেকে) বাস্তবিকই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মেয়ে ছিলেন। পুনরায় তাঁরা সবাই (স্ত্রীগণ) মিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে যয়নব বিন্ত জাহাশকে পাঠালেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্ত্রীগণের মধ্যে যয়নব বিন্ত জাহাশই একমাত্র স্ত্রী (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে মর্যাদার দিক থেকে) যে আমার সমপর্যায়ের ছিল। তিনি বললেন, আপনার স্ত্রীগণ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তারা আবূ কুহাফার মেয়ের (আয়েশার) বিষয়ে তাদের সাথে ইনসাফ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এরপরে যয়নব আমাকে কটু কথা বলতে শুরু করে দিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম এবং তিনি আমার উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে মৌন সম্মতি দিচ্ছে কি না বুঝার জন্য তাঁর ভাবভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তিনি আমাকে কটু কথা বলেই যাচ্ছেন। এতে আমি ধারণা করলাম, আমার এসব কথার উত্তর দেওয়াটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অপছন্দ করবেন না। সুতরাং তার মুখোমুখি হলাম এবং তাকে থামিয়ে দিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এতো আবূ বকরের মেয়ে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি যয়নব থেকে বেশি দানশীল, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী এবং যে কাজে দান-সাদকার সওয়াব ও আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জিত হয়, তাতে তার চেয়ে বেশি চেষ্টাকারী কাউকে দেখিনি। অবশ্য একটু দ্রুত ক্রোধপ্রবণা ছিলেন তবে তা খুবই দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যেত।

٣٩٤٩. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ *

৩৯৪৯. ইসমাঈল ইব্ন মাসঊদ (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : অপরাপর খাদ্যের উপর গোশত-রুটি মিশ্রিত স্যুপের যেই প্রাধান্য, অন্য নারীদের উপর আয়েশারও সেই প্রাধান্য।

٣٩٥٠. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ اَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ *

৩৯৫০. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : অপরাপর খাদ্যের উপর গোশত-রুটি মিশ্রিত স্যুপের যেই প্রাধান্য, অন্য নারীদের উপর আয়েশারও সেই প্রাধান্য।

٣٩٥١. اَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ الصَّنْعَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اُمَّ سَلَمَةَ لاَتُؤْذِيْنِى فِى عَائِشَةَ فَاِنَّهُ وَاللّٰهِ مَا اَتَانِى الْوَحْىُ فِى لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ اِلاَّ هِىَ *

৩৯৫১. আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক আস-সান'আনী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিও না। কেননা আল্লাহ্‌র শপথ, আয়েশা ছাড়া তোমাদের মধ্যে আর কারো লেপে অবস্থান করা অবস্থায় ওহী নাযিল হয়নি।

٣٩٥٢. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ رُمَيْثَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ نِسَاءَ النَّبِىِّ ﷺ كَلَّمْنَهَا اَنْ تُكَلِّمَ النَّبِىَّ ﷺ اِنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَتَقُوْلُ لَهُ اِنَّا نُحِبُّ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّ عَائِشَةُ فَكَلَّمَتْهُ فَلَمْ يُجِبْهَا فَلَمَّا دَارَ عَلَيْهَا كَلَّمَتْهُ اَيْضًا فَلَمْ يُجِبْهَا وَقُلْنَ مَارَدَّ عَلَيْكِ قَالَتْ لَمْ يُجِبْنِى قُلْنَ لاَتَدَعِيْهِ حَتّٰى يَرُدَّ عَلَيْكِ اَوْ تَنْظُرِيْنَ مَايَقُوْلُ فَلَمَّا دَارَ عَلَيْهَا كَلَّمَتْهُ فَقَالَ لاَتُؤْذِيْنِى فِىْ عَائِشَةَ فَاِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ عَلَىَّ الْوَحْىُ وَاَنَا فِى لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ اِلاَّ فِى لِحَافِ عَائِشَةَ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَانِ الْحَدِيْثَانِ صَحِيْحَانِ عَنْ عَبْدَةَ *

৩৯৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্ত্রীগণ তাঁকে বলেন যে, তিনি যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলেন, মানুষ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তাদের হাদিয়া পেশ করার জন্য আয়েশা (রা)-এর পালার (দিনের) অপেক্ষা করে থাকে। অতএব তিনি যেন তাকে বলেন, যে আমরাও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কল্যাণ চাই যেরকম আয়েশা চায়। (অতএব হাদীয়া পেশ করার জন্য শুধু আয়েশার পালার দিনের অপেক্ষা করাতে লাভ কি ?) উম্মে সালামা উক্ত বিষয় নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে আলাপ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না। পর্যায়ক্রমে যখন হযরত উম্মে সালামার পালার দিন আসল সেই দিনও উম্মে সালমা উপরোক্ত বিষয় নিয়ে আলাপ করলেন। এতেও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্ত্রীগণ বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কী উত্তর দিলেন ? উম্মে সালামা বললেন, তিনি কোন উত্তর দেননি। তারা বললেন, আপনি বলতে থাকুন, যাবৎ না তিনি আপনার কথার উত্তর

দেন কিংবা দেখেন তিনি কী বলেন। যখন তার (উম্মে সালামার) পালা আসল, তিনি উপরোক্ত বিষয় নিয়ে পুনরায় আলাপ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিও না। কেননা আল্লাহ্র শপথ ! আয়েশা ছাড়া তোমাদের মধ্যে আর কারো লেপে অবস্থান করা অবস্থায় ওহী নাযিল হয়নি।

٣٩٥٣. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُوْنَ بِذٰلِكَ مَرْضَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৩৯৫৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে লোকেরা হাদিয়া পেশ করার জন্য হযরত আয়েশা (রা)-এর পালার দিনটি খুঁজতেন।

٣٩٥٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ هُدَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَوْحَى اللّٰهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاَنَا مَعَهُ فَقُمْتُ فَاَجَفْتُ الْبَابَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ فَلَمَّا رُفِّهَ عَنْهُ قَالَ لِيْ يَاعَائِشَةُ اِنَّ جِبْرِيْلَ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ *

৩৯৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন আদম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম এমতাবস্থায় নবী ﷺ -এর উপর আল্লাহ্পাক ওহী নাযিল করলেন। আমি উঠে গেলাম এবং তাঁর আমার মাঝখানে দরজা ভেজিয়ে দিলাম। যখন ওহী নাযিল শেষ হল ও তাঁর কষ্ট লাঘব হল, তখন তিনি আমাকে বললেন : হে আয়েশা ! জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম পেশ করেছেন।

٣٩٥٥. اَخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا اِنَّ جِبْرِيْلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرٰى مَالاَ نَرٰى *

৩৯৫৫. নূহ ইব্ন হাবীব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে (আয়েশাকে) বলেছেন, জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম পেশ করেছেন। উত্তরে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তাঁর উপরও আল্লাহ্র শান্তি, রহমত, বরকত বর্ষিত হোক। আপনি দেখেন, যা আমরা দেখি না।

٣٩٥٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَائِشَةُ هٰذَا جِبْرِيْلُ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ مِثْلَهُ سَوَاءً قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الصَّوَابُ وَالَّذِيْ قَبْلَهُ خَطَأٌ *

৩৯৫৬. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : হে আয়েশা ইনি হচ্ছেন জিবরাঈল, তিনি তোমাকে সালাম পেশ করছেন।

بَابُ الْغَيْرَةِ

পরিচ্ছেদ : আত্মাভিমান

٣٩٥٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ عِنْدَ اِحْدَى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَأَرْسَلَتْ أُخْرَى بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُوْلِ فَسَقَطَتِ الْقَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ فَأَخَذَ النَّبِىُّ ﷺ الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ اِحْدَاهُمَا اِلَى الْأُخْرَى فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا الطَّعَامَ وَيَقُوْلُ غَارَتْ اُمُّكُمْ كُلُوا فَأَكَلُوا فَأَمْسَكَ حَتّٰى جَاءَتْ بِقَصْعَتِهَا الَّتِى فِى بَيْتِهَا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيْحَةَ اِلَى الرَّسُوْلِ وَتَرَكَ الْمَكْسُوْرَةَ فِى بَيْتِ الَّتِى كَسَرَتْهَا *

৩৯৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মু'মিনদের মাতাদের কোন এক মাতার ঘরে ছিলেন। অপর এক মাতা খাদ্যভর্তি এক পেয়ালা পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যার কাছে অবস্থান করছিলেন, তিনি বাহকের হাতে আঘাত করলেন। এতে পেয়ালা হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টি ভাঙ্গা টুকরা নিয়ে একটি আরেকটির সাথে জোড়া দিলেন এবং তার মধ্যে খানা জমা করতে লাগলেন এবং বললেন (উপস্থিত সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন) : তোমাদের মাতার আত্মাভিমানে লেগেছে (অন্য মাতা তার কাছে কিছু পাঠানোর কারণে)। তোমরা খাও। তাঁরা খেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা নিজে ধরে রাখলেন। এরপরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যার কাছে ছিলেন তিনি একটি পেয়ালা আনলেন। অক্ষত পেয়ালাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাহককে দিয়ে দিলেন আর ভাঙ্গা পেয়ালাটি যিনি ভেঙেছেন তার ঘরে রাখলেন।

٣٩٥٨. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا يَعْنِى اَتَتْ بِطَعَامٍ فِى صَحْفَةٍ لَهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فَجَاءَتْ عَائِشَةُ مُتَّزِرَةً بِكِسَاءٍ وَمَعَهَا فِهْرٌ فَفَلَقَتْ بِهِ الصَّحْفَةَ فَجَمَعَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ فِلْقَتَىِ الصَّحْفَةِ وَيَقُوْلُ كُلُوا غَارَتْ اُمُّكُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَحْفَةَ عَائِشَةَ فَبَعَثَ بِهَا اِلَى اُمِّ سَلَمَةَ وَأَعْطَى صَحْفَةَ اُمِّ سَلَمَةَ عَائِشَةَ *

৩৯৫৮. রবী' ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তিনি একবার থালায় করে কিছু খানা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামের কাছে পেশ করলেন। ইত্যবসরে হযরত আয়েশা (রা) চাদর জড়িয়ে আসলেন। তাঁর হাতে একটি পাথর ছিল। পাথরটি দিয়ে থালাটি ভেঙ্গে দিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থালার ভাঙ্গা টুকরো দু'টি একত্র করলেন এবং বললেন, তোমরা খাও। তোমাদের মাতার আত্মমর্যাদাবোধে লেগেছে। এ কথাটি দু'বার বললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত আয়েশা (রা)-এর থালা নিয়ে হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট পাঠালেন। উম্মে সালামা (রা)-এর (ভাঙা) থালাটি হযরত আয়েশা (রা)-কে দিয়ে দিলেন।

٣٩٥٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فُلَيْتٍ عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دُجَاجَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَارَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْلَ صَفِيَّةَ اَهْدَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اِنَاءً فِيْهِ طَعَامٌ فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِى اَنْ كَسَرْتُهُ فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَقَالَ اِنَاءٌ كَاِنَاءٍ وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ *

৩৯৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সফিয়্যার মত ভাল খানা তৈরি করতে পারে এরকম কাউকে দেখি নি। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এক থালা খাবার হাদিয়া পাঠালেন। তখন আমি নিজেকে আর আয়ত্বে রাখতে পারিনি; এমনকি থালাটি ভেঙ্গে দিলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তার কাফ্‌ফারার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, থালার পরিবর্তে থালা, খানার পরিবর্তে খানা।

٣٩٦٠. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ اَنَّ اَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِىُّ ﷺ فَلْتَقُلْ اِنِّىْ اَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَدَخَلَ عَلَى اِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لاَبَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ اَعُوْدَلَهُ فَنَزَلَتْ يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً *

৩৯৬০. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ জা'ফরানী (র) - - - - উবায়দ্ ইব্‌ন উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হযরত আয়েশা (রা) থেকে শুনেছি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছুক্ষণ যয়নব বিন্‌ত জাহাশ (রা) -এর কাছে অবস্থান করতেন এবং তাঁর কাছে মধু পান করতেন, আমি এবং হাফসা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, তিনি ﷺ আমাদের যার কাছেই আসবেন, সেই বলবে : আপনি 'মাগাফীর' পান করেছেন। (মাগাফীর এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয়)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের একজনের কাছে প্রবেশ করলে যা বলার সিদ্ধান্ত ছিল তা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি যয়নব বিন্‌ত জাহাশ-এর কাছে মধুই তো পান করলাম এবং বললেন, আর কোন দিন তা করব না। অর্থাৎ মধু পান করব না। এ কারণে নাযিল হল : يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ "হে নবী আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন তা আপনি নিজের জন্য হারাম করেছেন কেন ?" اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ "তোমরা উভয়ে যদি তওবা কর" এটা হযরত আয়েশা (রা) এবং হাফসা (রা)-এর উদ্দেশ্যে নাযিল করেছেন : وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا "যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপন করলেন" এটা তাঁর উক্তি 'আমি মধু পান করেছি এবং আর করব না।'-এর পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে।

٣٩٦١. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْنُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَرَمِىٌّ هُوَ لَقَبُهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ اَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ

وَحَفْصَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ *

৩৯৬১. ইবরাহীম ইব্‌ন ইউনুস ইব্‌ন মুহাম্মাদ হারামী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে একটি বাঁদি ছিল যার সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহবাস করতেন। এতে আয়েশা (রা) এবং হাফসা (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে লেগে থাকলেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই বাঁদিটিকে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক নাযিল করেন : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ "হে নবী আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন তা আপনি নিজের জন্য কেন হারাম করে নিয়েছেন (সূরা তাহরীম : ১) নাযিল করেন।

٣٩٦٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتِ الْتَمَسْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي شَعْرِهِ فَقَالَ قَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ فَقُلْتُ أَمَالَكَ شَيْطَانٌ فَقَالَ بَلَى وَلٰكِنَّ اللّٰهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ *

৩৯৬২. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে খুঁজতে গিয়ে আমার হাত তাঁর চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমার কাছে শয়তান এসেছে। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য স্ত্রীর কাছে চলে গেছেন এই ধারণা সৃষ্টি করে দিচ্ছে)। আমি বললাম, আপনার জন্য কি শয়তান নেই ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, থাকবে না কেন ? আল্লাহ্‌র শপথ, তবে আল্লাহ্ পাক তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন; ফলে সে আমার অনুগত হয়ে গেছে।

٣٩٦٣. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ . أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَتَجَسَّسْتُهُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي إِنَّكَ لَفِي شَأْنٍ وَإِنِّي لَفِي شَأْنٍ آخَرَ *

৩৯৬৩. ইবরাহীম ইব্‌ন আল-হাসান আল-মিকসামী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বিছানায় পেলাম না। মনে করলাম, তিনি তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর কাছে গমন করেছেন। অতঃপর আমি তালাশ করে পেলাম যে, তিনি রুকূ ও সিজদায় রত আছেন এবং বলছেন : হে আল্লাহ্ ! তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। এতে আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আপনি এক অবস্থায় আছেন আর আমি অন্য এক অবস্থায় আছি।

٣٩٦٤. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتِ افْتَقَدْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ

ذَهَبَ اِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَتَجَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَاِذَا هُوَ رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ فَقُلْتُ بِاَبِى وَاُمِّىْ اِنَّكَ لَفِى شَأْنٍ وَاِنِّى لَفِىْ اٰخَرَ *

৩৯৬৪. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে (বিছানায়) পেলাম না। মনে করলাম, তিনি তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর কাছে গমন করেছেন। অতঃপর আমি তালাশ করে পেলাম যে, তিনি রুকূ ও সিজদায় রত আছেন এবং বলছেন : হে আল্লাহ্! তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। এতে আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আপনি এক অবস্থায় আছেন আর আমি অন্য এক অবস্থায় আছি।

٣٩٦٥. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَعَنِّىْ قُلْنَا بَلَى قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِىْ انْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَبَسَطَ اِزَارَهُ عَلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَلْبَثْ اِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ اَنِّى قَدْ رَقَدْتُ ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا وَاَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا وَخَرَجَ وَاَجَافَهُ رُوَيْدًا وَجَعَلْتُ دِرْعِى فِى رَأْسِى فَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ اِزَارِىْ وَانْطَلَقْتُ فِى اِثْرِهِ حَتّٰى جَاءَ الْبَقِيْعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ انْحَرَفَ وَانْحَرَفْتُ فَاَسْرَعَ فَاَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَاَحْضَرَ فَاَحْضَرْتُ وَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ وَلَيْسَ اِلاَّ اَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ مَالَكِ يَاعَائِشُ رَابِيَةً قَالَ سُلَيْمَانُ حَسِبْتُهُ قَالَ حَشْيَا قَالَ لَتُخْبِرِنِّى اَوْ لَيُخْبِرَنِّى اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ فَاَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ قَالَ اَنْتِ السَّوَادُ الَّذِى رَأَيْتُ اَمَامِىْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَلَهَدَنِىْ لَهْدَةً فِى صَدْرِى اَوْجَعَتْنِى قَالَ اَظَنَنْتِ اَنْ يَحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَتَانِىْ حِيْنَ رَأَيْتِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ فَنَادَانِىْ فَاَخْفَى مِنْكِ فَاَجَبْتُهُ وَاَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَظَنَنْتُ اَنَّكِ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِظَكِ وَخَشِيْتُ اَنْ تَسْتَوْحِشِى فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰتِىَ اَهْلَ الْبَقِيْعِ فَاَسْتَغْفِرَ لَهُمْ خَالَفَهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ *

৩৯৬৫. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হযরত আয়েশা (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আমার ব্যাপারে কি তোমাদেরকে বর্ণনা করব না ? আমরা বললাম, কেন করবেন না ? তিনি বললেন : একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার পালার রাতে (ইশার সালাত আদায়ের পর) ফিরে আস্‌লেন। তারপর তাঁর জুতা পায়ের দিকে রাখলেন, তাঁর চাদর রেখে দিলেন এবং তাঁর একটি লুঙ্গি বিছানার উপর বিছালেন। তারপর তিনি মাত্র এতটুকু সময় অবস্থান করলেন যতক্ষণে তাঁর

ধারণা হল যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তারপর উঠে আস্তে করে জুতা পরলেন এবং আস্তে করে তাঁর চাদর নিলেন। তারপর আস্তে করে দরজা খুললেন এবং বের হয়ে আস্তে দরজা চাপিয়ে দিলেন। আর আমি মাথার উপর দিয়ে কামিজটি পরিধান করলাম, ওড়না পরলাম এবং চাদরটি গায়ে আবৃত করলাম ও তাঁর পিছনে চললাম, তিনি জান্নাতুল বাকী'তে আসলেন এবং তিনবার হাত উঠালেন ও বহুক্ষণ দাঁড়ালেন, তারপর ফিরে আসছিলেন। আমিও ফিরে আসছিলাম। তিনি একটু তীব্রগতিতে চললেন, আমিও তীব্রগতিতে চললাম, তিনি দৌড়ালেন, আমিও দৌড়ালাম। তিনি পৌঁছে গেলেন, তবে আমি তাঁর আগে পৌঁছে গেলাম। ঘরে প্রবেশ করেই শুয়ে পড়লাম। তিনিও প্রবেশ করলেন এবং বললেন : হে আয়েশা ! কি হয়েছে তোমার পেট যে ফুলে গেছে। বর্ণনাকারী সুলায়মান বলেন : ইব্ন ওয়াহাব رابية -এর পরিবর্তে حشيا দ্রুত চলার কারণে হাঁপিয়ে ওঠা শব্দটি বলেছেন বলে ধারণা করছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ঘটনা কি বল, নচেৎ আল্লাহ্ যিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক পরিজ্ঞাত, তিনিই আমাকে খবর দিবেন। আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক এবং ঘটনাটির বর্ণনা দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে তুমিই সেই (ছায়ামূর্তি) যা আমি আমার সামনে দেখছিলাম ? আমি বললাম, হ্যাঁ। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার বক্ষে একটি মুষ্ঠাঘাত করলেন যা আমাকে ব্যথা দিল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি ধারণা করেছ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তোমার উপর যুলুম করবে ? হযরত আয়েশা (রা) বললেন, লোক যতই গোপন করুক না কেন, আল্লাহ্ তা নিশ্চিত জানেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : নিশ্চয়ই তুমি যখন আমাকে দেখছিলে তখন জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসেছিলেন। তুমি যে (শুয়ে যাওয়ায়) কাপড় খুলে ফেলেছ। তাই জিবরাঈল (আ) প্রবেশ করেননি। তোমার থেকে গোপন করে আমাকে ডাকলেন, আমিও তোমার থেকে গোপন করে উত্তর দিলাম। মনে করলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। তোমাকে জাগিয়ে দেওয়াটা পছন্দ করলাম না এবং এ ভয়ও ছিল যে, (আমি চলে যাওয়ার কারণে) তুমি নিঃসঙ্গতা বোধ করবে। জিবরাঈল (আ) আমাকে নির্দেশ দিলে বাকী'তে অবস্থানকারীদের কাছে যাই এবং তাদের রব্বের কাছে তাদের জন্য ক্ষমা চাই।

٣٩٦٦. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَصِّيْصِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ قَالَتْ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ عَنِّىْ وَعَنِ النَّبِىِّ ﷺ قُلْنَا بَلٰى قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِىَ الَّتِىْ هُوَ عِنْدِى تَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ انْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَبَسَطَ طَرَفَ اِزَارِهٖ عَلٰى فِرَاشِهٖ فَلَمْ يَلْبَثْ اِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ اَنِّىْ قَدْ رَقَدْتُّ ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا وَاَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا وَخَرَجَ وَاَجَافَهُ رُوَيْدًا وَجَعَلْتُ دِرْعِىْ فِىْ رَأْسِىْ وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ اِزَارِىْ فَانْطَلَقْتُ فِىْ اِثْرِهٖ حَتّٰى جَاءَ الْبَقِيْعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَاَسْرَعَ فَاَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ وَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ اِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ مَالَكِ يَاعَائِشَةُ حَشْيَا رَابِيَةً قَالَتْ لاَ قَالَ لَتُخْبِرِنِّى اَوْ لَيُخْبِرَنِّىَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِأَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ قَالَ فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِىْ رَأَيْتُهُ اَمَامِىْ قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ فَلَهَدَنِىْ فِىْ صَدْرِى لَهْدَةً اَوْجَعَتْنِىْ ثُمَّ قَالَ اَظَنَنْتِ اَنْ يَحِيْفَ

اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَهُ اللّٰهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَتَانِيْ حِيْنَ رَأَيْتِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ فَنَادَانِيْ فَأَخْفَى مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ فَظَنَنْتُ اَنْ قَدْ رَقَدْتِ وَخَشِيْتُ اَنْ تَسْتَوْحِشِي فَأَمَرَنِيْ اَنْ اٰتِيَ اَهْلَ الْبَقِيْعِ فَأَسْتَغْفِرَلَهُمْ رَوَاهُ عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَائِشَةَ عَلَى غَيْرِ هٰذَا اللَّفْظِ *

৩৯৬৬. ইউসুফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হযরত আয়েশা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আমার ব্যাপারে কি তোমাদের কাছে বর্ণনা করব না ? আমরা বললাম, করবেন না কেন ? তিনি বললেন : যে রাতে তাঁর অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আমার কাছে থাকার কথা, সেই রাত যখন আসল, তিনি (ইশার সালাত আদায়ের পর) ফিরে আসলেন। তারপর তাঁর জুতাগুলো পায়ের দিকে রাখলেন। চাদর খুলে রাখলেন। ইযারের এক পার্শ্ব বিছানার উপর বিছালেন। তারপর মাত্র এতটুকু সময় অবস্থান করলেন, যতক্ষণে তাঁর ধারণা হল আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তারপর আস্তে করে জুতা পরলেন, আস্তে চাদর নিলেন, তারপর আস্তে করে দরজা খুললেন এবং আস্তে করে বের হলেন এবং আস্তে করে দরজা বন্ধ করলেন। আর আমি মাথার দিক থেকে আমার কামিজটি পরিধান করলাম, ওড়না পরলাম, চাদরটি গায়ে দিয়ে আবৃত হলাম, তারপর তাঁর পিছনে চলতে লাগলাম। তিনি জান্নাতুল বাকী' পর্যন্ত আসলেন এবং তিনবার হাত উঠালেন, বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর ফিরে আসছিলেন। আমিও ফিরে আসছিলাম, তিনি তীব্রগতিতে হাঁটলে আমিও তীব্র গতিতে চললাম। তিনি একটু দৌড়ে চললেন, আমিও একটু দৌড়ে চললাম। পরিশেষে তিনি বাড়িতে পৌছে গেলেন। তবে আমি তাঁর একটু আগে পৌছলাম। ঘরে প্রবেশ করেই শুয়ে গেলাম। তিনিও প্রবেশ করলেন এবং বললেন : হে আয়েশা ! তোমার কি হয়েছে, পেট ফোলা দেখা যাচ্ছে ও হাঁপাচ্ছ যে ? আয়েশা (রা) বললেন, না তো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হয় তুমি আমাকে বলবে, নয়ত আমাকে সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক পরিজ্ঞাত সত্তা জানিয়ে দিবেনই। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতামাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ঘটনাটি খুলে বললাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে তুমিই সেই ছায়ামূর্তি যা আমি আমার আগে আগে দেখছিলাম। হযরত আয়েশা (রা) বললেন : হ্যাঁ। তিনি বলেন, তখন তিনি আমার বুকের উপর এমন এক মুষ্ঠাঘাত করলেন, যা আমাকে ব্যথা দিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি মনে করেছ যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তোমার উপর যুলুম করবেন ? হযরত আয়েশা (রা) বললেন, লোক যতই গোপন করুক না কেন, আল্লাহ্ তা নিশ্চিত জানেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর বললেন, তুমি যখন আমাকে দেখছিলে তখন জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসেছিলেন, তখন তুমি পোশাক রেখে দিয়েছিলে বলে জিবরাঈল (আ) প্রবেশ করেনি। তিনি তোমার থেকে গোপন করে আমাকে ডাকলেন, আমিও তোমাকে না শুনিয়ে উত্তর দিলাম। আমি ধারণা করলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ এবং শংকিত ছিলাম যে, (তোমাকে জাগিয়ে দিলে একাকীত্ব অনুভব করার কারণে) তুমি ভয় পাবে। জিবরাঈল (আ) আমাকে বাকী'তে অবস্থানকারীদের (মৃত ব্যক্তিদের) কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেন, যেন তাদের জন্য ক্ষমা চাই।

٣٩٦٧. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৩৯৬৭. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন রবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বিছানায় পেলাম না। তারপর তিনি পূর্ণ হাদীসটির বর্ণনা দেন।

كِتَابُ تَحْرِيْمُ الدَّمِ
অধ্যায় : হত্যা অবৈধ হওয়া

اَلْقَتْلُ الْحَرَامُ فِى الْمُسْلِمِ
মুসলিমকে হত্যা করার অবৈধতা

٣٩٦٨. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَى وَهُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَاِذَا شَهِدُوْا اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا وَاَكَلُوا ذَبَائِحَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا *

৩৯৬৮. হারূন ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে মুশ্‌রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যে পর্যন্ত না তারা এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আর যখন তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং আমাদের ন্যায় নামায পড়বে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করবে, আমাদের যবেহ্‌কৃত পশু আহার করবে; তখন আমাদের জন্য তাদের রক্ত ও সম্পদ হারাম হবে, তবে এই কালেমার কোন হক (শরী'আতসম্মত কারণ) পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা।

٣٩٦٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ اَنْبَاَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًارَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِذَا شَهِدُوا اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا وَأَكَلُوْا ذَبِيْحَتَنَا وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَاعَلَيْهِمْ *

৩৯৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম্ ইব্‌ন নু'আয়ম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্

ﷺ বলেছেন : আমাকে মুশ্‌রিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ করা হয়েছে, যে পর্যন্ত না তারা এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল। যখন তারা একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের যবেহকৃত পশু ভক্ষণ করে, আমাদের ন্যায় নামায পড়ে, তখন তাদের রক্ত এবং মাল আমাদের জন্য হারাম হবে, তবে এ কালেমার হক ব্যতীত। মুসলমানদের যে অধিকার রয়েছে, তাদের জন্যও তা থাকবে। আর মুসলমানদের উপর যে দায়িত্ব বর্তায়, তা তাদের উপরও বর্তাবে।

٣٩٧٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِىُّ قَالَ اَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُوْنُ بْنُ سِيَاهٍ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا اَبَا حَمْزَةَ مَايُحَرِّمُ دَمَ الْمُسْلِمِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا وَصَلّٰى صَلاَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَهُوَ مُسْلِمٌ لَهُ مَالِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِ مَاعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ *

৩৯৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - মায়মূন ইব্‌ন সিয়াহ্ হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন : হে আবূ হামযা ! কোন্ বস্তু মুসলমানের রক্ত হারাম করে ? তিনি বলেন : যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দান করে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে, আর আমাদের ন্যায় নামায পড়ে, আমাদের যবেহকৃত পশু ভক্ষণ করে, সে মুসলমান। মুসলমানদের যে হক তারও সেই হক, আর তার উপর ঐ সকল দায়িত্ব বর্তাবে যা মুসলমানদের উপর বর্তায়।

٣٩٧١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ اَبُو الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ فَقَالَ عُمَرُ يَا اَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ الْعَرَبَ فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ اِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوا اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِى عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُعْطُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا رَاَيْتُ رَاْىَ اَبِى بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ عَلِمْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ *

৩৯৭১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালের পর আরবের কোন কোন গোত্র মুরতাদ হয়ে গেল। তখন উমর ফারূক (রা) বললেন : হে আবূ বকর ! আপনি আরবের সাথে কিরূপে যুদ্ধ করবেন ? তখন আবূ বকর (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমাকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দান করে। আল্লাহ্‌র শপথ ! তারা যদি একটি বকরির বাচ্চাও দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় দিত, তবে অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এজন্য যুদ্ধ করবো। উমর (রা) বলেন : যখন আমি দেখলাম, আবূ বকরের মত পরিষ্কার, তখন আমি মনে করলাম, এটাই হক।

٣٩٧٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لاَبِىْ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهِ قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنِّىْ رَاَيْتُ اللّٰهَ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ *

৩৯৭২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইনতিকালের পর যখন আবূ বকর (রা) খলীফা হলেন। তখন আরবের কোন কোন গোত্র কাফির হয়ে গেল। এ সময় উমর (রা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন : আপনি তাদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবেন ? অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমাকে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলে, আর যখন তারা তা বলবে, তখন তারা তাদের জানমাল আমার থেকে রক্ষা করলো, তবে ইসলামের হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহ্‌র কাছে। আবূ বকর (রা) বললেন : আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি অবশ্যই ঐ সকল লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো, যারা নামায এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কেননা যাকাত মালের হক। আল্লাহ্‌র কসম! তারা যদি একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দিত, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে এর জন্য যুদ্ধ করবো। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি দেখলাম, আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধের জন্য আবূ বকর (রা)-এর অন্তর খুলে দিয়েছেন এবং আমি বুঝতে পারলাম, এটাই যথার্থ।

٣٩٧٣. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا فَقَدْ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ فَلَمَّا كَانَتِ الرِّدَّةُ قَالَ عُمَرُ لاَبِىْ بَكْرٍ اَتُقَاتِلُهُمْ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَلاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَاتَلْنَا مَعَهُ فَرَاَيْنَا ذٰلِكَ رُشْدًا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سُفْيَانُ فِى الزُّهْرِىِّ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ *

৩৯৭৩. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়্যুব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমাকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা "লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ্" বলে। যখন তারা তা বলবে : তখন তারা আমার থেকে তাদের জান ও মাল রক্ষা করবে, তবে এ কালেমার কোন হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহ্র কাছে। যখন আরবের কিছু লোক মুরতাদ হলো, তখন উমর (রা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন : আপনি কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন ? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছি ? তখন তিনি বললেন : আল্লাহ্র শপথ ! আমি নামায এবং যাকাতের মধ্যে প্রভেদ করবো না এবং যারা এদুয়ের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। পরে আমরা তাঁর সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করি এবং বুঝতে পারি যে, এটাই ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত।

٣٩٧٤. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ جَمَعَ شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ الْحَدِيْثَيْنِ جَمِيْعًا *

৩৯৭৪. হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধের করা আদেশ হয়েছে। যাবৎ না তারা বলে, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।" আর যে বললো আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, সে আমার থেকে তার জানমাল রক্ষা করলো। তবে ইসলামের কোন হক ব্যতীত। আর তার হিসাব তো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে।

٣٩٧٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا اَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اَبُو بَكْرٍ لاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ فَوَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِى^ عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّوْنَهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَاَيْتُ اللّٰهَ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ *

৩৯৭৫. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুগীরা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইনতিকালের পর যখন আবূ বকর (রা) খলীফা হন এবং আরবের কিছু লোক মুরতাদ হয়ে যায়, তখন উমর (রা) বললেন : হে আবূ বকর ! আপনি এ সকল লোকের বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করবেন, ﷺ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। আর যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বললো, সে আমার থেকে তার জানমাল রক্ষা করলো, তবে ইসলামের অন্য কোন হক ব্যতীত। আর তার হিসাব আল্লাহ্র যিম্মায়। আবূ বকর (রা) বললেন : যে ব্যক্তি

নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করবো। কেননা যাকাত মালের হক। আল্লাহ্‌র শপথ ! যদি তারা একটি বকরির বাচ্চাও আমাকে দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দিত, তা হলে আমি তাদের বিরুদ্ধে এ কারণে যুদ্ধ করবো। উমর (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি দেখলাম, আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধের জন্য আবূ বকরের অন্তর খুলে দিয়েছেন। আর তাঁর সিদ্ধান্তই সঠিক।

٣٩٧٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّىْ نَفْسَهُ وَمَالَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ خَالَفَهُ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ *

৩৯৭৬. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুগীরা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হুকুম দেওয়া হয়েছে, যাবৎ না তারা বলে, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।" যে ব্যক্তি এটা বলবে, সে আমার পক্ষ হতে তার জানমাল নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের কোন হক দেখা দিলে ভিন্ন কথা। আর তার হিসাব আল্লাহ্‌র কাছে।

٣٩٧٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ ابْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنِىْ شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَذَكَرَ اٰخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ فَاَجْمَعَ اَبُوْ بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا اَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَاَيْتُ اللّٰهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ *

৩৯৭৭. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবূ বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প গ্রহণ করলেন। তখন উমর (রা) বললেন : হে আবূ বকর ! আপনি তাদের বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন ? অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ করা হয়েছে, যাবৎ না তারা বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। যখন তারা তা বলবে, তখন তারা আমার থেকে তাদের জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে, তবে এ কালেমার হক ব্যতীত। আবূ বকর (রা) বললেন : যে নামায ও যাকাতের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। আল্লাহ্‌র শপথ ! যদি তারা একটি উটের বাচ্চাও আমাকে দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় দিত, তবে তা না দেওয়ার জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। উমর (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম ! আমি দেখলাম : মহান আল্লাহ্ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আবূ বকরের অন্তর খুলে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পারলাম, এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত।

٣٩٧٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَاَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৩৯৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলা পর্যন্ত লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাকে আদেশ করা হয়েছে। যখন তারা এরূপ বলবে, তখন তারা তাদের জানমাল আমার থেকে রক্ষা করবে, তবে এ কালেমার হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহ্‌র যিম্মায়।

٣٩٧٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوهَا مَنَعُوْا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ *

৩৯৭৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)- - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলা পর্যন্ত আমি লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। যদি তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জানমাল রক্ষা করে নেবে কিন্তু এর হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহ্‌র যিম্মায়।

٣٩٨٠. اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاسِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نُقَاتِلُ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُو لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ حَرِمَتْ عَلَيْنَا دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ *

৩৯৮০. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন দীনার (র)- - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমরা মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যাবৎ না তারা বলে, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।" যখন তারা বলবে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তখন আমাদের জন্য তাদের জানমাল হারাম হয়ে যাবে, তবে এ কালেমার হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহ্‌র যিম্মায়।

٣٩٨١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ ثُمَّ قَالَ اَيَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ نَعَمْ وَلٰكِنَّمَا يَقُوْلُهَا تَعَوُّذًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

لاَتَقْتُلُوْهُ فَاِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوهَا عَصَمُوْا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ *

৩৯৮১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। এসময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে চুপিচুপি কিছু বললে, তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর। এরপর তিনি বললেন : সেকি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই ? সে বললেন : হ্যাঁ, কিন্তু সে তা বলে স্বীয় প্রাণ রক্ষার্থে। তিনি বললেন : তাকে হত্যা করো না। কেননা আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে। যদি তারা তা বলে, তবে তারা আমার থেকে তাদের জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে কিন্তু এর হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহ্‌র যিম্মায়।

٣٩٨٢. قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِى قُبَّةٍ فِى مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ فِيْهِ اِنَّهُ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ نَحْوَهُ *

৩৯৮২. উবায়দুল্লাহ্ (র) - - - - নু'মান ইব্‌ন সালিম (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন : আমরা মদীনার মসজিদের একটি তাঁবুতে ছিলাম, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট প্রবেশ করে বললেন : আমার নিকট এ মর্মে ওহী এসেছে যে, আপনি লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন, যতক্ষণ তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলে। অতঃপর পূর্বের অনুরূপ।

٣٩٨٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَوْسًا يَقُوْلُ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِى قُبَّةٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৩৯৮৩. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন, তখন আমরা একটি তাঁবুতে ছিলাম। অতঃপর হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

٣٩٨٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَوْسًا يَقُوْلُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى وَفْدِ ثَقِيْفٍ فَكُنْتُ مَعَهُ فِى قُبَّةٍ فَنَامَ مَنْ كَانَ فِى الْقُبَّةِ غَيْرِى وَغَيْرُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَقَالَ اَلَيْسَ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَشْهَدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَرْهُ ثُمَّ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوهَا حَرُمَتْ دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا قَالَ مُحَمَّدٌ

فَقُلْتُ لِشُعْبَةَ اَلَيْسَ فِى الْحَدِيْثِ اَلَيْسَ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَظُنُّهَا مَعَهَا وَلاَ اَدْرِىْ *

৩৯৮৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার - - - - নু'মান ইব্‌ন সালিম (রা) বলেন : আমি আওস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি সাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আগমন করলাম। আমি তাঁর সঙ্গে একটি তাঁবুতে ছিলাম। আমি এবং তিনি ব্যতীত তাঁবুর সকলেই ঘুমিয়ে পড়লো। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তার সঙ্গে গোপনে কিছু বললে, তিনি বললেন : যাও, তাকে হত্যা কর। এরপর তিনি বললেন : সেকি একথার সাক্ষ্য দান করে না যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ? সে ব্যক্তি বললো : সে এরূপ বলে। তখন তিনি বললেন : তাকে ছেড়ে দাও। এরপর তিনি বললেন : আমাকে লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দান করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে। যখন তারা এরূপ বলবে, তখন তাদের জানমাল আমার থেকে নিরাপদ হবে, তবে এর হক ব্যতীত। রাবী মুহাম্মদ (র) বলেন, আমি শু'বা (র)-কে বললাম : তারা কি এই সাক্ষ্য দেয় না যে, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল"— এই কথাটি কি এই হাদীসের অংশ নয় ? তিনি বললেন : আমি মনে করি এটিও এই হাদীসের অংশ, কিন্তু আমার জানা নেই।

٣٩٨٥. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اَبِىْ صَغِيْرَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ اَنَّ عَمْرَو بْنَ اَوْسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ اَوْسًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ تَحْرُمُ دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا *

৩৯৮৫. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমাকে লোকের সাথে যুদ্ধ করতে আদেশ করা হয়েছে, যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয়— "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।" এরপর তাদের জানমাল আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে, তবে এর হক ব্যতীত।

٣٩٨٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ اَبِىْ عَوْنٍ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ وَكَانَ قَلِيْلَ الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُهُ يَخْطُبُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَغْفِرَهُ اِلاَّ الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا اَوِ الرَّجُلُ يَمُوْتُ كَافِرًا *

৩৯৮৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবূ ইদরীস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মু'আবিয়া (রা)-কে খুতবা দিতে শুনেছি, আর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অতি অল্পই হাদীস বর্ণনা করেছেন। খুতবায় তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক গুনাহ আশা করা যায় আল্লাহ্ তা ক্ষমা করবেন, তবে ঐ ব্যক্তির গুনাহ ব্যতীত, যে ইচ্ছা করে কোন মুসলমানকে হত্যা করে অথবা কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

٣٩٨٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاتُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذٰلِكَ اَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ *

৩৯৮৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : অন্যায়ভাবে যে ব্যক্তিকেই হত্যাই করা হোক না কেন, তার রক্তের একাংশ আদম (আ)-এর প্রথম পুত্র কাবিলের উপর বর্তায়।কেননা সে-ই সর্বপ্রথম তার ভাই হাবিলকে হত্যা করে রক্তপাতের রীতি প্রবর্তন করেছে।

تَعْظِيْمُ الدَّمِ

হত্যা করা কঠিন অপরাধ

٣٩٨٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالَجَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ *

৩৯৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন মালিজ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঐ সত্তার শপথ ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা আল্লাহ্র কাছে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া অপেক্ষাও গুরুতর।

٣٩٨٩. اَخْبَرَنَا يَحْيٰى ابْنُ حَكِيْمِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ *

৩৯৮৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাকীম বস্রী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হওয়া আল্লাহ্র নিকট কোন মুসলমান ব্যক্তির অন্যায়ভাবে নিহত হওয়া অপেক্ষা তুচ্ছতর।

٣٩٩٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا *

৩৯৯০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা আল্লাহ্র নিকট পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হওয়া অপেক্ষা গুরুতর।

٣٩٩١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا *

৩৯৯১. আমর ইব্‌ন হিশাম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন মু'মিন ব্যক্তির হত্যা আল্লাহ্‌র নিকট পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হওয়া অপেক্ষা গুরুতর।

٣٩٩٢. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْمَرْوَزِىُّ ثِقَةٌ حَدَّثَنِى خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا *

৩৯৯২. হাসান ইব্‌ন ইসহাক মারওয়াযী (র) - - - - বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন মু'মিনকে হত্যা করা আল্লাহ্‌র নিকট পৃথিবী ধ্বংস হওয়া অপেক্ষা গুরুতর।

٣٩٩٣. اَخْبَرَنَا سَرِيْعُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِىُّ الْخَصِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ مَايُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ وَاَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِى الدِّمَاءِ *

৩৯৯৩. সারী' ইব্‌ন আবদুল্লাহ ওয়াসেতী (র) - - - -আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বান্দার থেকে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। আর সর্বাগ্রে মানুষের হত্যার বিচার হবে।

٣٩٩٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَوَّلُ مَايُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ فِى الدِّمَاءِ *

৩৯৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন সর্বাগ্রে লোকের মধ্যে অন্যায় হত্যার বিচার করা হবে।

٣٩٩٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاودَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَوَّلُ مَايُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ *

৩৯৯৫. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ ওয়ায়ল (র) বলেন : আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন সর্বাগ্রে মানুষের মধ্যে খুনের বিচার করা হবে।

٣٩٩٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حفصٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَوَّلُ مَايُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ *

৩৯৯৬. আহমদ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন লোকের মধ্যে সর্বাগ্রে খুনের বিচার করা হবে।

٣٩٩٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ مَايُقْضَى فِيْهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ *

৩৯৯৭. আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুরাহ্‌বীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন লোকের মাঝে সর্বপ্রথম খুনের বিচার করা হবে।

٣٩٩٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَوَّلُ مَايُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِى الدِّمَاءِ *

৩৯৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন সর্বাগ্রে লোকের মাঝে খুনের বিচার করা হবে।

٣٩٩٩. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَجِيْءُ الرَّجُلُ اٰخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ هٰذَا قَتَلَنِى فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ لِمَ قَتَلْتَهُ فَيَقُوْلُ قَتَلْتُهُ لِتَكُوْنَ الْعِزَّةُ لَكَ فَيَقُوْلُ فَاِنَّهَا لِى وَيَجِيْءُ الرَّجُلُ اٰخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ اِنَّ هٰذَا قَتَلَنِى فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ لِمَ قَتَلْتَهُ فَيَقُوْلُ لِتَكُوْنَ الْعِزَّةُ لِفُلاَنٍ فَيَقُوْلُ اِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلاَنٍ فَيَبُوْءُ بِاِثْمِهِ *

৩৯৯৯. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুস্‌তামির (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাত ধরে নিয়ে এসে বলবে : হে আমার রব ! এই ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : তুমি কেন এই ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে ? সে ব্যক্তি বলবে : আমি তাকে হত্যা করেছিলাম আপনার গৌরব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : নিশ্চয় গৌরব আমারই। এরপর অন্য ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির হাত ধরে নিয়ে এসে বলবে : ইয়া আল্লাহ্ ! এই ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : তুমি এই ব্যক্তিকে কেন হত্যা করেছিলে ? সে ব্যক্তি বলবে : অমুক ব্যক্তির কর্তৃত্ব ও গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : ঐ ব্যক্তির কোন গৌরব নেই। এরপর সে ব্যক্তি তার হত্যার গুনাহ বহন করবে।

٤٠٠٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ اَخْبَرَنِى شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ

عَبَّاسٍ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَنّٰى لَهُ التَّوْبَةُ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ يَجِيْءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ اَوْدَاجُهُ دَمًا فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ سَلْ هٰذَا فِيْمَ قَتَلَنِىْ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَنْزَلَهَا اللّٰهُ ثُمَّ مَانَسَخَهَا *

৪০০০. কুতায়বা (র) - - - - সালিম ইব্ন আবুল জা'দ (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে, এরপর সে তাওবা করলো এবং ঈমান আনলো এবং নেক আমল করলো এবং হিদায়ত কবূল করলো। তার তাওবা কি কবূল হবে ? তিনি বললেন : মুসলমানের হত্যাকারীর তাওবা কিরূপে কবূল হতে পারে ? আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীর হাত ধরে নিয়ে আসবে, তখন তার শিরা হতে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। সে বলবে : ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমাকে কি কারণে হত্যা করেছিল ? ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন : . . . . وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا অর্থ : কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। (৪ : ৯৩)

٤٠٠١. قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ اَزْهَرُ بْنُ جَمِيْلٍ الْبَصْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ اَهْلُ الْكُوْفَةِ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَرَحَلْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ لَقَدْ اُنْزِلَتْ فِىْ اٰخِرِ مَا اُنْزِلَ ثُمَّ مَانَسَخَهَا شَىْءٌ *

৪০০১. আযহার ইব্ন জামিল বসরী (র) - - - - সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : কূফাবাসীগণ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا আয়াত সম্পর্কে মতবিরোধ করলে এটি রহিত হয়েছে কিনা। আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গেলাম এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : এটি সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াতসমূহের অন্যতম, কোন আয়াত একে রহিত করেনি।

٤٠٠٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ اَبِىْ بَزَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا وَقَرَاْتُ عَلَيْهِ الْاٰيَةَ الَّتِىْ فِى الْفُرْقَانِ وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ قَالَ هٰذِهِ اٰيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا اٰيَةٌ مَدَنِيَّةٌ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ *

৪০০২. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে তার তাওবা কবূল হবে কী ?

তিনি বললেন : না। আমি তার নিকট সূরা ফুরকানের আয়াত- وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ - তিলাওয়াত করলাম। অর্থ : আর তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না এবং আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতীরেকে তাকে হত্যা করে না। (২৫ : ৬৮) এর পরে আছে, "তবে যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের পাপ পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন"– (২৫ : ৭০) তিনি বলেন, এটি মক্কী আয়াত আর এ আয়াতকে মাদানী আয়াত وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَائُهُ جَهَنَّمُ রহিত করেছে।

٤٠٠٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَمَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى لَيْلَى اَنْ اَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَىْءٌ وَعَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ قَالَ نَزَلَتْ فِى اَهْلِ الشِّرْكِ ٭

৪০০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা আমাকে আদেশ করলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে এই দুই আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে প্রথম আয়াত وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَائُهُ جَهَنَّمُ কেউ ইচ্ছাকৃত কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। আর দ্বিতীয় আয়াত وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ - যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না এবং আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না . . . . .তবে যারা তওবা করে . . . । আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। প্রথম আয়াত সম্পর্কে তিনি বললেন, এটাকে কোন আয়াত রহিত করেনি। আর দ্বিতীয় আয়াত সম্পর্কে বললেন, এটি মুশরিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

٤٠٠٤. اَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى الثَّعْلَبِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ قَوْمًا كَانُوْا قَتَلُوْا فَأَكْثَرُوْا وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوْا وَانْتَهَكُوْا فَأَتَوْا النَّبِىَّ ﷺ قَالُوْا يَامُحَمَّدُ اِنَّ الَّذِىْ تَقُوْلُ وَتَدْعُوْا اِلَيْهِ الْحَسَنُ لَوْ تُخْبِرُنَا اَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ اِلَى فَأُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ قَالَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ شِرْكَهُمْ اِيْمَانًا وَزِنَاهُمْ اِحْصَانًا وَنَزَلَتْ قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ الْاٰيَةَ ٭

৪০০৪. হাজিব ইব্‌ন সুলায়মান মানবিজী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আরবের এক দল লোক বহু নরহত্যা করে, ব্যাপকভাবে যিনা করে এবং নানা রকম অন্যায় অপরাধ করে, তারা নবী ﷺ -এর

নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো : হে মুহাম্মদ ! আপনি যা বলেন এবং যেদিকে আমাদের আহ্বান করেন, তা অতি উত্তম। তবুও বলুন, আমরা যা করেছি তার কি কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে ? তখন আল্লাহ্‌পাক নাযিল করলেন : وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ - اِلٰى - فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ - অর্থ : যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মা'বূদকে না ডাকে, তবে তাদের গুনাহসমূহকে আল্লাহ্ নেকীতে রূপান্তরিত করবেন, আর যিনাকে পবিত্রতায় রূপান্তরিত করবেন (২৫ : ৬৮-৭০)। এবং আরও নাযিল করেন : يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى الخ অর্থ : তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না (৪০ : ৫৩)।

٤٠٠٥. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ يَعْلَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَاسًا مِنْ اَهْلِ الشِّرْكِ اَتَوْا مُحَمَّدًا فَقَالُوا اِنَّ الَّذِىْ تَقُوْلُ وَتَدْعُو اِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا اَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَتْ وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَنَزَلَتْ قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ *

৪০০৫. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ জা'ফরানী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কয়েকজন মুশরিক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে এসে বললেন : আপনি যা বলেন এবং যেদিকে আহ্বান করেন তা অতি উত্তম। আচ্ছা বলুন তো, আমরা যা করেছি তার কাফ্‌ফারা আছে কি ? তখন আল্লাহ্‌পাক নাযিল করেন : وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ (ফুরকান : ৬৮-৭০) এবং يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ (৩৯ : ৫৩)।

٤٠٠٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِى وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَجِيْءُ الْمَقْتُوْلُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ فِى يَدِهِ وَاَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا يَقُوْلُ يَارَبِّ قَتَلَنِىْ حَتّٰى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ قَالَ فَذَكَرُوْا لاِبْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ فَتَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا قَالَ مَانُسِخَتْ مُنْذُ نَزَلَتْ وَاَنّٰى لَهُ التَّوْبَةُ *

৪০০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে' (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে নিয়ে উপস্থিত হবে, তার ললাট ও মাথা হত্যাকারীর হাতে থাকবে, আর তার শিরা হতে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। সে বলবে : হে আমার রব ! এই ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছে। সে তাকে আল্লাহ্‌র আরশের নিকট নিয়ে যাবে। রাবী বলেন : তখন লোক ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট তাওবার উল্লেখ করলে তিনি তিলাওয়াত করলেন : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ... তিনি আরও বললেন : এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রহিত হয়নি; কাজেই তার তাওবার সুযোগ কোথায় ?

٤٠٠٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا الْاٰيَةُ كُلُّهَا بَعْدَ الْاٰيَةِ الَّتِى نَزَلَتْ فِى الْفُرْقَانِ بِسِتَّةِ اَشْهُرٍ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ اَبِى الزِّنَادِ *

৪০০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا . . . আয়াতটি সূরা ফুরকানের আয়াত নাযিল হওয়ার ছয় মাস পর নাযিল হয়।

٤٠٠٨. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدٍ فِى قَوْلِهِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ بَعْدَ الَّتِىْ فِى تَبَارَكَ الْفُرْقَانِ بِثَمَانِيَةِ اَشْهُرٍ وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَدْخَلَ اَبُو الزِّنَادِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَارِجَةَ مُجَالِدَ بْنَ عَوْفٍ *

৪০০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - যায়দ (রা) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَائُهُ جَهَنَّمُ আয়াতটি সূরা ফুরকানের وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ এ আয়াতের আট মাস পর নাযিল হয়।

٤٠٠٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيهِ اَنَّهُ قَالَ نَزَلَتْ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا اَشْفَقْنَا مِنْهَا فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ فِى الْفُرْقَانِ وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ *

৪০০৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। যখন আয়াত وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَائُهُ جَهَنَّمُ নাযিল হলো, অর্থাৎ যারা ইচ্ছাকৃত কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে। তখন আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হলাম। ফলে সূরা ফুরকানের এ আয়াত : وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ - নাযিল হয়।
অর্থ : যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না এবং আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না . . . . . . তবে যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের পাপ পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন (২৫ : ৭০)।

ذِكْرُ الْكَبَائِرِ

কবীরা গুনাহ্‌র বর্ণনা

٤٠١٠. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي بَجِيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ أَبَا رُهْمٍ السَّمَعِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ فَسَأَلُوْهُ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ *

৪০১০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করে না, নামায পড়ে, যাকাত আদায় করে এবং কবীরা গুনাহ হতে নিজকে রক্ষা করে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে। তখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন : কবীরা গুনাহ কি কি ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, মুসলমানদেরকে হত্যা করা, আর কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন করা।

٤٠١١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَأَنْبَأَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّوْرِ *

৪০১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কবীরা গুনাহ হলো আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং মিথ্যা বলা।

٤٠١٢. أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ *

৪০১২. আবদা ইব্‌ন আবদুর রহীম (র) ---- আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কবীরা গুনাহ হলো : আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা, অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা।

٤٠١٣. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ

شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَبُوْهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاالْكَبَائِرُ قَالَ هُنَّ سَبْعٌ اَعْظَمُهُنَّ اِشْرَاكٌ بِاللّٰهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ مُخْتَصَرٌ *

৪০১৩. আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম (র) - - - - উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন নবী ﷺ -এর একজন সাহাবী। তিনি বলেছেন : এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কবীরা গুনাহ কি কি ? তিনি বললেন : তা সাত প্রকারের পাপ। এর মধ্যে সবচাইতে নিকৃষ্ট হলো— আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা এবং কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার সময় পলায়ন করা। (সংক্ষিপ্ত)

ذِكْرُ اَعْظَمِ الذَّنْبِ وَاخْتِلاَفِ يَحْيَى وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَلَى سُفْيَانَ فِى حَدِيْثِ وَاصِلٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْهِ

সবচাইতে বড় পাপ সম্পর্কে আলোচনা

٤٠١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَنْ تُزَانِىَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ *

৪০১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সবচাইত বড় পাপ কোন্‌টি ? তিনি বললেন : তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌পাকের সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করা। আমি বললাম : এরপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন : তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করা যে, সে তোমার সাথে খাদ্যে শরীক হবে। আমি বললাম : তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন : তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

٤٠١٥. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى وَاصِلٌ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ اَجْلِ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ ثُمَّ اَنْ تُزَانِىَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ *

৪০১৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কোন পাপ অধিক গুরুতর ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম : এরপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন : তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা

করা যে, সে তোমার সাথে খাওয়ায় শরীক হবে। আমি বললাম : তারপর কোন্টি ? তিনি বললেন : প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার যিনা করা।

٤٠١٦. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ قَالَ اَنْبَأَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ قَالَ الشِّرْكُ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَاَنْ تُزَانِىَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ وَاَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ الْفَقْرِ اَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِى قَبْلَهُ وَحَدِيْثُ يَزِيْدَ هذا خَطَأٌ اِنَّمَا هُوَ وَاصِلٌ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ *

৪০১৬. আব্দা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম : কোন্ পাপ অধিক গুরুতর ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা। তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া এবং দারিদ্র্যের আশংকায় তোমার সন্তানে হত্যা করা যে, সে তোমার সাথে খাদ্যে শরীক হবে। এরপর আবদুল্লাহ্ (রা) তিলাওয়াত করেন : وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

ذِكْرُ مَايَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

যে কারণে মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ

٤٠١٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلاَّ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ التَّارِكُ لِلاِسْلاَمِ مُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِىْ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ قَالَ الاَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ اِبْرَاهِيْمَ فَحَدَّثَنِىْ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ *

৪০১৭. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্পাকের শপথ ! যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, ঐ মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়, যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, আর আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। তিন ব্যক্তি ব্যতীত : (১ম) যে ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে মুসলমানদের দল হতে পৃথক হয়ে যায়; (২য়) বিবাহ করার পরও যে যিনা করে; (৩য়) প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ।

٤٠١٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلاَّ رَجُلٌ زَنٰى بَعْدَ اِحْصَانِهِ اَوْ كَفَرَ بَعْدَ اِسْلاَمِهِ اَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَقَّفَهُ زُهَيْرٌ *

৪০১৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আমর ইব্‌ন গালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন : তুমি কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। তবে যে বিবাহের পরেও যিনা করে, অথবা মুসলমান হওয়ার পর যে কাফির হয়ে যায় কিংবা প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ।

٤٠١٩. اَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا عَمَّارُ اَمَا اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنَّهُ لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ اِلاَّ ثَلاَثَةٌ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ اَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا اُحْصِنَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৪০১৯. হিলাল ইব্‌ন আ'লা (র) - - - - আমর ইব্‌ন গালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) বলেন : হে আম্মার ! তুমি কি জান না যে, কোন মানুষকে হত্যা করা বৈধ নয়, তবে তিন ব্যক্তি ব্যতীত : (১.) প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ ; (২.) বিবাহ করার পরও যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় ; এভাবে পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٠٢٠. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو اُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالاَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُوْرٌ وَكُنَّا اِذَا دَخَلْنَا مَدْخَلاً نَسْمَعُ كَلاَمَ مَنْ بِالْبَلاَطِ فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ اِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُوْنِى بِالْقَتْلِ قُلْنَا يَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ قَالَ فَلِمَ يَقْتُلُوْنِى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ اِلاَّ بِاِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ اِسْلاَمِهِ اَوْ زَنَى بَعْدَ اِحْصَانِهِ اَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَوَاللّٰهِ مَازَنَيْتُ فِى جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ اِسْلاَمٍ وَلاَ تَمَنَّيْتُ اَنَّ لِى بِدِيْنِى بَدَلاً مُنْذُ هَدَانِى اللّٰهُ وَلاَ قَتَلْتُ نَفْسًا فَلِمَ يَقْتُلُوْنَنِى *

৪০২০. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - আবূ উমামা ইব্‌ন সাহ্‌ল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন রবীআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উসমান (রা)-এর সাথে ছিলাম, তখন তিনি অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন, আমরা যখন কোন স্থানে প্রবেশ করতাম, তখন (মদীনার) বালাত নামক স্থানের লোকের কথা শুনতাম। একদিন উসমান (রা) ভিতরে প্রবেশ করলেন, এরপর তিনি বের হলেন এবং বললেন : তারা আমাকে হত্যা করার হুমকি দিচ্ছে। আমরা বললাম : আল্লাহ্ তা'আলাই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনি বললেন : তারা আমাকে কেন হত্যা করতে চায় ? আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কোন মুসলমান ব্যক্তিকে তিন কারণ ব্যতীত হত্যা করা বৈধ নয় : ১. কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর কাফির হলে, অথবা ২. বিবাহ করার পর ব্যভিচার করলে, অথবা ৩. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে। আর আল্লাহ্‌র কসম ! না আমি জাহিলী যুগে ব্যভিচার করেছি, না ইসলাম গ্রহণের পর। আর যেদিন আল্লাহ্ আমাকে হিদায়ত দান করেছেন তখন হতে আমি কোন সময় ধর্ম ত্যাগের ইচ্ছাও করিনি। আর আমি কাউকেও অন্যায়ভাবে হত্যাও করিনি, তবুও তারা কেন আমাকে হত্যা করবে ?

قَتْلُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ فِيْهِ

কেউ মুসলমানদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, তাকে হত্যা করা প্রসঙ্গে

٤٠٢١. اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مَرْدَانْبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْاَشْجَعِىِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِى هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ رَأَيْتُمُوْهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ اَوْ يُرِيْدُ يُفَرِّقُ اَمْرَ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ كَائِنًا مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوْهُ فَاِنَّ يَدَ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ *

৪০২১. আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া সূফী (র) - - - - আরফাযা ইব্‌ন শুরায়হ্ আশ্‌জা'ঈ (রা) বলেন : আমি নবী ﷺ-কে মিম্বরের উপর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দেখেছি। তিনি বলছিলেন : আমার পরে অনেক ফিতনা দেখা দেবে, এসময় তোমরা যাকে দেখবে মুসলমানদের দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, অথবা উম্মতে মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে ; সে যে-ই হোক না কেন, তাকে হত্যা করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের হাত মুসলমানদের দলের উপর থাকবে। আর যে ব্যক্তি জামা'আত হতে পৃথক হয়ে যায়, শয়তান তার সাথী হয় এবং তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে নেয়।

٤٠٢٢. اَخْبَرَنَا اَبُو عَلِىٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِى حَمْزَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ بَعْدِى هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَمَنْ رَأَيْتُمُوْهُ يُرِيْدُ تَفْرِيْقَ اَمْرِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُمْ جَمِيْعٌ فَاقْتُلُوْهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ *

৪০২২. আবূ আলী মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী মারওয়াযী (র) - - - - আরফাযা ইব্‌ন শুরায়হ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমার পরে নিশ্চয়ই অনেক ফিতনা-ফাসাদ হবে। এরপর তিনি তাঁর হাত উঠিয়ে বললেন : তখন তোমরা যাকে দেখবে, উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ইচ্ছা করছে, অথচ তারা একতাবদ্ধ; তখন তোমরা তাকে হত্যা করবে, সে যে-ই হোক না কেন।

٤٠٢٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَتَكُوْنُ بَعْدِى هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُفَرِّقَ اَمْرَ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُمْ جَمْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ *

৪০২৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আরফাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমার পরে অনেক ফিতনা দেখা দেবে। এ সময় যে কেউ মুহাম্মদের উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে, অথচ তারা একতাবদ্ধ, তখন তোমরা তাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করবে।

٤٠٢٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اُمَّتِىْ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ *

৪০২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - উসামা ইব্‌ন শরীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির তৎপরতা চালাবে, তার গর্দান উড়িয়ে দাও।

تَأْوِيْلُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ : اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ وَفِيْمَنْ نَزَلَتْ وَذِكْرُ اِخْتِلاَفُ اَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِيْهِ

আয়াত— অর্থ : যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এই যে— তাদের হত্যা করা হবে, অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, বিপরীত দিক থেকে, তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে (৫ : ৩৩) -এর ব্যাখ্যা

٤٠٢٥. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِيْنَةَ وَسَقِمَتْ اَجْسَامُهُمْ فَشَكَوْا ذٰلِكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلاَ تَخْرُجُوْنَ مَعَ رَاعِيْنَا فِى اِبِلِهِ فَتُصِيْبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا قَالُوْا بَلَى فَخَرَجُوْا فَشَرِبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَصَحُّوْا فَقَتَلُوْا رَاعِىَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَعَثَ فَاَخَذُوْهُمْ فَاُتِىَ بِهِمْ فَقَطَّعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ اَعْيُنَهُمْ وَنَبَذَهُمْ فِى الشَّمْسِ حَتّٰى مَاتُوْا *

৪০২৫. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরবের উক্‌ল গোত্রের আট ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলো। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হলো না, ফলে তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লো। তারা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বললেন : তোমরা আমাদের উটের রাখালের সাথে বাইরে যাবে এবং নিজেদের রোগের জন্য উটের মূত্র এবং দুধ পান করবে। তারা বললেন : হ্যাঁ। সুতরাং তারা গিয়ে উটের দুধ এবং পেশাব পান করলো এবং সুস্থ হয়ে গেল। পরে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রাখালকে হত্যা করে উট নিয়ে পালিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের

পেছনে লোক পাঠালেন। তারা তাদের ধরে আনলো। তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেললেন এবং গরম শলাকা দিয়ে তাদের চোখ অন্ধ করে দিলেন। এরপর তাদেরকে রৌদ্রে ফেলে রাখলেন। ফলে এভাবে তারা মারা গেল।

٤٠٢٦. اَخْبَرَنِى عَمْرُوا بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الْوَلِيْدِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَأْتُوا اِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا وَاسْتَاقُوْهَا فَبَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ فِى طَلَبِهِمْ قَالَ فَأُتِىَ بِهِمْ فَقَطَّعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ اَعْيُنَهُمْ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ وَتَرَكَهُمْ حَتّٰى مَاتُوا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَ اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ الْاٰيَةَ *

৪০২৬. আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উক্‌ল গোত্রের কয়েকজন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে সাদকার উটের কাছে যাওয়ার জন্য এবং উটের দুধ এবং পেশাব পান করার আদেশ দিলেন। তারা ঐরূপ করলো। পরে তারা রাখালকে হত্যা করে উট নিয়ে চলে গেল। নবী ﷺ তাদের ধরে আনার জন্য লোক পাঠালেন। রাবী বলেন : তাদের আনার পর তাদের হাত-পা কেটে দিলেন, তাদের চোখে গরম শলাকা দিয়ে অন্ধ করে দিলেন। তাদের যখমের রক্ত বন্ধ করার জন্য ছেঁকা দিলেন না। বরং তাদের এভাবে ফেলে রাখালেন। ফলে তারা এভাবে মারা গেল। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন : اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ

٤٠٢٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ اِلَى قَوْلِهِ لَمْ يَحْسِمْهُمْ وَقَالَ قَتَلُوا الرَّاعِىَ *

৪০২৭. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্‌ল গোত্রের আট ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে আগমন করলো। এরপর আগের হাদীসের মত বর্ণনার পর রাবী বলেন : তারা রাখালকে হত্যা করলো।

٤٠٢٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ اَوْ عُرَيْنَةَ فَأَمَرَلَهُمْ وَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ بِزَوْدٍ اَوْ لِقَاحٍ يَشْرَبُوْنَ اَلْبَانَهَا وَاَبْوَالَهَا فَقَتَلُوا الرَّاعِىَ وَاسْتَاقُوا الْاِبِلَ فَبَعَثَ فِى طَلَبِهِمْ فَقَطَّعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ *

৪০২৮. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উরায়না বা উক্ল গোত্র হতে একদল লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর খিদমতে আসলে, তিনি তাদেরকে কয়েকটি উট অথবা উটনীর আদেশ করলেন, কারণ মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল ছিল না। তিনি তাদেরকে উটের দুধ এবং পেশাব পান করতে বললেন। তারা ঐ সকল উট নিয়ে গেল এবং রাখালকে হত্যা করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সন্ধানে লোক পাঠালেন। পরে তিনি তাদের হাত-পা কেটে দিলেন এবং গরম শলাকার ছেঁকা দিয়ে চোখ অন্ধ করে দিলেন।

ذِكْرُ اخْتِلاَفُ النَّاقِلِيْنَ لِخَبْرِ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِيْهِ

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে হুমায়দের বর্ণনায় তার ছাত্রদের মধ্যে পার্থক্য

٤٠٢٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَبَعَثَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى ذَوْدٍ لَهُ فَشَرِبُوا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَلَمَّا صَحُّوا ارْتَدُّوا عَنِ الْاِسْلاَمِ وَقَتَلُوا رَاعِىَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُؤْمِنًا وَاسْتَاقُوا الْاِبِلَ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى اٰثَارِهِمْ فَاُخِذُوا فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ وَصَلَبَهُمْ *

৪০২৯. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর প্রমুখ থেকে, তারা হুমায়দ থেকে এবং তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে। উরায়না গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসলো। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে তার একপাল উটনীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, তারা তাদের দুধ এবং পেশাব পান করল। তারা সুস্থ হওয়ার পর মুরতাদ হয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মু'মিন রাখালকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ধরে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তাদের ধরে আনার পর তিনি তাদের হাত-পা কেটে দিলেন। তপ্ত শলাকার ছেঁকা দিয়ে তাদের চোখ অন্ধ করে দিলেন এবং তাদের শূলীবিদ্ধ করলেন।

٤٠٣٠. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُنَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ خَرَجْتُمْ اِلَى ذَوْدِنَا فَكُنْتُمْ فِيْهَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا فَلَمَّا صَحُّوْا قَامُوْا اِلَى رَاعِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَتَلُوْهُ وَرَجَعُوْا كُفَّارًا وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَرْسَلَ فِى طَلَبِهِمْ فَاُتِىَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ *

৪০৩০. আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - ইসমাঈল (র) হুমায়দ থেকে এবং তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে। তিনি বলেন : উরায়না গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসলো। তিনি তাদের বললেন, তোমরা যদি আমাদের উটপালের কাছে যেতে এবং সেখানে থেকে তাদের দুধ ও পেশাব পান করতে ! তারা

তাই করল। তারা যখন আরোগ্য লাভ করল, তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাখালের কাছে গিয়ে হত্যা করল এবং নবী ﷺ-এর উটগুলো নিয়ে গেল। নবী ﷺ তাদের ধরে আনার জন্য লোক পাঠালেন। ধরে আনার পর তিনি তাদের হাত-পা কেটে দিলেন এবং গরম শলাকার ছেঁকা দিয়ে চোখ অন্ধ করে দিলেন।

٤٠٣١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ خَرَجْتُمْ اِلَى ذَوْدِنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ اَلْبَانِهَا قَالَ وَقَالَ قَتَادَةُ وَاَبْوَالِهَا فَخَرَجُوْا اِلَى ذَوْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا صَحُّوا كَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِىَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُؤْمِنًا وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَانْطَلَقُوا مُحَارِبِيْنَ فَاَرْسَلَ فِى طَلَبِهِمْ فَاُخِذُوا فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ اَعْيُنَهُمْ *

৪০৩১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - খালিদ (র) থেকে, তিনি হুমায়দ (র) থেকে এবং তিনি আনাস (রা) থেকে। তিনি বলেন, উরায়না গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলো। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় নবী ﷺ তাদের বললেন : তোমরা যদি আমাদের উটের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করতে, তবে ভাল হতো। তারা সেখানে গেল এবং সুস্থ হওয়ার পর মুরতাদ হয়ে গেল। আর তারা নবী ﷺ -এর মু'মিন রাখালকে হত্যা করে তাঁর উট নিয়ে গেল এবং তারা বিদ্রোহীরূপে ফিরে গেল। তখন নবী ﷺ তাদের ধরে আনার জন্য লোক পাঠান। তাদের ধরে আনার পর তিনি তাদের হাত-পা কেটে দিলেন এবং তপ্ত শলাকার ছেঁকা দিয়ে চোখ অন্ধ করে দিলেন। তিনি তাদের হার্‌রা নামক স্থানে ফেলে রাখলেন এবং সেখানে এভাবেই তারা মারা গেল।

٤٠٣٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَسْلَمَ اُنَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ خَرَجْتُمْ اِلَى ذَوْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ اَلْبَانِهَا قَالَ حُمَيْدٌ وَقَالَ قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ وَاَبْوَالِهَا فَفَعَلُوْا فَلَمَّا صَحُّوا كَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِىَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُؤْمِنًا وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهَرَبُوا مُحَارِبِيْنَ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَتَى بِهِمْ فَاُخِذُوا فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ اَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِى الْحَرَّةِ حَتّٰى مَاتُوْا *

৪০৩২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - -মুহাম্মাদ ইব্ন 'আদী থেকে তিনি হুমায়দ থেকে এবং তিনি আনাস (রা) থেকে। তিনি বলেন, উয়ায়না গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলো। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় নবী ﷺ তাদের বললেন : তোমরা যদি আমাদের উটের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ, হুমায়দ বলেন, আনাস (রা) থেকে কাতাদা বলেছেন, 'এবং তার পেশাব', পান করতে। তারা তাই করলো। কিন্তু সুস্থ হওয়ার পর তারা ইসলাম ত্যাগ করে কাফির হয়ে গেল। আর তারা নবী ﷺ-এর মু'মিন রাখালকে হত্যা করে তাঁর উট নিয়ে গেল এবং তারা বিদ্রোহীরূপে পলায়ন করল। তখন নবী ﷺ তাদের ধরে আনার

জন্য লোক পাঠান। তাদের ধরে আনার পর নবী ﷺ তাদের হাত-পা কেটে দিলেন এবং গরম শলাকার ছেঁকা দিয়ে তাদের চোখ অন্ধ করে দিলেন। তিনি তাদের হার্‌রা নামক স্থানে ফেলে রাখলেন এবং সেখানে এভাবেই তারা মারা গেল।

٤٠٣٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا أَوْ رِجَالاً مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا أَهْلُ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيْفٍ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِيْنَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيْهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ لَبَنِهَا وَأَبْوَالِهَا فَلَمَّا صَحُّوا وَكَانُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي أٰثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ تَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ عَلَى حَالِهِمْ حَتّٰى مَاتُوْا *

৪০৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উরায়না বা উক্‌ল গোত্রের কয়েকজন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা পশুর মালিক, ক্ষেত-খামারের মালিক নই। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় তিনি তাদেরকে কয়েকটি উটনী ও একজন রাখাল দেবার জন্য আদেশ দিলেন এবং তাদেরকে সেখানে যেতে বললেন এবং এগুলোর দুধ ও পেশাব পান করতে বললেন। যখন তারা সুস্থ হলো, তখন তারা ইসলাম ত্যাগ করে কাফির হয়ে গেল। তারা হার্‌রা নামক স্থানে অবস্থান করছিল। সেখানে তারা নবী ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করে উটনী নিয়ে পালিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের ধরে আনার জন্য লোক পাঠান। তাদের ধরে আনার পর, তিনি তাদের গরম শলাকা দ্বারা চোখ অন্ধ করে দেন এবং হাত-পা কেটে হার্‌রা নামক স্থানে ফেলে রাখেন। এমনকি তারা সেখানেই মারা যায়।

٤٠٣٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى نَحْوَهُ *

৪০৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ---- আবদুল আ'লা (র) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٠٣٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ أَبُوْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُرَيْنَةَ نَزَلُوا فِي الْحَرَّةِ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَكُوْنُوا فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي أٰثَارِهِمْ فَجِيْءَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَأَلْقَاهُمْ فِي الْحَرَّةِ قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدُمُ الْأَرْضَ بِفِيْهِ عَطَشًا حَتّٰى مَاتُوْا *

৪০৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে' আবূ বকর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উরায়না গোত্রের কিছু লোক হার্‌রা নামক স্থানে অবতরণ করে। পরে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিকট আসে। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হয়নি। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে সাদকার উটের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করার আদেশ দিলেন। পরে তারা রাখালকে হত্যা করে মুরতাদ হয়ে যায় এবং উট নিয়ে পালিয়ে যায়। নবী ﷺ তাদের সন্ধানে লোক পাঠান। তাদেরকে ধরে আনা হলে তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলেন এবং গরম শলাকা দ্বারা তাদের চক্ষু অন্ধ করে দেন এবং হার্‌রায় তাদের ফেলে রাখেন। আনাস (রা) বলেন : আমি তাদের একজনকে দেখেছি পিপাসার কারণে নিজের মুখ মাটিতে ঘষছে, এভাবে তারা মারা যায়।

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ

ইয়াহইয়া সা'ঈদ থেকে তালহা ইব্‌ন মুসাররিফ ও মুআবিয়ার মধ্যে এই হাদীসের বর্ণনাগত পার্থক্য

٤٠٣٦. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَبِى اُنَيْسَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ اَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ اِلَى نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَاَسْلَمُوا فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ حَتّٰى اصْفَرَّتْ اَلْوَانُهُمْ وَعَظُمَتْ بُطُوْنُهُمْ فَبَعَثَ بِهِمْ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اِلَى لِقَاحٍ لَهُ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَشْرَبُوا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا حَتّٰى صَحُّوا فَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْاِبِلَ فَبَعَثَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فِى طَلَبِهِمْ فَاُتِىَ بِهِمْ فَقَطَّعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ اَعْيُنَهُمْ قَالَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَبْدُ الْمَلِكِ لاَنَسٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِكُفْرٍ اَوْ بِذَنْبٍ قَالَ بِكُفْرٍ *

৪০৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ওহাব (র) - - - - তালহা ইব্‌ন মুসাররিফ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ থেকে এবং তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে। তিনি বলেন : উরায়নার কয়েকজন বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় তাদের রং হলদে হয়ে গেল এবং পেট ফুলে গেল। নবী ﷺ তাদেরকে দুধওয়ালা উটের নিকট পাঠান এবং সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করার আদেশ দেন। এভাবে তারা সুস্থ হয়ে যায়। এরপর তারা রাখালকে হত্যা করে উট নিয়ে পালিয়ে যায়। নবী ﷺ তাদের ধরে আনার জন্য লোক পাঠান। ধরে আনার পর তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলেন এবং গরম শলাকা দ্বারা তাদের চক্ষু অন্ধ করে দেন। আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিক আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, যখন তিনি তাঁর কাছে এই হাদীস বর্ণনা করছিলেন — নবী ﷺ তাদেরকে এই শাস্তি তাদের কুফরীর কারণে, না অন্য কোন অপরাধের কারণে দিয়েছিলেন ? তিনি বললেন : কুফরীর কারণে।

٤٠٣٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ

اَيُّوبَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَاَسْلَمُوا ثُمَّ مَرِضُوا فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى لِقَاحٍ لِيَشْرَبُوا مِنْ اَلْبَانِهَا فَكَانُوا فِيهَا ثُمَّ عَمَدُوا اِلَى الرَّاعِيْ غُلاَمِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَتَلُوهُ وَاسْتَاقُوا اللِّقَاحَ فَزَعَمُوا اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ عَطِّشْ مَنْ عَطَّشَ آلَ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي طَلَبِهِمْ فَاُخِذُوا فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ اِلاَّ اَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ اسْتَاقُوا اِلَى اَرْضِ الشِّرْكِ *

৪০৩৭. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সার্‌হ (র) - - - -ইয়াহইয়া ইব্‌ন আয়্যুব ও মু'আবিয়া ইব্‌ন সালিহ ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ থেকে এবং তিনি সা'ঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে। তিনি বলেন : আরবের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে মুসলমান হলো, পরে তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে দুগ্ধবতী উটনীর নিকট পাঠিয়ে দিলেন, যাতে তারা দুধ পান করতে পারে। তারা সেখানে অবস্থান করতে লাগলো। পরে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গোলাম রাখালকে হত্যা করে উটগুলোকে নিয়ে চলে গেল। লোকেরা বলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ খবর শুনে বললেন : আল্লাহ্ ! ঐ ব্যক্তিকে পিপাসায় কাতর রাখ, যে মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবারে লোককে সারা রাত পিপাসায় কাতর রেখেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পরে তাদের তালাশে লোক পাঠান। তারা ধৃত হলো। নবী ﷺ তাদের হাত-পা কাটান, তাদের চোখ শলাকা দিয়ে অন্ধ করে দেন। বর্ণনাকারীদের মধ্যে কেউ কারও চেয়ে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। তবে মুয়াবিয়া (রা) এই হাদীসে বলেন : তারা উটগুলোকে হাঁকিয়ে মুশরিকদের দেশে নিয়ে যায়।

٤٠٣٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَلَنْجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَغَارَ قَوْمٌ عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَهُمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ *

৪০৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ খালনাজী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উটনী লুট করলো। তিনি তাদের ধরে আনেন, তাদের হাত-পা কাটান এবং তাদের চোখ অন্ধ করে দেন।

٤٠٣٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ اِبْرَاهِيمَ ابْنِ اَبِي الْوَزِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ح وَاَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اَبِي الْوَزِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قَوْمًا اَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمُ اللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى *

৪০৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন, কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উটনী লুট করে নিয়ে গেল। তাদেরকে নবী ﷺ -এর নিকট ধরে আনা হল। তিনি তাদের হাত-পা কেটে দেন এবং গরম শলাকার ছেঁকা দিয়ে তাদের চোখ অন্ধ করে দেন।

٤٠٤٠. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ قَوْمًا اَغَارُوْا عَلٰى اِبِلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ ٭

৪০৪০. ঈসা ইব্ন হান্নাদ (র) ---- হিশাম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, কয়েকজন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উট লুট করে নিয়ে গেল। তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলেন এবং গরম শলাকার ছেঁকা দিয়ে তাদের চোখ অন্ধ করে দেন।

٤٠٤١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَذَكَرَ اٰخَرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ قَالَ اَغَارَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلٰى لِقَاحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتَاقُوْهَا وَقَتَلُوْا غُلَامًا لَهُ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اٰثَارِهِمْ فَاُخِذُوْا فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ ٭

৪০৪১. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) ---- উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উরায়নার কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উটনী লুট করে নিয়ে যায় এবং তার গোলামকে হত্যা করে। তিনি তাদেরকে ধরে আনার জন্য লোক পাঠান। তারা ধৃত হলে তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলেন এবং গরম শলাকার ছেঁকা দিয়ে অন্ধ করে দেন।

٤٠٤٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَزَلَتْ فِيْهِمْ اٰيَةُ الْمُحَارَبَةِ ٭

৪০৪২. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) ---- আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে এরূপই বর্ণনা করেন এবং বলেন : اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ الخ -যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের শাস্তি .... (৫ : ৩৩)-এ আয়াত ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে নাযিল হয়।

٤٠٤٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَطَعَ الَّذِيْنَ سَرَقُوا اللِّقَاحَ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللّٰهُ فِىْ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ الْاٰيَةَ كُلَّهَا ٭

৪০৪৩. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) ---- আবূ যিনাদ (রা) বর্ণনা করেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের অর্থাৎ চোরদের হাত-পা কাটেন এবং আগুন দ্বারা চক্ষু অন্ধ করে দেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করে এই আয়াত নাযিল করেন : اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ الخ

٤٠٤٤. اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْاَعْرَجُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ ثِقَةٌ مَأْمُوْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ اَعْيُنَ اُولٰئِكَ لاَنَّهُمْ سَمَلُوا اَعْيُنَ الرُّعَاةِ *

৪০৪৪. ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল আ'রাজ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ সকল লোকের চোখ গরম শলাকার ছেঁকা দিয়ে অন্ধ করে দেন। কেননা তারা রাখালদের চোখ গরম শলাকার ছেঁকা দিয়ে অন্ধ করে দিয়েছিল।

٤٠٤٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُوْدِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الاَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا وَاَلْقَاهَا فِي قَلِيْبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَاُخِذَ فَاَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوْتَ *

৪০৪৫. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারূহ (র) ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহূদী এক আনসারীর কন্যাকে অলঙ্কারের লোভে হত্যা করে তাকে কূপে নিক্ষেপ করে এবং পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণ করে দেয়। এরপর সে ধৃত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত পাথর মারার নির্দেশ দেন।

٤٠٤٦. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْاَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ اَلْقَاهَا فِي قَلِيْبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوْتَ *

৪০৪৬. ইউসুফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি এক আনসারীর কন্যাকে তার অলঙ্কারের লোভে হত্যা করে। তারপর সে তাকে একটি কূপে নিক্ষেপ করে এবং তার মাথা চূর্ণ করে দেয়। পরে সে ধরা পড়লে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত পাথর মারার নির্দেশ দেন।

٤٠٤٧. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ الْاٰيَةَ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِي الْمُشْرِكِيْنَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ اَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيْلٌ وَلَيْسَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فَمَنْ قَتَلَ وَاَفْسَدَ فِي الاَرْضِ وَحَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْلَ اَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذٰلِكَ اَنْ يُقَامَ فِيْهِ الْحَدُّ الَّذِيْ اَصَابَ *

৪০৪৭. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : আয়াত اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ মুশরিকদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। তাদের মধ্যে যে ধৃত হওয়ার পূর্বে তাওবা করে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। এই আয়াত মুসলমানদের জন্য নয়। যদি কেউ হত্যা করে অথবা যমীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, আল্লাহ্ এবং রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং ধৃত হওয়ার পূর্বে কাফিরদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়, তা হলে সে যেই শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গেছে তা থেকে পরবর্তী সময়ের তওবা তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْمُثْلَةِ

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটার নিষেধাজ্ঞা

٤٠٤٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحُثُّ فِى خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهٰى عَنِ الْمُثْلَةِ *

৪০৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - -আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ভাষণে সাদ্‌কা দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন এবং মুস্‌লা করা (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করা) থেকে নিষেধ করতেন।

اَلصَّلْبُ

শূলে চড়ানো প্রসঙ্গে

٤٠٤٩. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقْدِىُّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلاَّ بِاِحْدٰى ثَلاَثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصِنٌ يُرْجَمُ اَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ اَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْاِسْلَامِ يُحَارِبُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلَهُ فَيُقْتَلُ اَوْ يُصْلَبُ اَوْ يُنْفٰى مِنَ الْاَرْضِ *

৪০৪৯. আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ দূরী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিন অবস্থা ব্যতীত মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয় : (১ম) যদি কোন মুসলমান বিবাহ করার পর ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, (২য়) ঐ ব্যক্তি যে কাউকে ইচ্ছা করে হত্যা করে তাকে হত্যা করা হবে এবং (৩য়) ঐ ব্যক্তি যে দীন ইসলাম পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হল, তাকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে বা দেশান্তর করা হবে।

اَلْعَبْدُ يَاْبِقُ اِلٰى اَرْضِ الشِّرْكِ وَذِكْرُ اِخْتِلاَفُ اَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ جَرِيْرٍ فِى ذٰلِكَ الْاِخْتِلاَفُ عَلَى الشَّعْبِىِّ

মুসলমানের দাস পালিয়ে মুশরিকদের নিকট গেলে এবং এ সম্পর্কে জারীর (রা) বর্ণিত হাদীসে শা'বী থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে শব্দগত পার্থক্য

٤٠٥٠. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى مَوَالِيْهِ *

৪০৫০. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - মানসূর (র) শা'বী থেকে এবং তিনি জারীর (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দাস যখন পালিয়ে যায়, তখন তার নামায ততক্ষণ পর্যন্ত কবূল হবে না, যতক্ষণ না সে স্বীয় মনিবের নিকট ফিরে আসবে।

٤٠٥١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ كَانَ جَرِيْرٌ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ وَاِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَاَبَقَ غُلاَمٌ لِجَرِيْرٍ فَاَخَذَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ *

৪০৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - মুগীরা (র) শা'বী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : জারীর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করতেন যে, গোলাম যখন পালিয়ে যায়, তখন তার নামায কবূল হয় না। যদি সে এভাবে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে কাফির হয়ে মরবে। জারীর (রা)-এর এক গোলাম পালিয়ে গিয়েছিল। তিনি তাকে গ্রেফতার করার পর তার গর্দান উড়িয়ে দেন।

٤٠٥٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ اِلَى اَرْضِ الشِّرْكِ فَلاَ ذِمَّةَ لَهُ *

৪০৫২. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - মুগীরা (র) শা'বী (র) থেকে এবং তিনি জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে। তিনি বলেন, যখন কোন গোলাম মুশরিকদের এলাকায় পালিয়ে যায়, তখন তার জন্য আর কোন যিম্মাদারী থাকে না।

اَلْاِخْتِلاَفُ عَلٰى اَبِى اِسْحٰقَ

আবূ ইসহাক (রা)-এর থেকে বর্ণনাকারীদের বর্ণনাভেদ

٤٠٥٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ اِلَى اَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ *

৪০৫৩. কুতায়বা (র) - - - - আবদুর রহমান (র) আবূ ইসহাক থেকে, তিনি শা'বী থেকে এবং তিনি জারীর (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন গোলাম মুশরিকদের দেশে পালিয়ে যায়, তখন তার রক্ত হালাল হয়ে যায়।

٤٠٥٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ اِلٰى اَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ *

৪০৫৪. আহ্‌মদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - ইসরাঈল (র) আবূ ইসহাক থেকে, তিনি জারীর (রা) থেকে এবং তিনি নবী ﷺ থেকে। তিনি বলেন, যে গোলাম মুশরিকদের দেশে পালিয়ে যায়, তার রক্ত হালাল হয়ে যায়।

٤٠٥٥. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ اَيُّمَا عَبْدٍ اَبَقَ اِلٰى اَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ *

৪০৫৫. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবদুর রহমান (র) আবূ ইসহাক থেকে, তিনি শা'বী থেকে এবং তিনি জারীর (রা) থেকে। তিনি বলেন : যে গোলাম মুশরিকদের দেশে পালিয়ে যায়, তার রক্ত হালাল হয়ে যায়।

٤٠٥٦. اَخْبَرَنِى صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ اَيُّمَا عَبْدٍ اَبَقَ اِلٰى اَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ *

৪০৫৬. সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন আমর (র) - - - - ইসরাঈল (র) আবূ ইসহাক থেকে, তিনি শা'বী থেকে, তিনি জারীর (রা) থেকে। তিনি বলেন : যে গোলাম পালিয়ে মুশরিকদের দেশে চলে যায়, তার রক্ত হালাল হয়ে যায়।

٤٠٥٧. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ اَيُّمَا عَبْدٍ اَبَقَ مِنْ مَوَالِيْهِ وَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ فَقَدْ اَحَلَّ بِنَفْسِهِ *

৪০৫৭. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - শারীক আবূ ইসহাক থেকে তিনি 'আমির থেকে এবং তিনি জারীর (রা) থেকে। তিনি বলেন : যে গোলাম তার মনিব হতে পালিয়ে যায়, এবং শত্রুর সাথে মিলিত হয়, সে তার নিজের রক্ত হালাল করে দেয়।

اَلْحُكْمُ فِى الْمُرْتَدِّ

মুরতাদ সম্পর্কে বিধান

٤٠٥٨. اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَزْهَرِ اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِىُّ قَالَ اَنْبَاَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَايَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ اِلاَّ بِاِحْدٰى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنٰى بَعْدَ اِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ اَوْقَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ اَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ اِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ *

৪০৫৮. আবূ আযহার আহমদ ইব্‌ন আযহার নিশাপুরী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : তিন কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয় : (১) যে ব্যক্তি বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচার করে, তাকে রজম করা হবে; (২) যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অন্যকে হত্যা করে, তার কিসাস নেয়া হবে; (৩) যে ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়, তাকে হত্যা করা হবে।

٤٠٥٩. اَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلاَّ بِثَلاَثٍ اَنْ يَزْنِى بَعْدَ مَااُحْصِنَ اَوْ يَقْتُلَ اِنْسَانًا فَيُقْتَلُ اَوْ يَكْفُرُ بَعْدَ اِسْلاَمِهِ فَيُقْتَلُ *

৪০৫৯. মুয়াম্মাল ইব্‌ন ইহাব (র) - - - - উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানের রক্ত বৈধ হয় না : যদি সে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, বা যদি কোন লোককে হত্যা করে তবে তাকে হত্যা করা হবে, অথবা যদি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায়, তখন তাকে হত্যা করা হবে।

٤٠٦٠. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ *

৪০৬০. ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে তার দীন (ইসলাম) পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।

٤٠٦١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الْاِسْلاَمِ فَحَرَّقَهُمْ عَلِىٌّ بِالنَّارِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ كُنْتُ اَنَا لَمْ اُحَرِّقْهُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللّٰهِ اَحَدًا وَلَوْ كُنْتُ اَنَا لَقَتَلْتُهُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ *

৪০৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - ইকরিমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কিছু লোক ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যায়, তখন আলী (রা) তাদের আগুনে জ্বালিয়ে দেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : যদি আমি তাঁর স্থলে হতাম, তবে তাদেরকে কখনও জ্বালাতাম না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কাউকে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব দ্বারা আযাব দিও না। আমি হলে তাদেরকে হত্যা করতাম। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বীয় দীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।

٤٠٦٢. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ ابْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا بْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ *

৪০৬২. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।

٤٠٦٣. اَخْبَرَنِى هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ *

৪০৬৩. হিলাল ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।

٤٠٦٤. اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا اَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ عَبَّادٍ *

৪০৬৪. মূসা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।

٤٠٦٥. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ *

৪০৬৫. হুসায়ন ইব্‌ন ঈসা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।

٤٠٦٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عَلِيًّا اُتِىَ بِنَاسٍ مِنَ الزُّطِّ يَعْبُدُوْنَ وَثَنًا فَأَحْرَقَهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ *

৪০৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আলী (রা)-এর নিকট 'যুত' পাহাড়ের কিছু লোক আনা হলো, যারা মূর্তিপূজা করতো। তিনি তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে দিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করে ফেল।

٤٠٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَحَدَّثَنِىْ حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ بْنِ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ ثُمَّ اَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْكُمْ

فَأَلْقَى لَهُ أَبُو مُوسَى وِسَادَةً لِيَجْلِسَ عَلَيْهَا فَأُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ كَفَرَ فَقَالَ مُعَاذٌ لاَأَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا قُتِلَ قَعَدَ *

৪০৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ও হাম্মাদ ইব্‌ন মা'আদা (র) - - - - আবূ মূসা আশ্‌আরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে ইয়ামনে (সুবেদার করে) পাঠান। পরে তিনি মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে পাঠান। যখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন, তখন বললেন : হে জনগণ ! আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দূত হিসেবে এসেছি। আবূ মূসা আশ্‌আরী (রা) তাঁর বসার জন্য একটি তাকিয়া স্থাপন করলেন। এমন সময় এক ব্যক্তিকে আনা হলো, যে প্রথমে ইয়াহূদী ছিল, পরে ইসলাম গ্রহণ করে পরে আবার কাফির হয়ে যায়। মু'আয (রা) বললেন : এই ব্যক্তিকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী হত্যা না করা পর্যন্ত আমি বসবো না। তিনি তিনবার এরূপ বলেন। এরপর যখন তাকে হত্যা করা হয়, তখন তিনি বসেন।

٤٠٦٨. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ ابْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ قَالَ زَعَمَ السُّدِّيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ إِلاَّ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ خَطَلٍ وَمِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ فَأَمَّا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ خَطَلٍ فَأُدْرِكَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَاسْتَبَقَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَّارًا وَكَانَ أَشَبَّ الرَّجُلَيْنِ فَقَتَلَهُ وَأَمَّا مِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فِي السُّوقِ فَقَتَلُوهُ وَأَمَّا عِكْرِمَةُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفٌ فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ أَخْلِصُوا فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لاَتُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا هٰهُنَا فَقَالَ عِكْرِمَةُ وَاللّٰهِ لَئِنْ لَمْ يُنَجِّنِي مِنَ الْبَحْرِ إِلاَّ الإِخْلاَصُ لاَيُنَجِّينِي فِي الْبَرِّ غَيْرُهُ اللّٰهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْدًا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ أَنْ آتِيَ مُحَمَّدًا ﷺ حَتَّى أَضَعَ يَدِي فِي يَدِهِ فَلأَجِدَنَّهُ عَفُوًّا كَرِيمًا فَجَاءَ فَأَسْلَمَ وَأَمَّا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ بَايِعْ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاَثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هٰذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ فَقَالُوا وَمَا يُدْرِينَا يَارَسُولَ اللّٰهِ مَافِي نَفْسِكَ هَلاَّ أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ إِنَّهُ لاَيَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ أَعْيُنٍ *

৪০৬৮. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন দীনার (র) - - - - মুস'আব ইব্‌ন সা'দ তার পিতা থেকে। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকলকে নিরাপত্তা দান করেন, কিন্তু চারজন পুরুষ এবং দু'জন নারী ব্যতীত। তিনি তাদের সম্পর্কে বলেন : তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে; যদিও তারা কা'বার পর্দা ধরে থাকে। তারা হলো, ইকরিমা ইব্‌ন আবূ জাহল, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাতাল, মিকয়াস ইব্‌ন সুবাবা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ সারহ্। আবদুল্লাহ ইব্‌ন খাতালকে কা'বার গিলাফের সাথে লটকে থাকা অবস্থায় পাওয়া গেল এবং তাকে হত্যা করার জন্য দুই ব্যক্তি ছুটে গেল। একজন হলো সাঈদ ইব্‌ন হুরায়স, অন্যজন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)। সাঈদ ছিলেন জওয়ান, তিনি আগে গিয়ে তাকে হত্যা করলেন। আর মিকয়াস ইব্‌ন সুবাবাকে লোকেরা বাজারে পেল এবং তারা তাকে হত্যা করলো। আর ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহ্‌ল নৌযানে সমুদ্র পার হতে গেলে ঝড়ের কবলে পড়লো। জাহাজের লোক বললো, এখন তোমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কে ডাক। কেননা তোমরা যে মূর্তির পূজা কর তারা তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে না। ইকরামা বললেন : আল্লাহ্‌র কসম ! যদি সমুদ্রে তিনি ব্যতীত আমাকে আর কেউ রক্ষা করতে না পারেন; তবে স্থলভাগেও তিনি ছাড়া আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবেন না। আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট ওয়াদা করছি, যদি আপনি আমাকে এই মুসীবত হতে নাজাত দেন তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হবো এবং আমি তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করবো। আমার ধারণা, তিনি আমায় ক্ষমা করবেন এবং রহম করবেন। পরে তিনি এসে মুসলমান হয়ে যান। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ সারাহ্ উসমান (রা)-এর নিকট গিয়ে লুকিয়ে থাকলেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের বায়'আত-এর জন্য আহ্বান করলেন, তখন উসমান (রা) তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির করে দিলেন। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আবদুল্লাহ্‌র বায়'আত গ্রহণ করুন। তিনি মাথা উঠিয়ে তিনবার আবদুল্লাহ্‌র প্রতি দৃষ্টি করলেন। তিনবারের পর তিনি তার বায়'আত গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি সাহাবায়ে কিরামের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের মধ্যে এমন কোন বুদ্ধিমান লোক কি ছিল না যে, যখন আমি তার বায়'আত গ্রহণ করছিলাম না, তখন এসে তাকে হত্যা করতো ? সাহাবায়ে কিরাম বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার মনের কথা আমরা কি করে জানবো ? আপনি চক্ষু দ্বারা কেন ইশারা করলেন না ? তিনি বললেন : (বাহ্যত চুপ থেকে) চোখে ইঙ্গিত করা নবীর পক্ষে শোভন নয়।

تَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ

মুরতাদ-এর তাওবা

٤٠٦٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ اَنْبَاَنَا دَاوُدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالشِّرْكِ ثُمَّ تَنَدَّمَ فَاَرْسَلَ اِلَى قَوْمِهِ سَلُوْلِى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لِى مِنْ تَوْبَةٍ فَجَاءَ قَوْمُهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّ فُلَانًا قَدْ نَدِمَ وَاِنَّهُ اَمَرَنَا اَنْ نَسْأَلَكَ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَنَزَلَتْ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ اِلَى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَاَسْلَمَ *

৪০৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাযী' (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক আনসারী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে গেল এবং মুশরিকদের সাথে মিলিত হলো। পরে সে লজ্জিত

হয়ে নিজের কওমকে বলে পাঠালো : তোমরা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা কর, আমার কি তাওবা করার সুযোগ আছে ? তার কওমের লোক নবী ﷺ-কে বললেন : অমুক ব্যক্তি লজ্জিত হয়েছে, এখন কি তার তাওবা কবূল হয়েছে ? তখন এই আয়াত নাযিল হয় : كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ – الى قوله غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থ : ঈমান আনার পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদানের পর যারা কুফ্‌রী করে আল্লাহ্ তাদের কিভাবে হিদায়াত করবেন ? ....আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩ : ৮৬-৮৯)

٤٠٧. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِىْ سُوْرَةِ النَّحْلِ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهِ اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ اِلَى قَوْلِهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فَنُسِخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَافُتِنُوْا ثُمَّ جَاهَدُوْا وَصَبَرُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَحِيْمٌ وَهُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ سَرْحٍ الَّذِىْ كَانَ عَلَى مِصْرَ كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ فَاَمَرَ بِهِ اَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَاَجَارَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৪০৭০. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : সূরা নাহলের আয়াত : مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهِ اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ اِلَى قَوْلِهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ [যারা ঈমান আনার পর কুফরী করে, তবে যাকে বাধ্য করা হয় সে ব্যতীত ..... তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি] মনসুখ হয়ে গেছে।[১] এদের মধ্যের কিছু লোককে বাদ দেয়া হয়েছে, যাদের কথা পরের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَافُتِنُوْا ثُمَّ جَاهَدُوْا وَصَبَرُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَحِيْمٌ [যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, তোমার প্রতিপালক এসবের পর তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু][২] এই আয়াতটি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ সারহ-এর ব্যাপারে নাযিল হয়, যিনি মিসরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুহরী ছিলেন। পরে তিনি শয়তানের প্ররোচনায় কাফিরদের সাথে মিলিত হন। মক্কা বিজিত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। এ সময় উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তার নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে, তিনি তাকে নিরাপত্তা দান করেন।

اَلْحُكْمُ فِيْمَنْ سَبَّ النَّبِىَّ ﷺ -

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মন্দ বলার শাস্তি

٤٠٧١. اَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ

---
১. ১৬ : ১০৬ আয়াত। ২. ১৬ : ১১০ আয়াত।

جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْرَائِيْلُ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ قَالَ كُنْتُ اَقُوْدُ رَجُلاً اَعْمَى فَانْتَهَيْتُ اِلَى عِكْرِمَةَ فَانْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ اَعْمَى كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ لَهُ اُمُّ وَلَدٍ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ وَكَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيْعَةَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَسُبُّهُ فَيَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ وَيَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِىْ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَرْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَوَقَعَتْ فِيْهِ فَلَمْ اَصْبِرْ اَنْ قُمْتُ اِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِى بَطْنِهَا فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ فَقَتَلْتُهَا فَاَصْبَحَتْ قَتِيْلاً فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَجَمَعَ النَّاسَ وَقَالَ اَنْشُدُ اللّٰهَ رَجُلاً لِىْ عَلَيْهِ حَقٌّ فَعَلَ مَافَعَلَ اِلاَّ قَامَ فَاَقْبَلَ الْاَعْمَى يَتَدَلْدَلُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ اُمَّ وَلَدِىْ وَكَانَتْ بِىْ لَطِيْفَةً رَفِيْقَةً وَلِىْ مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَلٰكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيْعَةَ فِيْكَ وَتَشْتُمُكَ فَأَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِىْ وَاَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةَ ذَكَرْتُكَ فَوَقَعَتْ فِيْكَ فَقُمْتُ اِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِى بَطْنِهَا فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتّٰى قَتَلْتُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اشْهَدُوا اَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ *

৪০৭১. উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - উসমান শাহ্‌হাম (র) থেকে। তিনি বলেন, আমি এক অন্ধ লোকের চালক ছিলাম। একদা তাকে নিয়ে ইকরিমার কাছে গেলাম। তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় এক অন্ধ লোক ছিল। তার এক দাসী ছিল, যার গর্ভে তার দুই ছেলে জন্মে। সে দাসী সর্বদাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা উল্লেখ করে তাঁকে মন্দ বলতো। অন্ধ ব্যক্তিটি তাকে এজন্য তিরস্কার করতো, কিন্তু সে তাতে কর্ণপাত করত না। তাকে নিষেধ করত, কিন্তু তবুও বিরত হত না। অন্ধ লোকটি বলেন : একরাত্রে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা উল্লেখ করলে সে তাঁর নিন্দা করতে শুরু করল। আমার তা সহ্য না হওয়ায় আমি একটি হাতিয়ার নিয়ে তার পেটে বিদ্ধ করলাম। তাতে সে মারা গেল। ভোরে লোক তাকে মৃতাবস্থায় দেখে ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে জানাল। তিনি সকল লোককে একত্র করে বললেন : আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে ঐ ব্যক্তিকে বলছি, যে এমন কাজ করেছে সে আসুক। একথা শুনে ঐ অন্ধ ব্যক্তি ভয়ে উঠে এসে হাযির হলেন এবং বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি এই কাজ করেছি। সে আমার বাঁদী ছিল, আমার অত্যন্ত স্নেহশীলা ছিল, সঙ্গিণী ছিল। তার গর্ভের আমার দুটি ছেলে রয়েছে, যারা মুক্তাসদৃশ। কিন্তু সে প্রায় আপনাকে মন্দ বলতো, গালি দিত। আমি নিষেধ করলেও সে কর্ণপাত করতো না। তিরস্কার করলেও সে নিবৃত্ত হতো না। অবশেষে গত রাতে আমি আপনার উল্লেখ করলে সে আপনাকে মন্দ বলতে আরম্ভ করল। আমি একটি অস্ত্র উঠিয়ে তার পেটে রেখে চেপে ধরি, তাতে সে মারা যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা সাক্ষী থাক, ঐ দাসীর রক্তের কোন বিনিময় নেই।

٤٠٧٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُدَامَةَ ابْنِ عَنَزَةَ عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ قَالَ اَغْلَظَ رَجُلٌ لِاَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَقُلْتُ اَقْتُلُهُ فَانْتَهَرَنِىْ وَقَالَ لَيْسَ هٰذَا لِاَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৪০৭২. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ বারযা আস্‌লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে মন্দ বললে, আমি বললাম : আমি কি তাকে হত্যা করবো ? তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন : এই মর্যাদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যতীত আর কারো নেই।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الْاَعْمَشِ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ

এই হাদীস সম্পর্কে আ'মাশ থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে শাব্দিক পার্থক্য

٤٠٧٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ اَبِى بَرْزَةَ قَالَ تَغَيَّظَ اَبُو بَكْرٍ عَلٰى رَجُلٍ فَقُلْتُ مَنْ هُوَ يَاخَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِمَ قُلْتُ لِاَضْرِبَ عُنُقَهُ اِنْ اَمَرْتَنِى بِذٰلِكَ قَالَ اَفَكُنْتَ فَاعِلًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَاَذْهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِي الَّتِى قُلْتُ غَضَبَهُ ثُمَّ قَالَ مَاكَانَ لِاَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ *

৪০৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) - - - -আবূ মু'আবিয়া আ'মাশ থেকে, তিনি আমর ইব্‌ন মুররা থেকে, তিনি সালিম ইব্‌ন আবুল জা'দ থেকে এবং তিনি আবূ বারযা (রা) থেকে। তিনি বলেন, একদা আবূ বকর (রা) কারো উপর রাগান্বিত হলে, আমি বললাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূলের খলীফা ! এ ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন : কেন? আমি বললাম : আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব, যদি আপনি আমাকে একাজ করার নির্দেশ দেন। তিনি বললেন : যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে তোমাকে আদেশ করতাম। আল্লাহ্‌র কসম ! আমার কথার ভীষণতায় তার ক্রোধ দমিত হলো; পরে তিনি বললেন : মুহাম্মদ ﷺ -এর পর কারো জন্য এই মর্যাদা নেই।

٤٠٧٤. اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِيِّ عَنْ اَبِى بَرْزَةَ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى اَبِى بَكْرٍ وَهُوَ مُتَغَيِّظٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقُلْتُ يَاخَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذَا الَّذِىْ تَغَيَّظُ عَلَيْهِ قَالَ وَلِمَ تَسْاَلُ قُلْتُ اَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَاَذْهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِى غَضَبَهُ ثُمَّ قَالَ مَاكَانَتْ لِاَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ *

৪০৭৪. আবূ দাউদ (র) - - - -ইয়ালা থেকে, তিনি আ'মাশ থেকে, তিনি আমর ইব্‌ন মুররা থেকে, তিনি আবুল বাখতারী থেকে এবং তিনি আবূ বারযা (রা) থেকে। তিনি বলেন, একদা আমি আবূ বকর (রা)-এর নিকট দিয়ে গেলাম, সে সময় তিনি এক ব্যক্তির উপর রাগান্বিত ছিলেন। আমি বললাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূলের খলীফা! এই ব্যক্তি কে, যার উপর রাগান্বিত হয়েছেন ? তিনি বললেন : তুমি কেন তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছো ? আমি বললাম : তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আমার কথার ভীষণতায় তাঁর রাগ প্রশমিত হলো। তারপর তিনি বললেন : নবী ﷺ -এর পর কারো জন্য এর সুযোগ নেই।।

٤٠٧٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ

عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ عَنْ اَبِى بَرْزَةَ قَالَ تَغَيَّظَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ لَوْ اَمَرْتَنِى لَفَعَلْتُ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ مَاكَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ *

৪০৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবূ আওয়ানা সুলায়মান (আ'মাশ) থেকে, তিনি আমর ইব্‌ন মুর্‌রা থেকে, তিনি আবুল বাখতারী থেকে এবং তিনি আবূ বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবূ বকর (রা) এক ব্যক্তির উপর রাগান্বিত হলেন, তখন আবূ বরযা (রা) বললেন : যদি আপনি আমাকে আদেশ করেন, তবে অবশ্যই আমি তাকে হত্যা করবো। তখন তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পর কারো জন্য এ মর্যাদা নেই।

٤٠٧٦. اَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الاَشْعَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِى بَرْزَةَ قَالَ غَضِبَ اَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ غَضَبًا شَدِيْدًا حَتّٰى تَغَيَّرَ لَوْنُهُ قُلْتُ يَاخَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَئِنْ اَمَرْتَنِى لاَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ فَكَأَنَّمَا صُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ بَارِدٌ فَذَهَبَ غَضَبُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ اَبَا بَرْزَةَ وَاِنَّهَا لَمْ تَكُنْ لاَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ اَبُو نَصْرٍ وَاسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ خَالَفَهُ شُعْبَةُ *

৪০৭৬. মু'আবিয়া ইব্‌ন সালিহ আশ'আরী (র) - - - - আবূ বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবূ বকর (রা) এক ব্যক্তির উপর প্রচণ্ড রাগান্বিত হলে তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন আমি বলি : হে আল্লাহ্‌র রাসূলের খলীফা ! আল্লাহ্‌র কসম ! আপনি যদি আমাকে আদেশ দেন, তবে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আমার একথায় যেন তাঁর উপর ঠাণ্ডা পানি ঢালা হলো এবং সে ব্যক্তির উপর থেকে তাঁর রাগ চলে গেল। আবূ বকর (রা) বললেন : হে আবূ বারযা ! তোমার মাতা তোমার উপর ক্রন্দন করুক ! বস্তুত এ মর্যাদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পর আর কারো জন্য নেই।

٤٠٧٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ اَبِى دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا نَصْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى بَرْزَةَ قَالَ اَتَيْتُ عَلَى اَبِى بَكْرٍ وَقَدْ اَغْلَظَ لِرَجُلٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ اَلاَ اَضْرِبُ عُنُقَهُ فَانْتَهَرَنِي فَقَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ لاَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُو نَصْرٍ حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ وَرَوَاهُ عَنْهُ يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ فَاَسْنَدَهُ *

৪০৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবূ বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর (রা)-এর নিকট গিয়ে দেখলাম তিনি এক ব্যক্তিকে তিরস্কার করছেন। আর ঐ লোকটিও তাঁর কথার উত্তর কঠোর ভাষায় দিচ্ছিল। আমি বললাম : আমি কি ঐ ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দেব না ? এতে তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পর এটা আর কারো জন্য বৈধ নয়।

٤٠٧٨. اَخْبَرَنِىْ اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُصَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَبِى بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ اَنَّهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَغَضِبَ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِ جِدًّا فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ قُلْتُ يَاخَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَضْرِبُ عُنُقَهُ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الْقَتْلَ اَضْرَبَ عَنْ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ اَجْمَعَ اِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ النَّحْوِ فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا اَرْسَلَ اِلَىَّ فَقَالَ يَا اَبَا بَرْزَةَ مَاقُلْتُ وَنَسِيْتُ الَّذِى قُلْتُ قُلْتُ ذَكِّرْنِيْهِ قَالَ اَمَا تَذْكُرُ مَاقُلْتَ قُلْتُ لاَوَاللّٰهِ قَالَ اَرَاَيْتَ حِيْنَ رَأَيْتَنِىْ غَضِبْتُ عَلٰى رَجُلٍ فَقُلْتَ اَضْرِبُ عُنُقَهُ يَاخَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَمَا تَذْكُرُ ذٰلِكَ اَوَ كُنْتَ فَاعِلاً ذٰلِكَ قُلْتُ نَعَمْ وَاللّٰهِ وَالْاٰنَ اِنْ اَمَرْتَنِىْ فَعَلْتُ قَالَ وَاللّٰهِ مَاهِىَ لِاَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الْحَدِيْثُ اَحْسَنُ الاَحَادِيْثِ وَاَجْوَدُهَا وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ *

৪০৭৮. আবূ দাঊদ (র) - - - - আবূ বারযা আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা আমরা আবূ বকর (রা)-এর নিকট ছিলাম। এ সময় তিনি একজন মুসলমানের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। এ অবস্থা দেখে আমি বললাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূলের খলীফা ! আমি কি তার গর্দান উড়িয়ে দেব ? আমার হত্যা করার কথার পর, তিনি একথা ছেড়ে অন্য কথা আরম্ভ করলেন। আমরা সেখান হতে ফিরে আসলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন : হে আবূ বারযা ! তুমি কি বলেছিলে ? বস্তুত আমি কী বলেছিলাম তা ভুলে গিয়েছিলাম। তাই বললাম, আপনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার কি মনে পড়ছে না ? আমি বললাম : আল্লাহ্‌র কসম! না। তিনি বললেন : যখন তুমি আমাকে এক ব্যক্তির উপর রাগান্বিত হতে দেখেছিলে, তখন তুমি বলেছিলে : হে রাসূলের খলীফা ! আমি কি ঐ ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দেব কি না ? তুমি কি ঐরূপ করতে চাও ? আমি বললাম : নিশ্চয়ই। এখনও যদি আপনি আদেশ করেন, তবে আমি তাকে হত্যা করবো। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পর এ মর্যাদা আর কারো জন্য নেই।

اَلسِّحْرُ

যাদু প্রসঙ্গ

٤٠٧٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ عَنِ ابْنِ اِدْرِيْسَ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ يَهُوْدِىٌّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبْ بِنَا اِلٰى هٰذَا النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لاَتَقُلْ نَبِىٌّ لَوْسَمِعَكَ كَانَ لَهُ اَرْبَعَةُ اَعْيُنٍ فَاَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَاَلاَهُ عَنْ تِسْعِ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ لاَتُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ تَمْشُوْا بِبَرِىْءٍ اِلٰى ذِى سُلْطَانٍ وَلاَ تَسْحَرُوْا وَلاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلاَ

تَقْذِفُوا الْمُحْصَنَةَ وَلاَ تَوَلَّوْا يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُوْدُ اَنْ لاَ تَعْدُوا فِى السَّبْتِ فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالُوا نَشْهَدُ اَنَّكَ نَبِىٌّ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمْ اَنْ تَتَّبِعُوْنِى قَالُوا اِنَّ دَاوُدَ دَعَا بِاَنْ لاَيَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِىٌّ وَاِنَّا نَخَافُ اِنِ اتَّبَعْنَاكَ اَنْ تَقْتُلَنَا يَهُوْدُ *

৪০৭৯. মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র) - - - - সফ্ওয়ান ইব্ন আসসাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহূদী নিজ সাথীকে বললো : চল এই নবীর কাছে যাই। সাথী ইয়াহূদী বললো : তাকে নবী বলো না, যদি সে তোমার কথা শুনতে পায়, তবে খুশিতে তার চার চোখ হয়ে যাবে, (অর্থাৎ খুশিতে আত্মহারা হবে)। এরপর তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে তাঁকে নয়টি নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, যা আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে দান করেছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন : আল্লাহ্র সাথে কারো শরীক করো না, চুরি করো না, ব্যভিচার করো না, আর যে জীবন আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন, তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, আর অন্যায়ভাবে শাস্তি দেয়ার জন্য কাউকে হাকিমের কাছে নিও না, যাদু করো না, সুদ খাবে না, পবিত্রা নারীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেবে না, জিহাদের দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। এই নয়টি আদেশ, আর একটি আদেশ তো তোমরা ইয়াহূদীদের সাথে সম্পর্কিত, তা এই যে, তোমরা শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘন করবে না। একথা শুনে ঐ ইয়াহূদীদ্বয় তাঁর হস্ত ও পদদ্বয়ে চুমু খেল। আর তারা বললো : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি একজন নবী। তিনি বললেন : তাহলে আমার অনুসরণে তোমাদের বাধা কোথায় ? তারা বললো : দাউদ (আ) দু'আ করেছিলেন যে, তাঁর বংশে সর্বদা একজন নবী হবেন। তাই আমরা ভয় করছি যদি আমরা আপনার অনুসরণ করি, তাহলে ইয়াহূদীরা আমাদেরকে হত্যা করবে।

اَلْحُكْمُ فِى السَّحَرَةِ

যাদুকর সম্পর্কে হুকুম

٤٠٨٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمِنْقَرِىُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيْهَا فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ اِلَيْهِ *

৪০৮০. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি গিরা দিয়ে তাতে ফুঁক দেয়, সে যাদু করলো, আর যে যাদু করলো, সে মুশরিক হলো। আর যে ব্যক্তি গলায় কিছু ঝুলায়, তাকে সেই জিনিসের উপর ন্যস্ত করা হয়।

سَحَرَةُ اَهْلِ الْكِتَابِ

কিতাবী যাদুকরদের বর্ণনা

٤٠٨١. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ ابْنِ حَيَّانَ يَعْنِى يَزِيْدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ سَحَرَ النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَاشْتَكَى لِذٰلِكَ اَيَّامًا فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ

السَّلَامُ فَقَالَ اِنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُوْدِ سَحَرَكَ عَقَدَ لَكَ عُقَدًا فِى بِئْرِ كَذَا وَكَذَا فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَخْرَجُوْهَا فَجِيْءَ بِهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَاَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَمَا ذَكَرَ ذٰلِكَ لِذٰلِكَ الْيَهُوْدِ وَلَا رَاٰهُ فِى وَجْهِهٖ قَطُّ *

৪০৮১. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যাদু করেছিল, যে কারণে কয়েকদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। এরপর জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর নিকট এসে বললেন : এক ইয়াহূদী আপনার উপর যাদু করেছে। গিরা দিয়ে তা অমুক কূপের মধ্যে রেখেছে। তিনি সেখানে লোক পাঠালে, তারা তা তুলে আনল। তখন নবী ﷺ এমনভাবে দাঁড়ালেন, যেন তাঁকে বন্ধনমুক্ত করা হয়েছে। তিনি ঐ ইয়াহূদীর নিকট এ ব্যাপারে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না, আর ঐ ইয়াহূদীও কখনও তাঁর চেহারায় এর চিহ্ন দেখতে পেল না।

مَايَفْعَلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِمَالِهٖ

কেউ মাল ছিনিয়ে নিতে চাইলে কি করবে

٤٠٨٢. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ فِى حَدِيْثِهٖ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَابُوْسَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ح وَاَخْبَرَنِى عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ قَابُوْسَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىَّ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يَأْتِيْنِىْ فَيُرِيْدُ مَالِىْ قَالَ ذَكِّرْهُ بِاللّٰهِ قَالَ فَاِنْ لَمْ يَذَّكَّرْ قَالَ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِىْ اَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ قَالَ فَاِنْ نَاَى السُّلْطَانُ عَنِّىْ قَالَ قَاتِلْ دُوْنَ مَالِكَ حَتّٰى تَكُوْنَ مِنْ شُهَدَاءِ الْاٰخِرَةِ اَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ *

৪০৮২. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) ও আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - কাবূস ইব্‌ন আবুল মুখারিক (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, যদি কেউ আমার মাল লুট করতে আসে, তখন আমি কি করবো ? তিনি বললেন : তুমি তাকে আল্লাহ্‌র নামে উপদেশ দাও। সে ব্যক্তি বললো : যদি সে উপদেশ গ্রহণ না করে ? তিনি বললেন : তবে তুমি তোমার অন্যান্য মুসলিম পড়শীর সাহায্য গ্রহণ কর। সে বললো : যদি ঐরূপ কোন মুসলিম প্রতিবেশী আমার না থাকে? তিনি বললেন : তবে তুমি শাসকের আশ্রয় গ্রহণ করবে। সে বললো : যদি শাসকও দূরে থাকে ? তিনি বললেন : তবে তুমি তোমার মাল রক্ষার্থে জিহাদ করবে; যাতে তুমি শহীদ হয়ে যাও কিংবা তোমার সম্পদ রক্ষায় সক্ষম হও।

٤٠٨٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قُهَيْدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ عُدِىَ عَلَى مَالِى قَالَ فَانْشُدْ بِاللّٰهِ قَالَ فَاِنْ اَبَوْا عَلَىَّ قَالَ فَانْشُدْ بِاللّٰهِ قَالَ فَاِنْ اَبَوْا عَلَىَّ قَالَ فَانْشُدْ بِاللّٰهِ قَالَ فَاِنْ اَبَوْا عَلَىَّ قَالَ فَقَاتِلْ فَاِنْ قُتِلْتَ فَفِى الْجَنَّةِ وَاِنْ قَتَلْتَ فَفِى النَّارِ *

৪০৮৩. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি কোন ব্যক্তি জোরপূর্বক আমার মাল ছিনিয়ে নিতে আসে, তখন আমি কি করবো ? তিনি বললেন : তুমি তাকে আল্লাহ্র কসম দেবে। সে বললো : যদি সে তা না মানে ? তিনি বললেন : আবারও আল্লাহ্র কসম দেবে। সে বললো, যদি তাও না মানে ? তিনি বললেন, আবারও আল্লাহ্র কসম দেবে। সে বললো, যদি তারপরও না মানে ? তিনি বললেন : তা হলে তুমি তার সাথে যুদ্ধ করবে। যদি তুমি নিহত হও, তবে তুমি বেহেশতে যাবে, আর যদি সে মারা যায়, তবে সে দোযখে যাবে।

٤٠٨٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ اَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ قُهَيْدِ بْنِ مُطَرِّفٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ عُدِىَ عَلَى مَالِى قَالَ فَانْشُدْ بِاللّٰهِ قَالَ فَاِنْ اَبَوْا عَلَىَّ قَالَ فَانْشُدْ بِاللّٰهِ قَالَ فَاِنْ اَبَوْا عَلَىَّ قَالَ فَانْشُدْ بِاللّٰهِ قَالَ فَاِنْ اَبَوْا عَلَىَّ قَالَ فَقَاتِلْ فَاِنْ قُتِلْتَ فَفِى الْجَنَّةِ وَاِنْ قَتَلْتَ فَفِى النَّارِ *

৪০৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাকাম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি কোন ব্যক্তি বলপূর্বক আমার মাল ছিনিয়ে নিতে আসে, তখন আমি কি করবো ? তিনি বললেন : তুমি তাকে আল্লাহ্র কসম দিবে। সে বললো : যদি সে তা না মানে ? তিনি বললেন : তুমি তাকে আল্লাহ্র কসম দিবে। সে বললো : যদি সে না মানে ? তিনি বললেন, তুমি তাকে আল্লাহ্র কসম দেবে। সে বললো, যদি সে তা না মানে ? তিনি বললেন : তখন তুমি তার সাথে যুদ্ধ করবে। যদি তুমি নিহত হও, তবে তুমি জান্নাতে যাবে, আর যদি ঐ ব্যক্তি মারা যায়, তবে সে জাহান্নামে যাবে।

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ

যে ব্যক্তি স্বীয় সম্পদ রক্ষার্থে মারা যায়

٤٠٨٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ *

৪০৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষার্থে যুদ্ধ করে নিহত হয়, সে শহীদ।

٤٠٨٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ اَبِى يُوْنُسَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ *

৪০৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন বাযী' (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষার্থে যুদ্ধ করে নিহত হয়, সে শহীদ।

٤٠٨٧. اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ مَظْلُوْمًا فَلَهُ الْجَنَّةُ *

৪০৮৭. উবায়দুল্লাহ ইব্ন ফাযালা ইব্ন ইবরাহীম নিশাপুরী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষার্থে অন্যায়ভাবে নিহত হয়, তার জন্য জান্নাত রয়েছে।

٤٠٨٨. اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهُذَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ *

৪০৮৮. জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হুযায়ল (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মাল-সম্পদ রক্ষার্থে মারা যায়, সে শহীদ।

٤٠٨٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَسَنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اُرِيْدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيْثُ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ *

৪০৮৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যার মাল কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিতে চায়, আর সে যুদ্ধ করে নিহত হয়, সে শহীদ।

٤٠٩٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ *

৪০৯০. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের মাল রক্ষার্থে মারা যায়, সে শহীদ।

٤٠٩١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَقُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لاِسْحٰقَ قَالَ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ *

৪০৯১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ও কুতায়বা (র) - - - - সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ।

٤٠٩٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ *

৪০৯২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি নিজ মাল রক্ষার্থে যুদ্ধ করে, সে শহীদ।

٤٠٩٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ *

৪০৯৩. আহমদ ইব্ন নাসর (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষার্থে মারা যায়, সে শহীদ।

٤٠٩٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدِيْثُ الْمُؤَمَّلِ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ *

৪০৯৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আবূ জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি যুলুমের কারণে মারা যায়, সে শহীদ।

مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ اَهْلِه

যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের রক্ষার্থে যুদ্ধ করে

٤٠٩٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِه فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قَاتَلَ دُوْنَ دَمِه فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قَاتَلَ دُوْنَ اَهْلِه فَهُوَ شَهِيْدٌ *

৪০৯৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি নিজের মাল রক্ষার্থে যুদ্ধ করে মারা যায়, সে শহীদ। এমনিভাবে যে ব্যক্তি নিজের প্রাণ রক্ষার্থে যুদ্ধ করে মারা যায়, সে শহীদ এবং যে নিজ পরিবারের লোকের জন্য যুদ্ধ করে মারা যায়, সে শহীদ।

مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ دِيْنِه

যে ধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করে

٤٠٩٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ دَاوُدَ الْهَاشِمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِه فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ اَهْلِه فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِه فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِه فَهُوَ شَهِيْدٌ *

৪০৯৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফে' (র) ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজ মাল রক্ষার্থে যুদ্ধ করে মারা যায়, সে শহীদ। আর যে ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায়, সেও শহীদ, আর যে ব্যক্তি তার দীন রক্ষা করার জন্য নিহত হয়, সেও শহীদ। এবং যে নিজ প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সেও শহীদ।

مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَظْلَمَتِه

যে ব্যক্তি অত্যাচার প্রতিরোধ করতে গিয়ে মারা যায়

٤٠٩٧. اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ سَوَادَةَ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سُوَيْدِ ابْنِ مُقَرِّنٍ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَظْلَمَتِه فَهُوَ شَهِيْدٌ *

৪০৯৭. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন দীনার (র) - - - - আবূ জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সুআয়দ ইব্‌ন মুকাররিন-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, সে সময় তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি যুলুম-এর প্রতিরোধ করতে গিয়ে মারা যায়, সে শহীদ।

مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فِى النَّاسِ

যে ব্যক্তি তলোয়ার খাপমুক্ত করে, তারপর মানুষের মধ্যে তা চালনা করে

٤٠٩٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ *

৪০৯৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন যুবায়র (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তলোয়ার খাপমুক্ত করে, তারপর লোকের উপর তা চালায়, (সে নিহত হলে) তার রক্ত বৃথা যাবে।

٤٠٩٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ *

৪০৯৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন যুবায়র (রা) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি এটাকে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেন নি।

٤١٠٠. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ *

৪১০০. আবূ দাউদ (র) - - - - ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অস্ত্র উঠিয়ে চালাবে, তার রক্ত বৃথা যাবে।

٤١٠١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَيُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ نَافِعًا اَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا *

৪১০১. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে আমাদের উপর অস্ত্র চালায়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

٤١٠٢. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نُعْمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَعَثَ عَلِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِىْ تُرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْاَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِىِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِىْ مُجَاشِعٍ وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ

الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عَلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ اَحَدَ بَنِي كِلاَبٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ اَحَدَ بَنِي نَبْهَانَ قَالَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالاَنْصَارُ وَقَالُوا يُعْطِي صَنَادِيْدَ اَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا فَقَالَ اِنَّمَا اَتَاَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِيءُ الْوَجْنَتَيْنِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوْقُ الرَّأْسِ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اتَّقِ اللّٰهَ قَالَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ اِذَا عَصَيْتُهُ اَيَأْمَنُنِي عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُوْنِي فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ اِنَّ مِنْ ضِئْضِيءِ هٰذَا قَوْمًا يَخْرُجُوْنَ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لاَيُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُوْنَ اَهْلَ الْاِسْلاَمِ وَيَدَعُوْنَ اَهْلَ الْاَوْثَانِ لَئِنْ اَنَا اَدْرَكْتُهُمْ لاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ *

৪১০২. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ইয়ামন থেকে কিছু মাটি মিশ্রিত সোনা পাঠান, তিনি তা আকরা ইব্ন হাবিস হানযালী মুজাশি'ঈ, উয়ায়না ইব্ন বাদর আল-ফাযারী, আলকামা ইব্ন উলায়া আরিমী কিলাবী ও যায়দ খায়ল তায়ী নাবহানীর মধ্যে বণ্টন করে দেন। এতে কুরায়শ এবং আনসারীগণ ক্রোধান্বিত হল এবং তারা বললো : তিনি নজদের নেতাদের দেন, আমাদের দেন না। তিনি বললেন : (যেহেতু তারা নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাই তাদেরকে দিয়ে) তাদের মনোরঞ্জন করছি মাত্র (আর তোমরা তো পূর্বে মুসলমান হয়েছো)। এমন সময় এক ব্যক্তি এগিয়ে আসল, যার চক্ষু কোটরাগত, গন্ডদ্বয় ফোলা, ঘন দাড়িবিশিষ্ট ও মাথা মুড়ানো ছিল। সে বললো : হে মুহাম্মদ ﷺ ! আল্লাহ্কে ভয় কর। তিনি বললেন : যদি আমিই আল্লাহ্র নাফরমানী করি, তবে আর কে তাঁর আনুগত্য করবে ? আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জগতবাসীদের মধ্যে আমীনরূপে সৃষ্টি করেছেন, আর তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না ! এমন সময় লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলে তিনি নিষেধ করলেন। যখন সে ব্যক্তি চলে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তার বংশে এমন কিছু লোক জন্ম নিবে, যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন তাদের গলার নীচে নামবে না, তারা ধর্ম থেকে এভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর জন্তুর শরীর ভেদ করে বের হয়ে যায়। তারা মুসলমানদের হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজকদের ছেড়ে দেবে। আমি যদি তাদেরকে পাই, তবে তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবো, যেমন আদ বংশের লোকদেরকে হত্যা করা হয়েছে।

٤١٠٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي اٰخِرِ الزَّمَانِ اَحْدَاثُ الْاَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْاَحْلاَمِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لاَيُجَاوِزُ اِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَاِنَّ قَتْلَهُمْ اَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৪১০৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে

বলতে শুনেছি : শেষ যুগে এমন কিছু লোক জন্ম নেবে যারা হবে অল্পবয়স্ক এবং জ্ঞানহীন। প্রকাশ্যে তারা ভাল কথা বলবে, কিন্তু ঈমান তাদের গলার নীচে যাবে না। তারা ধর্ম হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর লক্ষ্যস্থল ভেদ করে যায়। তোমরা তাদেরকে দেখতে পেলে হত্যা করবে। কেননা তাদের হত্যা করা হলে কিয়ামতের দিন তাদের হত্যাকারীদের জন্য প্রতিদান থাকবে।

٤١٠٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيُّ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْاَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ كُنْتُ اَتَمَنَّى اَنْ اَلْقَى رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَسْأَلُهُ عَنِ الْخَوَارِجِ فَلَقِيْتُ اَبَا بَرْزَةَ فِى يَوْمِ عِيْدٍ فِى نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ فَقَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِاُذُنِيْ وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنِيْ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ فَاَعْطَى مَنْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ وَلَمْ يُعْطِ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ مَاعَدَلْتَ فِى الْقِسْمَةِ رَجُلٌ اَسْوَدُ مَطْمُوْمُ الشَّعْرِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَبْيَضَانِ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَضَبًا شَدِيْدًا وَقَالَ وَاللّٰهِ لاَتَجِدُوْنَ بَعْدِى رَجُلاً هُوَ اَعْدَلُ مِنِّى ثُمَّ قَالَ يَخْرُجُ فِى اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَاَنَّ هٰذَا مِنْهُمْ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لاَيُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ لاَيَزَالُوْنَ يَخْرُجُوْنَ حَتّٰى يَخْرُجَ اٰخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ شَرِيْكُ ابْنُ شِهَابٍ لَيْسَ بِذَالِكَ الْمَشْهُوْرِ *

৪১০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - বসরী হার্‌রানী শারীক ইব্‌ন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন সাহাবীর সাথে মিলিত হবো এবং খারিজীদের ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো। ঘটনাক্রমে ঈদের দিন আবূ বারযা আসলামী (রা)-কে তাঁর কয়েকজন সাথীর সাথে দেখলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি খারিজীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কিছু শুনেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমি নিজের কানে শুনেছি, চক্ষে দেখেছি। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কিছু মাল আসে। তা তাঁর ডানদিকের এবং বামদিকের লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং যারা তাঁর পিছনে ছিল, তাদেরকে কিছুই দিলেন না। তখন তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো : হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি ইনসাফের সাথে বণ্টন করেন নি। সে ছিল কাল রংবিশিষ্ট, মুড়ানো মাথা এবং সাদা কাপড় পরিহিত। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অতিশয় রাগান্বিত হলেন এবং বললেন : আল্লাহ্‌র শপথ ! তোমরা কাউকে আমার পরে আমার থেকে অধিক ইনসাফকারী দেখতে পাবে না। পরে তিনি বললেন : শেষ যুগে এমন কতক লোকের আবির্ভাব হবে, মনে হয় এই ব্যক্তি তাদের একজন। যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন তাদের গলার নিচে ঢুকবে না। তারা ইসলাম হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার হতে বের হয়ে যায়। তাদের চিহ্ন হলো তাদের মাথা মুড়ানো থাকবে। তারা এভাবে প্রকাশ পেতে থাকবে এবং তাদের শেষ দলটি

দজ্জালের সাথে বের হবে। যদি তোমরা তাদের পাও, তবে তাদের হত্যা করবে। কেননা তারা সৃষ্টির মধ্যে সবচাইতে নিকৃষ্ট।

قِتَالُ الْمُسْلِمِ

মুসলমানের সাথে যুদ্ধ করা

٤١٠٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ اَبِى وَقَّاصٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قِتَالُ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوْقٌ *

৪১০৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা কুফ্‌রী এবং তাদের গালি দেয়া পাপ।

٤١٠٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ *

৪১০৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ---- আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মুসলমানকে গালি দেয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফ্‌রী।

٤١٠٧. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ فَقَالَ لَهُ اَبَانُ يَا اَبَا اِسْحٰقَ اَمَا سَمِعْتَهُ اِلاَّ مِنْ اَبِى الْاَحْوَصِ قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنَ الْاَسْوَدِ وَهُبَيْرَةَ *

৪১০৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাকিম (র) ---- আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মুসলমানকে গালি দেয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফ্‌রী।

٤١٠٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزَّعْرَاءِ عَنْ عَمِّهِ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ *

৪১০৮. আহমদ ইব্‌ন হারব (র) ---- আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মুসলমানকে গালি দেয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফ্‌রী।

٤١٠٩. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ *

৪১০৯. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুসলমানকে গালি দেয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফ্‌রী।

٤١١٠. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قُلْتُ لِحَمَّادٍ سَمِعْتُ مَنْصُوْرًا وَسُلَيْمَانَ وَزُبَيْدًا يُحَدِّثُوْنَ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ مَنْ تَتَّهِمُ اَتَتَّهِمُ مَنْصُوْرًا اَتَتَّهِمُ زُبَيْدًا أَتَتَّهِمُ سُلَيْمَانَ قَالَ لاَ وَلٰكِنِّى اَتَّهِمُ اَبَا وَائِلٍ *

৪১১০. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - শু'বা (রা) বলেন : আমি হাম্মাদকে বললাম : আমি মনসূর, সুলায়মান এবং যুবায়দ হতে শুনেছি। তারা আবূ ওয়ায়ল সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুসলমানকে গালি দেয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফ্‌রী। এদের মধ্যে আপনি কাকে সন্দেহ করেন? মনসূরকে সন্দেহ করেন? যুবায়দকে সন্দেহ করেন? না সুলায়মানকে? তিনি বললেন : না, আমি আবূ ওয়ায়লকে সন্দেহ করি।

٤١١١. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ قُلْتُ لاَبِى وَائِلٍ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ *

৪১১১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - যুবায়দ (র) আবূ ওয়ায়ল (র) সূত্রে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুসলমানকে গালি দেয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফ্‌রী। (যুবায়দ বলেন) আমি আবূ ওয়ায়লকে বললাম : আপনি কি আবদুল্লাহ্ (রা) হতে শুনেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

٤١١٢. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ *

৪১১২. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - মানসূর (র) থেকে, তিনি আবূ ওয়ায়ল থেকে এবং তিনি আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুসলমানকে গালি দেয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফ্‌রী।

٤١١٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ *

৪১১৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ ওয়ায়ল (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন : মুসলমানকে গালি দেয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফ্‌রী।

٤١١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوْقٌ *

৪১১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র) - - - - শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ্ (রা) ﷺ বলেছেন : মু'মিনের সাথে যুদ্ধ করা কুফ্‌রী এবং তাকে গালি দেয়া পাপ।

اَلتَّغْلِيْظُ فِيْمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ

যে ব্যক্তি বিভ্রান্তির পতাকাতলে যুদ্ধ করে তার সম্পর্কে কঠোর বাণী

٤١١٥. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ غَيْلاَنَ ابْنِ جَرِيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ خَرَجَ عَلَى اُمَّتِى يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لاَيَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِى لِذِى عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّى وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَدْعُوا اِلَى عَصَبِيَّةٍ اَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ *

৪১১৫. বিশ্‌র ইব্‌ন হিলাল সাওওয়াফ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য হতে বের হয়ে যায় এবং মুসলমানদের দল ত্যাগ করে, আর এই অবস্থায় মারা যায়, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু। যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়ে ভাল-মন্দ নির্বিচারে হত্যা করে এবং মুসলমানকেও ছাড়ে না; আর যার সাথে যে অঙ্গীকারাবদ্ধ, তার অঙ্গীকার রক্ষা করে না, তার সাথে আমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা এবং অজ্ঞতার পতাকাতলে যুদ্ধ করে, আর লোকদেরকে জাত্যাভিমানের দিকে আহ্বান করে এবং তার ক্রোধ জাত্যাভিমানের জন্যই হয়, পরে সে নিহত হয়; তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু হবে।

٤١١٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى مِجْلَزٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يُقَاتِلُ عَصَبِيَّةً وَيَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ * قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ *

৪১১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - জুন্‌দুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার পতাকার নিচে যুদ্ধ করে বা নিজের কওমের স্বার্থে যুদ্ধ করে, আর এর জন্যই তার ক্রোধ জন্মে; তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়তের মৃত্যু।

تَحْرِيْمُ الْقَتْلِ

মুসলমানকে হত্যা করার অবৈধতা

٤١١٧. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى مَنْصُوْرٌ قَالَ

سَمِعْتُ رِبْعِيًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَشَارَ الْمُسْلِمُ عَلَى اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ بِالسِّلاَحِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَاِذَا قَتَلَهُ خَرَّا جَمِيْعًا فِيْهَا *

৪১১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের উপর হাতিয়ার উত্তোলন করে, তারা উভয়েই জাহান্নামের প্রান্তে পৌঁছে যায়। এরপর যদি হত্যা করে, তবে তারা উভয়েই দোযখে পতিত হবে।

٤١١٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ قَالَ اِذَا حَمَلَ الرَّجُلاَنِ الْمُسْلِمَانِ السِّلاَحَ اَحَدُهُمَا عَلَى الْاٰخَرِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَاِذَا قَتَلَ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَهُمَا فِى النَّارِ *

৪১১৮. মাহমূদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন দুই মুসলমান ব্যক্তি একে অন্যের উপর অস্ত্র উঠায়, তারা উভয়ে দোযখের নিকট পৌঁছে যায়। আর যখন তারা একে অন্যকে হত্যা করে, তখন তারা উভয়ে দোযখে যাবে।

٤١١٩. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى مُوْسَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِى النَّارِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ *

৪১১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন দুই মুসলমান তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হয় এবং একে অন্যকে হত্যা করে, তারা উভয়ে দোযখে যাবে। কেউ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! হত্যাকারী তো দোযখে যাবে, কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কী ? তিনি বললেন : সে তার সাথীকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল।

٤١٢٠. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنْبَاَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِى النَّارِ مِثْلَهُ سَوَاءً *

৪১২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ মূসা আশ'আরী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন দুই মুসলমান তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং একে অন্যকে হত্যা করে, তারা উভয়ে দোযখে প্রবেশ করবে। অতঃপর পূর্বের অনুরূপ।

٤١٢١. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ الْمِصِّيْصِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ

الْحَسَنِ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيْدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ فَهُمَا فِى النَّارِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ *

৪১২১. আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী মিস্‌সিসী (র) - - - - আবূ বাক্‌রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন দুই মুসলমান তলোয়ার নিয়ে মুখোমুখি হয় এবং তাদের প্রত্যেকেই অন্যকে হত্যা করার ইচ্ছা করে, তারা উভয়ে দোযখে যাবে। কেউ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হত্যাকারী তো যাবে, কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন যাবে ? তিনি বললেন : সেও তার সাথীকে হত্যা করার জন্য লালায়িত ছিল।

٤١٢٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْخَلِيْلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ *

৪১২২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন দুই মুসলমান তলোয়ার নিয়ে মুখোমুখি হয় এবং একজন অন্যজনকে হত্যা করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি জাহান্নামী হবে।

٤١٢٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهُ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ *

৪১২৩. আহমদ ইব্‌ন ফাযালা (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যখন দুই মুসলমান তলোয়ার নিয়ে মুখোমুখি হয় এবং একে অন্যকে হত্যা করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামী হয়। তারা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! হত্যাকারীর ক্ষেত্রে তো এটা স্পষ্ট, কিন্তু নিহতের ব্যাপারটা কী ? তিনি বললেন : সেও তার সংগীকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

٤١٢٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَالْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ *

৪১২৪. আহমদ ইব্‌ন আবদা (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্

বলেছেন : যদি দুই মুসলমান তলোয়ার নিয়ে মুখোমুখি হয় এবং একজন অন্যজনকে হত্যা করে, তাহলে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

٤١٢٥. اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهُ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ *

৪১২৫. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আবূ মূসা আশ‘আরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন দুইজন মুসলমান তলোয়ার নিয়ে মুখোমুখি হয় এবং একে অন্যকে হত্যা করে, তখন উভয়েই দোযখী। এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! হত্যাকারীর অবস্থা তো এই, কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন দোযখে যাবে ? তিনি বললেন : সেও তার সাথীকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল।

٤١٢٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَاتَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ *

৪১২৬. আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাকাম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পরে তোমরা কাফির হয়ে যেও না যে, একে অন্যের গর্দান উড়াবে।

٤١٢٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ لَايُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ اَبِيْهِ وَلَاجِنَايَةِ اَخِيْهِ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَاٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ *

৪১২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে‘ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে যেও না যে, একে অন্যের গলা কাটবে। আর কোন ব্যক্তিকে তার পিতা বা ভাই-এর অপরাধে অভিযুক্ত করা যাবে না।

٤١٢٨. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَلَايُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيْرَةِ اَبِيْهِ وَلَا بِجَرِيْرَةِ اَخِيْهِ *

৪১২৮. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে যেও না যে, একে অন্যের গলা কাটবে। আর কোন ব্যক্তিকে তার পিতা বা ভাই-এর অপরাধে পাকড়াও করা যাবে না।

٤١٢٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ اُلْفِيَنَّكُمْ تَرْجِعُوْنَ بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ لاَيُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيْرَةِ اَبِيْهِ وَلاَ بِجَرِيْرَةِ اَخِيْهِ هٰذَا الصَّوَابُ *

৪১২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদেরকে যেন এমন না পাই যে, আমার পরে কাফির হয়ে গিয়ে একে অন্যের গলা কাটতে আরম্ভ করছ আর কোন ব্যক্তিকে তার পিতা ও ভাইয়ের অপরাধে পাকড়াও করা যাবে না।

٤١٣٠. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اَبِى الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا مُرْسَلٌ *

৪১৩০. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে যেও না।

٤١٣١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَتَرْجِعُوا بَعْدِى ضُلاَّلاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ *

৪১৩১. আমর ইব্‌ন যুরারা (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমরা আমার পরে পথভ্রষ্ট হয়ো না যে, একে অপরের গর্দান উড়াবে।

٤١٣٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا زُرْعَةَ ابْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصَتَ النَّاسَ قَالَ لاَتَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ *

৪১৩২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের দিন লোকদেরকে চুপ করান। এরপর তিনি বলেন : তোমরা আমার পরে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না যে, একে অন্যের গর্দান উড়াতে থাকবে।

٤١٣٣. اَخْبَرَنَا اَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ اَبِى السَّفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ جَرِيْرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لاَ اُلْفِيَنَّكُمْ بَعْدَ مَا اَرَى تَرْجِعُوْنَ بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ *

৪১৩৩. আবূ উবায়দা ইব্‌ন আবুস-সাফার (র) - - - - জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : লোকদেরকে চুপ করাও, এরপর বললেন : আমি যেন তোমাদেরকে আমার পরে কাফির হয়ে যেতে না দেখি যে, তোমরা একে অন্যের গর্দান উড়াতে উদ্যত হবে।

كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ

অধ্যায় : যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টন

٤١٣٤. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ اَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُوْرِيَّ حِيْنَ خَرَجَ فِى فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ اَرْسَلَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِى الْقُرْبٰى لِمَنْ تُرَاهُ قَالَ هُوَ لَنَا لِقُرْبٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَسَمَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهُمْ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا شَيْئًا رَاَيْنَاهُ دُوْنَ حَقِّنَا فَأَبَيْنَا اَنْ نَقْبَلَهُ وَكَانَ الَّذِى عَرَضَ عَلَيْهِمْ اَنْ يُعِيْنَ نَاكِحَهُمْ وَيَقْضِىَ عَنْ غَارِمِهِمْ وَيُعْطِىَ فَقِيْرَهُمْ وَاَبٰى اَنْ يَزِيْدَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ *

৪১৩৪. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ হাম্মাল (র) - - - - ইয়াযীদ ইব্ন হুরমুয (রা) থেকে বর্ণিত যে, খারিজী নেতা নাজ্দা হারুরী যখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর আমালের গন্ডগোলের সময়ে মাঠে নামে, তখন সে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাসের নিকট বলে পাঠায় যে, নিকটাত্মীয়দের অংশ কে কে পেতে পারে বলে আপনি মনে করেন ? তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন : তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটাত্মীয় তথা আমরাই পাব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের মধ্যেই তা বণ্টন করেছেন। উমর (রা) আমাদেরকে কিছু দিতে চাইলে আমরা দেখলাম যে, তা আমাদের প্রাপ্য অপেক্ষা কম। তখন আমরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করি। তিনি তা দ্বারা তাদের বিবাহকারীকে সাহায্য করতে এবং করয আদায় করতে এবং তাদের মধ্যে যে অভাবগ্রস্ত তাদের দিতে চেয়েছিলেন, আর এর অধিক দিতে অস্বীকার করেছিলেন।

٤١٣٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِى الْقُرْبٰى لِمَنْ هُوَ قَالَ يَزِيْدُ بْنُ هُرْمُزَ وَاَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ اِلٰى نَجْدَةَ كَتَبْتَ اِلَيْهِ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِى عَنْ سَهْمِ ذِى الْقُرْبٰى لِمَنْ هُوَ وَهُوَ لَنَا اَهْلَ الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ دَعَانَا اِلٰى اَنْ يُنْكِحَ مِنْهُ اَيِّمَنَا وَيُحْذِىَ مِنْهُ عَائِلَنَا وَيَقْضِىَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا فَاَبَيْنَا اِلاَّ اَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا وَاَبٰى ذٰلِكَ فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ *

৪১৩৫. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইয়াযীদ ইব্ন হুরমুয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নাজদা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে লিখেন যে, নিকটাত্মীয়দের অংশ কারা পাবে ? ইয়াযীদ ইব্ন হুরমুয (রা) বলেন : আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর পক্ষ হতে নাজদাকে জবাবে লিখলাম : তুমি আমার কাছে নিকটাত্মীয়দের অংশ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছ, তা আহ্লে বায়তের জন্য। উমর (রা) আমাদেরকে বলেছিলেন যে, তিনি এর দ্বারা আমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দেবেন, আমাদের মাঝে যারা গরীব, তাদের সাহায্য করবেন এবং আমাদের মাঝে যারা ঋণগ্রস্ত তাদের ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করবেন। আমরা তা অস্বীকার করি এবং দাবি জানাই যে, তা আমাদের কাছেই অর্পণ করতে হবে। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করলেন। শেষে আমরা তা তাঁর উপর ছেড়ে দেই।

٤١٣٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوْبٌ يَعْنِى ابْنَ مُوْسٰى قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُو اِسْحٰقَ وَهُوَ الْفَزَارِىُّ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْوَلِيْدِ كِتَابًا فِيْهِ وَقَسْمُ اَبِيْكَ لَكَ الْخُمُسُ كُلُّهُ وَاِنَّمَا سَهْمُ اَبِيْكَ كَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَفِيْهِ حَقُّ الرَّسُوْلِ وَذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَمَا اَكْثَرَ خُصَمَاءَ اَبِيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكَيْفَ يَنْجُوْ مَنْ كَثُرَتْ خُصَمَاؤُهُ وَاِظْهَارُكَ الْمَعَازِفَ وَالْمِزْمَارَ بِدْعَةٌ فِى الْاِسْلَامِ وَلَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَبْعَثَ اِلَيْكَ مَنْ يَجُزُّ جُمَّتَكَ جُمَّةَ السُّوْءِ *

৪১৩৬. আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - আওযাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) উমর ইব্ন ওয়ালীদকে লিখলেন : তোমার পিতার খুমুসের অংশ সম্পূর্ণই তোমার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমার পিতার অংশ মুসলমানদের এক ব্যক্তির অংশের সমান ছিল। আর তাতে আল্লাহ্র এবং রাসূলের, নিকটাত্মীয়দের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের হক ছিল, চিন্তা করে দেখ কিয়ামতের দিন তোমার পিতার কাছে দাবিদার কত বেশি হবে ? আর যার বিরুদ্ধে এত অধিক দাবিদার হবে, তার নিস্তার কিভাবে হবে ? আর তুমি যে বাদ্যযন্ত্র ও সেতার বের করেছ, তা তো ইসলামে বিদআত। আমি স্থির করেছি তোমার নিকট এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাব, যে তোমার মাথার লম্বা বাবড়ি সমান করে কেটে দেবে।

٤١٣٧. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ ابْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُكَلِّمَانِهِ فِيْمَا قَسَمَ مِنْ خُمُسِ حُنَيْنٍ بَيْنَ بَنِىْ هَاشِمٍ وَبَنِى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ فَقَالَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَسَمْتَ لِاِخْوَانِنَا بَنِى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا وَقَرَابَتُنَا مِثْلُ قَرَابَتِهِمْ فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَرٰى هَاشِمًا وَالْمُطَّلِبَ شَيْئًا وَاحِدًا قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِبَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِىْ نَوْفَلٍ مِنْ ذٰلِكَ الْخُمُسِ شَيْئًا كَمَا قَسَمَ لِبَنِىْ هَاشِمٍ وَبَنِى الْمُطَّلِبِ *

৪১৩৭. আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) - - - - জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এবং উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে হুনায়নের মালের ব্যাপারে বললেন, যা তিনি বনূ হাশিম এবং বনূ মুত্তালিবের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন। তারা দু'জন বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আমাদের ভাই বনূ আবদুল মুত্তালিবকে দান করলেন এবং আমাদেরকে কিছুই দিলেন না। অথচ আমরাও আপনার ঐরূপ আত্মীয় ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেন : আমি তো বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবকে একই মনে করি। জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ আবদ শামস ও বনূ নওফলকে তা থেকে কিছুই দিলেন না, যেমন তিনি বনূ হাশিম এবং আবদুল মুত্তালিবকে দিলেন।

٤١٣٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ لَمَّا قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَهْمَ ذِى الْقُرْبٰى بَيْنَ بَنِىْ هَاشِمٍ وَبَنِى الْمُطَّلِبِ اَتَيْتُهُ اَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰؤُلَاءِ بَنُوْ هَاشِمٍ لَانُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِىْ جَعَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مِنْهُمْ اَرَاَيْتَ بَنِى الْمُطَّلِبِ اَعْطَيْتَهُمْ وَمَنَعْتَنَا فَاِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُوْنِىْ فِىْ جَاهِلِيَّةٍ وَلَا اِسْلَامٍ اِنَّمَا بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُوا الْمُطَّلِبِ شَىْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ *

৪১৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আত্মীয়দের অংশ বনূ হাশিম এবং বনূ মুত্তালিবের মধ্যে বণ্টন করলেন তখন আমি ও উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান তাঁর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ওই যে বনূ হাশিম, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে আপনার যে সম্পর্ক রেখেছেন, তজ্জনিত তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আপনি আমাদের ভাই বনূ আবদুল মুত্তালিবকে দান করলেন এবং আমাদেরকে কিছুই দিলেন না। অথচ আমরা ও তারা সমপর্যায়ের আত্মীয় ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তারা জাহেলিয়াতে এবং ইসলামে আমাকে ছেড়ে যায়নি।[১] আমি তো বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবকে একই মনে করি। এই বলে তিনি নিজ আঙ্গুলসমূহ পরস্পর গেঁথে দিলেন।

٤١٣٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوْبٌ يَعْنِىْ ابْنَ مُوْسٰى قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ وَهُوَ الْفَزَارِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِىْ سَلَّامٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ بَعِيْرٍ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَايَحِلُّ لِىْ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

---

১. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কার জীবনে বনূ আবদুল-মুত্তালিব ইসলাম গ্রহণ না করলেও কখনও তারা তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেনি; বরং বনূ হাশিমের মত তারাও তাঁর পাশে থেকেছে। এমনকি আবূ তালিব উপত্যকার অন্তরীণ জীবনেও তারা কুরায়শের বিরুদ্ধে এসে স্বেচ্ছায় তাঁর সংগে অন্তরীণ জীবন যাপন করেছে। পক্ষান্তরে বনূ আব্দ শাম্‌স ও বনূ নাওফালের আচরণ ছিল এর বিপরীত, যদিও তারাও বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবের মত আব্দ মানাফের বংশধর এবং মহানবী (সা)-এর সমপর্যায়ের আত্মীয়। মহানবী (সা) তাদের এই অবস্থানগত পার্থক্যের দিকেই ইশারা করেছেন।

قَدْرُ هٰذِهِ اِلاَّ الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اسْمُ اَبِىْ سَلاَّمٍ مَمْطُوْرٌ وَهُوَ حَبَشِىٌّ وَاسْمُ اَبِىْ اُمَامَةَ صُدَىُّ بْنُ عَجْلاَنَ وَاللّٰهُ تَعَالَى اَعْلَمُ *

৪১৩৯. আমর ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - উবাদা ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুনায়নের দিন একটি উটের পার্শ্বদেশ থেকে কিছু পশম নিলেন। তারপর বললেন, হে লোক সকল ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে গনীমত দিয়েছেন, তা থেকে খুমুস ব্যতীত এটুকু নেয়াও আমার জন্য হালাল নয়, আর খুমুসও তোমাদের মধ্যেই ফিরিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

٤١٤٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَى بَعِيْرًا فَاَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ لِىْ مِنَ الْفَيْءِ شَىْءٌ وَلاَ هٰذِهِ اِلاَّ الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيْكُمْ *

৪১৪০. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি উটের নিকট গিয়ে তার কুঁজ হতে একটি পশম তাঁর দুই আঙ্গুলের মধ্যে নিয়ে বললেন : যুদ্ধলব্ধ মালের পঞ্চমাংশ ব্যতীত আমার জন্য এতটুকুও নেই। আর আমার পঞ্চমাংশও তোমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

٤١٤١. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِى ابْنَ دِيْنَارٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ ابْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ اَمْوَالُ بَنِى النَّضِيْرِ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا قُوْتَ سَنَةٍ وَمَا بَقِىَ جَعَلَهُ فِى الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ عُدَّةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ *

৪১৪১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বনূ নযীরের সম্পদ তাঁর রাসূল-কে ফায়[১] হিসেবে দান করেছেন। মুসলমানগণ তা পেতে ঘোড়াও দৌড়ায়নি এবং উটও না। তিনি তা থেকে এক বছরের খরচ নিজের জন্য নিতেন এবং অবশিষ্ট মাল যুদ্ধের জন্য ঘোড়া, হাতিয়ার এবং জিহাদের উপকরণ ক্রয়ের জন্য ব্যয় করতেন।

٤١٤٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوْبٌ يَعْنِى ابْنَ مُوْسَى قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ هُوَ الْفَزَارِىُّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ اَرْسَلَتْ اِلَى اَبِىْ بَكْرٍ تَسْاَلُهُ مِيْرَاثَهَا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ صَدَقَتِهِ وَمِمَّا تَرَكَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَنُوْرَثُ *

---

১. অমুসলিমদের যে সম্পদ বিনাযুদ্ধে মুসলিমদের হাতে আসে তাকে 'ফায়' বলে।

৪১৪২. আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হারিস (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রা) আবূ বকর (রা)-এর নিকট তাঁর মীরাস চাওয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠান, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদকা এবং খায়বরের খুমুস থেকে রেখে যান। আবূ বকর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কেউ আমাদের ওয়ারিস হয় না, আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদকা।

٤١٤٣. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوْبٌ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحٰقَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى قَالَ خُمُسُ اللّٰهِ وَخُمُسُ رَسُوْلِهِ وَاحِدٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْمِلُ مِنْهُ وَيُعْطِي مِنْهُ وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَيَصْنَعُ بِهِ مَاشَاءَ *

৪১৪৩. আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : জেনে রাখ যে, তোমরা যুদ্ধে যা লাভ কর, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র, আল্লাহ্র রাসূলের, আর তাঁর আত্মীয়দের। এখানে আল্লাহ্র পঞ্চমাংশ এবং রাসূলের পঞ্চমাংশ একই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা থেকে লোকদের সওয়ারীর ব্যবস্থা করতেন, লোকদের দান করতেন। যেখানে ইচ্ছা খরচ করতেন এবং যা ইচ্ছা ব্যয় করতেন।

٤١٤٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوْبٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسٰى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحٰقَ هُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ قَالَ هٰذَا مَفَاتِحُ كَلَامِ اللّٰهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ لِلّٰهِ قَالَ اخْتَلَفُوا فِي هٰذَيْنِ السَّهْمَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَهْمِ الرَّسُوْلِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبٰى فَقَالَ قَائِلٌ سَهْمُ الرَّسُوْلِ ﷺ لِلْخَلِيْفَةِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَالَ قَائِلٌ سَهْمُ ذِي الْقُرْبٰى لِقَرَابَةِ الرَّسُوْلِ ﷺ وَقَالَ قَائِلٌ سَهْمُ ذِي الْقُرْبٰى لِقَرَابَةِ الْخَلِيْفَةِ فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلٰى أَنْ جَعَلُوا هٰذَيْنِ السَّهْمَيْنِ فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَكَانَا فِي ذٰلِكَ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ *

৪১৪৪. আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - কায়স ইব্ন মুসলিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান ইব্ন মুহাম্মদকে وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَ এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন : এটি [অর্থাৎ বণ্টনে আল্লাহ্র উল্লেখ এই হিসেবে যে এটি] দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্র কালামের চাবি [অর্থাৎ সূচনা] দুনিয়া ও আখিরাত তো আল্লাহ্রই। তবে রাসূলের এবং রাসূলের নিকটাত্মীয়ের অংশের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালের পরে মতভেদ দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অংশ তাঁর পরে খলীফার প্রাপ্য। কেউ কেউ বললেন : আত্মীয়দের অংশ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আত্মীয়দের প্রাপ্য। কেউ বললেন, আত্মীয়দের অংশ খলীফার আত্মীয়দের জন্য। অবশেষে সকলে এ কথায় একমত হলেন যে, এই অংশদ্বয় ঘোড়া এবং যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করার জন্য ব্যয় হওয়া উচিত। আবূ বকর এবং উমর (রা)-এর সময় এই দুই অংশ এভাবেই ব্যয় হতো।

٤١٤٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوْبٌ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُو اِسْحٰقَ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِى عَائِشَةَ قَالَ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ قَالَ قُلْتُ كَمْ كَانَ لِلنَّبِىِّ ﷺ مِنَ الْخُمُسِ قَالَ خُمُسُ الْخُمُسِ *

৪১৪৫. আমর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হারিস (র) - - - - মূসা ইব্‌ন আবূ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন জায্‌যারকে : وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ এ আয়াতে নবী ﷺ -এর জন্য খুমুসে কত অংশ ছিল, জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : খুমুসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অংশ ছিল পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

٤١٤٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوْبٌ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُو اِسْحٰقَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ سُئِلَ الشَّعْبِىُّ عَنْ سَهْمِ النَّبِىِّ ﷺ وَصَفِيِّهِ فَقَالَ اَمَّا سَهْمُ النَّبِىِّ ﷺ فَكَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَّا سَهْمُ الصَّفِىِّ فَغُرَّةٌ تُخْتَارُ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ شَاءَ *

৪১৪৬. আমর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হারিস (র) - - - - মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শা'বী (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অংশ এবং তাঁর সফী[1] সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : নবী ﷺ -এর অংশ তো ছিল একজন মুসলমান-এর অংশের সমান। আর 'সফী'র অংশ হিসেবে তাঁর যা ইচ্ছা তা নেয়ার ইখতিয়ার ছিল।

٤١٤٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوْبٌ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُو اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الشِّخِّيْرِ قَالَ بَيْنَا اَنَا مَعَ مُطَرِّفٍ بِالْمِرْبَدِ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مَعَهُ قِطْعَةُ اَدَمٍ قَالَ كَتَبَ لِى هٰذِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهَلْ اَحَدٌ مِنْكُمْ يَقْرَأُ قَالَ قُلْتُ اَنَا اَقْرَأُ فَاِذَا فِيْهَا مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ ﷺ لِبَنِى زُهَيْرِ بْنِ اُقَيْشٍ اَنَّهُمْ اِنْ شَهِدُوا اَنْ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفَارَقُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَاَقَرُّوا بِالْخُمُسِ فِى غَنَائِمِهِمْ وَسَهْمِ النَّبِىِّ ﷺ وَصَفِيِّهِ فَاِنَّهُمْ اٰمِنُوْنَ بِاَمَانِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ *

৪১৪৭. আমর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - ইয়াযীদ ইব্‌ন শিখ্‌খীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিরবাদ নামক স্থানে মুতাররিফের সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি চামড়ার এক টুকরা নিয়ে উপস্থিত হলো এবং বললেন : এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে লিখে দিয়েছেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ পড়তে পারে? আমি বললাম : হ্যাঁ, আমি পড়তে পারবো। তাতে লেখা ছিল : "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্-এর পক্ষ হতে বনী যুহায়র ইব্‌ন উকায়শ এর প্রতি, তাদের জানা উচিত যদি তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্

১. মালে গনীমত বণ্টনের আগে নিজের জন্য ইমাম যা বেছে নেন, তাকে সফী বলে।

নেই, আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তারা মুশরিক হতে পৃথক হয়ে যায়, আর তারা একথা স্বীকার করে যে, গনীমতের পঞ্চমাংশ নবীর অংশ এবং সফীও তাঁর, তবে তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রদত্ত নিরাপত্তায় থাকবে।"

٤١٤٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اَنْبَأَنَا مَحْبُوْبٌ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُو اِسْحٰقَ عَنْ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ الْخُمُسُ الَّذِى لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ كَانَ لِلنَّبِىِّ ﷺ وَقَرَابَتِهِ لَايَأْكُلُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا فَكَانَ لِلنَّبِىِّ ﷺ خُمُسُ الْخُمُسِ وَلِذِى قَرَابَتِهِ خُمُسَ الْخُمُسِ وَلِلْيَتَامَى مِثْلُ ذٰلِكَ وَلِلْمَسَاكِيْنِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَلاِبْنِ السَّبِيْلِ مِثْلُ ذٰلِكَ *

قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اللّٰهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلّٰهِ ابْتِدَاءُ كَلَامٍ لِاَنَّ الاَشْيَاءَ كُلَّهَا لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَعَلَّهُ اِنَّمَا اسْتَفْتَحَ الْكَلَامَ فِى الْفَىْءِ وَالْخُمُسِ بِذِكْرِ نَفْسِهِ لِاَنَّهَا اَشْرَفُ الْكَسْبِ وَلَمْ يَنْسُبِ الصَّدَقَةَ اِلَى نَفْسِهِ عَزَّ وَجَلَّ لِاَنَّهَا اَوْ سَاخُ النَّاسِ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ وَقَدْ قِيلَ يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ شَىْءٌ فَيُجْعَلُ فِى الْكَعْبَةِ وَهُوَ السَّهْمُ الَّذِى لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَسَهْمُ النَّبِىِّ ﷺ اِلَى الْاِمَامِ يَشْتَرِى الْكُرَاعَ مِنْهُ وَالسِّلَاحَ وَيُعْطِى مِنْهُ مَنْ رَأَى مِمَّنْ رَأَى فِيْهِ غَنَاءً وَمَنْفَعَةً لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ وَمِنْ اَهْلِ الْحَدِيْثِ وَالْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَالْقُرْاٰنِ وَسَهْمٌ لِذِى الْقُرْبٰى وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ بَيْنَهُمْ الْغَنِىُّ مِنْهُمْ وَالْفَقِيْرُ وَقَدْ قِيْلَ اِنَّهُ لِلْفَقِيْرِ مِنْهُمْ دُوْنَ الْغَنِىِّ كَالْيَتَامٰى وَابْنِ السَّبِيْلِ وَهُوَ اَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ عِنْدِى وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ وَالصَّغِيْرُ وَالْكَبِيْرُ وَالذَّكَرُ وَالْاُنْثٰى سَوَاءٌ لِاَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ ذٰلِكَ لَهُمْ وَقَسَّمَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِمْ وَلَيْسَ فِى الْحَدِيْثِ اَنَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا خِلَافَ نَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِى رَجُلٍ لَوْ اَوْصَى بِثُلُثِهِ لِبَنِى فُلَانٍ اَنَّهُ بَيْنَهُمْ وَاَنَّ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى فِيْهِ سَوَاءٌ اِذَا كَانُوْا يُحْصَوْنَ فَكَذَا كُلُّ شَىْءٍ صُيِّرَ لِبَنِى فُلَانٍ اَنَّهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ اِلَّا اَنْ يُبَيِّنَ ذٰلِكَ الْاٰمِرُ بِهِ وَاللّٰهُ وَلِىُّ التَّوْفِيْقِ وَسَهْمٌ لِلْيَتَامٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَسَهْمٌ لِابْنِ السَّبِيْلِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا يُعْطَى اَحَدٌ مِنْهُمْ سَهْمَ مِسْكِيْنٍ وَسَهْمَ ابْنِ السَّبِيْلِ وَقِيْلَ لَهُ خُذْ اَيَّهُمَا شِئْتَ وَالْاَرْبَعَةُ اَخْمَاسٍ يَقْسِمُهَا الْاِمَامُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْبَالِغِيْنَ *

৪১৪৮. আমর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হারিস (র) - - - - মুজাহিদ (রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআন মজীদে যে বলা হয়েছে। খুমুস বা পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের জন্য, তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর নিকটাত্মীয়দের জন্য, কারণ তাঁদের জন্য সদকা গ্রহণ করা বৈধ ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ গ্রহণ করতেন আর তাঁর আত্মীয়দের জন্য ছিল পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ। আর ইয়াতীমদের জন্যও ছিল অনুরূপ। আর মুসাফিরদের জন্য অনুরূপ এবং নিকট আত্মীয়দের জন্য অনুরূপ অংশ ছিল।

আবূ আবদুর রহমান (ইমাম নাসাঈ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যে নিজের নাম নিয়ে শুরু করে فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَ বলেছেন : এটা বাক্যের সূচনাবিশেষ। কারণ সমুদয় বস্তু আল্লাহ্‌রই। এবং 'ফায়' ও 'খুমুস'-এর ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে নিজের নাম নিয়ে শুরু করেছেন। এর কারণ এই যে, এ দু'টো উত্তম অর্জন। আর সাদকার ক্ষেত্রে নিজের নাম নিয়ে আরম্ভ করেন নি। বরং বলেছেন : اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الاية অর্থাৎ সাদকা ফকীরদের জন্য ....। কারণ সাদকা মানুষের ময়লা-স্বরূপ। কেউ কেউ বলেছেন : গনীমতের মালের কিছু অংশ নিয়ে কা'বার মধ্যে রেখে দেওয়া হবে আর সেটাই আল্লাহ্‌র অংশ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অংশ ইমাম বা শাসক পাবেন। তিনি তা দিয়ে ঘোড়া, অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করবেন, যাকে দেওয়া ভাল মনে করবেন, দেবেন, যাকে দিলে মুসলিম সাধারণের উপকার ও কল্যাণ হয় তাকে এবং মুহাদ্দিস, ফুকাহা ও কুরআনচর্চাকারীদেরকে দেবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আত্মীয়দের অংশ বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব পাবেন; চাই তাঁরা ধনী হন বা দরিদ্র। কেউ কেউ বলেন : তাঁদের মধ্যে যাঁরা দরিদ্র কেবল তাঁরাই পাবেন, ধনীরা পাবেন না। যেমন ইয়াতীম ও মুসাফিরদের মধ্যে যারা দরিদ্র, তারাই পাবে।

এ মতই আমার কাছে অধিক সঠিক বলে মনে হয়। কিন্তু পাওয়ার ক্ষেত্রে ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাই সমান। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এই সম্পদ তাদের দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের মধ্যে বণ্টন করেছেন। আর হাদীসে উল্লেখ নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাউকে বেশি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কাউকে কম।

এই মাসআলায় ইমামগণের কোন মতভেদ আছে বলে আমাদের জানা নেই যে,যদি কেউ কারো সন্তানদের জন্য নিজের এক-তৃতীয়াংশ মাল প্রদানের ওসীয়ত করে, তাহলে সকল সন্তানই সমান হারে পাবে; চাই তারা ছেলে হোক বা মেয়ে– যদি তাদের পরিসংখ্যান জানা থাকে। এমনিভাবে যদি কোন জিনিস কারো সন্তানদের দেওয়ার জন্য বলা হয়, তাহলে ঐ জিনিস সকল সন্তানই সমান হারে পাবে। অবশ্য যে ব্যক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেয়, সে যদি পরিস্কার বলে দেয় যে, অমুক এতটুকু পাবে, আর অমুক এতটুকু, তাহলে তার কথানুযায়ী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। আর এক অংশ মুসলমান ইয়াতীমগণ পাবে। এক অংশ মুসলমান মিসকীনগণ এবং এক অংশ মুসাফিরগণ পাবে। আর কাউকে মিসকীনের অংশ ও মুসাফিরের অংশ–এই দুই অংশ একত্রে দেওয়া হবে না; বরং তাকে বলা হবে তুমি হয় মিসকীনের অংশ গ্রহণ কর অথবা মুসাফিরের অংশ গ্রহণ কর। গনীমতের মালের অবশিষ্ট চারভাগ ইমাম ঐ মুসলমানদের দেবেন, যারা বালেগ এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

٤١٤٩. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ اِبْرَاهِيمَ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ جَاءَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ اِلَى عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا فَقَالَ النَّاسُ افْصِلْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عُمَرُ لاَ اَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَدْ

عَلِمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَنُوْرَثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ قَالَ فَقَالَ الزُّهْرِىُّ وَلِيَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَخَذَ مِنْهَا قُوْتَ اَهْلِهِ وَجَعَلَ سَائِرَهُ سَبِيْلَهُ سَبِيْلَ الْمَالِ ثُمَّ وَلِيَهَا اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ ثُمَّ وُلِّيْتُهَا بَعْدَ اَبِى بَكْرٍ فَصَنَعْتُ فِيْهَا الَّذِى كَانَ يَصْنَعُ ثُمَّ اَتَيَانِى فَسَأَلاَنِى اَنْ اَدْفَعَهَا اِلَيْهِمَا عَلَى اَنْ يَلِيَاهَا بِالَّذِى وَلِيَهَا بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِى وَلِيَهَابِهِ اَبُوْ بَكْرٍ وَالَّذِى وُلِّيْتُهَابِهِ فَدَفَعْتُهَا اِلَيْهِمَا وَاَخَذْتُ عَلَى ذٰلِكَ عُهُوْدَهُمَا ثُمَّ اَتَيَانِى يَقُوْلُ هٰذَا اقْسِمْ لِى بِنَصِيْبِى مِنَ ابْنِ اَخِى وَيَقُوْلُ هٰذَا اقْسِمْ لِى بِنَصِيْبِى مِنَ امْرَأَتِى وَاِنْ شَاءَ اَنْ اَدْفَعَهَا اِلَيْهِمَا عَلَى اَنْ يَلِيَاهَا بِالَّذِى وَلِيَهَابِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ وَلِيَهَا بِهِ اَبُوْ بَكْرٍ وَالَّذِى وُلِّيْتُهَابِهِ دَفَعْتُهَا اِلَيْهِمَا وَاِنْ اَبَيَا كُفِيَا ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ هٰذَا لِهٰؤُلاَءِ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللّٰهِ هٰذِهِ لِهٰؤُلاَءِ وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ قَالَ الزُّهْرِىُّ هٰذِهِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاصَّةً قُرًى عَرَبِيَّةً فَدَكُ كَذَا وَكَذَا فَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالَّذِيْنَ جَاؤُا مِنْ بَعْدِهِمْ فَاسْتَوْعَبَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ النَّاسَ فَلَمْ يَبْقَ اَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ لَهُ فِى هٰذَا الْمَالِ حَقٌّ اَوْ قَالَ حَظٌّ اِلاَّ بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُوْنَ مِنْ اَرِقَّائِكُمْ وَلَئِنْ عِشْتُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقُّهُ اَوْ قَالَ حَظُّهُ *

৪১৪৯. আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - মালিক ইব্ন আউস ইব্ন হাদাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আব্বাস এবং আলী (রা) বিবদমান অবস্থায় উমর (রা)-এর কাছে আসেন। এরপর আব্বাস (রা) বলেন : আমার এবং এর মধ্যে ফয়সালা করে দিন। লোকেরাও বললেন : এদের মধ্যে বণ্টন করে দিন। তখন উমর (রা) বললেন : আমি তাদের মধ্যে বণ্টন করবো না। তারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ আমাদের ওয়ারিস হয় না। আমরা যা রেখে যাই, তা সাদকা। রাবী বলেন : এরপর যুহরী বলেন : যে, উমর (রা বললেন,) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে সম্পদের মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তিনি তা হতে তার পরিবারের খরচ পরিমাণমত গ্রহণ করতেন এবং অবশিষ্ট যা থাকতো তা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করতেন। তাঁর পরে এই মালের মুতাওয়াল্লী ছিলেন আবূ বকর (রা)। আবূ বকরের পর আমি এর মুতাওয়াল্লী হয়েছি। আমিও ঐরূপই করেছি, যেরূপ তিনি করতেন। এখন এঁরা দু'জন আমার নিকট এসে এই মাল তাঁদেরকে দেয়ার জন্য বললেন, যেন তাঁরা এর মুতাওয়াল্লী হতে পারেন, যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবূ বকর (রা) মুতাওয়াল্লী ছিলেন এবং আমি এর

মুতাওয়াল্লী হয়েছি। সুতরাং তখন আমি ঐ মাল তাদেরকে দিয়ে দিলাম এবং তাদের হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম। পরে তারা উভয়ে আবার আসলেন। একজন বললেন : আমার ভাতিজার থেকে আমার অংশ ভাগ করে দিন। অপরজন বললেন, আমার স্ত্রীর পক্ষ হতে আমার প্রাপ্য অংশ আমাকে ভাগ করে দিন। তিনি বললেন : যদি তাঁরা সম্মত হন তাহলে আমি এই মাল তাদেরকে দিয়ে দেব এই শর্তে যে, তারা মালের ব্যাপারে ঐরূপ কাজ করবেন, যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করতেন এবং তাঁর পরে আবূ বকর (রা) করতেন এবং তাঁর পরে আমি করেছি। যদি তাঁরা দু'জন এতে সম্মত না হন তাহলে তাঁরা যেন তাদের ঘরে বসে থাকেন, আর মাল আমি আমার তত্ত্বাবধানে রাখবো। এরপর উমর (রা) বললেন : মালের গনীমত সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : জেনে রাখ, যুদ্ধে যা তোমার লাভ কর, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ তা'আলার, রাসূলের এবং নিকটাত্মীয়দের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের ও মুসাফিরদের। আল্লাহ্ আরো বলেন : আর সাদকা ফকীর, মিসকীন, তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের এবং যাদের হৃদয় আকৃষ্ট করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্ত ও আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। যে মাল আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে দান করেছেন। তোমরা তাতে নিজেদের ঘোড়া বা উট হাঁকাও নি। যুহ্‌রী (র) বলেন : এই মাল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট, আর তা হলো, কয়েকটি আরব গ্রাম, তথা ফিদক এবং অন্যান্য। এই মালের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : জনপদবাসীদের থেকে যে মাল আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে দান করলেন, তা আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফিরদের। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন : এ সম্পদ ঐ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন : এই মালে ঐ সকল লোকের হক রয়েছে। যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে এসে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে। আর ঐ সকল লোকেরও হক রয়েছে, যারা এদের পরে এসেছে। এই আয়াতে প্রত্যেক মুসলমান শামিল রয়েছে, কোন মুসলমানই অবশিষ্ট নেই যার এ মালে হক নেই। তবে তোমাদের মাঝে কিছু দাস-দাসী রয়েছে, যাদের এ মালে হক নেই। এরপর উমর (রা) বলেন : যদি আমি জীবিত থাকি, তবে ইন্‌শা আল্লাহ্ প্রত্যেক মুসলমানের কাছে তার হক পৌছে যাবে।

كِتَابُ الْبَيْعَةِ

অধ্যায় : বায়'আত

بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

পরিচ্ছেদ : আদেশ পালন এবং অনুগত থাকার শপথ

٤١٥٠. أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّسَائِيُّ مِنْ لَفْظِهِ قَالَ أَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُوْمَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ ٭

৪১৫০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট শপথ করলাম, তাঁর কথা শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করার উপর প্রত্যেক অনুকূল এবং প্রতিকূল অবস্থায় এবং সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায়। আর ক্ষমতার ব্যাপারে যথোপযুক্ত লোকের সংগে বিরোধে লিপ্ত হবো না। আর যেখানেই থাকি না কেন, আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো এবং আমরা কোন নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করবো না।

٤١٥١. أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَذَكَرَ مِثْلَهُ ٭

৪১৫১. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) ---- উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে আনুগত্যের শপথ করলাম প্রত্যেক অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থায়। অতঃপর পূর্বের অনুরূপ।

بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ

পরিচ্ছেদ : উপযুক্ত শাসকের বিরোধিতা না করার শপথ

٤١٥٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ

حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ عُبَادَةَ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَاَنْ لاَنُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ وَاَنْ نَقُوْلَ اَوْ نَقُوْمَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَنَخَافُ لَوْمَةَ لاَئِمٍ *

৪১৫২. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট শপথ গ্রহণ করলাম অনুকূল-প্রতিকূল সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় অনুগত থাকার, উপযুক্ত নেতার বিরোধিতা না কারার এবং এই বিষয়ের উপর যে, আমরা যেখানেই থাকি না কেন সত্য বলব কিংবা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো। আর আমরা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করবো না।

بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَقِّ

পরিচ্ছেদ : সত্য কথা বলার উপর বায়'আত

٤١٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَاَنْ لاَنُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ وَاَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا *

৪১৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বায়'আত করলাম অনুকূল-প্রতিকূল এবং সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আনুগত্য প্রদর্শনের আর যিনি আমাদের মধ্যে শাসক নিযুক্ত হবেন তার সাথে বিরোধ না করার এবং আমরা যেখানেই থাকি না কেন, সদা সত্য কথা বলার।

اَلْبَيْعَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَدْلِ

ন্যায়ানুগ কথা বলার বায়'আত

٤١٥٤. اَخْبَرَنِى هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيْدِ اَنَّ اَبَاهُ الْوَلِيْدَ حَدَّثَهُ عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكَارِهِنَا وَعَلَى اَنْ لاَنُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ وَعَلَى اَنْ نَقُوْلَ بِالْعَدْلِ اَيْنَ كُنَّا لاَنَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ *

৪১৫৪. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অনুকূল-প্রতিকূল এবং সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় শ্রবণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের বায়'আত করলাম, আর একথার যে, আমরা আমাদের শাসকের সাথে বিরোধ করবো না, এবং আমরা যেখানেই থাকি না কেন, ন্যায়ানুগ কথা বলবো। আর আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভয় করবো না।

اَلْبَيْعَةُ عَلَى الْاَثْرَةِ

অন্যদের প্রাধান্য দেয়া হলে তাতে ধৈর্যধারণের বায়'আত

٤١٥٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّهُمَا سَمِعَا عُبَادَةَ بْنَ الْوَلِيْدِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَمَّا سَيَّارٌ فَقَالَ عَنْ اَبِيْهِ وَاَمَّا يَحْيَى فَقَالَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَاَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَاَنْ لاَنُنَازِعَ الاَمْرَ اَهْلَهُ وَاَنْ نَقُوْمَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كَانَ لاَنَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ قَالَ شُعْبَةُ سَيَّارٌ لَمْ يَذْكُرْ هٰذَا الْحَرْفَ حَيْثُمَا كَانَ وَذَكَرَهُ يَحْيَى قَالَ شُعْبَةُ اِنْ كُنْتُ زِدْتُ فِيْهِ شَيْئًا فَهُوَ عَنْ سَيَّارٍ اَوْعَنْ يَحْيَى *

৪১৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন ওলীদ (র) - - - - উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বায়আত করলাম অনুকূল-প্রতিকূল এবং দুঃখ-সুখ সর্বাবস্থায় এবং আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দানের ক্ষেত্রে শ্রবণ ও আনুগত্য বজায় রাখার, উপযুক্ত শাসকের সংগে বিরোধে লিপ্ত না হওয়ার আর এ বিষয়ের যে, আমরা যেখানেই থাকি না কেন, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকব এবং আমরা আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভয় করবো না।

٤١٥٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَعُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَاَثَرَةٍ عَلَيْكَ *

৪১৫৬. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শাসকের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা তোমার উপর অত্যাবশ্যক, তোমার সুখে-দুঃখে এবং অনুকূল-প্রতিকূল সর্বাবস্থায় তোমার উপর কাউকে প্রাধান্য দিলেও।

اَلْبَيْعَةُ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

প্রত্যেক মুসলমানের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার উপর বায়'আত

٤١٥٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ *

৪১৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট প্রত্যেক মুসলমানের শুভ কামনার বায়'আত গ্রহণ করি।

٤١٥٨. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ جَرِيْرٌ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاَنْ اَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ *

৪১৫৮. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - জারীর (রা) বলেছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তাঁর কথা মান্য করার এবং তাঁর আনুগত্য করার এবং প্রত্যেক মুসলমানের শুভাকাঙ্ক্ষী থাকার উপর বায়'আত গ্রহণ করি।

اَلْبَيْعَةُ عَلَى اَنْ لاَّ نَفِرَّ

যুদ্ধ হতে পলায়ন না করার উপর বায়'আত

٤١٥٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ لَمْ نُبَايِعْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمَوْتِ اِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى اَنْ لاَّ نَفِرَّ *

৪১৫৯. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট মৃত্যুর উপর বায়'আত গ্রহণ করিনি, বরং আমরা যুদ্ধ হতে পলায়ন না করার উপর বায়'আত গ্রহণ করেছি।

اَلْبَيْعَةُ عَلَى الْمَوْتِ

মৃত্যুর উপর বায়'আত

٤١٦٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَلَى اَىِّ شَىْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ *

৪১৬০. কুতায়বা (র) - - - - ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ উবায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা হুদায়বিয়ার দিনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কোন্ কথার উপর বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন ? তিনি বলেন : মৃত্যুর উপর।

اَلْبَيْعَةُ عَلَى الْجِهَادِ

জিহাদ করার উপর বায়'আত

٤١٦١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اُمَيَّةَ بْنِ اَخِىْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ يَعْلَى بْنَ اُمَيَّةَ قَالَ جِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِاَبِىْ اُمَيَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْ اَبِى عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ وَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ *

৪১৬১. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ (র) ---- ইয়ালা ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন আমি আমার পিতা উমাইয়াকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলাম এবং বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা থেকে হিজরত করার উপর বায়'আত গ্রহণ করুন। তিনি বললেন : আমি তার থেকে জিহাদ করার বায়'আত নেব। কারণ হিজরত শেষ হয়ে গেছে।

٤١٦٢. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىُّ اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ اَصْحَابِهِ تُبَايِعُوْنِىْ عَلَى اَنْ لاَتُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَتَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوْنِىْ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفَى فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَاِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ خَالَفَهُ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ *

৪১৬২. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ (র) ---- উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবা বেষ্টিত অবস্থায় বললেন : তোমরা আমার নিকট এ কথার উপর বায়'আত কর যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, স্বীয় সন্তানদের হত্যা করবে না। আর তোমরা কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং ন্যায় কাজে আমার অবাধ্যতা প্রকাশ করবে না; যে ব্যক্তি এরূপ বায়'আত পূর্ণ করবে, তার সওয়াব আল্লাহ্‌র যিম্মায়, আর যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে কোন অপরাধ করবে, তারপর শাস্তি ভোগ করবে, তা তার জন্য কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে। আর কেউ যদি কোন অপরাধ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তা ঢেকে রাখেন, তার ব্যাপার আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। যদি তিনি ইচ্ছে করেন, তবে তাকে ক্ষমাও করতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন।

٤١٦٣. اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ تُبَايِعُوْنِىْ عَلَى مَابَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ اَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلاَتَعْصُوْنِىْ فِىْ مَعْرُوْفٍ قُلْنَا بَلَى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَنْ اَصَابَ بَعْدَ

ذٰلِكَ شَيْئًا فَنَالَتْهُ عُقُوْبَةٌ فَهُوَ كَفَّارَةٌ وَمَنْ لَمْ تَنَلْهُ عُقُوْبَةٌ فَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَاِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ *

৪১৬৩. আহমদ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তোমরা কি আমার নিকট এ কথার উপর বায়'আত গ্রহণ করবে না, যে কথার উপর নারীরা বায়'আত গ্রহণ করেছে ? অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, স্বীয় সন্তানদের হত্যা করবে না, আর কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেবে না, এবং ন্যায় কাজে আমার অবাধ্যতা করবে না। আমরা বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেন নয়, অবশ্যই বায়'আত করবো। এরপর আমরা উপরোক্ত বিষয়ে তাঁর হাতে বায়'আত করলাম। তিনি বললেন : এখন যে ব্যক্তি ঐ সকল পাপ হতে কোনটি করবে এবং পৃথিবীতে এর জন্য শাস্তি ভোগ করবে, সে শাস্তি তার গুনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যে শাস্তি পাবে না, তার ব্যাপার আল্লাহর ইচ্ছাধীন, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন এবং ক্ষমাও করতে পারেন।

اَلْبَيْعَةُ عَلَى الْهِجْرَةِ

হিজরতের উপর বায়'আত

٤١٦٤. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ جِئْتُ اُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَقَدْ تَرَكْتُ اَبَوَىَّ يَبْكِيَانِ قَالَ اَرْجِعْ اِلَيْهِمَا فَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا *

৪১৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব আরাবী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে,এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট হিজরতের উপর বায়'আত গ্রহণ করছি আর আমি আমার মাতাপিতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি বললেন : তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে হাসাও যেমন তুমি তাদেরকে কাঁদিয়েছ।

شَاْنُ الْهِجْرَةِ

হিজরতের গুরুত্ব

٤١٦٥. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنَّ شَاْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُؤَدِّى صَدَقَتَهَاقَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا *

৪১৬৫. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : হিজরত বড় কঠিন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আচ্ছা, তোমার কি উট আছে ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তুমি কি তার যাকাত আদায় কর ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি

বললেন : যাও তুমি সাগরের ওপারে থেকে কাজ করতে থাক। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তোমার কোন কাজ বৃথা যেতে দেবেন না।

هِجْرَةُ الْبَادِىْ

বেদুঈনের হিজরত

٤١٦٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِث عَنْ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَهِجْرَةُ الْبَادِى فَاَمَّا الْبَادِى فَيُجِيْبُ اِذَا دُعِىَ وَيُطِيْعُ اِذَا أُمِرَ وَاَمَّا الْحَاضِرُ فَهُوَ اَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً وَاَعْظَمُهُمَا اَجْرًا *

৪১৬৬. আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হাকাম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কোন্ হিজরত সর্বোত্তম ? তিনি বললেন : তোমার ঐ বস্তু ত্যাগ করা, যা আল্লাহ্‌র নিকট অপছন্দনীয়। তিনি আরও বললেন : হিজরত দুই প্রকার : এক, নগরবাসীর হিজরত; দ্বিতীয়, বেদুঈনের হিজরত। যখন তাকে প্রয়োজনবশত ডাকা হয়, তখন সে চলে আসবে; আর কোন আদেশ দিলে তা পালন করবে, নগরবাসীর উপর বিপদ অনেক এবং সর্বাধিক সওয়াব তারই।

تَفْسِيْرُ الْهِجْرَةِ

হিজরতের ব্যাখ্যা

٤١٦٧. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لاَنَّهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ مِنَ الْاَنْصَارِ مُهَاجِرُوْنَ لاَنَّ الْمَدِيْنَةَ كَانَتْ دَارَ شِرْكٍ فَجَاؤُا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ *

৪১৬৭. হুসায়ন ইব্ন মানসূর (র) - - - - জাবির ইব্ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর এবং উমর (রা)-ও মুহাজির ছিলেন। কেননা তাঁরা মুশরিকদেরকে পরিত্যাগ করেছিলেন। আর কোন কোন আনসারও মুহাজির ছিলেন, কেননা মদীনা ছিল মুশরিকদের আবাসস্থল, পরে তাঁরা আকাবার রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হন।

اَلْحَثُّ عَلَى الْهِجْرَةِ

হিজরতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

٤١٦٨. اَخْبَرَنِى هَرُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ عِيْسَى بْنِ سُمَيْعٍ

قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَنَّ أَبَا فَاطِمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ حَدِّثْنِي بِعَمَلٍ أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْكَ بِالْهِجْرَةِ فَإِنَّهُ لاَمِثْلَ لَهَا ٭

৪১৬৮. হারূন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন বিলাল - - - - আবূ ফাতিমা (রা) থেকে। তিনি বলেন : আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যা আমি সদা সর্বদা করতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তুমি হিজরত করাকে অবধারিত করে নাও। কেননা কোন কাজই এর মত নেই।

ذِكْرُ الاِخْتِلاَفِ فِي اِنْقِطَاعِ الْهِجْرَةِ

হিজরত শেষ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য

٤١٦٩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِأَبِي يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ وَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ ٭

৪১৬৯. আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব (র)- - - - ইয়ালা (রা) বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এনে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার পিতা হতে হিজরতের বায়'আত গ্রহণ করুন। তিনি বললেন : আমি তার থেকে জিহাদের উপর বায়'আত গ্রহণ করবো। কেননা হিজরত শেষ হয়ে গেছে।

٤١٧٠. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْجَنَّةَ لاَيَدْخُلُهَا إِلاَّ مُهَاجِرٌ قَالَ لاَهِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ٭

৪১৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! লোকেরা বলে, বেহেশতে শুধু ঐ সকল লোক প্রবেশ করবে, যারা হিজরত করেছে। তিনি বললেন : মক্কা বিজিত হওয়ার সাথে সাথে হিজরত শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু জিহাদ ও বিশুদ্ধ নিয়্যত এখনও অবশিষ্ট আছে। অতএব তোমাদেরকে যখন জিহাদের জন্য বের হতে বলা হবে, তখন তোমরা জিহাদের জন্য বের হবে।

٤١٧١. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ لاَهِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ٭

৪১৭১. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেন : এখন আর হিজরত নেই। কিন্তু জিহাদ এবং বিশুদ্ধ নিয়্যত এখনও অবশিষ্ট আছে। অতএব যখন তোমাদেরকে যুদ্ধের জন্য ডাকা হবে, তখন তোমরা বের হবে।

٤١٧٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِيءٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دُجَاجَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ لاَهِجْرَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ‎•

৪১৭২. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - নু'আয়ম ইব্‌ন দুজাজা (র) থেকে। তিনি বলেন, আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইনতিকালের পর হিজরত অবশিষ্ট নেই।

٤١٧٣. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ وَاقِدٍ السَّعْدِيِّ قَالَ وَفَدْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي وَفْدٍ كُلُّنَا يَطْلُبُ حَاجَةً وَكُنْتُ اٰخِرَهُمْ دُخُوْلاً عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي تَرَكْتُ مَنْ خَلْفِي وَهُمْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ قَالَ لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَاقُوْتِلَ الْكُفَّارُ ‎•

৪১৭৩. ঈসা ইব্‌ন মুসাবির (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াকিদ সা'দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি একটি প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হই এবং আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কোন কোন প্রয়োজন প্রকাশ করতে থাকে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সকলের শেষে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এমনসব লোককে রেখে এসেছি যারা মনে করে, হিজরত শেষ হয়ে গেছে। তিনি বললেন : যতদিন কাফিরদের সাথে জিহাদ জারী থাকবে, ততদিন হিজরত শেষ হবে না।

٤١٧٤. أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الضَّمْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ وَفَدْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ أَصْحَابِي فَقَضَى حَاجَتَهُمْ وَكُنْتُ اٰخِرَهُمْ دُخُوْلاً فَقَالَ حَاجَتُكَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَاقُوْتِلَ الْكُفَّارُ ‎•

৪১৭৪. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দী (রা) বলেন : আমরা প্রতিনিধি হিসাবে রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হই, আমার সাথীরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেন। আমি সকলের শেষে তাঁর নিকট উপস্থিত হই। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমার কী প্রয়োজন? আমি বলি : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হিজরত কখন শেষ হবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : কাফিরদের সাথে যুদ্ধ যতদিন চলতে থাকবে, ততদিন হিজরত শেষ হবে না।

اَلْبَيْعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ

যা পছন্দনীয় এবং যা অপছন্দনীয় সকল বিষয়ের বায়'আত

٤١٧٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اَبِى وَائِلٍ وَالشَّعْبِىِّ قَالاَ قَالَ جَرِيْرٌ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ اُبَايِعُكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيْمَا اَحْبَبْتُ وَفِيْمَا كَرِهْتُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَ تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ يَاجَرِيْرُ اَوَتُطِيْقُ ذٰلِكَ قَالَ قُلْ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ فَبَايَعَنِى وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ *

৪১৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আমার পছন্দনীয় এবং অপছন্দনীয় সকল প্রকার কাজের ব্যাপারে আপনার কথা শ্রবণের এবং আপনার অনুসরণ করার বায়'আত গ্রহণ করছি। তিনি বললেন : হে জারীর! তোমার কি সেই ক্ষমতা আছে কিংবা তুমি কি তা পারবে ? বরং তুমি বল, আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব। তারপর তিনি এরপর আমার নিকট হতে বায়'আত করলেন। আমি আরও বায়'আত গ্রহণ করলাম প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি কল্যাণকামিতার।

اَلْبَيْعَةُ عَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ

মুশরিক হতে পৃথক থাকার বায়'আত

٤١٧٦. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى اِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ *

৪১৭৬. বিশর ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করলাম সালাত আদায় করার, যাকাত প্রদান করার, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শুভ কামনার এবং মুশরিকদের থেকে পৃথক থাকার।

٤١٧٧. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ اَبِى نُخَيْلَةَ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ *

৪১৭৭. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হই। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤١٧٨. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ اَبِى نُخَيْلَةَ

الْبَجَلِّى قَالَ قَالَ جَرِيْرٌ أَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يُبَايِعُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ابْسُطْ يَدَكَ حَتّٰى أُبَايِعَكَ وَاشْتَرِطْ عَلَىَّ فَأَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ أُبَايِعُكَ عَلٰى أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِيْنَ وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِيْنَ *

৪১৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তখন উপস্থিত হই, যখন তিনি বায়'আত গ্রহণ করছিলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, যাতে আমিও আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করতে পারি। আর আপনি যা ইচ্ছা আমার উপর শর্ত করুন এবং এ সম্পর্কে আপনি ভাল জানেন। তিনি বললেন : আমি এই শর্তে তোমার বায়'আত গ্রহণ করছি যে, তুমি এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, মুসলমানদের শুভাকাঙ্ক্ষী থাকবে এবং মুশরিকদের পরিত্যাগ করবে।

٤١٧٩. أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِى إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى رَهْطٍ فَقَالَ أُبَايِعُكُمْ عَلٰى أَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَاتَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوْنِى فِى مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفّٰى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِيْهِ فَهُوَ طَهُوْرُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَذَاكَ إِلَى اللّٰهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ *

৪১৭৯. ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি একদল লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি তোমাদের থেকে এ ব্যাপারে বায়'আত গ্রহণ করছি যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজের সন্তানকে হত্যা করবে না, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেবে না, ভাল কাজে আমার অবাধ্য হবে না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, তার সওয়াব আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এই কার্যাবলীর কোন একটি করে ফেলবে এবং পৃথিবীতে এর শাস্তি ভোগ করবে, তবে তা তার পবিত্রতার উপায় হবে। আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা তার পাপ গোপন রাখেন তবে তা আল্লাহ্‌র মরযী, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন।

بَيْعَةُ النِّسَاءِ

মহিলাদের বায়'আত

٤١٨٠. أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُبَايِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ امْرَأَةً أَسْعَدَتْنِى فِى

الْجَاهِلِيَّةِ فَأَذْهَبُ فَأُسْعِدُهَا ثُمَّ أَجِيْئُكَ فَأُبَايِعُكَ قَالَ اذْهَبِي فَأَسْعِدِيْهَا قَالَتْ فَذَهَبْتُ فَسَاعَدْتُهَا ثُمَّ جِئْتُ فَبَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ‐

৪১৮০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করার ইচ্ছা করি, তখন আমি বলি : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জাহিলী যুগে এক মহিলা মৃত্যুর উপর ক্রন্দনে আমাকে সাহায্য করেছিল। এখন তার সাহায্যেও আমাকে যেতে হয়। আমি সেখানে গিয়ে তাকে সাহায্য করব, তারপর এসে আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করবো। তিনি বললেন : যাও এবং তাকে সাহায্য কর। উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন : আমি গিয়ে সে মহিলাকে সাহায্য করি এবং ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করি।

٤١٨١. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيْعَةَ عَلَى أَنْ لَا نَنُوحَ ‐

৪১৮১. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - -উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের থেকে বায়'আত নেন যে, আমরা যেন কোন মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দনে শরীক না হই।

٤١٨٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نُبَايِعُهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِي وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ قَالَتْ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ‐

৪১৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - উমায়মা বিনতে রুকায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি কয়েকজন আনসারী নারীর সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বায়'আত গ্রহণের জন্য উপস্থিত হই। আমরা আরয করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার নিকট এ কথার উপর বায়'আত করছি যে, আমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করবো না, চুরি করবো না, ব্যভিচার করবো না, আমরা কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেব না, ভাল কাজে আপনার নাফরমানী করবো না। তিনি বললেন : তোমরা এও বল যে, আমাদের দ্বারা যতটুকু সম্ভব। উমায়মা (রা) বলেন, আমরা বললাম : আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল আমাদের প্রতি কত মেহেরবান। আমরা বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আসুন, আমরা আপনার হাতে বায়'আত করবো। তখন রাসূল ﷺ বললেন : আমি স্ত্রীলোকের হাতে হাত মিলাই না। কোন একজন নারীকে আমার বলাটা একশত নারীকে বলার মত।

بَيْعَةُ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ

রুগ্ন ব্যক্তি থেকে বায়'আত

٤١٨٣. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الشَّرِيدِ يُقَالُ لَهُ عَمْرٌو عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْتُكَ *

৪১৮৩. যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যূব (র) - - - - আমর নামক এক ব্যক্তি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, বনূ সকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলে এক ব্যক্তি কুষ্ঠ রোগী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন : তুমি চলে যাও, আমি তোমার বায়'আত গ্রহণ করেছি।

بَيْعَةُ الْغُلاَمِ

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের বায়'আত

٤١٨٤. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يُونُسَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَدَدْتُ يَدِيْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا غُلاَمٌ لِيُبَايِعَنِي فَلَمْ يُبَايِعْنِي *

৪১৮৪. আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাল্লাম (র) - - - - হিরমাস ইবনে যিয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বায়'আত করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দেই, আর আমি ছিলাম তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক। কিন্তু তিনি আমাকে বায়'আত করান নি।

بَيْعَةُ الْمَمَالِيكِ

দাসদের বায়'আত

٤١٨٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ *

৪১৮৫. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একজন দাস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে হিজরতের উপর বায়'আত গ্রহণ করল। নবী ﷺ জানতেন না যে, সে একজন দাস। পরে যখন তার মালিক তাকে নিতে আসলো, তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি একে আমার নিকট বিক্রি কর। এরপর তিনি তাকে দু'টি কালো দাসের বিনিময়ে ক্রয় করেন। তারপর তিনি দাস কিনা তা জিজ্ঞাসা না করে কাউকে বায়'আত করতেন না।

اِسْتِقَالَةُ الْبَيْعَةِ

বায়'আত প্রত্যাহার করা

٤١٨٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْاِسْلَامِ فَاَصَابَ الْاَعْرَابِىَّ وَعَكٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَجَاءَ الْاَعْرَابِىُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَاَبٰى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَاَبٰى فَخَرَجَ الْاَعْرَابِىُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِىْ خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طَيِّبَهَا *

৪১৮৬. কুতায়বা (র) - - - -জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করেন যে, এক বেদুঈন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতে ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করল। পরে সে মদীনায় জ্বরে আক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হল এবং বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি তা করলেন না। কিন্তু সে পুনরায় এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি এবারও তা করলেন না। এরপর সে চলে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : মদীনা কামারের হাপরের মত, যে এর ময়লা দূর করে এবং নিখুঁতটুকু রেখে দেয়।

اَلْمُرْتَدُّ اَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ

হিজরতের পর পুনরায় বেদুঈন জীবনে ফিরে যাওয়া

٤١٨٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَابْنَ الْاَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلٰى عَقِبَيْكَ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا وَبَدَوْتَ قَالَ لَا وَلٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذِنَ لِىْ فِى الْبُدُوِّ *

৪১৮৭. কুতায়বা (র) - - - - সালামা ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হাজ্জাজের নিকট উপস্থিত হলে হাজ্জাজ বলেন : হে ইবনে আকওয়া ! তুমি কি পিছনে ফিরে গেছ ? তিনি আরও কিছু বললেন, যার অর্থ হলো, তুমি মদীনা ছেড়ে মরুপল্লীতে চলে গেছ। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে মরুপল্লীতে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

اَلْبَيْعَةُ فِيْمَا يَسْتَطِيْعُ الْاِنْسَانُ

মানুষের শক্তি অনুযায়ী কাজে বায়'আত করা

٤١٨٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ح وَاَخْبَرَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ فِيْمَا اسْتَطَعْتَ وَقَالَ عَلِىٌّ فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ *

৪১৮৮. কুতায়বা ও আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়'আত করতাম। এরপর তিনি বলতেন : যতটুকু তোমার শক্তিতে কুলায়। অন্য বর্ণনায় আলী (রা) বলেন : তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী।

٤١٨٩. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا حِيْنَ نُبَايِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اَسْتَطَعْتُمْ *

৪১৮৯. হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়'আত করতাম, তখন তিনি আমাদেরকে বলতেন : তোমাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে।

٤١٩٠. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِىْ فِيْمَا اَسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ *

৪১৯০. ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়'আত করলাম। তিনি আমাকে বলে দিলেন— যতটুকু তোমার শক্তি আছে। এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণকামিতার শপথ নিলাম।

٤١٩١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ اُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِيْمَا اَسْتَطَعْتُنَّ وَاَطَقْتُنَّ *

৪১৯১. কুতায়বা (র) - - - - উমায়মা বিন্ত রুকায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা কতিপয় মহিলার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করি। এরপর তিনি আমাদেরকে বলেন : তোমাদের দ্বারা যতটুকু সম্ভব এবং তোমাদের যতটুকু শক্তি আছে।

ذِكْرُ مَاعَلَى مَنْ بَايَعَ الْاِمَامَ وَاَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ

যে ব্যক্তি কোন ইমামের হাতে হাত দিয়ে নিষ্ঠার সাথে বায়'আত করে

٤١٩٢. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ جَالِسٌ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ مُجْتَمِعُوْنَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ اِذْ نَزَلْنَا مَنْزِلاً فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِى

جَفْرَتِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ الصَّلاَةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعْنَا فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهُمْ بَلاَءٌ وَأُمُورٌ يُنْكِرُونَهَا تَجِيءُ فِتَنٌ فَيُدَقِّقُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ فَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ ثُمَّ تَجِيءُ فَيَقُولُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكْهُ مَوْتَتُهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الآخَرِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ *

৪১৯২. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আবদুর রহমান ইবনে আব্দে রাব্বিল কা'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট গেলাম, তখন তিনি কা'বার ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর চতুর্দিকে লোক সমবেত ছিল। তিনি বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনলাম : একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এক সফরে ছিলাম। আমরা এক মনযিলে অবতরণ করলাম। এ সময় আমাদের কেউ তাঁবু খাটাচ্ছিল, কেউ তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতায় ছিল, কেউ পশু চারণে ছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ হতে আহ্বানকারী আহ্বান করল : সালাতের জন্য একত্রিত হও। আমরা সকলে একত্র হলে নবী ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন : আমার পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর দায়িত্ব ছিল, তাঁর উম্মতের জন্য যা ভাল মনে করতেন, তাদেরকে তা শিক্ষা দেওয়া। আর যা তাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করতেন, তা হতে তাদেরকে সতর্ক করা। আর তোমাদের এই উম্মতের প্রথমদিকের লোকদের জন্য নিরাপত্তা রাখা হয়েছে কিন্তু শেষের দিকে যারা আসবে তারা মুসীবত এবং এমন কিছু বিষয়ের সম্মুখীন হবে যা তারা অনিষ্টকর মনে করবে। তাদের উপর উপর্যুপরি ফিতনা আসতে থাকবে, যার পরেরটির কাছে আগেরটি তুচ্ছ মনে হবে। এক ফিতনা আসবে। তখন মু'মিন বলবে : এটিতো আমাকে ধ্বংস করবে। পরে তা দূর হয়ে যাবে। তা দূর হতে না হতে আর এক মুসীবত এসে পড়বে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জাহান্নাম হতে নিস্তার পেতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়, সে যেন আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের উপর বিশ্বাস রেখে মারা যায়। আর সে লোকের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করবে, যেরূপ ব্যবহার সে তাদের নিকট প্রত্যাশা করে। আর যে ইমামের হাতে হাত রেখে বায়'আত করবে, সে যেন নিষ্ঠার সাথে সাধ্যমত তার আনুগত্য করে। পরে যদি কোন ব্যক্তি ঐ ইমামের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হতে চায়, তবে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে। তখন আমি তার নিকটবর্তী হয়ে বললাম : আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

الْحَضُّ عَلَى طَاعَةِ الإِمَامِ

ইমামের আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

٤١٩٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ

حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِي تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا *

৪১৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হুসায়ন (রা) বলেন, আমি আমার দাদীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বিদায় হজ্জের সময় বলতে শুনেছি : যদি তোমাদের উপর কোন হাবশী দাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করেন, তখন তোমরা তার কথা শুনবে; তার আনুগত্য করবে।

اَلتَّرْغِيبُ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ

ইমামের আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান

٤١٩٤. أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي *

৪১৯৪. ইউসুফ ইব্ন সা'ঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করলো; আর যে আমার আনুগত্য করলো না, সে আল্লাহ্রও আনুগত্য করলো না। আর যে আমার নির্বাচিত শাসকের আনুগত্য করলো, সে আমার আনুগত্য করলো; আর যে আমার নির্বাচিত শাসককে অমান্য করলো, সে আমাকে অমান্য করলো।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

উলুল আমরের ব্যাখ্যা

٤١٩٥. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ *

৪১৯৫. হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ আয়াতটি আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা ইব্ন কায়স ইব্ন আদীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।[১] যাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন যুদ্ধের অধিনায়ক করে পাঠিয়েছিলেন।

১. অর্থ : হে মু'মিনগণ ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী (৪: ৫৯)।

اَلتَّشْدِيْدُ فِىْ عِصْيَانِ الْاِمَامِ

ইমামকে অমান্য করার পরিণতি

٤١٩٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيْرٌ عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ عَنْ اَبِى بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَاَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللّٰهِ وَاَطَاعَ الْاِمَامَ وَاَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَاِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَتَهُ اَجْرٌ كُلُّهُ وَاَمَّا مَنْ غَزَا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْاِمَامَ وَاَفْسَدَ فِى الْاَرْضِ فَاِنَّهُ لَايَرْجِعُ بِالْكَفَافِ *

৪১৯৬. আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সা'ঈদ (র) ---- মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : জিহাদ দুই প্রকার : ১. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করে এবং ইমামের আনুগত্য করে আর উত্তম মাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে এবং ফিতনা-ফাসাদ পরিহার করে। তার নিদ্রা ও জাগরণ সবই ইবাদতরূপে গণ্য হয়। ২. আর ঐ ব্যক্তি, যে লোককে দেখানোর জন্য ও প্রসিদ্ধি লাভ করার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে এবং ইমামের অবাধ্য হয়, পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে, সে কিছুই নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে না অর্থাৎ তার কোন সওয়াব হবে না।

ذِكْرُ مَايَجِبُ لِلْاِمَامِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ

ইমামের দায়িত্ব ও প্রাপ্য

٤١٩٧. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَاِنْ اَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَعَدَلَ فَاِنَّ لَهُ بِذٰلِكَ اَجْرًا وَاِنْ اَمَرَ بِغَيْرِهِ فَاِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا *

৪১৯৭. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : ইমাম ঢাল সদৃশ, যার আড়ালে লোক যুদ্ধ করে এবং তার দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করে। যদি ইমাম আল্লাহ্‌র ভয়ের আদেশ করে এবং ইনসাফের সাথে আদেশ করে, তবে এর জন্য তার সওয়াব রয়েছে, আর যদি এর অন্যথা করে, তবে তার উপর এর পরিণতি বর্তাবে।

اَلنَّصِيْحَةُ لِلْاِمَامِ

ইমামের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া

٤١٩٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَاَلْتُ سُهَيْلَ بْنَ اَبِى صَالِحٍ قُلْتُ

حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْكَ قَالَ اَنَا سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِى حَدَّثَ اَبِى حَدَّثَهُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قَالُوْا لِمَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ *

৪১৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - তামীম দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শুভ কামনা করার নামই দীন। লোকগণ জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কার জন্য ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, আর মুসলমানদের নেতাদের এবং মুসলিম সাধারণের জন্য।

٤١٩٩. حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قَالُوْا لِمَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ *

৪১৯৯. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - -তামীম দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শুভ কামনার নামই দীন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কার জন্য ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, আর মুসলমানদের ইমামদের এবং মুসলিম সাধারণের জন্য।

٤٢٠٠. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ اِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ اِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ قَالُوْا لِمَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ *

৪২০০. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : কল্যাণকামিতাই দীন, কল্যাণকামিতাই দীন, দীন হলো কল্যাণকামিতাই। লোকগণ জিজ্ঞাসা করলেন : কার জন্য, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর কিতাবের এবং তাঁর রাসূলের ও মুসলমানের ইমামদের এবং মুসলিম সাধারণের জন্য।

٤٢٠١. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَبِيْرِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ وَعَنْ سُمَىٍّ وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ قَالَ الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قَالُوْا لِمَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ *

৪২০১. আবদুল কুদ্দুস ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল কাবীর ইব্ন শু'আয়ব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কল্যাণকামিতাই দীন। লোকগণ জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কার জন্য ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের ও মুসলমানদের ইমামদের এবং মুসলিম সাধারণের জন্য।

بِطَانَةُ الْاِمَامِ

ইমামের একান্ত পরামর্শদাতা

٤٢٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ يَعْمَرَ قَالَ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ وَالٍ اِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَامُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لاَتَاْلُوْهُ خَبَالاً فَمَنْ وُقِىَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِىَ وَهُوَ مِنَ الَّتِى تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا *

৪২০২. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক ইমামের দু'জন পরামর্শদাতা থাকে। এক. পরামর্শদাতা হলো, যে তাকে নেকী ও উত্তম কাজের আদেশ করে এবং তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর এক পরামর্শদাতা হলো, যে তার কাজে ফাসাদ সৃষ্টিতে ত্রুটি করে না। অতএব, যে ব্যক্তি এর মন্দ থেকে রক্ষা পায়, সে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেল। আর সে এমন দলের একজন হয়ে যায়, যারা মন্দ পরামর্শদাতার উপর জয়যুক্ত হয়।

٤٢٠٣. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَابَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِىٍّ وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيْفَةٍ اِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَامُرُهُ بِالْخَيْرِ وَبِطَانَةٌ تَامُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ *

৪২০৩. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা কোন নবী বা কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করেননি, তার সাথে দুটি পরামর্শদাতা ব্যতীত। এক. পরমর্শদাতা হলো, যে ভাল কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আর এক পরামর্শ দাতা হলো, যা মন্দ কাজের প্রেরণা যোগায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাকে রক্ষা করেন তিনিই রক্ষা পান।

٤٢٠٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى جَعْفَرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ

مَابُعِثَ مِنْ نَبِىٍّ وَلاَ كَانَ بَعْدَهُ مِنْ خَلِيْفَةٍ اِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَامُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لاَتَالُوْهُ خَبَالاً فَمَنْ وُقِىَ بِطَانَةَ السُّوْءِ فَقَدْ وُقِىَ *

৪২০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) ---- আবূ আইয়্যুব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : দুনিয়াতে কোন নবী প্রেরিত হননি আর না তাঁর কোন খলীফা, যাকে দুটি অলক্ষ্য পরামর্শদাতা দেয়া হয়নি। এক. পরামর্শদাতা হলো, যে ভাল কাজের প্রতি নির্দেশ করে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে। আর এক পরামর্শদাতা হলো, যে মন্দ কাজের প্রেরণা দেয়। অতএব যে ব্যক্তি মন্দ পরামর্শদাতা হতে রক্ষা পেল, সেই সকল অনিষ্ট হতে রক্ষা পেল।

وَزِيْرُ الْاِمَامِ
শাসকের মন্ত্রী

٤٢٠٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ اَبِى حُسَيْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّتِى تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَلِىَ مِنْكُمْ عَمَلاً فَاَرَادَ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيْرًا صَالِحًا اِنْ نَسِىَ ذَكَّرَهُ وَاِنْ ذَكَرَ اَعَانَهُ *

৪২০৫. আমর ইব্‌ন উসমান (র) ---- কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা) বলেন, আমি আমার ফুফুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শাসক নিযুক্ত হন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য একজন পুণ্যবান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন, যদি ভুলে যান তবে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন। আর যদি তাঁর স্মরণ থাকে, তবে তাঁকে সাহায্য করেন।

جَزَاءُ مَنْ اَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَاَطَاعَ
যদি কেউ কাউকে কোন অন্যায় কাজ করতে বলে এবং সে তা করে, তার বিনিময়

٤٢٠٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ الْاَيَامِىِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً فَاَوْقَدَ نَارًا فَقَالَ ادْخُلُوْهَا فَاَرَادَ نَاسٌ اَنْ يَدْخُلُوْهَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ اِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِيْنَ اَرَادُوْا اَنْ يَدْخُلُوْهَا لَوْ دَخَلْتُمُوْهَا لَمْ تَزَالُوْا فِيْهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْاٰخَرِيْنَ خَيْرًا وَقَالَ اَبُوْ مُوْسَى فِى حَدِيْثِهِ قَوْلاً حَسَنًا وَقَالَ لاَطَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ *

৪২০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ---- আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সেনাদল প্রেরণ করেন এবং তাদের জন্য এক ব্যক্তিকে অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি আগুন জ্বালিয়ে লোকদেরকে তাতে প্রবেশ করতে বললেন। কেউ কেউ তো তাতে প্রবেশের ইচ্ছা করে; আর অন্যরা বলে :

আমরা তো আগুন থেকেই পালিয়ে এসেছি। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ বিষয়টি অবহিত করলে, তিনি যারা আগুনে প্রবেশ করতে মনস্থ করেছিল তাদেরকে বলেন, যদি তোমরা তাতে প্রবেশ করতে, তবে তোমরা তাতে কিয়ামত পর্যন্ত থাকতে। আর যারা প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেন নি, তিনি তাদের কাজকে উত্তম বলে অভিহিত করলেন। আবূ মূসা (র) তার হাদীসে একটি উত্তম কথা বলেছেন। তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য করা যাবে না; আনুগত্য শুধু ভাল কাজে করতে হবে।

٤٢٠٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ اِلاَّ اَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ *

৪২০৭. কুতায়বা (র) ---- ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মুসলমানেরই শাসকের আদেশ শোনা ও আনুগত্য করা আবশ্যক; সে পছন্দ করুক আর নাই করুক। কিন্তু তিনি যদি গুনাহর কাজের আদেশ করেন, তবে তা শ্রবণ করার এবং মানার প্রয়োজন নেই।

ذِكْرُ الْوَعِيْدِ لِمَنْ اَعَانَ اَمِيْرًا عَلَى الظُّلْمِ

অন্যায় কাজে শাসককে সাহায্য করা

٤٢٠٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ فَقَالَ اِنَّهُ سَتَكُوْنُ بَعْدِىْ اُمَرَاءُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَاَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَىَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّى وَاَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَىَّ الْحَوْضَ *

৪২০৮. আমর ইব্ন আলী (র) ---- কা'ব ইবনে উজরা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন, তখন আমরা ছিলাম নয়জন। তিনি বললেন : দেখ, অচিরেই আমার পর এমন শাসক হবে, যে ব্যক্তি তাদের মিথ্যাকে স্বীকার করবে, আর অন্যায় কাজে তাদের সাহায্য করবে, সে আমার দলভুক্ত নয় এবং আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। কিয়ামতের দিন সে আমার কাছে হাওযে আসবে না, আর যারা এ সকল শাসকের মিথ্যাকে সত্য বলবে না, আর যুলুমেও তাদের সাহায্য করবে না; সে আমার সাথী এবং আমিও তার সাথী; আর এ ব্যক্তি আমার কাছে হাওযে আগমন করবে।

مَنْ لَمْ يُعِنْ اَمِيْرًا عَلَى الظُّلْمِ

যে শাসকের অত্যাচারে সাহায্য করবে না

٤٢٠٩. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ

عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِىِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ خَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ خَمْسَةٌ وَاَرْبَعَةٌ اَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْاٰخَرُ مِنَ الْعَجَمِ فَقَالَ اسْمَعُوْا هَلْ سَمِعْتُمْ اِنَّهُ سَتَكُوْنُ بَعْدِىْ اُمَرَاءُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَاَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ يَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّى وَاَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ *

৪২০৯. হারূন ইব্‌ন ইসহাক (র) ---- কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন। তখন আমরা ছিলাম নয়জন। তার মধ্যে পাঁচ ও চার-এর একটি সংখ্যায় ছিল আরব এবং অপর সংখ্যায় ছিল অনারব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : শোন, তোমরা শুনে থাকবে যে, আমার পরে শাসক হবে, যারা তাদের নিকট গিয়ে তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপাদন করবে, আর অত্যাচারে তাদের সাহায্য করবে, আমি তার নই, আর সেও আমার নয়। সে আমার কাছে হাওযে আসতে পারবে না। আর যারা তাদের নিকট যাবে না, তাদের মিথ্যাকে সত্য প্রতিপাদন করবে না এবং তাদের অত্যাচারে সাহায্য করবে না, সে আমার এবং আমিও তার, আর সে আমার কাছে হাওযে আগমন করবে।

فَضْلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْحَقِّ عِنْدَ اِمَامٍ جَائِرٍ

অত্যাচারী শাসকের সামনে যে সত্য কথা বলে তার ফযীলত

٤٢١٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ اَىُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ *

৪২১০. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)----তারিক ইব্‌ন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলো, আর তখন তিনি তাঁর পদদ্বয় ঘোড়ার পাদানীতে রেখেছিলেন, কোন্ জিহাদ সর্বোত্তম ? তিনি বললেন : অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।

ثَوَابُ مَنْ وَفَّى بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ

বায়'আত পূর্ণকারীর সওয়াব

٤٢١١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فِى مَجْلِسٍ فَقَالَ بَايِعُوْنِى عَلَى اَنْ لاَتُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَتَزْنُوْا وَقَرَاَ عَلَيْهِمُ الْاٰيَةَ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ *

৪২১১. কুতায়বা (র) - - - - উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা এক মজলিসে নবী ﷺ -এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বলেন : তোমরা এই কথার উপর আমার নিকট বায়'আত কর যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, এরপর তিনি পূর্ণ আয়াত পড়ে শোনান। পরে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার বায়'আত পূর্ণ করবে, তার বিনিময় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রয়েছে, আর যে ব্যক্তি ঐ সকলের মধ্যে কোন একটা করবে, তারপর যদি আল্লাহ্ তার এই কাজকে গোপন রাখেন, তবে তা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে, তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন, আর ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন।

مَايُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ

শাসনকাজের লোভ করা অপছন্দনীয়

٤٢١٢. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَإِنَّهَا سَتَكُوْنُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ *

৪২১২. মুহাম্মদ ইব্ন আদম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : অচিরে তোমরা শাসক হওয়ার লোভ করবে। অথচ তার শেষ ফল লজ্জাকর ও অনুতাপের হয়। কেননা তা অতি উত্তম দুগ্ধদায়িনী (অর্থাৎ যখন তা লাভ হয়, তখন তো খুবই উত্তম মনে হয়) আর অতি নিকৃষ্ট ছাড়ানদাত্রী (অর্থাৎ যখন তা চলে যায়, তখন খুবই বেদনাদায়ক হয়)।

كِتَابُ الْعَقِيقَةِ
অধ্যায় : আকীকা

اَلْعَقِيْقَةُ
আকীকা

٤٢١٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ لاَيُحِبُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعُقُوْقَ وَكَاَنَّهُ كَرِهَ الْاِسْمَ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا نَسْاَلُكَ اَحَدُنَا يُوْلَدُ لَهُ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَاَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ دَاوُدُ سَاَلْتُ زَيْدَ بْنَ اَسْلَمَ عَنِ الْمُكَافَاتَانِ قَالَ الشَّاتَانِ الْمُشَبَّهَتَانِ تُذْبَحَانِ جَمِيْعًا *

৪২১৩. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র)- - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে, তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আকীকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা মাতাপিতার অবাধ্যতাকে পছন্দ করেন না, যেন তিনি এই (আকীকা[১]) নামকে অপছন্দ করলেন ঐ ব্যক্তি আরয করলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করছি, কারো সন্তান হলে সন্তানের পক্ষ হতে যা যবেহ করা হয় সেই বিষয়ে। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি স্বীয় সন্তানের পক্ষ হতে যবেহ করতে ইচ্ছে করে, সে যেন ছেলে সন্তানের পক্ষ হতে দু'টি বকরী যবেহ করে একই ধরনের এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ হতে একটি বকরী যবেহ করে। রাবী দাউদ (র) বলেন : আমি যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, এক প্রকার অর্থ কী? তিনি বললেন : দেখতে যেন একই প্রকার হয়, একত্রে যবেহ করা হয়।

٤٢١٤. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ *

৪২১৪. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত হাসান এবং হুসায়নের পক্ষে আকীকা করেন।

---

১. কেননা এরই যমধাতু হতে উৎপন্ন 'উকূক'-এর অর্থ পিতামাতার অবাধ্যতা করা। কিন্তু বহু হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক এ নামের ব্যবহার পাওয়া যায়। কাজেই বলতে হবে, এ অপছন্দ করার বিষয়টি রাবীর ধারণা। খুব সম্ভবত মহানবী (সা) এ স্থলে পিতামাতার অবাধ্যতার কথাটি তুলেছেন প্রসঙ্গক্রমে, যেহেতু উভয় শব্দ একই ধাতু হতে উৎপন্ন এবং বিশেষত এ কারণে যে, 'আকীকা সাধারণত পিতামাতাই দিয়ে থাকে।

اَلْعَقِيْقَةُ عَنِ الْغُلاَمِ

পুত্র সন্তানের আকীকা

٤٢١٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ وَحَبِيْبٌ وَيُوْنُسُ وَقَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى الْغُلاَمِ عَقِيْقَةٌ فَاَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَاَمِيْطُوْا عَنْهُ الْاَذٰى *

৪২১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ---- সালমান ইব্‌ন আমের যাব্বী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে আকীকা আছে। কাজেই তার জন্য যবেহ করবে এবং তার মাথা মুণ্ডন করবে।

٤٢١٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ اُمِّ كُرْزٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَفِى الْجَارِيَةِ شَاةٌ *

৪২১৬. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ---- উম্মে কুরয (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি বকরী যা একই প্রকার হবে এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি বকরী যবেহ করতে হবে।

اَلْعَقِيْقَةُ عَنِ الْجَارِيَةِ

কন্যা সন্তানের আকীকা

٤٢١٧. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيْبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ اُمِّ كُرْزٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ *

৪২১৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'ঈদ (র) ---- উম্মে কুরয (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ছেলে সন্তানের আকীকায় দু'টি বকরী একই রকমের, কন্যা সন্তানের আকীকায় একটি বকরী যবেহ করতে হবে।

كَمْ يُعَقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ

কন্যা সন্তানের পক্ষ হতে কয়টি বকরী কুরবানী করতে হবে

٤٢١٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ اَسْاَلُهُ عَنْ لُحُوْمِ الْهَدْىِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ عَلَى الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ لاَيَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ اَمْ اِنَاثًا *

৪২১৮. কুতায়বা (র) - - - - উম্মে কুরয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কুরবানীর জন্তুর গোশ্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য উপস্থিত হই। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনি : পুত্র সন্তানের পক্ষ হতে আকীকার জন্য দু'টি বকরী, আর কন্যা সন্তানের জন্য একটি বকরী তা নর হোক বা মাদী, যবেহ্ করতে হবে।

٤٢١٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لاَيَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا *

৪২১৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - উম্মে কুরয (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি বকরী যবেহ্ করতে হবে, তা নর হোক বা মাদী।

٤٢٢٠. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ *

৪২২০. আহমদ ইব্ন হাফস ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসান এবং হুসায়নের আকীকায় দু'টি করে বকরী যবেহ করেন।

مَتَى يُعَقُّ

আকীকা কখন করতে হবে

٤٢٢١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى *

৪২২১. আমর ইব্ন আলী ও মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল-আ'লা (র) - - - - সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : প্রত্যেক সন্তান স্বীয় আকীকার সাথে আবদ্ধ। তার পক্ষ হতে তা তার জন্মের সপ্তম দিনে যবেহ্ করতে হবে। সেদিন তার মাথা মুণ্ডন করতে হবে এবং তার নাম রাখতে হবে।

٤٢٢٢. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ سَلِ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَهُ فِي الْعَقِيقَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ *

৪২২২. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - হাবীব ইব্ন শাহীদ (র) বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বললেন, তুমি হাসান (রা)-এর নিকট আকীকার হাদীস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর যে, তিনি তা কার নিকট শুনেছেন? আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : আমি তা সামুরা (রা) থেকে শুনেছি।

كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيْرَةِ

অধ্যায় : ফারা‘ এবং ‘আতীরা

٤٢٢٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ فَرَعَ وَلاَعَتِيْرَةَ *

৪২২৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এখন ফারা‘[1] এবং ‘আতীরা নেই।

٤٢٢٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثْتُ اَبَا اِسْحٰقَ عَنْ مَعْمَرٍ وَسُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَحَدُهُمَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ الْفَرَعِ وَالْعَتِيْرَةِ وَقَالَ الْاٰخَرُ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ *

৪২২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - মা‘মার (র) ও সুফয়ান (র) যুহরী থেকে, তিনি সাঈদ ইব্‌নুল-মুসায়্যিব (র) থেকে এবং তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাদের একজন বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফারা‘ এবং আতীরা করতে নিষেধ করেছেন। অন্যজন বললেন : এখন আর ফারা‘ ও ‘আতীরা[2] নেই।

٤٢٢٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَمْلَةَ قَالَ اَنْبَانَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ وُقُوْفٌ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ عَلَى اَهْلِ بَيْتٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ اَضْحَاةً وَعَتِيْرَةً قَالَ مُعَاذٌ كَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَعْتِرُ اَبْصَرَتْهُ عَيْنِىْ فِىْ رَجَبٍ *

৪২২৫. আমর ইব্‌ন যুরারা (র) - - - - মিখনাফ ইব্‌ন সুলায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা আরাফায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে অবস্থানরত ছিলাম। তখন তিনি বললেন : হে লোক সকল ! প্রতি বছর প্রত্যেক পরিবারে একটি কুরবানী করা ওয়াজিব এবং একটি ‘আতীরা।[3] মু‘আয (রা) বলেন : ইব্‌ন আউন রজবে ‘আতীরা করতেন, আমি স্বচক্ষে তা দেখেছি।

---

১. উষ্ট্রী প্রথমবার যেই বাচ্চা প্রসব করে তা মূর্তির নামে যবেহ করা হতো, একে ফারা‘ বলা হয়।
২. রজব মাসে যে বকরী যবেহ করা হয়। তাকে ‘আতীরা বলা হতো।
৩. প্রথমদিকে ‘আতীরা ওয়াজিব ছিল। পরে তা রহিত হয়ে গেছে। এখন চাইলে কেউ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এরূপ যবেহ করতে পারে কিন্তু করা অপরিহার্য নয়।

٤٢٢٦. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ اَبُوْ عَلِىٍّ الْحَنَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْهِ وَزَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الْفَرَعُ قَالَ حَقٌّ فَاِنْ تَرَكْتَهُ حَتّٰى يَكُوْنَ بَكْرًا فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْتُعْطِيَهُ اَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ فَتُكْفِىءَ اِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْعَتِيْرَةُ قَالَ الْعَتِيْرَةُ حَقٌّ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ عَلِىٍّ الْحَنَفِىُّ هُمْ اَرْبَعَةُ اِخْوَةٍ اَحَدُهُمْ اَبُوْ بَكْرٍ وَبِشْرٌ وَشَرِيْكٌ وَاٰخَرُ *

৪২২৬. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক (র) ---- শু'আয়ব ইব্‌ন মুহাম্মদ এবং যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) বলেন, লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ফারা' কী ? তিনি বললেন : তা যথার্থ। যদি তোমরা ফারা'র জন্তু যবেহ না করে জওয়ান হওয়া পর্যন্ত রেখে দাও, তারপর তাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিয়ে দাও অথবা মিসকীন, বিধবাকে দান কর, তবে সেটাই উত্তম তাকে যবেহ করার চাইতে, যদ্দরুন তার মা এমন কৃশকায় হয়ে পড়বে যে, তার গোশত পশমের সাথে লেগে যাবে আর সেক্ষেত্রে যেন তুমি তার সবটা দুধ তোমার পাত্রে ঢেলে নিলে (অর্থাৎ তার দুধ শুকিয়ে যাবে) এবং তাকে শোকাহত করলে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! 'আতীরার কি হুকুম ? তিনি বললেন : 'আতীরাও যথার্থ।

٤٢٢٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ زُرَارَةَ بْنِ كُرَيْمِ بْنِ الْحرثِ بْنِ عَمْرٍو الْبَاهِلِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يَذْكُرُ اَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ اَنَّهُ لَقِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ فَاَتَيْتُهُ مِنْ اَحَدِ شِقَّيْهِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّى اسْتَغْفِرْلِىْ فَقَالَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ ثُمَّ اَتَيْتُهُ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ اَرْجُوْ اَنْ يَخُصَّنِىْ دُوْنَهُمْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَغْفِرْلِىْ فَقَالَ بِيَدِهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الْعَتَائِرُ وَالْفَرَائِعُ قَالَ مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ فِى الْغَنَمِ اُضْحِيَتُهَا وَقَبَضَ اَصَابِعَهُ اِلاَّ وَاحِدَةً *

৪২২৭. সুওয়াদ ইব্‌ন নাসর (র) ---- হারিস ইব্‌ন আমর (রা) বলেন : তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের সময় সাক্ষাত করেন, তখন তিনি তাঁর আযবা নামক উটনীর উপর সওয়ার ছিলেন। আমি তাঁর একদিকে এসে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন : আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। এরপর আমি বিশেষভাবে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে অন্যদিক দিয়ে তাঁর কাছে এসে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তখন তিনি তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করে বলেছেন : আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে ক্ষমা করুন। তখন উপস্থিত লোকদের এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'আতীরা এবং ফারা'র ব্যাপারে আপনি কি বলেন ? তিনি

বললেন : যার ইচ্ছা 'আতীরা কর, আর যার ইচ্ছা করবে না। আর যার ইচ্ছা ফারা করবে, যার ইচ্ছা করবে না, কিন্তু বকরীর কুরবানী ওয়াজিব। তখন তিনি তাঁর একটি আঙ্গুল ব্যতীত সবগুলো আঙ্গুল গুটিয়ে নেন।

٤٢٢٨. اَخْبَرَنِى هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زُرَارَةَ السَّهْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ جَدِّهِ الْحَارِثِ ابْنِ عَمْرٍو ح وَاَنْبَاَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ زُرَارَةَ السَّهْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّهِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ لَقِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بِاَبِى اَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاُمِّى اَسْتَغْفِرْلِى فَقَالَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ ثُمَّ اسْتَدَرْتُ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৪২২৮. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - হারিস ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হই, তখন আমি বলি : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সকলকে ক্ষমা করুন। তখন তিনি তাঁর আযবা নামক উটনীর উপর উপবিষ্ট ছিলেন। এরপর আমি অন্যদিকে ঘুরে গেলাম...... হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

تَفْسِيْرُ الْعَتِيْرَةِ

'আতীরার ব্যাখ্যা

٤٢٢٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَمِيْلٌ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ ذُكِرَ لِلنَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُنَّا نَعْتِرُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ اذْبَحُوْا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى اَىِّ شَهْرٍ مَاكَانَ وَبَرُّوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاَطْعِمُوْا *

৪২২৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - নুবায়শা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : লোকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা জাহেলী যুগে 'আতীরা করতাম। তিনি বললেন : যে কোন মাসে আল্লাহ্র জন্য যবেহ করো, নেকী করো, অভাবগ্রস্তকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে খাওয়াও।

٤٢٣٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ وَرُبَّمَا قَالَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ وَرُبَّمَا ذَكَرَ اَبَا قِلَابَةَ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ وَهُوَ بِمِنًى فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيْرَةً فِى الْجَاهِلِيَّةِ فِىْ رَجَبٍ فَمَا تَاْمُرُنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اذْبَحُوْا فِى اَىِّ شَهْرٍ مَاكَانَ وَبَرُّوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاَطْعِمُوْا قَالَ اِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فَمَا تَاْمُرُنَا قَالَ فِى كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوْهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى اِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ *

৪২৩০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - নুবায়শা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি মিনায় উচ্চস্বরে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা জাহিলী যুগে রজব মাসে 'আতীরা করতাম, এখন আপনি আমাদেরকে কী আদেশ করেন ? তিনি বললেন : যে কোন মাসেই আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করতে পার, আল্লাহ্‌র জন্য নেককাজ কর এবং খাদ্য দান কর। সে ব্যক্তি বললো : আমরা তো ফারা'ও করতাম : এখন আপনি আমাদেরকে কী আদেশ করেন ? তিনি বললেন : প্রত্যেক জন্তুতে, যারা চরে বেড়ায়, ফারা' (শাবক) রয়েছে। তার মা তাকে খাওয়াতে থাকুক। যখন তা বড় হবে, তখন তাকে যবেহ করে গোশত সাদকা করে দিও।

٤٢٣١. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَبِى الْمَلِيْحِ وَأَحْسِبُنِيْ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ نُبَيْشَةَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّىْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِىْ فَوْقَ ثَلَاثٍ كَيْمَا تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْخَيْرِ فَكُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَادَّخِرُوْا وَإِنَّ هٰذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيْرَةً فِى الْجَاهِلِيَّةِ فِىْ رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوْا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ أَىِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوْا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوْا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فَرَعًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَامُرُنَا قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَرَعٌ تَغْذُوْهُ غَنَمُكَ حَتّٰى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيْلِ فَإِنَّ ذٰلِكَ هُوَ خَيْرٌ *

৪২৩১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)- - - - হুযায়ল গোত্রের এক ব্যক্তি নুবায়শা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি তিনদিনের বেশি কুরবানীর গোশত রাখতে নিষেধ করেছিলাম যাতে তোমাদের সকলে তা খেতে পায়। কিন্তু এখন আল্লাহ্ সচ্ছলতা দান করেছেন। অতএব এখন তোমরা খাও, দান কর এবং জমা করে রাখতে পার। আর এ সকল দিন হলো খাওয়া, পান করা এবং আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার দিন। এক ব্যক্তি বললো : আমরা জাহিলী যুগে রজব মাসে 'আতীরা করতাম। এখন আপনি কি আদেশ করেন ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র জন্য যবেহ কর, তা যে মাসেই হোক। আল্লাহ্‌র জন্য নেকী কর এবং অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্য দান কর। আর এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা জাহিলী যুগে ফারা' করতাম। এখন আপনি আমাদেরকে কী বলেন ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বকরীতে ফারা' রয়েছে। কিন্তু তোমরা তার মাকে খাওয়াতে দাও। যখন তা উপযুক্ত হয়, তখন তাকে যবেহ করবে এবং পথিকজনকে তার গোশ্‌ত দান করবে। তা-ই উত্তম।

تَفْسِيْرُ الْفَرَعِ

ফারা'-এর ব্যাখ্যা

٤٢٣٢. أَخْبَرَنَا أَبُوْ الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ أَنْبَأَنَا

خَالِدٌ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ نَادَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيْرَةً يَعْنِى فِى الْجَاهِلِيَّةِ فِى رَجَبٍ فَمَا تَامُرُنَا قَالَ اذْبَحُوهَا فِى اَىِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاَطْعِمُوْا قَالَ اِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فِى كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ حَتّٰى اِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ فَاِنَّ ذٰلِكَ هُوَ خَيْرٌ *

৪২৩২. আবুল আশআস আহমদ ইব্‌ন মিকদাম (র)- - - - নুবায়শা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উচ্চস্বরে ডেকে বললো : আমরা জাহিলী যুগে 'আতীরা করতাম। এখন আপনি আমাদের কী আদেশ করেন ? তিনি বললেন : তা যবেহ কর, যে মাসেই হোক না কেন। আর আল্লাহ্‌র জন্য নেককাজ কর, লোকদেরকে খাওয়াও। সে বললো : আমরা জাহিলী যুগে ফারা' করতাম। তিনি বললেন : প্রত্যেক জন্তু যা চরে বেড়ায় তাতে ফারা' (শাবক) রয়েছে। যখন তা উপযুক্ত হয়, তখন তাকে যবেহ করবে এবং গোশত সাদকা করবে, এটাই উত্তম।

٤٢٣٣. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ فَلَقِيْتُ اَبَا الْمَلِيْحِ فَسَاَلْتُهُ فَحَدَّثَنِى عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِىِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيْرَةً فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَامُرُنَا قَالَ اذْبَحُوْا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى اَىِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاَطْعِمُوْا *

৪২৩৩. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - নুবায়শা হুযালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা জাহিলী যুগে 'আতীরা করতাম, এখন আপনি আমাদেরকে কী আদেশ করেন? তিনি বললেন : যে মাসেই হোক, আল্লাহ্‌র জন্য যবেহ কর এবং আল্লাহর জন্য নেককাজ কর এবং লোকদেরকে খাদ্য দান কর।

٤٢٣٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيْعِ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ اَبِى رَزِيْنٍ لَقِيْطِ بْنِ عَامِرٍ الْعُقَيْلِىِّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فِى رَجَبٍ فَنَاْكُلُ وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَبَاسَ بِهِ قَالَ وَكِيْعُ ابْنُ عُدُسٍ فَلاَ اَدَعُهُ *

৪২৩৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবু রাযীন লাকীত ইব্‌ন আমির উকায়লী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা জাহিলী যুগে রজব মাসে পশু যবেহ করতাম এবং আমরা খেতাম এবং যে আমাদের নিকট আসতো তাকে খাওয়াতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এতে কোন ক্ষতি নেই। ওকী ইব্‌ন উদুস বলেন : আমি তা পরিত্যাগ করবো না।

جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ

মৃত জন্তুর চামড়া

٤٢٣٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ مُلْقَاةٍ فَقَالَ لِمَنْ هٰذِهِ فَقَالُوْا لِمَيْمُوْنَةَ فَقَالَ مَا عَلَيْهَا لَوِ انْتَفَعَتْ بِاِهَابِهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ اِنَّمَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَكْلَهَا *

৪২৩৫. কুতায়বা (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি মৃত পড়ে থাকা বকরীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন : এটি কার ? লোকেরা বললো : এটি মায়মূনা (রা)-এর বকরী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি সে এর চামড়া কাজে লাগাত তবে কোন পাপ ছিল না। লোকেরা বললো, এটি তো মৃত। তিনি বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা একে খাওয়া হারাম করেছেন।

٤٢٣٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ اَعْطَاهَا مَوْلاَةً لِمَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا حُرِّمَ اَكْلُهَا *

৪২৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি মৃত বকরীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যা তিনি মায়মূনা (রা)-এর আযাদকৃত দাসীকে দান করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : এর চামড়া দ্বারা উপকৃত হলে না কেন ? উপস্থিত লোকেরা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এটি তো মৃত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এর কেবল খাওয়াকেই হারাম করা হয়েছে।

٤٢٣٧. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنِ ابْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ يَعْنِىْ يَزِيْدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ اَبْصَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَاةً مَيِّتَةً لِمَوْلاَةٍ لِمَيْمُوْنَةَ وَكَانَتْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْ نَزَعُوْا جِلْدَهَا فَانْتَفَعُوْا بِهِ قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ اِنَّمَا حُرِّمَ اَكْلُهَا *

৪২৩৭. আবদুল মালিক ইব্ন শুআয়ব ইব্ন লায়ব ইব্ন সা'দ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মায়মূনা (রা)-এর আযাদকৃত দাসীর একটি মৃত বকরী দেখতে পান আর তা ছিল সাদকার বকরী। তিনি বললেন : যদি সে এর চামড়া খুলে নিয়ে তা কাজে লাগাতো তবে ভাল হতো। লোকজন বললো : এটি তো মৃত। তিনি বললেন : হারাম করা হয়েছে তো কেবল এর গোশত খাওয়া।

٤٢٣٨. اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ الْقَطَّانُ الرَّقِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ

أَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ مُنْذُ حِيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَتْنِى مَيْمُوْنَةُ أَنَّ شَاةً مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَلاَّ دَفَعْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ *

৪২৩৮. আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ কাত্তান রাক্‌কী (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একটি বকরী মারা গেলে নবী ﷺ বললেন : যদি তোমরা এ চামড়া দাবাগত[১] করে তা কাজে লাগাতে।

٤٢٣٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِشَاةٍ لِمَيْمُوْنَةَ مَيِّتَةٍ فَقَالَ أَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمْ فَانْتَفَعْتُمْ *

৪২৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মায়মূনা (রা)-এর একটি মৃত বকরীর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : তোমরা এর চামড়া ছাড়িয়ে নিলে না কেন, যা তোমরা দাবাগত করে তা কাজে লাগাতে পারতে?

٤٢٤٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ أَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا *

৪২৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : নবী ﷺ একটি মৃত বকরীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বলেন : তোমরা এর চামড়া দ্বারা কেন উপকৃত হলে না?

٤٢٤١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِى رِزْمَةَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا فَمَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيْهَا حَتَّى صَارَتْ شَنًّا *

৪২৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আযীয ইব্‌ন আবূ রিযমা (র) - - - - নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী সাওদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একটি বকরী মারা গেল আমরা তার চামড়া দাবাগত করে রং করে তাতে নাবীয তৈরি করতাম। পরে তা পুরাতন মশকে পরিণত হয়।

٤٢٤٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعَلِىُّ ابْنُ حُجْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ *

৪২৪২. কুতায়বা ও আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন চামড়া দাবাগত করা হলে, তা পাক হয়ে যায়।

٤٢٤٣. أَخْبَرَنِى الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْخَيْرِ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ

---

১. লবণ ইত্যাদি দিয়ে চামড়াকে পরিচ্ছন্ন করা ও শুকানো।

إِنَّا نَغْزُوا هٰذَا الْمَغْرِبَ وَإِنَّهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ وَلَهُمْ قِرَبٌ يَكُوْنُ فِيهَا اللَّبَنُ وَالْمَاءُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الدِّبَاغُ طَهُوْرٌ قَالَ ابْنُ وَعْلَةَ عَنْ رَأْيِكَ أَوْ شَىْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَلْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৪২৪৩. রবী ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - ইব্‌ন ওয়া'লা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন : আমরা পশ্চিম আফ্রিকায় জিহাদে গমন করি এবং সেখানকার লোক প্রতিমাপূজক। তাদের নিকট পানি এবং দুধের মশক থাকে। ইব্‌ন আব্বাস বললেন : কোন চামড়া দাবাগত করলে তা পাক হয়ে যায়। ইব্‌ন ওয়া'লা বললেন : এটি কি আপনি নিজের পক্ষ থেকে বলেছেন, না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন ? তিনি বললেন : বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট শুনেছি।

٤٢٤٤. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ قَالَتْ مَا عِنْدِىْ إِلاَّ فِى قِرْبَةٍ لِى مَيْتَةٍ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا *

৪২৪৪. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - সালামা ইব্‌ন মুহাব্বিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাবুক যুদ্ধে এক মহিলার নিকট পানি চেয়ে পাঠান। সেই মহিলা বলে পাঠালো যে, আমার নিকট পানি তো আছে, কিন্তু তা মৃত জন্তুর মশকে ভরা রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি তা দাবাগত করেছিলে ? সেই মহিলা বললো : হ্যাঁ ! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : দাবাগতকরণই তার পবিত্রকরণ।

٤٢٤٥. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ دِبَاغُهَا طَهُوْرُهَا *

৪২৪৫. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন জা'ফর নিশাপূরী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট মৃত জন্তুর চামড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : দাবাগতকরণই তার পবিত্রতা সাধক।

٤٢٤٦. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا *

৪২৪৬. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে মৃত জন্তুর চামড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : দাবাগতকরণই তার পবিত্রকরণ।

٤٢٤٧. أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا *

৪২৪৭. আইয়্যুব ইব্‌ন মুহাম্মদ ওয্‌যান (র) ---- আয়েশা (রা) বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মৃত পশুর চামড়া পবিত্র হয় দাবাগত দ্বারা।

٤٢٤٨. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا *

৪২৪৮. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মৃত পশুর চামড়া পাক করার উপায় হল দাবাগত করা।

مَا يُدْبَغُ بِهِ جُلُوْدُ الْمَيْتَةِ

মৃত জন্তুর চামড়া কি দিয়ে দাবাগত করা হবে

٤٢٤٩. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهَا أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِصَانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ *

৪২৪৯. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) ---- নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে দিয়ে কুরায়শ গোত্রের কয়েকজন লোক বের হলো। তারা একটি মরা বকরীকে গাধার ন্যায় হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি তোমরা তার চামড়া খুলে নিতে তবে ভাল হতো। তারা বললো : এটা তো মৃত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে পানি এবং কারায[1] পবিত্র করে দেয়।

٤٢٥٠. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ *

৪২৫০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) ---- আবদুল্লাহ ইব্‌ন উকায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চিঠি আমাদের সামনে পাঠ করা হয় আর তখন আমি ছিলাম যুবক। তাতে লেখা ছিল, "তোমরা মৃত জন্তুর চামড়া এবং হাড় দ্বারা উপকার গ্রহণ করবে না।"

---

১. কারায এক প্রকারের পাতা।

٤٢٥١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كَتَبَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لاَتَسْتَمْتِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ *

৪২৫১. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উকায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে লিখে জানালেন যে, তোমরা মৃত জন্তুর চামড়া ও হাড় কাজে লাগাবে না।

٤٢٥٢. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ هِلاَلٍ الْوَزَّانِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى جُهَيْنَةَ اَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَصَحُّ مَا فِى هٰذَا الْبَابِ فِى جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ اِذَا دُبِغَتْ حَدِيْثُ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ *

৪২৫২. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উকায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুহায়না গোত্রের লোকদেরকে লিখেন যে, তোমরা মৃত জন্তুর চামড়া ও হাড় দ্বারা উপকৃত হবে না। আবূ আবদুর রহমান নাসাঈ (র) বলেন : মৃত পশুর চামড়া দাবাগত করা সম্পর্কে হযরত মায়মূনা (রা) থেকে ইব্ন আব্বাস (রা) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেটাই বিশুদ্ধতম।

اَلرُّخْصَةُ فِى الْاِسْتِمْتَاعِ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ اِذَا دُبِغَتْ

দাবাগতকৃত মৃত জন্তুর চামড়া ব্যবহারের অনুমতি

٤٢٥٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ اَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ اِذَا دُبِغَتْ *

৪২৫৩. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত জন্তুর দাবাগতকৃত চামড়া ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেছেন।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاِنْتِفَاعِ بِجُلُوْدِ السِّبَاعِ

হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা

٤٢٥٤. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ *

৪২৫৪. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবুল মালীহ তাঁর পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٤٢٥٥. اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ وَمَيَاثِرِ النُّمُوْرِ ٭

৪২৫৫. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - মিকদাম ইব্‌ন মাদী কারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশম বস্ত্র, স্বর্ণ এবং চিতাবাঘের চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٤٢٥٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُ وبْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِى كَرِبَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبُوْسِ جُلُوْدِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوْبِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ ٭

৪২৫৬. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - খালিদ (রা) বলেন, মিকদাম ইব্‌ন মাদী কারিব (রা) মুআবিয়া (রা) -এর নিকট এসে বললেন : আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি জানেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হিংস্র জন্তুর চামড়া পরিধান করতে এবং তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاِنْتِفَاعِ بِشُحُوْمِ الْمَيْتَةِ

মৃত জন্তুর চর্বি ব্যবহার না করা প্রসঙ্গে

٤٢٥٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْا ثَمَنَهُ ٭

৪২৫৭. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মক্কা বিজয়ের বছর মক্কাতে বলতে শোনেন : আল্লাহ্ তা'আলা, মদ, মৃত জন্তু, শূকর এবং মূর্তি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তখন প্রশ্ন করা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি মৃত জন্তুর চর্বি সম্বন্ধে কি বলেন ? তা তো নৌকায় লাগানো হয়, চামড়ায় লাগানো হয়, লোকেরা তা দিয়ে আলো জ্বালায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : না, তা হারাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ ইয়াহূদীদেরকে ধ্বংস করুন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের উপর চর্বি হারাম করেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে এবং এর মূল্য ভক্ষণ করে।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاِنْتِفَاعِ بِمَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

হারাম বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা

٤٢٥٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُبْلِغَ عُمَرُ اَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ سَمُرَةَ اَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِى اَذَابُوْهَا *

৪২৫৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-এর নিকট সংবাদ পৌছলো যে, সামুরা (রা) মদ বিক্রি করেন। তিনি বললেন : সামুরার জন্য সর্বনাশ ! সে কি জানে না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদেরকে ধ্বংস করুন; যখন তাদের উপর চর্বি হারাম করা হলো, তখন তারা তা গলিয়ে নিল।

اَلْفَارَةُ تَقَعُ فِى السَّمْنِ

ঘি-এর মধ্যে ইঁদুর পড়লে

٤٢٥٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِى سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ *

৪২৫৯. কুতায়বা (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একটি ইঁদুর ঘি-এর মধ্যে পড়ে মারা যায়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : ইঁদুরটি বের করে এর চারপাশের ঘি-ও ফেলে দাও, এরপর তা খাও।

٤٢٦٠. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّيْسَابُوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ وَقَعَتْ فِى سَمْنٍ جَامِدٍ فَقَالَ خُذُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاَلْقُوْهُ *

৪২৬০. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর নিকট ঐ ইঁদুররের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো যা জমাট ঘিয়ের মধ্যে পড়েছে। তখন তিনি বললেন : ইঁদুরটা তা থেকে বের করে ফেল এবং এর চারপাশের ঘি-ও ফেলে দাও।

٤٢٦١. اَخْبَرَنَا خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ

بُوْذُوْيَةَ اَنَّ مَعْمَرًا ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفَارَةِ تَقَعُ فِى السَّمْنِ فَقَالَ اِنْ كَانَ جَامِدًا فَاَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَاِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوْهُ *

৪২৬১. খুশায়শ ইব্‌ন আসরাম (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-কে ঘি-তে যে ইঁদুর পড়ে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন : যদি ঘি জমাট হয়, তবে ঐ ইঁদুর এবং এর চতুর্দিকের ঘি ফেলে দাও। আর যদি ঘি তরল হয়, তবে এর কাছেও যাবে না।

٤٢٦٢. اَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ عُثْمَانَ الْفَوْزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّى الْخَطَّابُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِعَنْزٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى اَهْلِ هٰذِهِ الشَّاةِ لَوِانْتَفَعُوْا بِاِهَابِهَا *

৪২৬২. সালামা ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন সুলায়ম ইব্‌ন উসমান ফাওযী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি মৃত বকরীর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : এই বকরীর মালিক যদি এর চামড়া ছাড়িয়ে তা কাজে লাগাতো তবে তা কত উত্তম হতো !

اَلذُّبَابُ يَقَعُ فِى الْاِنَاءِ

পাত্রে মাছি পড়লে

٤٢٦٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ *

৪২৬৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমাদের কারো পাত্রে মাছি পড়লে সে যেন তাকে ডুবিয়ে দেয়।

كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

অধ্যায় : শিকার ও যবেহকৃত জন্তু

اَلْاَمْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الصَّيْدِ

শিকার করার সময় বিস্‌মিল্লাহ বলার নির্দেশ

٤٢٦٤. اَخْبَرَنَا الْاِمَامُ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّسَائِىُّ بِمِصْرَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَاِنْ اَدْرَكْتَهُ لَمْ يَقْتُلْ فَاذْبَحْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنْ اَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَاْكُلْ فَكُلْ فَقَدْ اَمْسَكَهُ عَلَيْكَ فَاِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ اَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَطْعَمْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنَّمَا اَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَاِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ كِلَابًا فَقَتَلْنَ فَلَمْ يَاْكُلْنَ فَلَا تَاْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنَّكَ لَاتَدْرِىْ اَيُّهَا قَتَلَ *

৪২৬৪. ইমাম আবূ আবদুর রহমান নাসাঈ (র) ---- আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট শিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : যখন তুমি শিকারের জন্য তোমার কুকুরকে ছাড়বে, তখন বিস্‌মিল্লাহ পড়ে ছাড়বে। তারপর যদি তুমি শিকারকে জীবিত পাও, তবে তাকে বিস্‌মিল্লাহ পড়ে যবেহ করবে, আর যদি ঐ শিকারকে কুকুর মেরে ফেলে এবং তা থেকে না খায়, তবে তুমি তা খাবে। কেননা সে তা তোমার জন্যই ধরেছে। আর যদি কুকুর তা থেকে খায়, তা হলে তুমি তা খাবে না, কেননা তাকে সে নিজের জন্য ধরেছে। আর যদি তোমার কুকুর অন্য কুকুরের সাথে মেশে এবং সকলে শিকার মেরে আনে, আর তারা তা না খায়, তবে তুমি তা থেকে কিছু খাবে না। কেননা তুমি জানো না, ওদের মধ্যের কোন কুকুরটি শিকার মেরেছে।

اَلنَّهْىُ عَنْ اَكْلِ مَالَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা না খাওয়ার নির্দেশ

٤٢٦٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ

قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا اَصَبْتَ بِحَدِّهٖ فَكُلْ وَمَا اَصَبْتَ بِعَرْضِهٖ فَهُوَ وَقِيْذٌ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاَخَذَ وَلَمْ يَاْكُلْ فَكُلْ فَاِنَّ اَخْذَهُ ذَكَاتُهُ وَاِنْ كَانَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبٌ اٰخَرُ فَخَشِيْتَ اَنْ يَكُوْنَ اَخَذَ مَعَهُ فَقَتَلَ فَلَا تَاْكُلْ فَاِنَّكَ اِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى غَيْرِهٖ *

৪২৬৫. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট মি'রায বা ফলাবিহীন তীর [১] দ্বারা শিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : যদি ঐ শিকারের উপর তার ধারাল অংশ লাগে, তবে তা খাবে। আর যদি কাঠটি আড়াআড়িভাবে আঘাত লাগে, তবে তা ওয়াকীয।[২] এরপর আমি তাঁকে কুকুরের শিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : যখন তুমি তোমার কুকুর ছেড়ে দেবে, আর তা শিকার ধরে এনে নিজে না খাবে, তবে তুমি তা খেতে পার। কেননা তার ধরে আনাই তার যবেহ করা। আর যদি তোমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুর থাকে এবং তোমার সন্দেহ হয় যে, হয়তো অন্য কুকুরও শিকার করতে পারে, তখন তা খাবে না। কেননা তুমি তো তোমার কুকুর ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ্ পড়েছ, অন্য কুকুর ছাড়ার সময় তা পড়নি।

صَيْدُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার

٤٢٦٦. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اُرْسِلُ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ فَيَاْخُذُ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَاَخَذَ فَكُلْ قُلْتُ وَاِنْ قَتَلَ قَالَ وَاِنْ قَتَلَ قُلْتُ اَرْمِىْ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ اِذَا اَصَابَ بِحَدِّهٖ فَكُلْ وَاِذَا اَصَابَ بِعَرْضِهٖ فَلَا تَاْكُلْ *

৪২৬৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন, আমি শিকারী কুকুর ছাড়ি এবং সেই কুকুর প্রাণী ধরে আনে, তা খাওয়া যাবে কি ? তিনি বললেন : যখন তুমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছেড়ে দেবে, আর ছাড়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে ছাড়বে এবং সে শিকার ধরে আনবে, তুমি তা খেতে পারবে। আমি বললাম : যদি সে তাকে মেরে ফেলে ? তিনি বললেন : মেরে ফেললেও। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম : আমি অনেক সময় লৌহবিহীন তীর বা লাঠি নিক্ষেপ করি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি তীরের ধারাল অংশ লাগে, তবে তা খেতে পারবে। আর যদি আড়াআড়িভাবে লেগে থাকে, তবে তা খাবে না।

---

১. ভারী কাঠ কিংবা লাঠি, যার মাথায় লোহা থাকে।
২. ওয়াকীয- সে জন্তুকে ধারাল অস্ত্র ছাড়া মারা হয়েছে; তা খাওয়া জায়েয নয়।

صَيْدُ الْكَلْبِ الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ

যে কুকুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় তার শিকার

٤٢٦٧. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِىُّ الْمُحَارِبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ اَنْبَأَنَا اَبُوْ اِدْرِيْسَ عَائِذُ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىَّ يَقُوْلُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا بِاَرْضِ صَيْدٍ اَصِيْدُ بِقَوْسِى وَاَصِيْدُ بِكَلْبِى الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِى الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَقَالَ مَااَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَكُلْ وَمَا اَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلْ وَمَا اَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَاَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ *

৪২৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন মুহাম্মাদ কূফী মুহারিবী (র) - - - - আবূ সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এমন স্থানে থাকি, যেখানে অনেক শিকার পাওয়া যায়। আমি আমার তীর দ্বারা শিকার করি এবং শিকারী এবং অশিকারী উভয় কুকুর দ্বারা শিকার করি। তিনি বললেন : যে তীর নিক্ষেপের সময় তুমি আল্লাহ্‌র নাম নেবে, ঐ তীরের শিকার তুমি খাবে। আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর আল্লাহ্‌র নামে ছাড়বে, তার শিকারও খাবে। আর অশিকারী কুকুর কোন শিকার ধরে আনলে যদি তা যবেহ করতে পার, তবে তা খাবে।

اِذَا قَتَلَ الْكَلْبُ

কুকুর যদি শিকার মেরে ফেলে

٤٢٦٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُوْرٍ اَبُوْ صَالِحٍ الْمَكِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُرْسِلُ كِلَابِىَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَىَّ فَاٰكُلُ قَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ فَاَمْسَكْنَ عَلَيْكَ فَكُلْ قُلْتُ وَاِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَاِنْ قَتَلْنَ قَالَ مَالَمْ يَشْرَكْهُنَّ كَلْبٌ مِنْ سِوَاهُنَّ قُلْتُ اَرْمِى بِالْمِعْرَاضِ فَيَخْزِقُ قَالَ اِنْ خَزَقَ فَكُلْ وَاِنْ اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَاْكُلْ *

৪২৬৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন যানবুর আবূ সালিহ মক্কী (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার শিকারী কুকুর ছাড়ি, আর সে আমার জন্য শিকার ধরে আনে, আর আমি তা খাই। তিনি বললেন : যখন তুমি তোমার শিকারী কুকুর ছাড়, আর তা তোমার জন্য শিকার ধরে আনে, তখন তুমি তা খাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যদি সে কুকুর শিকার মেরে ফেলে, তবুও ? তিনি বললেন : যদিও সে মেরে ফেলে ; কিন্তু শর্ত হলো তোমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুর যেন না থাকে। আমি আরয

করলাম : আমি লোহাবিহীন তীর নিক্ষেপ করি, আর তা শিকারের গায়ে গেঁথে যায়? তিনি বললেন : যদি তা গায়ে গেঁথে যায় তবে খাবে, আর যদি আড়াআড়িভাবে লাগে, তবে খাবে না।

اِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهِ

যদি স্বীয় কুকুরের সাথে অন্য কুকুর থাকে যাকে ছাড়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া হয়নি

٤٢٦٩. اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ اَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَخَالَطَتْهُ اَكْلُبٌ لَمْ تُسَمِّ عَلَيْهَا فَلَا تَاْكُلْ فَاِنَّكَ لَاتَدْرِىْ اَيُّهَا قَتَلَهُ *

৪২৬৯. আমর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইবনুল হারিস (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে শিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন : তোমার কুকুর ছেড়ে দেয়ার পর যদি ঐ কুকুরের সাথে অন্য এমন কুকুর থাকে যাকে ছাড়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া হয়নি, তবে ঐ শিকার খাবে না। কেননা তুমি জান না তাদের কোন্‌টি শিকার মেরেছে।

اِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا غَيْرَهُ

যদি স্বীয় কুকুরের সাথে অন্যের কুকুর পায়

٤٢٧٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَسَمَّيْتَ فَكُلْ وَاِنْ وَجَدْتَ كَلْبًا اٰخَرَ مَعَ كَلْبِكَ فَلَا تَاْكُلْ فَاِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ *

৪২৭০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কুকুরের শিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন : যখন তুমি বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে কুকুর ছাড়বে তখন ঐ শিকার খাবে, আর যদি তোমার কুকুরের সাথে অন্য কোন কুকুর দেখতে পাও তবে ঐ শিকার খাবে না। কেননা তোমরা নিজের কুকুর ছাড়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়েছ, অন্যের কুকুরের উপর পড়নি।

٤٢٧١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِىُّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيْلًا وَرَبِيْطًا بِالنَّهْرَيْنِ اَنَّهُ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اُرْسِلُ كَلْبِىْ فَاَجِدُ مَعَ كَلْبِىْ كَلْبًا قَدْ اَخَذَ لَا اَدْرِىْ اَيُّهُمَا اَخَذَ قَالَ لَاتَاْكُلْ فَاِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ *

৪২৭১. আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাকাম (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) বলেন, নাহ্‌রায়নে আমাদের একজন পড়শী ছিলেন যিনি অন্য গোত্র থেকে আমাদের গোত্রে এসে নিবাস গ্রহণ করেছিলেন এবং ইবাদতের জন্য নির্জনতা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন : আমি আমার কুকুরকে শিকারের জন্য ছেড়ে দেই; পরে ঐ কুকুরের সাথে অন্য কুকুর দেখতে পাই, আমি বুঝতে পারি না কোন্ কুকুর শিকার করেছে ? তিনি বললেন : তা খাবে না। কেননা তুমি তো তোমার কুকুরের উপর বিস্‌মিল্লাহ্ পড়েছ, অন্যের কুকুরের উপর বিস্‌মিল্লাহ্ পড়নি।

٤٢٧٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ ذٰلِكَ *

৪২৭২. আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)- - - -আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٢٧٣. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو الْغَلاَنِىُّ الْبَصْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى السَّفَرِ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ اُرْسِلُ كَلْبِى قَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَسَمَّيْتَ فَكُلْ وَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنَّمَا اَمْسَكَ عَلٰى نَفْسِهِ وَاِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَوَجَدْتَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنَّكَ اِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى غَيْرِهِ *

৪২৭৩. সুলায়মান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর গালানী বসরী (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আমার কুকুর ছেড়ে দেই। তিনি বললেন : যদি তুমি বিস্‌মিল্লাহ্ বলে তোমার কুকুর ছাড়, তবে ঐ শিকার খাবে। যদি কুকুর তার কিছু অংশ খায়, তবে তুমি তা খাবে না। কেননা সে তা নিজের জন্য ধরেছে। আর যদি তোমার কুকুর ছাড়ার পর তার সাথে অন্য কুকুর পাও, তবে তা খাবে না। কেননা তুমি তোমার কুকুর ছাড়ার সময় তার উপর তো বিসমিল্লাহ্ পড়েছ, অন্য কুকুরের উপর পড়নি।

٤٢٧٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ اَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ وَعَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِىِّ وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ اُرْسِلُ كَلْبِى فَاَجِدُ مَعَ كَلْبِى كَلْبًا اٰخَرَ لاَاَدْرِىْ اَيُّهُمَا اَخَذَ قَالَ لاَ تَاْكُلْ فَاِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى غَيْرِهِ *

৪২৭৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - -আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম : আমি আমার কুকুর ছাড়ার পর, আমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুর দেখতে পাই, ফলে আমি বুঝতে পারি না, কোন্ কুকুর শিকার করেছে ? তিনি বললেন : তুমি ঐ শিকার খাবে না। কেননা তুমি তো তোমার কুকুরের উপর বিস্‌মিল্লাহ্ পড়েছ; অন্য কুকুরের উপর পড়নি।

اَلْكَلْبُ يَاْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ

যদি কুকুর শিকারের কিছু অংশ খায়

٤٢٧٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هٰرُوْنَ اَنْبَأَنَا زَكَرِيَّا وَعَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا اَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيْذٌ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلْ قُلْتُ وَاِنْ قَتَلَ قَالَ وَاِنْ قَتَلَ فَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ وَاِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَاِنَّكَ اِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ *

৪২৭৫. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে লৌহবিহীন তীর দ্বারা শিকার করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : যদি ঐ তীরের ধারাল অংশ লাগে, তবে তুমি তা খাবে। আর যদি আড়াআড়িভাবে লাগে, তবে তা হারাম। তিনি বলেন, এরপর আমি শিকারী কুকুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : যদি তুমি বিস্‌মিল্লাহ্ বলে কুকুর ছেড়ে থাক, তবে তা খাবে। আমি বললাম : যদি সে শিকার মেরে ফেলে ? তিনি বললেন : যদিও মেরে ফেলে। কিন্তু যদি তা হতে কিছু অংশ খায়, তবে তুমি খাবে না। আর যদি তোমার কুকুরের সাথে অন্য কোন কুকুর দেখ আর দেখ যে, সে-ই তাকে মেরেছে, তবে তুমি ঐ শিকার খাবে না। কেননা তুমি তোমার কুকুরের উপর বিস্‌মিল্লাহ্ পড়েছে, অন্য কুকুরের উপর পড়নি।

٤٢٧٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِىِّ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ قَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَقَتَلَ وَلَمْ يَاْكُلْ فَكُلْ وَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَاِنَّمَا اَمْسَكَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ *

৪২৭৬. আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - আদী ইব্ন হাতিম তায়ী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে শিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : যদি তুমি বিস্‌মিল্লাহ্ বলে তোমার কুকুর ছেড়ে থাক এবং সে শিকার মেরে আনে, অথচ সে তা থেকে কিছুই খায়নি, তবে তুমি তা খাবে। আর যদি তা থেকে খায়, তবে তুমি তা খাবে না। কেননা সে তা নিজের জন্য ধরেছে, তোমার জন্য ধরেনি।

اَلْاَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

কুকুর হত্যার নির্দেশ

٤٢٧٧. اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ

اَخْبَرَنِى ابْنُ السَّبَّاقِ قَالَ اَخْبَرَتْنِى مَيْمُوْنَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لٰكِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ فَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ فَاَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتّٰى اِنَّهُ لَيَاْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيْرِ *

৪২৭৭. কাসীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলেন : আমরা ঐ ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে কুকুর এবং ছবি থাকে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সকালবেলা কুকুর মারার নির্দেশ দেন। এমনকি তিনি ছোট ছোট কুকুরও মারার নির্দেশ দেন।

٤٢٧٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى مِنْهَا *

৪২৭৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর মারার নির্দেশ দেন, যেগুলো বাদ দিয়েছেন, তা ব্যতীত।

٤٢٧٩. اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَافِعًا صَوْتَهُ يَاْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ فَكَانَتِ الْكِلاَبُ تُقْتَلُ اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ مَاشِيَةٍ *

৪২৭৯. ওহাব ইব্‌ন বায়ান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উচ্চস্বরে কুকুর হত্যার নির্দেশ দিতে শুনেছি। এরপর কুকুর হত্যা শুরু হয়। তবে শিকারী কুকুর এবং মেষপালের পাহারায় ব্যবহৃত কুকুর ব্যতীত।

٤٢٨٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ *

৪২৮০. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর হত্যার নির্দেশ দেন; তবে শিকারী কুকুর এবং মেষপালের পাহারায় ব্যবহৃত কুকুর ব্যতীত।

صِفَةُ الْكِلاَبِ الَّتِىْ اُمِرَ بِقَتْلِهَا

যে সব কুকুরকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে

٤٢٨١. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلاَ اَنَّ الْكِلاَبَ اُمَّةٌ مِنَ الاُمَمِ لاَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوْا مِنْهَا الاَسْوَدَ الْبَهِيْمَ وَاَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ اَوْ صَيْدٍ اَوْ مَاشِيَةٍ فَاِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ *

৪২৮১. 'ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি কুকুর অন্যান্য প্রজাতির মত একটি প্রজাতি না হতো, তাহলে আমি সেগুলো হত্যার নির্দেশ দিতাম। তোমরা তাদের মধ্যকার কালো কুকুরকে হত্যা করবে। যে সকল লোক তাদের কৃষিকর্ম ও শিকার করা কিংবা পশু পাহারা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে কুকুর পালন করে, তাদের আমল হতে প্রতি দিন এক কীরাত[১] সওয়াব কমে যায়।

اِمْتِنَاعُ الْمَلاَئِكَةِ مِنْ دُخُوْلِ بَيْتٍ فِيْهِ كَلْبٌ

যে ঘরে কুকুর থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না

٤٢٨٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمَلاَئِكَةُ لاَتَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ *

৪২৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্শার (র) - - - - আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ঘরে কুকুর, ছবি এবং জুনুব[২] ব্যক্তি থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

٤٢٨٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِى طَلْحَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَصُوْرَةٌ *

৪২৮৩. কুতায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - -আবূ তাল্হা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

٤٢٨٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ السَّبَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِى مَيْمُوْنَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُوْنَةُ اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمَ فَقَالَ اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ وَعَدَنِىْ اَنْ يَلْقَانِىَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِى اَمَا وَاللّٰهِ مَا اَخْلَفَنِىْ قَالَ فَظَلَّ يَوْمَهُ كَذٰلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِى نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا فَاَمَرَ بِهِ فَاُخْرِجَ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ فَلَمَّا اَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِىْ اَنْ تَلْقَانِىَ الْبَارِحَةَ قَالَ اَجَلْ وَلٰكِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ قَالَ فَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ فَاَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ *

---

১. এর পরিমাণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অবহিত। হাদীসে এক কীরাতকে উহুদ পাহাড়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে।
২. যার শরীর নাপাক– যার উপর গোসল ফরয হয়েছে।

৪২৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন খালী (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) বলেন, একদা ভোরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে চিন্তিত দেখে জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আজ ভোর হতে আপনাকে চিন্তিত দেখছি ? তিনি বললেন : জিবরাঈল (আ) আজ রাতে আমার সাথে সাক্ষাতের ওয়াদা করেন কিন্তু তিনি আসেন নি। আল্লাহ্‌র শপথ ! তিনি কখনও আমার সাথে ওয়াদা খেলাফ করেন নি। তিনি সারা দিন এভাবেই অতিবাহিত করলেন। এরপর তাঁর স্মরণ হলো যে, একটা কুকুর ছানা আমাদের খাটের নিচে রয়েছে। তিনি আদেশ করলে, সেটি বের করা হয়। পরে তিনি নিজ হাতে পানি নিয়ে ঐ স্থানে ছিটিয়ে দেন। সন্ধ্যায় জিবরাঈল (আ) আসলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেন : আপনি তো গত রাতে আমার সাথে দেখা করার ওয়াদা করেছিলেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, কিন্তু আমরা ঐ ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকে। সেই দিনের সকাল হতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দেন।

اَلرُّخْصَةُ فِىْ اِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْمَاشِيَةِ

গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুকুর পালনের অনুমতি

٤٢٨٥. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ اِلاَّ ضَارِيًا أَوْ صَاحِبَ مَاشِيَةٍ *

৪২৮৫. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন সুওয়ায়দ (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুকুর পালন করে, প্রতিদিন তার আমল হতে দুই কীরাত সওয়াব কম করা হয়, তবে শিকারী কুকুর অথবা গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণের কুকুর ব্যতীত।

٤٢٨٦. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ اِيَاسِ ابْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرَجِ بْنِ خَالِدٍ السَّعْدِيُّ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ خُصَيْفَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِى زُهَيْرٍ الشَّنَائِىُّ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِى عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ قُلْتُ يَاسُفْيَانُ أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ *

৪২৮৬. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) ---- সুফিয়ান ইব্‌ন আবূ যুহায়র শানাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কৃষিকাজের হিফাযত এবং গৃহপালিত পশুর হিফাযতের কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করে, তার আমল হতে প্রতিদিন এক কীরাত সওয়াব কমে যাবে। রাবী সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) সুফিয়ান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শুনেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এই মসজিদের রবের কসম!

بَابٌ الرُّخْصَةِ فِيْ اِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ

পরিচ্ছেদ : শিকারী কুকুর পালনের অনুমতি

٤٢٨٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَمْسَكَ كَلْبًا اِلاَّ كَلْبًا ضَارِيًا اَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ اَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ *

৪২৮৭. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা পশু রক্ষার কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করে, তার সওয়াব হতে প্রতিদিন দুই কীরাত কমে যায়।

٤٢٨٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ اَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ *

৪২৮৮. আবদুল জব্বার ইব্‌ন আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা পশু রক্ষণাবেক্ষণের কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালে, তার সওয়াব থেকে প্রতিদিন দুই কীরাত কমে যায়।

بَابٌ الرُّخْصَةِ فِيْ اِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

পরিচ্ছেদ : কৃষির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুকুর পালনের অনুমতি

٤٢٨٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ مَاشِيَةٍ اَوْ زَرْعٍ نَقَصَ مِنْ اَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ *

৪২৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর, গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণের কুকুর এবং কৃষিকাজের হিফাযতের কুকুর ব্যতীত অন্য কোন কুকুর পালন করবে, প্রতিদিন তার সওয়াব থেকে এক কীরাত কমে যাবে।

٤٢٩٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ زَرْعٍ اَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ *

৪২৯০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর, পালিত জন্তুর রক্ষক কুকুর অথবা জমি পাহারার কুকুর ব্যতীত অন্য কোন কুকুর পালন করবে, তার আমল হতে প্রতিদিন এক কীরাত সওয়াব কমে যাবে।

٤٢٩١. اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ اَرْضٍ فَاِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهِ قِيْرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ *

৪২৯১. ওহাব ইব্‌ন বায়ান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর পালিত পশুর রক্ষক কুকুর কিংবা কৃষিভূমির পাহারার কুকুর ব্যতীত অন্য কোন কুকুর পালন করবে, তার সওয়াব হতে প্রতিদিন দুই কীরাত সওয়াব কমে যাবে।

٤٢٩٢. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى حَرْمَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَوْ كَلْبَ حَرْثٍ *

৪২৯২. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পালিত পশুর রক্ষক কুকুর অথবা শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালে, তার আমল থেকে প্রতিদিন এক কীরাত সওয়াব কমে যাবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন : অথবা কৃষিকাজের কুকুর ব্যতীত।

اَلنَّهْىُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

কুকুরের মূল্য ভোগে নিষেধাজ্ঞা

٤٢٩٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ *

৪২৯৩. কুতায়বা (র) - - - - আবূ মাসউদ উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণীর উপার্জন এবং গণকদের কাজের বিনিময় ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।

٤٢٩٤. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَنْبَانَا مَعْرُوْفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِىُّ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِىِّ *

৪২৯৪. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কুকুরের মূল্য, গণকদের পারিশ্রমিক এবং গণিকার উপার্জন হালাল নয়।

٤٢٩٥. اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ ٭

৪২৯৫. শুআয়ব ইব্‌ন ইউসুফ (র) ---- রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পতিতাদের উপার্জন, কুকুরের মূল্য এবং সিঙ্গা লাগানোর পারিশ্রমিক অতি নিকৃষ্ট।

اَلرُّخْصَةِ فِىْ ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ

শিকারী কুকুরের মূল্য নেয়ার অনুমতি

٤٢٩٦. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحَدِيْثُ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيْحٍ ٭

৪২৯৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাসান মিকসামী (র) ---- জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিড়াল ও কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, তবে শিকারী কুকুরের মূল্য ব্যতীত।

٤٢٩٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ كِلاَبًا مُكَلَّبَةً فَاَفْتِنِىْ فِيْهَا قَالَ مَا اَمْسَكَ عَلَيْكَ كِلاَبُكَ فَكُلْ قُلْتُ وَاِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَاِنْ قَتَلْنَ قَالَ اَفْتِنِىْ فِىْ قَوْسِىْ قَالَ مَارَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ قَالَ وَاِنْ تَغَيَّبَ عَلَىَّ قَالَ وَاِنْ تَغَيَّبَ عَلَيْكَ مَالَمْ تَجِدْ فِيْهِ اَثَرَسَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ اَوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ يَعْنِىْ قَدْ اَنْتَنَ قَالَ ابْنُ سَوَاءٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْ اَبِىْ مَالِكٍ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ٭

৪২৯৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার নিকট শিকারী কুকুর আছে, আপনি আমাকে তাদের ব্যাপারে বলে দিন। তিনি বললেন : তোমার কুকুর যা তোমার জন্য ধরে আনে, তা তুমি খাবে। সে ব্যক্তি বললো : আমার কুকুর ঐ শিকার মেরে ফেললেও ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, মেরে ফেললেও। এরপর ঐ ব্যক্তি বললো : আপনি আমাকে তীর-ধনুকের ব্যাপারে কিছু বলুন ? তিনি বললেন : তোমার তীর যা শিকার করবে, তুমি তা খাবে। ঐ ব্যক্তি বললো : যদি তীরের আঘাতের পর ঐ শিকার পালিয়ে যায় ? তিনি বললেন : যদিও সে পালিয়ে যায়। কিন্তু তার মধ্যে যেন অন্য তীরের চিহ্ন না থাকে, আর তা পঁচে না যায়।

اَلْاِنْسِيَةُ تَسْتَوْحِشُ

গৃহপালিত পশু পালিয়ে গেলে

٤٢٩٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى ذِى الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَاَصَابُوا اِبِلاً وَغَنَمًا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى اُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجِلَ اَوَّلُهُمْ فَذَبَحُوْا وَنَصَبُوا الْقُدُوْرَ فَدُفِعَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ بِالْقُدُوْرِ فَاُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيْرٍ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ اِذْ نَدَّ بَعِيْرٌ وَلَيْسَ فِى الْقَوْمِ اِلاَّ خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ فَطَلَبُوْهُ فَاَعْيَاهُمْ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهٖ هٰكَذَا *

৪২৯৮. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে যুল-হুলায়ফায় ছিলাম, যা তিহামায় অবস্থিত। লোক (গনীমতের) উট এবং বকরী প্রাপ্ত হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন সকলের পেছনে, সামনের লোকেরা গনীমতের মাল বণ্টনের পূর্বেই পশু যবেহ করলেন এবং উনুনে হাঁড়ি চড়ালেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে দ্রুত পৌছে গেলেন। তিনি তা দেখে তাদের হাঁড়ির গোশত ফেলে দিতে বললেন। সুতরাং হাঁড়ি উপুড় করে তা ফেলে দেওয়া হলো। তারপর তিনি পশুগুলো বণ্টন করলেন। তিনি এক উটের সমান দশটি বকরী ধরলেন। এমন সময় একটা উট পালিয়ে গেল আর লোকের নিকট ঘোড়াও ছিল অল্প। লোকেরা তাকে ধরবার জন্য দৌড়ালো কিন্তু তাকে ধরতে সক্ষম হলো না, বরং সে সকলকেই ব্যর্থ করে দিল। শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তি তার দিকে তীর নিক্ষেপ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে থামিয়ে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ সকল জন্তু অনেক সময় বন্য জন্তুর ন্যায় পালাতে চায়। অতএব এর কোনওটি তোমাদের ব্যর্থ করে দিলে তার সাথে এরূপই করবে।

فِى الَّذِىْ يَرْمِى الصَّيْدَ فَيَقَعُ فِى الْمَاءِ

তীর নিক্ষিপ্ত শিকার পানিতে পড়লে

٤٢٩٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَاصِمٌ الاَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ اِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ اِلاَّ اَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِى مَاءٍ وَلاَ تَدْرِى الْمَاءُ قَتَلَهُ اَوْ سَهْمُكَ *

৪২৯৯. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্

ﷺ -কে শিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : যখন তুমি তীর নিক্ষেপ কর তখন আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করবে। তারপর ঐ জন্তুকে নিহত পেলে তাকে খাবে। কিন্তু যখন ঐ জন্তু পানিতে পড়ে যায় এবং তুমি বুঝতে পার না যে, তীরের আঘাতে মরেছে, না পানিতে পড়ে মরেছে, তা খাবে না।

٤٣٠٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِى عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَكَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَقَتَلَ سَهْمُكَ فَكُلْ قَالَ فَاِنْ بَاتَ عَنِّىْ لَيْلَةً يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنْ وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيْهِ اَثَرَ شَىْءٍ غَيْرَهُ فَكُلْ وَاِنْ وَقَعَ فِى الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ *

৪৩০০. আমর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হারিস (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে শিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : যখন তুমি তীর ছুঁড়বে অথবা বিস্‌মিল্লাহ্ বলে কুকুর ছাড়বে, আর তাতে আল্লাহ্‌র নাম নেবে। তারপর তোমার তীর কোন শিকার বধ করবে, তুমি তা খাবে। আদী (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি ঐ শিকার এক রাতের পর আমার হাতে আসে, তবে? তিনি বললেন : যদি তুমি তোমার তীর পাও, আর ঐ শিকারের মধ্যে ঐ তীর ব্যতীত অন্য কিছুর চিহ্ন না পাও; তবে তা খাবে। আর যদি শিকার পানিতে পড়ে যায়, তবে তা খাবে না।

فِى الَّذِىْ يَرْمِى الصَّيْدَ فَيَغِيْبُ عَنْهُ

তীরের আঘাত খেয়ে শিকার উধাও হলে

٤٣٠١. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اَهْلُ الصَّيْدِ وَاِنَّ اَحَدَنَا يَرْمِى الصَّيْدَ فَيَغِيْبُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ فَيَبْتَغِى الْاَثَرَ فَيَجِدُهُ مَيِّتًا وَسَهْمُهُ فِيْهِ قَالَ اِذَا وَجَدْتَ السَّهْمَ فِيْهِ وَلَمْ تَجِدْ فِيْهِ اَثَرَ سَبُعٍ وَعَلِمْتَ اَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلْ *

৪৩০১. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়্যুব (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা শিকারী লোক। আর আমাদের মধ্যে কেউ শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে কখনও তা এক অথবা দুই রাত্রি পর্যন্ত উধাও হয়ে যায়, আর শিকারী ব্যক্তি শিকারের পদচিহ্ন অনুসরণ করে, তাকে মৃত পায় এবং তার শরীরে তীর লাগা অবস্থায় পায়। তিনি বললেন : যখন তুমি তার মধ্যে তোমার তীর পাও এবং অন্য কোন হিংস্র জন্তুর চিহ্ন তাতে না দেখ এবং তোমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তোমার তীরই তাকে মেরেছে, তবে তুমি তা খেতে পার।

٤٣٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ

اَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا رَاَيْتَ سَهْمَكَ فِيْهِ وَلَمْ تَرَفِيْهِ اَثَرًا غَيْرَهُ وَعَلِمْتَ اَنَّهُ قَتَلَهُ فَكُلْ *

৪৩০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা ও ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তুমি শিকারের মধ্যে তোমার তীর বিদ্ধ দেখবে, এবং তোমার তীর ব্যতীত অন্য কিছুর চিহ্ন তাতে না দেখ, আর তোমার বিশ্বাস হবে যে, ঐ তীরই তাকে হত্যা করেছে, তবে তা খাবে।

٤٣٠٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرْمِى الصَّيْدَ فَاَطْلُبُ اَثَرَهُ بَعْدَ لَيْلَةٍ قَالَ اِذَا وَجَدْتَ فِيْهِ سَهْمَكَ وَلَمْ يَاْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ *

৪৩০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি শিকারের প্রতি তীর মারি, আর এক রাত্রি পর তার পদচিহ্ন অনুসরণ করি। তিনি বললেন : যখন তুমি তোমার তীর তার মধ্যে পাবে, আর তা থেকে কোন হিংস্র জন্তু কিছু না খাবে, তবে তুমি তা খেতে পারো।

اَلصَّيْدُ اِذَا اَنْتَنَ

যদি শিকার জন্তু হতে দুর্গন্ধ আসে

٤٣٠٤. اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخَلَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ اَنْبَاَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الَّذِىْ يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَلْيَاْكُلْهُ اِلَّا اَنْ يُنْتِنَ *

৪৩০৪. আহমদ ইব্‌ন খালিদ খাল্লাল (র) - - - - আবূ সা'লাবা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তিন দিন পর তার শিকার পায়, তবে সে তা খেতে পারে, কিন্তু যদি তা দুর্গন্ধময় হয়ে যায়, তবে নয়।

٤٣٠٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ مُرِّىَّ بْنَ قَطَرِىٍّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُرْسِلُ كَلْبِى فَيَاْخُذُ الصَّيْدَ وَلَا اَجِدُ مَا اُذَكِّيْهِ بِهِ فَاُذَكِّيْهِ بِالْمَرْوَةِ وَالْعَصَا قَالَ اَهْرِقِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৪৩০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি কুকুর ছাড়ি এবং ঐ কুকুর শিকার ধরে; কিন্তু আমার নিকট যবেহ করার কিছু থাকে না, তখন আমি পাথর অথবা লাঠি দ্বারা তাকে যবেহ করি। তিনি বললেন : যে বস্তু দ্বারাই হোক রক্ত ঝরিয়ে দাও এবং বিস্‌মিল্লাহ পড়।

صَيْدُ الْمِعْرَاضِ

মি'রায[১] এর শিকার

٤٣٠٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِىِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ فَتُمْسِكُ عَلَىَّ فَاٰكُلُ مِنْهُ قَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ الْكِلاَبَ يَعْنِى الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَاَمْسَكْنَ عَلَيْكَ فَكُلْ قُلْتُ وَاِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَاِنْ قَتَلْنَ مَالَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا قُلْتُ وَاِنِّىْ اَرْمِى الصَّيْدَ بِالْمِعْرَاضِ فَاُصِيْبُ فَاٰكُلُ قَالَ اِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَسَمَّيْتَ فَخَزَقَ فَكُلْ وَاِذَا اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَاْكُلْ *

৪৩০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছাড়ি, আর সে শিকার ধরে আনে এবং আমি তা খাই। তিনি বললেন : যখন তুমি বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছাড় এবং তা শিকার ধরে আনে, তুমি তা খেতে পার। আমি বললাম : যদি সে শিকার মেরে ফেলে ? তিনি বললেন : যদিও সে শিকার মেরে ফেলে, যতক্ষণ তার সাথে অন্য কুকুর মিলিত না হয়। আমি বললাম, আমি মি'রাষ নিক্ষেপ করি এবং তা দ্বারা শিকার করি এবং খাই ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যখন তুমি বিস্‌মিল্লাহ বলে মি'রাষ ছুঁড়বে এবং ঐ তীর ধারাল অংশ দ্বারা আঘাত করবে, তুমি তা খাবে, আর যদি আড়াআড়ি দিকে আঘাত করে, তবে তা খাবে না।

مَا اَصَابَ بِعَرْضٍ مِنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

যদি তীরের পাশ লেগে মরে

٤٣٠٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِىَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ اِذَا اَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَاِذَا اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ فَاِنَّهُ وَقِيْذٌ فَلاَ تَاْكُلْ *

৪৩০৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মি'রাষ দ্বারা শিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : যদি ঐ তীরের ধারাল অংশ লাগে, তবে তুমি তা খাবে, আর যদি তার পার্শ্ব দ্বারা আঘাত করে, তবে তুমি তা খাবে না। কেননা তখন তাকে মাওকূযা[২] বলা হয়। তা খাবে না।

---

১. মি'রাষ হলো ফলকবিহীন তীর।

২. পাথর, কাঠ ইত্যাদি দ্বারা যা ধারালো নয়, কোন জন্তুকে মারা হলে তাকে 'মাওকূযা' বলা হয়।

مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ مِنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

যে শিকারে ফলকবিহীন তীরের ধারাল অংশের আঘাত লাগে

٤٣٠٨. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الذَّرَّاعُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحْصَنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ *

৪৩০৮. হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ যাররা' (র) - - - - 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মি'রায দ্বারা শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : যদি তুমি তা তোমার তীরের ধারাল অংশ দ্বারা শিকার কর, তবে তা খাবে। আর যদি তুমি তাকে তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে শিকার করে থাক, তবে তা খাবে না।

٤٣٠٩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُوْنُسَ وَغَيْرُهُ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيْذٌ *

৪৩০৯. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মি'রাযের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : যদি তার ধারাল অংশ লাগে, তবে তা খাবে, আর যদি তীরের পাশ লেগে থাকে, তবে তা মাওকূযা।

اِتِّبَاعُ الصَّيْدِ

শিকারের পেছনে ধাওয়া করা

٤٣١٠. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي مُوْسَى ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مُوْسَى عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنِ اتَّبَعَ السُّلْطَانَ افْتُتِنَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنّٰى *

৪৩১০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মুরুভূমিতে বাস করে, সে কঠিন হয়ে যায় আর যে ব্যক্তি শিকারের পেছনে লেগে থাকে, সে অন্য সব কিছু ভুলে যায়, আর যে ব্যক্তি বাদশাহর সংশ্রবে থাকে, সে (দীনীভাবে) ফিতনায় পতিত হয়।

اَلْأَرْنَبُ

খরগোশ প্রসঙ্গ

٤٣١١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو

عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِاَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَاَمْسَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَاْكُلْ وَاَمَرَ الْقَوْمَ اَنْ يَاْكُلُوْا وَاَمْسَكَ الاَعْرَابِىُّ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَايَمْنَعُكَ اَنْ تَاْكُلَ قَالَ اِنِّى اَصُوْمُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ اِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ الْغُرَّ *

৪৩১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার বাহ্‌রানী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গ্রাম্য এক বেদুঈন একটি খরগোশ ভূনা করে নবী ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসে এবং তা তাঁর সামনে রাখে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাত গুটিয়ে নিলেন, তা খেলেন না। কিন্তু অন্য লোকদেরকে খেতে বললেন। ঐ বেদুঈনও তা খাওয়া হতে বিরত থাকল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি খেলে না কেন ? সে বললো : আমি প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখি। তিনি বললেন : যদি তুমি প্রত্যেক মাসে রোযা রাখ, তবে মাঝের তিন দিন (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) রাখবে।

٤٣١٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى الْحَوْتَكِيَّةِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ حَاضِرُنَا يَوْمَ الْقَاحَةِ قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ اَنَا اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَرْنَبٍ فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِىْ جَاءَ بِهَا اِنِّى رَاَيْتُهَا تَدْمَى فَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ لَمْ يَاْكُلْ ثُمَّ اِنَّهُ قَالَ كُلُوْا فَقَالَ رَجُلٌ اِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ وَمَا صَوْمُكَ قَالَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ قَالَ فَاَيْنَ اَنْتَ عَنِ الْبِيْضِ الْغُرِّ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ *

৪৩১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবুল হাওতাকিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : কাহা[1] দিবসে আমাদের সাথে কে ছিল? আবূ যর (রা) বললেন : আমি ছিলাম। সেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট একটি খরগোশ আনা হল। যে ব্যক্তি সেটি এনেছিল, সে বললো : আমি এর স্রাব হতে দেখেছি। নবী ﷺ তা খেলেন না। তিনি অন্যান্য লোককে খেতে বললেন। এ সময় এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি রোযা রেখেছি। তিনি বললেন : তুমি কি রোযা রেখেছ ? সে বললো : প্রতি মাসে তিনটি রোযা। তিনি বললেন : তবে তুমি কেন আইয়ামে বীযের অর্থাৎ ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে রোযা রাখ না ?

٤٣١٣. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ اَنْفَجْنَا اَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَاَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا اِلَى اَبِىْ طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَنِىْ بِفَخِذَيْهَا وَوَرِكَيْهَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَبِلَهُ *

৪৩১৩. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আনাস (রা) বলেন : মাররুয-যাহ্‌রান নামক স্থানে আমি একটি খরগোশকে ধাওয়া করলাম এবং ধরে ফেললাম। আবূ তাল্‌হা (রা)-এর নিকট আমি তা নিয়ে গেলে তিনি তা যবেহ্ করলেন এবং তার উভয় রান ও নিতম্ব নবী ﷺ-এর নিকট পাঠালেন, তিনি তা গ্রহণ করলেন।

১. মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান।

٤٣١٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ عَاصِمٍ وَدَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ صَفْوَانَ قَالَ اَصَبْتُ اَرْنَبَيْنِ فَلَمْ اَجِدْ مَا اُذَكِّيْهِمَا بِهِ فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ فَسَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَاَمَرَنِى بِاَكْلِهِمَا *

৪৩১৪. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দু'টি খরগোশ ধরলাম। কিন্তু তা যবেহ করার মত কিছুই পেলাম না। পরে আমি পাথর দিয়ে তাদের যবেহ করি। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে তা খাওয়ার আদেশ দেন।

اَلضَّبُّ

গোসাপ

٤٣١٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لاَ اٰكُلُهُ وَلاَ اُحَرِّمُهُ *

৪৩১৫. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরের উপর থাকাবস্থায় তাঁর নিকট গোসাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : আমি তো তা খাই না, আর তা হারামও বলি না।

٤٣١٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاتَرَى فِى الضَّبِّ قَالَ لَسْتُ بِاٰكِلِهِ وَلاَ مُحَرِّمِهِ *

৪৩১৬. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি গোসাপ সম্বন্ধে কী বলেন ? তিনি বললেন : আমি তা খাইও না এবং তা হারামও বলি না।

٤٣١٧. اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ ابْنِ الْوَلِيْدِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِضَبٍّ مَشْوِىٍّ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ فَاَهْوَى اِلَيْهِ بِيَدِهِ لِيَاْكُلَ مِنْهُ قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَرَامٌ الضَّبُّ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنْ بِاَرْضِ قَوْمِىْ فَاَجِدُنِىْ اَعَافُهُ فَاَهْوَى خَالِدٌ اِلَى الضَّبِّ فَاَكَلَ مِنْهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ *

৪৩১৭. কাসীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ভাজা একটি গোসাপ আনা হলে তিনি তা খাওয়ার জন্য হাত বাড়ান, এমন সময় এক ব্যক্তি বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা গোসাপের গোশ্‌ত। তখন তিনি তা আর খেলেন না এবং হাত উঠিয়ে নিলেন। খালিদ ইব্‌ন

ওলীদ (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গোসাপ কি হারাম ? তিনি বললেন : না, কিন্তু তা আমার গোত্রের এলাকায় পাওয়া যায় না বলে এর প্রতি আমার অরুচি রয়েছে। পরে খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা) হাত বাড়িয়ে তা খেতে লাগলেন। আর তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেখছিলেন।

٤٣١٨. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِىَ خَالَتُهُ فَقُدِّمَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَحْمُ ضَبٍّ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَاْكُلُ شَيْئًا حَتّٰى يَعْلَمَ مَا هُوَ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اَلاَ تُخْبِرْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا يَاْكُلُ فَاَخْبَرَتْهُ اَنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَتَرَكَهُ قَالَ خَالِدٌ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ فِىْ اَرْضِ قَوْمِىْ فَاَجِدُنِىْ اَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ اِلَىَّ فَاَكَلْتُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ وَحَدَّثَهُ ابْنُ الْاَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ وَكَانَ فِىْ حَجْرِهَا ۞

৪৩১৮. আবূ দাউদ (র) ---- খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে তাঁর খালা মায়মূনা বিন্‌ত হারিস (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করলেন। সেখানে সামনে গোসাপের গোশত পেশ করা হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অভ্যাস ছিল যে, কোন খাবার ততক্ষণ পর্যন্ত খেতেন না, যতক্ষণ না জেনে নিতেন তা কী ? তাই কোন মহিলা বললেন : তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জানাচ্ছ না কেন, তিনি কী খাচ্ছেন ? সুতরাং আমি তাঁকে বললাম : এটা গোসাপের গোশত। তখন তিনি তা পরিহার করলেন। খালিদ (রা) বলেন : তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তা কি হারাম ? তিনি বললেন : না, তবে তা এমন জন্তু, যা আমার কওমের এলাকায় পাওয়া যায় না; তাই তা আমার খেতে রুচি হয় না। খালিদ (রা) বলেন : আমি তা আমার দিকে টেনে নিয়ে খাওয়া শুরু করলাম আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেখছিলেন।

٤٣١٩. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَهْدَتْ خَالَتِىْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَقِطًا وَسَمْنًا وَاَضُبًّا فَاَكَلَ مِنَ الْاَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الْاَضُبَّ تَقَذُّرًا وَاُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا اُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ۞

৪৩১৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পনির, ঘি এবং গোসাপের গোশত পেশ করলে তিনি পনির, ঘি তো খেলেন কিন্তু অরুচি হওয়ায় গোসাপের গোশত খেলেন না। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দস্তরখানে তা খাওয়া হয়েছে। যদি তা হারাম হতো তবে দস্তরখানে তা খাওয়া হতো না।

٤٣٢٠. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَكْلِ الضِّبَابِ فَقَالَ اَهْدَتْ اُمُّ حُفَيْدٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمْنًا وَاَقِطًا وَاَضُبًّا فَاَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالاَقِطِ وَتَرَكَ الضِّبَابَ تَقَذُّرًا لَهُنَّ فَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا اُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ اَمَرَ بِاَكْلِهِنَّ *

৪৩২০. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়্যুব (র) - - - -সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গোসাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : উম্মে হুফায়দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পনির, ঘি এবং গোসাপ প্রেরণ করলে তিনি ঘি এবং পনির তো খান এবং গোসাপ অপছন্দ করে পরিহার করেন। যদি তা হারাম হতো, তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দস্তরখানে তা খাওয়া হত না, আর তিনিও খেতে অনুমতি দিতেন না।

٤٣٢١. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الاَحْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيْدَ الاَنْصَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَاَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَاَخَذْتُ ضَبًّا فَشَوَيْتُهُ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَاَخَذَ عُوْدًا يَعُدُّ بِهِ اَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اُمَّةً مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الاَرْضِ وَاِنِّيْ لاَاَدْرِيْ اَيُّ الدَّوَابِّ هِيَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ اَكَلُوْا مِنْهَا قَالَ فَمَا اَمَرَ بِاَكْلِهَا وَلاَنَهَى *

৪৩২১. সুলায়মান ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - সাবিত ইব্‌ন ইয়াযীদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। আমরা এক মনযিল অবতরণ করলে লোকে গোসাপ দেখতে পেল। আমি একটি গোসাপ ধরলাম। তারপর সেটি ভেজে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে পেশ করলাম। তিনি একখণ্ড কাঠ নিয়ে তার আঙ্গুল গণনা শুরু করলেন। পরে বললেন : বনী ইসরাঈলের একদল লোককে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। কিন্তু আমার জানা নেই তারা কোন জন্তু। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোক তো তা খেয়েছে। সাবিত (রা) বলেন : তিনি তা খেতে আদেশও করেন নি এবং নিষেধও করেন নি।

٤٣٢٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيْعَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِضَبٍّ فَجَعَلَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ وَيُقَلِّبُهُ وَقَالَ اِنَّ اُمَّةً مُسِخَتْ لاَيُدْرَى مَافَعَلَتْ وَاِنِّيْ لاَ اَدْرِيْ لَعَلَّ هٰذَا مِنْهَا *

৪৩২২. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - সাবিত ইব্‌ন ওদীআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গোসাপ নিয়ে উপস্থিত হলে তিনি তাকে ওলট-পালট করে দেখতে লাগলেন এবং

বললেন : একটি সম্প্রদায়কে বিকৃত করা হয়েছিল। জানি না, শেষ পর্যন্ত তাদের কী হয়েছিল ? আর আমি এটাও জানি না যে, এরা তাদের মধ্য হতে কিনা।

٤٣٢٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيْعَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِضَبٍّ فَقَالَ اِنَّ اُمَّةً مُسِخَتْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ *

৪৩২৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সাবিত ইব্‌ন ওদী'আ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট একটি গোসাপ আনলে তিনি বললেন : একটি সম্প্রদায়ের আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন (তা গোসাপ না অন্য কিছু)।

اَلضَّبُعِ

হায়েনা

٤٣٢٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الضَّبُعِ فَاَمَرَنِىْ بِاَكْلِهَا فَقُلْتُ اَصَيْدٌ هِىَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ اَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ *

৪৩২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন আবূ আম্মার (রা) বলেন : আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-কে হায়েনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আমাকে তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন।[১] আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এটা কি শিকার ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ !

بَابُ تَحْرِيْمِ اَكْلِ السِّبَاعِ

পরিচ্ছেদ : হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম

٤٣٢٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ حَكِيْمٍ عَنْ عَبِيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُلُّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَاَكْلُهُ حَرَامٌ *

৪৩২৫. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক দাঁতাল হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম।

---

১. ইমাম শাফিঈ ও আহমদ (র) তা খাওয়া হালাল বলে মনে করেন। কিন্তু জমহূর-ই উলামা একে খাওয়া হারাম বলেছেন। কারণ এটা হিংস্র জন্তু। তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : কেউ কি হায়েনা খায় ?

٤٣٢٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ *

৪৩২৬. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবূ সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক দাঁতাল হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন।

٤٣٢٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ خَالِدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَحِلُّ النُّهْبٰى وَلاَ يَحِلُّ مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِىْ نَابٍ وَلاَ تَحِلُّ الْمُجَثَّمَةُ *

৪৩২৭. আমর ইব্‌ন উসমান (র)- - - - আবূ সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : লুণ্ঠিত মাল হালাল নয় এবং দাঁতাল হিংস্র জন্তু হালাল নয়, আর মুজছামা, অর্থাৎ গুলি, তীর ইত্যাদির আঘাতে যে জন্তু মারা যায়, তা-ও হালাল নয়।

اَلْاِذْنُ فِىْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ

ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি

٤٣٢٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى وَذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ وَاَذِنَ فِى الْخَيْلِ *

৪৩২৮. কুতায়বা ও আহমদ ইব্‌ন আব্‌দা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর যুদ্ধের দিন গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন। আর ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দেন।

٤٣٢٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَطْعَمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لُحُوْمَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ *

৪৩২৯. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে ঘোড়ার গোশত খাওয়ান এবং গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেন।

٤٣٣٠. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَمْرُو ابْنُ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ وَعَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَطْعَمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُوْمَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ *

৪৩৩০. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে খায়বর যুদ্ধের দিন ঘোড়ার গোশত খাওয়ান এবং গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেন।

٤٣٣١. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَاكُلُ لُحُوْمَ الْخَيْلِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৪৩৩১. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে ঘোড়ার গোশ্ত খেতাম।

تَحْرِيْمُ اَكْلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ

ঘোড়ার গোশ্ত খাওয়ার অবৈধতা

٤٣٣٢. أَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِيْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ اَكْلُ لُحُوْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ *

৪৩৩২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধার গোশ্ত খাওয়া বৈধ নয়।

٤٣٣٣. أَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ وَكُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ *

৪৩৩৩. কাসীর ইব্ন উবায়দ (র) - - - - খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়া, খচ্চর, গাধা এবং দাঁতাল হিংস্র জন্তুর গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন।

٤٣٣٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَاكُلُ لُحُوْمَ الْخَيْلِ قُلْتُ الْبِغَالَ قَالَ لاَ *

৪৩৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ঘোড়ার গোশ্ত খেতাম। আতা (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম : খচ্চরের গোশ্ত ? তিনি বললেন : না।

تَحْرِيْمُ اَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ

পালিত গাধার গোশ্ত খাওয়া হারাম

٤٣٣٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ

عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِمَا قَالَ قَالَ عَلِىٌّ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ *

৪৩৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - মুহাম্মদ (র) বলেন, আলী (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের দিন মুত'আ বিবাহ[১] এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেন।

٤٣٣٦. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ وَمَالِكٌ وَاُسَامَةُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنَىْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ *

৪৩৩৬. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের দিন নারীদেরকে মুতআ বিবাহ করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেন।

٤٣٣٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ح وَاَنْبَاَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ *

৪৩৩৭. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর বিজয়ের দিন গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেন।

٤٣٣٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ خَيْبَرَ *

৪৩৩৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে, কিন্তু এই বর্ণনায় খায়বরের উল্লেখ নেই।

٤٣٣٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ نَضِيْجًا وَنِيْئًا *

১. নিকাহে- মুতআ হলো - কোন স্ত্রীলোককে সাময়িকভাবে কিছু বিনিময় দিয়ে বিয়ে করা।

৪৩৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর বিজয়ের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত রান্না করা বা রান্না ব্যতীত খেতে নিষেধ করেন। —

٤٣٤٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى اَوْفٰى قَالَ اَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَاهَا فَنَادٰى مُنَادِى النَّبِيِّ ﷺ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ حَرَّمَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ فَاَكْفِئُوا الْقُدُوْرَبِمَا فِيْهَا فَاَكْفَانَاهَا *

৪৩৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ মুকরি' (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বর বিজয়ের দিন ঐ সকল গাধা ধরেছিলাম, যা গ্রাম থেকে বের হয়েছিল। আমরা তা রান্না করলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পক্ষ হতে ঘোষক ঘোষণা দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গাধার গোশ্‌ত হারাম করেছেন, তোমরা গোশতসহ পাত্র উলটিয়ে দাও। তখন আমরা পাত্র উলটিয়ে গোশ্‌ত ফেলে দেই।

٤٣٤١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ فَخَرَجُوْا اِلَيْنَا وَمَعَهُمُ الْمَسَاحِى فَلَمَّا رَاَوْنَا قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ وَرَجَعُوْا اِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ فَاَصَبْنَا فِيْهَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا فَنَادٰى مُنَادِى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ فَاِنَّهَا رِجْسٌ *

৪৩৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর বিজয়ের দিন অতি প্রত্যুষে সেখানে পৌঁছেন। তখন খায়বরের ইয়াহূদীরা কোদাল নিয়ে বের হয়েছিল। যখন তারা আমাদেরকে দেখলো তখন বলে উঠলো : মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সেনাবাহিনী ! এই বলে তারা দৌড়িয়ে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করে বললেন : আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর! খায়বর ধ্বংস হলো। যখন আমরা কোন সম্প্রদায়ের চত্বরে অবতরণ করি, তখন সতর্ককৃত সে সম্প্রদায়ের ভোর কতই না দুঃখজনক হয়! আনাস (রা) বলেন : আমরা সেখানে গাধা ধরে তা রান্না করলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ঘোষক ঘোষণা দিলেন যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করছেন। কেননা তা অপবিত্র।

٤٣٤٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ اَنْبَاَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى خَيْبَرَ وَالنَّاسُ

جِيَاعٌ فَوَجَدُوا فِيهَا حُمُرًا مِنْ حُمُرِ الْإِنْسِ فَذَبَحَ النَّاسُ مِنْهَا فَحُدِّثَ بِذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ أَلَا إِنَّ لُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِ لَا تَحِلُّ لِمَنْ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ *

৪৩৪২. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আবূ সালাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে খায়বরের যুদ্ধের জন্য বের হলো। তখন তারা ছিল ক্ষুধার্ত, তারা সেখানে কিছু পালিত গাধা পেয়ে গেল এবং তা যবেহ করলো। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফকে ঘোষণার আদেশ দিলেন। তিনি লোকের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, পালিত গাধার গোশ্‌ত এমন কারও জন্য হালাল নয়, যে সাক্ষ্য দেয় যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল।

٤٣٤٣. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ *

৪৩৪৩. 'আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আবূ সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হিংস্র দাঁতাল জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন এবং গৃহপালিত গাধার গোশতও খেতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ إِبَاحَةِ أَكْلِ لُحُومِ حُمُرِ الْوَحْشِ

পরিচ্ছেদ : বন্য গাধার গোশত খাওয়ার বৈধতা

٤٣٤٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ هُوَ ابْنُ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَكَلْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَالْوَحْشِ وَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحِمَارِ *

৪৩৪৪. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বরের দিন ঘোড়া ও বন্য জন্তুর গোশত খেয়েছি। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন।

٤٣٤٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ هُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى ابْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِبَعْضِ أَثَايَا الرَّوْحَاءِ وَهُمْ حُرُمٌ إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ مَعْقُورٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ شَأْنُكُمْ هٰذَا الْحِمَارُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ يُقَسِّمُهُ بَيْنَ النَّاسِ *

৪৩৪৫. কুতায়বা (র) - - - - উমায়র ইব্‌ন সালামা যামরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্

ﷺ -এর সঙ্গে মদীনার রাওহা নামক স্থান অতিক্রম করছিলাম, আর তাঁরা সকলেই ছিলেন হজ্জের ইহরাম অবস্থায়। এমন সময় একটি আহত বন্য গাধা আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : একে ছেড়ে দাও, হয়তো এর শিকারী মালিক আসছে। এমন সময় বাহায গোত্রের এক ব্যক্তি, যে গাধাটিকে আঘাত করেছিল, সে এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই গাধা আপনি নিয়ে নিন। তখন তিনি আবূ বকর (রা)-কে আদেশ দিলেন যেন সকলের মধ্যে এর গোশত বণ্টন করে দেন।

٤٣٤٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَبِى اُنَيْسَةَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ اَصَابَ حِمَارًا وَحْشِيًا فَاَتَى بِهِ اَصْحَابَهُ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ وَهُوَ حَلاَلٌ فَاَكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَوْسَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْهُ فَسَاَلْنَاهُ فَقَالَ قَدْ اَحْسَنْتُمْ فَقَالَ لَنَا هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَاهْدُوْا لَنَا فَاَتَيْنَاهُ مِنْهُ فَاَكَلَ مِنْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

৪৩৪৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ওহাব (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি একটি বন্য গাধা শিকার করে তাঁর সাথীদের নিকট নিয়ে আসেন তখন তারা সকলে ছিল ইহরাম অবস্থায়, কিন্তু তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না। আমরা তা খেয়ে পরে একে অপরকে বললাম : এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন ছিল। পরে আমরা তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : তোমরা ভালই করেছ। তিনি আমাদেরকে আরো বললেন : তোমাদের নিকট এর অবশিষ্ট কিছু আছে কি ? আমরা বললাম : জ্বি হ্যাঁ। তিনি বললেন : তা আমাকে হাদিয়া দাও। আমরা তা তাঁর নিকট নিয়ে আসলে তিনি তা থেকে খান, আর তখন তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

بَابٌ اِبَاحَةِ اَكْلِ لُحُوْمِ الدَّجَاجِ

পরিচ্ছেদ : মোরগের গোশ্‌ত খাওয়ার বৈধতা

٤٣٤٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمٍ اَنَّ اَبَا مُوْسَى اُتِىَ بِدَجَاجَةٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَاشَانُكَ قَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُهَا تَاْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ اَنْ لاَ اٰكُلَهُ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسَى ادْنُ فَكُلْ فَاِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُهُ وَاَمَرَهُ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِيْنِهِ *

৪৩৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - যাহ্‌দাম (র) বর্ণনা করেন, আবূ মূসা (রা)-এর নিকট একটি রান্নাকরা মুরগী আনা হলে উপস্থিত লোকদের একজন সরে পড়লো। আবূ মূসা (রা) বললেন : তোমার কি হলো ? সে বললো : আমি একে একটা বস্তু খেতে দেখেছি। তাই আমার ঘেন্না হয় এবং আমি কসম করেছি যে, আমি তা খাব না। আবূ মূসা (রা) বললেন : তুমি নিকটে এসো এবং খাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তা খেতে দেখেছি। আর তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন : তুমি তোমার কসমের কাফ্‌ফারা দাও।

٤٣٤٨. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِيْ مُوْسَى فَقُدِّمَ طَعَامُهُ وَقُدِّمَ فِيْ طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَيْمِ اللّٰهِ اَحْمَرَ كَاَنَّهُ مَوْلًى فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسَى اُدْنُ فَاِنِّيْ قَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ مِنْهُ *

৪৩৪৮. আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - যাহ্দাম জারমী (র) বলেন : আমরা আবূ মূসা (রা)-এর নিকট ছিলাম, এমন সময় তাঁর খানা আনা হলো আর তাতে মুরগীর গোশ্ত ছিল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে তায়মুল্যাহ গোত্রের রক্তিম বর্ণের এক ব্যক্তি যে ক্রীতদাস ছিল, সে নিকটে আসলো না। তখন আবূ মূসা (রা) তাকে বললেন : নিকটে এসো, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এটা খেতে দেখেছি।

٤٣٤٩. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ بِشْرٍ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ *

৪৩৪৯. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ খায়বরের দিন প্রত্যেক থাবাবিশিষ্ট পাখি এবং দাঁতাল হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেন।

اِبَاحَةُ اَكْلِ الْعَصَافِيْرِ

চড়ুই পাখির গোশত খাওয়ার অনুমতি

٤٣٥٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَامِنْ اِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُوْرًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا اِلاَّ سَاَلَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ يَذْبَحُهَا فَيَاْكُلُهَا وَلاَ يَقْطَعُ رَاْسَهَا يَرْمِيْ بِهَا *

৪৩৫০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ মুক্রী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি চড়ুই অথবা তা থেকে ছোট কোন জন্তু অন্যায়ভাবে হত্যা করে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর ন্যায্যতা কি ? তিনি বললেন : এর ন্যায্যতা এই যে, একে আল্লাহ্র নামে যবেহ করে খাবে। এর মাথা কেটে ফেলে দেবে না।

بَابُ مَيْتَةِ الْبَحْرِ

পরিচ্ছেদ : সমুদ্রের মৃত জন্তু

٤٣٥١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ

سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ مَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحَلاَلُ مَيْتَتُهُ *

৪৩৫১. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সমুদ্রের পানি পাক, আর এর মৃত জীব হালাল।

٤٣٥٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعَثَنَا النَّبِىُّ ﷺ وَنَحْنُ ثَلْثُمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِىَ زَادُنَا حَتّٰى كَانَ يَكُوْنُ لِلرَّجُلِ مِنَّا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ فَقِيْلَ لَهُ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ وَاَيْنَ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَقَدْنَاهَا فَاَتَيْنَا الْبَحْرَ فَاِذَا بِحُوْتٍ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا *

৪৩৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের তিনশত ব্যক্তির একদলকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিহাদে পাঠান। আমরা আমাদের পাথেয় কাঁধে বয়ে নিচ্ছিলাম। এক সময় আমাদের পাথেয় নিঃশেষ হয়ে গেল। এমনকি আমাদের প্রত্যেকের একটি করে খেজুর মিলত। এক ব্যক্তি বললো : হে আবূ আবদুল্লাহ্! একজন লোকের একটি খেজুরে কী হয়? জাবির (রা) বললেন : তাও যখন ফুরিয়ে গেল, তখন আমরা বুঝলাম, একটি খেজুরের মূল্য কী? অতঃপর আমরা সমুদ্র তীরে আসলাম এবং সেখানে এমন এক মাছ পেলাম, সমুদ্র যা তীরে নিক্ষেপ করেছে। তা আমরা আঠার দিন পর্যন্ত খেয়েছিলাম।

٤٣٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلْثُمِائَةِ رَاكِبٍ اَمِيْرُنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيْرَ قُرَيْشٍ فَاَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ فَاَصَابَنَا جُوْعٌ شَدِيْدٌ حَتّٰى اَكَلْنَا الْخَبَطَ قَالَ فَاَلْقَى الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ فَثَابَتْ اَجْسَامُنَا وَاَخَذَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مِنْ اَضْلاَعِهِ فَنَظَرَ اِلَى اَطْوَلِ جَمَلٍ وَاَطْوَلِ رَجُلٍ فِى الْجَيْشِ فَمَرَّ تَحْتَهُ ثُمَّ جَاعُوْا فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ثُمَّ جَاعُوْا فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ثُمَّ جَاعُوْا فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلاَ ثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَهَاهُ اَبُوْ عُبَيْدَةَ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فَسَاَلْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْئٌ قَالَ فَاَخْرَجْنَا مِنْ عَيْنَيْهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةً مِنْ وَدَكٍ وَنَزَلَ فِىْ حَجَّاجِ عَيْنِهِ اَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَكَانَ مَعَ اَبِىْ عُبَيْدَةَ جِرَابٌ فِيْهِ تَمْرٌ فَكَانَ يُعْطِيْنَا الْقَبْضَةَ ثُمَّ صَارَ اِلَى التَّمْرَةِ فَلَمَّا فَقَدْنَاهَا وَجَدْنَا فَقْدَهَا *

৪৩৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আমর (রা) বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনশত ব্যক্তিকে আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ (রা)-এর অধীনে কুরায়শের বাণিজ্যদলের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য পাঠান। আমরা ঐ কাফেলার অপেক্ষায় সমুদ্র তীরে অবস্থান করি। আমরা এমন খাদ্য সংকটে পড়লাম যে, শেষ পর্যন্ত আমরা গাছের পাতা খেতে লাগলাম। এঅবস্থায় একদিন সমুদ্র একটি মাছ তীরে নিক্ষেপ করল যাকে আম্বর বলা হয়ে থাকে। আমরা তা অর্ধ মাস পর্যন্ত খেতে থাকি, আর এর চর্বি তেল হিসেবে ব্যবহার করি। এমনকি আমাদের হৃত স্বাস্থ্য ফিরে আসল। আবূ উবায়দা (রা)-এর পাঁজরের একটি হাঁড় তুলে নেন। তিনি একটি লম্বা উটের প্রতি লক্ষ্য করেন, আর বাহিনীর সর্বাপেক্ষা লম্বা ব্যক্তিকে এর উপর সওয়ার করালেন। লোকটি এর নিচ দিয়ে চলে গেল। আবার বাহিনীর খাদ্যাভাব দেখা দিলে এক ব্যক্তি তিনটি উট যবেহ করল। আবার খাদ্যাভাব দেখা দিলে এক ব্যক্তি আরও তিনটি উট যবেহ করল। তারপর আবার খাদ্যাভাব দেখা দিলে আবারও এক ব্যক্তি তিনটি উট যবেহ করল। আবূ উবায়দা (রা) পরে তা নিষেধ করেন।

সুফিয়ান[১] (র) বলেন : আবূ যুবায়র (রা) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন : তোমাদের নিকট কি এর অবশিষ্ট আছে? জাবির (রা) বলেন, আমরা এর চক্ষুদ্বয় হতে এত-এত মটকা চর্বি বের করলাম। আর এর চক্ষের কোটরে চার ব্যক্তি নেমে পড়েছিল। আবূ উবায়দা (রা)-এর নিকট একটি খেজুর ভর্তি থলি ছিল। তিনি আমাদেরকে একা-এক মুষ্ঠি দান করতেন। পরে একটি করে খেজুর দিতেন, তা ফুরিয়ে যাওয়ার পর আমরা এর ফুরিয়ে যাওয়ার মূল্য বুঝতে পারি।

٤٣٥٤. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا النَّبِىُّ ﷺ مَعَ اَبِى عُبَيْدَةَ فِى سَرِيَّةٍ فَنَفِدَ زَادُنَا فَمَرَرْنَا بِحُوْتٍ قَدْ قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ فَاَرَدْنَا اَنْ نَاْكُلَ مِنْهُ فَنَهَانَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ رُسُلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُلُوْا فَاَكَلْنَا مِنْهُ اَيَّامًا فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ اِنْ كَانَ بَقِىَ مَعَكُمْ شَىْءٌ فَابْعَثُوْا بِهِ اِلَيْنَا *

৪৩৫৪. যিয়াদ ইব্ন আইয়্যুব (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আবূ উবায়দার নেতৃত্বে আমাদেরকে এক যুদ্ধে প্রেরণ করেন। আমাদের পাথেয় ফুরিয়ে যাওয়ার পর আমরা এমন একটি মাছ পেলাম যা সমুদ্র তীরে নিক্ষেপ করেছিল। আমরা তা থেকে খাওয়ার ইচ্ছা করলে আবূ উবায়দা (রা) নিষেধ করলেন। পরে তিনি বললেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রেরিত এবং আমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় রয়েছি, অতএব খাও। আমরা বেশ কিছু দিন তা থেকে খেয়েছিলাম। আমরা পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন : যদি তোমাদের কাছে কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে, তবে তা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও।

٤٣٥٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِىِّ بْنِ مُقَدَّمٍ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ اَبِىْ عُبَيْدَةَ وَنَحْنُ ثَلٰثُمِائَةٍ

১. সুফিয়ান (র) হলেন হাদীসের অন্যতম রাবী।

وَبِضْعَةَ عَشَرَ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ فَأَعْطَانَا قَبْضَةً قَبْضَةً فَلَمَّا أَنْ جُزْنَاهُ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ وَنَشْرَبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَلَمَّا فَقَدْنَاهَا وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَخْبِطُ الْخَبَطَ بِقِسِيِّنَا وَنَسَفُّهُ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى سُمِّيْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ ثُمَّ أَجَزْنَا السَّاحِلَ فَإِذَا دَابَّةٌ مِثْلُ الْكَثِيْبِ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ لاَتَأْكُلُوْهُ ثُمَّ قَالَ جَيْشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَحْنُ مُضْطَرُّوْنَ كُلُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ فَأَكَلْنَا مِنْهُ وَجَعَلْنَا مِنْهُ وَشِيْقَةً وَلَقَدْ جَلَسَ فِى مَوْضِعِ عَيْنِهِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً قَالَ فَأَخَذَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ فَرَحَلَ بِهِ أَجْسَمَ بَعِيْرٍ مِنْ أَبَاعِرِ الْقَوْمِ فَأَجَازَ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاحَبَسَكُمْ قُلْنَا كُنَّا نَتَّبِعُ عِيْرَاتِ قُرَيْشٍ وَذَكَرْنَا لَهُ مِنْ أَمْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ ذَاكَ رِزْقٌ رَزَقَكُمُوْهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ قُلْنَا نَعَمْ *

৪৩৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুকাদ্দাম মুকাদ্দামী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের তিনশত ব্যক্তির উর্ধ্বে একটি দলকে আবূ উবায়দার নেতৃত্বে যুদ্ধে পাঠান। তিনি আমাদের পাথেয় হিসাবে এক থলি খেজুর দিলেন। আবূ উবায়দা (রা) এ থেকে আমাদেরকে একমুষ্ঠি করে দিতেন। আর যখন তা নিঃশেষ হতে চললো, তখন তিনি একটি একটি করে খেজুর বণ্টন করতেন। আমরা শিশুদের ন্যায় তা চুষতাম এবং পরে পানি পান করতাম। যখন তাও শেষ হলো, তখন আমরা এর মূল্য অনুভব করতে পারলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের বর্শা দ্বারা গাছের পাতা ঝরিয়ে তা খেতে লাগলাম। এরপর পানি পান করতাম। এই জন্য ঐ সেনাদলের নাম 'পাতার দল' হয়ে গেল। যখন আমরা সমুদ্র তীরে পৌঁছলাম, সেখানে আমরা এক জন্তু দেখতে পেলাম, যা বালুর টিলার ন্যায় পড়ে ছিল। তাকে আম্বর বলা হতো। আবূ উবায়দা (রা) বললেন : এটা মৃত জন্তু, তোমরা তা খাবে না। এরপর তিনি বললেন : আমরাতো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সেনাদল, আর আল্লাহ্ পাকের রাস্তায় রয়েছি এবং আমরা নিরুপায়। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র নামে খাও। পরে আমরা তা থেকে খেলাম এবং মাছের কিছু অংশ শুকালাম। এর চোখের কোটরে তের ব্যক্তি বসতে পারতো। বর্ণনাকারী বলেন : আবূ উবায়দা (রা) এর পাঁজরের এক পাশের একখানা হাঁড় নিলেন। তারপর সর্ববৃহৎ উটের পিঠে হাওদা বসান। তারপর সেটিকে সেই হাঁড়ের নিচ দিয়ে চালিয়ে নেন। আমরা এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন : তোমরা এত দেরী করলে কেন? আমরা বললাম : আমরা কুরায়শদের দলের প্রতীক্ষায় ছিলাম। আর আমরা তাঁর নিকট ঐ জন্তুর ঘটনাও বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন : এটা আল্লাহ্-প্রদত্ত রিয্‌ক, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমাদের নিকট এর কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে কি? রাবী বলেন : আমরা বললাম : হ্যাঁ।

اَلضِّفْدَعُ

ব্যাঙ

٤٣٥٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ

سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ اَنَّ طَبِيْبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِى دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِهِ *

৪৩৫৬. কুতায়বা (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন উসমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন চিকিৎসক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ঔষধ হিসাবে ব্যাঙ-এর উল্লেখ করলে, তিনি একে হত্যা করতে নিষেধ করেন।

اَلْجَرَادُ

ফড়িং

٤٣٥٧. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى يَعْفُوْرَ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى اَوْفٰى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُ الْجَرَادَ *

৪৩৫৭. হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নেতৃত্বে সাতটি জিহাদে শরীক ছিলাম। তখন আমরা ফড়িং খেতাম।

٤٣٥٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى يَعْفُوْرَ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى اَوْفٰى عَنْ قَتْلِ الْجَرَادِ فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ *

৪৩৫৮. কুতায়বা (র) - - - - আবূ ইয়া'ফূর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা)-কে ফড়িং হত্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছয়টি জিহাদে শরীক হয়ে ছিলাম। আর সে সময় আমরা ফড়িং খেতাম।

قَتْلُ النَّمْلِ

পিঁপড়া হত্যা

٤٣٥٩. اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فَاَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَاُحْرِقَتْ فَاَوْحَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَيْهِ اَنْ قَدْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ اَهْلَكْتَ اُمَّةً مِنَ الْاُمَمِ تُسَبِّحُ *

৪৩৫৯. ওহাব ইব্ন বয়ান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন এক নবীকে একটি পিঁপড়া দংশন করলে তিনি সে পিঁপড়ের বস্তি জ্বালিয়ে দেয়ার আদেশ দেন এবং তা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করে বলেন : তোমাকে তো একটা পিঁপড়া দংশন করেছে। আর তুমি এমন এক জাতিকে ধ্বংস করলে যারা আল্লাহ্র মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করত।

٤٣٦٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الاَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَاَمَرَ بِبَيْتِهِنَّ فَحُرِّقَ عَلَى مَافِيْهَا فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً وَقَالَ الْاَشْعَثُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ فَاِنَّهُنَّ يُسَبِّحْنَ *

৪৩৬০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - হযরত হাসান (রা) বলেন : একজন নবী গাছের নীচে অবতরণ করলে তাঁকে একটি পিঁপড়া দংশন করে। ফলে তাঁর আদেশে তাদের পূর্ণ বস্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা উক্ত নবীর উপর ওহী অবতীর্ণ করেন যে, তুমি ঐ পিঁপড়াকে কেন মারলে না, যে তোমাকে দংশন করেছিল ? আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, সেই বর্ণনায় এটুকু বর্ধিত আছে যে, কেননা তারা তাসবীহ পাঠ করত।

٤٣٦١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ *

৪৩৬১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি এটাকে মারফূ'রূপে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নামে বর্ণনা করেননি।

كِتَابُ الضَّحَايَا

অধ্যায় : কুরবানী

٤٣٦٢. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِي مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَاَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَاَرَادَ اَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَاْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ اَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ *

৪৩৬২. সুলায়মান ইব্‌ন সালম বলখী (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখার পর কুরবানী করার ইচ্ছা করে, সে যেন কুরবানী করার পূর্বে চুল ও নখ না কাটে।

٤٣٦٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ اَبِي هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ اَنَّهُ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يُقَلِّمْ مِنْ اَظْفَارِهِ وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ الْاُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ *

৪৩৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) - - - - ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মে সালামা (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা করে, সে যেন যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনে তার নখ ও কোন চুল না কাটে।

٤٣٦٤. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَانَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ الْاَحْلَافِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَتْ اَيَّامُ الْعَشْرِ فَلَا يَاْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا اَظْفَارِهِ فَذَكَرْتُهُ لِعِكْرِمَةَ فَقَالَ اَلَا يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ *

৪৩৬৪. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা করে আর দশ দিন আরম্ভ হয়ে যায়, সে যেন তখন আর চুল ও নখ না কাটে। রাবী বলেন : এ বিষয়টি ইকরামার নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তাহলে কি স্ত্রী এবং সুগন্ধিও ত্যাগ করতে হবে ?

٤٣٦٥. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَاَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا *

৪৩৬৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - - সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব সূত্রে উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন যিলহজ্জ মাসের দশ দিন আরম্ভ হয় এবং তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, সে যেন তার চুল ও নখ থেকে কিছুই না কাটে।

بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْاُضْحِيَّةَ

পরিচ্ছেদ : যে কুরবানীর পশু না পায়

٤٣٦٦. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ اَبِى اَيُّوْبَ وَذَكَرَ اٰخَرِيْنَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىِّ عَنْ عِيْسَى بْنِ هِلاَلٍ الصَّدَفِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ اُمِرْتُ بِيَوْمِ الاَضْحَى عِيْدًا جَعَلَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهٰذِهِ الاُمَّةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ اَجِدْ اِلاَّ مَنِيْحَةً اُنْثٰى اَفَاُضَحِّىْ بِهَا قَالَ لاَ وَلٰكِنْ تَاْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَتُقَلِّمُ اَظْفَارَكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذٰلِكَ تَمَامُ اُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৪৩৬৬. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন : কুরবানীর দিনকে ঈদের দিন করার জন্য আমাকে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের জন্য একে সাব্যস্ত করেছেন। তখন ঐ ব্যক্তি বললো : যদি আমি দুধপান করার জন্য অন্যের দান করা পশু ব্যতীত অন্য কিছু না পাই, তা হলে কি আমি তা-ই কুরবানী করবো ? তিনি বললেন : না, কিন্তু তুমি তোমার চুল, নখ কেটে ফেলবে এবং গোঁফ ছোট করবে এবং তোমার নাভির নিচের পশম কামাবে; এটাই হবে আল্লাহ্র নিকট তোমার কুরবানীর পূর্ণতা।

ذَبْحُ الْاِمَامِ اُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلّٰى

ইমামের ঈদগাহে কুরবানীর পশু যবেহ করা

٤٣٦٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَذْبَحُ اَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلّٰى *

৪৩৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) - - - - নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদগাহে যবেহ বা নাহ্‌র করতেন।

٤٣٦٨. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَحَرَ يَوْمَ الْاَضْحَى بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ وَقَدْ كَانَ اِذَا لَمْ يَنْحَرْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى *

৪৩৬৮. আলী ইব্‌ন উসমান নুফায়লী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন মদীনায় নহর করেছেন। তিনি বলেন, মদীনায় নহর না করলে ঈদগাহে যবেহ করতেন।

ذَبْحُ النَّاسِ بِالْمُصَلَّى

সাধারণ লোকের ঈদগাহে যবেহ করা

٤٣٦٩. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ اَضْحَى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ رَاَى غَنَمًا قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৪৩৬৯. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - জুনদুব ইব্‌ন সুফ্য়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ঈদগাহে উপস্থিত ছিলাম। তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন, সালাত শেষে দেখলেন একটি বকরী যবেহ করা হয়েছে। তখন তিনি বললেন : সালাতের পূর্বে কে যবেহ করলো ? সে যেন এর পরিবর্তে অন্য একটি বকরী যবেহ করে। আর যে এখনও যবেহ করেনি, সে যেন আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করে।

مَانُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْاَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ

যে পশুর কুরবানী নিষিদ্ধ : কানা পশু

٤٣٧٠. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى بَنِي اَسَدٍ عَنْ اَبِي الضَّحَّاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوْزٍ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدِّثْنِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْاَضَاحِيِّ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَيَدِي اَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ اَرْبَعٌ لَايَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيْرَةُ الَّتِي لَاتُنْقِي قُلْتُ اِنِّي اَكْرَهُ اَنْ يَكُوْنَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ وَاَنْ يَكُوْنَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ قَالَ مَاكَرِهْتَهُ فَدَعْهُ وَلَاتُحَرِّمْهُ عَلَى اَحَدٍ *

৪৩৭০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - বনী শায়বানের আযাদকৃত দাস আবূ যাহ্‌হাক উবায়দ ইব্‌ন ফায়রূয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা (রা)-কে বললাম : যে সকল পশুর কুরবানী করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (খুতবা দিতে) দাঁড়ালেন আর আমার হাত তাঁর হাত অপেক্ষা ছোট। তিনি বললেন, চার প্রকার পশুর কুরবানী বৈধ নয়, কানা পশু যার কানা হওয়াটা সুস্পষ্ট, রুগ্ন যার রোগ সুস্পষ্ট, খোঁড়া পশু যার খোঁড়া হওয়া সুস্পষ্ট; দুর্বল, যার হাঁড়ে মজ্জা নেই। আমি বললাম : আমি শিং ও দাঁতে ত্রুটি থাকাও পছন্দ করি না। তিনি বললেন : তুমি যা অপছন্দ কর, তা ত্যাগ কর; কিন্তু অন্য লোকের জন্য তা হারাম করো না।

اَلْعَرْجَاءُ

খোঁড়া পশু

٤٣٧١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَيَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ وَاَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالُوْا اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوْزٍ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدِّثْنِىْ مَا كَرِهَ اَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْاَضَاحِىِّ قَالَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هٰكَذَا بِيَدِهِ وَيَدِىْ اَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَةٌ لَايَجْزِيْنَ فِى الْاَضَاحِىِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيْرَةُ الَّتِىْ لَاتُنْقِىْ قَالَ فَاِنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ يَكُوْنَ نَقْصٌ فِى الْقَرْنِ وَالْاُذُنِ قَالَ فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى اَحَدٍ *

৪৩৭১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - উবায়দ ইব্‌ন ফায়রূয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা ইব্‌ন আযিবকে বললাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীতে কোন্ কোন্ পশু অপছন্দ করতেন বা নিষেধ করতেন তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত দ্বারা এরূপ দেখালেন। আর আমার হাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাত থেকে ছোট। বললেন- চার প্রকারের পশুর কুরবানী করা বৈধ নয় : কানা পশু, যার কানা হওয়া প্রকাশ্য; রোগা পশু, যার রোগ প্রকাশ্য; খোঁড়া পশু, যার খোঁড়া হওয়া প্রকাশ্য আর এমন দুর্বল পশু যার হাঁড়ে মজ্জা নেই। তিনি বললেন : আমি শিং এবং কানে ত্রুটি থাকাও অপছন্দ করি। তিনি বললেন : যা তোমার অপছন্দ হয় তা ত্যাগ কর; কিন্তু অন্য মুসলমানের জন্য তা হারাম করো না।

اَلْعَجْفَاءُ

দুর্বল পশু

٤٣٧٢. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَذَكَرَ اٰخَرَ وَقَدَّمَهُ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوْزٍ عَنِ الْبَرَاءِ

بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَشَارَ بِاَصَابِعِهِ وَاَصَابِعِىْ اَقْصَرُ مِنْ اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُشِيْرُ بِاَصْبُعِهِ يَقُوْلُ لاَيَجُوْزُ مِنَ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِىْ لاَتُنْقِىْ *

৪৩৭২. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - উবায়দ ইব্‌ন ফায়রূয (র) সূত্রে বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তখন তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করছিলেন। আর আমার অঙ্গুলি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আঙ্গুল অপেক্ষা ছোট। তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেন : কুরবানীতে জায়েয নয় কানা পশু, যার কানা হওয়া প্রকাশ্য; খোঁড়া পশু, যার খোঁড়া হওয়া প্রকাশ্য; রুগ্ন পশু, যার রোগ প্রকাশ্য; আর দুর্বল পশু, যার হাঁড়ে মজ্জা নেই।

اَلْمُقَابَلَةُ وَهِىَ مَاقُطِعَ طَرَفُ اُذُنِهَا

মুকাবালা : যে পশুর কানের একদিক কাটা

٤٣٧٣. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ وَاَنْ لاَنُضَحِّىَ بِمُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ بَتْرَاءَ وَلاَ خَرْقَاءَ *

৪৩৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের আদেশ করেছেন, আমরা যেন কুরবানীর পশুর চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নিই। আর আমরা যেন কানের অগ্রভাগ কাটা, কানের পেছন দিক কাটা, লেজ কাটা এবং কানের গোড়া থেকে কাটা পশু কুরবানী না করি।

اَلْمُدَابَرَةُ وَهِىَ مَاقُطِعَ مِنْ مُؤَخَّرِ اُذُنِهَا

মুদাবারা : যে পশুর কানের মূল থেকে কাটা

٤٣٧٤. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ وَاَنْ لاَنُضَحِّىَ بِعَوْرَاءَ وَلاَ مُقَابَلَةٍ وَلاَمُدَابَرَةٍ وَلاَ شَرْقَاءَ وَلاَخَرْقَاءَ *

৪৩৭৪. আবূ দাউদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের আদেশ করেছেন, আমরা যেন (কুরবানী পশুর) চোখ ও কান ভালরূপে দেখে নিই। আর আমরা যেন এমন পশু দ্বারা কুববানী না করি যা কানা, যার কানের একদিক কাটা, যার কানের গোড়া কাটা এবং যার কান ফাঁড়া এবং যার কানে ছিদ্র আছে।

اَلْخَرْقَاءُ وَهِىَ الَّتِىْ تَخْرَقُ اُذُنُهَا

খারকা : ঐ পশু যার কানে ছিদ্র আছে

٤٣٧٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُضَحِّىَ بِمُقَابَلَةٍ اَوْمُدَابَرَةٍ اَوْشَرْقَاءَ اَوْ خَرْقَاءَ اَوْ جَدْعَاءَ *

৪৩৭৫. আহমদ ইব্‌ন নাসিহ (র) - - - - আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন যার কানের একদিক কাটা বা গোড়া কাটা বা যার কান কাটা বা যার কানে ছিদ্র আছে এবং যার কান মূল থেকে কাটা।

اَلشَّرْقَاءُ وَهِىَ مَشْقُوْقَةُ الْاُذُنِ

শারকা : কান ফাটা পশু

٤٣٧٦. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِىْ زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايُضَحّٰى بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ وَلَا عَوْرَاءَ *

৪৩৭৬. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে পশুর কানের একদিক কাটা বা কানের গোড়ার দিক থেকে কাটা অথবা যার কান ফাটা বা যার কানে ছিদ্র আছে কিংবা যে পশু কানা, তা দ্বারা কুরবানী করা যাবে না।

٤٣٧٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَنَّ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ كُهَيْلٍ اَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بْنَ عَدِىٍّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ *

৪৩৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - হুজায়্যা ইব্‌ন আদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন আমরা যেন কুরবানীর পশুর চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নিই।

اَلْعَضْبَاءُ

আযবা : শিং ভাঙ্গা পশু

٤٣٧٨. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرَىٍّ

بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُضَحِّيَ بِاَعْضَبِ الْقَرْنِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ نَعَمْ اِلاَّ عَضَبَ النِّصْفِ وَاَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ *

৪৩৭৮. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - জুরাই ইব্ন্ কুলায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিং ভাঙ্গা পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন। এরপর আমি তা সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন : শিংয়ের অর্ধেক বা তার বেশি ভাঙ্গা হলে সেই পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন।

اَلْمُسِنَّةُ وَالْجَذَعَةُ

দুই বছর ও এক বছরের পশুর কুরবানী

٤٣٧٩. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ اَعْيَنَ وَاَبُوْ جَعْفَرٍ يَعْنِى النُّفَيْلِيَّ قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَذْبَحُوْا اِلاَّ مُسِنَّةً اِلاَّ اَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ *

৪৩৭৯. আবূ দাঊদ ও সুলায়মান ইব্ন সায়ফ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা দুই বছরের কম বয়সী পশু কুরবানী করো না। কিন্তু যদি তোমাদের পক্ষে কঠিন হয় তখন তোমরা এক বছর বয়সী ভেড়া যবেহ করতে পার।

٤٣٨٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَاهُ غَنَمًا يُقَسِّمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقِيَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ اَنْتَ *

৪৩৮০. কুতায়বা (র) - - - - উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কুরবানীর পশু বণ্টন করার জন্য তাকে এক পাল বকরী দিলেন। বণ্টন করার পর একটি ছোট বকরী অবশিষ্ট রইলো। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তা জানালে তিনি বললেন : এর দ্বারা তুমি কুরবানী কর।

٤٣٨١. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ وَهُوَ الْقَنَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِىْ بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَسَّمَ بَيْنَ اَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِى جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَارَتْ لِىْ جَذَعَةٌ فَقَالَ ضَحِّ بِهَا *

৪৩৮১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন দুরস্তা (র) - - - - উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর পশু বণ্টন করলেন। আমার অংশে একটি এক বছরের বকরী পড়লো। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার অংশে একটি এক বছরের বকরী পড়েছে। তিনি বললেন : তুমি তা কুরবানী কর।

٤٣٨٢. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَصْحَابِهِ اَضَاحِىَّ فَاَصَابَنِى جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَابَتْنِى جَذَعَةٌ فَقَالَ ضَحِّ بِهَا *

৪৩৮২. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর পশু বণ্টন করলেন। আমার অংশে একটি এক বছর বয়সী পশু পড়লো। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার অংশে একটি এক বছর বয়সী পশু পড়েছে। তিনি বললেন : তুমি তা কুরবানী কর।

٤٣٨٣. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ *

৪৩৮৩. সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে একটি এক বছর বয়সী ভেড়া কুরবানী করেছি।

٤٣٨٤. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ فِى حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا فِى سَفَرٍ فَحَضَرَ الْاَضْحٰى فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَشْتَرِى الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى سَفَرٍ فَحَضَرَ هٰذَا الْيَوْمُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْجَذَعَ يُوْفِى مِمَّا يُوْفِى مِنْهُ الثَّنِىُّ *

৪৩৮৪. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - কুলায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা একবার সফরে ছিলাম, তখন কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হলো। আমাদের একেক ব্যক্তি দু'টি বা তিনটি এক বছরের ভেড়ার পরিবর্তে একটি দু' বছরের বয়সের ভেড়া খরিদ করছিল। তখন মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তি বললো : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। এমন সময় দিনটি উপস্থিত হলে এক ব্যক্তি দুটি বা তিনটি এক বছরের ভেড়ার পরিবর্তে একটি দু বছরের ভেড়া তালাশ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বকরীর ক্ষেত্রে দু' বছর বয়সী দ্বারা যেভাবে কুরবানী আদায় হয়, তদ্রুপ এক বছর বয়সী দ্বারাও আদায় হয়ে যাবে।

٤٣٨٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قَبْلَ الْاَضْحٰى بِيَوْمَيْنِ نُعْطِى الْجَذَعَتَيْنِ بِالثَّنِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مَاتُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ *

৪৩৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা - - - - 'আসিম ইব্ন কুলায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতা জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, কুরবানীর দুই দিন পূর্বে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা একটি দু' বছরী বকরীর পরিবর্তে দুটি এক বছরী বকরী দিচ্ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : দু' বছর বয়সের বকরী দ্বারা যা করা চলে, তা এক বছর বয়সী বকরী দ্বারাও চলে।

اَلْكَبْشُ

দুম্বা

٤٣٨٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ قَالَ اَنَسٌ وَاَنَا اُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ *

৪৩৮৬. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুটি দুম্বা কুরবানী করতেন। আনাস (রা) বলেন, আমিও দুটি দুম্বা কুরবানী করি।

٤٣٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ *

৪৩৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদা এবং কালো মিশানো রঙের দুটি দুম্বা কুরবানী করলেন।

٤٣٨٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ ضَحّٰى النَّبِىُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمّٰى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلٰى صِفَاحِهِمَا *

৪৩৮৮. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদা-কালো মিশানো রঙের দুটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা দ্বারা কুরবানী করেছেন। তিনি এ দুটি আল্লাহু আকবর বলে নিজ হাতে যবেহ করেন। আর তিনি তাঁর পা তার ঘাড়ের উপর চেপে ধরলেন।

٤٣٨٩. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اَضْحٰى وَانْكَفَاَ اِلٰى كَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا مُخْتَصَرٌ *

৪৩৮৯. ইসমাঈল ইব্ন মাসঊদ (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন আমাদের খুৎবা দিলেন এবং দুটি কালো-সাদা রঙের দুম্বার নিকট গিয়ে তা যবেহ করলেন। (সংক্ষিপ্ত)

٤٣٩٠. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِى حَدِيْثِهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ كَانَّهُ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ اِلَى كَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَاِلَى جُذَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا *

৪৩৯০. হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদা (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এরপর তিনি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন দুটি সাদা-কালো দুম্বার দিক গমন করলেন এবং তা যবেহ্ করলেন। আর বকরীর এক পালের দিকে গমন করে তা আমাদের মধ্যে বণ্টন করলেন।

٤٣٩١. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَبْشٍ اَقْرَنَ فَحِيْلٍ يَمْشِى فِىْ سَوَادٍ وَيَاْكُلُ فِىْ سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِىْ سَوَادٍ *

৪৩৯১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুটি শিংওয়ালা হৃষ্টপুষ্ট দুম্বা কুরবানী করলেন, যার পাসমূহ শুভ্র ছিল আর পূর্ণ শরীর কালো আর তার পেট ছিল কালো, আর চোখও ছিল কালো।

بَابٌ مَا تُجْزِئُ عَنْهُ الْبَدَنَةُ فِى الضَّحَايَا

পরিচ্ছেদ : উট ও গরুর মধ্যে কয়জনের কুরবানী জায়েয

٤٣٩٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْعَلُ فِىْ قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيْرٍ * قَالَ شُعْبَةُ وَاَكْبَرُ عِلْمِىْ اَنِّىْ سَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ وَحَدَّثَنِىْ بِهِ سُفْيَانُ عَنْهُ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ *

৪৩৯২. আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাকাম (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গনীমতের মাল বণ্টন করার সময় একটি উটের পরিবর্তে দশটি বকরী দিতেন।

٤٣٩٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِى ابْنَ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ اَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِى الْبَعِيْرِ عَنْ عَشَرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ *

৪৩৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আযীয ইব্‌ন গাযওয়ান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সফরে ছিলাম, তখন কুরবানীর সময় উপস্থিত হলে আমরা একটি উটে দশজন[১] শরীক হলাম, আর একটি গাভীতে সাতজন।

---

১. এ বিধান অন্য হাদীস দ্বারা রহিত হয়েছে।

بَابُ مَاتُجْزِئُ عَنْهُ الْبَقَرُ فِى الضَّحَايَا

পরিচ্ছেদ : কুরবানীর গরুতে শরীক সম্পর্কে

٤٣٩٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَنَشْتَرِكُ فِيْهَا *

৪৩৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ---- জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ করতাম। আমরা সাতজনের পক্ষ থেকে গরু যবেহ করতাম এবং তাতে শরীক হতাম।

ذَبْحُ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ الْاِمَامِ

ইমামের পূর্বে কুরবানী করা

٤٣٩٥. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبِىْ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ح وَاَنْبَاَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ فَذَكَرَ اَحَدُهُمَا مَالَمْ يَذْكُرِ الْاٰخَرُ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاَضْحٰى فَقَالَ مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَصَلّٰى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلاَ يَذْبَحْ حَتّٰى يُصَلِّىَ فَقَامَ خَالِىْ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ عَجَّلْتُ نُسُكِىْ لِاُطْعِمَ اَهْلِىْ وَاَهْلَ دَارِىْ اَوْاَهْلِىْ وَجِيْرَانِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعِدْ ذِبْحًا اٰخَرَ قَالَ فَاِنَّ عِنْدِىْ عَنَاقَ لَبَنٍ هِىَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ قَالَ اذْبَحْهَا فَاِنَّهَا خَيْرُ نَسِيْكَتَيْكَ وَلاَ تَقْضِىْ جَذَعَةٌ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ *

৪৩৯৫. হান্নাদ ইব্‌ন সারী ও দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ (র) ---- বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন : যে ব্যক্তি আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে আমাদের সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করে এবং আমাদের হজ্জের আরকানসমূহ আদায় করে; সে যেন সালাত আদায় করার পূর্বে কুরবানী না করে। তখন আমার মামা দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো সালাতের পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি আমার পরিবারের ও বাড়ির লোকদের, অথবা তিনি বলেছেন আমার পরিবারের লোক ও প্রতিবেশীদেরকে খাওয়ানোর জন্য। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : অন্য একটি পশু যবেহ কর। তিনি বললেন : আমার নিকট বকরীর বাচ্চা রয়েছে, যা আমার নিকট গোশতের দু'টি বকরী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। তিনি বললেন : তুমি তা যবেহ কর, কেননা তোমার দুই কুরবানীর মধ্যে সেটাই উত্তম। তোমার পর আর কারো পক্ষ থেকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বকরী গ্রহণযোগ্য হবে না।

٤٣٩٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ثُمَّ قَالَ مَنْ صَلّٰى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا

فَقَدْ اَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ اَبُوْ بُرْدَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ اِلَى الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ اَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَاَكَلْتُ وَاَطْعَمْتُ اَهْلِيْ وَجِيرَانِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ فَاِنَّ عِنْدِى عَنَاقًا جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّى قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ *

৪৩৯৬. কুতায়বা (র) - - - - বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন সালাতের পর আমাদেরকে খুতবা দান করলেন। এরপর বললেন : যে ব্যক্তি আমাদের সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করল এবং আমাদের মত কুরবানী করবে, তার কুরবানী সঠিক হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বেই কুরবানী করলো, তা তার জন্য গোশতের বকরী হিসেবে গণ্য হবে। তখন আবূ বুরদা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহর শপথ! আমি তো সালাতের জন্য বের হবার পূর্বেই কুরবানী করেছি। আমি ধারণা করেছি, এই দিন পানাহারের দিন। অতএব আমি তাড়াতাড়ি করলাম এবং আমিও খেলাম, পরিবারের লোক এবং প্রতিবেশীকে খাওয়ালাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটা গোশতের বকরী হয়েছে। তিনি বললেন : আমার নিকট অপূর্ণ বয়সের বকরীর বাচ্চা রয়েছে যা এই বকরী অপেক্ষা উত্তম। তা কি আমার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তোমার পরে আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

٤٣٩٧. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيْهِ اللَّحْمُ فَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيْرَانِهِ كَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَدَّقَهُ قَالَ عِنْدِىْ جَذَعَةٌ هِىَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ فَلاَ اَدْرِى اَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ اَمْ لاَ ثُمَّ انْكَفَاَ اِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا *

৪৩৯৭. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন বললেন : যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বেই যবেহ করেছে সে যেন পুনরায় যবেহ করে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই দিনটি এমন যে, এ দিন গোশ্‌ত খাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়। তিনি তাঁর পড়শীর প্রয়োজনের কথাও উল্লেখ করলেন, যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সমর্থন করেন। তিনি বললেন : আমার নিকট অপূর্ণ বয়স্ক একটি বকরী রয়েছে। যা এই গোশতের বকরী হতে আমার নিকট অধিক প্রিয়। তখন তিনি তাকে এর অনুমতি দিলেন। আমি জানি না তাঁর এই অনুমতি দান তিনি ব্যতীত অন্যের জন্য প্রযোজ্য হবে কিনা ? এরপর তিনি দুটি বকরীর কাছে গিয়ে তা যবেহ্ করেন।

٤٣٩٨. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ يَحْيٰى ح وَاَنْبَاَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ اَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُعِيْدَ قَالَ عِنْدِى عَنَاقُ جَذَعَةٍ هِىَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ قَالَ اذْبَحْهَا فِى حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اِنِّى لاَ اَجِدُ اِلاَّ جَذَعَةً فَاَمَرَهُ اَنْ يَذْبَحَ *

৪৩৯৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ ও আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ বুরদা ইব্ন নিয়ার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পূর্বে যবেহ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে পুনরায় যবেহ করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন : আমার নিকট অপূর্ণ বয়স্ক বকরীর বাচ্চা রয়েছে, যা আমার নিকট পূর্ণ বয়স্ক বকরী অপেক্ষা উত্তম। তিনি বললেন : তা যবেহ কর, আর উবায়দুল্লাহর হাদীসে রয়েছে, তিনি বললেন : আমি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বকরী ব্যতীত আর কিছু পাচ্ছি না। তিনি তাঁকে তা-ই যবেহ করতে বললেন।

٤٣٩٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَضْحٰى ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا النَّاسُ قَدْ ذَبَحُوْا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَاٰهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُمْ ذَبَحُوْا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرٰى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتّٰى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلٰى اسْمِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৪৩৯৯. কুতায়বা (র) - - - - জুনদুব ইব্ন সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে কুরবানী করলাম। তখন দেখা গেল, লোক সালাতের পূর্বেই তাদের কুরবানীর পশু যবেহ করে ফেলেছে। তিনি ফিরে এসে দেখলেন তারা সালাতের পূর্বেই তাদের পশু যবেহ করে ফেলেছে। তখন তিনি বললেন : যারা সালাতের পূর্বে যবেহ করে ফেলেছে, তারা তার পরিবর্তে যেন অন্য একটি যবেহ করে। আর যে ব্যক্তি আমাদের সালাতের পূর্বে যবেহ করেনি, সে যেন আল্লাহ্র নামে যবেহ করে।

بَابٌ إِبَاحَةِ الذَّبْحِ بِالْمَرْوَةِ

পরিচ্ছেদ : পাথর দ্বারা যবেহ করা

٤٤٠٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوٗدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّهُ أَصَابَ أَرْنَبَيْنِ وَلَمْ يَجِدْ حَدِيْدَةً يَذْبَحُهُمَا بِهِ فَذَكَّاهُمَا بِمَرْوَةٍ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ اصْطَدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ حَدِيْدَةً أُذَكِّيْهِمَا بِهِ فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ أَفَآكُلُ قَالَ كُلْ *

৪৪০০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্ন সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দুটি খরগোশ পেলেন, তা যবেহ করার জন্য কোন লৌহ জাতীয় অস্ত্র পেলেন না, তাই তিনি তা পাথর দ্বারা যবেহ করলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি দু'টি খরগোশ শিকার করেছি। আমি এদেরকে যবেহ করার জন্য কোন লৌহাস্ত্র না পেয়ে পাথর দ্বারা যবেহ করেছি। এখন আমি তা খাব ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, খাও।

٤٤٠١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاضِرُ بْنُ مُهَاجِرٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِيْ شَاةٍ فَذَبَحُوْهَا بِالْمَرْوَةِ فَرَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ أَكْلِهَا *

৪৪০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বাঘ একটি বকরীর গায়ে দাঁত বসালো। তখন তারা তা পাথর দ্বারা যবেহ করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা খাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন।

اِبَاحَةُ الذَّبْحِ بِالْعُوْدِ

কাষ্ঠ দ্বারা যবেহ করা

٤٤٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ مُرِّيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى اُرْسِلُ كَلْبِىْ فَاٰخُذُ الصَّيْدَ فَلَا اَجِدُمَا اُذَكِّيْهِ بِهٖ فَاَذْبَحُهُ بِالْمَرْوَةِ وَبِالْعَصَا قَالَ اَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৪৪০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা ও ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আমার কুকুর ছেড়ে শিকার ধরি। কিন্তু তা যবেহ করার কিছু না পেয়ে তা কাষ্ঠ ও লাঠি দ্বারা যবেহ করি। তিনি বললেন : যা দ্বারা ইচ্ছা, রক্ত প্রবাহিত করে দাও এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর।

٤٤٠٣. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ فَلَقِيْتُ زَيْدَ بْنَ اَسْلَمَ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعٰى فِىْ قِبَلِ اُحُدٍ فَعُرِضَ لَهَا فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ فَقُلْتُ لِزَيْدٍ وَتَدٌ مِنْ خَشَبٍ اَوْ حَدِيْدٍ قَالَ لَا بَلْ خَشَبٌ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَسَاَلَهُ فَاَمَرَهُ بِاَكْلِهَا *

৪৪০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক আনসারী ব্যক্তির একটি উষ্ট্রী উহুদ পাহাড়ের দিকে চরে ঘাস খেত। হঠাৎ তার মৃত্যুর লক্ষণ দেখা দিল। সে তা একখানা কীলক দ্বারা যবেহ করল। আমি যায়দকে বললাম তা কি কাঠের কীলক না লোহার ? তিনি বললেন, না, বরং তা ছিল কাঠের। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা খাওয়ার আদেশ দেন।

اَلنَّهْىُ عَنِ الذَّبْحِ بِالظُّفْرِ

নখ দ্বারা যবেহ করার নিষেধাজ্ঞা

٤٤٠٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ

بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ فَكُلْ اِلاَّ بِسِنٍّ اَوْظُفُرٍ *

৪৪০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং আল্লাহ্‌র নামে যবেহ্ করা হয়, তা খাও; দাঁত এবং নখ দ্বারা যবেহ্কৃত পশু ব্যতীত।

بَابٌ فِى الذَّبْحِ بِالسِّنِّ

পরিচ্ছেদ : দাঁত দ্বারা যবেহ্ করা

٤٤٠٥. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلُوْا مَالَمْ يَكُنْ سِنًّا اَوْ ظُفُرًا وَسَاُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ *

৪৪০৫. হান্নাদ ইবনে সারী (র) - - - -রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা আগামীকাল শত্রুর মোকাবেলা করবো। আমাদের সাথে ছুরি নেই। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যা রক্ত প্রবাহিত করে দেয় এবং যার উপর আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারণ করা হয়, তা তোমরা খাও; যতক্ষণ পর্যন্ত তা দাঁত এবং নখের দ্বারা যবেহ্ করা না হয়। এ ব্যাপারে আমি বলছি যে, দাঁত তো এক প্রকার হাঁড় আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি।

اَلْاَمْرُ بِاِحْدَادِ الشَّفْرَةِ

ছুরি ধারাল করার আদেশ

٤٤٠٦. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ اُثْنَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الاِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ *

৪৪০৬. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে দু'টি বিষয় স্মরণ রেখেছি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর প্রতি সদয় আচরণ (ইহসান করা) ফরয করেছেন। অতএব তোমরা যখন কাউকে হত্যা করবে, তখন উত্তমরূপে হত্যা করবে, আর যখন কোন জন্তু যবেহ করবে, তখন উত্তম পন্থায় যবেহ্ করবে এবং তোমাদের প্রত্যেকে যেন ছুরি ধার দিয়ে নেয়। আর যবেহ্কৃত পশুকে ঠাণ্ডা হতে দেয়।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ نَحْرِ مَايُذْبَحُ وَذَبْحِ مَايُنْحَرُ

পরিচ্ছেদ : যে পশু যবেহ করা হয় তাকে নহর করা এবং যে পশু নহর করা হয় তাকে যবেহ করার অনুমতি

٤٤٠٧. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اَحْمَدَ الْعَسْقَلاَنِىُّ عَسْقَلاَنُ بَلَخٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَكَلْنَاهُ *

৪৪০৭. ঈসা ইব্‌ন আহমদ 'আসকালানী (র) - - - - আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে আমরা একটি ঘোড়া নহর করেছি। তারপর তা খেয়েছি।

بَابُ ذَكَاةِ الَّتِىْ قَدْ نَيَّبَ فِيْهَا السَّبُعُ

পরিচ্ছেদ : হিংস্র পশুর দংশিত জন্তু যবেহ করা

٤٤٠٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ الْمُهَاجِرِ الْبَاهِلِىَّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِىْ شَاةٍ فَذَبَحُوْهَا بِمَرْوَةٍ فَرَخَّصَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ اَكْلِهَا *

৪৪০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, একটি ব্যাঘ্র একটি বকরী দংশন করলে লোকেরা একটি ধারাল পাথর দ্বারা তা যবেহ করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন।

ذِكْرُ الْمُتَرَدِّيَةِ فِى الْبِئْرِ الَّتِىْ لاَيُوْصَلُ اِلَى حَلْقِهَا

কূয়ায় পতিত জন্তুর যবেহ, যার গলায় ছুরি পৌঁছানো যায় না

٤٤٠٩. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الْعُشَرَاءِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَا تَكُوْنُ الذَّكَاةُ اِلاَّ فِى الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِىْ فَخِذِهَا لَاَجْزَأَكَ *

৪৪০৯. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবুল উশারা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! গলা এবং লাব্বার[১] মধ্য ব্যতীত কি যবেহ হয় না ? তিনি বললেন : যদি তুমি তার উরুতেও আঘাত কর, তবে তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

১. 'লাব্বা' বলা হয় বুকের উপরের অংশকে।

ذِكْرُ الْمُنْفَلِتَةِ الَّتِىْ لاَيُقْدَرُ عَلٰى اَخْذِهَا

যে জন্তু পালায় এবং তা ধরা যায় না

٤٤١٠. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لاَقُوْا الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى قَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلْ مَاخَلاَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ قَالَ فَاَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهْبًا فَنَدَّ بَعِيْرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ اِنَّ لِهٰذِهِ النَّعَمِ اَوْ قَالَ الْاِبِلِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَافْعَلُوْا بِهِ هٰكَذَا *

৪৪১০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কাল শত্রুর সম্মুখীন হবো। তখন আমাদের সাথে ছুরি ইত্যাদি থাকবে না। তিনি বললেন : যা রক্ত প্রবাহিত করে দেয় এবং যাকে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যবেহ করা হয়, তা আহার করতে পার; দাঁত ও নখ দ্বারা যা যবেহ করা হয় তা ব্যতীত। সেই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গনীমতের মাল হিসাবে একপাল উট ও বকরী পেলেন। তা থেকে একটি উট পালিয়ে যেতে লাগল। এক ব্যক্তি তীর মেরে তাকে আটকে ফেলল। তখন তিনি বললেন : এ সকল জন্তু অথবা তিনি বলেছেন, এ সকল উটের জংলী জন্তুর ন্যায় পলায়নের অভ্যাস রয়েছে। অতএব যদি কোন উট পালিয়ে যায় এবং তোমরা ধরতে না পার, তবে তোমরা তার প্রতি এরূপ করবে।

٤٤١١. اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ قَالَ اَنْبَاَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لاَقُوْا الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى قَالَ مَااَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ وَسَاُحَدِّثُكُمْ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَاَصَبْنَا نَهْبَةَ اِبِلٍ اَوْغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِهٰذِهِ الاِبِلِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَاِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَىْءٌ فَافْعَلُوْا بِهِ هٰكَذَا *

৪৪১১. 'আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা আগামীকাল শত্রুর সম্মুখীন হব, আর তখন আমাদের সাথে ছুরি থাকবে না। তিনি বললেন : যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করা হয়, তা খাও ; তবে দাঁত ও নখ দ্বারা নয়। আর আমি তোমাদের নিকট এর কারণ বলছি যে, দাঁত তো এক প্রকার হাঁড়, আর নখ হাবশী লোকদের ছুরি। আমরা গনীমতরূপে একপাল উট বা ছাগল পেলাম। তা থেকে একটি উট পালাতে

থাকলে এক ব্যক্তি তীর ছুঁড়ে তাকে বাধা দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এই সকল উটের মধ্যে জংলী জন্তুর ন্যায় পলায়ন করার অভ্যাস রয়েছে। অতএব যদি কোন জন্তু তোমরা ধরতে না পার, তবে তার সাথে এরূপ করবে।

٤٤١٢. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِىِّ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ اِذَا ذَبَحَ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ *

৪৪১২. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ্ তা'আলা সকলের উপর সদয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা যখন হত্যা করবে, তখন উত্তমরূপে হত্যা করবে; আর যখন তোমরা যবেহ করবে, তখন উত্তমরূপে যবেহ করবে তোমাদের ছুরি ধারাল করবে এবং যবেহকৃত জন্তুকে ঠাণ্ডা হতে দেবে।

بَابُ حُسْنِ الذَّبْحِ

পরিচ্ছেদ : উত্তমরূপে যবেহ করা

٤٤١٣. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ حُرَيْثٍ اَبُوْ عَمَّارٍ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ *

৪৪১৩. হাসান ইব্‌ন হুরায়স আবূ 'আম্মার (র) - - - - শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুর উপর সদয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব যখন তোমরা হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে, আর যখন যবেহ করবে, তখনও উত্তম পন্থায় যবেহ করবে। আর তোমাদের প্রত্যেকেরই ছুরিতে ধার দিয়ে নেওয়া উচিত এবং যবেহকৃত জন্তুকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া উচিত।

٤٤١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ثُمَّ لِيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ *

৪৪১৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) - - - - শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দুটি কথা বলতে শুনেছি : আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপরই সদয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যখন তোমরা কাউকে হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে,আর যখন যবেহ করবে, তখন উত্তম পন্থায় যবেহ করবে। তোমাদের প্রত্যেকেই ছুরিতে ধার দিয়ে নিবে এবং যবেহকৃত পশুকে ঠাণ্ডা হতে দেবে।

٤٤١٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ ح وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ لِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ *

৪৪১৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান বাযী' (র) - - - - শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে দুটি কথা মুখস্থ রেখেছি : আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপরই সদয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যখন তোমরা কাউকে হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে, আর যখন যবেহ করবে, তখন উত্তম পন্থায় যবেহ করবে এবং তোমাদের প্রত্যেকেই ছুরিতে ধার দিয়ে নিবে যবেহকৃত পশুকে ঠাণ্ডা হতে দেবে।

وَضْعُ الرَّجْلِ عَلَى صَفْحَةِ الضَّحِيَّةِ

কুরবানীর জন্তুর ঘাড়ে পা রাখা

٤٤١٦. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِيْ قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ ضَحَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ يُكَبِّرُ وَيُسَمِّي وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ *

৪৪১৬. ইসমাঈল ইব্ন মাসঊদ (র) - - - - কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুটি শিংওয়ালা সাদা-কালো রঙের ভেড়া কুরবানী করলেন। তিনি 'বিস্‌মিল্লাহ্' ও 'আল্লাহু আকবর' বলে যবেহ করেন। আমি দেখেছি তিনি তা নিজ হাতে যবেহ করছেন তার ঘাড়ের উপর তাঁর পা মুবারক স্থাপন করে। আমি বললাম : আপনি কি এটা তাঁর থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

تَسْمِيَةُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الضَّحِيَّةِ

কুরবানী করাকালে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা

٤٤١٧. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ

مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ وَكَانَ يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ وَلَقَدْ رَاَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا رِجْلَهُ عَلٰى صِفَاحِهِمَا *

৪৪১৭. আহমদ ইব্‌ন নাসিহ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিংওয়ালা দুটি সাদা-কালো বর্ণের ভেড়া কুরবানী করেন, আর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে তাকবীর বলেন। আমি দেখেছি তিনি তা যবেহ করছেন নিজ হাতে, তার ঘাড়ের উপর তাঁর নিজ পা রেখে।

اَلتَّكْبِيْرُ عَلَيْهَا

তাকবীর বলা

٤٤١٨. اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَسَنِ يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُهُ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلٰى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ كَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ *

৪৪১৮. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়্যা ইব্‌ন দীনার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাঁকে অর্থাৎ নবী ﷺ-কে তা নিজ হাতে যবেহ করতে দেখেছি, তার ঘাড়ের উপর তাঁর পা রেখে আর তিনি 'বিসমিল্লাহ্'ও 'আল্লাহু আকবার' বলেছিলেন। আর তা ছিল শিংওয়ালা দুটি সাদা-কলো রঙের ভেড়া।

ذَبْحُ الرَّجُلِ اُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ

নিজ হাতে কুরবানীর জন্তু যবেহ করা

٤٤١٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ ضَحّٰى بِكَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ يَطَؤُ عَلٰى صِفَاحِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا وَيُسَمِّى وَيُكَبِّرُ *

৪৪১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ শিংওয়ালা দুটি সাদা-কালো বর্ণের ভেড়া কুরবানী করেন, তার ঘাড়ের উপর নিজের পা রেখে, আর এ সময় তিনি 'বিসমিল্লাহ্' ও 'আল্লাহু আকবার' বলেন।

ذَبْحُ الرَّجُلِ غَيْرَ اُضْحِيَّتِهِ

অন্যের কুরবানী যবেহ করা

٤٤٢٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ

قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ *

৪৪২০. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কোন কোন কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবেহ করেছেন, আর কোন কোনটি অন্য লোকে যবেহ করেছে।

نَحْرُ مَا يُذْبَحُ

যা যবেহ করা হয়, তা নহর করা

٤٤٢١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ فَأَكَلْنَا لَحْمَهُ خَالَفَهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ *

৪৪২১. কুতায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় আমরা একটি ঘোড়াকে নহর করলাম এবং তা খেলাম। কুতায়বা (র) তাঁর হাদীসে বলেন : আমরা তার গোশত খেয়েছি।

٤٤٢٢. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ *

৪৪২২. মুহাম্মদ ইব্ন আদম (র) - - - - আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় আমরা একটি ঘোড়া যবেহ করলাম, তখন আমরা মদীনায় ছিলাম। এরপর আমরা তা খেলাম।

مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবেহ করে

٤٤٢٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ يَعْنِي مَنْصُورًا عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ فَغَضِبَ عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ وَقَالَ مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَأَنَا وَهُوَ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ *

৪৪২৩. কুতায়বা (র) - - - - আমির ইব্‌ন ওয়াসিলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলো : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি আপনাকে গোপনে কিছু বলেছেন, যা অন্য লোককে বলেন নি ? এ কথা শুনে আলী (রা) এত রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, অন্য লোককে ব্যতীত আমাকে তিনি গোপনে কোন কিছুই বলেন নি। তবে হ্যাঁ, তিনি আমাকে চারটি কথা বলেছেন। তখন আমি এবং তিনিই ঘরে ছিলাম। তিনি বলেন : যে তার পিতাকে লা'নত করে, আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন ঐ ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ করে। আর আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন সেই ব্যক্তিকে, যে কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন ঐ ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি জমির সীমানা পরিবর্তন করে।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاَكْلِ مِنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَعَنْ اِمْسَاكِهِ

তিনদিন পর কুরবানীর গোশত খাওয়া ও রেখে দেওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

٤٤٢٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ تُؤْكَلَ لُحُوْمُ الْاَضَاحِىِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ *

৪৪২৪. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন দিনের পরেও কুরবানীর গোশত আহার করতে নিষেধ করেছেন।

٤٤٢٥. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ عَوْفٍ قَالَ شَهِدْتُ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ بَدَاَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ صَلّٰى بِلَا اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى اَنْ يُمْسِكَ اَحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ *

৪৪২৫. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন আউফ-এর আযাদকৃত দাস আবূ উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ঈদের দিন আমি আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার পূর্বেই সালাত আরম্ভ করলেন। এরপর সালাত আদায় করলেন আযান ও ইকামত ব্যতীত। পরে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তিন দিনের উপরে কুরবানীর গোশতের কিছু রেখে দিতে নিষেধ করতে শুনেছি।

٤٤٢٦. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا عُبَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ اَنْ تَاكُلُوْا لُحُوْمَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ *

৪৪২৬. আবূ দাউদ (র) - - - - আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদেরকে তিন দিনের উপরে কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

اَلْاِذْنُ فِى ذٰلِكَ

এর অনুমতি প্রসঙ্গে

٤٤٢٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ قَالَ كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا وَادَّخِرُوْا *

৪৪২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন দিন পরেও কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলেন। পরে তিনি বলেন : তোমরা খাও অথবা তা দ্বারা উপকৃত হও অথবা জমা করে রাখ।

٤٤٢٨. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ قَالَ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ خَبَّابٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدَّمَ اِلَيْهِ اَهْلُهُ لَحْمًا مِنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىِّ فَقَالَ مَا اَنَا بِاٰكِلِهِ حَتّٰى اَسْاَلَ فَانْطَلَقَ اِلٰى اَخِيْهِ لِاُمِّهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَسَاَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ اَمْرٌ نَقْضًا لِمَا كَانُوْا نُهُوْا عَنْهُ مِنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىِّ بَعْدَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ *

৪৪২৮. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ যুগবা (র) - - - - ইব্‌ন খাব্বাব অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সফর থেকে আসলেন। তখন তাঁর পরিবারের লোক তাঁর সামনে কুরবানীর গোশ্‌ত উপস্থিত করলে তিনি বললেন, আমি জিজ্ঞাসা না করে এটা খাব না। তিনি তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই কাতাদা ইব্‌ন নু'মানের নিকট গেলেন, আর তিনি ছিলেন বদরী সাহাবী। তিনি তাঁর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আপনার পর নতুন ব্যাপার ঘটেছে, যা তিন দিন পর কুরবানীর গোশত খাওয়ার নিষেধাজ্ঞাকে রহিত করেছে।

٤٤٢٩. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ زَيْنَبُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىِّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ وَكَانَ اَخَا اَبِىْ سَعِيْدٍ لِاُمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَقَدَّمُوْا اِلَيْهِ فَقَالَ اَلَيْسَ قَدْ نَهٰى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيْهِ اَمْرٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَاْكُلَهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا اَنْ نَاْكُلَهُ وَنَدَّخِرَهُ *

৪৪২৯. 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য কুরবানীর গোশত আহার করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদা ইব্ন নু'মান (রা) সফর শেষে বাড়ি আসলেন, আর তিনি ছিলেন আবূ সাঈদ খুদরীর বৈপিত্রেয় ভাই এবং বদরী সাহাবী। তাঁর সামনে কুরবানীর গোশত পেশ করা হলো। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি তা থেকে নিষেধ করেন নি? আবূ সাঈদ (রা) বললেন : এ বিষয়ে নতুন ব্যাপার ঘটেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন দিনের উপরে তা আহার করতে নিষেধ করেছিলেন। তারপর আমাদেরকে তা খাওয়ার এবং জমা করে রাখার অনুমতি প্রদান করেছেন।

٤٤٣٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ النُّفَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَاَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا وَلِتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىْ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَمْسِكُوْا مَاشِئْتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فِى الْاَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوْا فِىْ اَىِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ وَاَمْسِكُوْا *

৪৪৩০. 'আমর ইব্ন মানসূর ও মুহাম্মদ ইব্ন মা'দান ইব্ন 'ঈসা (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করেছিলাম। যথা : কবর যিয়ারত থেকে, এখন তোমরা তা যিয়ারত কর, এর যিয়ারত তোমাদের জন্য অধিক সওয়াবের কারণ হবে। আর আমি তোমাদেরকে তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা খেতে পার এবং যত ইচ্ছা রেখে দিতে পার। আর আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম মদের পাত্রে পান করতে। এখন তোমরা যে কোন পাত্রে ইচ্ছা পান করতে পার। কিন্তু তোমরা নেশাযুক্ত পানীয় পান করবে না। আর রাবী মুহাম্মদ 'রেখে দিতে পার'— এ কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٤٤٣١. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ عَنِ الْاَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىْ بَعْدَ ثَلاَثٍ وَعَنِ النَّبِيْذِ اِلاَّ فِىْ سِقَاءٍ وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَكُلُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىْ مَابَدَا لَكُمْ وَتَزَوَّدُوْا وَادَّخِرُوْا وَمَنْ اَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُوْرِ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ وَاَشْرَبُوْا وَاتَّقُوْا كُلَّ مُسْكِرٍ *

৪৪৩১. 'আব্বাস ইব্ন আবদুল 'আযীম আম্বারী (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত খেতে; আর মশক ব্যতীত অন্য পাত্রে নবীয তৈরি করতে এবং কবর যিয়ারত করতে। এখন তোমরা কুরবানীর গোশত খেতে পার যত দিন ইচ্ছা এবং সফরে তা পাথেয় হিসাবে নিতে পার এবং তা জমা করে রাখতে পার। আর যে কবর

যিয়ারত করতে ইচ্ছা করে, সে যিয়ারত করবে। কেননা তা পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর তোমরা (যে কোন পাত্রে) পান করবে, কিন্তু প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে বেঁচে থাকবে।

اَلْاِدِّخَارُ مِنَ الْاَضَاحِيْ

কুরবানীর গোশত জমা করে রাখা

٤٤٣٢. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْاَضْحٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا وَادَّخِرُوا ثَلَاثًا فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَنْتَفِعُوْنَ مِنْ اَضَاحِيْهِمْ يَجْمِلُوْنَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُوْنَ مِنْهَا الْاَسْقِيَةَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الَّذِيْ نَهَيْتَ مِنْ اِمْسَاكِ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيِّ قَالَ اِنَّمَا نَهَيْتُ لِلدَّافَّةِ الَّتِيْ دَفَّتْ كُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَتَصَدَّقُوْا *

৪৪৩২. 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বেদুঈনদের একটি দল কুরবানীর সময়ে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা খাও এবং তিন দিন পর্যন্ত জমা করে রাখতে পার। পরের বছর লোকজন বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মানুষ তাদের কুরবানী দ্বারা উপকৃত হয়। তার চর্বি গলাত এবং তা দ্বারা মশক তৈরি করত। তিনি বললেন : তা কী হলো? লোকটি বললো : আপনি তো কুরবানীর গোশত জমা রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন, আমি তো নিষেধ করেছিলাম ঐ লোকদের জন্য, যারা আগমন করেছিল। এখন তোমরা খাও, জমা করে রাখ এবং সাদকা কর।

٤٤٣٣. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ قَالَتْ نَعَمْ اَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ فَاَحَبَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيْرَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ اٰلَ مُحَمَّدٍ ﷺ يَاْكُلُوْنَ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ قُلْتُ مِمَّ ذَاكَ فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ مَاشَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزٍ مَادُوْمٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৪৪৩৩. ইয়া'কূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - 'আবিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে বললাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। লোকের মধ্যে অভাব দেখা দেওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পছন্দ করলেন যেন ধনী লোকেরা দরিদ্রদেরকে খাওয়ায়। এরপর তিনি বললেন : আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারবর্গকে পনের দিন পরেও গরু-ছাগলের পা-এর গোশত খেতে দেখেছি। আমি বললাম : তা কেন করতেন? তখন তিনি হেসে বললেন : মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারের লোক উপর্যুপরি তিন দিন তৃপ্তি সহকারে রুটি খেতে পাননি, যাবৎ না তিনি মহান আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হয়েছেন।

٤٤٣٤. أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ قَالَتْ كُنَّا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا ثُمَّ يَأْكُلُهُ *

৪৪৩৪. ইউসুফ ইব্‌ন ‘ঈসা (র) - - - - আবিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে কুরবানীর গোশত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : আমরা এক মাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জন্য কুরবানীর পশুর পা তুলে রাখতাম। এরপর তিনি তা খেতেন।

٤٤٣٥. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ إِمْسَاكِ الْأُضْحِيَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ قَالَ كُلُوا وَأَطْعِمُوا *

৪৪৩৫. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম প্রথম তিন দিনের পরে কুরবানীর গোশ্‌ত রেখে দিতে নিষেধ করেছিলেন, এরপর তিনি বললেন : তোমরা তা খাও এবং লোকদেরকে খাওয়াও।

بَابٌ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ

পরিচ্ছেদ : ইয়াহূদীদের যবেহকৃত পশু

٤٤٣٦. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُغِيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُغَفَّلٍ قَالَ دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ قُلْتُ لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ *

৪৪৩৬. ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খায়বরের দিন চর্বি ভর্তি একটি থলি পাওয়া গেল। আমি তা নিয়ে বললাম, আমি এর থেকে কাউকে কিছু দিব না। তারপর আমি ফিরে তাকালাম, দেখি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্মিত হাসছেন।

ذَبِيحَةُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ

অজ্ঞাত লোকের যবেহকৃত পশু

٤٤٣٧. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ كَانُوا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ وَلَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَكُلُوا *

৪৪৩৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বেদুঈনদের কেউ কেউ আমাদের নিকট গোশ্‌ত নিয়ে আসত। আর আমরা জানতাম না এর উপর যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়েছে কি না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা এর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর এবং খাও।

تَأْوِيْلُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

আল্লাহ্‌র বাণী- 'যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়নি তার কিছুই খেও না' (৬:১২১)-এর ব্যাখ্যা

٤٤٣٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ اَبِىْ وَكِيْعٍ وَهُوَ هٰرُوْنُ بْنُ عَنْتَرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ قَالَ خَاصَمَهُمُ الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالُوْا مَاذَبَحَ اللّٰهُ فَلَا تَأْكُلُوْهُ وَمَا ذَبَحْتُمْ اَنْتُمْ اَكَلْتُمُوْهُ *

৪৪৩৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) আয়াত : وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ প্রসঙ্গে বলেন, মুশরিকরা মুমিনদের সাথে ঝগড়া করে বলতো, আল্লাহ্ তা'আলা যা যবেহ করেছেন, তোমরা তা খাও না; অথচ তোমরা নিজেরা যা যবেহ করে থাক, তা খাও।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ

মুজাস্‌সামা[১] খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা

٤٤٣٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَحِلُّ الْمُجَثَّمَةُ *

৪৪৩৯. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আবূ সা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুজাস্‌সামা হালাল নয়।

٤٤٤٠. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ يَعْنِىْ ابْنَ اَيُّوْبَ فَاِذَا اُنَاسٌ يَرْمُوْنَ دَجَاجَةً فِىْ دَارِ الْاَمِيْرِ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ *

৪৪৪০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - হিশাম ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস (রা)-এর সাথে হাকাম অর্থাৎ ইব্‌ন আইয়্যুবের নিকট পৌঁছলাম এবং দেখলাম যে, কয়েকজন লোক আমীর (শাসনকর্তা)-এর বাড়িতে একটি মুরগীর প্রতি তীর নিক্ষেপ করছে। তখন তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন জন্তুকে বেঁধে লক্ষ্যস্থল বানাতে নিষেধ করেছেন।

---

১. যে পশুকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছে।

٤٤٤١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُوْرٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى حَازِمٍ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اُنَاسٍ وَهُمْ يَرْمُوْنَ كَبْشًا بِالنَّبْلِ فَكَرِهَ ذٰلِكَ وَقَالَ لاَتَمْثُلُوْا بِالْبَهَائِمِ *

৪৪৪১. মুহাম্মদ ইব্ন যুম্বুর মক্কী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েকজন লোকের নিকট দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলেন যে, তারা একটি ভেড়ার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছে। তিনি এটা অপছন্দ করলেন এবং বললেন : পশুদের দ্বারা নিশানা বানাবে না।

٤٤٤٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا *

৪৪৪২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ঐ ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অভিসম্পাত করেছেন, যে ব্যক্তি কোন প্রাণীকে নিশানা বানায়।

٤٤٤٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ *

৪৪৪৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কোন জীবকে লক্ষ্যস্থল বানিয়ে নেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অভিসম্পাত করেন।

٤٤٤٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَتَّخِذُوْا شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا *

৪৪৪৪. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে বস্তুর প্রাণ রয়েছে, তাকে (তীর ইত্যাদির) লক্ষ্যস্থল বানাবে না।

٤٤٤٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَتَّخِذُوْا شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا *

৪৪৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ কূফী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন প্রাণীকে লক্ষ্যস্থল বানিও না।

مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا بِغَيْرِ حَقِّهَا

যে ব্যক্তি অযথা চড়ুই হত্যা করে

٤٤٤٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا حَقُّهَا قَالَ حَقُّهَا اَنْ تَذْبَحَهَا فَتَاْكُلَهَا وَلاَ تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمٰى بِهَا *

৪৪৪৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি চড়ুই বা তার চাইতে ছোট কোন প্রাণীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তার ন্যায্যতা কী ? তিনি বললেন : তার ন্যায্যতা হলো তাকে যবেহ করে খাওয়া এবং তার মাথা কেটে নিক্ষেপ না করা।

٤٤٤٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَصِّيْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ خَلَفٍ يَعْنِي ابْنَ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْاَحْوَلُ عَنْ صَالِحِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيْدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا عَبَثًا عَجَّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ يَارَبِّ اِنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِىْ عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِىْ لِمَنْفَعَةٍ *

৪৪৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ মাস্সীসী (র) - - - - আমর ইব্ন শারীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কোন চড়ুইকে অযথা হত্যা করলো, তা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উঁচুস্বরে ফরিয়াদ করে বলবে : ইয়া আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তি আমাকে অযথা হত্যা করেছিল, সে কোন লাভের জন্য আমাকে হত্যা করেনি।

اَلنَّهْىُ عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْجَلاَّلَةِ

জাল্লালার[১] গোশ্ত খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা

٤٤٤٨. اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُهَيْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّةً عَنْ

১. 'জাল্লালা' হলো ঐ প্রাণী, যা ময়লা খায়।

أَبِيهِ وَقَالَ مَرَّةً عَنْ جَدِّهِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلاَّلَةِ وَعَنْ رُكُوْبِهَا وَعَنْ اَكْلِ لَحْمِهَا *

৪৪৪৮. 'উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব তাঁর পিতা মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর থেকে তিনি কোন সময় তাঁর পিতা থেকে আবার কোন সময় তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বর যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধা এবং জাল্লালার গোশত খেতে, আর তাতে আরোহণ করতে নিষেধ করছেন।

اَلنَّهْىُ عَنْ لَبَنِ الْجَلاَّلَةِ

জাল্লালার দুধ পানে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে

٤٤٤٩. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَلَبَنِ الْجَلاَّلَةِ وَالشُّرْبِ مِنْ فِى السِّقَاءِ *

৪৪৪৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে প্রাণীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয় তা খেতে, জাল্লালার দুধ পান করতে এবং মশকের মুখ থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়

بَابٌ اَلْحَثُّ عَلَى الْكَسْبِ

পরিচ্ছেদ : উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করা

٤٤٥٠. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُوْ قُدَامَةَ السَّرْخَسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَاِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ *

৪৪৫০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানুষ যা খায়, তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো তার হাতের উপার্জন। আর লোকের সন্তানও তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।

٤٤٥١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِنْ اَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ اَوْلَادِكُمْ *

৪৪৫১. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের সন্তান তোমাদের শ্রেষ্ঠ উপার্জন। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে খাও।

٤٤٥٢. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ اَنْبَانَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنْبَانَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ *

৪৪৫২. ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানুষের নিজ হাতের উপার্জন হচ্ছে তার জন্য শ্রেষ্ঠ আহার, আর তার সন্তানও তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।

٤٤٥٣. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ *

৪৪৫৩. আহমদ ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানুষের নিজ হাতের উপার্জন হচ্ছে তার উত্তম আহার্য। আর তার সন্তানও তার উপার্জন।

بَابُ اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ فِي الْكَسْبِ

পরিচ্ছেদ : সন্দেহযুক্ত উপার্জন পরিহার করা

٤٤٥٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَوَاللهِ لاَ أَسْمَعُ بَعْدَهُ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ وَرُبَّمَا قَالَ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً قَالَ وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلاً إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ *

৪৪৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আলা সানআনী (র) ---- নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌র কসম। তাঁর পর আর কাউকে বলতে শুনব না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। তিনি বলেছেন : হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট, আর উভয়ের মধ্যে অনেক সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে। তিনি ﷺ বলেন : এ ব্যাপারে আমি তোমাদের সামনে একটি উদাহরণ পেশ করছি : নিশ্চয় আল্লাহ্ এক চারণভূমি সংরক্ষণ করেছেন। আল্লাহ্‌র চারণ ভূমি হলো, যা তিনি হারাম করেছেন। আর যে ব্যক্তি সেই চারণভূমির আশে-পাশে পশু চরায়, হয়তো তার পশু তাতে ঢুকে পড়বে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কাজে লিপ্ত হবে, অচিরেই তার (হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার) দুঃসাহস দেখা দেবে।

٤٤٥٥. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلاَلٍ أَوْ حَرَامٍ *

৪৪৫৫. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়্যা ইব্‌ন দীনার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অতিসত্ত্বর লোকের উপর এমন সময় এসে পড়বে যখন কেউ এই কথার পরওয়া করবে না যে, সে কোন পথে মাল সংগ্রহ করলো- হালাল পথে, না হারাম পথে।

٤٤٥٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِىٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِى هِنْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَاْكُلُوْنَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَاْكُلْهُ اَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ *

৪৪৫৬. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : লোকের উপর এমন এক সময় উপস্থিত হবে যখন তারা সুদ খাবে। আর যে ব্যক্তি তা খাবে না, তার গায়ে এর কিছু ধূলাবালি লাগবে।[১]

بَابُ اَلتِّجَارَةِ

পরিচ্ছেদ : ব্যবসা

٤٤٥٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ اَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَفْشُوَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ وَيَبِيْعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَيَقُوْلَ لاَ حَتّٰى اَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِىْ فُلاَنٍ وَيُلْتَمَسَ فِى الْحَىِّ الْعَظِيْمِ الْكَاتِبُ فَلاَ يُوْجَدُ *

৪৪৫৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আমর ইব্‌ন তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের কয়েকটি নিদর্শন এই যে, অর্থ-সম্পদের বিস্তার ও প্রাচুর্য দেখা দেবে, ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে, বিদ্যা বিলুপ্ত হবে। কোন ব্যক্তি মাল বিক্রিকালে বলবে না, আমি অমুক গোত্রের ব্যবসায়ীর সাথে পরামর্শ করে নিই। আর বিরাট লোকালয়েও লেখক তালাশ করে পাওয়া যাবে না।

مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ مِنَ التَّوْقِيَةِ فِىْ مُبَايَعَتِهِمْ

ক্রয়-বিক্রয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা

٤٤٥٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ عَنْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَتَادَةُ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا *

---

১. বর্তমানে সারা বিশ্বে সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই সুদভিত্তিক অর্থের দ্বারা দেশের শিল্প কল-কারখানা গড়ে তোলা হয়। কাজেই তাতে যা কিছু উৎপন্ন হয়, তা সুদের সাথে সম্পৃক্ত। এর আলোকে বলা যায় যে, বর্তমানে কেউই সুদের প্রভাবমুক্ত নয়।

৪৪৫৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে, যতক্ষণ না তাদের একজন অপরজন থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা যদি সততা অবলম্বন করে এবং মালের দোষ-ত্রুটি বলে দেয়, তবে তাদের বেচাকেনায় বরকত হবে। আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, তবে উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত মুছে দেওয়া হবে।

اَلْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَذِبِ

মিথ্যা কসম করে মাল বিক্রয়

٤٤٥٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ اَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فَقَرَاَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا قَالَ الْمُسْبِلُ اِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَذِبِ وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ *

৪৪৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ যর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এমন তিন প্রকার লোক রয়েছে, যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ আয়াত তিলাওয়াত করলে আবূ যর (রা) বললেন, তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তিনি বললেন : তারা হলো, যে পরিধেয় বস্ত্র টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে রাখে, যে মিথ্যা কসম করে মাল চালায়, আর যে কিছু দান করে তার খোঁটা দেয়।

٤٤٦٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَيَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اَلَّذِى لاَ يُعْطِىْ شَيْئًا اِلاَّ مَنَّهُ وَالْمُسْبِلُ اِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْكَذِبِ *

৪৪৬০. 'আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ যর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : তিন প্রকার লোক আছে যাদের দিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হলো, যে ব্যক্তি কিছু দান করে তার খোঁটা দেয়, আর যে ব্যক্তি পরিধেয় বস্ত্র টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে রাখে, আর যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে মাল চালায়।

٤٤٦١. اَخْبَرَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى الْوَلِيْدُ يَعْنِى ابْنَ

كَثِيْرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِى الْبَيْعِ فَاِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ *

৪৪৬১. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : তোমরা বিক্রয়কালে অত্যধিক কসম খাওয়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা তা দ্বারা মাল তো খুব কাটতি হয়, কিন্তু (বরকত না থাকায়) আয় কমিয়ে দেয়।

٤٤٦٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِوبْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ *

৪৪৬২. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সার্‌হ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কসম মালের কাটতি বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু আয় কমিয়ে দেয়।

اَلْحَلِفُ الْوَاجِبُ لِلْخَدِيْعَةِ فِى الْبَيْعِ

বেচাকেনায় ধোঁকাবাজের জন্য কসম

٤٤٦٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَايَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَايُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيْقِ يَمْنَعُ ابْنَ السَّبِيْلِ مِنْهُ وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لِدُنْيَا اِنْ اَعْطَاهُ مَايُرِيْدُ وَفٰى لَهُ وَاِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا عَلٰى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللّٰهِ لَقَدْ اُعْطِىَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الْاٰخَرُ *

৪৪৬৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিন প্রকারের লোক রয়েছে যাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। তারা হলো : ঐ ব্যক্তি যে পথের ধারে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানির উপর কর্তৃত্ব করে এবং পথিকদেরকে ঐ পানি দেয় না; আর ঐ ব্যক্তি যে কোন ইমামের হাতে বায়'আত গ্রহণ করে পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য, তারপর সে যা চায় তাকে তা দান করলে সে তার আনুগত্যে বহাল থাকে আর যদি তাকে তা না দেওয়া হয়, তবে সে তার আনুগত্য রক্ষা করে না। আর ঐ ব্যক্তি যে আসরের পর অন্য ব্যক্তির সাথে মালের ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে দরদাম করে। এক পর্যায়ে সে তাকে আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলে যে, তাকে এই এই দাম বলা হয়েছে, ফলে অন্য ব্যক্তি তাকে বিশ্বাস করে।

اَلْاَمْرُ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْيَمِيْنَ بِقَلْبِهِ فِىْ حَالِ بَيْعِهِ

অন্তর দিয়ে কসমে বিশ্বাস না করলে সাদ্‌কার আদেশ

٤٤٦٤. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ نَبِيْعُ الْاَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا وَنُسَمِّى اَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ وَيُسَمِّيْنَا النَّاسُ فَخَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ لَنَا مِنَ الَّذِىْ سَمَّيْنَا بِهِ اَنْفُسَنَا فَقَالَ يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ *

৪৪৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - কায়স ইব্‌ন আবূ গারাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা মদীনায় ক্রয়-বিক্রয় করতাম। আমরা নিজেদেরকে 'সামাসেরাহ' (দালাল) বলতাম, আর অন্য লোকও আমাদেরকে তাই বলত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট দিয়ে যাবার সময় উক্ত নাম অপেক্ষা সুন্দর নামে আমাদেরকে আখ্যায়িত করলেন। তিনি বললেন : হে ব্যবসায়ীগণ ! তোমাদের এ ব্যবসা কাজে অপ্রয়োজনীয় কথা এবং কসম সংযোজিত হয়, অতএব তোমরা ব্যবসা করার সঙ্গে দান-খয়রাতও করবে।

وُجُوْبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا

ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বে ইখতিয়ার

٤٤٦٥. اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْاَشْعَثِ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا فَاِنْ بَيَّنَا وَصَدَقَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا *

৪৪৬৫. আবুল আশআস (র) - - - - হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে যতক্ষণ না তাদের একজন অপরজন থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা যদি সততা অবলম্বন করে এবং উভয়ে নিজ নিজ বস্তুর দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দান করা হবে। আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, তবে উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত মুছে দেয়া হবে।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِىْ لَفْظِ حَدِيْثِهِ

রাবী নাফি' (র)-এর বর্ণনায় তার থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে শব্দগত পার্থক্য

٤٤٦٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ

ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلٰى صَاحِبِهٖ مَالَمْ يَفْتَرِقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ *

৪৪৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা এবং হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - মালিক (র) নাফি' (র.) হতে এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের জন্য তার সাথীর বিপরীতে ইখতিয়ার (ইচ্ছাধিকার) থাকবে, যাবত না তারা পৃথক হয়ে যায়। তবে ইখতিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত (অর্থাৎ সেক্ষেত্রে পৃথক হওয়ার পরও ইখতিয়ার থাকবে)।

٤٤٦٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا اَوْ يَكُوْنَ خِيَارًا *

৪৪৬৭. 'আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - উবায়দুল্লাহ্ (র) নাফি' (র) থেকে এবং তিনি হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়। কিংবা ইখতিয়ারের শর্তে কেনাবেচা হয়।

٤٤٦٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزٌ الْوَضَّاحُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَاِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ *

৪৪৬৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইসমাঈল নাফি' (র) হতে এবং তিনি হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে, তাদের উভয়ের পৃথক না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু যদি ইখতিয়ারের শর্তে বেচাকেনা হয়, তবে পৃথক হওয়ার পরও ইখতিয়ার অবশিষ্ট থাকবে।

٤٤٦٩. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَمْلٰى عَلَىَّ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَبَايَعَ الْبَيِّعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهٖ مَالَمْ يَفْتَرِقَا اَوْ يَكُوْنَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَاِنْ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ *

৪৪৬৯. 'আলী ইব্‌ন মায়মূন (র) - - - - ইব্‌ন জুরায়জ নাফি' থেকে এবং তিনি হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা-বিক্রেতা যখন বেচাকেনা করে, তখন তারা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য অবকাশ থাকবে, আর যদি তাদের ক্রয়-বিক্রয় গ্রহণ করার কথার চুক্তি সম্পন্ন করে, তা হলে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হবে।

٤٤٧٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ

ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا اَوْ يَقُوْلَ اَحَدُهُمَا لِلْاٰخَرِ اخْتَرْ ‎*

৪৪৭০. আমর ইব্ন আলী (র) ---- আইয়্যুব নাফি' থেকে এবং তিনি হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্যই অবকাশ রয়েছে; যতক্ষণ না তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায়। অথবা বলে : গ্রহণ কর এবং অন্যজন গ্রহণ করে নেয়।

٤٤٧١. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتّٰى يَفْتَرِقَا اَوْ يَكُوْنَ بَيْعَ خِيَارٍ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ اَوْ يَقُوْلَ اَحَدُهُمَا لِلْاٰخَرِ اخْتَرْ ‎*

৪৪৭১. যিয়াদ ইব্ন আইয়্যুব (র) ---- আয়্যুব নাফি' থেকে এবং তিনি হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েরই ইখতিয়ার রয়েছে যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়, অথবা যদি অবকাশের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। রাবী নাফি' (র) কখনও বলেছেন অথবা একে অন্যকে বলবে, গ্রহণ কর।

٤٤٧٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتّٰى يَفْتَرِقَا اَوْ يَكُوْنَ بَيْعَ خِيَارٍ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ اَوْ يَقُوْلَ اَحَدُهُمَا لِلْاٰخَرِ اخْتَرْ ‎*

৪৪৭২. কুতায়বা (র) ---- লায়স নাফি' হতে এবং তিনি হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের জন্য ইখতিয়ার রয়েছে যতক্ষণ না তারা উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, অথবা ঐ বিক্রয় হবে ইখতিয়ারের উপর। রাবী নাফি' (র) কখনও বলেছেন, অথবা একজন অন্যজনকে বলবে, গ্রহণ কর।

٤٤٧٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتّٰى يَفْتَرِقَا وَقَالَ مَرَّةً اُخْرٰى مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا اَوْ يُخَيِّرَ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَاِنْ خَيَّرَ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَتَبَايَعَا عَلٰى ذٰلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فَاِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ اَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ‎*

৪৪৭৩. কুতায়বা (র) ---- লায়স নাফি' হতে এবং তিনি হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যখন দুই ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করে, তখন তাদের উভয়েরই ইখতিয়ার থাকে যতক্ষণ না তারা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যাবে। অন্য সময় তিনি বলেছেন : তারা পরস্পর পৃথক হওয়া পর্যন্ত, অথবা একে অন্যকে ইখতিয়ার দেয়, যদি একে অন্যকে ইখতিয়ার দেয় এবং এর উপরই ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করে,

তবে সে ক্রয়-বিক্রয় ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি তারা পৃথক হয়ে যায় বিক্রয় করার পর এবং তাদের মধ্যে কেউই ক্রয়-বিক্রয় রহিত না করে, তবে ক্রয়-বিক্রয় ওয়াজিব হবে।

٤٤٧٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِى بَيْعِهِمَا مَالَمْ يَفْتَرِقَا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ الْبَيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ اِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ *

৪৪৭৪. 'আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ বলেন, আমি নাফি'কে হযরত ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলেন : ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য ইখতিয়ার থাকবে। হ্যাঁ, যদি ক্রয়-বিক্রয়ে ইখতিয়ার থাকে তবে ভিন্ন কথা। রাবী নাফি' (র) বলেন : 'আবদুল্লাহ্ (রা) যখন কোন দ্রব্য খরিদ করতেন যা তাঁর পছন্দনীয়, তখন তিনি তাঁর সাথী থেকে পৃথক হয়ে যেতেন।

٤٤٧٥. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَبَايِعَانِ لاَبَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ *

৪৪৭৫. আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) নাফি' (র) থেকে এবং তিনি হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় শেষ হয় না, যতক্ষণ না তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায়, তবে ইখতিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত।

ذِكْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ فِىْ لَفْظِ هٰذَا الْحَدِيْثِ

এই হাদীসের শব্দে আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে পার্থক্য

٤٤٧٦. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ *

৪৪৭৬. আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - ইসমাঈল থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার থেকে এবং তিনি হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয় না, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়, তবে ইখতিয়ারের ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত।

٤٤٧٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ *

৪৪৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাকাম (র) - - - - ইব্নুল-হাদ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (র) থেকে এবং তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : কোন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয় না, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়। তবে ইখতিয়ারে ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত।

٤٤٧٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَبَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ *

৪৪৭৮. আবদুল হামীদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - সুফ্য়ান 'আমর ইব্ন দীনার থেকে এবং তিনি হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয় না, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়। তবে ইখতিয়ারের ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত।

٤٤٧٩. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ *

৪৪৭৯. রবী' ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - ইয়াযীদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার থেকে এবং তিনি হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : কোন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়, তবে ইখতিয়ারের ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত।

٤٤٨٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ *

৪৪৮০. আমর ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - শু'বা (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার থেকে এবং তিনি হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়। তবে ইখতিয়ারের ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত।

٤٤٨١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَكُوْنَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ *

৪৪৮১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - সুফ্‌য়ান আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার থেকে, তিনি হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : ক্রেতা বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যাবত না তারা পৃথক হয়। অথবা তাদের ক্রয়-বিক্রয় হয় ইখতিয়ারের উপর।

٤٤٨٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اَوْ يَاْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِىَ وَيَتَخَايَرَانِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ *

৪৪৮২. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : ক্রেতা বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যতক্ষণ না তারা পৃথক হয় এবং বিক্রি দ্বারা তাদের প্রত্যেকের ইপ্সিত বস্তু তারা গ্রহণ করে নেয় আর তারা ইখতিয়ার পাবে তিনবার।[১]

٤٤٨٣. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَانَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَيَاْخُذْ اَحَدُهُمَا مَارَضِىَ مِنْ صَاحِبِهِ اَوْ هَوِىَ *

৪৪৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায় অথবা তারা গ্রহণ করে নেয়— যা ইচ্ছা করে তার সাথী থেকে।

وُجُوْبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا بِاَبْدَانِهِمَا

শারীরিকভাবে পৃথক হওয়ার পূর্বে ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকা প্রসঙ্গ

٤٤٨٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَيَحِلُّ لَهُ اَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ اَنْ يَسْتَقِيْلَهُ *

৪৪৮৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - 'আমর ইব্‌ন শুয়ায়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য ইখতিয়ার থাকবে, যতক্ষণ না তারা একে অপর হতে পৃথক হয়ে যাবে। অবশ্য যদি ইখতিয়ারের শর্তে চুক্তি হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতা কারো জন্য সঙ্গত নয় যে, সে অপরজন হতে দ্রুত পৃথক হয়ে যাবে এই ভয়ে যে, হয়তো সে ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করবে।

---

১. ইজাব-কবূল হয়ে গেলে এবং ক্রেতা-বিক্রেতা কোন শর্ত সংযোজন না করলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : "হে মুমিনগণ ! তোমরা পরস্পর একে অপরের মাল বাতিল পন্থায় খাবে না, তিজারত ব্যতীত।" এতে পৃথক হওয়ার কোন শর্ত নেই। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি পশু উমর (রা) থেকে ক্রয় করেন এবং ক্রয়ের পর তিনি সেই মজলিসেই তা ইব্‌ন উমর (রা)-কে দান করেন।

اَلْخَدِيْعَةُ فِى الْبَيْعِ

ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা

٤٤٨٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بِعْتَ فَقُلْ لاَخِلاَبَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا بَاعَ يَقُوْلُ لاَخِلاَبَةَ *

৪৪৮৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললো : আমি ক্রয়-বিক্রয় করলে ঠকে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন : তুমি ক্রয়-বিক্রয়কালে বলবে : ধোঁকা দিবেন না। সে মতে ঐ ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করাকালে এরূপ বলতো।

٤٤٨٦. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً كَانَ فِىْ عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ كَانَ يُبَايِعُ وَاَنَّ اَهْلَهُ اَتَوُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالُوْا يَانَبِىَّ اللّٰهِ احْجُرْ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اِنِّىْ لاَ اَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ قَالَ اِذَا بِعْتَ فَقُلْ لاَخِلاَبَةَ *

৪৪৮৬. ইউসুফ ইব্ন হাম্মাদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধিতে দুর্বলতা ছিল, আর সে বেচাকেনাও করতো। তার পরিবারস্থ লোকজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তার প্রতি বেচাকেনার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করুন। সেমতে আল্লাহ্র নবী ﷺ তাকে ডেকে নিষেধ করলেন। সে বললো : ইয়া নবী-আল্লাহ্, আমি বেচাকেনা না করে থাকতে পারি না। তিনি বললেন : তুমি যখন বেচাকেনা করবে, তখন বলবে : ধোঁকা দিবেন না।

اَلْمُحَفَّلَةُ

ওলানে দুধ আটকে রাখা

٤٤٨٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ كَثِيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بَاعَ اَحَدُكُمُ الشَّاةَ اَوِ اللَّقْحَةَ فَلاَ يُحَفِّلْهَا *

৪৪৮৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ ছাগল, উট বিক্রয় করতে মনস্থ করে, তখন সে যেন তার ওলানে দুধ আটকে না রাখে।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْمُصَرَّاةِ وَهُوَ اَنْ يَّرْبُطَ اَخْلاَفَ النَّاقَةِ اَوِالشَّاةِ وَتُتْرَكَ مِنَ

الْحَلْبِ يَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنٌ فَيَزِيْدُ مُشْتَرِيْهَا فِى قِيْمَتِهَا لِمَا يَرٰى مِنْ كَثْرَةِ لَبَنِهَا

বিক্রয় করাকালে ক্রেতাকে দেখানোর জন্য ওলানে দুধ দুই/তিন দিন আটকে রেখে ওলান বড় দেখানো, যাতে ক্রেতা বেশি দাম দেয়

٤٤٨٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَتُصَرُّوا الاِبِلَ وَالْغَنَمَ مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ فَاِنْ شَاءَ اَمْسَكَهَا وَاِنْ شَاءَ اَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ *

৪৪৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা বিক্রয় স্থানে পৌঁছার পূর্বে মাল খরিদ করার জন্য কাফেলার নিকট যাবে না, আর উট এবং বকরী ইত্যাদির ওলানে দুধ আটকে রাখবে না। যে ব্যক্তি ঐরূপ কোন জন্তু খরিদ করবে, তখন তার দুই-এর একটা গ্রহণের ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে তা রেখে দিতে পারে; আর যদি ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা করে, তবে তা ফেরতও দিতে পারে। তবে ফেরত দিলে তার সাথে এক সা'[১] খেজুর দিবে।

٤٤٨٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِى دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى مُصَرَّاةً فَاِنْ رَضِيَهَا اِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا وَاِنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ *

৪৪৮৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি ওলানে দুধ আটকিয়ে রাখা হয়েছে এমন জন্তু খরিদ করে, এরপর যখন সে দুধ দোহন করে, তখন তার ইচ্ছা হলে তা রাখতে পারে; আর যদি সে তা পছন্দ না করে, তবে তা ফেরত দিতে পারে। তবে ফেরত দিলে তার সাথে এক সা' খেজুর দিয়ে দিবে।

٤٤٩٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً اَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اِنْ شَاءَ اَنْ يُمْسِكَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ شَاءَ اَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ *

৪৪৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন পশু খরিদ করে যার ওলানে দুধ আটকিয়ে রাখা হয়েছে, তবে তিনদিন পর্যন্ত তার ইখতিয়ার থাকবে, যদি সে রাখতে চায় রেখে দিবে, আর যদি ফেরত দিতে চায় ফেরত দিবে। তবে ফেরত দিলে তার সাথে এক সা' খেজুর দিয়ে দিবে, গম নয়।

---

১. এক সা'-এর পরিমাণ হলো ৩ সের নয় ছটাক।

اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

দায়িত্ব যার, উসূলও তার

٤٤٩١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَوَكِيْعٌ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ *

৪৪৯১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফয়সালা দিয়েছেন যে, দায়িত্ব যার উসূলও তার।

بَابُ بَيْعِ الْمُهَاجِرِ لِلاَعْرَابِىِّ

বেদুঈনের পক্ষ হয়ে মুহাজির ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়

٤٤٩٢. اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّى وَاَنْ يَبِيْعَ مُهَاجِرٌ لِلاَعْرَابِىٍّ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ وَالنَّجْشِ وَاَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ وَاَنْ تَسْاَلَ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا *

৪৪৯২. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন তামীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন বাজারে বিক্রি করার জন্য যারা বাইরে থেকে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে, বাজারে পৌঁছবার পূর্বে তাদের খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে নেয়ার জন্য অগ্রসর হতে, মুহাজির কর্তৃক গ্রাম্য লোকের পক্ষ হতে বিক্রি করতে, গরু-ছাগলের ওলানে দুধ জমা করে ফুলিয়ে রাখতে, দালালী করতে, কোন মুসলমান ভ্রাতার দরদামের উপর দরদাম করতে। আর কোন স্ত্রীলোক কর্তৃক তার বোনের তালাক চাইতে।

بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِىْ

নগরবাসী কর্তৃক গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রি করা

٤٤٩٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَاِنْ كَانَ اَبَاهُ اَوْ اَخَاهُ *

৪৪৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ নগরবাসী কর্তৃক কোন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যদিও সে তার পিতা অথবা ভাই হয়।

٤٤٩٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ قَالَ اَنْبَانَا يُوْنُسُ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِيْنَا اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَاِنْ كَانَ اَخَاهُ اَوْ اَبَاهُ *

৪৪৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নগরবাসী কর্তৃক কোন গ্রাম্য লোকের মাল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যদিও সে তার পিতা বা ভাই হয়।

٤٤٩٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نُهِيْنَا اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ *

৪৪৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন গ্রাম্য লোকের মাল বিক্রয় করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

٤٤٩٦. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ *

৪৪৯৬. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শহরের লোক গ্রাম্য লোকদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে দিবে না। লোকজনকে ছেড়ে দাও, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কারো দ্বারা কারো রিযিক পৌঁছিয়ে থাকেন।

٤٤٩٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ *

৪৪৯৭. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বহিরাগত আমদানী-কারকের সাথে শহরের বাইরে গিয়ে সাক্ষাত করবে না বা অগ্রসর হবে না। একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাবের উপর অন্য কেউ বিক্রির প্রস্তাব করবে না, দালালী করবে না, শহরের লোক গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় করে দেবে না।

٤٤٩٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّجْشِ وَالتَّلَقِّىْ وَاَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ *

৪৪৯৮. আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকাম ইব্‌ন আয়ান (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি দালালী করতে এবং গ্রামের পণ্য বিক্রেতাকে শহরে পৌছার পূর্বে সামনে গিয়ে সাক্ষাত করতে এবং শহরের লোক কর্তৃক গ্রাম্য ব্যক্তির পক্ষ হতে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

اَلتَّلَقِّىْ

বহিরাগত লোকের পণ্য খরিদের জন্য অগ্রসর হওয়া

٤٤٩٩. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّلَقِّىْ *

৪৪৯৯. 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বহিরাগত আমদানীকারকের সাথে শহরের বাইরে গিয়ে সাক্ষাত করতে নিষেধ করেছেন।

٤٥٠٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ اُسَامَةَ اَحَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّى الْجَلَبِ حَتّٰى يَدْخُلَ بِهَا السُّوْقَ فَاَقَرَّ بِهِ اَبُوْ اُسَامَةَ وَقَالَ نَعَمْ *

৪৫০০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যারা পণ্যদ্রব্য বাজারে বিক্রি করার জন্য বাইরে থেকে নিয়ে আসে, তারা বাজারে প্রবেশ না করা পর্যন্ত বাইরে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাত করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করছেন।

٤٥٠١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَاَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَايَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا *

৪৫০১. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন বাইরে থেকে যারা পণ্যদ্রব্য শহরে নিয়ে আসে, বাজারে পৌছার পূর্বে তাদের সাথে সাক্ষাত করতে এবং গ্রাম্য লোকের পণ্যদ্রব্য শহরের লোকদের বিক্রি করে দিতে। আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে গ্রাম্য লোকের পণ্য শহরের লোক কর্তৃক বিক্রয় করার অর্থ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : তার জন্য দালাল হবে না।

٤٥٠٢. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَنْبَانَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ الْقُرْدُوْسِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيْرِيْنَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرٰى مِنْهُ فَاِذَا اَتٰى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ *

৪৫০২. ইবরাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যারা বাজারে বিক্রি করার জন্য পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসে, এগিয়ে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হবে না। যদি কেউ এরূপ করে এবং কোন বস্তু ক্রয় করে, তবে ঐ বিক্রেতা মালিক বাজারে পৌছার পর তার ইখতিয়ার থাকবে।

سَوْمُ الرَّجُلِ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ

মুসলমান ভাইয়ের দরদাম করার উপর দরদাম করা

٤٥٠٣. حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبِيْعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ وَلاَ تَسْاَلِ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِىْ اِنَائِهَا وَلْتُنْكَحَ فَاِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهَا *

৪৫০৩. মুজাহিদ ইব্ন মূসা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গ্রাম্য লোকের পণ্যদ্রব্য শহরের লোক বিক্রয় করে দেবে না, দালালী করবে না, কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভ্রাতার দরদামের উপর দরদাম করবে না। মুসলমান ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর নিজে বিবাহের প্রস্তাব দেবে না, আর কোন নারী তার মুসলমান বোনের তালাক চাইবে না, যাতে তার পাত্র শূন্য করে নিজ পাত্র পূর্ণ করতে পারে এবং তাকে (তালাকপ্রাপ্তার স্থানে) বিবাহ করা হয়। তার জন্য তা-ই রয়েছে যা আল্লাহ্ তার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন।

بَيْعُ الرَّجُلِ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ

মুসলমান ভাই-এর দরদামের উপর দরদাম করা

٤٥٠٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَ يَبِيْعُ اَحَدُكُمْ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ *

৪৫০৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের বেচাকেনার প্রস্তাবের উপর নিজে বেচাকেনার প্রস্তাব দিবে না।

٤٥٠٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَبْتَاعَ اَوْيَذَرَ *

৪৫০৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের বেচাকেনার প্রস্তাবের উপর নিজে বেচাকেনার প্রস্তাব দেবে না, যতক্ষণ না সে খরিদ করে, অথবা ছেড়ে যায়।

اَلنَّجْشُ

দালালী করা

٤٥٠٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ *

৪৫০৬. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে) দালালী করতে নিষেধ করেছেন।

٤٥٠٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَزِيْدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ تَسْاَلِ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ الْاُخْرَى لِتَكْتَفِىءَ مَافِى اِنَائِهَا *

৪৫০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাবের উপর নিজে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাব দেবে না। গ্রাম্য লোকের পণ্যদ্রব্য শহরের লোকগণ বিক্রয় করে দিবে না, দালালী করবে না, আর কেউ কোন মুসলমান ভাইয়ের বিক্রয়ের উপর মূল্য বৃদ্ধি করবে না; আর কোন নারী অপর নারীর পাত্র শূন্য করে নিজ পাত্র পূর্ণ করার লক্ষ্যে তার তালাক চাইবে না।

٤٥٠٨. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَزِيْدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ تَسْاَلِ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِىءَ بِهِ مَا فِى صَحْفَتِهَا *

৪৫০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : শহরের লোকগণ গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় করবে না। আর তোমরা দালালী করবে না। আর কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের ক্রয়ের উপর মূল্য বৃদ্ধি করবে না; আর কোন মহিলা অন্য কোন মুসলমান বোনের তালাক কামনা করবে না– তার ভাগে যা আছে তা নিজে ভোগ করার জন্য।

اَلْبَيْعُ فِيْمَنْ يَزِيْدُ

অধিক মূল্যে ক্রয় করা

٤٥٠٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَعِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالاَ حَدَّثَنَا الْاَخْضَرُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِى بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيْمَنْ يَزِيْدُ *

৪৫০৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিলামে একটি পাত্র এবং একটি কাপড় বিক্রি করেন।

بَيْعُ الْمُلاَمَسَةِ

মুলামাসা বিক্রয়

٤٥١٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ وَاَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ *

৪৫১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন 'মুলামাসা' এবং 'মুনাবাযা' প্রণালীতে ক্রয়-বিক্রয় করতে।

تَفْسِيْرُ ذٰلِكَ

মুলামাসার ব্যাখ্যা

٤٥١١. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ لَمْسِ الثَّوْبِ لاَيَنْظُرُ اِلَيْهِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِىَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ اِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ اَنْ يُقَلِّبَهُ اَوْ يَنْظُرَ اِلَيْهِ *

৪৫১১. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন : 'মুলামাসা' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে অর্থাৎ কাপড় না দেখে কেবল স্পর্শ করবে, আর তাতেই বেচাকেনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এরূপ বেচাকেনা, আর তিনি নিষেধ করেছেন 'মুনাবাযা' প্রণালীতে ক্রয়-বিক্রয় করতে। আর তা হলো কোন কাপড় নাড়াচাড়া করা বা দেখার আগে কোন ব্যক্তির দিকে ছুঁড়ে মারা আর তাতে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাওয়া।

بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ

'মুনাবাযা' পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়

٤٥١٢. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِى الْبَيْعِ *

৪৫১২. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্রয় বিক্রয়ে 'মুনাবাযা' ও 'মুলামাসা' নিষেধ করেছেন।

٤٥١٣. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ *

৪৫১৩. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স মারওয়াযী (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্রয়-বিক্রয়ের দুটি ধরন 'মুনাবাযা' ও মুলামাসা থেকে নিষেধ করেছেন।

تَفْسِيْرُ ذٰلِكَ

মুনাবাযার ব্যাখ্যা

٤٥١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى بْنِ بَهْلُوْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ اَنْ يَتَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ بِالثَّوْبَيْنِ تَحْتَ اللَّيْلِ يَلْمُسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ وَالْمُنَابَذَةُ اَنْ يَنْبُذَ الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ وَيَنْبُذَ الاٰخَرُ اِلَيْهِ الثَّوْبَ فَيَتَبَايَعَا عَلٰى ذٰلِكَ *

৪৫১৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসাফ্ফা ইব্ন বাহলূল (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুনাবাযা' ও 'মুলামাসা' থেকে নিষেধ করেছেন। মুলামাসা এই যে, দুই ব্যক্তি রাতে দুটি কাপড় ক্রয়-বিক্রয় করবে প্রত্যেকে তার সাথীর কাপড় হাতে স্পর্শ করবে। মুনাবাযা এই যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির প্রতি কাপড় ছুঁড়ে মারবে, অন্য ব্যক্তিও ঐ ব্যক্তির দিকে কাপড় ছুঁড়বে— এই পন্থায় তাদের ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হবে।

٤٥١٥. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لاَيَنْظُرُ اِلَيْهِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةُ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ اِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ اَنْ يُقَلِّبَهُ *

৪৫১৫. আবূ দাউদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুলামাসা' থেকে নিষেধ করেছেন। আর 'মুলামাসা' হলো কাপড় না দেখে কেবল স্পর্শের মাধ্যমে বিক্রি সাব্যস্ত করা।

[এইরূপে বিক্রয় করলে আর ক্রেতা-বিক্রেতার কোন ইখতিয়ার থাকবে না।] আর তিনি নিষেধ করেছেন 'মুনাবাযা' পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় থেকে। আর 'মুনাবাযা' হলো, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির দিকে স্বীয় কাপড় নিক্ষেপ করবে তা নাড়াচাড়া করার পূর্বে।

٤٥١٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُنَابَذَةُ اَنْ يَقُوْلَ اِذَا نَبَذْتُ هٰذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ يَعْنِى الْبَيْعَ وَالْمُلاَمَسَةُ اَنْ يَّمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلاَ يَنْشُرُهُ وَلاَ يُقَلِّبُهُ اِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ‎*

৪৫১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই পদ্ধতির বস্ত্র পরিধান নিষেধ করেছেন, এবং ক্রয়-বিক্রয়ের দুই প্রণালীও নিষেধ করেছেন। নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয় প্রণালীদ্বয় হলো 'মুলামাসা' এবং 'মুনাবাযা'। মুনাবাযা পদ্ধতি হলো এরূপ বলা যে, যখন আমি এই কাপড়খানা নিক্ষেপ করবো, তখন বিক্রি সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর 'মুলামাসা' পদ্ধতি হলো কাপড় স্পর্শ করলেই ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে, তা খুলবেও না এবং উল্টিয়ে দেখবেও না, যখন স্পর্শ করবে তখনই ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হবে।

٤٥١٧. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ بَلَغَنِيْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَهِيَ بُيُوْعٌ كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ‎*

৪৫১৭. হারূন ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই পদ্ধতির কাপড় পরিধান নিষেধ করেছেন। আর তিনি আমাদেরকে দুই পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন, তা হলো 'মুনাবাযা' ও 'মুলামাসা'। ক্রয়-বিক্রয়ের ঐ সকল পদ্ধতি জাহিলী যুগের লোকেরা অবলম্বন করতো।

٤٥١٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعَتَيْنِ اَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلاَمَسَةُ وَزَعَمَ اَنَّ الْمُلاَمَسَةَ اَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ اَبِيْعُكَ ثَوْبِيْ بِثَوْبِكَ وَلاَيَنْظُرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اِلٰى ثَوْبِ الْاٰخَرِ وَلٰكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْسًا وَاَمَّا الْمُنَابَذَةُ اَنْ يَقُوْلَ اَنْبِذُ مَامَعِيْ وَتَنْبِذُ مَا مَعَكَ لِيَشْتَرِيَ اَحَدُهُمَا مِنَ الْاٰخَرِ وَلاَ يَدْرِيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ مَعَ الْاٰخَرِ وَنَحْوًا مِنْ هٰذَا الْوَصْفِ ‎*

৪৫১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন। সেই দুই পদ্ধতি হলো 'মুনাবাযা' এবং 'মুলামাসা'। তিনি বলেন, 'মুলামাসা' পদ্ধতি এরূপ : কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলবে, আমি তোমার কাপড়ের পরিবর্তে আমার কাপড় বিক্রয় করবো; কিন্তু তাদের কেউ অন্যের কাপড়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না, শুধু হাতে স্পর্শ করবে। আর 'মুনাবাযা' পদ্ধতি এরূপ যে, একজন বলবে : আমার নিকট যা আছে আমি তা নিক্ষেপ করবো আর তুমি তোমার নিকট যা আছে তা নিক্ষেপ করবে, একে অন্যের নিকট হতে ক্রয় করার জন্য। তাদের কেউই অবগত নয় যে, অন্যের নিকট কী পরিমাণ মাল রয়েছে এবং কোন্ প্রকারের রয়েছে।

بَيْعُ الْحَصَاةِ

পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়

٤٥١٩. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ *

৪৫১৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, পাথর নিক্ষেপ করে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং অনিশ্চিত বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করতে।

بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয়

٤٥٢٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيْعُوْا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ نَهٰى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ *

৪৫২০. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমরা ফল বিক্রি করবে না তা উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে। তিনি ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কে নিষেধ করেছেন।

٤٥٢١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ *

৪৫২১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফলের উপযুক্ততা প্রকাশের পূর্বে তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٤٥٢٢. اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدٌ وَاَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَبِيْعُوا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَتَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مِثْلِهِ سَوَاءً *

৪৫২২. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ফলের উপযুক্ততা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তোমরা তা ক্রয়-বিক্রয় করবে না এবং শুষ্ক খেজুরের পরিবর্তে গাছের ফল বিক্রি করবে না। সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, পূর্বের অনুরূপ।

٤٥٢٣. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ تَبِيْعُوا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ *

৪৫২৩. আবদুল হামীদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলেন : ফল উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা বিক্রি করবে না।

٤٥٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَاَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَاَنْ لاَيُبَاعَ اِلاَّ بِالدَّنَانِيْرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا *

৪৫২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুখাবারা'[১], এবং 'মুযাবানা'[২] এবং 'মুহাকালা'[৩] নিষেধ করেছেন এবং তিনি ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন তা উপযুক্ত হওয়ায় পূর্বে, দীনার ও দিরহাম দ্বারা বিক্রি করলে আলাদা কথা। কিন্তু তিনি 'আরায়া'[৪] জায়েয রেখেছেন।

٤٥٢٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَاَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يُطْعَمَ اِلاَّ الْعَرَايَا *

৪৫২৫. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুখাবারা', 'মুযাবানা, 'মুহাকালা' এবং খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, আরায়া ব্যতীত।

---

১. নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের বিনিময়ে ভূমি বর্গা দেওয়া।
২. গাছের তাজা ফল শুষ্ক ফলের বিনিময়ে বিক্রয় করা।
৩. ক্ষেতের গমকে শুষ্ক গমের বিনিময়ে বিক্রয় করা।
৪. দান বা হেবা করা।

٤٥٢٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُطْعَمَ *

৪৫২৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন গাছের ফল ক্রয়-বিক্রয় করতে, যতক্ষণ না খাবার উপযোগী হয়।

شِرَاءِ الثِّمَارِ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا عَلَى اَنْ يَقْطَعَهَا وَلاَ يَتْرُكَهَا اِلَى اَوَانِ اِدْرَاكِهَا

উপযোগী হওয়ার পূর্বে এই শর্তে ফল ক্রয় যে, সে তা কেটে নেবে, উপযুক্ত হওয়ার কাল পর্যন্ত গাছে রেখে দেবে না

٤٥٢٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا تُزْهِىَ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ اِنْ مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ اَحَدُكُمْ مَالَ اَخِيْهِ *

৪৫২৭. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা এবং হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেজুর ফল লাল হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্র সৃষ্ট কোন দুর্যোগে যদি ফল বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে মুসলমান ভাই থেকে কিসের বিনিময়ে মূল্য আদায় করবে ?

وَضْعُ الْجَوَائِحِ

দুর্যোগে বিনষ্ট ফলের মূল্য কর্তন করা

٤٥٢٨. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ بِعْتَ مِنْ اَخِيْكَ ثَمَرًا فَاَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ اَنْ تَاخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَاْخُذُ مَالَ اَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ *

৪৫২৮. ইবরাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি তুমি তোমার কোন মুসলমান ভাইয়ের নিকট ফল বিক্রি কর, পরে যদি তা দুর্যোগ কবলিত হয়, তবে তোমার জন্য বৈধ হবে না যে, তুমি তার নিকট হতে মূল্য আদায় করবে। তার প্রাপ্য তাকে না দিয়ে কিসের বিনিময়ে তুমি মূল্য গ্রহণ করবে ?

٤٥٢٩. اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَاَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَاْخُذْ مِنْ اَخِيْهِ وَذَكَرَ شَيْئًا عَلٰى مَا يَاْكُلُ اَحَدُكُمْ مَالَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ *

৪৫২৯. হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ফল বিক্রয় করে, এরপর দুর্যোগ কবলিত হয়, তাহলে সে তার মুসলমান ভাই হতে এর মূল্য গ্রহণ করবে না। তারপর তিনি বললেন : কিসের বিনিময়ে তোমাদের কেউ তার মুসলমান ভাই হতে তার মাল গ্রহণ করবে ?

٤٥٣٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ وَهُوَ الاَعْرَجُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيْقٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَضَعَ الْجَوَائِحَ *

৪৫৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ দুর্যোগে বিনষ্ট মালের মূল্য কর্তন করতে আদেশ করেছেন।

٤٥٣١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ اُصِيْبَ رَجُلٌ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اِلاَّ ذٰلِكَ *

৪৫৩১. কুতায়রা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় এক ব্যক্তি যে ফল ক্রয় করেছিল, তা নষ্ট হয়ে গেল। ফলে সে অধিক করযদার হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা তাকে দান কর। তখন লোক তাকে দান করলো কিন্তু এতেও তার করয পরিশোধ হলো না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাওনাদারদের বললেন : যা পেয়েছ, তাই নিয়ে নাও। এর অধিক আর পাবে না।

بَيْعُ الثَّمَرِ سِنِيْنَ

কয়েক বছরের জন্য ফল বিক্রয়

٤٥٣٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الاَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيْكٍ قَالَ قُتَيْبَةُ عَتِيْكٌ بِالْكَافِ وَالصَّوَابُ عَتِيْقٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِيْنَ *

৪৫৩২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েক বছরের জন্য ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

শুষ্ক খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রয়

٤٥٣٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا *

৪৫৩৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ নিষেধ করেছেন শুষ্ক খেজুরের বিনিময়ে (গাছের) খেজুর ফল বিক্রি করতে। ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেছেন : নবী ﷺ আরায়ার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।

٤٥٣٤. اَخْبَرَنِىْ زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يُبَاعَ مَافِىْ رُؤُسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى اِنْ زَادَلِىْ وَاِنْ نَقَصَ فَعَلَىَّ *

৪৫৩৪. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়্যূব (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন 'মুযাবানা' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হতে। তা এইরূপ : গাছের মাথার খেজুর অনুমান করে নির্দিষ্ট পরিমাণ এই কথার উপর বিক্রয় করা যে, ফল পাড়ার পর বেশি হলে তা আমার প্রাপ্য, আর কম হলে তা আমার প্রদেয়।

بَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيْبِ

কিশমিশের পরিবর্তে আঙুর বিক্রি করা

٤٥٣٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً *

৪৫৩৫. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, 'মুযাবানা' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হতে। আর 'মুযাবানা' হলো শুষ্ক খেজুরের পরিবর্তে গাছের খেজুর অনুমান করে কায়ল (পরিমাপের পাত্র বিশেষ) হিসেবে বিক্রি করা এবং কিশমিশের পরিবর্তে গাছের আঙুর অনুমান করে কায়ল হিসেবে বিক্রি করা।

٤٥٣٦ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ *

৪৫৩৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, 'মুহাকালা' এবং 'মুযাবানা' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হতে।

٤٥٣٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ *

৪৫৩৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুমতি দান করেছেন 'আরায়া'-এর ব্যাপারে।[১]
হারিস ইব্ন মিসকীন - - - - যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরায়ার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন খোরমা ও তাজা খেজুরের বিনিময়ে।

بَيْعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

খোরমার বিনিময়ে অনুমান করে 'আরায়া বিক্রি করা

٤٥٣٨. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا تُبَاعُ بِخَرْصِهَا *

৪৫৩৮. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরায়ার ক্ষেত্রে অনুমতি দান করেছেন যে, তা অনুমান করে বিক্রি করা যাবে।

٤٥٣٩. حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِى بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا *

৪৫৩৯. ঈসা ইব্ন হাম্মাদ (র) - - - - যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরায়ার ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন যে, তা অনুমান করে খোরমার বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে।

بَيْعُ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ

তাজা খেজুরের পরিবর্তে আরায়া বিক্রি

٤٥٤٠. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَالِمًا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ اِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ وَبِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِى غَيْرِ ذٰلِكَ *

১। অর্থাৎ গাছের ফল দান করার পর পাড়া ফল দ্বারা তা বদল করা।

৪৫৪০. আবূ দাউদ (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খোরমা ও তাজা খেজুরের বেলায় আরায়া বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন, এছাড়া অন্য কিছুতে অনুমতি দেননি।

٤٥٤١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا اَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا فِى خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْمَادُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ *

৪৫৪১. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ও ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরায়ার ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন যে, তা পাঁচ ওসাক বা পাঁচ ওসাকের কম পরিমাণে বিক্রি করা যাবে (ষাট সা'তে এক ওসাক)।

٤٥٤٢. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا اَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَاْكُلُهَا اَهْلُهَا رُطَبًا *

৪৫৪২. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রাহমান (র) - - - - সাহল ইব্‌ন আবূ হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপযুক্ততা প্রকাশের আগে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি আরায়ার ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন যে, তা খোরমার বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করা যাবে, ক্রেতা তা তাজা অবস্থায় খাবে।[১]

٤٥٤٣. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ وَسَهْلَ بْنَ اَبِىْ حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمَرِ اِلاَّ لاَصْحَابِ الْعَرَايَا فَانَّهُ اَذِنَ لَهُمْ *

৪৫৪৩. হুসায়ন ইব্‌ন ঈসা (র) - - - - রাফি' ইবনে খাদীজ (রা) এবং সাহল ইব্‌ন আবূ হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হতে আর তা হলো, শুষ্ক খেজুরের পরিবর্তে তাজা খেজুর বিক্রি করা। কিন্তু তিনি আরায়া'ওয়ালাদের জন্য অনুমতি দিয়েছেন।

٤٥٤٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُمْ قَالُوْا رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا *

৪৫৪৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আরায়া' অনুমান করে বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছেন।

---

১. আরায়া আসলে বিক্রি নয়, বরং তা হিবা বা দান।

اِشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

তাজা খেজুরের পরিবর্তে খোরমা ক্রয় করা

٤٥٤٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ عَيَّاشٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اَيَنْقُصُ الرُّطَبُ اِذَا يَبِسَ قَالُوْا نَعَمْ فَنَهٰى عَنْهُ *

৪৫৪৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তাজা খেজুরের পরিবর্তে খোরমা খরিদ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলে তিনি তাঁর আশেপাশের লোকদের বলেন : তাজা খেজুর শুকালে কি কমে যায়? তারা বলেন : হ্যাঁ। তখন তিনি তা থেকে নিষেধ করেন।

٤٥٤٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ اَيَنْقُصُ اِذَا يَبِسَ قَالُوْا نَعَمْ فَنَهٰى عَنْهُ *

৪৫৪৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মায়মূন (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে শুকনা খোরমার পরিবর্তে তাজা খেজুর বিক্রি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন : তা শুকালে কি কম হয়ে যায় ? তারা বললেন : হ্যাঁ। তখন তিনি তা থেকে নিষেধ করলেন।

بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَايُعْلَمُ مَكِيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمّٰى مِنَ التَّمْرِ

কায়লের[১] মাপে নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে খোরমার স্তূপ বিক্রয় করা, যার পরিমাণ জানা নেই

٤٥٤٧. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمّٰى مِنَ التَّمْرِ *

৪৫৪৭. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কায়লের মাপে নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে খোরমার স্তূপ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যার সঠিক পরিমাণ জানা নেই।

---

১. পরিমাপ করার পাত্রবিশেষ।

بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ

খাদ্যের স্তূপের পরিবর্তে খাদ্যের স্তূপ বিক্রি

٤٥٤٨. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَتُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ *

৪৫৪৮. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - -জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : খাদ্য বস্তুর স্তূপের পরিবর্তে খাদ্য স্তূপ বিক্রি করা যাবে আর নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য স্তূপের বিনিময়ে খাদ্যের স্তূপ বিক্রি করা যাবে না।

بَيْعُ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ

খাদ্যের পরিবর্তে ক্ষেতের শস্য বিক্রয় করা

٤٥٤٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ اَنْ يَبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَاِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَاِنْ كَانَ كَرْمًا اَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلاً وَاِنْ كَانَ زَرْعًا اَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ *

৪৫৪৯. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুযাবানা' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হতে নিষেধ করেছেন, আর তা খেজুরের ক্ষেত্রে এরূপ : বাগানের গাছে যে খেজুর রয়েছে, তা নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা। আর আঙ্গুরের ক্ষেত্রে এরূপ : বাগানের গাছে যে আঙ্গুর আছে, তা নির্দিষ্ট পরিমাণ কিশমিশের বিনিময়ে বিক্রি করা। আর তা শস্যের মধ্যে এরূপ যে, ক্ষেতে যে শস্য আছে, তা নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্তিত খাদ্যশস্যের বিনিময়ে বিক্রি করা। এই সকল প্রকারকেই তিনি নিষেধ করেছেন।

٤٥٥٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ اَنْ يُطْعَمَ وَعَنْ بَيْعِ ذٰلِكَ اِلاَّ بِالدَّنَانِيْرِ وَالدَّرَاهِمِ *

৪৫৫০. আবদুল হামীদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুখাবারা' 'মুযাবানা' এবং 'মুহাকালা' নিষেধ করেছেন এবং খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ায় পূর্বে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি এ বেচাকেনা নিষেধ করেছেন, তবে বিনিময় যদি দীনার বা দিরহাম হয়, তবে ভিন্ন কথা।

بَيْعُ السُّنْبُلِ حَتّٰى يَبْيَضَّ

সাদা হওয়ার পূর্বে শীষ বিক্রয় করা

٤٥٥١. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّخْلَةِ حَتّٰى تَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتّٰى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ *

৪৫৫১. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন খেজুর বিক্রি করতে, যতক্ষণ না তাতে লাল বা হলুদ বর্ণ আসে। আর শীষ জাতীয় বস্তু যাবৎ শুষ্ক সাদা হয়ে ওঠে এবং কোন প্রকার মড়কে বিনষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, তিনি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কে নিষেধ করেছেন।

٤٥٥٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لاَنَجِدُ الصَّيْحَانِىَّ وَلاَالْعِذْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حَتّٰى نَزِيْدَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعْهُ بِالْوَرِقِ ثُمَّ اشْتَرِبِهِ *

৪৫৫২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবূ সালিহ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জনৈক সাহাবী তাকে জানিয়েছেন, তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সায়হানী এবং ইয্ক জাতীয় খেজুর পাই না, যাবৎ তা বিক্রেতাদেরকে পরিমাণে আরও বেশি দেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তোমার খেজুর দিরহামের পরিবর্তে বিক্রয় করবে এবং তা দ্বারা (উত্তম খেজুর) খরিদ করবে।

بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلاً

খেজুরের বিনিময়ে খেজুর কমবেশি করে বিক্রি

٤٥٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلٰى خَيْبَرَ فَجَاءَ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَاْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِصَاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا *

৪৫৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা এবং হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরে এক ব্যক্তিকে কাজে নিযুক্ত করলে সে উৎকৃষ্ট খোরমা নিয়ে আসে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : খায়বরের প্রত্যেক খোরমাই কি এরূপ হয়? সে বললো : আল্লাহ্‌র কসম! না, আমরা এ জাতীয় খোরমার এক সা' অন্য খোরমার দুই সা'-এর পরিবর্তে নিয়ে থাকি। আর এর দুই সা' তিন সা'-এর পরিবর্তে নিয়ে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এরূপ করো না; বরং তুমি এগুলো দিরহামের পরিবর্তে বিক্রি করে দাও। তারপর দিরহাম দ্বারা ঐগুলো খরিদ করো।

٤٥٥٤. اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِتَمْرٍ رَيَّانٍ وَكَانَ تَمْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْلاً فِيْهِ يُبْسٌ فَقَالَ اَنّٰى لَكُمْ هٰذَا قَالُوْا ابْتَعْنَاهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ لاَتَفْعَلْ فَاِنَّ هٰذَا لاَيَصِحُّ وَلٰكِنْ بِعْ تَمْرَكَ وَاشْتَرِ مِنْ هٰذَا حَاجَتَكَ *

৪৫৫৪. নাসর ইব্‌ন আলী ও ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কিছু রসালো খোরমা আনা হলো, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খোরমা ছিল শুষ্ক। তিনি বললেন : তোমরা এটা কোথায় পেলে? তারা বললো : আমরা এটা এক সা' আমাদের দুই সা'-এর পরিবর্তে খরিদ করেছি। তখন তিনি বললেন : এরূপ করো না, কেননা এটা ঠিক নয়, বরং তুমি তোমার খেজুর বিক্রি করে দাও, আর এর থেকে তোমার প্রয়োজনমত খরিদ করে নাও।

٤٥٥٥. حَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَبِيْعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ صَاعَىْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلاَصَاعَىْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ *

৪৫৫৫. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় আমরা ভালো-মন্দ মিশ্রিত (বা বিভিন্ন প্রজাতির মিশ্রিত) খেজুর পেতাম। তখন আমরা তার দুই সা'-এর পরিবর্তে এক সা' উত্তম খোরমা নিতাম। এ খবর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন : এক সা'র বিনিময়ে দুই সা' খেজুর নয়, এক সা'র বিনিময়ে দুই সা' গম নয় এবং এক দিরহামের পরিবর্তে দুই দিরহাম নয়।

٤٥٥٦. اَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نَبِيْعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ صَاعَىْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلاَ صَاعَىْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ *

৪৫৫৬. হিশাম ইব্ন আম্মার (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, আমরা বিক্রি করতাম, দুই সা' নিম্নমানের খোরমার পরিবর্তে উন্নতমানের এক সা'। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : খোরমার এক সা-এর পরিবর্তে দুই সা' আর এক সা' গমের পরিবর্তে দুই সা', আর এক দিরহামের পরিবর্তে দুই দিরহাম (বৈধ) নয়।

٤٥٥٧. أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ اَتٰى بِلَالٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ مَاهٰذَا قَالَ اشْتَرَيْتُهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا لَاتَقْرَبْهُ *

৪৫৫৭. হিশাম ইব্ন আম্মার (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, বিলাল (রা) কিছু উন্নতমানের খোরমা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসলে তিনি বললেন : এটা কী ? তিনি বললেন : আমি এর এক সা' দুই সা'-এর পরিবর্তে ক্রয় করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বাহ্! এতো প্রকাশ্য সুদ, এর নিকটেও যাবে না।

٤٥٥٨. أَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ ابْنِ الْحَدَثَانِ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ *

৪৫৫৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : রূপার বিনিময়ে সোনা (বিক্রি) সুদ, যদি না নগদ লেনদেন হয়। গমের বিনিময়ে গম সুদ, যদি না নগদ লেনদেন হয়, যবের বিনিময়ে যব সুদ, যদি না নগদ লেনদেন হয়, খোরমার বিনিময়ে খোরমা সুদ, যদি না নগদ লেনদেন হয়।

بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

খোরমার বিনিময়ে খোরমা

٤٥٥٩. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ اَوِازْدَادَ فَقَدْ اَرْبٰى اِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ اَلْوَانُهُ *

৪৫৫৯. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : খোরমার বিনিময়ে খোরমা, গমের পরিবর্তে গম, যবের বিনিময়ে যব, লবণের বিনিময়ে লবণ নগদ

লেনদেন করতে হবে। আর সে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বেশি দিবে বা বেশি গ্রহণ করবে, সে সুদের কাজ সম্পন্নকারী সাব্যস্ত হবে, কিন্তু যদি বিভিন্ন জাতীয় বস্তু হয়, তবে কোন ক্ষতি নেই।

بَيْعُ الْبُرِّ بِالْبُرِّ

গমের বিনিময়ে গম বিক্রি করা

٤٥٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَتِيْكٍ قَالاَ جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَمُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ قَالَ اَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الْاٰخَرُ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَاَمَرَنَا اَنْ نَبِيْعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ اَحَدُهُمَا فَمَنْ زَادَ اَوِازْدَادَ فَقَدْ اَرْبٰى *

৪৫৬০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - মুসলিম ইব্ন ইয়াসার এবং 'আবদুল্লাহ ইব্ন আতীক (র) বলেছেন : এক স্থানে উবাদা ইব্ন সামিত এবং মুআবিয়া (রা) একত্র হলেন। উবাদা (রা) তাদের সাথে কথা প্রসঙ্গে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের পরিবর্তে রৌপ্য, গমের পরিবর্তে গম, যবের বিনিময়ে যব, খোরমার বিনিময়ে খোরমা বিক্রি করতে। তাদের একজন আরও বলেন, লবণের বিনিময়ে লবণ কিন্তু অন্যজন তা বলেননি। অবশ্য সমপরিমাণে এবং নগদ আদান-প্রদান করলে দোষ নেই। আর তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য, যবের বিনিময়ে গম এবং গমের বিনিময়ে যব নগদ লেনদেনের শর্তে যেভাবেই ইচ্ছা, বেচাকেনা করি। তাদের একজন বলেন, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত নিল বা দিল, সে সুদে লিপ্ত হলো।

٤٥٦١. اَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَقَدْ كَانَ يُدْعٰى ابْنَ هُرْمُزَ قَالَ جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ قَالَ اَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الْاٰخَرُ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ قَالَ اَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ اَوِازْدَادَ فَقَدْ اَرْبٰى وَلَمْ يَقُلْهُ الْاٰخَرُ وَاَمَرَنَا اَنْ نَبِيْعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا *

৪৫৬১. মুআম্মাল ইব্‌ন হিশাম (র) - - - - মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসার এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়দা (র) যাকে ইব্‌ন হুরমুয বলা হতো, তিনি বলেন : উবাদা ইব্‌ন সামিত এবং মুআবিয়া (রা) এক স্থানে একত্র হলে উবাদা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রূপার বিনিময়ে রূপা, খোরমার বিনিময়ে খোরমা, গমের বিনিময়ে গম এবং যবের বিনিময়ে যব বেচাকেনা করতে। তাদের একজন বলেছেন এবং লবণের বিনিময়ে লবণ, অন্যজন তা বলেননি। কিন্তু সমপরিমাণে ও কমবেশি না হলে দোষ নেই। তাদের একজন বললেন : যে ব্যক্তি বেশি নিল বা দিল, সে সুদে লিপ্ত হলো। অন্যজন তা বলেননি। আর তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, আমরা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারি রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের পরিবর্তে যব এবং যবের পরিবর্তে গম নগদ লেনদেনের সাথে, যেভাবে আমরা ইচ্ছা করি।

بَيْعُ الشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ

যবের বিনিময়ে যব বিক্রয়

٤٥٦٢. أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاَ جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ عُبَادَةُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَبِيْعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ قَالَ اَحَدُهُمَا وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلِ الْاٰخَرُ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ قَالَ اَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ اَوِ ازْدَادَ فَقَدْ اَرْبٰى وَلَمْ يَقُلِ الْاٰخَرُ وَاَمَرَنَا اَنْ نَبِيْعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا فَبَلَغَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُوْنَ اَحَادِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدْ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَاَعَادَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنْ رَغِمَ مُعَاوِيَةُ خَالَفَهُ قَتَادَةُ رَوَاهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ *

৪৫৬২. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসার ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। এক স্থানে উবাদা ইব্‌ন সামিত এবং মুআবিয়া (রা) একত্র হলে উবাদা (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খোরমার বিনিময়ে খোরমা বিক্রয় করতে। তাদের একজন বললেন : এবং লবণের বিনিময়ে লবণ, কিন্তু অন্যজন তা বলেননি, তবে সমপরিমাণে একই রকমের হলে দোষ নেই। তাদের একজন বললেন : যে ব্যক্তি বেশি নেয় বা বেশি দেয়, সে সুদের লেনদেন করল। কিন্তু অন্যজন তা বলেন নি। আর তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, আমরা রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য, যবের বিনিময়ে

গম এবং গমের বিনিময়ে যব হলে হাতে হাতে যেরূপ ইচ্ছা বিক্রি করতে পারবো। মুআবিয়া (রা)-এর নিকট এই হাদীস পৌঁছলে তিনি দাঁড়িয়ে বলেন : কেন যে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এসব হাদীস বর্ণনা করে, যা আমরা তাঁর থেকে শুনিনি অথচ আমরাও তাঁর সাহচর্যে থেকেছি। এ কথা উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা)-এর নিকট পৌঁছলে, তিনি দাঁড়িয়ে ঐ হাদীস পুনঃ উল্লেখ করে বলেন : আমরা যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শ্রবণ করেছি, নিশ্চয়ই বর্ণনা করবো, যদিও মুআবিয়া (রা) তা অপছন্দ করেন।

٤٥٦٣. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَانَ بَايَعَ النَّبِىَّ ﷺ اَنْ لَايَخَافَ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ اَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ قَدْ اَحْدَثْتُمْ بُيُوْعًا لَا اَدْرِىْ مَاهِىَ اَلَا اِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَاِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَلَا بَاسَ بِبَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَدًا بِيَدٍ وَالْفِضَّةُ اَكْثَرُهُمَا وَلَا تَصْلُحُ النَّسِيْئَةُ اَلَا اِنَّ الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ مُدْيًا بِمُدْىٍ وَلَا بَاسَ بِبَيْعِ الشَّعِيْرِ بِالْحِنْطَةِ يَدًا بِيَدٍ وَالشَّعِيْرُ اَكْثَرُهُمَا وَلَا يَصْلُحُ نَسِيْئَةً اَلَا وَاِنَّ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ مُدْيًا بِمُدْىٍ حَتّٰى ذَكَرَ الْمِلْحَ مُدًّا بِمُدٍّ فَمَنْ زَادَ اَوِاسْتَزَادَ فَقَدْ اَرْبٰى *

৪৫৬৩. কাতাদা (র) - - - - বদরী সাহাবী উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। যিনি নবী ﷺ-এর নিকট এই মর্মে বায়আত করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবেন না। তিনি ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বললেন : হে লোক সকল! তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের এমন কতক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছ, আমি জানি না এগুলো কোন্ ধরনের ? জেনে রাখ, সোনার বিনিময়ে সোনা সমান সমান হতে হবে, তা পিণ্ড আকারে হোক বা মুদ্রারূপে। আর রূপার বিনিময়ে রূপা তা পিণ্ড আকারে হোক বা মুদ্রারূপে, সমপরিমাণ হতে হবে। সোনার বিনিময়ে রূপা যদি নগদ নগদ হয়, তবে রূপা বেশি হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু বাকিতে বৈধ হবে না। আর জেনে রাখ! গমের বিনিময়ে গম এবং যবের বিনিময়ে যব সমপরিমাণ হতে হবে। কিন্তু যবের বিনিময়ে গম বিক্রয় করলে যব অধিক হলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু হাতে হাতে লেনদেন হতে হবে, বাকিতে বিক্রয় করা চলবে না। আর জেনে রাখ, খোরমার বিনিময়ে খোরমা বিক্রয় হলে সমপরিমাণ হতে হবে, এমনকি তিনি লবণের কথাও এভাবে উল্লেখ করলেন। যদি কেউ বেশি দেয় বা নেয়, তবে সে সুদে জড়িত হল।

٤٥٦٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُوْبْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ مُسْلِمِ الْمَكِّىِّ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ

وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ لَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ *

৪৫৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না ও ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, তা পিণ্ড আকারে হোক বা মুদ্রারূপে, সমপরিমাণ হতে হবে এবং রূপার বিনিময়ে রূপা, তা পিণ্ড আকারে হোক বা মুদ্রারূপে, সমপরিমাণ হতে হবে। লবণের বিনিময়ে লবণ, খোরমার বিনিময়ে খোরমা এবং গমের বিনিময়ে গম এবং যবের বিনিময়ে যব ক্রয়-বিক্রয় হলে সমপরিমাণ হতে হবে। যে তা থেকে অধিক নেয় বা দেয়, সে সুদে লিপ্ত হল। ইয়াকূব যবের বিনিময়ে যবের কথা উল্লেখ করেন নি।

٤٥٦٥. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ مَرَّ بِهِمْ فِي السُّوقِ فَقَامَ إِلَيْهِ قَوْمٌ أَنَا مِنْهُمْ قَالَ قُلْنَا أَتَيْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنِ الصَّرْفِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُهُ قَالَ فَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ قَالَ سُلَيْمَانُ أَوْ قَالَ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَالْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ *

৪৫৬৫. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - সুলায়মান ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। আবুল মুতাওয়াক্কিল তাদের সাথে বাজারে গেলে তাঁর নিকট একদল লোক এসে দাঁড়াল, তখন আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। তিনি বলেন, আমরা বললাম : আমরা আপনার নিকট মুদ্রার লেনদেন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছি। তিনি বললেন : আমি আবূ সাঈদ খুদরীকে বলতে শুনেছি, এমনই সময় এক ব্যক্তি বলল ; আপনার এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মধ্যে আবূ সাঈদ ব্যতীত অন্য কেউ নেই ? তিনি বললেন : আমার এবং তাঁর মধ্যে তিনি ছাড়া আর কেউই নেই। তিনি বলেছেন : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খোরমার বিনিময়ে খোরমা এবং লবণের বিনিময়ে লবণ সমপরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে। যে ব্যক্তি এর উপর কিছু বেশি দেবে বা নেবে, সে সুদের মধ্যে লিপ্ত হবে এবং দাতা-গ্রহীতা তাতে সমান।

٤٥٦٦. أَخْبَرَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ ح وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّ هَذَا لَا يَقُولُ شَيْئًا

قَالَ عُبَادَةُ اِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا اُبَالِىْ اَنْ لاَاَكُوْنَ بِاَرْضٍ يَكُوْنَ بِهَا مُعَاوِيَةُ اِنِّىْ اَشْهَدُ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذٰلِكَ *

৪৫৬৬. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ও ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : স্বর্ণের এক পাল্লার বিনিময়ে এক পাল্লা হওয়া অপরিহার্য, তখন মুআবিয়া (রা) বললেন : এর কথা কিছুই হচ্ছে না। উবাদা (রা) বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ কথার পরওয়া করি না যে, আমি ঐ দেশে থাকবো না, যেখানে মুআবিয়া (রা) রয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এটা বলতে শুনেছি।

بَيْعُ الدِّيْنَارِ بِالدِّيْنَارِ

দীনারের বিনিময়ে দীনার বিক্রি

٤٥٦٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ تَمِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا *

৪৫৬৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দীনারের বিনিময়ে দীনার এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রয় করবে, এমনভাবে, যেন উভয়ের মধ্যে কম-বেশি না হয়।

بَيْعُ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ

দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি

٤٥٦٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّىِّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَفَضْلَ بَيْنَهُمَا هٰذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا ﷺ اِلَيْنَا *

৪৫৬৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দীনারের বিনিময়ে দীনার এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রয় করা যায় সমপরিমাণে, যেন তা বেশ কম না হয়। এটা আমাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আদেশ।

٤٥٦٩. اَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نُعْمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا

بِـوَزْنٍ مِـثْـلاً بِمِـثْـلٍ وَالْفِضَّـةُ بِالْفِضَّـةِ وَزْنًا بِـوَزْنٍ مِـثْـلاً بِمِـثْلٍ فَمَـنْ زَادَ اَوِازْدَادَ فَقَـدْ اَرْبٰى *

৪৫৬৯. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় করবে পরিমাণে সমতা রক্ষা করে। যে ব্যক্তি বেশি দিল বা নিল, সে সুদে জড়িত হলো।

بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি

٤٥٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ *

৪৫৭০. কুতায়বা (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় কর না সমপরিমাণ ব্যতীত এবং একটিকে অন্যটির উপর বর্ধিত কর না, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি কর না সমপরিমাণ ব্যতীত। আর এদের কোনটিই বাকিতে বিক্রয় কর না।

٤٥٧١. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَصُرَ عَيْنِىْ وَسَمِعَ اُذُنِىْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ النَّهْىَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا غَائِبًا بِنَاجِزٍ وَلاَ تُشِفُّوْا اَحَدَهُمَا عَلَى الْاٰخَرِ *

৪৫৭১. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা ও ইসমাঈল ইব্ন মাসঊদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার চোখ দেখেছে এবং আমার কান শুনেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য সম্পূর্ণরূপে সমপরিমাণ ব্যতীত বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন : নগদকে বাকির বিনিময়ে বিক্রয় করবে না, আর একটাকে অন্যটার চাইতে অধিক করবে না।

٤٥٧٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ اَوْوَرِقٍ بِاَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هٰذَا اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ *

৪৫৭২. কুতায়বা (র) - - - - আতা ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুআবিয়া (রা) স্বর্ণ অথবা রৌপ্য

নির্মিত একটি পানপাত্র তার চেয়ে বেশি ওজনের [সোনা বা রূপার] বিনিময়ে বিক্রয় করেন। তখন আবূ দারদা (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করতে শুনেছি, তবে সমান সমান হলে অসুবিধা নেই।

بَيْعُ الْقِلاَدَةِ فِيهَا الْخَرَزُ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ

স্বর্ণের বিনিময়ে মুক্তা খচিত স্বর্ণের হার বিক্রয় করা

٤٥٧٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِى عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ بِاثْنَى عَشَرَ دِينَارًا فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا اَكْثَرَ مِنْ اُثْنَى عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لاَتُبَاعُ حَتّٰى تُفَصَّلَ *

৪৫৭৩. কুতায়বা (র) - - - - ফাযালা ইব্‌ন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি খায়বার যুদ্ধের দিন বার দীনারে স্বর্ণের এমন একটি হার খরিদ করি, যা স্বর্ণ এবং পাথর খচিত ছিল। যখন আমি তার স্বর্ণ পৃথক করলাম, তখন তা বার দীনারের অধিক বের হলো। এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন : যতক্ষণ তার স্বর্ণ পৃথক করা না হয় ততক্ষণ যেন তা বিক্রয় করা না হয়।

٤٥٧٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِى عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَاَرَدْتُ اَنْ اَبِيعَهَا فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ بِعْهَا *

৪৫৭৪. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ফাযালা ইব্‌ন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খায়বার যুদ্ধের দিন আমি এমন একটি হার পেলাম যা স্বর্ণ এবং মুক্তা খচিত ছিল। আমি তা বিক্রয় করতে চাইলাম। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন : স্বর্ণ এবং মুক্তা পৃথক করে ফেল। এরপর তা বিক্রয় কর।

بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বাকিতে বিক্রি করা

٤٥٧٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِى وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ فَجَاءَنِى فَاَخْبَرَنِى فَقُلْتُ هٰذَا لاَ يَصْلُحُ فَقَالَ قَدْ وَاللّٰهِ بِعْتُهُ فِى السُّوْقِ وَمَا

عَابَهُ عَلَىَّ اَحَدٌ فَاَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَنَحْنُ نَبِيْعُ هٰذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَاكَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَاسَ وَمَا كَانَ نَسِيْئَةً فَهُوَ رِبًا ثُمَّ قَالَ لِى اِئْتِ زَيْدَ ابْنَ اَرْقَمَ فَاَتَيْتُهُ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ *

৪৫৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবুল মিনহাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার এক অংশীদার বাকিতে রৌপ্য বিক্রয় করলো, পরে আমাকে বললে আমি বললাম : এটা অবৈধ। তিনি বললেন, আমি সর্বসমক্ষে খোলা বাজারে বিক্রয় করেছি। কিন্তু কেউই একে মন্দ বলেনি। এরপর আমি বারা ইব্ন আযিবের নিকট গমন করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মদীনা আগমনের কালে আমরা এরূপ ক্রয়-বিক্রয় করতাম। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি নগদ লেনদেন হয়, তবে এতে কোন ক্ষতি নেই; কিন্তু বাকিতে বিক্রি হলে তা সুদ হবে। তারপর বারা' (রা) আমাকে বললেন : তুমি যায়দ ইব্ন আরকাম-এর নিকট গমন কর। আমি তাঁর নিকট গেলে তিনিও অনুরূপ বললেন।

٤٥٧٦. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا الْمِنْهَالِ يَقُوْلُ سَاَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ فَقَالاَ كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْنَا نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ اِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَاسَ وَاِنْ كَانَ نَسِيْئَةً فَلاَ يَصْلُحُ *

৪৫৭৬. ইব্রাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - আবুল মিনহাল (র) বলেন, আমি যায়দ ইব্ন আরকাম এবং বারা ইব্ন আযিব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন : আমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে ব্যবসা করতাম। আমরা তাঁকে রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : যদি নগদ ক্রয়-বিক্রয় হয়, তবে কোন ক্ষতি নেই। আর যদি ধারে বিক্রি হয়, তবে তা অবৈধ।

٤٥٧٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَاَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ فَاِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّىْ وَاَعْلَمُ فَسَاَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ الْبَرَاءَ فَاِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّىْ وَاَعْلَمُ فَقَالاَ جَمِيْعًا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا *

৪৫৭৭. আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হাকাম (র) - - - - আবুল মিনহাল (র) বলেন, আমি বারা ইব্ন আযিব (রা)-কে দীনার ও দিরহামের লেনদেন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আমাকে বললেন : তুমি যায়দ ইব্ন আরকাম (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর; কেননা তিনি আমার চাইতে উত্তম এবং তিনি অধিক অবহিত। এরপর আমি যায়দ (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : তুমি বারা ইব্ন আযিব (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর; কেননা তিনি আমার চাইতে উত্তম এবং তিনি অধিক জ্ঞানী। এরপর তাঁরা উভয়ে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ধারে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ اَلْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ وَبَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ

সোনার বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে সোনা বিক্রি করা

٤٥٧٨. وَفِيمَا قُرِئَ عَلَيْنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِي اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِي بَكْرَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَاَمَرَنَا اَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا *

৪৫৭৮. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রূপার বিনিময়ে রূপা এবং সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, তবে যদি সমপরিমাণ হয় তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর তিনি আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন যে, আমরা রূপার বিনিময়ে সোনা কিনতে পারি যেরূপই ইচ্ছা করি। আর সোনার বিনিময়ে রূপা কিনতে পারি যেভাবেই ইচ্ছা করি।

٤٥٧٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِي بَكْرَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ اِلاَّ عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَلاَ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ *

৪৫৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর হাররানী (র) - - - -আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে রূপার বিনিময়ে রূপা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু নগদ লেনদেন হলে এবং সমপরিমাণে হলে তা বৈধ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন : তোমরা রূপার বিনিময়ে সোনা বিক্রি করবে, যেভাবে তোমাদের ইচ্ছা, আর সোনার বিনিময়ে রূপা, যেরূপ তোমাদের ইচ্ছা।

٤٥٨٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي يَزِيْدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِي اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ رِبًا اِلاَّ فِي النَّسِيئَةِ *

৪৫৮০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সুদ কেবল বাকি লেনদেনেই হয়ে থাকে।

٤٥٨١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِي صَالِحٍ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اَرَاَيْتَ هٰذَا الَّذِي تَقُوْلُ اَشَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَ

جَلَّ أَوْ شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا وَجَدْتُهُ فِى كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِىْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِى النَّسِيْئَةِ ‎*

৪৫৮১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললাম : আপনি যা বলছেন, তা কি আপনি আল্লাহ্‌র কিতাবে পেয়েছেন, না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শুনেছেন? তিনি বললেন : আমি তা আল্লাহ্‌র কিতাবেও পাইনি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতেও শুনিনি কিন্তু উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সুদ শুধু বাকি বিক্রির মধ্যেই হয়ে থাকে।

٤٥٨٢. أَخْبَرَنِىْ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ أَبِىْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيْعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيْعِ فَأَبِيْعُ بِالدَّنَانِيْرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَكَ إِنِّىْ أَبِيْعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيْعِ فَأَبِيْعُ بِالدَّنَانِيْرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَالَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَىْءٌ ‎*

৪৫৮২. আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বাকী' নামক স্থানে উট বিক্রি করতাম তখন আমি দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করতাম এবং দিরহাম গ্রহণ করতাম। একদা আমি হাফসা (রা)-এর গৃহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট জানতে চাই যে, আমি বাকী'তে উট বিক্রি করি, আর আমি দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিরহাম নিয়ে থাকি। তিনি বললেন : কোন ক্ষতি নেই যদি তুমি ঐ দিনের দামে নিয়ে থাক এবং এমন অবস্থায় পৃথক হও যে, কারো কাছে কারো কিছু বাকি থাকবে না।

أَخْذُ الْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ وَالذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِيْهِ

স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ গ্রহণ করা এবং ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় শব্দের পার্থক্য

٤٥٨٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيْعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَوِ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلاَ تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ ‎*

৪৫৮৩. কুতায়বা (র) - - - - সিমাক (র) ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে এবং তিনি হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে। তিনি বলেন, আমি রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করতাম এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা বিক্রয় করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : যখন তুমি বিক্রয় করবে, তখন আপন সাথী হতে পৃথক হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের উভয়ের মধ্যে লেনদেন অবশিষ্ট থাকে।

٤٥٨٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ اَنْبَانَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اَنْ يَاْخُذَ الدَّنَانِيْرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيْرِ *

৪৫৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - মূসা ইব্‌ন নাফি' সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে। তিনি দীনারের পরিবর্তে দিরহাম এবং দিরহামের বিনিময়ে দীনার লেনদেন করতে অপছন্দ করতেন।

٤٥٨٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ اَنْبَانَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ لاَيَرَى بَاْسًا يَعْنِى فِى قَبْضِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيْرِ وَالدَّنَانِيْرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ *

৪৫৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ হাশিম (র) সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র থেকে এবং তিনি হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে। তিনি দিরহামের বিনিময়ে দীনার নিতে এবং দীনারের বিনিময়ে দিরহাম নেওয়ায় কোনরূপ ক্ষতি মনে করতেন না।

٤٥٨٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الْهُذَيْلِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِى قَبْضِ الدَّنَانِيْرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ اَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا اِذَا كَانَ مِنْ قَرْضٍ *

৪৫৮৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি দিরহামের বিনিময়ে দীনার নেয়াকে অপছন্দ করতেন, যদি তা ধারে হতো।

٤٥٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوْسَى بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّهُ كَانَ لاَيَرَى بَاْسًا وَاِنْ كَانَ مِنْ قَرْضٍ *

৪৫৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ধারে হলেও এতে কোন ক্ষতি মনে করতেন না।

٤٥٨٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ بِمِثْلِهِ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَذَا وَجَدْتُهُ فِى هٰذَا الْمَوْضِعِ *

৪৫৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

أَخْذُ الْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

সোনার বিনিময়ে রূপা নেয়া

٤٥٨٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ قَالَ لاَبَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَالَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ *

৪৫৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! একটু দাঁড়ান, আমি কিছু জিজ্ঞাসা করবো। আমি বাকী' নামক স্থানে দীনারের বিনিময়ে উট বিক্রয় করে থাকি এবং পরে দিরহাম গ্রহণ করি। তিনি বললেন : যদি তুমি সেই দিনের মূল্য অনুযায়ী নিয়ে থাক, তবে কোন ক্ষতি নেই, আর যতক্ষণ না তোমরা এমনভাবে পৃথক হও যে, তোমাদের কারোর নিকট কারো কিছু বাকি রয়ে গেছে।

اَلزِّيَادَةُ فِي الْوَزْنِ

মাপে বেশি দেওয়া

٤٥٩٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ دَعَا بِمِيزَانٍ فَوَزَنَ لِي وَزَادَنِي *

৪৫৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন তিনি একখানা পাল্লা আনালেন এবং আমাকে মেপে দিলেন এবং আমাকে আমার করয হতেও অধিক দিলেন।

٤٥٩١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُحَارِبِ ابْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَزَادَنِي *

৪৫৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার করয আদায় করলেন এবং আমাকে অধিক দান করলেন।

اَلرُّجْحَانُ فِي الْوَزْنِ

পরিমাপে পাল্লা ঝুঁকিয়ে দেওয়া

٤٥٩٢. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سُوَيْدِ

بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ اَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَاَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنًى وَوَزَّانٌ يَزِنُ بِالْاَجْرِ فَاشْتَرٰى مِنَّا سَرَاوِيْلَ فَقَالَ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَاَرْجِحْ *

৪৫৯২. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - সুওয়ায়দ ইব্‌ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং মাখরামা আবাদী হিজ্‌র নামক স্থান হতে কাপড় নিয়ে আসলাম, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। তখন আমরা মিনাতে ছিলাম, আর সেখানে এক ব্যক্তি পারিশ্রমিক নিয়ে পরিমাপের কাজ করতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের থেকে কয়েকটি পায়জামা কিনলেন। তারপর পরিমাপক লোকটিকে বললেন : [দিরহামগুলো] মেপে দাও এবং পাল্লা কিছু ঝুঁকিয়ে মাপ।

٤٥٩٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَفْوَانَ قَالَ بِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَرَاوِيْلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَاَرْجَحَ لِيْ *

৪৫৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - আবূ সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কয়েকটি পায়জামা বিক্রি করলাম, তখন তিনি আমাকে [মূল্যের দিরহামগুলো] ঝুঁকিয়ে মেপে দেন।

٤٥٩٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْمُلَائِيِّ عَنْ سُفْيَانَ ح وَاَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمِكْيَالُ عَلٰى مِكْيَالِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَالْوَزْنُ عَلٰى وَزْنِ اَهْلِ مَكَّةَ وَاللَّفْظُ لِاِسْحٰقَ *

৪৫৯৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন [ইসমাঈল ইব্‌ন] ইবরাহীম (র) - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : [কাফ্‌ফারা ও সাদকায়ে ফিত্‌র আদায়ের ক্ষেত্রে] মদীনাবাসীদের পরিমাপ-পাত্রই ধর্তব্য আর [দিরহাম-দীনার দ্বারা যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে] মক্কাবাসীদের ওজনই ধর্তব্য।

بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ اَنْ يُسْتَوْفٰى

নিজের অধিকারে আনার পূর্বে খাদ্য বিক্রি করা

٤٥٩٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ *

৪৫৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা এবং হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শস্য জাতীয় কোন খাদ্যবস্তু খরিদ করে, সে যেন তা অধিকারে আনার পূর্বে বিক্রয় না করে।

٤٥٩٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ *

৪৫৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন খাদ্যবস্তু ক্রয় করে, যেন তা কবজা করার আগে বিক্রয় না করে।

٤٥٩٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَكْتَالَهُ *

৪৫৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন হারব (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি কেউ কোন খাদ্য খরিদ করে, তবে সে যেন পরিমাপ করার আগে বিক্রয় না করে।

٤٥٩٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَالَّذِىْ قَبْلَهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ *

৪৫৯৮. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি । আরও শুনেছি যে, যতক্ষণ না সে তা দখলে আনে।

٤٥٩٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَمَّا الَّذِىْ نَهٰى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُبَاعَ حَتّٰى يُسْتَوْفَى الطَّعَامُ *

৪৫৯৯. কুতায়বা (র) - - - -ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অধিকারে আনার পূর্বে যা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, তা হলো খাদ্যবস্তু।

٤٦٠٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاَحْسَبُ اَنَّ كُلَّ شَىْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ *

৪৬০০. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি খাদ্যবস্তু ক্রয় করে, সে যেন তা কবজা করার আগে বিক্রয় না করে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমার ধারণামতে, প্রত্যেক বস্তুই খাদ্যদ্রব্যের মত।

٤٦٠١. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ

اَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَوْهَبٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِىٍّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَبِعْ طَعَامًا حَتّٰى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ *

৪৬০১. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তুমি কোন খাদ্যবস্তু খরিদ করবে, তখন তুমি তা স্বীয় অধিকারে আনার পূর্বে বিক্রি করবে না।

٤٦٠٢. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَاَخْبَرَنِى عَطَاءُ ذٰلِكَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِصْمَةَ الْجُشَمِىِّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ *

৪৬০২. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٦٠٣. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رَفِيْعٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ قَالَ حَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ ابْتَعْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَرَبِحْتُ فِيْهِ قَبْلَ اَنْ اَقْبِضَهُ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لاَتَبِعْهُ حَتّٰى تَقْبِضَهُ *

৪৬০৩. সুলায়মান ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাদকার খাদ্য ক্রয় করলাম এবং তা আপন অধিকারে আনার পূর্বেই তা দ্বারা মুনাফা করলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তুমি তা নিজের অধিকারে না এনে বিক্রি করবে না।

اَلنَّهْىُ عَنْ بَيْعِ مَا اشْتَرَى مِنَ الطَّعَامِ بِكَيْلٍ حَتّٰى يَسْتَوْفِى

খাদ্যদ্রব্য কেনার পর তা অধিকারে আনার পূর্বে বিক্রয় করা নিষেধ

٤٦٠٤. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَبِيْعَ اَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ *

৪৬০৪. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে খাদ্যবস্তু ক্রয় করা হয়েছে, নিজ অধিকারে আনার পূর্বে তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ مَا يَشْتَرِىْ مِنَ الطَّعَامِ جِزَافًا قَبْلَ اَنْ يُنْقَلَ مِنْ مَكَانِهِ

পরিমাপ ব্যতীত যে খাদ্য খরিদ করা হয়েছে তা স্থানান্তরিত করার আগে বিক্রি করা

٤٦٠٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَامُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى ابْتَعْنَا فِيْهِ اِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ اَنْ نَبِيْعَهُ *

৪৬০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা এবং হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে আমরা খাদ্যবস্তু ক্রয় করতাম এবং আমাদের নিকট তিনি এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাতেন যিনি আমাদেরকে আদেশ করতেন, আমরা যেন তা বিক্রয় করার পূর্বে যে স্থান হতে তা ক্রয় করেছি, সেখান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরের পূর্বে বিক্রয় না করি।

٤٦٠٦. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَبْتَاعُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَعْلَى السُّوْقِ جُزَافًا فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبِيْعُوْهُ فِىْ مَكَانِهِ حَتّٰى يَنْقُلُوْهُ *

৪৬০৬. 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় লোক বাজারের উঁচু স্থানে স্তূপে-স্তূপে খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে তা বিক্রয় করতে নিষেধ করতেন, যতক্ষণ না তা সেই স্থান হতে অন্য স্থানে সরানো হতো।

٤٦٠٧. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَبْتَاعُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الرُّكْبَانِ فَنَهَاهُمْ اَنْ يَبِيْعُوْا فِىْ مَكَانِهِمُ الَّذِىْ اَبْتَاعُوْا فِيْهِ حَتّٰى يَنْقُلُوْهُ اِلَى سُوْقِ الطَّعَامِ *

৪৬০৭. আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় লোক আরোহী লোকদের নিকট হতে খাদ্যশস্য খরিদ করতো, তিনি তাদেরকে তা বাজারে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে ঐখানে বিক্রয় করতে নিষেধ করতেন।

٤٦٠٨. اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جُزَافًا اَنْ يَبِيْعُوْهُ حَتّٰى يُؤْوُهُ اِلَى رِحَالِهِمْ *

৪৬০৮. নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে মানুষ যখন খাদ্যশস্যের স্তূপ ক্রয় করে ঘরে না উঠিয়ে ঐ স্থানে বিক্রয় করতো, তখন তাদেরকে এজন্য পিটানো হতো।

اَلرَّجُلُ يَشْتَرِى الطَّعَامَ اِلَى اَجَلٍ وَيَسْتَرْهَنَ الْبَائِعَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ رَهْنًا

বাকিতে খাদ্যদ্রব্য কেনা এবং মূল্য বাবদ বিক্রেতার কাছে কিছু বন্ধক রাখা

٤٦٠٩. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَهُوْدِىٍّ طَعَامًا اِلَى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ *

৪৬০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ইয়াহূদী হতে মেয়াদ স্থির করে বাকিতে খাদ্যশস্য ক্রয় করেছিলেন, আর তিনি তার কাছে নিজ বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন ।

اَلرَّهْنُ فِى الْحَضَرِ

বাড়িতে অবস্থানকালে বন্ধক রাখা

٤٦١٠. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ مَشَى اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَاِهَالَةٍ سَنِخَةٍ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُوْدِىٍّ بِالْمَدِيْنَةِ وَاَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِاَهْلِهِ *

৪৬১০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার কিছু যবের রুটি এবং দুর্গন্ধযুক্ত চর্বি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। আনাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় এক ইয়াহূদীর নিকট বর্ম বন্ধক রেখে তার কাছ থেকে নিজ পরিবারবর্গের জন্য যব নিয়েছিলেন।

بَيْعُ مَالَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ

বিক্রেতার নিকট নেই এমন বস্তু বিক্রয় করা

٤٦١١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَاشَرْطَانِ فِى بَيْعٍ وَلَابَيْعُ مَالَيْسَ عِنْدَكَ *

৪৬১১. আমর ইব্‌ন আলী ও হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে, তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঋণের শর্তে বিক্রি বৈধ নয় এবং এক বিক্রয়ে দুই শর্ত করাও বৈধ নয়। আর ঐ বস্তু বিক্রয় করাও বৈধ নয়, যা তোমার নিকট নেই।

٤٦١٢. اَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ قَالَ عُثْمَانُ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفٍ عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيْمَا لاَيَمْلِكُ *

৪৬১২. উসমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আমর ইব্ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির এমন বস্তু বিক্রয় করা উচিত নয়, যার সে মালিক নয়।

٤٦١٣. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَاتِيْنِى الرَّجُلُ فَيَسْاَلُنِى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى اَبِيْعُهُ مِنْهُ ثُمَّ اَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوْقِ قَالَ لاَتَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَكَ *

৪৬১৩. যিয়াদ ইব্ন আইয়্যুব (র) - - - - হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এক ব্যক্তি আমার নিকট এসে আমার কাছ থেকে এমন কিছু ক্রয় করতে চায়, যা আমার নিকট নেই এবং আমি তা বাজার থেকে ক্রয় করে তার নিকট বিক্রয় করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তুমি এমন বস্তু বিক্রয় করবে না, যা তোমার নিকট থাকে না।

اَلسَّلَمُ فِى الطَّعَامِ

খাদ্যশস্যে সালাম (অর্থাৎ দাদনে বেচাকেনা)

٤٦١٤. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى الْمُجَالِدِ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ اَبِى اَوْفٰى عَنِ السَّلَفِ قَالَ كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ فِى الْبُرِّ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ اِلٰى قَوْمٍ لاَ اَدْرِىْ اَعِنْدَهُمْ اَمْ لاَ وَابْنُ اَبْزٰى قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ *

৪৬১৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবু মুজালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইব্ন আবূ আওফা (রা)-কে দাদন ক্রয়[১] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম, তা কি বৈধ, না অবৈধ ? তিনি বললেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বকর সিদ্দীক এবং উমর (রা)-এর সময়ে গম, যব, খেজুর ইত্যাদিতে 'দাদন' করতাম। আর এই ব্যবসা আমরা এমন লোকদের সাথে করতাম, যাদের সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা ছিল না যে, তাদের নিকট এই বস্তু আছে কি নেই।

১. অগ্রিম মূল্য নিয়ে কোন কিছু বিক্রি করাকে 'সালাম' বা 'সালাফ' বলে। আমাদের ভাষায় একে দাদন বেচাকেনা বলে।

اَلسَّلَمُ فِي الزَّبِيْبِ

কিশমিশে সালাম (দাদনে বেচাকেনা) করা

٤٦١٥. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوِدَ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى الْمُجَالِدِ وَقَالَ مَرَّةً عَبْدُ اللّٰهِ وَقَالَ مَحَمَّدٌ قَالَ تَمَارَى اَبُوْ بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ فِى السَّلَمِ فَاَرْسَلُوْنِىْ اِلَى ابْنِ اَبِى اَوْفَى فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَى عَهْدِ اَبِى بَكْرٍ وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِى الْبُرِّ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ اِلَى قَوْمٍ مَانُرَى عِنْدَهُمْ وَسَاَلْتُ ابْنَ اَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ *

৪৬১৫. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) ---- ইব্ন আবুল মুজালিদ (রা) বলেন, একদা আবূ বুরদা এবং আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ (রা) দাদন বেচাকেনার ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হন। পরে তারা আমাকে ইব্ন আবূ আওফার নিকট প্রেরণ করেন। আমি তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় এবং আবূ বকর ও উমর (রা)-এর সময় দাদন বেচাকেনা করতাম। আর আমরা এটা গম, যব, কিশমিশ, খেজুর ইত্যাদিতে এমন লোকদের সাথে করতাম, যাদের নিকট এ সকল বস্তু আছে বলে আমরা মনে করতাম না। এরপর আমি ইব্ন আবযা (রা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও অনুরূপ বলেন।

اَلسَّلَفُ فِى الثِّمَارِ

ফল-মূলে সালাম (দাদনে বেচাকেনা) করা

٤٦١٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِى التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ سَلَفًا فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلَى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ *

৪৬১৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ----ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায় আসেন, তখনও তারা খেজুরে দুই অথবা তিন বছর পর্যন্ত দাদন বেচাকেনা করতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করে বলেন : যে ব্যক্তি দাদন ক্রয় করবে, সে যেন পরিমাপ, ওজন এবং সময় নির্ধারণ করে নেয়।

اِسْتِسْلاَفُ الْحَيَوَانِ وَاسْتِقْرَاضُهُ

পশুতে দাদন বেচাকেনা ও ঋণের কারবার

٤٦١٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ بَكْرَهُ فَقَالَ لِرَجُلٍ انْطَلِقْ فَابْتَعْ لَهُ بَكْرًا فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا أَصَبْتُ الاَّ بَكْرًا رَبَاعِيًا خِيَارًا فَقَالَ أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْمُسْلِمِيْنَ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً *

৪৬১৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির সাথে একটি জওয়ান উটে 'সালাফ' করেন [অর্থাৎ দাদন বা অগ্রিম মূল্যে বিক্রি করেন]। পরে ঐ ব্যক্তি তার উট চাইতে আসলে তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন : যাও, এই ব্যক্তির জন্য একটি জওয়ান উট কিনে আন। সে ব্যক্তি ফিরে এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তো সাত বছরের উট পেয়েছি। তিনি বললেন : তাকে সেটিই দিয়ে দাও। মুসলমানদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে করয উত্তমভাবে আদায় করে।

٤٦١٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الاِبِلِ فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَعْطُوْهُ فَلَمْ يَجِدُوْا الاَّ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ قَالَ أَعْطُوْهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً *

৪৬১৮. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এক ব্যক্তির একটি উট পাওনা ছিল। সে উট নিতে আসলে তিনি বললেন : তোমরা তাকে দিয়ে দাও। তারা ঐ উটের বয়সের চেয়ে অধিক বয়সের উট পেল। তিনি বললেন : ওটাই দিয়ে দাও। সে ব্যক্তি বললো : আপনি আমাকে পুরোপুরি আদায় করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম, যে উত্তমরূপে পরিশোধ করে।

٤٦١٩. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ هَانِئٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُوْلُ بِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَكْرًا فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَجَلْ لاَ أَقْضِيْكَهَا الاَّ نَجِيْبَةً فَقَضَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي وَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ يَتَقَاضَاهُ سِنَّهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَعْطُوْهُ سِنًّا فَأَعْطَوْهُ يَوْمَئِذٍ جَمَلاً فَقَالَ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ سِنِّي فَقَالَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً *

৪৬১৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে একটি জওয়ান উট খরিদ করলাম এবং আমি তা নেয়ার জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : আমি তোমাকে উত্তম জাতের উট দান করবো। এরপর তিনি আমাকে উত্তম উট দান করলেন। আর এক বেদুঈন উট নেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি বললেন : তাকে ঐ বয়সের একটি উট দিয়ে দাও। তাঁরা তাকে বড় একটি উট দিলে তখন বেদুঈন

লোকটি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই উট তো আমার উট হতে উত্তম ! তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যে পরিশোধে শ্রেষ্ঠ।

بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً

পশুর বিনিময়ে পশু বাকিতে বিক্রি করা

٤٦٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالُوْا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَاَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ اَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً *

৪৬২০. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পশুর বিনিময়ে পশু বাকিতে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ يَدًا بِيَدٍ مُتَفَاضِلاً

পশুর বিনিময়ে পশু নগদানগদি বেশকমে বিক্রয় করা

٤٦٢١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيْدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِعْنِيْهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ اَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ اَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ اَعَبْدٌ هُوَ *

৪৬২১. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক গোলাম এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হিজরত করার উপর বায়আত গ্রহণ করল। নবী ﷺ জানতেন না যে সে দাস। এরপর তার মালিক তাকে তালাশ করতে আসে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তাকে আমার নিকট বিক্রয় কর। তিনি দুইজন কালো দাসের বিনিময়ে তাকে ক্রয় করেন। এরপর তিনি কারো বায়আত নিতেন না যতক্ষণ না তার দাস অথবা স্বাধীন হওয়ার বিষয় জেনে নিতেন। যদি সে স্বাধীন হতো, তা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার বায়আত নিতেন।

بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

গর্ভস্থ শাবকের শাবককে বিক্রয় করা

٤٦٢٢. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا *

৪৬২২. ইয়াহইয়া ইব্ন হাকীম (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পেটের বাচ্চার বাচ্চাকে বিক্রয় করা সুদ।

٤٦٢٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ *

৪৬২৩. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পশুর গর্ভস্থ শাবকের শাবককে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٢٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ *

৪৬২৪. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেটের বাচ্চার বাচ্চাকে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

تَفْسِيْرُ ذٰلِكَ

এর ব্যাখ্যা

٤٦٢٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ جَزُوْرًا اِلٰى اَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتِجُ الَّتِىْ فِىْ بَطْنِهَا *

৪৬২৫. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেটের বাচ্চার বাচ্চাকে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যা ছিল জাহিলী যুগের এক প্রকার বিক্রয় পদ্ধতি। যেমন কোন ব্যক্তি একটি উট ক্রয় করত এবং মূল্য দেওয়ার অঙ্গীকার এভাবে করতো যে, যখন এই উটনী বাচ্চা দিবে এবং সেই বাচ্চা বাচ্চা দিবে, তখন সে মূল্য পরিশোধ করবে।

بَيْعُ السِّنِيْنَ

কয়েক বছরের জন্য বিক্রয় করা

٤٦٢٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ *

৪৬২৬. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েক বছরের জন্য ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٢٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ عَتِيْقٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ *

৪৬২৭. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েক বছরের জন্য ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

اَلْبَيْعُ اِلَى الْاَجَلِ الْمَعْلُوْمِ

মূল্য পরিশোধের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে বিক্রি করা

٤٦٢٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ اَبِىْ حَفْصَةَ قَالَ اَنْبَانَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بُرْدَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ وَكَانَ اِذَا جَلَسَ فَعَرِقَ فِيْهِمَا ثَقُلاَ عَلَيْهِ وَقَدِمَ لِفُلاَنٍ الْيَهُوْدِىِّ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ فَقُلْتُ لَوْاَرْسَلْتَ اِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ اِلَى الْمَيْسَرَةِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَقَالَ قَدْعَلِمْتُ مَايُرِيْدُ مُحَمَّدٌ اِنَّمَا يُرِيْدُ اَنْ يَذْهَبَ بِمَالِىْ اَوْيَذْهَبَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَبَ قَدْ عَلِمَ اَنِّىْ مِنْ اَتْقَاهُمْ لِلّٰهِ وَاَدَاهُمْ لِلْاَمَانَةِ *

৪৬২৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দুইখানা কিতরী[১] চাদর ছিল, যখন তিনি তা গায়ে দিয়ে বসতেন এবং ঘামতেন, তখন ঐ চাদর তাঁর জন্য ভারি বোধ হতো। এ সময় শামদেশ হতে এক ইয়াহূদীর কাপড় আসলে আমি তাঁকে বললাম : যদি আপনি তার নিকট কাউকে পাঠিয়ে দুইখানা চাদর এই শর্তে আনিয়ে নিতেন যে, যখন আপনার আর্থিক স্বচ্ছলতা আসবে, তখন তার মূল্য আদায় করে দিবেন। তিনি একজন লোককে সে ইয়াহূদীর নিকট পাঠালে সে বললো : আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর মতলব বুঝতে পেরেছি। তিনি আমার মাল অথবা আমার চাদর দুইখানা আত্মসাৎ করতে চান। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সে মিথ্যা বলেছে এবং সে ভালরূপেই অবগত আছে যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে অধিক ভয় করে থাকি। আর আমি সকলের চেয়ে অধিক আমানত আদায় করে থাকি।

سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَهُوَ اَنْ يَبِيْعَ السِّلْعَةَ عَلٰى اَنْ يَسْلِفَهُ سَلَفًا

ক্রেতা ঋণ দেবে এই শর্তে তার কাছে মাল বিক্রি

٤٦٢٩. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

১. লাল ডোরাকাটা চাদরবিশেষ, যা কিছুটা খসখসে হত।

عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَشَرْطَيْنِ فِىْ بَيْعٍ وَرِبْحِ مَالَمْ يُضْمَنْ *

৪৬২৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতা, তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিক্রয় ও ঋণ একত্র করতে এবং বিক্রয়ে দুটি শর্ত যোগ করতে এবং এমন বস্তুতে মুনাফা করতে নিষেধ করেছেন, যা তার দখলীভুক্ত নয়।[১]

شَرْطَانِ فِىْ بَيْعٍ وَهُوَ اَنْ يَّقُوْلَ اَبِيْعُكَ هٰذِهِ السِّلْعَةَ اِلٰى شَهْرٍ بِكَذَا وَاِلٰى شَهْرَيْنِ بِكَذَا

এক বিক্রয়ে দুই শর্ত : যেমন কোন ব্যক্তি বললো : আমি এই বস্তু তোমার নিকট বিক্রয় করছি এই শর্তে যে, যদি তুমি এক মাসে মূল্য আদায় কর, তবে মূল্য হবে এতো, আর দুই মাস পরে আদায় করলে এতো

٤٦٣٠. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ حَتّٰى ذَكَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِىْ بَيْعٍ وَلَارِبْحُ مَالَمْ يُضْمَنْ *

৪৬৩০. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়্যুব (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঋণ ও বিক্রি একত্র করা বৈধ হবে না, আর একই বিক্রয়ে দুই শর্তও বৈধ নয়। আর যে বস্তু অধিকারে নেই তা দ্বারা মুনাফা করাও বৈধ নয়।

٤٦٣١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِىْ بَيْعٍ وَاحِدٍ وَعَنْ بَيْعِ مَالَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَالَمْ يُضْمَنْ *

৪৬৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঋণ এবং বিক্রি একত্র করতে নিষেধ করেছেন এবং একই বিক্রয়ে দুই শর্ত করতে নিষেধ করেছেন, আর যা নিজের কাছে নেই তা বিক্রয় করতে, আর যা নিজের অধিকারে থাকে না; তার লাভ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

---

১. অর্থাৎ প্রথম বিক্রেতার নিকট হতে নিজের অধিকার আদায়ের পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ وَهُوَ اَنْ يَقُوْلَ اَبِيْعُكَ هٰذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا وَبِمِائَتَىْ دِرْهَمٍ نَسِيْئَةً

একই বিক্রয়ে দুই বিক্রয় করা যেমন : কেউ বললো : আমি ঐ বস্তু তোমার নিকট বিক্রয় করছি, এ শর্তে যে, যদি তুমি এর মূল্য নগদ আদায় কর তবে দাম একশত দিরহাম, আর ধারে হলে এর মূল্য দুইশত দিরহাম

٤٦٣٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ *

৪৬৩২. 'আমর ইব্‌ন আলী, ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই বিক্রয়ে দুই বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

اَلنَّهْىُ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتّٰى تُعْلَمَ

বিক্রিত দ্রব্য হতে কিছু বাদ দেওয়া

٤٦٣٣. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا اِلاَّ اَنْ تُعْلَمَ *

৪৬৩৩. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়্যুব (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুহাকালা', মুযাবানা' এবং 'মুখাবারা' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং বিক্রিত দ্রব্য হতে কিছু অংশ বাদ রাখতে নিষেধ করেছেন, তবে তার পরিমাণ জ্ঞাত থাকলে অসুবিধা নেই।

٤٦٣٤. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ . وَاَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ قَالَ اَنْبَأَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا *

৪৬৩৪. 'আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) ও যিয়াদ ইব্‌ন আইয়্যুব (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুহাকালা', 'মুযাবানা', 'মুখাবারা', 'মুআওমা' এবং সুনিয়া[১] ধরনের লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু 'আরায়া'-এর অনুমতি দিয়েছেন।

১. বিক্রয়ে অনির্দিষ্ট কিছু মাল বাদ দেওয়া।

اَلنَّخْلُ يُبَاعُ اَصْلُهَا وَيَسْتَثْنِى الْمُشْتَرِىْ ثَمَرَهَا

খেজুর গাছ বিক্রয় করলে ফল কার হবে

٤٦٣٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَيُّمَا اُمْرِئٍ اَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ اَصْلَهَا فَلِلَّذِىْ اَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ *

৪৬৩৫. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন খেজুর গাছে পরাগায়ণ করে, তারপর সেই গাছ বিক্রি করে, তবে ফল তারই থাকবে। যদি ক্রেতা এই শর্ত করে যে, ফল আমি নেব, আর বিক্রেতা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে ফল তার হবে।

اَلْعَبْدُ يُبَاعُ وَيَسْتَثْنَى الْمُشْتَرِىْ مَالَهُ

দাস বিক্রয় করলে তার মালের শর্ত করা

٤٦٣٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ اَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ *

৪৬৩৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পরাগায়ণের পর খেজুর বৃক্ষ ক্রয় করে, তার ফল বিক্রেতা পাবে। তবে যদি ক্রেতা শর্ত করে নেয়, তাহলে সে পাবে। আর যে ব্যক্তি দাস বিক্রি করে, আর ঐ দাসের কিছু মাল থাকে, সেই মাল বিক্রেতার, কিন্তু যদি ক্রেতা শর্ত করে, তবে মাল তার হবে।

اَلْبَيْعُ يَكُوْنُ فِيْهِ الشَّرْطُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ

ক্রয়-বিক্রয়ে শর্ত করলে বিক্রি ও শর্ত উভয়ই বৈধ

٤٦٣٧. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا سَعْدَانُ ابْنُ يَحْيٰى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى سَفَرٍ فَاَعْيَا جَمَلِى فَاَرَدْتُ اَنْ اُسَيِّبَهُ فَلَحِقَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدَعَا لَهُ فَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ فَقَالَ بِعْنِيْهِ بِوُقِيَّةٍ قُلْتُ لاَ قَالَ بِعْنِيْهِ فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَدِيْنَةَ اَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَابْتَغَيْتُ ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَاَرْسَلَ اِلَىَّ فَقَالَ اَتُرَانِىْ اِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لاَخُذَ جَمَلَكَ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ *

৪৬৩৭. আলী ইব্ন হুজ্‌র (র) ---- জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। পথে আমার উট অচল হয়ে গেলে আমি ঐ উটকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে আমার সাথে মিলিত হলেন এবং তিনি ঐ উটের জন্য দু'আ করলেন এবং তাকে হাঁকালেন। পরে তা এমন দ্রুত চলতে লাগলো যে, পূর্বে কখনও তা এমন চলেনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এই উট চল্লিশ দিরহামের বিনিময়ে আমার কাছে বিক্রি করে দাও। আমি বললাম : আমি তা বিক্রি করবো না। তিনি বললেন : বিক্রি করে ফেল। তখন আমি চল্লিশ দিরহামের বিনিময়ে তা বিক্রি করে ফেললাম এবং এই শর্তে করলাম যে, আমরা মদীনায় পৌছা পর্যন্ত তাতে সওয়ার হব। যখন আমরা মদীনায় পৌছলাম, তখন আমি উট নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং মূল্য চাইলাম। তারপর আমি ফিরে চললে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ডেকে পাঠালেন। তারপর বললেন : তুমি কি মনে কর যে, আমি তোমার সাথে দর-কষাকষি করেছিলাম তোমার উট নেয়ার জন্য ? নাও, এই তোমার উট এবং এই তোমার দিরহাম।

٤٦٣٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى نَاضِحٍ لَنَا ثُمَّ ذَكَرْتُ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ فَأُزْحِفَ الْجَمَلُ فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَانْتَشَطَ حَتّٰى كَانَ اَمَامَ الْجَيْشِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَاجَابِرُ مَا أَرٰى جَمَلَكَ اِلاَّ قَدِ انْتَشَطَ قُلْتُ بِبَرَكَتِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِعْنِيْهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتّٰى تَقْدَمَ فَبِعْتُهُ وَكَانَتْ لِي اِلَيْهِ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ وَلٰكِنِّي اَسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا غَزَاتَنَا وَدَنَوْنَا اسْتَاذَنْتُهُ بِالتَّعْجِيْلِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّي حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ اَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ اَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو اُصِيْبَ وَتَرَكَ جَوَارِيَ اَبْكَارًا فَكَرِهْتُ اَنْ اٰتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ فَاَذِنَ لِي وَقَالَ لِي اِئْتِ اَهْلَكَ عِشَاءً فَلَمَّا قَدِمْتُ اَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِي الْجَمَلَ فَلَامَنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَدَوْتُ بِالْجَمَلِ فَاَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمًا مَعَ النَّاسِ *

৪৬৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ---- জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে আমাদের একটি পানি বহনকারী উটের উপর সওয়ার হয়ে জিহাদ করেছি। এর পর তিনি লম্বা হাদীস বর্ণনা করে বললেন কিছু কথা, যার মর্ম হলো, আমার উট অচল হয়ে গেল; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে উটকে হাঁকালে সেটি দ্রুত চলতে আরম্ভ করল। এমনকি তা বাহিনীর অগ্রগামী হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে জাবির! আমি তা দেখেছি, তোমার উট দ্রুতগামী হয়ে গেছে। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে তো আপনার বরকতে। তিনি বললেন : তুমি তা আমার নিকট বিক্রয় কর এবং মদীনায় পৌছা পর্যন্ত তাতে আরোহণ কর।

আমি তা তাঁর নিকট বিক্রয় করলাম, যদিও আমর উটের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। আমার লজ্জা হলো যে, তিনি ক্রয় করতে চাচ্ছেন, আর আমি তা বিক্রয় করবো না। জিহাদ শেষে আমরা যখন মদীনার নিকটবর্তী হলাম, তখন আমি দ্রুত গমনের জন্য তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলাম। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি সদ্য বিবাহিত। তিনি বললেন : তুমি কুমারী বিবাহ করেছ, না বিধবা ? আমি বললাম : বিধবা। কারণ আমার পিতার মৃত্যুর পর তিনি কয়েকজন কুমারী কন্যা রেখে গেছেন। সেজন্য তাদের সামনে একটি কুমারী স্ত্রী বিবাহ করা আমার ভাল মনে হয়নি। তাই আমি বিধবা বিবাহ করেছি। যেন সে তাদেরকে শিক্ষা দেয় এবং আদব-কায়দার তালীম দেয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে অনুমতি দান করলেন এবং বললেন : রাত্রে স্ত্রীর নিকট গমন কর। আমি মদীনায় এসে মামার নিকট উট বিক্রি করার ঘটনা বললাম। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আসলে আমি ভোরে উট নিয়ে গেলাম। তখন তিনি উটের মূল্য দিলেন এবং উটও ফিরিয়ে দিলেন। তিনি অন্যান্যের সঙ্গে আমাকে গনীমতের অংশ দান করলেন।

٤٦٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى سَفَرٍ وَكُنْتُ عَلٰى جَمَلٍ فَقَالَ مَالَكَ فِى اٰخِرِ النَّاسِ قُلْتُ اَعْيَا بَعِيْرِىْ فَاَخَذَ بِذَنَبِهِ ثُمَّ زَجَرَهُ فَاِنْ كُنْتُ اِنَّمَا اَنَا فِى اَوَّلِ النَّاسِ يُهِمُّنِى رَأْسُهُ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَالَ مَافَعَلَ الْجَمَلُ بِعْنِيْهِ قُلْتُ لَابَلْ هُوَلَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَابَلْ بِعْنِيْهِ قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ بَلْ بِعْنِيْهِ قَدْ اَخَذْتُهُ بِوُقِيَّةٍ اِرْكَبْهُ فَاِذَا قَدِمْتَ الْمَدِيْنَةَ فَأْتِنَا بِهِ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ جِئْتُهُ بِهِ فَقَالَ لِبِلَالٍ يَابِلَالُ زِنْ لَهُ اُوْقِيَّةً وَزِدْهُ قِيْرَاطًا قُلْتُ هٰذَا شَىْءٌ زَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يُفَارِقْنِى فَجَعَلْتُهُ فِىْ كِيْسٍ فَلَمْ يَزَلْ عِنْدِىْ حَتّٰى جَاءَ اَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ فَاَخَذُوْا مِنَّا مَا اَخَذُوْا ـ

৪৬৩৯. মুহাম্মদ ইব্নুল 'আলা (রা) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমি উটে সওয়ার ছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি সকলের পিছনে থাক, কারণ কি ? আমি বললাম : আমার উট দুর্বল হয়ে গেছে। তিনি তার লেজ ধরে হাঁকালেন; ফলে সে এমন হলো যে, আমি সামনের লোকদের মধ্যে পৌঁছে গেলাম এবং আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম যে, আমার উটটির মাথা অন্যদের উটের সামনে চলে যায় কিনা। মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন : তোমার উটের অবস্থা কী? এটি আমার নিকট বিক্রি কর। আমি বললাম : বিক্রয় নয়, বরং ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এটি আপনারই। তিনি বললেন : না, বিক্রি কর। আমি বললাম : আপনি মূল্য ছাড়াই গ্রহণ করুন। তিনি বললেন : না, বিক্রি কর; আমি তা চল্লিশ দিরহামে কিনলাম। তুমি এতে সওয়ার হতে থাক, মদীনায় পৌঁছলে আমার নিকট নিয়ে এস। আমি মদীনা পৌঁছে তাঁর খিদমতে উট হাযির করলাম। তিনি বিলাল (রা)-কে বললেন : হে বিলাল! তাকে এক উকিয়া[১] রূপা মেপে দাও, আরো এক কীরাত[২] অধিক দিও। আমি বললাম : এই এক কীরাত

---

১. চল্লিশ দিরহাম বা ১০.৫ তোলা রূপার ওজনবিশেষ।
২. দীনারের একাংশের এক-চতুর্থাংশ।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে অতিরিক্ত দান করলেন, এজন্য আমি তা একটি থলিতে রাখলাম এবং তা সর্বদা আমার নিকট রক্ষিত থাকতো। অবশেষে 'হাররার'[১] দিন সিরীয়াবাসীরা এলে তারা আমার নিকট থেকে সব কিছুই লুট করে নিয়ে গেল।

٤٦٤٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَدْرَكَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكُنْتُ عَلَى نَاضِحٍ لَنَا سَوْءٍ فَقُلْتُ لاَيَزَالُ لَنَا نَاضِحُ سَوْءٍ يَالَهْفَاهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَبِيْعُنِيْهِ يَاجَابِرُ قُلْتُ بَلْ هُوَلَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ قَدْ اَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَقَدْ اَعَرْتُكَ ظَهْرَهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ هَيَّأْتُهُ فَذَهَبْتُ بِهِ اِلَيْهِ فَقَالَ يَابِلاَلُ اَعْطِهِ ثَمَنَهُ فَلَمَّا اَدْبَرْتُ دَعَانِىْ فَخِفْتُ اَنْ يَرُدَّهُ فَقَالَ هُوَلَكَ *

৪৬৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আমাদের একটি পানি বহনকারী মন্দ উটের উপর সওয়ার দেখলেন। আমি বললাম : আফসোস ! আমাদের সর্বদা পানি বহনের খারাপ উট থাকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে জাবির ! তুমি কি এটি বিক্রয় করবে ? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই উট মূল্য ছাড়াই আপনার জন্য। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্ ! জাবিরকে ক্ষমা করুন এবং তার উপর রহম করুন। আমি এত মূল্যে এটা ক্রয় করলাম। আর আমি তোমাকে মদীনা পর্যন্ত তাতে সওয়ার হওয়ার অনুমতি দিলাম। মদীনায় পৌঁছে আমি উট প্রস্তুত করে নিয়ে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে বিলাল! তাকে তার মূল্য দিয়ে দাও। আমি ফিরে যেতে থাকলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আবার ডাকলেন। আমার আশংকা হলো যে, তিনি না আবার উটটি ফিরিয়ে দেন। তিনি বললেন, উটও তোমারই (অতএব তুমি তা নিয়ে যাও)।

٤٦٤١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا عَلَى نَاضِحٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَبِيْعُنِيْهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَكَ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ لَكَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَبِيْعُنِيْهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَكَ قُلْتُ نَعَمْ هُوَلَكَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ اَتَبِيْعُنِيْهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللّٰهُ يَغْفِرُلَكَ قُلْتُ نَعَمْ هُوَلَكَ قَالَ اَبُوْ نَضْرَةَ وَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُوْلُهَا الْمُسْلِمُوْنَ افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَكَ *

৪৬৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সফর করছিলাম। আমি একটি পানি আনয়নকারী উটের উপর সওয়ার ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি এটা এত মূল্যে বিক্রয় করবে ? আল্লাহ্ তোমায় ক্ষমা করুন। আমি বললাম :

---

১. মদীনার এক স্থানের নাম যেখানে কালো বর্ণের পাথর রয়েছে। আর ঐখানেই সিরিয়াবাসীদের সাথে মদীনাবাসীদের যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধই 'হাররার' যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ।

ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এটা আপনারই। তিনি আবার বললেন : তুমি এটা এতো মূল্যে বিক্রয় করবে কি ? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এটা আপনারই। তিনি বললেন : তুমি কি এটা এতো মূল্যে বিক্রয় করবে ? আমি বললাম : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এটা আপনারই। আবূ নাযরা (র) বলেন : "আল্লাহ্ তোমায় ক্ষমা করুন"- এমন একটি কথা, যা মুসলমানগণ বলে থাকে; এই এই কাজ কর, আল্লাহ্ তোমায় ক্ষমা করবেন।

اَلْبَيْعُ يَكُوْنُ فِيْهِ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ

ক্রয়-বিক্রয়ে ফাসিদ শর্ত করলে বিক্রি বৈধ হয়, কিন্তু শর্ত বাতিল হয়ে যায়

٤٦٤٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَعْتِقِيْهَا فَاِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ اَعْطَى الْوَرِقَ قَالَتْ فَاَعْتَقْتُهَا قَالَتْ فَدَعَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا *

৪৬৪২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বারীরা (রা)-কে ক্রয় করলে তার মালিকগণ শর্ত করলো যে, ওয়ালা[১] তারা পাবে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তা উল্লেখ করলে, তিনি বললেন : তুমি আযাদ করে দাও, ওয়ালা সে-ই পাবে, যে অর্থ খরচ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডেকে আনান এবং তার স্বামীর ব্যাপারে তাকে ইখতিয়ার দেন। সে তার স্বামী হতে পৃথক হওয়াকেই পছন্দ করে, আর তার স্বামী ছিল স্বাধীন।

٤٦٤٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ لِلْعِتْقِ وَاَنَّهُمُ اشْتَرَطُوْا وَلاَءَهَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اشْتَرِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَقِيْلَ هٰذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ *

৪৬৪৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মুক্ত করার জন্য বারীরা (রা)-কে ক্রয় করার ইচ্ছা করলে তার মালিকেরা শর্ত আরোপ করে যে, তার ওয়ালা আমরা নেব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এই ঘটনার উল্লেখ করা হলে, তিনি বললেন : তুমি তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দাও। কেননা ওয়ালা সে-ই পাবে, যে মুক্ত করেছে। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গোশত উপস্থিত করা হলে, কেউ কেউ বললো : এ তো সাদকার গোশ্ত যা বারীরা (রা)-কে দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন : বারীরার জন্য সাদকা, আর আমাদের জন্য (বারীরার পক্ষ হতে) হাদিয়া। বারীরা মুক্ত হওয়ার পর তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হলো (যে, সে ইচ্ছা করলে তার স্বামীর কাছে থাকতে পারে বা পৃথক হতে পারে)।

১. ওয়ালা : মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের উত্তরাধিকার।

٤٦٤٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عَائِشَةَ اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ اَهْلُهَا نَبِيْعُكِهَا عَلَى اَنَّ الْوَلاَءَ لَنَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَيَمْنَعُكِ ذٰلِكِ فَاِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ اَعْتَقَ *

৪৬৪৪. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) একজন দাসী ক্রয় করে মুক্ত করার ইচ্ছা করলে তার মালিকেরা বললো : আমরা এই দাসীকে আপনার নিকট এই শর্তে বিক্রয় করতে পারি যে, তার ওয়ালা আমরা পাবো। তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলে, তিনি বললেন : এই শর্ত যেন তোমাকে ক্রয় করা হতে বিরত না রাখে। কেননা 'ওয়ালা' ঐ ব্যাক্তিরই হবে যে মুক্ত করবে।

بَيْعُ الْمَغَانِمِ قَبْلَ اَنْ تُقْسَمَ

বন্টনের পূর্বে গনীমতের মাল বিক্রয় করা

٤٦٤٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتّٰى تُقْسَمَ وَعَنِ الْحَبَالٰى اَنْ يُوْطَاْنَ حَتّٰى يَضَعْنَ مَا فِىْ بُطُوْنِهِنَّ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ *

৪৬৪৫. আহমদ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বন্টনের পূর্বে গনীমতের মাল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, (যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে) যারা অন্তঃসত্তা, সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাস করতে নিষেধ করেছেন। আর বন্য জন্তুর মধ্যে যেসব দাঁতে শিকার করে, সেগুলোর গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ الْمُشَاعِ

এজমালি সম্পত্তি বিক্রি করা

٤٦٤٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشُّفْعَةُ فِىْ كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ اَوْ حَائِطٍ لاَيَصْلُحُ لَهُ اَنْ يَبِيْعَ حَتّٰى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ فَاِنْ بَاعَ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ حَتّٰى يُؤْذِنَهُ *

৪৬৪৬. আমর ইব্‌ন যুরারা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক এজমালি সম্পত্তিতে শুফ্‌'আ (ক্রয়ের অগ্রাধিকার) রয়েছে, তা বাগান হোক অথবা ঘরবাড়ি হোক। কাজেই এক শরীকের জন্য তা বিক্রয় করা বৈধ হবে না অন্য শরীককে না জানিয়ে। যদি বিক্রয় করে ফেলে, তবে অন্য শরীকই তার বেশি হকদার, যতক্ষণ না সে অনুমতি দান করে।

اَلتَّسْهِيْلُ فِيْ تَرْكِ الْاِشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ

বিক্রয়কালে সাক্ষী না রাখার অবকাশ

٤٦٤٧. اَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ اَنَّ الزُّهْرِيَّ اَخْبَرَهُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ اَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ اَعْرَابِيٍّ وَسْتَتْبَعَهُ لِيَقْبِضَ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَاَسْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَبْطَاَ الْاَعْرَابِيُّ وَطَفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُوْنَ لِلْاَعْرَابِيِّ فَيَسُوْمُوْنَهُ بِالْفَرَسِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَبْتَاعَهُ حَتّٰى زَادَ بَعْضُهُمْ فِي السَّوْمِ عَلٰى مَاابْتَاعَهُ بِهِ مِنْهُ فَنَادَى الْاَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هٰذَا الْفَرَسَ وَاِلاَّ بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ نِدَاءَهُ فَقَالَ اَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ قَالَ لَا وَاللّٰهِ مَابِعْتُكَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدِابْتَعْتُهُ مِنْكَ فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوْذُوْنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَبِالْاَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ وَطَفِقَ الْاَعْرَابِيُّ يَقُوْلُ هَلُمَّ شَاهِدًا يَشْهَدُ اَنِّيْ قَدْ بِعْتُكَهُ قَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ اَنَا اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بِعْتَهُ قَالَ فَاَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى خُزَيْمَةَ فَقَالَ لِمَ تَشْهَدُ قَالَ بِتَصْدِيْقِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ *

৪৬৪৭. হায়সাম ইব্‌ন মারওয়ান (র) - - - - উমারা ইব্‌ন খুযায়মা (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর চাচা যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন, তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বেদুঈন হতে একটি ঘোড়া ক্রয় করলেন। তারপর বেদুঈন ঘোড়ার মূল্য গ্রহণের জন্য তাঁর পিছনে চলল। নবী ﷺ দ্রুত চলছিলেন আর সে ধীরে। এ সময়. লোকজন তার সামনে পড়লে তারা ঘোড়ার দরদাম করতে লাগলো। তারা জানতো না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা ক্রয় করেছেন.। তাই তারা তার স্থিরীকৃত মূল্যের উপর আরও মূল্য বাড়িয়ে বলতে লাগলো। শেষে ঐ বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আহবান করে বলতে লাগল, আপনি যদি এটা ক্রয় করেন তবে করুন, না হয় আমি অন্যের নিকট বিক্রি করে দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কথা শুনে দাঁড়ালেন এবং বললেন : তুমি কি এটা আমার নিকট বিক্রি করনি? সে বললো : না, আমি এটা আপনার নিকট বিক্রি করিনি। তিনি বললেন : আমি এটা তো তোমার থেকে ক্রয় করে নিয়েছি। কোন কোন লোক এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ অবলম্বন করলো, আর কেউ কেউ বেদুঈনের পক্ষ অবলম্বন করলো। বেদুইন বললো : তা হলে আপনি সাক্ষী পেশ করুন, যে সাক্ষ্য দেবে যে, আমি এটা আপনার নিকট বিক্রয় করেছি। তখন খুযায়মা ইব্‌ন সাবিত (রা) বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি তাঁর নিকট এটা বিক্রয় করেছ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুযায়মাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কেন সাক্ষ্য দিচ্ছ (তুমি তো উপস্থিত ছিলে না)? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করার দরুন। বর্ণনাকারী বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুযায়মা (রা)-এর একার সাক্ষ্যকে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যরূপে সাব্যস্ত করেন।

اِخْتِلاَفُ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِى الثَّمَنِ

মূল্য নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধ

٤٦٤٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ اَبِىْ عُمَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْاَشْعَثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُوْلُ رَبُّ السِّلْعَةِ اَوْ يَتْرُكَا *

৪৬৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যখন ক্রেতা এবং বিক্রেতা মূল্যের ব্যাপারে বিরোধ করবে, আর তাদের মধ্যে সাক্ষী না থাকবে, তখন বিক্রেতার কথা ধর্তব্য হবে অথবা তারা সে বেচাকেনা পরিত্যাগ করবে।

٤٦٤٩. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ وَاللَّفْظُ لِاِبْرَاهِيْمَ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَضَرْنَا اَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَتَاهُ رَجُلاَنِ تَبَايَعَا سِلْعَةً فَقَالَ اَحَدُهُمَا اَخَذْتُهَا بِكَذَا وَبِكَذَا وَقَالَ هٰذَا بِعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ اُتِىَ بْنُ مَسْعُوْدٍ فِى مِثْلِ هٰذَا فَقَالَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِمِثْلِ هٰذَا فَاَمَرَ الْبَائِعَ اَنْ يَسْتَحْلِفَ ثُمَّ يَخْتَارَ الْمُبْتَاعُ فَاِنْ شَاءَ اَخَذَ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ *

৪৬৪৯. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান, ইউসুফ ইব্‌ন সাঈদ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবদুল মালিক ইব্‌ন উবায়দ (র) বলেন, একদা আমরা আবূ উবায়দা ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। এমন সময় সেখানে দুইজন লোক আসল, যারা মাল বিক্রি করেছে। এক ব্যক্তি বললো : আমি তো এত মূল্যে খরিদ করেছি। অন্যজন বললো : এত মূল্যে বিক্রয় করেছি। আবূ উবায়দা (রা) বললেন : ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিকট এরূপ একটি মোকদ্দমা আসলে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁর নিকট অনুরূপ এক মোকদ্দমা আসলে তিনি বিক্রেতাকে শপথ করতে বললেন এবং ক্রেতাকে বললেন, এই মূল্যে হয় তুমি তা ক্রয় কর, না হয় তা পরিত্যাগ কর।

مُبَايَعَةُ اَهْلِ الْكِتَابِ

আহলে কিতাবের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা

٤٦٥٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ

الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيْئَةٍ وَاَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا *

৪৬৫০. আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ইয়াহূদীর নিকট হতে ধারে কিছু খাদ্যবস্তু খরিদ করেন এবং তিনি তাঁর লৌহ বর্ম বন্ধক রাখেন।

٤٦٥١. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ لِاَهْلِهِ *

৪৬৫১. ইউসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ইনতিকাল করেন, তখনও তাঁর লৌহ বর্ম এক ইয়াহূদীর নিকট ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল, যা তিনি তাঁর পরিবারস্থ লোকের জন্য খরিদ করেছিলেন।

بَيْعُ الْمُدَبَّرِ

মুদাব্বার[1] বিক্রয় করা

٤٦٥٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ لَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّى فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَدَوِىُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَاِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَلِاَهْلِكَ فَاِنْ فَضَلَ مِنْ اَهْلِكَ شَىْءٌ فَلِذِى قَرَابَتِكَ فَاِنْ فَضَلَ مِنْ ذِى قَرَابَتِكَ شَىْءٌ فَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَقُوْلُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ *

৪৬৫২. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আযরা গোত্রের এক ব্যক্তি তার এক দাসকে তার মৃত্যুর পর সে মুক্ত হবে এই মর্মে মুক্তি দিল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন : এই দাস ব্যতীত তোমার নিকট অন্য কোন মাল আছে কী ? সে বললো : না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমার নিকট হতে এই দাসকে কেউ ক্রয় করবে কি? তখন নু'আয়ম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ঐ দাসকে আটশত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করলেন এবং ঐ দিরহাম তাঁর নিকট উপস্থিত করলেন। তিনি এই দিরহাম ঐ মালিককে দিয়ে বললেন : প্রথমে নিজের জন্য খরচ কর। তারপর কিছু থাকলে তা পরিবারের লোকদেরকে দান কর। আরও অবশিষ্ট থাকলে আত্মীয়-স্বজনকে দান কর। তারপরেও যদি থেকে যায়, তবে এরূপ, এরূপ এবং এরূপ। অর্থাৎ তোমার সামনে, তোমার ডানে এবং তোমার বামে দান কর।

---

১. মুদাব্বার এমন গোলামকে বলে, মনিব যাকে নিজ মৃত্যুর পর মুক্ত ঘোষণা করেছে।

٤٦٥٣. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ مَذْكُوْرٍ اَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوْبُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ وَقَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فَقِيْرًا فَلْيَبْدَاْ بِنَفْسِهِ فَاِنْ كَانَ فَضْلاً فَعَلَى عِيَالِهِ فَاِنْ كَانَ فَضْلاً فَعَلَى قَرَابَتِهِ اَوْ عَلَى ذِى رَحِمِهِ فَاِنْ كَانَ فَضْلاً فَهٰهُنَا وَهٰهُنَا *

৪৬৫৩. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়্যূব (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ মাযকূর নামের এক আনসারী তাঁর ইয়াকূব নামের দাসকে বলল, তুমি আমার মৃত্যুর পর মুক্ত হয়ে যাবে। তার এ ছাড়া কোন অর্থ-সম্পদ ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডেকে আনলেন। তারপর বললেন, কে এই গোলামকে ক্রয় করবে ? নু'আয়ম ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) ঐ গোলামকে আটশত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ দিরহামগুলো আনসারী ব্যক্তিকে দিয়ে বললেন, তোমদের কেউ গরীব হলে সে যেন নিজ হতে আরম্ভ করে। তারপরও কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে যেন স্বীয় পরিবারস্থ লোকের জন্য ব্যয় করে। তারপরও কিছু থাকলে তা আত্মীয়-স্বজনের জন্য ব্যয় করবে। তারপরও কিছু অবশিষ্ট থাকলে, এদিক-ওদিক গরীব-দুঃখীদের দান করবে।

٤٦٥٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَابْنُ اَبِى خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَاعَ الْمُدَبَّرَ *

৪৬৫৪. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করেছেন।

بَيْعُ الْمُكَاتَبِ

মুকাতাব[১] গোলাম বিক্রয় করা

٤٦٥٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنْ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِيْنُهَا فِى كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ اَرْجِعِى اِلَى اَهْلِكِ فَاِنْ اَحَبُّوا اَنْ اَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنُ وَلاَؤُكِ لِى فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ لاَهْلِهَا فَاَبَوْا وَقَالُوْا اِنْ شَاءَتْ اَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنَ لَنَا وَلاَؤُكِ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ابْتَاعِى وَاَعْتِقِى فَاِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

১. যে দাস-দাসীর সাথে মনিবের চুক্তি হয় যে, সে এই পরিমাণ অর্থ আদায় করলে আযাদ হয়ে যাবে। এরূপ চুক্তিকে কিতাবাত বলে। চুক্তির অর্থকেও কিতাবাত বলা যায়।

ﷺ مَابَالُ اَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَمَنِ اشْتَرَطَ شَيْئًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَلَيْسَ لَهُ وَاِنْ اُشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ وَشَرْطُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَاَوْثَقُ *

৪৬৫৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরা (রা) তাঁর মুক্তিলাভের চুক্তিতে ধার্যকৃত অর্থ আদায়ে সাহায্য চাওয়ার জন্য আয়েশা (রা)-এর নিকট আসলেন। তিনি বললেন : তুমি গিয়ে তোমার মালিকদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তারা এ কথায় সম্মত হয় যে, আমি তাদের সকল প্রাপ্য আদায় করে দিলে 'ওয়ালা' আমার হবে, তা হলে আমি তোমার সমুদয় প্রাপ্য আদায় করে দেব। বারীরা (রা) তাঁর মালিকদের একথা জানালে তারা তা অস্বীকার করে বললো : যদি আয়েশা তোমাকে সাহায্য করে পুণ্য অর্জন করতে চান তবে করতে পারেন, কিন্তু 'ওয়ালা' আমাদেরই থাকবে। আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট একথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন : তুমি ক্রয় করে তাকে মুক্ত করে দাও। ওয়ালা তারই, যে মুক্ত করে। এরপর তিনি বললেন : আফসোস! লোকের কি হলো, তারা এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই। যারা এমন শর্ত করে, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই, তা পূর্ণ করা হবে না, যদিও শতবার শর্ত করে। আল্লাহ্‌র শর্তই অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও পালনীয়।

اَلْمُكَاتَبَ يُبَاعُ قَبْلَ اَنْ يَقْضِىَ مِنْ كِتَابَتِهٖ شَيْئًا

মুকাতাবকে বিক্রি করা বৈধ, যদি সে চুক্তির অর্থ কিছুমাত্র আদায় না করে

٤٦٥٦. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ رِجَالٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ يُوْنُسُ وَاللَّيْثُ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيْرَةُ اِلَىَّ فَقَالَتْ يَاعَائِشَةُ اِنِّىْ كَاتَبْتُ اَهْلِىْ عَلٰى تِسْعِ اَوَاقٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ اُوْقِيَّةٌ فَاَعِيْنِيْنِىْ وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيْهَا ارْجِعِىْ اِلٰى اَهْلِكِ فَاِنْ اَحَبُّوْا اَنْ اُعْطِيَهُمْ ذٰلِكَ جَمِيْعًا وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِىْ فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ اِلٰى اَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا وَقَالُوْا اِنْ شَاءَتْ اَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنَ ذٰلِكِ لَنَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَايَمْنَعُكِ ذٰلِكِ مِنْهَا ابْتَاعِىْ وَاعْتِقِىْ فَاِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْتَقَ فَفَعَلَتْ وَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ النَّاسِ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ وَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ *

৪৬৫৬. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বারীরা (রা) আমার নিকট এসে বললো : হে আয়েশা ! আমি আমার মালিকদের সাথে সাত উকিয়ার বিনিময়ে মুক্তিলাভের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছি, প্রতি বছর আমি এক উকিয়া আদায় করবো। অতএব আপনি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য

করুন। সে তখনও কিছুই আদায় করেনি। আয়েশা (রা) তাঁর প্রতি সদয় হয়ে বলেন : তুমি তোমার মালিকদের কাছে গিয়ে বল, যদি তারা সম্মত হয়, তবে আমি একত্রেই তাদের প্রাপ্য সাত উকিয়া আদায় করে দেব কিন্তু 'ওয়ালা' আমারই হবে। তারা বললো : আয়েশা (রা) ইচ্ছা করলে সওয়াবের উদ্দেশ্য তোমার সাথে ভাল ব্যবহার যা ইচ্ছা করতে পারেন, কিন্তু 'ওয়ালা' আমাদের থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আয়েশা (রা) এটা প্রকাশ করলে তিনি বললেন : তাদের কথায় তুমি এর থেকে বিরত থেক না। তুমি তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দাও। কেননা 'ওয়ালা' ঐ ব্যক্তির হবে, যে মুক্ত করে। তিনি তাই করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : লোকের অবস্থা কী হলো যে, তারা এমন শর্ত আরোপ করে, যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই। যে এমন শর্ত আরোপ করবে, যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই, তার সে শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে, তাতে সে শত শর্তই করুক না কেন। আল্লাহ্র আদেশই অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং আল্লাহ্র শর্তই বেশি শক্তিশালী। 'ওয়ালা' আযাদকারী ব্যক্তিই পাবে।

بَيْعُ الْوَلاَءِ

'ওয়ালা'[১] বিক্রয়

٤٦٥٧. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ *

৪৬৫৭. ইসমাঈল ইব্ন মাসঊদ (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'ওয়ালা' বিক্রয় বা হেবা করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٥٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ *

৪৬৫৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'ওয়ালা' বিক্রয় বা হেবা করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٥٩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ *

৪৬৫৯. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'ওয়ালা' বিক্রি করতে বা হেবা করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ الْمَاءِ

পানি বিক্রয়

٤٦٦٠. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى السِّينَانِيُّ عَنْ

১. আযাদকৃত দাস-দাসীর উত্তরাধিকার।

حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ *

৪৬৬০. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٦١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْمِنْهَالِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اِيَاسَ بْنَ عُمَرَ وَقَالَ مَرَّةً ابْنَ عَبْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ قَالَ قُتَيْبَةُ لَمْ اَفْقَهْ عَنْهُ بَعْضَ حُرُوْفِ اَبِى الْمِنْهَالِ كَمَا اَرَدْتُ *

৪৬৬১. কুতায়বা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রাহমান (র) - - - - আবূ মিনহাল (র) বলেন, আমি ইয়াস ইব্‌ন উমর (রা) আরেকবার বলেন, ইয়াস ইব্‌ন 'আবদ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পানি বিক্রি নিষেধ করতে শুনেছি।

بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ

প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রয় করা

٤٦٦٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ عَنْ اِيَاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ وَبَاعَ قَيِّمُ الْوَهْطِ فَضْلَ مَاءِ الْوَهْطِ فَكَرِهَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو *

৪৬৬২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইয়াস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٦٣. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ اَبَا الْمِنْهَالِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ صَاحِبَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيْعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ *

৪৬৬৩. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - ইয়াস ইব্‌ন আবদ (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন : অতিরিক্ত পানি বিক্রয় করো না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অতিরিক্ত পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ الْخَمْرِ

মদ বিক্রয় করা

٤٦٦٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِىِّ اَنَّهُ سَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ عَلِمْتَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا فَسَارَّ وَلَمْ اَفْهَمْ مَاسَارَّ كَمَا اَرَدْتُ فَسَاَلْتُ اِنْسَانًا اِلَى جَنْبِهٖ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِمَ سَارَرْتَهُ قَالَ اَمَرْتُهُ اَنْ يَبِيْعَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الَّذِىْ حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتّٰى ذَهَبَ مَافِيْهِمَا *

৪৬৬৪. কুতায়বা (র) ---- ইব্ন ওয়ালা মিসরী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আঙুর নিংড়ানো পানি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এক মটকা মদ হাদিয়া দিয়েছিল। তখন তিনি তাকে বললেন : তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মদ হারাম করেছেন ? এক ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির কানে কানে কি কথা বললো, আর কী বললো তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি তার নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি এর কানে কানে কী বলেছ ? সে বললো : আমি তার কানে কানে বলেছি, তুমি এটা বিক্রয় করে দাও। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যেই সত্তা এর পান করাকে হারাম করেছেন, তিনি এর বিক্রয় করাও হারাম করেছেন।

٤٦٦٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَاتُ الرِّبَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ *

৪৬৬৫. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সুদের আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে তা পাঠ করে শোনালেন। এরপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করেন।

بَابُ بَيْعِ الْكَلْبِ

পরিচ্ছেদ : কুকুর বিক্রয় করা

٤٦٦٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ *

৪৬৬৬. কুতায়বা (র) - - - - আবূ মাসঊদ উকবা ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুরের মূল্য, পতিতার রোজগার এবং গণকের পারিতোষিক নিষিদ্ধ করেছেন।

٤٦٦٧. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ اَنْبَانَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَشْيَاءَ حَرَّمَهَا وَثَمَنُ الْكَلْبِ *

৪৬৬৭. 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কতকগুলো বস্তুকে হারাম বলেছেন, এদের মধ্যে তিনি কুকুরের মূল্যের কথাও উল্লেখ করেছেন।

مَا اسْتَثْنٰى

যে কুকুর বিক্রি করা যায়

٤٦٦٨. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ اَنْبَانَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا مُنْكَرٌ *

৪৬৬৮. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর ও বিড়ালের মূল্য নিতে নিষেধ করেছেন; তবে শিকারী কুকুর ব্যতীত।

بَيْعُ الْخِنْزِيْرِ

শূকর বিক্রয় করা

٤٦٦٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ اَنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهُ يُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لاَهُوَ حَرَامٌ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْا ثَمَنَهُ *

৪৬৬৯. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় বলতে শোনেন: আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল মদ, মৃত জন্তু, শূকর এবং মূর্তি বিক্রয় করতে নিষেধ করছেন।

এক লোক জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মৃত জন্তুর চর্বি বিক্রয় সম্বন্ধে আপনি কী বলেন, যা দ্বারা নৌকা ইত্যাদি তৈলাক্ত করা হয় এবং চামড়ায় তেল লাগানো হয়, আর লোকে তার দ্বারা প্রদীপ জ্বালায় ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : না, তা হারাম। এরপর তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের ধ্বংস করুন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর চর্বি হারাম করেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রয় করল এবং তার মূল্য ভোগ করল।

بَيْعُ ضِرَابِ الْجَمَلِ

উটের পাল দেওয়ার বিনিময় গ্রহণ

٤٦٧٠. اَخْبَرَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَبَيْعِ الْاَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيْعُ الرَّجُلُ اَرْضَهُ وَمَاءَهُ فَعَنْ ذٰلِكَ نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ *

৪৬৭০. ইবরাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটের পাল দেওয়ার বিনিময় গ্রহণ করতে, পানি বিক্রয় করতে এবং কৃষিযোগ্য জমি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٧١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ح وَاَنْبَانَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

৪৬৭১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাদীর সাথে নরের পাল দেয়ার পর বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٧٢. اَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حُمَيْدِ الرُّوَاسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ الصَّعْقِ اَحَدِ بَنِيْ كِلَابٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّا نُكْرَمُ عَلٰى ذٰلِكَ *

৪৬৭২. ইসমা ইব্ন ফযল (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিলাব গোত্রের এক অংশ বনী সা'ক-এর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে নর ও মাদী পশুর পাল দেওয়ার বিনিময় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তা থেকে নিষেধ করেন। তখন সে ব্যক্তি বলে : এর বিনিময়ে আমাদেরকে সম্মান করা হয়।

٤٦٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ

أَبِيْ نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ *

৪৬৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিঙ্গা লাগানোর বিনিময়, পশুর পাল দেওয়ার বিনিময় এবং কুকুর বিক্রির বিনিময় নিতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٧٤. أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نُعْمٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ *

৪৬৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নর-মাদীর পাল দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٧٥. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ *

৪৬৭৫. ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবূ হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে এবং নর-মাদীর পাল দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

اَلرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْبَيْعَ فَيُفْلِسُ وَيُوْجَدُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ

ক্রয় করার পর ক্রেতা যদি নিঃস্ব হয়ে যায়, আর বিক্রিত মাল তার কাছে পাওয়া যায়

٤٦٧٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ *

৪৬৭৬. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন মাল ক্রয় করার পর নিঃস্ব হয়ে যায়, আর তার নিকট বিক্রিত মাল তদবস্থায় পাওয়া যায়, তবে যে মালে অন্যান্য লোক অপেক্ষা বিক্রেতাই অধিক হকদার।

٤٦٧٧. أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِيْ حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِيْ بَاعَهُ *

৪৬৭৭. আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ ও ইব্রাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে যায়, আর তার নিকট কারো বিক্রিত মাল হুবহু পাওয়া যায়, আর বিক্রেতা তা চিনতে পারে, তবে তা সেই ব্যক্তিরই, যে তা বিক্রি করেছে।

٤٦٧٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ أُصِيْبَ رَجُلٌ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا وَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوْا مَاوَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اِلاَّ ذٰلِكَ *

৪৬৭৮. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ্ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে এক ব্যক্তির ক্রয় করা ফল বিনষ্ট হওয়ায় তার প্রচুর দেনা হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা তাকে দান কর। লোকে তাকে দান করলো, কিন্তু তা তার দেনা পরিমাণ হলো না। তখন যারা পাওনাদার ছিল, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা যা আছে তাই নিয়ে নাও, এর অতিরিক্ত কিছুই পাবে না।

اَلرَّجُلُ يَبِيْعُ السِّلْعَةَ فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقٌّ

বিক্রিত দ্রব্যে কোন হকদারের হক প্রমাণিত হলে

٤٦٧٩. اَخْبَرَنِى هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى اَنَّهُ اِذَا وَجَدَهَا فِى يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَاِنْ شَاءَ اَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَاِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَضٰى بِذٰلِكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ *

৪৬৭৯. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - উসায়দ ইব্ন হুযায়র ইব্ন সিমাক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফয়সালা দিয়েছেন, যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তির নিকট তার মাল পায় যার উপর চুরির অভিযোগ আনা যায় না, তবে তার ইচ্ছা হলে সে ঐ মূল্য দিয়ে তা গ্রহণ করতে পারে, যে মূল্যে সে ব্যক্তি ক্রয় করেছে। আর ইচ্ছা করলে চোরের অনুসন্ধান করতে পারে। আবূ বকর এবং উমর (রা)-ও এরূপ ফয়সালা প্রদান করেন।

٤٦٨٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ ذُوَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَقَدْ اَخْبَرَنِى عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ اَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ الْاَنْصَارِىَّ ثُمَّ اَحَدَ بَنِى حَارِثَةَ

اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ عَامِلاً عَلَى الْيَمَامَةِ وَاَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ اِلَيْهِ اَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ اِلَيْهِ اَنَّ اَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا ثُمَّ كَتَبَ بِذَالِكَ مَرْوَانُ اِلَىَّ فَكَتَبْتُ اِلَى مَرْوَانَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِاَنَّهُ اِذَا كَانَ الَّذِي اُبْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا فَاِنْ شَاءَ اَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا وَاِنْ شَاءَ اُتَّبَعَ سَارِقَهُ ثُمَّ قَضَى بِذَالِكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي اِلَى مُعَاوِيَةَ وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى مَرْوَانَ اِنَّكَ لَسْتَ اَنْتَ وَلاَ اُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَىَّ وَلٰكِنِّي اَقْضِيْ فِيْمَا وُلِّيْتُ عَلَيْكُمَا فَاَنْفِذْ لِمَا اَمَرْتُكَ بِهِ فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ فَقُلْتُ لاَ اَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيْتُ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ *

৪৬৮০. 'আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইকরিমা ইব্‌ন খালিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র আনসারী (রা) ইয়ামামার শাসনকর্তা ছিলেন। মারওয়ান তার নিকট লিখেন যে, মুআবিয়া (রা) তার নিকট লিখেছেন : যার কোন বস্তু চুরি যায়, তবে সে তার অধিক হকদার, যেখানেই সে তা পাক না কেন। উসায়দ (রা) বলেন : মারওয়ান আমাকে এরূপ লিখলে আমি মারওয়ানকে লিখলাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফয়সালা দিয়েছেন : যে ব্যক্তি চোরের নিকট হতে তা ক্রয় করেছে সে যদি এমন লোক হয়, যার প্রতি চুরির অভিযোগ নেই, তবে মালের মালিক ইচ্ছা করলে মূল্য দিয়ে তা নিবে, না হয় চোরের অনুসন্ধান করবে। এরপর এর অনুকরণে আবূ বকর, উমর (রা) এবং উসমান (রা) ফয়সালা করেন। মুআবিয়া (রা) মারওয়ানকে লিখেন যে, তুমি এবং উসায়দ আমার বিপরীতে ফয়সালা দিতে পার না; বরং আমি যে কর্তৃত্ব লাভ করেছি, সে জন্য আমিই তোমাদের বিপরীতে ফয়সালা দিতে পারি। অতএব আমি যে আদেশ করেছি তা কার্যকর কর। মারওয়ান মুআবিয়া (রা)-এর চিঠি আমার নিকট পাঠালে আমি বললাম : আমি যতদিন শাসক থাকি, ততদিন তাঁর কথামত বিচার করবো না।

٤٦٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ السَّائِبِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلُ اَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ اِذَا وَجَدَهُ وَيَتْبَعُ الْبَائِعُ مَنْ بَاعَهُ *

৪৬৮১. মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন লোক কারও কাছে তার মাল পেলে সে-ই তার মালের অধিক হকদার। আর ক্রেতা সেই ব্যক্তিকে ধরবে, যে তার কাছে তা বিক্রি করেছে।

٤٦٨٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا اُمْرَاَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلاَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلاَوَّلِ مِنْهُمَا *

৪৬৮২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - -সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি কোন

মহিলাকে দুই অভিভাবক বিয়ে দেয়, তবে প্রথম যার সাথে বিবাহ হয়েছে সে তারই স্ত্রী হবে। আর যদি কেউ কোন জিনিস দু'জন লোকের কাছে বিক্রি করে, তবে তা প্রথমজনেরই প্রাপ্য।

اَلْاِسْتِقْرَاضُ

কর্জ নেওয়া

٤٦٨٣. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اُسْتَقْرَضَ مِنِّى النَّبِىُّ ﷺ اَرْبَعِيْنَ اَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ اِلَىَّ وَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ اِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْاَدَاءُ ۞

৪৬৮৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ রাবীআ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট হতে চল্লিশ হাজার দিরহাম কর্জ নিয়েছিলেন। এরপর তাঁর নিকট মাল আসলে তিনি তা আদায় করে বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ঘরে এবং মালে বরকত দান করুন। কর্জের বিনিময় তো এই যে, লোক কর্জদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং তা আদায় করবে।

اَلتَّغْلِيْظُ فِى الدَّيْنِ

দেনা সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী

٤٦٨٤. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ اَبِىْ كَثِيْرٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيْدِ فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَاَلْتُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهٰذَا التَّشْدِيْدُ الَّذِى نُزِّلَ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ رُجُلًا قُتِلَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيِىَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ اُحْيِىَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَادَخَلَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يُقْضٰى عَنْهُ دَيْنُهُ ۞

৪৬৮৪. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বসাছিলাম। এমন সময় তিনি আকাশের দিকে তাঁর মাথা উঠান, তারপর তাঁর হাত ললাটের উপর স্থাপন করে বলেন : সুব্‌হানাল্লাহ্ ! কী কঠোরতা অবতীর্ণ হলো ! আমরা ভয়ে নির্বাক হয়ে গেলাম। পরদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ঐ কঠোরতা কী ছিল, যা অবতীর্ণ হয়েছে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ তাঁর কসম ! যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়, আবার জীবন লাভ করে;

আবার শহীদ হয় এবং আবার জীবিত হয়, পরে আবার শহীদ হয়, আর তার উপর কর্জ থাকে, তবে তার পক্ষ হতে সে কর্জ আদায় না হওয়া পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

٤٦٨٥. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سَمْعَانَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ جَنَازَةٍ فَقَالَ أَهٰهُنَا مِنْ بَنِيْ فَلاَنٍ أَحَدٌ ثَلاَثًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا مَنَعَكَ فِى الْمَرَّتَيْنِ الْاُولَيَيْنِ اَنْ لاَتَكُوْنَ اَجَبْتَنِي اَمَا اِنِّيْ لَمْ اُنَوِّهْ بِكَ اِلاَّ بِخَيْرٍ اِنَّ فُلاَنًا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ مَاسُوْرًا بِدَيْنِهِ *

৪৬৮৫. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা এক জানাযায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন : এখানে অমুক গোত্রের কেউ আছে কি ? এক ব্যক্তি দাঁড়ালে তিনি বললেন : তুমি প্রথম দুইবার উত্তর দাও নি কেন ? আমি তোমার ভালোর জন্যই ডেকেছি। এরপর তিনি তাদের এক ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেন : সে তো মারা গেছে, কিন্তু সে দেনার দায়ে আবদ্ধ রয়েছে।

اَلتَّسْهِيْلُ فِيْهِ

কর্জ নেওয়ার অবকাশ

٤٦٨٦. اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَتْ مَيْمُوْنَةُ تَدَّانُ وَتُكْثِرُ فَقَالَ لَهَا اَهْلُهَا فِيْ ذٰلِكَ وَلاَمُوْهَا وَوَجَدُوْا عَلَيْهَا فَقَالَتْ لاَاَتْرُكُ الدَّيْنَ وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيْلِيْ وَصَفِيِّيْ يَقُوْلُ مَامِنْ اَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا فَعَلِمَ اللّٰهُ اَنَّهُ يُرِيْدُ قَضَاءَهُ اِلاَّ اَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْهُ فِى الدُّنْيَا *

৪৬৮৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - -ইমরান ইব্‌ন হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মায়মূনা (রা) লোকের নিকট হতে অনেক কর্জ নিতেন। তাঁর পরিবারের লোক তাকে এ ব্যাপারে কঠিন কথা বলল, তিরস্কার করলো এবং তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হলো। তখন তিনি বললেন : আমি কর্জ নেওয়া পরিত্যাগ করবো না। কারণ আমি আমার প্রিয়তম ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কর্জ করে আর আল্লাহ্ তা'আলা অবগত আছেন যে, সে তা আদায়ের ইচ্ছা রাখে, তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে তার কর্জ পরিশোধ করে দেবেন।

٤٦٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَدَانَتْ فَقِيْلَ لَهَا يَااُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ تَسْتَدِيْنِيْنَ وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاءٌ قَالَتْ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يُؤَدِّيَهُ اَعَانَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ *

৪৬৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা (র) বলেন : উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা) কর্জ গ্রহণ করতেন। তাঁকে বলা হলো : হে উম্মুল মুমিনীন ! আপনি তো কর্জ নিচ্ছেন, অথচ এত কর্জ পরিশোধ করার মত সম্পত্তি আপনার নেই। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কর্জ নিয়ে তা পরিশোধের ইচ্ছা রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সাহায্য করে থাকেন।

مَطْلُ الْغَنِىِّ

কর্জ আদায়ে সামর্থ্যবান লোকের টালবাহানা করা

٤٦٨٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىْءٍ فَلْيَتْبَعْ وَالظُّلْمُ مَطْلُ الْغَنِىِّ *

৪৬৮৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমাদের কাউকে (তার প্রাপ্যের ব্যাপারে) ধনী ব্যক্তির উপর হাওয়ালা করা হলে সে যেন তা গ্রহণ করে নেয়। আর যদি ধনী লোক কর্জ আদায়ে টালবাহানা করে, তবে তা হবে যুলুম।

٤٦٨٩. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ اَبِى دُلَيْلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ *

৪৬৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন আদম (র) - - - - আমর ইব্ন শারীদ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ধনী ব্যক্তি কর্তৃক দেনা পরিশোধে টালবাহানা করাটা তার মানহানি [অর্থাৎ তার সম্পর্কে অভিযোগ করা] এবং শাস্তিকে বৈধ করে দেয়।

٤٦٩٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ اَبِىْ دُلَيْلَةَ الطَّائِفِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُوْنِ بْنِ مُسَيْكَةَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ *

৪৬৯০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আমর ইব্ন শারীদ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ধনবান লোক যদি কর্জ আদায় করতে টালাবাহানা করে, তবে তার মানহানি ঘটানো এবং তাকে শাস্তি দেওয়া বৈধ হয়ে যায়।

اَلْحَوَالَةُ

হাওয়ালা

٤٦٩١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ

بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ وَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىءٍ فَلْيَتْبَعْ *

৪৬৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা এবং হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ধনী ব্যক্তির কর্জ আদায় করতে দেরী করা যুলুম। আর তোমাদের কাউকে যদি কর্জ আদায় করার ব্যাপারে ধনীর উপর হাওয়ালা করা হয়, তবে সে যেন তা গ্রহণ করে নেয়।

اَلْكَفَالَةُ بِالدَّيْنِ

কর্জের যামিন হওয়া

٤٦٩٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ اُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَقَالَ اِنَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا فَقَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ اَنَا اَتَكَفَّلُ بِهِ قَالَ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ *

৪৬৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ---- আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারী ব্যক্তির মৃতদেহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আনা হলো যেন তিনি তার জানাযা পড়ান। তখন তিনি বললেন : এর উপর তো কর্জ রয়েছে। আবূ কাতাদা বললেন : আমি এর যামিন হলাম। নবী ﷺ বললেন : তুমি তার সম্পূর্ণ কর্জের ? আবূ কাতাদা (রা) বললেন : সম্পূর্ণ কর্জের।

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ حُسْنِ الْقَضَاءِ

উত্তমরূপে কর্জ আদায়ের জন্য উৎসাহ প্রদান

٤٦٩٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خِيَارُكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً *

৪৬৯৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে উত্তমভাবে কর্জ পরিশোধ করে।

حُسْنُ الْمُعَامَلَةِ وَالرِّفْقُ فِى الْمُطَالَبَةِ

কর্জ উসূল করতে কোমল ব্যবহার করা

٤٦٩٤. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ

وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ خُذْ مَاتَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَاعَسُرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ قَالَ لاَ اِلاَّ اَنَّهُ كَانَ لِيْ غُلاَمٌ وَكُنْتُ اُدَايِنُ النَّاسَ فَاِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ خُذْ مَاتَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَاعَسُرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللّٰهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ *

৪৬৯৪. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি কখনও কোন ভাল কাজ করেনি। তবে সে মানুষের সংগে বাকিতে কারবার করত আর তার প্রতিনিধিকে বলত, যেখানে কর্জদার নিঃস্ব গরীব হয়, সেখানে ছেড়ে দাও, মাফ করে দাও। হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মাফ করে দেবেন। যখন সেই লোকের মৃত্যু হল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি কোন্ নেককাজ করেছ ? সে ব্যক্তি বলল : না, কিন্তু আমার এক চাকর ছিল, আমি লোকদেরকে কর্জ দিতাম, যখন আমি তাকে কর্জ উসূল করতে পাঠাতাম, তখন বলে দিতাম : যদি সহজভাবে পাওয়া যায়, তবে তা নেবে আর যেখানে কষ্ট হয়, সেখানে ছেড়ে দেবে, ক্ষমা করে দেবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : আমিও তোমাকে ক্ষমা করলাম।

٤٦٩٥. اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَكَانَ اِذَارَاٰى اِعْسَارَ الْمُعْسِرِ قَالَ لِفَتَاهُ تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللّٰهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ *

৪৬৯৫. হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি লোকদের কর্জ দিত; যখন সে কোন গরীবকে দেখতো, তখন সে তার চাকর্জক বলতো : তাকে ক্ষমা করে দাও; হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে আমাদেরকে ক্ষমা কর্জবন। এরপর লোকটির মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٤٦٩٦. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوْخَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَدْخَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ رَجُلاً كَانَ سَهْلاً مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا الْجَنَّةَ *

৪৬৯৬. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে ব্যক্তি ক্রয় কর্জত, বিক্রয় কর্জত, উসূল কর্জত এবং আদায় কর্জত লোকের সাথে কোমল ব্যবহার করতে।

اَلشِّرْكَةُ بِغَيْرِ مَالٍ

মাল ব্যতীত শরীক হওয়া

٤٦٩٧. اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ اَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِاَسِيْرَيْنِ وَلَمْ اَجِيْءْ اَنَا وَعَمَّارٌ بِشَىْءٍ *

৪৬৯৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি, আম্মার এবং সা'দ বদরের দিন অংশীদার হলাম। সা'দ (রা) তো দুইজন বন্দি ধরে আনলেন কিন্তু আমি এবং আম্মার কিছুই আনলাম না।

٤٦٩٨. اَخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى عَبْدٍ اُتِمَّ مَا بَقِىَ فِىْ مَالِهِ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ *

৪৬৯৮. নূহ ইব্‌ন হাবীব (র) - - - - সালিম থেকে এবং তিনি তার পিতা [আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)] থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গোলামের মধ্যে তার অংশ মুক্ত করে দেয়, তখন সে যেন অন্যের অংশও নিজের মাল দ্বারা মুক্ত করে দেয়, যদি তার নিকট গোলামের মূল্য পরিমাণ মাল থাকে।

اَلشِّرْكَةُ فِى الرَّقِيْقِ

গোলাম-বাঁদীতে অংশীদার হওয়া

٤٦٩٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى مَمْلُوْكٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيْمَةِ الْعَبْدِ فَهُوَ عَتِيْقٌ مِنْ مَالِهِ *

৪৬৯৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দাস অথবা দাসীর মধ্যে নিজের অংশ মুক্ত করে, আর তার এত মাল রয়েছে, যা সেই দাস বা দাসীর অবশিষ্ট অংশের জন্য যথেষ্ট হয়, তবে সে তার মাল দ্বারা মুক্ত হয়ে যাবে।

اَلشِّرْكَةُ فِى النَّخِيْلِ

খেজুরগাছের অংশীদার হওয়া

٤٧٠٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ اَوْ نَخْلٌ فَلاَ يَبِعْهَا حَتّٰى يَعْرِضَهَا عَلٰى شَرِيْكِهِ *

৪৭০০. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যার নিকট জমি অথবা খেজুর গাছ থাকে, সে যেন তার অংশীদারকে না জানিয়ে তা বিক্রয় না করে।

اَلشِّرْكَةُ فِى الرِّبَاعِ

জমিতে অংশীদারি

٤٧٠١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِى كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَبِيْعَهُ حَتّٰى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ فَاِنْ شَاءَ اَخَذَ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ وَاِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ *

৪৭০১. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক এমন এজমালি সম্পত্তিতে 'শুফআ'-এর আদেশ করেছেন, যা এখনও বণ্টন করা হয়নি, তা ঘরবাড়ি হোক বা বাগান, এক অংশীদারের নিজের অংশ অন্য অংশীদারকে না জানিয়ে এবং তার অনুমতি ছাড়া বিক্রি করা বৈধ নয়। সেই অংশীদারের ইচ্ছা, সে নিতেও পারে, নাও নিতে পারে। যদি কোন অংশীদার অন্য অংশীদারকে না জানিয়ে বিক্রি করে দেয়, তবে সে তার অধিক হকদার।

ذِكْرُ الشُّفْعَةِ وَاَحْكَامِهَا

শুফআ ও তার বিধান

٤٧٠٢. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِى رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ *

৪৭০২. আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - আবূ রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রতিবেশী শুফ'আর বেশি হকদার।

٤٧٠٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْضِى لَيْسَ لِاَحَدٍ فِيْهَا شِرْكَةٌ وَلاَقِسْمَةٌ اِلاَّ الْجِوَارَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ *

৪৭০৩. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আমর ইব্ন শারীদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার জমি আছে, যাতে কারও অংশীদারিত্ব নেই এবং কারো ভাগও নেই। তবে আমার প্রতিবেশী আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : প্রতিবেশী শুফ'আর অধিক হকদার।

٤٧٠٤. أَخْبَرَنَا هِلاَلُ ابْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشُّفْعَةُ فِى كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ *

৪৭০৪. হিলাল ইব্‌ন বিশর (র) - - - - আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শুফআ' প্রত্যেক এমন সম্পত্তিতে রয়েছে, যা বণ্টন করা হয়নি। যখন সীমানা চিহ্নিত হয়ে যায়, পথ নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তখন আর 'শুফ'আ' থাকে না।

٤٧٠٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِىْ رِزْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ حُسَيْنٍ وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ *

৪৭০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুফআ' এবং প্রতিবেশীর অধিকারের পক্ষে ফায়সালা দিয়েছেন।

كِتَابُ الْقَسَامَةِ
অধ্যায় : কাসামাহ[১]

ذِكْرُ الْقَسَامَةِ الَّتِىْ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ
জাহিলী যুগে প্রচলিত কাসামাহ

٤٧٠٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَطَنٌ أَبُوْ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ يَزِيْدَ الْمَدَنِىُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَوَّلُ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَ [২] رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذِ أَحَدِهِمْ قَالَ فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِى إِبِلِهِ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَقَالَ أَغِثْنِى بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِىْ لاَتَنْفِرُ الْإِبِلُ فَأَعْطَاهُ عِقَالاً يَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ فَلَمَّا نَزَلُوْا وَعُقِلَتِ الْإِبِلُ إِلاَّ بَعِيْرًا وَاحِدًا فَقَالَ الَّذِى اسْتَأْجَرَهُ مَاشَأْنُ هٰذَا الْبَعِيْرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَأَيْنَ عِقَالُهُ قَالَ مَرَّبِىْ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَاسْتَغَاثَنِىْ فَقَالَ أَغِثْنِىْ بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِى لاَتَنْفِرُ الْإِبِلُ فَأَعْطَيْتُهُ عِقَالاً فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيْهَا أَجَلُهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ قَالَ مَاأَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُ قَالَ هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّى رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذَا شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَاآلَ قُرَيْشٍ فَإِذَا أَجَابُوْكَ فَنَادِ يَا آلَ هَاشِمٍ فَإِذَا أَجَابُوْكَ فَسَلْ عَنْ أَبِى طَالِبٍ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِىْ فِى عِقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِى اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ مَافَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ فَنَزَلْتُ فَدَفَنْتُهُ فَقَالَ

---

১. কাউকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলে, তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যে কসম করা হয়, সেই কসমকে শরীয়তে 'কাসামাহ' বলা হয়।

২. কোন কোন বর্ণনায় এ রকমই আছে। কিন্তু এটা ভুল ; সঠিক হচ্ছে اِسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ যেমন নাসাঈ শরীফের হিন্দুস্থানী মুদ্রণে আছে। তা ছাড়া বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ বর্ণনাও তাই এবং ইবন হাজার (র) সেটাকেই বিশুদ্ধ বলেছেন।

كَانَ ذَااَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ فَمَكَثَ حِيْنًا اِنَّ الرَّجُلَ الْيَمَانِيَّ الَّذِى كَانَ اَوْصَى اِلَيْهِ اَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ قَالَ يَاآلَ قُرَيْشٍ قَالُوْا هٰذِهِ قُرَيْشٌ قَالَ يَاآلَ بَنِى هَاشِمٍ قَالُوْا هٰذِهِ بَنُوْ هَاشِمٍ قَالَ اَيْنَ اَبُوْ طَالِبٍ قَالَ هٰذَا اَبُو طَالِبٍ قَالَ اَمَرَنِىْ فُلاَنٌ اَنْ اُبَلِّغَكَ رِسَالَةً اَنَّ فُلاَنًا قَتَلَهُ فِى عِقَالٍ فَاَتَاهُ اَبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ اخْتَرْمِنَّا اِحْدَى ثَلاَثٍ اِنْ شِئْتَ اَنْ تُؤَدِّىَ مِائَةً مِنَ الاِبِلِ فَانَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا خَطأً وَاِنْ شِئْتَ يَحْلِفْ خَمْسُوْنَ مِنْ قَوْمِكَ اَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ فَاِنْ اَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ فَاَتَى قَوْمَهُ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُمْ فَقَالُوْا نَحْلِفُ فَاَتَتْهُ امْرَاَةٌ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ يَااَبَا طَالِبٍ اُحِبُّ اَنْ تُجِيْزَابْنِى هٰذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِيْنَ وَلاَتُصْبِرْ يَمِيْنَهُ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا اَبَا طَالِبٍ اَرَدْتَ خَمْسِيْنَ رَجُلاً اَنْ يَحْلِفُوْا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الاِبِلِ يُصِيْبُ كُلُّ رَجُلٍ بَعِيْرَانِ فَهٰذَانِ بَعِيْرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّىْ وَلاَ تُصْبِرْ يَمِيْنِىْ حَيْثُ تُصْبَرُ الاَيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَاَرْبَعُوْنَ رَجُلاً حَلَفُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَا الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَاحَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَالاَرْبَعِيْنَ عَيْنٌ تَطْرِفُ *

৪৭০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম জাহিলী যুগে যে কাসামাহ্ (শপথ গ্রহণ)-এর ঘটনা ঘটে, তা ছিল এইরূপ যে, কুরায়শের এক শাখা গোত্রের এক ব্যক্তি হাশিম গোত্রের এক ব্যক্তিকে অর্থের বিনিময়ে কাজ করার জন্য রেখেছিল। সে তার সাথে তার উটের স্থানে গেল। সেখানে অন্য এক লোকের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, সেও বনূ হাশিমেরই লোক ছিল। সেই ব্যক্তির থলির রশি ছিঁড়ে গিয়েছিল। সেই লোক বলল, একটি রশি দ্বারা আমার সাহায্য করুন, যেন আমি আমার থলিটি বাঁধতে পারি। এমন না হয় যে, থলির মালামাল পড়ে যায় আর সে কারণে উট ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। হাশিম গোত্রীয় মজুর তাকে একখানা রশি দিয়ে দিল যাতে তার থলি বাঁধতে পারে। যখন তারা অবতরণ করল সকল উট তো বাঁধা হলো কিন্তু একটি উট থেকে গেল, তা বাঁধা গেল না। যে ব্যক্তি তাকে কাজে রেখেছিল, সে জিজ্ঞাসা করলো : এই উটের কী হলো ? একে বাঁধলে না কেন ? চাকর বললো : এর বাঁধার রশি নেই। সে জিজ্ঞাসা করলো : রশি কোথায় গেল ? চাকর বললো : বনী হাশিমের এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তার থলি বাঁধার রশি ছিঁড়ে গিয়েছিল, সে আমাকে বললো : একটি রশি দিয়ে আমার সাহায্য করুন, যা দ্বারা আমি আমার থলির মুখ বন্ধ করতে পারি যাতে আমার উট পালিয়ে না যায়। আমি তাকে বাঁধার জন্য রশি দিয়ে দেই। একথা শুনেই মালিক মজুরকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। ফলে মজুরটি মারা যায়। সে যখন মুমূর্ষু, তখন ইয়ামনী জনৈক ব্যক্তি তার নিকট দিয়া যাচ্ছিল। সে জিজ্ঞাসা করলো : আপনি হজ্জে যাবেন ? সে বললো : পূর্বে গিয়েছিলাম এবার যাব না। সে বললো : আপনি যখনই যাবেন, আমার একটি সংবাদ তখন পৌঁছাতে পারবেন কি ? লোকটি বললো : হ্যাঁ। সে বললো : আপনি হজ্জ মৌসুমে গেলে সেখানে হে কুরায়শ গোত্রের লোক ! বলে ডাক দিবেন, তারা জবাব দিলে আবার ডাকবেন, হে হাশিম গোত্রের লোক ! তারা জবাব দিলে আপনি আবূ তালিব সম্পর্কে খোঁজ নেবেন। তাঁকে বলবেন : 'আমাকে অমুক ব্যক্তি একটি রশির কারণে হত্যা করেছে।'

এই বলেই সে মৃত্যুবরণ করলো। মালিক ব্যক্তি মক্কায় আসলে আবূ তালিব তাকে জিজ্ঞাসা করল : আমাদের লোক কোথায় ? সে বললো : তার অসুখ হয়েছিল, আমি তার উত্তমরূপে সেবা করি, কিন্তু সে মারা যায়। আমি অবতরণ করে তাকে দাফন করি। আবূ তালিব বললেন : তোমার থেকে সে এরূপ ব্যবহার পাওয়ারই উপযুক্ত ছিল। কিছু দিন পর ইয়ামন হতে ঐ ব্যক্তি আগমন করল, যাকে ঐ মজুর ব্যক্তি তার সংবাদ দেওয়ার ওসীয়ত করেছিল। সে বললো : হে কুরায়শ গোত্র ! তারা বললো : এই যে আমরা। সে বললো, হে বনী হাশিম ! তারা বললো : এই যে বনূ হাশিমের লোক। সে জিজ্ঞাসা করলো : আবূ তালিব কোথায় ? তারা বললো : এই যে আবূ তালিব। সে বললো : আমাকে অমুক ব্যক্তি ওসীয়ত করেছিল, আপনাকে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য যে, অমুক ব্যক্তি একটি রশির জন্য তাকে লাঠির আঘাতে হত্যা করেছে । আবূ তালিব সে ব্যক্তির নিকট গিয়ে বললেন, তুমি আমার গোত্রের লোককে হত্যা করেছ। এখন তিনটি প্রস্তাবের একটা গ্রহণ কর। যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে দিয়াতের একশত উট দিয়ে দাও। কেননা তুমি আমাদের লোককে ভুলবশত হত্যা করেছ। আর যদি তুমি ইচ্ছা কর, তা হলে তোমার গোত্রের পঞ্চাশজন লোক কসম খেয়ে বলবে যে, তুমি তাকে হত্যা করনি। যদি তুমি এর কোন শর্ত গ্রহণ না কর, তবে আমরা তোমাকে ঐ ব্যক্তির পরিবর্তে হত্যা করবো। সে ব্যক্তি তার গোত্রের নিকট গিয়ে একথা বললো। তখন তারা বললো : আমরা শপথ করবো। এরপর বনূ হাশিম গোত্রের এক নারী যার সেই গোত্রে বিয়ে হয়েছিল, পুত্র সন্তানও জন্ম দিয়েছিল, আবূ তালিবের নিকট এসে বললো : হে আবূ তালিব ! আমার ইচ্ছা আপনি পঞ্চাশজন লোকের একজন হিসেবে আমার এই ছেলেকে শপথ হতে নিষ্কৃতি দেবেন। আবূ তালিব তা মঞ্জুর করলেন। এরপর তাদের আর এক ব্যক্তি এসে বললো : হে আবূ তালিব ! আপনি একশত উটের পরিবর্তে ৫০ লোকের শপথ নিতে চান, তাতে একজনের জন্য দুই উট পড়ে। অতএব এই দুই উট গ্রহণ করে আমাকে শপথ হতে রেহাই দিন। আবূ তালিব এটাও গ্রহণ করলেন। পরে আটচল্লিশজন লোক এসে কসম করলো। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এক বছর শেষ না হতেই ঐ আটচল্লিশজন লোকের সবাই মারা গেল।

اَلْقَسَامَةُ

শপথ

٤٧٠٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلٰى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ *

৪৭০৭. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ ও ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এক আনসারী সাহাবী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাসামাহ জাহিলী যুগে যেভাবে প্রচলিত ছিল সেভাবেই বহাল রাখেন।

٤٧٠٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُنَاسٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِى

الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى مَاكَانَتْ عَلَيْهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا بَيْنَ أُنَاسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فِى قَتِيْلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى يَهُوْدِ خَيْبَرَ خَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ *

৪৭০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাশিম (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত। কাসামাহ জাহিলী যুগে প্রচলিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একে বহাল রাখেন। তিনি আনসারদের মোকদ্দমায় কাসামাহ-এর আদেশ দেন, যখন তারা খায়বরের ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে একটি হত্যার দাবি উত্থাপন করেছিল।

٤٧٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ اَقَرَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاَنْصَارِىِّ الَّذِىْ وُجِدَ مَقْتُوْلاً فِىْ جُبِّ الْيَهُوْدِ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ الْيَهُوْدُ قَتَلُوْا صَاحِبَنَا *

৪৭০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - -ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহিলী যুগে কাসামাহ প্রচলিত ছিল। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একে সেই আনসারীর ক্ষেত্রে আরোপ করেন, যার লাশ ইয়াহূদীদের কূপে পাওয়া গিয়েছিল, কেননা আনসার দাবি করে যে, ইয়াহূদীরা আমাদের লোককে হত্যা করেছে।

تَبْدِئَةُ اَهْلِ الدَّمِ فِى الْقَسَامَةِ

নিহতের অভিভাবকদের প্রথমে শপথ করানো

٤٧١٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ سَهْلَ بْنَ اَبِىْ حَثْمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا اِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ اَصَابَهُمَا فَاُتِىَ مُحَيِّصَةُ فَاُخْبِرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِىْ فَقِيْرٍ اَوْ عَيْنٍ فَاَتَى يَهُوْدَ فَقَالَ اَنْتُمْ وَاللّٰهِ قَتَلْتُمُوْهُ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ مَاقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اَقْبَلَ حَتّٰى قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ ثُمَّ اَقْبَلَ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ وَهُوَ اَخُوْهُ اَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِىْ كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبِّرْ كَبِّرْ وَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمَّا اَنْ يَدُوْا صَاحِبَكُمْ وَاِمَّا اَنْ يُؤْذَنُوْا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ ذٰلِكَ فَكَتَبُوْا اِنَّا وَاللّٰهِ مَاقَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ تَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا لاَ قَالَ فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُوْدُ قَالُوْا لَيْسُوا مُسْلِمِيْنَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتّٰى اُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارُ قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَضَتْنِىْ مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ *

৪৭১০. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ (র) - - - - সাহল ইব্‌ন আবূ হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল এবং মুহায়্যিসা তাঁদের অর্থ-কষ্টের দরুন খায়বরের দিকে রওয়ানা হন। পরে মুহায়্যিসার নিকট এক ব্যক্তি এসে বলে : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল নিহত হয়েছে। আর তাকে এক অতি অন্ধকার কূপে ফেলে দেয়া হয়েছে। একথা শুনে মুহায়্যিসা ইয়াহূদীদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : আল্লাহ্র শপথ! তোমরা তাকে হত্যা করেছ। তারা বললো : আল্লাহ্র শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। মুহায়্যিসা সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গিয়ে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। এরপর মুহায়্যিসা, তার বড় ভাই হুয়ায়্যিসা এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহল নবী ﷺ -এর কাছে আসলেন। মুহায়্যিসা, যিনি খায়বারে ছিলেন। আগে কথা বলতে চাইলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বড়কে আগে কথা বলতে দাও। এরপর হুয়ায়্যিসা কথা বললেন, তারপর বললেন, মুহায়্যিসা। সব শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ইয়াহূদীদের উচিত তোমার ভাইয়ের দিয়াত আদায় করা, অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হবে। তারপর তিনি ইয়াহূদীদেরকে এ ব্যাপারে লিখলে তারা উত্তর দিল, আল্লাহ্র শপথ! আমরা হত্যা করিনি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুয়ায়্যিসা, মুহায়্যিসা এবং আবদুর রহমানকে বললেন : আচ্ছা, এখন তোমরা শপথ করে তোমাদের ভাইয়ের হত্যার প্রমাণ দাও। তখন তাঁরা বললেন : না, আমরা শপথ করবো না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাহলে ইয়াহূদীরা কসম করে বলবে যে, আমরা হত্যা করিনি, তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইয়াহূদীরা তো মুসলমান নয় (তারা মিথ্যা কসম করবে)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে তাদেরকে দিয়াত স্বরূপ একশত উট দিয়ে দেন। তারা উট নিয়ে তাদের বাড়িতে প্রবেশ করেন। সাহল (রা) বলেন : এর একটি লাল উটনী আমাকে পদাঘাত করেছিল।

٤٧١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ وَرِجَالٌ كُبَرَاءُ مِنْ قَوْمِهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا اِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ اَصَابَهُمْ فَاُتِىَ مُحَيِّصَةُ فَاُخْبِرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِىْ فَقِيْرٍ اَوْ عَيْنٍ فَاَتَى يَهُوْدَ وَقَالَ اَنْتُمْ وَاللّٰهِ قَتَلْتُمُوْهُ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَاقَتَلْنَاهُ فَاَقْبَلَ حَتّٰى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ثُمَّ اَقْبَلَ هُوَ وَاَخُوْهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ اَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِىْ كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيْدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمَّا اَنْ يَدُوْا صَاحِبَكُمْ وَاِمَّا اَنْ يُؤْذَنُوْا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ذٰلِكَ فَكَتَبُوْا اِنَّا وَاللّٰهِ مَاقَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا لاَ قَالَ فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُوْدُ قَالُوْا لَيْسُوْا بِمُسْلِمِيْنَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتّٰى اُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَضَتْنِىْ مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ *

৪৭১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - সাহল ইব্‌ন আবূ হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল এবং মুহায়্যিসা (রা) তাদের অভাবের দরুন খায়বরে যান। এরপর মুহায়্যিসা-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহলকে হত্যা করা হয়েছে এবং একটি অন্ধকার কূপে তাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। একথা শুনে মুহায়্যিসা ইয়াহূদীদের নিকট গিয়ে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা তাকে হত্যা করেছ। তারা বললো : আল্লাহ্‌র শপথ ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। মুহায়্যিসা সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে সকল ঘটনা তাঁকে অবহিত করেন। এরপর মুহায়্যিসা, তার বড় ভাই হুওয়ায়্যিসাহ এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহল মিলিত হয়ে আসেন। মুহায়্যিসা (রা) খায়বরে প্রথম গমন করেন বিধায় তিনি প্রথমে কথা বলতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বড় ভাইকে সম্মান কর। পরে হুয়ায়্যিসা সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমাদের ভাইয়ের দিয়াত দিয়ে দেওয়া ইয়াহূদীদের কর্তব্য, অন্যথায় তাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হবে। এরপর ﷺ এ ব্যাপারে ইয়াহূদীদেরকে লিখলে তারা জবাব দেয় যে, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাকে হত্যা করি নাই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুয়ায়্যিসা, মুহায়্যিসা এবং আবদুর রহমানকে বললেন : এখন তোমরা শপথ করে তোমাদের ভাইয়ের হত্যা প্রমাণিত কর। তাঁরা বললেন : আমরা শপথ করতে পারি না (কারণ আমরা চাক্ষুষ দেখিনি)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা হলে ইয়াহূদীরা তোমাদের বিপক্ষে শপথ করবে। তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তারা তো মুসলমান নয়। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের দিয়াত নিজেই আদায় করেন এবং একশত উট তাদের নিকট পাঠিয়ে দেন। যা নিয়ে তারা তাদের ঘরে প্রবেশ করেন। সাহ্‌ল বলেন : এর একটি লাল উটনী আমাকে পদাঘাত করেছিল।

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ اَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ سَهْلٍ فِيْهِ

এই হাদীসে সাহ্‌ল হতে বর্ণনাকারীর বর্ণনাগত পার্থক্য

٤٧١٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِى حَثْمَةَ قَالَ وَحَسِبْتُ قَالَ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّهُمَا قَالاَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ حَتّٰى اِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِى بَعْضِ مَاهُنَالِكَ ثُمَّ اِذَا بِمُحَيِّصَةَ يَجِدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيْلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ اَقْبَلَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ اَصْغَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبِّرِ الْكُبْرَ فِى السِّنِّ فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَقْتَلَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ اَتَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَتَسْتَحِقُّوْنَ صَاحِبَكُمْ اَوْقَاتِلَكُمْ قَالُوْا كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا قَالُوْا وَكَيْفَ نَقْبَلُ اَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَاهُ عَقْلَهُ *

৪৭১২. কুতায়বা (র) - - - - বুশায়র ইব্‌ন ইয়াসার (র) সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাসমা এবং রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল এবং মুহায়্যিসা ইব্‌ন মাসউদ একত্রে বের হন। খায়বরে পৌঁছলে কোন এক স্থানে তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যান। এরপর মুহায়্যিসা (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহলকে দেখলেন যে, তিনি মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। তিনি তাকে দাফন করলেন। পরে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হন। তিনি নিজে, হুওয়ায়্যিসা ইব্‌ন মাসউদ এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহ্‌ল। আবদুর রহমান সকলের মধ্যে বয়সে ছোট ছিলেন। তিনি প্রথমে কথা বলতে আরম্ভ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যারা বয়সে বড় তাদের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তখন তিনি চুপ হয়ে যান। তখন তার সাথীদ্বয় কথা বলতে থাকেন এবং তিনিও তাদের সাথে কথা বলছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ঐ স্থানের কথা বললেন : যেখানে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহ্‌ল নিহত হন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তোমরা পঞ্চাশ ব্যক্তি কি শপথ করতে পারবে যা দ্বারা তোমরা তোমাদের অভিযুক্ত ব্যক্তি কিংবা বললেন, তোমাদের লোকের হত্যাকারীর বিচার লাভের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে ? তারা বললেন : যখন আমরা দেখিনি এবং আমরা উপস্থিতও ছিলাম না, তখন আমরা কী করে শপথ করতে পারি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা হলে ইয়াহূদীদের পঞ্চাশ ব্যক্তি শপথ করে তোমাদের অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে যাক ? তারা বললেন : আমরা কাফিরদের কসম কিরূপে বিশ্বাস করবো ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ অবস্থা দেখে নিজে দিয়াত আদায় করে দেন।

٤٧١٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ اَنْبَانَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ اَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ سَهْلٍ اَتَيَا خَيْبَرَ فِى حَاجَةٍ لَهُمَا فَتَفَرَّقَا فِى النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ اَخُوْهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ اَبْنَا عَمِّهِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِى اَمْرِ اَخِيْهِ وَهُوَ اَصْغَرُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكُبْرَ لِيَبْدَاِ الْاَكْبَرُ فَتَكَلَّمَا فِى اَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا يُقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْكُمْ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِاَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ سَهْلٌ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِى نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْاِبِلِ *

৪৭১৩. আহমদ ইব্‌ন আবদা (র) - - - - বুশায়র ইব্‌ন ইয়াসার (র) সাহল ইব্‌ন আবূ হাসমা এবং রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা বলেন : মুহায়্যিসা ইব্‌ন মাসউদ এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল তাদের কোন প্রয়োজনে খায়বর গমন করেন। সেখানে তারা খেজুর বাগানে পৃথক হয়ে যান। অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহ্‌ল নিহত হন। সুতরাং তার ভাই আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহ্‌ল এবং তার দুই চাচাতো ভাই হুওয়ায়্যিসা ও মুহায়্যিসা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। আবদুর রহমান তার ভাই সম্পর্কে কথা বলা শুরু করেন। আর তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে বয়সে ছোট। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : যারা বয়সে বড় তাদের

প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। পরে তারা দুইজন তাদের সাথীর ব্যাপারে কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটা কথা বললেন, যার অর্থ হল, তোমাদের মধ্য হতে পঞ্চাশজন লোক কসম করবে। তখন তারা বললেন : আমরা যা প্রত্যক্ষ করিনি তার উপর আমরা কিরূপ শপথ করবো ? তিনি বলেন : তা হলে ইয়াহুদীরা পঞ্চাশজন শপথ করে তোমাদের দাবি হতে রেহাই পেয়ে যাবে। তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তারা তো কাফির। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের পক্ষ হতে দিয়াত আদায় করে দেন। সাহ্ল (রা) বলেন : আমি উট রাখার স্থানে গেলে যে উট আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তার একটি আমাকে পদাঘাত করেছিল।

٤٧١٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُمَا أَتَيَا خَيْبَرَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا لِحَوَائِجِهِمَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ سِنًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبِّرِ الْكُبْرَ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا مِنْكُمْ فَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ قَالَ تُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ *

৪৭১৪. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - বুশায়র ইব্ন ইয়াসার সাহ্ল ইব্ন আবূ হাসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহ্ল এবং মুহায়্যিসা ইব্ন মাসউদ ইব্ন যায়দ খায়বর গেলেন। এটা সেই সময়, যখন সেখানে সন্ধি স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের কাজে সেখানে পরস্পর পৃথক হয়ে যান। এরপর মুহায়্যিসা আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহ্লের নিকট গিয়ে দেখতে পান যে, তিনি নিহত হয়েছেন এবং তার দেহ রক্তে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তিনি তাকে সেখানে দাফন করে মদীনায় ফিরে আসলেন। তারপর আবদুর রাহমান ইব্ন সাহ্ল হুওয়ায়্যিসা ও মুহায়্যিসা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। আবদুর রহমান ছিলেন সকলের ছোট। তিনি প্রথমে কথা বলতে আরম্ভ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে বয়সে বড় তাকে সম্মান কর। সুতরাং তিনি চুপ হয়ে গেলেন। তারপর অন্য দু'জন কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমাদের পঞ্চাশজন কি শপথ করতে পারবে যে, যা দ্বারা তোমরা তোমাদের অভিযুক্ত ব্যক্তির কিংবা বললেন, তোমাদের লোকের হত্যাকারীকে হত্যা করার অধিকার লাভ করবে ? তারা বললেন : আমরা সেখানে ছিলাম না এবং আমরা যখন দেখিনি, তখন আমরা কিভাবে তা করতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাহলে ইয়াহুদীদের মধ্য হতে পঞ্চাশজন শপথ করবে। তারা বললেন : কাফিরদের শপথ আমরা কিরূপে মেনে নিতে পারি ? এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে তাদের দিয়াত আদায় করে দেন।

٤٧١٥. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ اِلٰى خَيْبَرَ وَهِىَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا فِىْ حَوَائِجِهِمَا فَاَتٰى مُحَيِّصَةُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِىْ دَمِهٖ قَتِيْلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُوْدٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبِّرِ الْكُبْرَ وَهُوَ اَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَحْلِفُوْنَ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا مِنْكُمْ وَتَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمَا اَوْصَاحِبَكُمْ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ فَقَالَ اَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ نَاْخُذُ اَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهٖ *

৪৭১৫. ইস্‌মাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - বুশায়র ইব্‌ন ইয়াসার সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল এবং মুহায়্যিসা ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন যায়দ খায়বর গমন করেন। খায়বরে তখন সন্ধি স্থাপিত হয়ে গেছে। সেখানে যাওয়ার পর তারা কাজে পৃথক হয়ে যান। এরপর মুহায়্যিসা আবদুল্লাহ্‌র নিকট যান। দেখেন কি তিনি নিহত অবস্থায় রক্তের মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। তিনি তাকে দাফন করে মদীনায় ফিরে আসেন। এরপর আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহ্‌ল, হুওয়ায়্যিসা মুহায়্যিসা এবং ইব্‌ন মাসউদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। প্রথমে আবদুর রহমান কথা বলতে শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে বয়সে বড়, তাকে সম্মান কর। তিনি ছিলেন বয়সে ছোট। তিনি চুপ করলেন। এরপর তারা দু'জন নবী ﷺ-এর সঙ্গে কথা বললেন। তখন নবী ﷺ বললেন : তোমরা পঞ্চাশজন কি শপথ করবে যা দ্বারা তোমরা তোমাদের লোকের হত্যাকারীর বিচার করার অধিকার লাভ করবে ? তারা বললেন : আমরা যখন দেখিনি, তখন আমরা কি করে শপথ করবো ? তিনি বললেন : তাহলে ইয়াহূদীদের পঞ্চাশজন কসম করে তোমাদের দাবি মিথ্যা প্রমাণ করবে। তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কাফিরদের শপথ আমরা কী করে বিশ্বাস করবো ? তখন তিনি নিজে তাদের দিয়াত আদায় করে দেন।

٤٧١٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيٰى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ سَهْلٍ الْاَنْصَارِىَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ خَرَجَا اِلٰى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِىْ حَاجَتِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ سَهْلٍ الْاَنْصَارِىُّ فَجَاءَ مُحَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَخُو الْمَقْتُوْلِ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَتّٰى اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ فَذَكَرُوا شَاْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا فَتَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ قَالُوْا كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ

بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ نَقْبَلُ اَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بُشَيْرٌ قَالَ لِىْ سَهْلُ بْنُ اَبِىْ حَثْمَةَ لَقَدْ رَكَضَتْنِىْ فَرِيْضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِىْ مِرْبَدٍ لَنَا ٭

৪৭১৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - সাহ্ল ইব্ন আবূ হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্ন সাহ্ল আনসারী এবং মুহায়্যিসা ইব্ন মাসঊদ খায়বার গমন করেন। পরে তারা উভয়ে তাদের কাজে পৃথক হয়ে যান এবং আবদুল্লাহ ইব্ন সাহ্ল আনসারী নিহত হন। এরপর মুহায়্যিসা ও আবদুর রহমান, নিহত ব্যক্তির ভাই এবং হুওয়ায়্যিসা ইব্ন মাসঊদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। আবদুর রহমান কথা বলতে উদ্যত হলে নবী ﷺ তাকে বললেন : বয়সে যে বড় তার সম্মান কর। তখন মুহায়্যিসা এবং হুওয়ায়্যিসা আবদুল্লাহ ইব্ন সাহ্লের ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা পঞ্চাশ ব্যক্তি শপথ কর এবং তোমাদের লোকের ঘাতকের বিচার লাভের অধিকার প্রমাণ কর। তারা বলেন : আমরা যখন দেখিনি এবং উপস্থিতও ছিলাম না, তখন আমরা কী করে শপথ করতে পারি? নবী ﷺ বললেন : তবে তো তারা পঞ্চাশজন শপথ করে তোমাদের অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তখন তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কাফিরদের শপথ আমরা কিভাবে মেনে নিতে পারি ? রাবী বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে দিয়াত আদায় করে দেন। সাহ্ল ইব্ন আবূ হাসমা (রা) বলেন : ঐ সকল উটের একটি আমাকে আমাদের উট রাখার স্থানে পদাঘাত করেছিল।

٤٧١٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ قَالَ وُجِدَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيْلاً فَجَاءَ اَخُوْهُ وَعَمَّاهُ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ وَهُمَا عَمَّا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكُبْرَ الْكُبْرَ قَالاَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيْلاً فِىْ قَلِيْبٍ مِنْ بَعْضِ قُلُبِ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ تَتَّهِمُوْنَ قَالُوْا نَتَّهِمُ الْيَهُوْدَ قَالَ اَفَتُقْسِمُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا اَنَّ الْيَهُوْدَ قَتَلَهُ قَالُوْا وَكَيْفَ نُقْسِمُ عَلٰى مَالَمْ نَرَ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمُ الْيَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ اَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوْهُ قَالُوْا وَكَيْفَ نَرْضَى بِاَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ "اَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ" ٭

৪৭১৭. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - সাহ্ল ইব্ন আবূ হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্ন সাহ্লকে মৃতাবস্থায় পাওয়া গেল, তখন তার ভাই এবং দুই চাচা হুওয়ায়্যিসা এবং মুহায়্যিসা, যারা আবদুল্লাহ (রা)-এরও চাচা ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। আবদুর রহমান প্রথমে কথা বলতে শুরু করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বয়সে যে বড় তাকে সম্মান কর। তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহ্লকে মৃতাবস্থায় পেয়েছি। আর তাকে হত্যা করে ইয়াহূদীদের এক কূপে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি

জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কাকে সন্দেহ কর ? তারা বললেন : ইয়াহূদীদের উপরই আমাদের সন্দেহ হয়। তিনি বললেন : তোমরা কি কসম করে বলতে পার যে, ইয়াহূদীরা তাকে হত্যা করেছে ? তারা বললেন : আমরা যখন চোখে দেখিনি তখন আমরা কিরূপে কসম করতে পারি ? তিনি বলেন : তা হলে ইয়াহূদীরা পঞ্চাশজন শপথ করে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তখন তারা বললেন : আমরা তাদের শপথ কিরূপে বিশ্বাস করবো ? কেননা তারা তো মুশরিক। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে তাদের দিয়াত আদায় করে দেন।

٤٧١٨. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ الْاَنْصَارِىَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ خَرَجَا اِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِىْ حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَاَتَى هُوَ وَاَخُوْهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ اَخِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبِّرْ كَبِّرْ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرُوْا شَانَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ اَوْ قَاتِلِكُمْ قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيَى فَزَعَمَ بُشَيْرٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ خَالَفَهُمْ سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِىُّ *

৪৭১৮. হারিস ইব্ন মিস্কীন (র) - - - - বুশায়র ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্ন সাহ্ল আনসারী এবং মুহায়্যিসা ইব্ন মাসউদ খায়বর গমন করার পর নিজ নিজ কাজের জন্য পৃথক হয়ে যান। তারপর আবদুল্লাহ ইব্ন সাহ্ল নিহত হন। মুহায়্যিসা সেখান থেকে ফিরে আসেন। এরপর তিনি, তাঁর ভাই হুওয়ায়্যিসা এবং আবদুর রহমান ইব্ন সাহ্ল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। আবদুর রহমান তাঁর ভাই হিসাবে প্রথমে কথা শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বয়সে যে বড়, তাকে সম্মান কর। তখন হুওয়ায়্যিসা এবং মুহায়্যিসা কথা বলতে শুরু করেন। তারা আবদুল্লাহ ইব্ন সাহ্লের অবস্থা বর্ণনা করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেন : তোমরা পঞ্চাশজন শপথ করে কি তোমাদের লোকের হত্যাকারীর বিচার লাভের অধিকার সাব্যস্ত করতে পারবে ? ইমাম মালিক (র) বলেন : ইয়াহ্ইয়া বলেছেন : বুশায়র মনে করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে দিয়াত আদায় করে দেন।

٤٧١٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِىُّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ اَبِىْ حَثْمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوْا اِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوْا فِيْهَا فَوَجَدُوْا اَحَدَهُمْ قَتِيْلاً فَقَالُوْا لِلَّذِيْنَ وَجَدُوْهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا قَالُوْا مَاقَتَلْنَاهُ وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً فَانْطَلَقُوْا اِلَى نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَانَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ انْطَلَقْنَا اِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا اَحَدَنَا قَتِيْلاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكُبْرَ الْكُبْرَ

فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُوْنَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ قَالُوْا مَالَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَيَحْلِفُوْنَ لَكُمْ قَالُوْا لاَنَرْضَى بِاَيْمَانِ الْيَهُوْدِ وَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبْطُلَ دَمُهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ خَالَفَهُمْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ *

৪৭১৯. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - বুশায়র ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাসমা নামক এক আনসারী তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তার গোত্রের কয়েকজন খায়বরে গমন করেন। সেখানে তারা পৃথক হয়ে যান পরে তারা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেলেন। তারা যে স্থানে নিহত ব্যক্তিকে পেলেন, সেখানকার লোকজনকে বললেন, তোমরা আমাদের লোককে হত্যা করেছ । তারা বললো : না, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং হত্যাকারীকে আমরা চিনিও না। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা খায়বার গিয়েছিলাম, সেখানে আমরা আমাদের এক ব্যক্তিকে নিহত পেয়েছি। তিনি বললেন : বয়সে বড় ব্যক্তির সম্মান কর। তিনি বললেন : তোমরা কি সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে যে, কে হত্যা করেছে ? তারা বললেন : আমাদের কোন সাক্ষী নেই। তিনি বললেন : তা হলে ইয়াহূদীরা তোমাদের সামনে শপথ করবে। তারা বললেন, আমরা ইয়াহূদীর শপথ বিশ্বাস করি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ঐ ব্যক্তির রক্ত বৃথা যাওয়া পছন্দ হলো না। কাজেই তিনি সাদকার উট থেকে একশত উট দিয়াত স্বরূপ তাদের দিয়ে দেন।

٤٧٢٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الْاَصْغَرَ اَصْبَحَ قَتِيْلاً عَلَى اَبْوَابِ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ اَدْفَعْهُ اِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمِنْ اَيْنَ اُصِيْبُ شَاهِدَيْنِ وَاِنَّمَا اَصْبَحَ قَتِيْلاً عَلَى اَبْوَابِهِمْ قَالَ فَتَحْلِفُ خَمْسِيْنَ قَسَامَةً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ اَحْلِفُ عَلَى مَالاَ اَعْلَمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِيْنَ قَسَامَةً فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمُ الْيَهُوْدُ فَقَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ وَاَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا *

৪৭২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, মুহায়্যিসার ছোট ছেলে খায়বারের লোকালয়ের সামনে নিহত হন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি হত্যাকারী সম্পর্কে দুইজন সাক্ষী পেশ কর; আমি তাকে তার রশিসহ তোমাদের নিকট সোপর্দ করবো। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি দুইজন সাক্ষী কোথা হতে আনবো ? এতো তাদের দুয়ারে মৃতাবস্থায় পতিত ছিল। তিনি বললেন : তবে তুমি পঞ্চাশবার শপথ করবে। তিনি বললেন : আমি যা জানি না, তার কসম আমি কি করে করবো ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা হলে ইয়াহূদীদের মধ্য হতে পঞ্চাশজন থেকে আমরা শপথ নিই ? তিনি বললেন : আমরা তাদের থেকে শপথ নেব, যখন তারা ইয়াহূদী ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিয়াত তাদের মধ্যে ভাগ করে দেন; আর অর্ধেক দিয়াত নিজের পক্ষ হতে দিয়ে তাদের সাহায্য করেন।[১]

১. ইয়াহূদীরা দিয়াত আদায় করতে অস্বীকার করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং দিয়ত আদায় করে দেন।

بَابُ اَلْقَوَدُ

পরিচ্ছেদ : কিসাস

٤٧٢١. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ دَمُ اَمْرِىءٍ مُسْلِمٍ اِلاَّ بِاِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِى وَالتَّارِكُ دِيْنَهُ الْمُفَارِقُ *

৪৭২১. বিশর ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়, তিনটি কারণ ব্যতীত : প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, যে ব্যক্তি বিবাহের পরও ব্যভিচার করে এবং ঐ ব্যক্তি যে দীন ইসলাম পরিত্যাগ করে মুসলিম সমষ্টি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

٤٧٢٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لاَحْمَدَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرُفِعَ الْقَاتِلُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَدَفَعَهُ اِلَى وَلِىِّ الْمَقْتُوْلِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ وَاللّٰهِ مَااَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِوَلِىِّ الْمَقْتُوْلِ اَمَا اِنَّهُ اِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ فَخَلَّى سَبِيْلَهُ قَالَ وَكَانَ مَكْتُوْفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّىَ ذَا النِّسْعَةِ *

৪৭২২. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা ও আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে এক ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে, হত্যাকারীকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আনা হয়। তিনি তাকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসের নিকট দিয়ে দেন। তখন হত্যাকারী বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্র কসম! আমি তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করিনি। তিনি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে বললেন : যদি এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয়, অতঃপর তুমি তাকে হত্যা কর, তবে তুমি জাহান্নামী হবে। তখন সেই ব্যক্তি তাকে ছেড়ে দিল। ঐ ব্যক্তি রশিতে বাঁধা ছিল, সে তার রশি টানতে টানতে চলে গেল। সেদিন হতে তাকে রশিওয়ালা ব্যক্তি বলা হতো।

٤٧٢٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ عَنْ عَوْفٍ الاَعْرَابِىِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جِىءَ بِالْقَاتِلِ الَّذِىْ قَتَلَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ بِهِ وَلِىُّ الْمَقْتُوْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَعْفُوْ قَالَ لاَ قَالَ اَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ قَالَ اَتَعْفُوْ قَالَ لاَ قَالَ اَتَاْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ اَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ اَمَا اِنَّكَ اِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَبُوْءُ بِاِثْمِكَ وَاِثْمِ صَاحِبِكَ فَعَفَا عَنْهُ فَاَرْسَلَهُ قَالَ فَرَاَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ *

৪৭২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ওয়ায়ল হায্‌রামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ঘাতক কাউকে হত্যা করেছিল, তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসা হল। নিহত ব্যক্তির অভিভাবকই তাকে উপস্থিত করলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি তাকে ক্ষমা করে দেবে ? সে বললো : না। তিনি বললেন : তাকে হত্যা করবে ? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন : যাও, তাকে হত্যা কর। সে রওয়ানা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, যদি তুমি তাকে ক্ষমা কর, তবে সে তোমার গুনাহ এবং তোমার বন্ধুর গুনাহ বহন করবে। তখন সে তাকে ক্ষমা করলো এবং তাকে ছেড়ে দিল। সে ব্যক্তি তার রশি টানতে টানতে চলে গেল।

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ فِيْهِ

আলকামা ইব্‌ন ওয়ায়লের থেকে বর্ণনাকারীদের পার্থক্য

٤٧٢٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ اَبِى جَمِيْلَةَ قَالَ حَدَّثَنِى حَمْزَةُ اَبُوْ عَمْرٍ الْعَائِذِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ جِىءَ بِالْقَاتِلِ يَقُوْدُهُ وَلِىُّ الْمَقْتُوْلِ فِى نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِوَلِىِّ الْمَقْتُوْلِ اَتَعْفُوْا قَالَ لاَ قَالَ اَتَاْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اَتَعْفُوْ قَالَ لاَ قَالَ اَتَاْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ اَمَا اِنَّكَ اِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوْءُ بِاِثْمِهِ وَاِثْمِ صَاحِبِكَ فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَاَنَا رَاَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ *

৪৭২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - হামযা আবূ 'আমর 'আইযী (র) আলকামা ইব্‌ন ওয়ায়ল হতে এবং তিনি তার পিতা ওয়ায়ল হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, যখন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস এক হত্যাকারীকে রশিতে বেঁধে টেনে আনে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি তাকে ক্ষমা করে দেবে ? সে বললো : না। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন : দিয়াত নেবে ? সে বললো : না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি তাকে হত্যা করবে ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তা হলে তাকে নিয়ে যাও। যখন সে তাকে নিয়ে চললো : তখন তিনি তাকে বললেন : তুমি তাকে ক্ষমা করে দেবে ? সে বললো : না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : দিয়াত নেবে ? সে বললো : না। আবার জিজ্ঞাসা করলেন : তাকে হত্যা করবে ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাকে নিয়ে যাও। পরে তিনি বললেন : যদি তুমি তাকে ক্ষমা কর, তবে সে তোমার পাপ এবং নিহত ব্যক্তির পাপ বহন করবে। তখন সে তাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিল। (রাবী বলেন) আমি দেখলাম, সে রশি টানতে টানতে যাচ্ছে।

٤٧٢٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ الْحَبَطِىُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ قَالَ يَحْيَى وَهُوَ اَحْسَنُ مِنْهُ *

৪৭২৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ---- জামি' ইব্ন মাতার হাবাতী আলকামা ইব্ন ওয়ায়ল (রা) থেকে এবং তিনি তার পিতা থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٧٢٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ الْحَوْضِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ هٰذَا وَأَخِيْ كَانَا فِيْ جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اعْفُ عَنْهُ فَأَبٰى وَقَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ إِنَّ هٰذَا وَأَخِيْ كَانَا فِيْ جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ اعْفُ عَنْهُ فَأَبٰى ثُمَّ قَامَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ هٰذَا وَأَخِيْ كَانَا فِيْ جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ أُرَاهُ قَالَ فَضَرَبَ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ اعْفُ عَنْهُ فَأَبٰى قَالَ اذْهَبْ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ فَخَرَجَ بِهِ حَتّٰى جَاوَزَ فَنَادَيْنَاهُ أَمَا تَسْمَعُ مَايَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَجَعَ فَقَالَ إِنْ قَتَلْتُهُ كُنْتُ مِثْلَهُ قَالَ نَعَمْ اَعْفُ عَنْهُ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حَتّٰى خَفِيَ عَلَيْنَا ●

৪৭২৬. আমর ইব্ন মানসূর (র) ---- জামি' ইব্ন মাতার 'আলকামা ইব্ন ওয়ায়ল থেকে এবং ওয়ায়ল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বসাছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি অন্য একজনকে নিয়ে আসে। সে বলে : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই ব্যক্তি এবং আমার ভাই উভয়ে কুয়ায় কাজ করতো, হঠাৎ সে কোদাল উঠিয়ে আমার ভাইয়ের মাথায় আঘাত করল এবং তাকে হত্যা করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে ক্ষমা করে দাও। সে ব্যক্তি অস্বীকার করলো এবং বলল, হে আল্লাহ্র নবী ! এই ব্যক্তি এবং আমার ভাই কুয়া খনন করছিল। হঠাৎ সে কোদাল তুলে আমার ভাইয়ের মাথায় আঘাত করল এবং হত্যা করল। তিনি বললেন : তাকে ক্ষমা কর, কিন্তু সে অস্বীকার করল, তারপর দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র নবী ! এই ব্যক্তি এবং আমার ভাই কুয়া খনন করছিল। হঠাৎ সে কোদাল তুলে আমার ভাইয়ের মাথায় আঘাত করল এবং তাকে হত্যা করল। তিনি বললেন, তাকে ক্ষমা কর। কিন্তু সে অস্বীকার করল। শেষে তিনি বললেন : যাও, যদি তুমি তাকে হত্যা কর, তবে তুমিও তার মত হবে। সে তাকে নিয়ে দূরে যাওয়ার পর আমরা চিৎকার করে বললাম : তুমি কি শুনছ না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি বলছেন ? সে ফিরে এসে বললো : যদি আমি তাকে হত্যা করি তবে কি আমিও ঐরূপ হবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাকে ক্ষমা কর। এরপর সে রশি টানতে টানতে বের হল এবং আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

٤٧٢٧. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ سِمَاكٍ ذَكَرَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُوْدُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَتَلَ هٰذَا أَخِيْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَقَتَلْتَهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

لَوْلَمْ يَعْتَرِفْ اَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ قَالَ نَعَمْ قَتَلْتُهُ قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَهُوَ نَحْتَطِبُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِى فَاَغْضَبَنِى فَضَرَبْتُ بِالْفَاْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ تُؤَدِّيْهِ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالِىْ اِلاَّ فَاْسِىْ وَكِسَائِىْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُوْنَكَ قَالَ اَنَا اَهْوَنُ عَلَى قَوْمِىْ مِنْ ذَاكَ فَرَمَى بِالنِّسْعَةِ اِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ دُوْنَكَ صَاحِبَكَ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَاَدْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوْا وَيْلَكَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَرَجَعَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حُدِّثْتُ اَنَّكَ قُلْتَ اِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وَهَلْ اَخَذْتُهُ اِلاَّ بِاَمْرِكَ فَقَالَ مَاتُرِيْدُ اَنْ يَبُوْءَ بِاِثْمِكَ وَاِثْمِ صَاحِبِكَ قَالَ بَلَى قَالَ فَاِنَّ ذَاكَ قَالَ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ *

৪৭২৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - সিমাক (র) বলেন, 'আলকামা ইব্‌ন ওয়ায়ল তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বসা ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে রশিতে বেঁধে টেনে নিয়ে আসল এবং বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই ব্যক্তি আমার ভাইকে হত্যা করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি তাকে হত্যা করেছ ? বাদী বললো, যদি সে স্বীকার না করে তা হলে আমি সাক্ষী আনবো। তখন সে ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি হত্যা করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কিভাবে হত্যা করেছ ? সে বললো, আমি এবং তার ভাই এক গাছের লাকড়ি কুড়াচ্ছিলাম। তখন সে আমাকে গালি দিল এবং আমাকে রাগিয়ে দিল। ফলে আমি তার মাথায় কুড়াল দিয়ে আঘাত করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার নিকট কি অর্থ-সম্পদ আছে, যা তুমি তোমার প্রাণের বিনিময়ে দিতে পার ? সে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার নিকট একটা কম্বল এবং কুড়াল ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি বললেন : তুমি কি মনে কর, তোমার লোক তোমাকে দিয়াতের টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেবে ? সে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার গোত্রের নিকট আমার এত মর্যাদা নেই যে, তারা আমাকে মালের বিনিময়ে ছাড়িয়ে নেবে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়ারিসের দিকে রশি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, তাকে নিয়ে যাও। যখন সে যেতে লাগলো : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি সে তাকে হত্যা করে, তবে সেও তার মত হবে। লোক গিয়ে তাকে বললো : তোমার সর্বনাশ হোক, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি সে তাকে হত্যা করে তবে সেও এইরূপ হবে। তখন সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে ফিরে আসল এবং বললো : লোক বলছে, আপনি নাকি বলেছেন : আমি তাকে হত্যা করলে আমিও তার মত হবো ? আমি তো তাকে আপনার আদেশেই নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন : তুমি কি চাও যে, সে তোমার এবং তোমার এই পাপ নিজের উপর নিয়ে যাক ? সে বললো : অবশ্যই। তিনি বললেন : তাই হবে। সে বললো : তবে তাই হোক।

٤٧٢٨. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْنُسَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ اَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ اِنِّىْ لَقَاعِدٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُوْدُ اٰخَرَ نَحْوَهُ *

৪৭২৮. যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - সিমাক ইব্ন হারব বলেন, 'আলকামা ইব্ন ওয়ায়ল তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ -এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে টেনে আনে .... অতঃপর তিনি পূর্বের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٧٢٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ سَالِمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ يَقْتُلُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِجُلَسَائِهِ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالَ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ تَرَكَهُ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حِينَ تَرَكَهُ يَذْهَبُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَشْوَعَ قَالَ وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الرَّجُلَ بِالْعَفْوِ *

৪৭২৯. মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার (র) - - - - ইসামা'ঈল ইব্ন সালিম 'আলকামা ইব্ন ওয়ায়ল থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ -এর নিকট এমন এক ব্যক্তিকে আনা হলো, যে অন্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তিনি হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসের কাছে সোপর্দ করে দিলেন যাতে সে তাকে হত্যা করে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাহাবীগণকে বললেন : নিহত ব্যক্তি এবং হত্যাকারী উভয়ে জাহান্নামে যাবে। এক ব্যক্তি ওয়ারিসকে এই সংবাদ দিল। যখন তাকে এ সংবাদ দেওয়া হলো, সে হত্যাকারীকে ছেড়ে দিল। বর্ণনাকারী বলেন : আমি দেখলাম, তাকে ছেড়ে দেয়ার পর সে রশি টানতে টানতে প্রস্থান করল। রাবী ইসমাঈল বলেন : আমি হাবীবের নিকট এই হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বললেন : আমার নিকট সাঈদ ইব্ন আশওয়া বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করার আদেশ দেন।

٤٧٣٠. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اعْفُ عَنْهُ فَأَبَى فَقَالَ خُذِ الدِّيَةَ فَأَبَى قَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ فَذَهَبَ فَلَحِقَ الرَّجُلُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَمَرَّ بِي الرَّجُلُ وَهُوَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ *

৪৭৩০. ঈসা ইব্ন ইউনুস (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার এক ঘনিষ্ঠজনের হত্যাকারীকে রাসূলুল্লাহ্ -এর নিকট নিয়ে আসল। নবী তাকে বললেন : তাকে ক্ষমা করে দাও। সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করল। তিনি বললেন : যাও তাকে হত্যা কর, আর তুমিও তার মত হবে। সে চলে গেল। এক ব্যক্তি তার সাথে মিলিত হয়ে বললো : রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন : যদি তুমি তাকে হত্যা কর তবে তুমিও তার মত হবে। একথা শুনে ঐ ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দিল। তখন সে আমার সামনে দিয়ে রশি টেনে নিয়ে চলে গেল।

٤٧٣١. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحٰقَ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ قَتَلَ أَخِي قَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ كَمَا قَتَلَ أَخَاكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ اتَّقِ اللّٰهَ وَاعْفُ عَنِّي فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأَجْرِكَ وَخَيْرٌ لَكَ وَلأَخِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَخَلَّى عَنْهُ قَالَ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لَهُ قَالَ فَأَعْنَفَهُ أَمَا إِنَّهُ كَانَ خَيْرًا مِمَّا هُوَ صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَارَبِّ سَلْ هٰذَا فِيمَ قَتَلَنِي *

৪৭৩১. হাসান ইব্‌ন ইসহাক মারওয়াযী (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ ব্যক্তি আমার ভাইকে হত্যা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যাও, তুমিও তাকে হত্যা কর, যেমন সে তোমার ভাইকে হত্যা করেছে। সেই ব্যক্তি বললো : আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমাকে ক্ষমা করে দাও, তোমার অনেক সওয়াব হবে, আর কিয়ামতের দিন তোমার এবং তোমার ভাই-এর জন্য উত্তম হবে। একথা শুনে সে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিল। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একথা জানতে পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, সে যা করেছিল, তা বর্ণনা করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে [হত্যাকারীকে] তিরস্কার করে বললেন : কিয়ামতের দিন সে অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি তোমার সাথে যা করবে, তার চেয়ে এটাই [অর্থাৎ শাস্তি গ্রহণই] তোমার পক্ষে শ্রেয় ছিল। সে বলবে, হে আল্লাহ! তাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমাকে কেন হত্যা করেছিল ?

تَأْوِيلُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ذِكْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي ذٰلِكَ

উল্লিখিত আয়াতের[১] ব্যাখ্যা এবং এ সম্পর্কে ইকরিমা থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে বর্ণনাগত পাথর্ক্য

٤٧٣٢. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ وَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلاً مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ أَدَّى مِائَةَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ *

---

১. অর্থ : আর যদি বিচার-নিষ্পত্তি কর, তবে ন্যায়বিচার করো– (৫ : ৪২)।

৪৭৩২. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন দীনার (র) - - - - সিমাক (র) ‘ইকরিমা (র) হতে এবং তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : কুরায়যা ও নযীর ইয়াহূদীদের দুটি গোত্র। এদের মধ্যে বনূ নযীর গোত্র বনূ কুরায়য়া গোত্র থেকে মর্যাদাশালী ছিল। বনূ কুরায়যার কোন ব্যক্তি বনূ নযীরের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করা হতো। কিন্তু বনূ নযীরের কোন ব্যক্তি বনূ কুরায়যার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে রক্তপণ স্বরূপ সে একশত ওসাক খেজুর আদায় করতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নবুয়তের পর বনূ নযীরের এক ব্যক্তি কুরায়যার এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। তখন বনূ কুরায়যার লোকেরা বলল : হত্যাকারীকে আমাদের হাওলা কর, আমরা তাকে হত্যা করবো। বনূ নযীরের লোকেরা বললো : তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে নবী ﷺ রয়েছেন। তারা তাঁর নিকট আসলে, তখন আয়াত নাযিল হলো : "যদি আপনি কাফিরদের মধ্যে মীমাংসা করেন, তবে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করবেন," আর ইনসাফ হলো প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ নেয়া। এরপর নাযিল হলো : "তারা কি অজ্ঞতার যুগের রেওয়াজ পছন্দ করছে ?"

٤٧٣٣. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ اَخْبَرَنِىْ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ الْاٰيَاتِ الَّتِىْ فِى الْمَائِدَةِ الَّتِىْ قَالَهَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ اِلَى الْمُقْسِطِيْنَ اِنَّمَا نَزَلَتْ فِى الدِّيَةِ بَيْنَ النَّضِيْرِ وَبَيْنَ قُرَيْظَةَ وَذٰلِكَ اَنَّ قَتْلَى النَّضِيْرِ كَانَ لَهُمْ شَرَفٌ يُوْدَوْنَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَاَنَّ بَنِىْ قُرَيْظَةَ كَانُوْا يُوْدَوْنَ نِصْفَ الدِّيَةِ فَتَحَاكَمُوْا فِىْ ذٰلِكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ذٰلِكَ فِيْهِمْ فَحَمَلَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْحَقِّ فِىْ ذٰلِكَ فَجَعَلَ الدِّيَةَ سَوَاءً *

৪৭৩৩. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ (র) - - - - দাউদ ইব্‌ন হুসায়ন ‘ইকরিমা থেকে এবং তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মায়িদার আয়াত : "তারা যদি তোমার কাছে আসে, তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি করো, অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করো। তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তবে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।আর যদি বিচার-নিষ্পত্তি কর তবে ন্যায়বিচার করো। আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।" (৫ : ৪২) বনূ নযীর এবং বনূ কুরায়যার রক্তপণের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। যেহেতু বনী নযীর গোত্র ছিল মর্যাদাশালী, তাই তাদের কোন ব্যক্তি নিহত হলে তারা পূর্ণ রক্তপণ আদায় করতো, আর যদি কুরায়যার কোন ব্যক্তি নিহত হতো তবে তারা অর্ধ রক্তপণ পেত। এরপর তারা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট মীমাংসা -প্রার্থী হয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং দিয়াত সমান করে দেন।

بَابٌ اَلْقَوَدِ بَيْنَ الْاَحْرَارِ وَالْمَمَالِيْكِ فِى النَّفْسِ

পরিচ্ছেদ : আযাদ ও দাসের মধ্যে হত্যার কিসাস

٤٧٣٤. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَّادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَالاَشْتَرُ اِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ اِلَيْكَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لاَ اِلاَّ مَاكَانَ فِىْ كِتَابِىْ هٰذَا فَاَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَاِذَا فِيْهِ الْمُؤْمِنُوْنَ تَكَافَؤُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ اَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُوْ عَهْدٍ بِعَهْدِهِ مَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ اَوْ اٰوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ *

৪৭৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - কায়স ইব্‌ন উবাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আশতার (র) আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে, জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি এমন কিছু আপনাকে বলেছেন, যা সাধারণভাবে কাউকে বলেন নি ? তিনি বললেন : না, আমার এই কাগজে যা লিখিত আছে, তা ব্যতীত আর কিছুই তিনি বলেন নি। একথা বলে তিনি তাঁর তলোয়ারের খাপ হতে লিখিত এক টুকরা কাগজ বের করেন। তাতে লেখা ছিল : মুসলমানের রক্ত সমমর্যাদাসম্পন্ন, আর তারা অমুসলমানদের ব্যাপারে একটি হাতের মত। মুসলমানদের পক্ষ হতে একজন সাধারণ লোকও কাউকে আশ্রয় দান করতে পারে যা সকলের জন্য রক্ষা করা বাধ্যতামূলক। জেনে রাখ, কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না, আর মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাকে তার প্রতিশ্রুতিতে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় হত্যা করা যাবে না। যে ব্যক্তি ধর্মে কোন প্রকার বিদ'আত প্রতিষ্ঠা করবে, এর পাপ তার উপর বর্তাবে। যদি কোন ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশতা এবং সকল লোকের অভিসম্পাত।

٤٧٣٥. اَخْبَرَنِى اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى حَسَّانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُوْنَ تَكَافَؤُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ لاَيُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُوْ عَهْدٍ فِى عَهْدِهِ *

৪৭৩৫. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : মুসলমানদের রক্ত সমমর্যাদাসম্পন্ন, অমুসলমানদের ব্যাপারে তারা একটি হাতের ন্যায়। তাদের পক্ষ হতে একজন সাধারণ মুসলিমও কাউকে আশ্রয়দানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে (যা রক্ষা করা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। জেনে রাখ, কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না, আর মুসিলম রাষ্ট্রের সাথে যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাকেও তার প্রতিশ্রুতিতে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় হত্যা করা যাবে না।

اَلْقَوَدُ مِنَ السَّيِّدِ لِلْمَوْلَى

দাসের জন্য মনিবের থেকে কিসাস

٤٧٣٦. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ هُوَ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا

هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ اَخْصَاهُ اَخْصَيْنَاهُ *

৪৭৩৬. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করলে আমরা তাকে হত্যা করবো। আর যদি কোন ব্যক্তি তার দাসের নাক-কান কেটে দেয়, আমরা তার নাক-কান কেটে দেব। যদি কোন ব্যক্তি তার দাসকে খাসি করে দেয়, তবে আমরা তাকে খাসি করে দেব।

٤٧٣٧. اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ *

৪৭৩৭. নাসর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করলে আমরা তাকে হত্যা করবো। আর যদি দাসের নাক-কান কাটে, আমরা তার নাক-কান কেটে দেব।

٤٧٣٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ *

৪৭৩৮. কুতায়বা (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কেউ তার দাসকে হত্যা করলে, আমরা তাকে হত্যা করবো, আর কেউ তার দাসের নাক কান কাটলে, আমরা তার নাক কান কেটে দেব।

قَتْلُ الْمَرْاَةِ بِالْمَرْاَةِ

নারীকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করা

٤٧٣٩. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ذٰلِكَ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَىِ امْرَاَتَيْنِ فَضَرَبَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى بِمِسْطَعٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِيْنَهَا فَقَضَى النَّبِىُّ ﷺ فِىْ جَنِيْنِهَا بِغُرَّةٍ وَاَنْ تُقْتَلَ بِهَا *

৪৭৩৯. ইউসুফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মীমাংসা কী ছিল, তিনি তা জানতে চাইলেন। তখন হামল ইব্‌ন মালিক দাঁড়িয়ে বলেন : আমি দুই নারীর বাসস্থানের মধ্যস্থলে ছিলাম। এমন সময় একজন নারী অন্যজনকে তার তাঁবুর ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করল এবং তার পেটের

সন্তানকেও হত্যা করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সন্তানের বদলে এক দাস অথবা দাসী দেওয়ার আদেশ করেন এবং নারীর পরিবর্তে ঐ নারীকে হত্যা করার আদেশ দেন।

اَلْقَوَدُ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْاَةِ

নারীর পরিবর্তে পুরুষকে হত্যা করা

٤٧٤٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ يَهُوْدِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلٰى اَوْضَاحٍ لَهَا فَاقَادَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِهَا *

৪৭৪০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহূদী একটি বালিকাকে তার রূপার অলঙ্কারের জন্য হত্যা করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ বালিকার কিসাস স্বরূপ সেই ইয়াহূদীকে হত্যার আদেশ দেন।

٤٧٤١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ يَهُوْدِيًّا اَخَذَ اَوْضَاحًا مِنْ جَارِيَةٍ ثُمَّ رَضَخَ رَاْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَاَدْرَكُوْهَا وَبِهَا رَمَقٌ فَجَعَلُوْا يَتَّبِعُوْنَ بِهَا النَّاسَ هُوَ هٰذَا هُوَ هٰذَا قَالَتْ نَعَمْ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُضِخَ رَاْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ *

৪৭৪১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহূদী এক বালিকার রূপার অলঙ্কার কেড়ে নিল এবং পরে তাকে দুইটি পাথরের মাঝে রেখে তার মাথা চূর্ণ করলো। লোকজন এসে দেখলো, তার নিঃশ্বাস তখনও অবশিষ্ট রয়েছে। লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো : তোমাকে কি ঐ ব্যক্তি মেরেছে? ঐ ব্যক্তি মেরেছে? অবশেষে ঐ ইয়াহূদীর নাম আসতেই সে বললো: হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আদেশে তার মাথা দুটি পাথরের মাঝখানে রেখে চূর্ণ করে দেওয়া হয়।

٤٧٤٢. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَانَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا اَوْضَاحٌ فَاَخَذَهَا يَهُوْدِىٌّ فَرَضَخَ رَاْسَهَا وَاَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِىِّ فَاُدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ فَاُتِىَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ قَالَتْ بِرَاْسِهَا لَا قَالَ فُلَانٌ قَالَ حَتّٰى سَمَّى الْيَهُوْدِىَّ قَالَتْ بِرَاْسِهَا نَعَمْ فَاُخِذَ فَاعْتَرَفَ فَاَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُضِخَ رَاْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ *

৪৭৪২. আলী ইব্ন হুজ্‌র (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক বালিকা রূপার অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় বের হলে এক ইয়াহূদী তাকে ধরল। তারপর তার মাথা দু'টি পাথরের মাঝে রেখে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল এবং তার শরীরের অলঙ্কার ছিনিয়ে নিয়ে গেল। লোকজন এসে তাকে এমন

অবস্থায় পেল যে, তখনও তার নিঃশ্বাস অবশিষ্ট আছে। তারা তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে গেলে তিনি বললেন : তোমাকে কে আঘাত করেছে? অমুক ব্যক্তি? সে মাথার ইশারায় বললো : না, আল্লাহ্র কসম! তিনি বললেন : অমুক ব্যক্তি? শেষ পর্যন্ত তিনি আঘাতকারী ইয়াহূদীর নাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সে তার মাথার ইশারায় বললো : হ্যাঁ। ঐ লোকটি ধৃত হলে তা সে স্বীকার করলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করলে দুই প্রস্তরের মধ্যে রেখে তার মাথা চূর্ণ করা হয়।

سُقُوْطُ الْقَوَدِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ

মুসলমান হতে কাফিরের কিসাস রহিত হওয়া

٤٧٤٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَيَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ اِلاَّ فِىْ اِحْدٰى ثَلاَثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْاِسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلَهُ فَيُقْتَلُ اَوْ يُصَلَّبُ اَوْ يُنْفٰى مِنَ الْاَرْضِ *

৪৭৪৩. আহমদ ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : তিন অবস্থার কোন একটি ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। প্রথমত বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যদি সে ব্যভিচার করে, তখন তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে; দ্বিতীয়ত ঐ ব্যক্তি, যে কোন মুসলমানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে; তৃতীয়ত ঐ ব্যক্তি যে ইসলাম হতে বের হয়ে যায় এবং পরে আল্লাহ্ তা'আলা এবং আল্লাহ্র রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাকে হত্যা করা হবে বা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা দেশান্তর করা হবে।

٤٧٤٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيْفٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جُحَيْفَةَ يَقُوْلُ سَاَلْنَا عَلِيًّا فَقُلْنَا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَىْءٌ سِوَى الْقُرْاٰنِ فَقَالَ لاَ وَالَّذِىْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَا النَّسَمَةَ اِلاَّ اَنْ يُعْطِىَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فَهْمًا فِىْ كِتَابِهِ اَوْمَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِى الصَّحِيْفَةِ قَالَ فِيْهَا الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ وَاَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ *

৪৭৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা আমরা আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনার নিকট কি কুরআন ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন অন্য বাণী রয়েছে? তিনি বললেন : না, আল্লাহ্ তা'আলার শপথ! যিনি বীজ বিদীর্ণ করে অঙ্কুর বের করে থাকেন এবং জীবন দান করেন। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে তাঁর কিতাবের যে বুঝ-সমঝ দান করেন অথবা যা এ সহীফায় রয়েছে

সেটা ভিন্ন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ঐ সহীফায় কী রয়েছে। তিনি বললেন : তাতে রয়েছে দিয়াতের আহ্‌কাম, দাসমুক্ত করার বর্ণনা এবং আরো রয়েছে, কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না।

٤٧٤٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى حَسَّانٍ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ مَا عَهِدَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَىْءٍ دُوْنَ النَّاسِ اِلاَّ فِى صَحِيْفَةٍ فِى قِرَابِ سَيْفِى فَلَمْ يَزَالُوْا بِهِ حَتّٰى اَخْرَجَ الصَّحِيْفَةَ فَاِذَا فِيْهَا الْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ لاَيُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَذُوْ عَهْدٍ فِى عَهْدِهِ *

৪৭৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - -আবূ হাস্‌সান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এমন কিছু বলেন নি যা তিনি অন্যান্য লোকের নিকট বলেন নি; তবে আমার তলোয়ারের খাপে যে লিখা রয়েছে, তা ব্যতীত। জনগণ তার পিছু ছাড়লেন না। পরে তিনি সেই লিখা বের করলেন। দেখা গেল, তাতে লিখিত রয়েছে যে, মুসলমানদের রক্ত সমমর্যাদাসম্পন্ন। একজন সাধারণ মুসলমানও কাউকে আশ্রয় দিতে পারে, মুসলিমগণ অমুসলিমদের ব্যাপারে এক হাতের ন্যায়, আর কোন মুসলমানকে কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না, আর নিজের ওয়াদার উপর স্থির কোন যিম্মীকে হত্যা করা যাবে না।

٤٧٤٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنِ الاَشْتَرِ اَنَّهُ قَالَ لِعَلِىٍّ اِنَّ النَّاسَ قَدْ تَفَشَّغَ بِهِمْ مَايَسْمَعُوْنَ فَاِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَهِدَ اِلَيْكَ عَهْدًا فَحَدِّثْنَا بِهِ قَالَ مَاعَهِدَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ اِلَى النَّاسِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ قِرَابِ سَيْفِىْ صَحِيْفَةً فَاِذَا فِيْهَا الْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَذُوْ عَهْدٍ فِى عَهْدِهِ مُخْتَصَرٌ *

৪৭৪৬. আহমদ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) - - - - মালিক আশতার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আলী (রা)-কে বললেন : মানুষ (আপনার কাছ থেকে জ্ঞান-প্রজ্ঞার) বিপুল কথা শুনে থাকে। যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে খাস কিছু বলে থাকেন, তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তখন আলী (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এমন কিছু বলেন নি, যা তিনি অন্যান্য লোককে বলেন নি। তবে আমার তলোয়ারের খাপে যা রয়েছে তা ব্যতীত। দেখা গেল, তাতে রয়েছে : মুসলমানদের রক্ত সমমর্যাদাসম্পন্ন, একজন সাধারণ মুসলমান একজন কাফিরকে আশ্রয় দিতে পারে, আর কোন মুসলমানকে কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না, আর না ঐ যিম্মীকে হত্যা করা যাবে যে তার ওয়াদার উপর স্থির রয়েছে।

تَعْظِيْمُ قَتْلِ الْمُعَاهِدِ

যিম্মীকে[১] হত্যা করা গুরুতর পাপ

٤٧٤٧. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عُيَيْنَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِىْ غَيْرِ كُنْهِهٖ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ *

৪৭৪৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যিম্মীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।

٤٧٤٨. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْاَعْرَجِ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ اَنْ يَشُمَّ رِيْحَهَا *

৪৭৪৮. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যিম্মীকে হত্যা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের সুবাস গ্রহণও হারাম করে দেবেন।

٤٧٤٩. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيْحَ الْجَنَّةِ وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ سَبْعِيْنَ عَامًا *

৪৭৪৯. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - কাসিম ইব্‌ন মুখায়মারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জনৈক সাহাবী থেকে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যিম্মীকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ সত্তর বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।

٤٧٥٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً مِنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيْحَ الْجَنَّةِ وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا *

৪৭৫০. আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দুহায়ম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

১. অমুসলিম নাগরিক।

বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যিম্মীকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে ।

سُقُوْطُ الْقَوَدِ بَيْنَ الْمَمَالِيْكِ فِيْمَا دُوْنَ النَّفْسِ

দাসদের মধ্যে যখম ও অঙ্গহানির জন্য কিসাস নেই

٤٧٥١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ غُلاَمًا لاُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ اُذُنَ غُلاَمٍ لاُنَاسٍ اَغْنِيَاءَ فَاَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا *

৪৭৫১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত যে, কয়েকজন গরীব লোকের একটি গোলাম ছিল, সে ধনীদের এক দাসের কান কেটে ফেলে। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসলে তিনি তার জন্য কিছুই সাব্যস্ত করেন নি।

اَلْقِصَاصُ فِى السِّنِّ

দাঁতের কিসাস

٤٧٥٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِالْقِصَاصِ فِى السِّنِّ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ *

৪৭৫২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - -আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁতের ব্যাপারে কিসাসের আদেশ দেন। তিনি বলেন : কিসাস হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধান।

٤٧٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ *

৪৭৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে, আমরা তাকে হত্যা করবো ; আর যে ব্যক্তি তার দাসের অঙ্গ কাটবে, আমরা তার অঙ্গ কাটবো।

٤٧٥٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ خَصٰى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ بَشَّارٍ *

৪৭৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দাসকে খাসি করবে, আমরা তাকে খাসি করে দেব এবং যে ব্যক্তি তার দাসের কোন অঙ্গ কাটবে, আমরা তার অঙ্গ কাটবো।

٤٧٥٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اُخْتَ الرُّبَيِّعِ اُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ اِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوْا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْقِصَاصَ الْقِصَاصَ فَقَالَتْ اُمُّ الرُّبَيِّعِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُقْتَصُّ مِنْ فُلاَنَةَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهَا اَبَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا اُمَّ الرُّبَيِّعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللّٰهِ قَالَتْ لاَ وَاللّٰهِ لاَيُقْتَصُّ مِنْهَا اَبَدًا فَمَا زَالَتْ حَتّٰى قَبِلُوْا الدِّيَةَ قَالَ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ *

৪৭৫৫. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রুবায়্যি'-এর বোন উম্মে হারিসা এক ব্যক্তিকে যখম করে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। তিনি বলেন : কিসাস নেয়া হবে। তখন রুবায়্যির মা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তার থেকে কী বদলা নেয়া হবে ? আল্লাহ্‌র কসম! তার থেকে কখনও বদলা নেয়া যাবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : সুব্‌হানাল্লাহ্! রুবায়্যি'-এর মা ! কিসাস নেয়া তো আল্লাহ্‌র বিধান। সে বললো : আল্লাহ্‌র শপথ! তার নিকট হতে কখনও কিসাস নেয়া যাবে না; এরূপ বলতে থাকলো। এমনকি তারা দিয়াত কবূল করে নিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তা'আলার কিছু বান্দা এমনও রয়েছে, যদি সে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে কোন শপথ করে বসে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তা শপথ সত্যে পরিণত করে দেন।

اَلْقِصَاصُ مِنَ الثَّنِيَّةِ

সামনের দাঁতের কিসাস

٤٧٥٦. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَاِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ اَنَسٌ اَنَّ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَقَضَى نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ اَخُوْهَا اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ اَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلاَنَةَ لاَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلاَنَةَ قَالَ وَكَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ سَاَلُوْا اَهْلَهَا الْعَفْوَ وَالْاَرْشَ فَلَمَّا حَلَفَ اَخُوْهَا وَهُوَ عَمُّ اَنَسٍ وَهُوَ الشَّهِيْدُ يَوْمَ اُحُدٍ رَضِىَ الْقَوْمُ بِالْعَفْوِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ *

৪৭৫৬. হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদা ও ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আনাস (রা) বলেছেন : তার ফুফু এক বালিকার দাঁত ভেঙেছিল; তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিসাসের আদেশ দেন। তার ভাই আনাস ইব্‌ন নাযর জিজ্ঞাসা করলো : অমুকের দাঁত কি ভাঙা হবে ? যিনি আপনাকে সত্য

নবী করে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ করে বলছি : কখনও তার দাঁত ভাঙা যাবে না। তারা এর পূর্বেই ঐ বালিকার ওয়ারিসদেরকে বলে রেখেছিল যে, তাকে ক্ষমা করে দাও অথবা দিয়াত নাও। যখন তার ভাই আনাস ইব্‌ন নাযরের চাচা, যিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন শপথ করলেন, তখন তার ওয়ারিসরা তাকে ক্ষমা করতে রাযী হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তা'আলার কোন কোন বান্দা এমন রয়েছে, যদি সে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে শপথ করে বসে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার শপথ সত্যে পরিণত করে দেন।

٤٧٥٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الأَرْشُ فَأَبَوْا فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَارَسُولَ اللّٰهِ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَتُكْسَرُ قَالَ يَاأَنَسُ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لأَبَرَّهُ *

৪৭৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রুবায়্যি' এক বালিকার দাঁত ভেঙে ফেললেন। তারপর তিনি তার ওয়ারিসদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু ঐ বালিকার ওয়ারিসরা ক্ষমা করতে সম্মত হলো না। পরে দিয়াত দেওয়ার প্রস্তাব করলেও তারা সম্মত হলো না। পরে তারা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি কিসাসের আদেশ দেন। তখন আনাস ইব্‌ন নাযর বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! রুবায়্যি'-এর কি দাঁত ভেঙে দেয়া হবে ? না, যিনি আপনাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ ! কখনও তার দাঁত ভাঙা যাবে না। তিনি বললেন : হে আনাস ! আল্লাহ্‌র কিতাবের মীমাংসা তো কিসাস। পরে ঐ লোকেরা সম্মত হয়ে গেল এবং ক্ষমা করে দিল। তখন নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলার কোন কোন বান্দা এমন রয়েছে, যদি সে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে কোন শপথ করে, তবে তিনি তা সত্যে পরিণত করে দেন।

اَلْقَوَدُ مِنَ الْعِضَّةِ وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ اَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

কামড় দেওয়ার কিসাস এবং এ সম্পর্কে ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা)–থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে পার্থক্য

٤٧٥٨. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ قَالَ أَنْبَأَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ قَالَ ثَنَايَاهُ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ *

৪৭৫৮. আহমদ ইব্‌ন উসমান আবূ জাওযা (র) ---- ইব্‌ন সীরীন (র) ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাতে কামড় দিল। যখন সেই ব্যক্তি তার হাত টেনে নিল, তাতে তার একটি দাঁত অথবা তিনি বলেন, কয়েকটি দাঁত পড়ে গেল। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ফরিয়াদ জানালো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তুমি আমাকে কী আদেশ দিতে বল ? তুমি এই বল যে, আমি তাকে আদেশ করি এবং সে তার হাত তোমার মুখে দিয়ে রাখুক; আর তুমি তা চিবাতে থাক, যেমন জন্তু চিবিয়ে থাকে ? যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তোমার হাত তাকে চিবাতে দাও। তারপর বের করে নাও।

٤٧٥٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً عَضَّ اٰخَرَ عَلَى ذِرَاعِهِ فَاجْتَذَبَهَا فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ اَرَدْتَ اَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ اَخِيْكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ٭

৪৭৫৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- যুরারা ইব্‌ন আওফা ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির বাহুতে কামড় দিল। সে হাত টেনে নিলে ঐ ব্যক্তির দাঁত পড়ে গেল। পরে এই মোকদ্দমা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে পেশ করা হলে তিনি দিয়াত বাতিল করে দেন এবং বলেন : তুমি জন্তুর ন্যায় নিজের ভাইয়ের মাংস চিবাতে চাও।

٤٧٦٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلاً فَعَضَّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيْهِ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَاخْتَصَمَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَعَضُّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَدِيَةَ لَهُ ٭

৪৭৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ---- যুরারা (র) ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইয়ালা এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলো এবং তাদের একজন অন্যজনের হাতে কামড় দিল। সে তার মুখ থেকে নিজের হাত টেনে নিতেই অন্যজনের দাঁত পড়ে গেল। পরে উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বিচারপ্রার্থী হয়ে আসল। তিনি বললেন : তোমাদের একেকজন তার ভাইকে কামড় দেবে আবার দিয়াতও চাইবে? তার জন্য কোন দিয়াত নেই।

٤٧٦١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ يَعْلَى قَالَ فِى الَّذِى عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَدِيَةَ لَكَ ٭

৪৭৬১. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) ---- যুরারা (র) ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়ালা বলেন, এক ব্যক্তি অন্যজনের হাতে কামড় দিলে তার দাঁত পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার জন্য কোন দিয়াত নেই।

٤٧٦٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ اَوْفٰى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَانْطَلَقَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اَرَدْتَ اَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ اَخِيْكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ فَاَبْطَلَهَا *

৪৭৬২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) - - - - যুরারা ইব্ন আওফা (র) ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির বাহু কামড়ে ধরে, ফলে তার দাঁত পড়ে যায়। সে নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তা বর্ণনা করলে তিনি বললেন : তুমি তোমার ভাইয়ের বাহু জানোয়ারের মত কামড়াতে চেয়েছিলে। তিনি তার দিয়াত বাতিল করে দিলেন।

بَابُ اَلرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ

পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করে

٤٧٦٣. اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْخَلِيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ اَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيْهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ فَرُفِعَ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَعَضُّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ فَاَبْطَلَهَا *

৪৭৬৩. মালিক ইব্ন খলীল (র) - - - - ইয়ালা ইব্ন মুন্‌ইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। সে অন্য এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে তাদের একজন অন্যজকে কামড়ে দেয়। অপর ব্যক্তি তার মুখ থেকে হাত টেনে নিলে তার দাঁত পড়ে যায়। পরে এই মোকদ্দমা নবী ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি বললেন : তোমাদের একজন নিজের ভাইকে কামড়াবে, যেমন যুবক উট কামড়ায় ? তিনি তার দিয়াত বাতিল করে দেন।

٤٧٦٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ اَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ قَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا فَاَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَاخْتَصَمَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَعَضُّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ فَاطَلَّهَا اَىْ اَبْطَلَهَا *

৪৭৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইয়ালা ইব্ন মুনইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, বনী তামীমের এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করে তার হাতে কামড় দেয়। ঐ ব্যক্তি হাত টেনে নিলে তার দাঁত পড়ে যায়। তারা এই ঝগড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে গেলে তিনি বললেন : তোমাদের একজন তার ভাইকে উটের ন্যায় দাঁত দিয়ে কামড়িয়েছে। আর তিনি তাকে দিয়াত দিতে বলেন নি।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلٰى عَطَاءٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

আতা (র) থেকে এই হাদীসের রাবীদের বর্ণনাগত পার্থক্য

٤٧٦٥. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ اَنْبَانَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمَّيْهِ سَلَمَةَ وَيَعْلَى ابْنَىْ اُمَيَّةَ قَالَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَقَاتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا مِنْ فِيْهِ فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ فَاَتَى الرَّجُلُ النَّبِىَّ ﷺ يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ فَقَالَ يَنْطَلِقُ اَحَدُكُمْ اِلَى اَخِيْهِ فَيَعَضُّهُ كَعَضِيْضِ الْفَحْلِ ثُمَّ يَاتِىْ يَطْلُبُ الْعَقْلَ لَا عَقْلَ لَهَا فَاَبْطَلَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৪৭৬৫. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - - মুহাম্মাদ (র) 'আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (র) থেকে, তিনি সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ থেকে এবং তিনি তার দুই চাচা সালামা এবং ইয়ালা ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে। তাঁরা বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে তাবুকের যুদ্ধে বের হলাম। আমাদের সাথে এক ব্যক্তি ছিল, সে এক মুসলমান ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে, সে তার হাতে কামড় দিল। ঐ ব্যক্তি তার মুখ হতে হাত টেনে নিলে তার দাঁত পড়ে গেল। তখন নবী ﷺ -এর নিকট এসে দিয়াতের জন্য আবেদন করলো। তিনি বললেন : তোমাদের এক ব্যক্তি বের হয়ে জানোয়ারের ন্যায় নিজের ভাইকে কামড়ায়, পরে সে দিয়াতের জন্য আগমন করে। সে দিয়াত পাবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিয়াত বাতিল করে দিলেন।

٤٧٦٦. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَهْدَرَهَا *

৪৭৬৬. আবদুল জব্বার ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - সুফ্‌য়ান ইব্‌ন 'আমর 'আতা থেকে তিনি ইয়ালা (রা) থেকে। এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাতে কামড় দিলে তাতে তার দাঁত পড়ে যায়। পরে সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি দিয়াত বাতিল করে দেন।

٤٧٦٧. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ مَرَّةً اُخْرٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى اَنَّهُ اُسْتَاجَرَ اَجِيْرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَخَاصَمَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَيَدَعُهَا يَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ *

৪৭৬৭. আবদুল জব্বার (র) - - - - আমর (র) ও ইব্‌ন জুরায়জ 'আতা (র) হতে, তিনি সাফওয়ান ইব্‌ন ইয়ালা

(র) হতে এবং তিনি ইয়ালা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে চাকর রাখেন, সে অন্য এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করে তার হাতে কামড় দেয়। ফলে তার দাঁত পড়ে যায়। পরে সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নালিশ করলে তিনি বললেন : ঐ ব্যক্তি তার হাত রেখে দেবে যাতে সে পশুর ন্যায় কামড়াতে পারে?

٤٧٦٨. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا فَقَاتَلَ أَجِيْرِيْ رَجُلاً فَعَضَّ الْآخَرُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَأَهْدَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ *

৪৭৬৮. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ---- ইব্ন জুরায়জ 'আতা হতে, তিনি সাফওয়ান ইব্ন ইয়ালা হতে এবং তিনি তার পিতা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে তাবুক যুদ্ধে গমন করি। সেখানে আমি একজন লোককে চাকর হিসাবে রাখি। সেখানে আমার চাকর অন্য এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে, সে তাকে দাঁত দিয়ে কামড়ায়। এতে তার দাঁত পড়ে যায়। সে ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে সকল ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি তার দিয়াত বাতিল করে দেন।

٤٧٦٩. أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ أَوْثَقَ عَمَلٍ لِيْ فِيْ نَفْسِيْ وَكَانَ لِيْ أَجِيْرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِيْ فِيْكَ تَقْضَمُهَا *

৪৭৬৯. ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র) ---- ইব্ন জুরায়জ 'আতা হতে, তিনি সাফ্ওয়ান ইব্ন ইয়ালা হতে এবং তিনি ইয়ালা ইব্ন উমাইয়া (রা) থেকে। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ -এর সাথে তাবুক যুদ্ধে শরীক হই। আমার ধারণামতে তা ছিল সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক কাজ। আমার এক চাকর ছিল, সে একজন লোকের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে একে অন্যের আঙুলে কামড় দেয়। সে ব্যক্তি আঙুল টেনে বের করলে তার দাঁত পড়ে যায়। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নালিশ করলে তিনি তার দাঁতের দিয়াত বাতিল করে দেন এবং বলেন : সে কি তোমার মুখে হাত রেখে দেবে, আর তুমি তা চিবিয়ে ফেলবে?

٤٧٧٠. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ فِيْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ بِمِثْلِ الَّذِيْ عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا دِيَةَ لَكَ *

৪৭৭০. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) ---- কাতাদা (র) 'আতা (র) হতে, তিনি ইব্ন ইয়ালা হতে এবং তিনি ইয়ালা (রা) হতে। তিনি তদ্রূপ বলেন, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এতে রয়েছে : নবী ﷺ বললেন : তোমার জন্য কোন দিয়াত নেই।

٤٧٧١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ اَنَّ اَجِيْرًا لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَضَّ اٰخَرُ ذِرَاعَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيْهِ فَرَفَعَ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ سَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَاَبْطَلَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَيَدَعُهَا فِىْ فِيْكَ تَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ *

৪৭৭১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - বুদায়ল ইব্ন মায়সারা 'আতা হতে এবং তিনি সাফ্ওয়ান ইব্ন ইয়ালা ইব্ন মুনইয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়ালা ইব্ন মুনইয়ার চাকর এক ব্যক্তির হাতে দাঁত দ্বারা কামড় দিলে, ঐ ব্যক্তি তার মুখ থেকে নিজের হাত টেনে নিল। এই ঘটনা নবী ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলো। কেননা যে কামড় দিয়েছিল তার দাঁত পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিয়াত বাতিল করে দেন এবং বলেন : সে কি তার হাত তোমার মুখে রেখে দিবে, আর তুমি তা পশুর মত চিবাতে থাকবে ?

٤٧٧٢. اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْجَوَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى اَنَّ اَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَاسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَقَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَلَمَّا اَوْجَعَهُ نَتَرَهَا فَاَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَرَفَعَ ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ اَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ فَاَبْطَلَ ثَنِيَّتَهُ *

৪৭৭২. আবূ বকর ইব্ন ইসহাক (র) - - - - সাফওয়ান ইব্ন ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে তাবুকের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি সেখানে একজন লোককে চাকর হিসাবে রাখেন। সে এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে ঐ ব্যক্তি তার হাতে কামড় দেয়। সে ব্যথা পেলে হাতে টান দিল। এভাবে সে তার দাঁত ফেলে দিল। এ ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পেশ করা হলে তিনি বলেন : তোমাদের একজন নিজের ভাইকে জন্তুর মত দংশন করবে ? এরপর তিনি তার দাঁতের দিয়াত বাতিল করে দেন।

اَلْقَوَدُ فِى الطَّعْنَةِ

খোঁচা দেওয়ার কিসাস

٤٧٧٣. اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبِيْدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْسِمُ شَيْئًا اَقْبَلَ رَجُلٌ فَاَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعُرْجُوْنٍ كَانَ مَعَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَالَ فَاسْتَقِدْ قَالَ بَلْ قَدْ عَفَوْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ *

৪৭৭৩. ওহাব ইব্‌ন বায়ান (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু বণ্টন করছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি সামনের দিক হতে এসে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তাঁর হাতের কাঠি দ্বারা খোঁচা দেন। এতে ঐ ব্যক্তি বের হয়ে যায়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এসো, প্রতিশোধ নাও। সে ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।

٤٧٧٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الرِّبَاطِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ اَنْبَانَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى يُحَدِّثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبِيْدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْسِمُ شَيْئًا اِذْ اَكَبَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَطَعَنَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعُرْجُوْنٍ كَانَ مَعَهُ فَصَاحَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَالَ فَاسْتَقِدْ قَالَ بَلْ عَفَوْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ *

৪৭৭৪. আহমদ ইব্‌ন সাঈদ রিবাতী (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু বণ্টন করছিলেন; তখন এক ব্যক্তি সামনের দিক থেকে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হস্তস্থিত কাঠি দ্বারা তাকে খোঁচা দিলে সে ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে উঠে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : এসো, প্রতিশোধ গ্রহণ কর। সে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।

اَلْقَوَدُ مِنَ اللَّطْمَةِ

চড়ের কিসাস

٤٧٧٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَنْبَانَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً وَقَعَ فِى اَبٍ كَانَ لَهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ فَجَاءَ قَوْمُهُ فَقَالُوْا لَيَلْطِمَنَّهُ كَمَا لَطَمَهُ فَلَبِسُوا السِّلَاحَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اَىُّ اَهْلِ الْاَرْضِ تَعْلَمُوْنَ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالُوْا اَنْتَ فَقَالَ اِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِّى وَاَنَا مِنْهُ لَاتَسُبُّوْا مَوْتَانَا فَتُؤْذُوْا اَحْيَاءَنَا فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِكَ اسْتَغْفِرْ لَنَا *

৪৭৭৫. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি হযরত আব্বাস (রা)-এর কোন পূর্বপুরুষকে গালি দিলে তিনি তাকে চড় মারেন। তখন তার গোত্রের লোকজন এসে বলতে লাগলো : সেও তাঁকে চড় মারবে, যেমন তিনি তাকে চড় মেরেছেন। এক পর্যায়ে তারা অস্ত্র সজ্জিত হল। এ খবর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পৌঁছলে তিনি মিম্বরে আরোহণ করে বললেন : হে লোক সকল! তোমরা কি জান বিশ্ববাসীর মধ্যে কে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক সম্মানিত ? তারা বললো : আপনি। এরপর বললেন : আমি আব্বাস হতে এবং আব্বাসও আমা হতে। তোমরা আমাদের মৃতদেরকে মন্দ বলো না। এতে আমাদের

জীবিতদের দুঃখ হয়। তখন একদল লোক আসলো। তারা একথা শুনে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা আপনার অসন্তুষ্টি হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

اَلْقَوَدُ مِنَ الْجَبْذَةِ

টানা-হেঁচড়া করার কিসাস

٤٧٧٦. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَعْنَبِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا نَقْعُدُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ فَاذَا قَامَ قُمْنَا فَقَامَ يَوْمًا وَقُمْنَا مَعَهُ حَتّٰى لَمَّا بَلَغَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ اَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ مِنْ وَرَائِهِ وَكَانَ رِدَاؤُهُ خَشِنًا فَحَمَّرَ رَقَبَتَهُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اَحْمِلْ لِىْ عَلٰى بَعِيْرَىَّ هٰذَيْنِ فَانَّكَ لاَتَحْمِلُ مِنْ مَالِكَ وَلاَمِنْ مَالِ اَبِيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لاَ اَحْمِلُ لَكَ حَتّٰى تُقِيْدَنِىْ مِمَّا جَبَذْتَ بِرَقَبَتِىْ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اُقِيْدُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اُقِيْدُكَ فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الْاَعْرَابِىِّ اَقْبَلْنَا اِلَيْهِ سِرَاعًا فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَزَمْتُ عَلٰى مَنْ سَمِعَ كَلاَمِىْ اَنْ لاَ يَبْرَحَ مَقَامَهُ حَتّٰى اٰذَنَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ يَافُلاَنُ اَحْمِلْ لَهُ عَلٰى بَعِيْرٍ شَعِيْرًا وَعَلٰى بَعِيْرٍ تَمْرًا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْصَرِفُوْا *

৪৭৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন মায়মূন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মসজিদে উপবিষ্ট থাকতাম। তিনি যখন দাঁড়াতেন আমরাও দাঁড়াতাম। একদিন তিনি দাঁড়ালে আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। যখন তিনি মসজিদের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁর চাদর ধরে তাঁর পিছন দিকে টানলো। তাঁর চাদরখানা ছিল মোটা, এতে তাঁর ঘাড় লাল হয়ে গেল। সেই ব্যক্তি বললো : হে মুহাম্মদ ! আমার এই উষ্ট্রদ্বয়কে খাদ্যদ্রব্য দ্বারা বোঝাই করে দিন। কেননা আপনি তো আপনার মাল হতে বা আপনার পিতার মাল হতে দিচ্ছেন না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : না, আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি তোমাকে কখনও দেব না, যতক্ষণ না তুমি আমার ঘাড় টানা-হেঁচড়া করার বদলা নিতে না দাও। তখন ঐ গ্রাম্য লোকটি বললো : আল্লাহ্র শপথ! আমি কখনও আপনাকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেব না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ তিনবার বললেন : আর ঐ গ্রাম্য লোকটিও বলতে থাকলো যে, আল্লাহ্র কসম! আমি এর বদলা নিতে দেব না। আমরা যখন লোকটির কথা শুনলাম, দৌড়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : যে আমার কথা শুনেছে, তাকে আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, কেউ যেন ততক্ষণ নিজ স্থান হতে না নড়ে, যতক্ষণ না আমি আদেশ দেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের একজনকে বলেন : হে অমুক! তুমি তার এক উটকে যব এবং অন্য উটকে খেজুর দ্বারা বোঝাই করে দাও। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা চলে যাও।

اَلْقِصَاصُ مِنَ السَّلاَطِيْنِ

বাদশাহদের নিকট হতে কিসাস

٤٧٧٧. اَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَسْعُوْدٍ سَعِيْدُ بْنُ اِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ فِرَاسٍ اَنَّ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ *

৪৭৭৭. মুআম্মাল ইব্‌ন হিশাম (র) - - - - আবূ ফিরাস (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) বলেছেন : আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের পক্ষ হতেও প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দিতেন।

اَلسُّلْطَانُ يُصَابُ عَلٰى يَدِهِ

বাদশাহর কাজে বাধা প্রদান

٤٧٧٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ اَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلاَجَّهُ رَجُلٌ فِىْ صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ اَبُوْ جَهْمٍ فَاَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَقَالُوا الْقَوَدُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوْا بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوْا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ هٰؤُلاَءِ اَتَوْنِىْ يُرِيْدُوْنَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوْا قَالُوْا لاَ فَهَمَّ الْمُهَاجِرُوْنَ بِهِمْ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَكُفُّوْا فَكَفُّوْا ثُمَّ دَعَاهُمْ قَالَ اَرَضِيْتُمْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاِنِّىْ خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوْا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ اَرَضِيْتُمْ قَالُوْا نَعَمْ *

৪৭৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে' (র) - - - - আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবূ জাহ্‌ম ইব্‌ন হুযায়ফাকে সাদ্‌কা আদায় করার জন্য পাঠান। এক ব্যক্তি সাদ্‌কা দেয়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে ঝগড়া করলে, আবূ জাহ্‌ম তাকে প্রহার করেন। তখন সে তার লোক নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা প্রতিশোধ চাই। তিনি বললেন : তোমরা তার বদলে এই-এই পাবে। তারা তাতে সন্তুষ্ট হলো না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (পরিমাণ আরও বাড়িয়ে) বললেন : তোমরা এই-এই পাবে। তারা তাতে রাযী হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি লোকের সামনে খুতবা দানের সময় তোমাদের রাযী হওয়ার কথা উল্লেখ করবো। তারা বললো : ঠিক আছে। পরে নবী ﷺ খুতবা দিতে গিয়ে বললেন : এই সকল লোক আমার নিকট কিসাস নিতে এসেছিল। আমি তাদের সামনে এত এত মাল পেশ করায় তারা রাযী হয়ে গেছে। তখন তারা বললো : না, আমরা রাযী হইনি। তখন মুহাজির লোকেরা তাদের প্রহার করতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

তাদেরকে থামতে বললেন। তারা থেমে গেলেন। এরপর তিনি তাদেরকে ডেকে বলেন : তোমরা কি রাযী হও নি ? তখন তারা বললো : হ্যাঁ, আমরা রাযী হলাম। তিনি বললেন : আমি লোকের মধ্যে খুতবা দেয়ার সময় তাদেরকে কি তোমাদের সন্তুষ্টির কথা জানিয়ে দেব ? তারা বললো : হ্যাঁ। এরপর তিনি ভাষণ দানকালে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা রাযী হলে তো ? তারা বললো : হ্যাঁ।

اَلْقَوَدُ بِغَيْرِ حَدِيْدَةٍ

ধারালো অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা কিসাস নেয়া

٤٧٧٩. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ يَهُوْدِيًا رَاٰى عَلٰى جَارِيَةٍ اَوْضَاحًا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَاُتِىَ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ اَقَتَلَكِ فُلاَنٌ فَاَشَارَ شُعْبَةُ بِرَاْسِهِ يَحْكِيْهَا اَنْ لاَ فَقَالَ اَقَتَلَكِ فُلاَنٌ فَاَشَارَ شُعْبَةُ بِرَاْسِهِ يَحْكِيْهَا اَنْ لاَ قَالَ اَقَتَلَكِ فُلاَنٌ فَاَشَارَ شُعْبَةُ بِرَاْسِهِ يَحْكِيْهَا اَنْ نَعَمْ فَدَعَا بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَتَلَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ *

৪৭৭৯. ইসমাঈল ইব্ন মাসঊদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহূদী এক বালিকাকে রূপার অলংকার পরিহিত অবস্থায় দেখে প্রস্তরাঘাতে তাকে হত্যা করে। পরে লোকেরা ঐ বালিকাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসে, আর তখনও তার প্রাণ অবশিষ্ট ছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমাকে কি অমুক ব্যক্তি হত্যা করেছে ? সে মাথার ইঙ্গিতে জানায়, না। পরে তিনি ঐ ইয়াহূদীর নাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন : তোমাকে কি ঐ ব্যক্তি মেরেছে ? তখন সে মাথার ইঙ্গিতে বলে : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ইয়াহূদীকে ডেকে পাঠান এবং তার মাথাকে দুটি পাথরের মধ্যে রেখে প্রস্তর আঘাতে হত্যা করেন।

٤٧٨٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً اِلٰى قَوْمٍ مِنْ خَثْعَمٍ فَاسْتَعْصَمُوْا بِالسُّجُوْدِ فَقُتِلُوْا فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ اِنِّىْ بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ لاَ تَرَاءَى نَارَاهُمَا *

৪৭৮০. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র) - - - - কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাস'আম গোত্রের দিকে একটি ছোট সেনাদল পাঠালেন। তারা সিজদার মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতে চাইল, কিন্তু তবু তাদের হত্যা করা হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের সম্পর্কে অর্ধ দিয়াতের ফয়সালা দিলেন এবং বললেন : যে মুসলিম মুশরিকদের সাথে থাকে, ঐ সকল মুসলমানের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : দেখ, মুসলমান মুশরিকদের সাথে বসবাস করতে পারে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সাবধান ! উভয় সম্প্রদায়ের রান্নার আগুন যেন পাশাপাশি দেখা না যায়।

تَاوِيْلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ -এর ব্যাখ্যা আয়াত—[১]

٤٧٨١. اَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ فِيْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيْهِمُ الدِّيَةُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثَى بِالْاُنْثَى اِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ عُفِيَ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ فَالْعَفْوُ اَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِى الْعَمْدِ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ يَقُوْلُ يَتَّبِعُ هٰذَا بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ وَيُؤَدِّى هٰذَا بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ لَيْسَ الدِّيَةَ *

৪৭৮১. হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিসাসের বিধান ছিল, কিন্তু দিয়াতের বিধান ছিল না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثَى بِالْاُنْثَى اِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ عُفِيَ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থ : "নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস ফরয করা হলো আযাদের বদলে আযাদ এবং দাসের পরিবর্তে দাস, নারীর পরিবর্তে নারী। আর যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা করা হয়, সে যেন উত্তমরূপে তার দেয় আদায় করে।" ক্ষমা করার অর্থ এই যে, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত গ্রহণ করবে, আর ক্ষমাকারীগণ আইনমত চলবে। আর হত্যাকারী উত্তমরূপে দিয়াত আদায় করবে। "এটা তোমাদের রবের পক্ষ হতে ভার লাঘব এবং রহমত।" কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর কেবল কিসাসই বিধেয় ছিল; দিয়াতের বিধান ছিল না।

٤٧٨٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ قَالَ كَانَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ فَجَعَلَهَا عَلَى هٰذِهِ الْاُمَّةِ تَخْفِيْفًا عَلَى مَا كَانَ عَلَى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ *

---

১. তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। (২ : ১৭৮)।

৪৭৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসামঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : "তোমাদের নিহত ব্যক্তিদের পরিবর্তে কিসাস ফরয করা হলো, আযাদের পরিবর্তে আযাদ এবং দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী"(২ : ১৭৮) বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিসাসের বিধান ছিল, দিয়াত বিধেয় ছিল না, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর দিয়াতের বিধান দিয়েছেন। একে আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতের উপর সহজতর করে দিয়েছেন।

اَلْاَمْرُ بِالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ

কিসাস ক্ষমা করার আদেশ

٤٧٨٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى قِصَاصٍ فَاَمَرَ فِيْهِ بِالْعَفْوِ *

৪৭৮৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কিসাসের মোকদ্দমা পেশ করা হলে, তিনি তাতে ক্ষমা প্রদর্শনের আদেশ করেন।

٤٧٨٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ وَبَهْزُ بْنُ اَسَدٍ وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَااُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ فِى شَىْءٍ فِيْهِ قِصَاصٌ اِلاَّ اَمَرَ فِيْهِ بِالْعَفْوِ *

৪৭৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কিসাসের যত মোকদ্দমা পেশা হত তার প্রত্যেকটাতেই তিনি ক্ষমা করার আদেশ দিতেন।

هَلْ يُؤْخَذُ مَنْ قَاتَلَ الْعَمْدَ الدِّيَةَ اِذَا عَفَا وَلِىُّ الْمَقْتُوْلِ عَنِ الْقَوَدِ

ইচ্ছাকৃত হত্যার পর নিহতের অভিভাবক যদি কিসাস ক্ষমা করে দেয়, তবে দিয়াত গ্রহণ করা যাবে কি না

٤٧٨٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَشْعَثَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ اَنْبَاَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِمَّا اَنْ يُقَادَ وَاِمَّا اَنْ يُفْدٰى *

৪৭৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আশআস (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি নিহত হয়, তখন তার ওয়ারিসের জন্য দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে কিসাস গ্রহণ করবে অথবা দিয়াত গ্রহণ করবে।

٤٧٨٦. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدَ قَالَ أَخْبَرَنِىْ أَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ أَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى *

৪৭৮৬. আব্বাস ইব্‌ন ওলীদ ইব্‌ন মাযইয়াদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তির কোন লোক নিহত হয়, তখন সে দুটির যে কোন একটি বেছে নিতে পারে, হয় কিসাস, না হয় দিয়াত।

٤٧٨٧. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ مُرْسَلٌ *

৪৭৮৭. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - -আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যার কোন লোক নিহত হয় (অতঃপর পূর্বের মত)। এটি মুরসাল।

عَفْوُ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ

কিসাস গ্রহণে নারীর প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন

٤٧٨٨. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْأَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُصَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ سَلَمَةَ ح وَأَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُصَيْنٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَعَلَى الْمُقْتَتِلِيْنَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً *

৪৭৮৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসের উচিত; কিসাস গ্রহণ হতে বিরত থাকা, পর্যায়ক্রমে প্রথমে একজন তারপর আরেকজন; যদিও সে নারী হয়।

بَابُ مَنْ قُتِلَ بِحَجَرٍ أَوْسَوْطٍ

পরিচ্ছেদ : প্রস্তর অথবা কোড়ার আঘাতে নিহত ব্যক্তি

٤٧٨٩. أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ

بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِى عِمِّيَا اَوْ رِمِّيَا تَكُوْنُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ اَوْ سَوْطٍ اَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَيُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ *

৪৭৮৯. হিলাল ইব্ন 'আলা ইব্ন হিলাল (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অথবা পাথর, কোড়া অথবা লাঠি ছোঁড়াছুড়ির মাঝে পড়ে নিহত হয়, তার দিয়াত হবে ভুলে হত্যার দিয়াতের মত, আর যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা হয়, তবে তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে। আর যদি কেউ এর মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তবে তার উপর আল্লাহ্‌র, ফেরেশতাদের এবং সকল লোকের লা'নত। তার ফরয বা নফল কিছুই কবূল হবে না।

٤٧٩٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِى عِمِّيَّةٍ اَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ اَوْ سَوْطٍ اَوْعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَاءِ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَيَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً *

৪৭৯০. মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অথবা পাথর, কোড়া বা লাঠি ছোঁড়াছুড়ির মাঝে পড়ে নিহত হয়, তার দিয়াত হবে ভুলে হত্যার দিয়াত। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা হয়, তবে কিসাস ওয়াজিব হবে। আর যে ব্যক্তি কিসাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ এবং সকল লোকের লা'নত। তার ফরয বা নফল কোন ইবাদতই হবে না।

كَمْ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى اَيُّوْبَ فِىْ حَدِيْثِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ فِيْهِ

ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যার দিয়াত এবং এ বিষয়ে কাসিম ইব্ন রবী'আ বর্ণিত হাদীস বর্ণনায় আইয়্যুবের শাগরিদগণের মধ্যে পার্থক্য

٤٧٩١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَتِيْلُ الْخَطَاءِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ اَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ اَرْبَعُوْنَ مِنْهَا فِىْ بُطُوْنِهَا اَوْلاَدُهَا *

৪৭৯১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - শু'বা (র) আইয়্যুব সাখতিয়ানী (র) থেকে, তিনি কাসিম ইব্ন

রবী'আ (র) থেকে এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন ভুলক্রমে হত্যার শিকার হয়, যা ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ যথা কোড়া, লাঠি ইত্যাদির আঘাতে হত্যা, তার দিয়াত একশত উট, যার চল্লিশটি গর্ভবতী হতে হবে।

٤٧٩٢. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ مُرْسَلٌ *

৪৭৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - হাম্মাদ আইয়্যূব থেকে এবং তিনি কাসিম ইব্‌ন রবীআ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণ দিতে গিয়ে অনুরূপ বর্ণনা করেন। এটি মুরসাল।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى خَالِدِ الْحَذَّاءِ

খালিদ হায্‌যা (র) থেকে বর্ণনাকারীদের পার্থক্য

٤٧٩٣. اَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ اَنْبَانَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِى الْحَذَّاءَ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَا وَاِنَّ قَتِيلَ الْخَطَاءِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ اَرْبَعُونَ فِى بُطُونِهَا اَوْلَادُهَا *

৪৭৯৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব (র) - - - - হাম্মাদ (র) খালিদ হায্‌যা (র) থেকে, তিনি কাসিম ইব্‌ন রবী'আ (র) থেকে, তিনি 'উকবা ইব্‌ন আওস (র) থেকে এবং তিনি আবদুল্লাহ (রা) থেকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শিব্‌হে আমাদ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায় হত্যায়, বেত্রাঘাত বা লাঠি ইত্যাদির আঘাতে নিহত হয়, তার দিয়াত একশত উট, যার চল্লিশটি হবে গর্ভবতী।

٤٧٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَطَبَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ اَلَا وَاِنَّ قَتِيلَ الْخَطَاءِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ فِيهَا اَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً اِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ *

৪৭৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন কামিল (র) - - - - হুশায়ম খালিদ থেকে, তিনি কাসিম ইব্‌ন রবী'আ থেকে, তিনি 'উকবা ইব্‌ন আওস থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ ভাষণে বলেন : শুনে রাখ, যে ব্যক্তি এমন ভুলক্রমে হত্যার শিকার হয়, যা ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ, যথা চাবুক, লাঠি অথবা পাথরের আঘাতে হত্যা, তার দিয়াত একশত উট, যার চল্লিশটি হবে ছয় বছর হতে নয় বছর বয়সের, বোঝা বহনের উপযুক্ত।

٤٧٩٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنِ ابْنِ اَبِى عَدِىٍّ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَوْسٍ اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اِنَّ قَتِيْلَ الْخَطَاءِ قَتِيْلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيْهِ مِائَةٌ مِنَ الاِبِلِ مُغَلَّظَةٌ اَرْبَعُوْنَ مِنْهَا فِىْ بُطُوْنِهَا اَوْلاَدُهَا *

৪৭৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন আবূ 'আদী খালিদ থেকে, তিনি কাসিম থেকে এবং তিনি 'উকবা ইব্‌ন আওস থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শুনে রাখো ! ভুলক্রমে নিহত ব্যক্তি অর্থাৎ বেত্রাঘাত, লাঠি ইত্যাদি দ্বারা নিহত ব্যক্তির দিয়াত একশত উট, যার চল্লিশটি এমন, যেগুলোর পেটে বাচ্চা থাকবে।

٤٧٩٦. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ اَلاَ وَاِنَّ كُلَّ قَتِيْلِ خَطَاءِ الْعَمْدِ اَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيْلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهَا اَوْلاَدُهَا *

৪৭৯৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - বিশ্‌র ইব্‌ন মুফায্‌যাল খালিদ হায্‌যা থেকে, তিনি কাসিম ইব্‌ন রবী'আ থেকে, তিনি ইয়া'কূব ইব্‌ন আওস থেকে এবং তিনি নবী ﷺ-এর সাহাবীদের একজন থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বলেন : শুনে রাখো, যে ব্যক্তি এমন ভুলক্রমে হত্যার শিকার হয়, যা ইচ্ছাকৃত হত্যাসদৃশ, যথা বেত্রাঘাত, কাঠ অথবা পাথর ইত্যাদির দ্বারা নিহত ব্যক্তি, তার দিয়াত একশত উট। এগুলোর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

٤٧٩٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اَوْسٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ اَلاَ وَاِنَّ قَتِيْلَ الْخَطَاءِ الْعَمْدِ قَتِيْلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهَا اَوْلاَدُهَا *

৪৭৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইয়াযীদ খালিদ থেকে, তিনি কাসিম ইব্‌ন রবী'আ থেকে এবং তিনি ইয়াকূব ইব্‌ন আওস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন সাহাবী তাঁকে বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বলেন : শুনে রাখো, ভুলক্রমে নিহত ব্যক্তি, যা ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ্য, অর্থাৎ বেত্রাঘাত বা লাঠির আঘাতে নিহত ব্যক্তির দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

٤٧٩٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ اَنْبَانَا يَزِيْدُ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اَوْسٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ اَلاَ وَاِنَّ قَتِيْلَ الْخَطَاءِ الْعَمْدِ قَتِيْلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهَا اَوْلاَدُهَا *

৪৭৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইয়াযীদ খালিদ থেকে, তিনি কাসিম ইব্‌ন রবী'আ থেকে এবং তিনি ইয়াকূব ইব্‌ন আওস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন সাহাবী তাঁকে বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি বলেন : শুনে রাখো, যে ব্যক্তি এমন ভুলক্রমে হত্যার শিকার যা ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ, অর্থাৎ বেত্রাঘাত বা লাঠির আঘাতে নিহত ব্যক্তির দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

٤٧٩٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُدْعَانَ سَمِعَهُ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ اَلَا اِنَّ قَتِيْلَ الْعَمْدِ الْخَطَاءِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهِ الْعَمْدِ فِيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً فِيْ بُطُوْنِهَا اَوْلَادُهَا *

৪৭৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা শরীফের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ তা'আলার হামদ-সানা বর্ণনা করে বলেন : সকল প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্যই, যিনি স্বীয় অঙ্গীকার সত্য করে দেখিয়েছেন এবং স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু সৈন্যকে পরাস্ত করেছেন। তোমরা শুনে রাখ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ ভুলের দরুন নিহত হয়, যথা বেত্রাঘাত অথবা কাষ্ঠাঘাতে নিহত ব্যক্তি, তার দিয়াত হল একশত উটের কঠিন দিয়াত, যার চল্লিশ উট এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

٤٨٠٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَطَاءُ شِبْهُ الْعَمْدِ يَعْنِي بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهَا اَوْلَادُهَا *

৪৮০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - কাসিম ইব্‌ন রবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শুনে রাখো, ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ ভুলে হত্যা, অর্থাৎ বেত্রাঘাত বা লাঠির আঘাতে হত্যার দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

٤٨٠١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ ثَلَاثُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُوْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَثَلَاثُوْنَ حِقَّةً وَعَشَرَةُ بَنِيْ لَبُوْنٍ ذُكُوْرٍ قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَوِّمُهَا عَلٰى اَهْلِ الْقُرٰى اَرْبَعَمِائَةِ دِيْنَارٍ اَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلٰى اَهْلِ الْاِبِلِ اِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِيْ قِيْمَتِهَا وَاِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيْمَتِهَا

عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَاكَانَ فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَابَيْنَ الْاَرْبَعِمِائَةِ دِيْنَارٍ اِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِيْنَارٍ اَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ قَالَ وَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِى الْبَقَرِ عَلَى اَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِى الشَّاةِ اَلْفَىْ شَاةٍ وَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْعَقْلَ مِيْرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيْلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ وَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْاَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوْا وَلَا يَرِثُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا اِلَّا مَافَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَاِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُوْنَ قَاتِلَهَا *

৪৮০১. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যাকে ভুলে হত্যা করা হয়, তার দিয়াত একশত উটনী যাদের ত্রিশটি এক বছর বয়সের হতে হবে, আর ত্রিশটি দুই বছর বয়সের হতে হবে, আর ত্রিশটি চার বছর বয়সের হতে হবে আর দশটি উট হবে দুই বছর বয়সের নর বাচ্চা। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নগরবাসীর ক্ষেত্রে এর মূল্য নির্ধারণ করতেন— চারশত দীনার অথবা সমমূল্যের রৌপ্য। আর তিনি উটের মালিকদের ক্ষেত্রে এর মূল্য ধার্য করতেন সেখানকার দর অনুযায়ী, অর্থাৎ যখন উটের মূল্য বৃদ্ধি পেত, তখন এর মূল্যও বৃদ্ধি পেত; আর যখন সস্তা হতো, তখন এর দামও কম হতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে ঐ সকল উটের মূল্য চারশত দীনার হতে আটশত পর্যন্ত পৌঁছতো। অথবা অনুরূপ মূল্যের রৌপ্য। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গরুর মালিকদের ক্ষেত্রে, দিয়াত ধার্য করতেন দু'শ গরু। আর ছাগলের মালিকদের ক্ষেত্রে দুই হাজার ছাগল। আর তিনি আদেশ করেছেন যে, দিয়াতের মাল নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে ফারায়েয অনুযায়ী বণ্টন করা হবে। যা যাবীল ফুরুযকে দেওয়ার পর উদ্বৃত্ত থাকবে, তা পাবে আসাবাগণ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নারীদের ক্ষেত্রে আদেশ করেছেন যে, তাদের দিয়াত বহন করবে তাদের আসাবাগণ, তা যারাই হোক তারা তাতে কোন মীরাস পাবে না। হ্যাঁ, যদি যবীল ফুরুযকে দেওয়ার পর কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তা পাবে। আর এরাই তার হত্যাকারী হতে কিসাস আদায় করবে।

ذِكْرُ اَسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَا

ভুলক্রমে হত্যার দিয়াত

٤٨٠٢. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيَةَ الْخَطَاءِ عِشْرِيْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِيْنَ ابْنَ مَخَاضٍ ذُكُوْرًا وَعِشْرِيْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِشْرِيْنَ جَذَعَةً وَعِشْرِيْنَ حِقَّةً *

৪৮০২. আলী ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন মাস্‌রূক (র) - - - - খাশ্‌ফ ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, আমি ইব্‌ন মাসঊদকে

বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভুলক্রমে হত্যার দিয়াত ধার্য করেছেন বিশটি বিনতে মাখায[১] বিশটি ইব্ন মাখায[২] বিশটি বিন্‌তে লাবূন[৩] বিশটি জাযআ[৪] এবং বিশটি হিক্কাহ্।[৫]

ذِكْرُ الدِّيَةِ مِنَ الْوَرِقِ

রূপা দ্বারা দিয়াত আদায়

٤٨٠٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هَانِىءٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ ح وَاَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِىءٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَىْ عَشَرَ اَلْفًا وَذَكَرَ قَوْلَهُ اِلاَّ اَنْ اَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مِنْ فَضْلِهِ فِى اَخْذِهِمُ الدِّيَةَ وَاللَّفْظُ لاَبِىْ دَاوُدَ *

৪৮০৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে তিনি তার দিয়াত নির্ধারিত করেন বার হাজার দিরহাম। তিনি বলেন : আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূল তাদেরকে স্বীয় দান দ্বারা দিয়াত গ্রহণের মাধ্যমে ধনবান করলেন।

٤٨٠٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرَمَةَ سَمِعْنَاهُ مَرَّةً يَقُوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى بِاثْنَىْ عَشَرَ اَلْفًا يَعْنِى فِى الدِّيَةِ *

৪৮০৪. মুহাম্মদ ইব্ন মায়মূন (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিয়াতে বার হাজার দিরহাম ধার্য করেছেন।

عَقْلُ الْمَرْاَةِ

নারীর দিয়াত

٤٨٠٥. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَقْلُ الْمَرْاَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتّٰى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا *

৪৮০৫. ঈসা ইব্ন ইউনুস (র) - - - - আমর ইব্ন শু'আয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নারীর দিয়াত নরের দিয়াতের ন্যায়; যাবৎ না এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত পর্যন্ত পৌঁছায়।

---

১. এক বছর বয়সের মাদী উট।
২. এক বছর বয়সের নর উট।
৩. দু'বছর বয়সের মাদী উট।
৪. পাঁচ বছর বয়সের মাদী উট।
৫. চার বছর বয়সের মাদী উট।

كَمْ دِيَةُ الْكَافِرِ

কাফিরের দিয়াত

٤٨٠٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَقْلُ اَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى *

৪৮০৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আমর ইব্ন শু'আয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যিম্মী কাফিরের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক আর তারা হলো ইয়াহূদী এবং নাসারা।

٤٨٠٧. أَخْبَرَنَا اَحْمَدُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ *

৪৮০৭. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাফিরের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক নির্ধারণ করেছেন।

دِيَةُ الْمُكَاتَبِ

মুকাতাব দাসের দিয়াত

٤٨٠٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلٰى قَدْرِ مَا اَدّٰى *

৪৮০৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করেছেন : মুকাতাব যদি নিহত হয়, তা হলে সে চুক্তির যতটুকু অর্থ আদায় করেছে, ততটুকুতে তার দিয়াত স্বাধীন ব্যক্তির সমান দিতে হবে।

٤٨٠٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِى الْمُكَاتَبِ اَنْ يُوْدٰى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ *

৪৮০৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

মুকাতাব দাসের দিয়াত এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, তার যতটুকু পরিমাণ মুক্ত হয়েছে, ততটুকুতে স্বাধীন ব্যক্তির দিয়াত প্রদান করতে হবে।

٤٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمُكَاتَبِ يُوْدَى بِقَدْرِ مَا اَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهٖ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِىَ دِيَةَ الْعَبْدِ *

৪৮১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুকাতাব দাসের দিয়াতে এই মীমাংসা দিয়েছেন যে, তার যতটুকু আযাদ হয়েছে, ততটুকুতে স্বাধীন ব্যক্তির দিয়াত আর যতটুকু অবশিষ্ট আছে, তাতে গোলামের দিয়াত দেওয়া হবে।

٤٨١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ النَّقَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ هَرُوْنَ قَالَ اَنْبَانَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ عَلِىٍّ وَعَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَااَدَّى وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَاعَتَقَ مِنْهُ وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَاعَتَقَ مِنْهُ *

৪৮১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন নাক্‌কাশ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : মুকাতাব ততটুকু আযাদ হবে, যতটুকু সে আদায় করেছে। তার উপর ততটুকু হদ জারি করা হবে, যতটুকু সে আযাদ হয়েছে এবং সে যতটুকু আযাদ হয়েছে, সেই অনুপাতে মীরাস পাবে।

٤٨١٢. اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَعَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ اَنْ يُوْدَى مَااَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ وَمَالاَ دِيَةَ الْمَمْلُوْكِ *

৪৮১২. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন দীনার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় এক মুকাতাব দাস নিহত হলে তিনি আদেশ দেন যে, সে যতটুকু আযাদ হয়েছে, ততটুকুর দিয়াত আযাদের মত দেওয়া হবে। আর যতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, ততটুকুর দিয়াত দাসের ন্যায় আদায় করা হবে।

بَابُ دِيَةِ جَنِيْنِ الْمَرْاَةِ

পরিচ্ছেদ : গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াত

٤٨١٣. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْنُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ

مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي وَلَدِهَا خَمْسِينَ شَاةً وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ أَرْسَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ *

৪৮১৩. ইয়া'কূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। এক নারী অন্য নারীর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করলে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। এই মোকদ্দমা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পেশ করা হলে তিনি তার সন্তানের দিয়াত পঞ্চাশটি ছাগল নির্ধারণ করেন। আর তিনি সেদিন হতে পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেন।

٤٨١٤. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتِ الْمَخْذُوفَةُ فَرُفِعَ ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ عَقْلَ وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةٍ مِنَ الْغُرِّ وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا وَهْمٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مِائَةً مِنَ الْغُرِّ وَقَدْ رُوِيَ النَّهْيُ عَنِ الْخَذْفِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ *

৪৮১৪. আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। এক নারী অন্য এক নারীর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করলে তার গর্ভস্থ বাচ্চা পড়ে যায়। এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পেশ করা হলে তিনি তার সন্তানের দিয়াত পাঁচশত ছাগল নির্ধারণ করেন এবং সে দিন হতে তিনি পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করে দেন। আবূ আবদুর রহমান বলেন, এটা বর্ণনাকারীর বিভ্রম। সম্ভবত তিনি একশত ছাগল বলতে চেয়েছেন।

٤٨١٥. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا كَهْمَسُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لاَتَخْذِفْ فَإِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ يَكْرَهُ الْخَذْفَ شَكَّ كَهْمَسُ *

৪৮১৫. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে পাথর মারতে দেখে তাকে বলেন : পাথর নিক্ষেপ করো না, কেননা নবী ﷺ পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন।

٤٨١٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ قَضَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً قَالَ طَاوُسٌ إِنَّ الْفَرَسَ غُرَّةٌ *

৪৮১৬. কুতায়বা (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) গর্ভস্থ বাচ্চার ব্যাপারে পরামর্শ করলেন, তখন হামল ইব্‌ন মালিক (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এতে একটি গুররা অর্থাৎ একটি দাস অথবা দাসী দিতে আদেশ করেছেন। তাউস (র) বলেন : গুর্‌রা অর্থ ঘোড়া।

٤٨١٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى جَنِيْنِ امْرَاَةٍ مِنْ بَنِى لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ ثُمَّ اِنَّ الْمَرْاَةَ الَّتِى قَضٰى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا وَاَنَّ الْعَقْلَ عَلٰى عَصَبَتِهَا *

৪৮১৭. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লিহইয়ান গোত্রের এক মহিলার উদরস্থ বাচ্চার ব্যাপারে আদেশ করেন, যে বাচ্চা মৃত অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল, এর বিনিময়ে এক দাস বা এক দাসী দেওয়া হবে। তিনি যে মহিলাকে তা দিতে আদেশ করেন, সে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করেন যে, তার মীরাস তার পুত্রদের এবং স্বামীকে দেওয়া হবে এবং তার দিয়াত আদায় করবে তার আত্মীয় আসাবাগণ।

٤٨١٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَاَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى بِحَجَرٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِى بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ وَلِيْدَةٌ وَقَضٰى بِدِيَةِ الْمَرْاَةِ عَلٰى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اُغْرَمُ مَنْ لَاشَرِبَ وَلَا اَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هٰذَا مِنْ اِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ اَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِى سَجَعَ *

৪৮১৮. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, হুযায়ল গোত্রের দুই নারী ঝগড়া করলে তাদের একজন অন্যজনের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে সে মারা যায় এবং তার পেটের বাচ্চাও মারা যায়। ঐ লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ফরিয়াদ করলে তিনি বলেন : বাচ্চার দিয়াত এক দাস বা দাসী, আর ঐ মহিলার দিয়াত তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়-স্বজন থেকে আদায় করে দেন। আর সেই দিয়াত পায় ঐ নারীর ছেলে, যে নারী নিহত হয়েছিল। একথা শুনে হামল ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাবিগা হুযালী (র) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি ঐ ব্যক্তির দিয়াত কেন দেব, যে না খেয়েছে, না কোন পান করেছে, না কথা বলেছে ? এই খুন তো বৃথা যাবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এই ব্যক্তি গণকদের ভাই যে ছন্দযুক্ত কথা বলে।

٤٨١٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَاتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فِى زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضٰى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ وَلِيْدَةٍ *

৪৮১৯. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সার্‌হ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে হুযায়ল গোত্রের দুই নারীর একজন অন্যজনকে পাথর মারে। এতে তার গর্ভস্থিত সন্তান পড়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্য একটি দাস অথবা দাসী দেওয়ার আদেশ জারী করেন।

٤٨٢. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِى الْجَنِيْنَ يُقْتَلُ فِى بَطْنِ اُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ وَلِيْدَةٍ فَقَالَ الَّذِى قَضٰى عَلَيْهِ كَيْفَ اُغْرَمُ مَنْ لَاشَرِبَ وَلَا اَكَلَ وَلَا اُسْتَهَلَّ وَلَا نَطَقَ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هٰذَا مِنَ الْكُهَّانِ *

৪৮২০. হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে বাচ্চাকে তার মাতৃগর্ভে হত্যা করা হয়, তার দিয়াত এক দাস বা এক দাসী দেওয়ার আদেশ করেন। তিনি যার বিরুদ্ধে এ আদেশ দেন, সে বললো, আমি কিরূপে দিয়াত দেব, অথচ সে খায় নি, পান করে নি, কথা বলে নি- এই হত্যা বৃথা যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : এই ব্যক্তি তো গণকদের অন্তর্গত।

٤٨٢١. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ وَهُوَ ابْنُ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ امْرَاَةً ضَرَبَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُوْدِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَهِىَ حُبْلٰى فَاُتِىَ فِيْهَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِى الْجَنِيْنِ غُرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا اَدِىْ مَنْ لَاطَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هٰذَا يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْاَعْرَابِ *

৪৮২১. আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী (র) - - - - মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) বলেন, এক নারী তাঁর সতীনকে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলে, আর সে নারী ছিল গর্ভবতী। এই মোকদ্দমা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পেশ করা হলে, তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়-স্বজনের থেকে দিয়াত আদায়ের ফয়সালা দেন আর বাচ্চার বদলে এক দাস অথবা দাসী দেওয়ার আদেশ দেন। সেই আত্মীয়-স্বজনেরা বললো : আমরা এই বাচ্চার দিয়াত কেন দেব, যে এখনও খায় নি, পান করে নি, না চিৎকার করেছে, না কান্নাকাটি করেছে? এরকম খুন তো বৃথা যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : বেদুঈনদের ন্যায় ছন্দপূর্ণ কথা !

صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْاَجِنَّةِ وَشِبْهُ الْعَمْدِ وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ اَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ

ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ হত্যা কাকে বলে এবং এরূপ হত্যা ও গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াত কে দেবে

٤٨٢٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُوْدِ الْفُسْطَاطِ وَهِىَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُوْلَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِىْ بَطْنِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ اَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لاَ اَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْاَعْرَابِ فَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ ٭

৪৮২২. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক নারী তার সতীনকে তাঁবুর খুঁটি দ্বারা আঘাত করলো, সে ছিল গর্ভাবস্থায় এবং সে মারা গেল। এ মামলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পেশ করা হলে তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়কে দিয়াত দিতে আদেশ করেন : আর বাচ্চার বদলে এক দাস আর দাসী দেওয়ার আদেশ দেন। তখন হত্যাকারীণীর এক আত্মীয় বললো : আমরা এই বাচ্চার বদলা কী করে দেব, যে না খেয়েছে, না পান করেছে, না ক্রন্দন করেছে ? এরকম খুনতো বাতিল গণ্য হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : বেদুঈনদের মত ছন্দপূর্ণ কথা ! তিনি তাদের উপর দিয়াত আরোপ করলেন।

٤٨٢٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى بِعَمُوْدِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَقَضٰى لِمَا فِى بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ تُغَرِّمُنِىْ مَنْ لاَاَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ سَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضٰى لِمَا فِى بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ ٭

৪৮২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) বলেন, দুই সতীনের একজন অন্যজনকে তাঁবুর খুঁটি দ্বারা হত্যা করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর দিয়াত দেওয়ার আদেশ জারি করেন; আর তার গর্ভস্থ শিশুর বদলে একটি দাস বা দাসী দিতে বলেন। আত্মীয়গণ বললো : আমরা এ বাচ্চার দিয়াত কেন দেব, যে বাচ্চা না খেয়েছে, না পান করেছে, না কান্নাকাটি করেছে, এ রকমের খুন তো বৃথা যাবে ! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এতো জাহিলী যুগের লোকদের ন্যায় ছন্দপূর্ণ কথা। তিনি গর্ভস্থ সন্তানের জন্য একজন দাস বা দাসী দেয়ার ফয়সালা দেন।

٤٨٢٤. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ

مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِىْ لِحْيَانَ ضَرَّتَهَا بِعَمُوْدِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا وَكَانَ بِالْمَقْتُوْلَةِ حَمْلٌ فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَلِمَا فِىْ بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ *

৪৮২৪. আলী ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন মাসরূক (র) - - - - মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) বলেন, বনী লিহইয়ানের এক নারী তার সতীনকে তাঁবুর খুঁটি দ্বারা আঘাত করলে সে মারা যায় আর সে ছিল গর্ভবতী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ পেশ হলে তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর দিয়াত আরোপ করেন এবং শিশুর বদলে এক দাস অথবা দাসী দেয়ার আদেশ দেন।

٤٨٢٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ امْرَاَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى بِعَمُوْدِ فُسْطَاطٍ فَاَسْقَطَتْ فَاخْتَصَمَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا كَيْفَ نَدِىْ مَنْ لَاصَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْاَعْرَابِ فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ *

৪৮২৫. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) বলেন, হুযায়ল গোত্রের এক ব্যক্তির বিবাহে দুই নারী ছিল, তাদের একজন অন্যজনকে তাঁবুর কাষ্ঠ দ্বারা আঘাত করলে তার উদরস্থ বাচ্চা পড়ে যায়। তারা উভয়ে নবী ﷺ -এর নিকট মোকদ্দমা পেশ করে। আত্মীয়রা বলে : আমরা ঐ সন্তানের দিয়াত কিরূপে আদায় করবো; যে খায়নি পান করেনি, কাঁদেনি, চীৎকার করে নি। নবী ﷺ বলেন : বেদুঈনদের মত ছন্দযুক্ত বাক্য ! তিনি ঐ নারীর হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর দিয়াত আরোপ করেন।

٤٨٢٦. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوٗدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ لَهُ امْرَاَتَانِ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى بِعَمُوْدِ الْفُسْطَاطِ فَاَسْقَطَتْ فَقِيْلَ اَرَاَيْتَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَقَالَ اَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْاَعْرَابِ فَقَضَى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ وَجُعِلَتْ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ اَرْسَلَهُ الْاَعْمَشُ *

৪৮২৬. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) বলেন, হুযায়ল গোত্রের এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী ছিল, একজন অপর নারীর উপর একটি তাঁবুর কাঠ নিক্ষেপ করলে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। তখন বলা হয় : কী বলেন, আমরা ঐ বাচ্চার পরিবর্তে দিয়াত দিব, যে খায়নি, পান করে নি, আর না কাঁদতে গিয়ে চিৎকার করেছে ? তিনি বললেন, বেদুঈনদের মত ছন্দোবদ্ধ কথা! অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ব্যাপারে এক দাস বা দাসী দেওয়ার ফয়সালা দেন। আর তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর দিয়াতের ফয়সালা দেন।

٤٨٢٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ضَرَبَتِ امْرَاَةٌ ضَرَّتَهَا بِحَجَرٍ وَهِىَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا فِى بَطْنِهَا غُرَّةً وَجَعَلَ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا فَقَالُوْا نُغْرَمُ مَنْ لَاشَرِبَ وَلَا اَكَلَ وَلَا اَسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ اَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْاَعْرَابِ هُوَ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ *

৪৮২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে' (র) - - - - ইব্‌রাহীম (র) বলেন, এক নারী তার সতীনকে তার গর্ভাবস্থায় প্রস্তরাঘাত করে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার গর্ভস্থ সন্তানের জন্য দিয়াতের ফয়সালা দেন, আর তার দিয়াত হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর সাব্যস্ত করেন। তখন তারা বললো : যে বাচ্চা পান করেনি, খায়নি এবং ক্রন্দনও করেনি, আমরা তার দিয়াত দেব ? এরূপ বাচ্চার হত্যা তো বৃথা যাবে। তিনি বললেন : বেদুঈন লোকদের ন্যায় ছন্দযুক্ত কথা ! আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তাই হবে।

٤٨٢٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ اَسْبَاطَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ امْرَاَتَانِ جَارَتَانِ كَانَ بَيْنَهُمَا صَخَبٌ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرَى بِحَجَرٍ فَاَسْقَطَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيْتًا وَمَاتَتِ الْمَرْاَةُ فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ فَقَالَ عَمُّهَا اِنَّهَا قَدْ اَسْقَطَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ فَقَالَ اَبُوْ الْقَاتِلَةِ اِنَّهُ كَاذِبٌ اِنَّهُ وَاللّٰهِ مَااَسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا اَكَلَ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا اِنَّ فِى الصَّبِىِّ غُرَّةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَتْ اِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةَ وَالْاُخْرَى اُمَّ غُطَيْفٍ *

৪৮২৮. আহমদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন হাকীম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, দুই প্রতিবেশী নারীর মধ্যে ঝগড়া হয়। তখন তাদের একজন অপরজনকে প্রস্তরাঘাত করলে সে মারা যায় এবং তার গর্ভের বাচ্চাও পড়ে যায়, যার মাথায় চুল উঠেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হত্যাকারিণীর আত্মীয়ের উপর দিয়াত সাব্যস্ত করেন। তখন তার চাচা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! বাচ্চা পড়ে গেছে যার মাথায় চুল উঠেছে। হত্যাকারিণীর পিতা বললো : এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্‌র শপথ ঐ বাচ্চা চিৎকার দেয়নি, খায়নি, পান করেনি এরূপ বাচ্চার হত্যা তো বাতিল সাব্যস্ত করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : জাহিলী যুগের গণকদের ন্যায় ছন্দোবদ্ধ কথা ! নিশ্চয় বাচ্চার পরিবর্তে এক দাস বা দাসী দিতে হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : তাদের একজনের নাম ছিল মুলায়কা আর অপরজনের নাম ছিল উম্মু গাতীফা।

٤٨٢٩. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ كَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُوْلَةً وَلَا يَحِلُّ لِمَوْلَى اَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ اِذْنِهِ *

৪৮২৯. আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম (র) - - - - জাবির (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক গোত্রের উপর দিয়াত ফরয করেছেন। আর কোন আযাদকৃত দাসের জন্য জায়েয নেই মুক্তিদাতা মনিবের অনুমতি ব্যতীত অন্য কাউকে মনিব স্থির করা।

٤٨٣٠. اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذٰلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ *

৪৮৩০. আমর ইব্ন উসমান এবং মুহাম্মদ ইব্ন মুসাফ্ফা (র) - - - - আমর ইব্ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি লোকের চিকিৎসা করে, অথচ সে চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত নয়, সে (রোগীর জন্য) দায়ী থাকবে।

٤٨٣١. اَخْبَرَنِى مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ سَوَاءً *

৪৮৩১. মাহমূদ ইব্ন খালিদ (র) - - - - আমর ইব্ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

هَلْ يُؤْخَذُ اَحَدٌ بِجَرِيْرَةِ غَيْرِهِ

একজনের অপরাধে অন্যজনকে দায়ী করা

٤٨٣٢. اَخْبَرَنِى هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبْجَرَ عَنْ اِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ اَبِى رِمْثَةَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ مَعَ اَبِىْ فَقَالَ مَنْ هٰذَا مَعَكَ قَالَ ابْنِى اَشْهَدُ بِهِ قَالَ اَمَا اِنَّكَ لاَتَجْنِى عَلَيْهِ وَلاَ يَجْنِى عَلَيْكَ *

৪৮৩২. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ রিমসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার পিতার সাথে নবী ﷺ -এর নিকট এলে তিনি বললেন : তোমার সাথে এ কে ? তিনি বললেন : আমার পুত্র, আপনি এর ব্যাপারে সাক্ষী থাকুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার অপরাধের জন্য সে দায়ী হবে না, আর না তুমি তার অপরাধের জন্য দায়ী হবে।

٤٨٣٣. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ الْيَرْبُوْعِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فِى اُنَاسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰؤُلاَءِ بَنُوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوْعٍ قَتَلُوْا فُلاَنًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ اَلاَ لاَتَجْنِى نَفْسٌ عَلَى الْاُخْرٰى *

৪৮৩৩. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - -সালাবা ইব্ন যাহ্দাম য়ারবু'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসার গোত্রের কিছু লোককে সম্বোধন করে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তখন তারা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ওই যে সালাবা ইব্ন য়ারবু এর সন্তানেরা, এরা জাহিলী যুগে অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। তখন নবী ﷺ উচ্চস্বরে বলেন : শুনে রাখ, একজনের অপরাধ অন্যজনের উপর বর্তায় না।

٤٨٣٤. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ انْتَهَى قَوْمٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰؤُلَاءِ بَنُوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوْعَ قَتَلُوْا فُلَانًا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى *

৪৮৩৪. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - সালাবা ইব্ন যাহদাম য়ারবু গোত্রের এক ব্যক্তির বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা সালাবা গোত্রের একদল লোক নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়। তখন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। এ অবস্থায় এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরা বনূ সালাবা ইব্ন য়ারবু-এর লোক, যারা নবী ﷺ -এর সাহাবীদের একজনকে হত্যা করেছে। একথা শুনে নবী ﷺ বললেন : কেউ কারোর অপরাধে অপরাধী হবে না।

٤٨٣٥. أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوْعَ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰؤُلَاءِ بَنُوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوْعَ قَتَلُوْا فُلَانًا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَاتَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى *

৪৮৩৫. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - সালাবা ইব্ন য়ারবু গোত্রের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা সালাবা গোত্রের একদল লোক নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়। তখন এক ব্যক্তি বলে : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরা বনূ সালাবা ইব্ন য়ারবু-এর লোক, যারা নবী ﷺ-এর সাহাবীদের একজনকে হত্যা করেছিল। একথা শুনে নবী ﷺ বললেন : কেউ কারো অপরাধে অপরাধী হবে না।

٤٨٣٦. أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوْعَ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَصَابُوْا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰؤُلَاءِ بَنُوْ ثَعْلَبَةَ قَتَلَتْ فُلَانًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى قَالَ شُعْبَةُ أَيْ لَايُؤْخَذُ أَحَدٌ بِأَحَدٍ وَاللّٰهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৪৮৩৬. আবূ দাউদ (র) - - - - আসওয়াদ ইব্‌ন হিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা)-এর সাক্ষাৎ পেয়ে ছিলেন। তিনি সালাবা ইব্‌ন য়ারবু গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, তাদের কিছু লোক নবী ﷺ -এর একজন সাথীকে হত্যা করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একজন সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওই যে, বনূ সালাবা, যারা অমুককে হত্যা করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : একজনের অপরাধে অন্যজন অপরাধী হবে না। শু'বা বলেন, অর্থাৎ একজনের কারণে অন্যজনকে ধরা হবে না।

٤٨٣٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ سَلِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوْعٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰؤُلاَءِ بَنُوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوْعٍ الَّذِيْنَ اَصَابُوْا فُلاَنًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَعْنِى لاَتَجْنِى نَفْسٌ عَلٰى نَفْسٍ *

৪৮৩৭. কুতায়বা (র) - - - - বনী সালাবা ইব্‌ন য়ারবু-এর এক ব্যক্তি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হই যখন তিনি কথা বলছিলেন। এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরা সালাবা ইব্‌ন য়ারবু গোত্রের লোক, যারা অমুককে হত্যা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : কোন লোক অন্যের অপরাধে অপরাধী হবে না।

٤٨٣٨. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى يَرْبُوْعٍ قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَامَ اِلَيْهِ نَاسٌ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰؤُلاَءِ بَنُوْ فُلاَنٍ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا فُلاَنًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَجْنِى نَفْسٌ عَلٰى اُخْرٰى *

৪৮৩৮. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আশআস (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সালাবা ইব্‌ন য়ারবু গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলেছেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। তখন কিছু লোক দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরা অমুক গোত্রের লোক যারা অমুককে হত্যা করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : একের অপরাধে অন্য কেউ অপরাধী হবে না।

٤٨٣٩. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ اَنْبَاَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنْبَاَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِىِّ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰؤُلاَءِ بَنُوْ ثَعْلَبَةَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا فُلاَنًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَخُذْ لَنَا بِثَأْرِنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ لاَتَجْنِى اُمٌّ عَلٰى وَلَدٍ مَرَّتَيْنِ *

৪৮৩৯. ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র) - - - - তারিক মুহারিবী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরা সালাবা গোত্রের লোক, যারা জাহিলী যুগে অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। আপনি আমাদের বদলা নিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করেন, এমনকি আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করি। তিনি বলেন : মায়ের অপরাধে পুত্র অপরাধী হবে না, তিনি এটা দু'বার বলেন।

اَلْعَيْنُ الْعَوْرَاءُ السَّادَّةُ لِمَكَانِهَا اِذَا طُمِسَتْ

দৃষ্টিহীন চোখ উপড়ে ফেললে

٤٨٤٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا اِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَفِى الْيَدِ الشَّلاَّءِ اِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَفِى السِّنِّ السَّوْدَاءِ اِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا *

৪৮৪০. আহমদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে দৃষ্টিহীন চক্ষু নিজ স্থানে রয়েছে তা যদি উপড়ে ফেলা হয়, তবে সে ব্যাপারে মীমাংসা দেন যে, তার জন্য এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে। আর যে হাত অবশ হয়ে গেছে, তা কেটে ফেললে হাতের এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে। যে দাঁত কালো হয়ে গেছে, তা উপড়ে ফেললে তার জন্য এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে।

عَقْلُ الْاَسْنَانِ

দাঁতের দিয়াত

٤٨٤١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الْاِبِلِ *

৪৮৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুআবিয়া (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক দাঁতের পরিবর্তে পাঁচ উট দিয়াত দিতে হবে।

٤٨٤٢. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَسْنَانُ سَوَاءٌ خَمْسًا خَمْسًا *

৪৮৪২. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দন্তরাজি সমমানের, প্রত্যেক দাঁতের জন্য পাঁচ-পাঁচ উট দিয়াত দিতে হবে ।

بَابُ عَقْلِ الْاَصَابِعِ

পরিচ্ছেদ : আঙ্গুলের দিয়াত

٤٨٤٣. اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فِى الْاَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ *

৪৮৪৩. আবুল আশ্‌আস (র) - - - - আবূ মূসা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশ-দশটি উট দিয়াত দিতে হবে।

٤٨٤٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْاَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرًا *

৪৮৪৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশ উট। দিয়াতের বেলায় সবগুলো সমমানের।

٤٨٤٥. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَلْخِىُّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْاَصَابِعَ سَوَاءٌ عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الْاِبِلِ *

৪৮৪৫. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফয়সালা যে, সব আঙ্গুল সমান, প্রত্যেকটির জন্য দশ উট।

٤٨٤٦. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ لَمَّا وُجِدَ الْكِتَابُ الَّذِىْ عِنْدَ اٰلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الَّذِىْ ذَكَرُوْا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ لَهُمْ وَجَدُوْا فِيْهِ وَفِيْمَا هُنَالِكَ مِنَ الْاَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا *

৪৮৪৬. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব (রা) বলেন, তিনি যখন সেই লিখিত কাগজ আমর ইব্‌ন হাযম-এর সন্তানদের নিকট পান— যে সম্পর্কে তারা বলে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের জন্য তা লিখেছেন, তাতে তিনি লেখা পান যে, প্রতিটি আঙ্গুলের দিয়াত দশটি করে উট।

٤٨٤٧. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِى الْخِنْصَرَ وَالْاِبْهَامَ *

৪৮৪৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : এইটি ও এইটি অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠা সমান-সমান।

٤٨٤٨. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ الْاِبْهَامُ وَالْخِنْصَرُ *

৪৮৪৮. নাসর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এটা এবং ওটা সমান— অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং কনিষ্ঠা।

٤٨٤٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْاَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ *

৪৮৪৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস বলেন : আঙুলের জন্য দশ-দশ উট (দিয়াত দিতে হবে)।

٤٨٥٠. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا افْتَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ فِى خُطْبَتِهِ وَفِى الْاَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ *

৪৮৫০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কা জয় করেন, তখন তিনি তাঁর ভাষণে বলেন : আঙুলের জন্য দশ-দশটি উট (দিয়াত দিতে হবে)।

٤٨٥١. اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِى خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ اِلَى الْكَعْبَةِ الْاَصَابِعُ سَوَاءٌ *

৪৮৫১. আবদুল্লাহ ইব্‌ন হায়সাম (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁর ভাষণে বলেন, যখন তিনি কা'বার সাথে হেলান দেওয়া ছিলেন : সব আঙ্গুল সমান।

اَلْمَوَاضِحُ

যে যখম হাঁড় পর্যন্ত পৌছে

٤٨٥٢. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا افْتَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ فِى خُطْبَتِهِ وَفِى الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ *

৪৮৫২. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কা জয় করেন, তিনি তাঁর ভাষণে বলেন : যে যখমে হাঁড় বেরিয়ে যায়, তাতে পাঁচ-পাঁচটি উট দিয়াত দিতে হবে।

ذِكْرُ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِى الْعُقُوْلِ وَاخْتِلَافِ النَّاقِلِيْنَ لَهُ

দিয়াত বিষয়ে আমর ইব্‌ন হাযমের হাদীস এবং এতে বর্ণনাকারীদের পার্থক্য

٤٨٥٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلَى اَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيْهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى اَهْلِ الْيَمَنِ هٰذِهِ نُسْخَتُهَا : مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ ﷺ اِلَى شُرَحْبِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِى رُعَيْنٍ وَمُعَافِرَ وَهَمْدَانَ اَمَّا بَعْدُ وَكَانَ فِى كِتَابِهِ اَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَاِنَّهُ قَوَدٌ اِلاَّ اَنْ يَرْضَى اَوْلِيَاءُ الْمَقْتُوْلِ وَاَنَّ فِى النَّفْسِ الدِّيَةِ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ وَفِى الْاَنْفِ اِذَا اُوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِى اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِى الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِى الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِى الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِى الْمَامُوْمَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِى الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِى الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْاِبِلِ وَفِى كُلِّ اُصْبَعٍ مِنْ اَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْاِبِلِ وَفِى السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْاِبِلِ وَفِى الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْاِبِلِ وَاَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْاَةِ وَعَلَى اَهْلِ الذَّهَبِ اَلْفُ دِيْنَارٍ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ *

৪৮৫৩. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামানবাসীদেরকে এক চিঠি লেখেন, যাতে ফরয, সুন্নাত এবং দিয়াত সম্বন্ধে লিখছিলেন। আর তিনি তা আমর ইব্‌ন হাযমের মাধ্যমে পাঠান। ইয়ামানবাসীদেরকে তা পড়ে শোনানো হয়। তাতে লেখা ছিল: এটা নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর পক্ষ হতে শুরাহ্‌বিল ইব্‌ন আব্‌দে কুলাল, নু'আয়ম ইব্‌ন আবদে কুলাল এবং হারিস ইব্‌ন আব্‌দে কুলালকে, যারা যী রুআয়ন, মুআফির এবং হামদানের অধিপতি, তাতে লেখা ছিল ; যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, আর সাক্ষ্য-প্রমাণে তা প্রমাণিত হবে, তার বদলা নেয়া হবে। তবে যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস ক্ষমা করে দেয়, তবে ক্ষমা হবে। তোমাদের জানা দরকার যে, প্রাণের বিনিময় হলো একশত উট, আর যদি সম্পূর্ণ নাক কাটা যায়, তবুও একশত উট। এইভাবে জিহবা, ঠোঁট, পুরুষাঙ্গ, পেট এবং হাড়েরও পূর্ণ দিয়াত রয়েছে। আর চক্ষুদ্বয়ের পূর্ণ দিয়াত [একশ উট] রয়েছে। এক পায়ের অর্ধ দিয়াত কিন্তু পদদ্বয়ের পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে। এভাবে মস্তিস্কে পৌঁছেছে এমন যখমের জন্য অর্ধ দিয়াত। যে যখম পেট পর্যন্ত পৌঁছে, তাতে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত, যে যখমে হাঁড় ভেঙে যায়, তাতে পনের উট। আর হাত পায়ের আঙুলে দশটি করে উট, আর এক দাঁতে পাঁচ উট। যে যখমে হাঁড় নড়ে যায়, তাতে পাঁচ উট। আর পুরুষকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করা হবে এবং যাদের নিকট স্বর্ণ রয়েছে, তাদের উপর এক হাজার দীনার। মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন বিলাল এতে মতভেদ করেন। [তার বর্ণনা নিম্নরূপ] :

٤٨٥٤. اَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اَرْقَمَ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلٰى اَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيْهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَ عَلٰى اَهْلِ الْيَمَنِ هٰذِهِ نُسْخَتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَفِى الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِى الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِى الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا اَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ اَرْقَمَ مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ مُرْسَلاً *

৪৮৫৪. হায়সাম ইব্‌ন মারওয়ান (র) - - - - আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামানবাসীদের নিকট একখানা পত্র লিখেন, যাতে ফরয, সুন্নাত এবং দিয়াতের কথা ছিল। তিনি আমর ইব্‌ন হাযম-এর মাধ্যমে তা পাঠান। ইয়ামানবাসীদের নিকট তাঁর এই পত্র পড়া হয়। তাতে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ আছে। তবে তাতে এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে যে, তিনি বলেছেন : এক চক্ষুতে অর্ধ দিয়াত, এক হাতে অর্ধ দিয়াত, এক পায়ে অর্ধ দিয়াত। আবূ আবদুর রহমান বলেন : ইহা সহীহ্ হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহ্ অধিক অবহিত। ইউনুস (র) যুহরী (র) হতে এটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন (যা নিম্নরূপ) :

٤٨٥٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِىْ كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِيْنَ بَعَثَهُ عَلٰى نَجْرَانَ وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فَكَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا بَيَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ وَكَتَبَ الْاٰيَاتِ مِنْهَا حَتّٰى بَلَغَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ثُمَّ كَتَبَ هٰذَا كِتَابُ الْجِرَاحِ فِى النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ نَحْوَهُ *

৪৮৫৫. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ (র) - - - - ইব্‌ন শিহাব যুহরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঐ পত্রখানা পাঠ করেছি, যা তিনি আমার ইব্‌ন হাযমের জন্য লিখেছিলেন, যখন তিনি তাকে নাজরানে প্রেরণ করেছিলেন। ঐ পত্র আবূ বকর ইব্‌ন হাযমের নিকট রয়েছে। সে বলেছিল, তাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লিখেছিলেন : এটা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বর্ণনা : হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর এর পরবর্তী কয়েক আয়াত..........ইন্নাল্লাহা সারীউল হিসাব অর্থাৎ দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী পর্যন্ত।" এরপর তিনি লেখেন এটা ফৌজদারি বিধি-বিধান : প্রাণনাশের দিয়াত একশত উট............ইত্যাদি।

٤٨٥٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ جَاءَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ حَزْمٍ بِكِتَابٍ فِىْ رُقْعَةٍ مِنْ اَدَمٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا بَيَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ فَتَلاَ مِنْهَا اٰيَاتٍ ثُمَّ قَالَ فِى النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ وَفِى الْعَيْنِ خَمْسُوْنَ وَفِى الْيَدِ خَمْسُوْنَ وَفِى الرِّجْلِ خَمْسُوْنَ وَفِى الْمَاْمُوْمَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِى الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِى الْمُنَقِّلَةِ خَمْس عَشْرَةَ فَرِيْضَةً وَفِى الْاَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِى الْاَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ وَفِى الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ *

৪৮৫৬. আহ্‌মদ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ (র) - - - - যুহরী (র) বলেন, আবূ বকর ইব্‌ন হাযম (র) আমার নিকট একটি চামড়ার পত্র নিয়ে আসেন যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে লিখিত হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল : "ইহা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে বর্ণনা : হে ঈমানদারগণ ! তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর।" এরপর কয়েকটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে। তারপর তিনি বলেন : প্রাণের বিনিময়ে একশত উট, আর চক্ষুতে পঞ্চাশ উট, হাতের বদলে পঞ্চাশ উট, পা-এর পরিবর্তে পঞ্চাশ উট, আর যে যখম হাঁড়ের মগজ পর্যন্ত পৌঁছে, তাতে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত। আর যে যখম পেটের ভিতর পৌঁছে, তাতে এক-তৃতীয়াংশ, আর যে যখমে হাঁড় স্থানচ্যুত হয়, তাতে পনর উট, আর আঙ্গুলে দশ-দশটি উট, আর দাঁতে পাঁচ উট। আর যে যখমে হাঁড় দেখা দেয়, তাতে পাঁচ উট।

٤٨٥٧. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ الْكِتَابُ الَّذِىْ كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَمْرِوبْنِ حَزْمٍ فِى الْعُقُوْلِ اِنَّ فِى النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ وَفِى الْاَنْفِ اِذَا اُوْعِىَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ وَفِى الْمَاْمُوْمَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِى الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِى الْيَدِ خَمْسُوْنَ وَفِى الْعَيْنِ خَمْسُوْنَ وَفِى الرِّجْلِ خَمْسُوْنَ وَفِى كُلِّ اِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْاِبِلِ وَفِى السِّنِّ خَمْسٌ وَفِى الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ *

৪৮৫৭. হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হায্‌ম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : দিয়াত সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমর ইব্‌ন হায্‌মের জন যে পত্র লিখেন, তাতে ছিল : প্রাণের পরিবর্তে এক শত উট, আর পূর্ণ নাকের জন্য একশত উট, আর যে যখম মগজ পর্যন্ত পৌঁছে, তাতে এক-তৃতীয়াংশ এবং যে যখম পেট পর্যন্ত পৌঁছে, তাতেও তদ্রূপ। আর হাতের জন্য পঞ্চাশ উট, চোখের জন্য পঞ্চাশ এবং পায়ের জন্য পঞ্চাশ। প্রত্যেক আঙুলের জন্য দশ উট, আর দাঁতের জন্য পাঁচ উট এবং যে যখমে হাঁড় প্রকাশ পায়, তাতে পাঁচ উট।

٤٨٥٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا

يَحْيٰى عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتٰى بَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَلْقَمَ عَيْنَهُ خُصَاصَةَ الْبَابِ فَبَصُرَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَتَوَخَّاهُ بِحَدِيْدَةٍ اَوْعُوْدٍ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ فَلَمَّا اَنْ بَصُرَ انْقَمَعَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَمَا اِنَّكَ لَوْثَبَتَّ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ *

৪৮৫৮. আমর ইব্ন মানসূর (র) ---- আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরজায় এসে ছিদ্রে চক্ষু লাগিয়ে দেখতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা দেখতে পেয়ে একখণ্ড কাঠ অথবা লোহা নিয়ে তার চোখ ফুঁড়ে দিতে ইচ্ছা করলেন। সে তা দেখে নিজের চোখ সারিয়ে নেয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি তুমি সেখানে চোখ রাখতে, তবে আমি তা ফুঁড়ে দিতাম।

٤٨٥٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِى بَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهَا رَاْسَهُ فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ اَنَّكَ تَنْظُرُنِىْ لَطَعَنْتُ بِهِ فِىْ عَيْنِكَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِذْنُ مِنْ اَجْلِ الْبَصَرِ *

৪৮৫৯. কুতায়বা (র) ---- সাহ্ল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ঘরের ছিদ্রপথে দেখছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একখণ্ড কাষ্ঠ ছিল, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাকে দেখলেন, তখন বললেন : যদি আমি জানতে পারতাম যে, তুমি আমাকে দেখছো, তবে আমি তোমার চোখে এই কাষ্ঠ ঢুকিয়ে দিতাম। অনুমতি গ্রহণের বিধান তো দেওয়া হয়েছে এজন্যই যাতে উঁকি মেরে দেখতে না হয়।

بَابُ مَنْ اقْتَصَّ وَاَخَذَ حَقَّهُ دُوْنَ السُّلْطَانِ

পরিচ্ছেদ : নিজে প্রতিশোধ গ্রহণ করা

٤٨٦٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ فِىْ بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَفَقَؤُا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ *

৪৮৬০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ----আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি কারো ঘরে তার বিনা অনুমতিতে উঁকি মারে আর ঘরের মালিক তার চোখ ফুঁড়ে দেয়, তবে সে দিয়াত এবং বদলা কিছুই পাবে না।

٤٨٦١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ امْرَاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ فَفَقَاْتَ عَيْنَهُ مَاكَانَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَقَالَ مَرَّةً اُخْرٰى جُنَاحٌ *

৪৮৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যদি কোন ব্যক্তি অনুমতি ব্যতীত তোমার দিকে উঁকি মারে আর তুমি পাথর নিক্ষেপ করে ঐ ব্যক্তির চোখ ফুটা কর, তবে তাতে তোমার কোন পাপ হবে না।

٤٨٦٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ فَاِذَا بِابْنٍ لِمَرْوَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَرَأَهُ فَلَمْ يَرْجِعْ فَضَرَبَهُ فَخَرَجَ الْغُلاَمُ يَبْكِىْ حَتّٰى اَتٰى مَرْوَانَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ مَرْوَانُ لاَبِىْ سَعِيْدٍ لِمَ ضَرَبْتَ ابْنَ اَخِيْكَ قَالَ مَاضَرَبْتُهُ اِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَةٍ فَاَرَادَ اِنْسَانٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَدْرَؤُهُ مَااسْتَطَاعَ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّهُ شَيْطَانٌ *

৪৮৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসআব (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদা তিনি নামায পড়ছিলেন, এমন সময় মারওয়ানের পুত্র তাঁর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি নিষেধ করা সত্ত্বেও সে মানলো না। তখন আবূ সাঈদ (রা) তাকে মারলেন। সে কাঁদতে কাঁদতে মারওয়ানের নিকট গেল। মারওয়ান আবূ সাঈদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি আপনার ভাইয়ের ছেলেকে কেন মারলেন ? আবূ সাঈদ (রা) বললেন : আমি তাকে মারিনি, বরং শয়তানকে মেরেছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যদি তোমাদের কারো নামায পড়ার সময় তোমাদের সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে চায়, তবে যতটুকু সম্ভব তাকে বাধা দেবে। যদি সে না মানে, তবে তার সাথে যুদ্ধ করবে; কেননা সে শয়তান।

مَاجَاءَ فِىْ كِتَابِ الْقِصَاصِ مِنَ الْمُجْتَبٰى مِمَّا لَيْسَ فِى السُّنَنِ تَاوِيْلُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا

আল্লাহ্‌র বাণী : وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا[১] এর ব্যাখ্যা

٤٨٦٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَفْظًا قَالَ اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَمَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبْزٰى اَنْ اَسْاَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَىْءٌ وَعَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ قَالَ نَزَلَتْ فِىْ اَهْلِ الشِّرْكِ *

৪৮৬৩. আবূ আবদুর রহমান (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবযা (রা) আমাকে আদেশ করলেন, আমি যেন ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট দু'টি আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করি। এক আয়াত

১. অর্থ : কেউ ইচ্ছাকৃত কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। (৪ : ৯৩)

হল : وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا "কেউ ইচ্ছাকৃত কোন মুমিনকে হত্যা করলে . . . ."। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : এই আয়াত রহিত হয়নি। আর দ্বিতীয় আয়াত হল : وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ الخ [১]। আমি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন : এই আয়াত মুশরিকদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে।

٤٨٦٤. اَخْبَرَنَا اَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ اَهْلُ الْكُوفَةِ فِى هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَرَحَلْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَزَلَتْ فِى اٰخِرِ مَاأُنْزِلَتْ وَمَا نَسَخَهَا شَىْءٌ *

৪৮৬৪. আযহার ইব্‌ন জামীল (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন : আয়াত وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا রহিত হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে কূফাবাসীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : এই আয়াতটি তো শেষদিকে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের একটি । একে কোন আয়াতই রহিত করেনি।

٤٨٦٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ بْنُ اَبِى بَزَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لاَ وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْاٰيَةَ الَّتِى فِى الْفُرْقَانِ وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ قَالَ هٰذِهِ اٰيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا اٰيَةٌ مَدَنِيَّةٌ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ *

৪৮৬৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার তাওবা কবূল হবে কি ? তিনি বললেন : না। আমি সূরা ফুরকানের وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ الخ এ আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করলাম। তিনি বললেন : এই আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। আর মদীনায় অবতীর্ণ সূরা বাকারার উপরিউক্ত আয়াত এটাকে রহিত করে দিয়েছে।

٤٨٦٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَنّٰى لَهُ التَّوْبَةُ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ يَجِىءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ اَوْدَاجُهُ دَمًا يَقُوْلُ سَلْ هٰذَا فِيمَ قَتَلَنِى ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَنْزَلَهَا وَمَا نَسَخَهَا *

১. অর্থ : যারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে . . . .তবে তারা নয়, যারা তওবা করে. . ." (২৫ : ৬৮-৭০)

৪৮৬৬. কুতায়বা (র) - - - - সালিম ইব্‌ন আবুল জা'দ (রা) বলেন, কেউ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো : যদি কেউ কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, পরে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, সোজা পথে আসে, তবে কি তার তাওবা কবূল হবে ? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন : তার তাওবা কীরূপে কবূল হবে ? আমি তোমাদের নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে ধরে আনবে, তখনও তার ধমনী হতে রক্তধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। সে বলবে : হে আল্লাহ ! একে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমাকে কেন হত্যা করেছিল ? ইব্‌ন আব্বাস বলেন : এই আদেশ আল্লাহ্ নাযিল করেছেন, তিনি তা রহিত করেন নি।

٤٨٦٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ح وَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّوْرِ *

৪৮৬৭. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কবীরা গুনাহগুলো হলো আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং মিথ্যা বলা।

٤٨٦٨. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنْبَانَا فِرَاسٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ *

৪৮৬৮. 'আবদা ইব্‌ন আবদুর রহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : কবীরা গুনাহ হলো আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।

٤٨٦٩. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْاَزْرَقُ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَزْنِى الْعَبْدُ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ *

৪৮৬৯. আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাল্লাম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন বান্দা যখন ব্যভিচার করে, তখন সে ঈমানদার অবস্থায় ব্যভিচার করে না, আর যখন সে মদ্যপান করে, তখন ঈমানদার অবস্থায় মদ্যপান করে না, মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না, আর মুমিন অবস্থায় কাউকে হত্যা করে না।

كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ

অধ্যায় : চোরের হাত কাটা

تَعْظِيْمُ السَّرِقَةِ

চুরি কঠিন পাপ

٤٨٧٠. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهَا اَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ *

৪৮৭০. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যখন কোন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না, যখন চোর চুরি করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় চুরি করে না, যখন কোন মদ্যপায়ী মদ পান করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় মদপান করে না, আর যখন কোন ডাকাত লোকচক্ষুর সামনে ডাকাতি করে, তখনও সে মুমিন অবস্থায় ডাকাতি করে না।

٤٨٧١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ ح وَاَنْبَانَا اَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ اَحْمَدُ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَيَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوْضَةٌ بَعْدُ *

৪৮৭১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও আহমদ ইব্‌ন সায়্যার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যখন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না, আর যখন চোর চুরি করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় চুরি করে না, আর যখন মদ পান করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় মদপান করে না। এরপরও তওবার সুযোগ রাখা হয়েছে।

٤٨٧٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ اَبُوْ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ اَبِى حَمْزَةَ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ اَبِى زِيَادٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَايَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَذَكَرَ رَابِعَةً فَنَسِيْتُهَا فَاِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ *

৪৮৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া মারওয়াযী আবূ আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন কোন ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না; আর কেউ মুমিন অবস্থায় চুরি করে না এবং মুমিন অবস্থায় মদপান করে না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি চতুর্থ একটি কথা বলেন, যা আমি ভুলে গিয়েছি। যখন সে এসব গুনাহে লিপ্ত হয়, তখন সে তার ঘাড় হতে ইসলামের বন্ধন খুলে ফেলে। যদি তওবা করে, তবে আল্লাহ্ তার তওবা কবূল করেন।

٤٨٧٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ ح وَاَنْبَاَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ *

৪৮৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক মুখাররামী (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সেই চোরের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত, যে একটি ডিম চুরি করে, যার বিনিময়ে তার হাত কাটা যায় এবং একটি রশি[১] চুরি করে, আর তার হাত কাটা হয়।

بَابُ امْتِحَانِ السَّارِقِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ

পরিচ্ছেদ : চুরি স্বীকার করানোর জন্য চোরকে মারা বা বন্দী করা

٤٨٧٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِى صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِى اَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحِرَازِىُّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّهُ رَفَعَ اِلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْكَلَاعِيِّيْنَ اَنَّ حَاكَةً سَرَقُوْا مَتَاعًا فَحَبَسَهُمْ اَيَّامًا ثُمَّ خَلّٰى سَبِيْلَهُمْ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا خَلَّيْتَ سَبِيْلَ هٰؤُلَاءِ بِلَا امْتِحَانٍ وَلَا ضَرْبٍ فَقَالَ النُّعْمَانُ مَاشِئْتُمْ اِنْ شِئْتُمْ اَضْرِبُهُمْ فَاِنْ اَخْرَجَ اللّٰهُ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ وَاِلَّا اَخَذْتُ مِنْ ظُهُوْرِكُمْ مِثْلَهُ قَالُوْا هٰذَا حُكْمُكَ قَالَ هٰذَا حُكْمُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلِهِ ﷺ *

---

১. এক দীনারের এক-চতুর্থাংশের কম পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা হয় না, ডিম রূপার হলে, রশি নৌকা বাঁধার মূল্যবান রশি হলে অনুরূপ পরিমাণ মালের চুরিতে হাত কাটার বিধান রয়েছে।

৪৮৭৪. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। কয়েকজন কালায়ী গোত্রের লোক তার নিকট এসে বললো : কতিপয় তাঁতী আমাদের মালপত্র চুরি করেছে। তিনি কয়েকদিন তাদেরকে বন্দি করে রেখে ছেড়ে দেন। কালায়ী লোকেরা তাঁর নিকট এসে বললো : আপনি ঐ সকল লোককে কোন প্রকার শাস্তি বা পরীক্ষা না করে ছেড়ে দিলেন ? নু'মান (রা) বললেন : তোমরা কী চাও ? তোমরা চাইলে আমি তাদের মারব। তারপর যদি তোমাদের মাল তাদের নিকট পাওয়া যায়, তবে তো ভাল, আর তা না হলে, আমি তোমাদের পিঠ থেকে তার প্রতিশোধ নেব ! তারা বললো : এটা কি আপনার আদেশ ? তিনি বললেন : এটা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ -এর হুকুম।

٤٨٧٥. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَةٍ *

৪৮৭৫. আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাল্লাম (র) - - - - বাহ্য ইব্‌ন হাকীম (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অভিযোগের ভিত্তিতে কোন কোন লোককে বন্দী করেন।

٤٨٧٦. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى سَبِيْلَهُ *

৪৮৭৬. আলী ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মাসরূক (র) - - - - বাহ্য ইব্‌ন হাকীম (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে অভিযোগের ভিত্তিতে বন্দী করে পরে তাকে ছেড়ে দেন।

تَلْقِيْنُ السَّارِقِ

চোরকে উপদেশ দান

٤٨٧٧. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِيْ ذَرٍّ عَنْ أَبِيْ أُمَيَّةَ الْمَخْزُوْمِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُتِيَ بِلِصٍّ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى قَالَ اذْهَبُوْا بِهِ فَاقْطَعُوْهُ ثُمَّ جِيْئُوْا بِهِ فَقَطَعُوْهُ ثُمَّ جَاؤُا بِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ *

৪৮৭৭. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আবূ উমায়রা মাখযূমী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর

নিকট এমন এক চোরকে উপস্থিত করা হয় যে তার অপরাধ স্বীকার করে, কিন্তু তার নিকট কোন মাল পাওয়া যায়নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি তো মনে করি না যে, তুমি চুরি করেছে। সে বললো : নিশ্চয়ই (করেছি)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এই ব্যক্তিকে নিয়ে যাও এবং তার হাত কেটে দাও, পরে আমার নিকট নিয়ে এসো। লোকেরা তাকে নিয়ে গিয়ে হাত কেটে দিল এবং আবার নিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি বল, আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তওবা করছি। সে ব্যক্তি বললো : আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তওবা করছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে আল্লাহ্ ! তাকে ক্ষমা করুন।

اَلرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَنْ سَرِقَتِهِ بَعْدَ اَنْ يَاتِىَ بِهِ الْاِمَامَ وَذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى عَطَاءٍ فِىْ حَدِيْثِ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ فِيْهِ

চোরকে বিচারকের নিকট আনার পর ক্ষমা করলে

٤٨٧٨. اَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ اَنَّ رَجُلاً سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ فَرَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ فَقَالَ اَبَا وَهْبٍ اَفَلاَ كَانَ قَبْلَ اَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ فَقَطَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৪৮৭৮. হিলাল ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর চাদর চুরি করলে তিনি চোরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলেন। তিনি তার হাত কাটার আদেশ দিলেন। তখন সাফওয়ান বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে আবূ ওয়াহাব ! আমার নিকট আনার পূর্বে তুমি কেন তাকে ক্ষমা করলে না ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত কেটে দিলেন।

٤٨٧٩. اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ مُرَقِّعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ اَنَّ رَجُلاً سَرَقَ بُرْدَةً فَرَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَلَوْلاَ كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تَاتِيَنِىْ بِهِ يَا اَبَا وَهْبٍ فَقَطَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৪৮৭৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - - - - সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর চাদর চুরি করলে তিনি চোরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত কাটার আদেশ দিলেন। সাফওয়ান বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে আবূ ওয়াহাব ! তুমি এখানে আনার পূর্বে কেন তাকে ক্ষমা করলে না ? তিনি তার হাত কেটে দিলেন।

٤٨٨٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ اَنْبَانَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى عَطَاءُ بْنُ رَبَاحٍ اَنَّ رَجُلاً سَرَقَ ثَوْبًا فَاُتِىَ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ لَهُ قَالَ فَهَلاَّ قَبْلَ الْاٰنَ *

৪৮৮০. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন নু'আয়ম (র) - - - - আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি কাপড় চুরি করে। তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আনা হলে তিনি তার হাত কাটার আদেশ দেন। তখন ঐ ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তাকে এটা দিয়ে দিলাম। তিনি বললেন : এর আগে কেন দিলে না ?

مَايَكُوْنُ حِرْزًا وَمَالاَ يَكُوْنُ

কোন মাল রক্ষিত এবং কোন মাল অরক্ষিত

٤٨٨١. اَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ هُوَا بْنُ اَبِىْ بَشِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عِكْرِمَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ اَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى ثُمَّ لَفَّ رِدَاءً لَهُ مِنْ بُرْدٍ فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَاْسِهِ فَنَامَ فَاَتَاهُ لِصٌّ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَاْسِهِ فَاَخَذَهُ فَاَتَى بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا سَرَقَ رِدَائِىْ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَسَرَقْتَ رِدَاءَ هٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبَا بِهِ فَاقْطَعَا يَدَهُ قَالَ صَفْوَانُ مَاكُنْتُ اُرِيْدُ اَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فِى رِدَائِىْ فَقَالَ لَهُ فَلَوْ مَاقَبْلَ هٰذَا خَالَفَهُ اَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ *

৪৮৮১. হিলাল ইব্ন 'আলা (র) - - - - সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি কা'বা শরীফ তওয়াফ করলেন ও সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি তাঁর চাদর ভাঁজ করে মাথার নিচে রেখে শুয়ে পড়লেন। চোর এসে চাদর টান দিলে তিনি চোরকে ধরে ফেললেন এবং তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলেন এবং বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই ব্যক্তি আমার চাদর চুরি করেছে। তিনি চোরকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি চাদর চুরি করেছ ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : একে নিয়ে যাও এবং তার হাত কেটে দাও। তখন সাফওয়ান বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার এই নিয়্যত ছিল না যে, মাত্র একটি চাদরের জন্য তার হাত কাটা যাবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমার নিকট বিচার আনার পূর্বে যদি তুমি ক্ষমা করতে, তবে হতো, এখন আর হবে না।

٤٨٨٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ خِيَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ يَعْنِى ابْنَ الْعَلاَءِ الْكُوْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ صَفْوَانُ نَائِمًا فِى الْمَسْجِدِ وَرِدَاؤُهُ تَحْتَهُ فَسُرِقَ فَقَامَ وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ فَاَدْرَكَهُ فَاَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَمَرَ

بِقَطْعِهِ قَالَ صَفْوَانُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَابَلَغَ رِدَائِىْ اَنْ يُقْطَعَ فِيْهِ رَجُلٌ قَالَ هَلاَّ كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَشْعَثُ ضَعِيْفٌ *

৪৮৮২. মুহাম্মদ ইব্ন হিশাম (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সাফওয়ান তাঁর চাদর মাথার নিচে রেখে নিদ্রা গেলেন। এক ব্যক্তি তা চুরি করলো, সাফওয়ান, উঠে দেখেন চোর তা নিয়ে উধাও হচ্ছে। তিনি দৌড় দিয়ে চোরকে ধরে ফেললেন। তারপর তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলেন। তিনি তার হাত কাটার আদেশ দিলেন। সাফওয়ান বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার চাদর এমন নয় যে, এর বিনিময়ে একজনের হাত কাটা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : একথা আগে কেন মনে করনি ?

٤٨٨٣. اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ اَسْبَاطٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ اُخْتِ صَفْوَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِى الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيْصَةٍ لِى ثَمَنُهَا ثَلاَثُوْنَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّىْ فَاُخِذَ الرَّجُلُ فَاُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَاَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اَتَقْطَعُهُ مِنْ اَجْلِ ثَلاَثِيْنَ دِرْهَمًا اَنَا اَبِيْعُهُ وَاُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا قَالَ فَهَلاَّ كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تَاْتِيَنِىْ بِهِ *

৪৮৮৩. আহমদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীম (র) - - - - সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মসজিদে আমার একটি চাদরের উপর নিদ্রিত ছিলাম, যার মূল্য ত্রিশ দিরহাম হবে। এক ব্যক্তি এসে তা উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং পরে সে ধরা পড়ে। তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি তার হাত কাটার আদেশ করলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ত্রিশ দিরহামের পরিবর্তে আপনি তার হাত কাটার আদেশ দিলেন ? আমি চাদর তার নিকট বিক্রি করছি আর এর মূল্য তার নিকট বাকি রাখছি। তিনি বললেন : আমার নিকট আনার পূর্বে তুমি কেন এরূপ করলে না ?

٤٨٨٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ اَنَّهُ سُرِقَتْ خَمِيْصَتُهُ مِنْ تَحْتِ رَاْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِىْ مَسْجِدِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَخَذَ اللِّصَّ فَجَاءَ بِهِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ اَتَقْطَعُهُ قَالَ فَهَلاَّ قَبْلَ اَنْ تَاْتِيَنِىْ بِهِ تَرَكْتَهُ *

৪৮৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহীম (র) - - - - সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর একখানা চাদর মাথার নিচ হতে চুরি হয়ে গেল। তিনি মসজিদে নববীতে নিদ্রিত ছিলেন। তিনি চোরকে ধরে ফেললেন। তারপর তাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি তার হাত কাটার আদেশ করলেন। তখন সাফওয়ান বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি তার হাত কাটবেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তবে তুমি আমার কাছে আনার আগে তাকে ছেড়ে দিলে না কেন ?

٤٨٨٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَافُوا الْحُدُوْدَ قَبْلَ اَنْ تَأْتُوْنِيْ بِهِ فَمَا اَتَانِيْ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ *

৪৮৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাশিম (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন অপরাধীকে আমার নিকট আনার পূর্বে ক্ষমা করে দেবে। যখন আমার নিকট কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তখন শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়।

٤٨٨٦. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَعَافُوا الْحُدُوْدَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِيْ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ *

৪৮৮৬. হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ (বিচারকের নিকট আসার পূর্বে) নিজেদের মধ্যে ক্ষমা করে দেবে। কেননা কোন বিচার আমার নিকট এলে শাস্তি অবধারিত হয়।

٤٨٨٧. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ امْرَاَةً مَخْزُوْمِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا *

৪৮৮৭. মাহমুদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, মাখযূম গোত্রের এক নারী লোকদের থেকে ধারে মালপত্র নিত, পরে সে অস্বীকার করতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত কাটার আদেশ দেন।

٤٨٨٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ امْرَاَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ مَتَاعًا عَلَى اَلْسِنَةِ جَارَاتِهَا وَتَجْحَدُهُ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا *

৪৮৮৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মাখযূম গোত্রের এক মহিলা তার পড়শী মহিলাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে জিনিসপত্র ধার নিত। পরে সে তা অস্বীকার করতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কারণে তার হাত কাটার আদেশ দেন।

٤٨٨٩. اَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْبِيُّ اَبُوْ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ امْرَاَةً

كَانَتْ تَسْتَعِيْرُ الْحُلِيَّ لِلنَّاسِ ثُمَّ تُمْسِكُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِتَتُبْ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتَرُدَّ مَاتَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُمْ يَابِلَالُ فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا *

৪৮৮৯. উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক নারী লোকদের থেকে অলঙ্কার ধার করতো এবং নিজের কাছে রেখে দিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এই নারীর উচিত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর নিকট তওবা করা। এরপর তিনি বললেন : হে বিলাল ! ওঠো এবং এই মহিলার হাত ধরে কেটে ফেল।

٤٨٩. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيْلِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيْرُ الْحُلِيَّ فِى زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذٰلِكَ حُلِيًّا فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ اَمْسَكَتْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِتَتُبْ هٰذِهِ الْمَرْاَةُ وَتُؤَدِّىْ مَاعِنْدَهَا مِرَارًا فَلَمْ تَفْعَلْ فَاَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ *

৪৮৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খলীল (র) - - - - নাফি' (র) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় এক নারী অলঙ্কার ধার করত। একবার সে একটি অলংকার ধার করল। তারপর সেটি রেখে দিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এই মহিলা তওবা করুক এবং তার নিকট যা আছে তা তাকে ফেরৎ দিক। তিনি কয়েকবার এরূপ বললেন কিন্তু সেই মহিলা তা মান্য না করায় তিনি তার হাত কাটার আদেশ দেন।

٤٨٩١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ بَنِى مَخْزُوْمٍ سَرَقَتْ فَاُتِىَ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ فَعَاذَتْ بِاُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا *

৪৮৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'দান ইব্‌ন ঈসা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, মাখযূম গোত্রের এক নারী চুরি করলে তাকে নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত করা হল। সে উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট আশ্রয় নিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমা হত, তবুও তার হাত কাটার আদেশ দিতাম। সুতরাং তার হাত কাটা হল।

٤٨٩٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَمْرَاَةً مِنْ بَنِى مَخْزُوْمٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلٰى لِسَانِ اُنَاسٍ فَجَحَدَتْهَا فَاَمَرَ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ فَقُطِعَتْ *

৪৮৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত, মাখযূম গোত্রের এক নারী লোকের মারফত ধারে অলঙ্কার এনে নিজের কাছে রেখে দিল এবং অস্বীকার করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত কাটার আদেশ দেন।

٤٨٩٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِى عَاصِمٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَهُ نَحْوَهُ *

৪৮৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

ذِكْرُ اِخْتِلاَفِ اَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ الزُّهْرِىِّ فِى الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ

মাখযূমী নারীর হাদীসে যুহরী (র) হতে বর্ণনাকারীদের মধ্যে বর্ণনাগত পার্থক্য

٤٨٩٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَتْ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ مَتَاعًا وَتَجْحَدُهُ فَرُفِعَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكُلِّمَ فِيْهَا فَقَالَ لَوْكَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا قِيْلَ لِسُفْيَانَ مَنْ ذَكَرَهُ قَالَ اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى *

৪৮৯৪. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মাখযূম গোত্রের এক নারী লোকদের নিকট হতে জিনিসপত্র ধার করত এবং পরে তা অস্বীকার করতো। তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হল এবং তার বিষয়ে কথা বলা হল। তিনি বললেন : যদি ফাতিমা (রা)-ও হতো, তা হলে তার হাত কেটে দিতাম। সুফয়ানকে জিজ্ঞেস করা হল, এটা কে বর্ণনা করেছেন ? তিনি বললেন, আইয়ূ্যব ইব্ন মূসা (র) যুহরী (র) হতে, তিনি উরওয়া হতে এবং তিনি হযরত আয়েশা (রা) হতে।

٤٨٩٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَرَقَتْ فَاُتِىَ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَالُوْا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ اُسَامَةَ فَكَلَّمُوْا اُسَامَةَ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اُسَامَةُ اِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ حِيْنَ كَانُوْا اِذَا اَصَابَ الشَّرِيْفُ فِيْهِمُ الْحَدَّ تَرَكُوْهُ وَلَمْ يُقِيْمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا اَصَابَ الْوَضِيْعُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ لَوْكَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ فَقَطَعْتُهَا *

৪৮৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আইয়ূ্যব ইব্ন মূসা যুহরী হতে, তিনি উরওয়া হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। এক নারী চুরি করলে তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসা হল। লোকেরা বললো : এরজন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উসামা ইব্ন যায়দ ব্যতীত কে সুপারিশ করতে পারবে ? তারা এই ব্যাপারে উসামা (রা)-কে বললো। উসামা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আরয করলে তিনি বললেন : হে উসামা! বনী ইসরাঈল এ জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যদি কোন আমীর লোক কোন অপরাধ করতো, তারা তাকে ছেড়ে দিত, শাস্তি দিত না। আর যখন কোন গরীব লোক কোন অপরাধ করতো, তখন তারা তাকে শাস্তি দিত। যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও এই অপরাধ করতো, তবুও আমি তার হাত কাটার আদেশ দিতাম।

٤٨٩٦. اَخْبَرَنَا رِزْقُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ قَالُوْا مَاكُنَّا نُرِيْدُ اَنْ يَبْلُغَ مِنْهُ هٰذَا قَالَ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُهَا *

৪৮৯৬. রিযকুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আইয়্যুব ইব্‌ন মূসা যুহরী হতে, তিনি উরওয়া হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এক চোরকে আনা হলে তিনি তার হাত কাটেন। তারা বলল, আমরা চাইনি তার এতটা হোক। তিনি বললেন : যদি ফাতিমাও হতো, আমি তারও হাত কাটতাম।

٤٨٩٧. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَرَقَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا مَانُكَلِّمُهُ فِيْهَا مَامِنْ اَحَدٍ يُكَلِّمُهُ اِلاَّ حِبُّهُ اُسَامَةُ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ يَا اُسَامَةُ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ هَلَكُوْا بِمِثْلِ هٰذَا كَانَ اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِنْ سَرَقَ فِيْهِمُ الدُّوْنُ قَطَعُوْهُ وَاِنَّهَا لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا *

৪৮৯৭. আলী ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মাসরূক (র) - - - - সুফয়ান যুহরী হতে, তিনি উরওয়া হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে এক নারী চুরি করলো। লোক বললো : আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে কথা বলতে পারবো না। তাঁর প্রিয়পাত্র উসামা ব্যতীত আর কেউ-ই এ ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলতে পারবে না। উসামা (রা) তাঁর সাথে কথা বললে তিনি বললেন : হে উসামা ! বনী ইসরাঈল এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের কোন সম্মানী ব্যক্তি অপরাধ করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর কোন গরীব লোক অপরাধ করলে তারা তাকে হত্যা করতো। যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও হতো, আমি তার হাত কাটতাম।

٤٨٩٨. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتَعَارَتِ امْرَاَةٌ عَلٰى اَلْسِنَةِ اُنَاسٍ يُعْرَفُوْنَ وَهِىَ لاَتُعْرَفُ حُلِيًّا فَبَاعَتْهُ وَاَخَذَتْ ثَمَنَهُ فَاُتِىَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَعَى اَهْلُهَا اِلٰى اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَكَلَّمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُكَلِّمُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَشْفَعُ اِلَىَّ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اسَامَةُ اُسْتَغْفِرْلِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشِيَّتَئِذٍ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ فِيْهِمْ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ الضَّعِيْفُ فِيْهِمْ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ قَطَعَ تِلْكَ الْمَرَاَةَ *

৪৮৯৮. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - - শু'আয়ব যুহরী হতে, তিনি উরওয়া হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। তিনি বলেন : এক নারী এমন লোকের মারফত অলংকার ধার করতো, যাদেরকে তারা চিনতো, কিন্তু ঐ নারীকে তারা চিনতো না। এরপর সে তা বিক্রি করে মূল্য রেখে দিত। পরে ঐ নারীকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আনা হলো। তার আত্মীয়গণ উসামা ইব্‌ন যায়দকে সুপারিশ করতে বললেন। উসামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আরয করলে তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল, অথচ উসামা (রা) আরয করতেই থাকলেন। এরপর তিনি বললেন : তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তির বিরুদ্ধে সুপারিশ করছো ? উসামা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সেই সন্ধ্যায়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্‌র হামদ আদায় করলেন, যেরূপ তাঁর হক আছে। এরপর তিনি বললেন : তোমাদের পূর্বেকার লোক এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন ধনী লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত; আর যখন গরীব লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে শাস্তি দিত। ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন। যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো ,তবে আমি তার হাত কাটার আদেশ দিতাম। পরে ঐ মহিলার হাত কাটা হয়।

٤٨٩٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا وَمَنْ يَجْتَرِيْئُ عَلَيْهِ اِلاَّ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمِ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا *

৪৮৯৯. কুতায়বা (র) - - - - লায়স (র) ইব্‌ন শিহাব যুহরী থেকে, তিনি উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। কুরায়শরা জনৈক মাখযূমী নারীর ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়ে, যে চুরি করেছিল। তারা বললো : এর ব্যাপারে কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে কথা বলবে ? তারা আরো বললো : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রিয়পাত্র উসামা ইব্‌ন যায়দ ব্যতীত আর কে এ ব্যাপারে সাহস করবে ? সুতরাং উসামা (রা) তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করছো ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। তাতে বললেন : তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যখন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। পক্ষান্তরে যদি তাদের কোন দুর্বল লোক যখন চুরি করতো, তারা তার উপর হদ কার্যকর করত। আল্লাহ্‌র শপথ ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।

٤٩٠٠. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْجَوَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَرَقَتِ امْرَاَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِىْ مَخْزُوْمٍ فَاُتِىَ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَالُوْا مَنْ

يُكَلِّمُهُ فِيهَا قَالُوْا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَتَاهُ فَكَلَّمَهُ فَزَبَرَهُ وَقَالَ إِنَّ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ الْوَضِيعُ قَطَعُوْهُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُهَا *

৪৯০০. আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - ইসমাঈল ইব্‌ন উমায়্যা মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম (যুহরী) থেকে, তিনি উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। কুরায়শদের মাখযূম গোত্রের এক নারী চুরি করলে তাকে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত করা হলো। তারা বলল, এ ব্যাপারে তাঁর নিকট কে কথা বলবে? তারা বললো : উসামা (রা)। উসামা তাঁর নিকট এসে কথা বললে, তিনি তাকে ধমক দিলেন এবং বললেন : বনী ইসরাঈল যখন তাদের মধ্যে কোন ভদ্রলোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত; আর যখন কোন গরীব লোক চুরি করতো, তখন তারা তার হাত কেটে দিত। মুহাম্মদ-এর প্রাণ যাঁর হাতে, তাঁর শপথ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো, আমি তার হাতও কাটার নির্দেশ দিতাম।

٤٩٠١. أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِى سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا قَالُوْا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللّٰهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا *

৪৯০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন জাবালা (র) - - - - ইসহাক ইব্‌ন রাশিদ যুহরী থেকে, তিনি উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। মাখযূম গোত্রীয়া যে নারী চুরি করেছিল, তার ব্যাপারটা কুরায়শকে চিন্তিত করে তুলল (কেননা সে তাদের বংশের ছিল)। তারা বললো : এই মামলায় নবী ﷺ -এর নিকট কে কথা বলবে? লোক বললো : এই দুঃসাহস কে করতে পারে, উসামা ব্যতীত, যিনি তাঁর প্রিয় পাত্র। উসামা তাঁর নিকট কথা বললে তিনি বললেন : তোমাদের পূর্বের লোকেরা এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের কোন মর্যাদাবান লোক চুরি করতো, তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করতো, তখন তারা তার উপর হদ জারী করতো। আল্লাহ্‌র কসম! ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও যদি চুরি করতো, তা হলে আমি তার হাতও কাটার নির্দেশ দিতাম।

٤٩٠٢. قَالَ الْحَارِثُ ابْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَأُتِىَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا كَلَّمَهُ تَلَوَّنَ

وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ اُسَامَةُ اسْتَغْفِرْلِى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِىُّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَثْنَى عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ اِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ قَطَعْتُ يَدَهَا *

৪৯০২. হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইউনুস (র) ইব্‌ন শিহাব (যুহরী) থেকে, তিনি উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে মক্কা বিজয়ের সময় এক নারী চুরি করলো। লোক তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসলো। উসামা (রা) তার ব্যাপারে নবী ﷺ -এর সাথে কথা বললেন। তিনি যখন কথা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারা বিবর্ণ হলো। তিনি বললেন : হে উসামা! তুমি আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করছো ? উসামা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সন্ধ্যা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র হামদ বর্ণনার পর বললেন : তোমাদের পূর্ববর্তী লোক এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন অভিজাত লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর কোন গরীব লোক চুরি করলে তারা তাকে শাস্তি দিত। তিনি বললেন : ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ চুরি করতো, তবে আমি তারও হাত কাটার নির্দেশ দিতাম।

٤٩٠٣. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ امْرَاَةً سَرَقَتْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَزْوَةِ الْفَتْحِ مُرْسَلٌ فَفَزِعَ قَوْمُهَا اِلَى اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُوْنَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ اُسَامَةُ فِيْهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتُكَلِّمُنِىْ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ قَالَ اُسَامَةُ اسْتَغْفِرْلِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِىُّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطِيْبًا فَاَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِ تِلْكَ الْمَرْاَةِ فَقُطِعَتْ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذٰلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَكَانَتْ تَاتِيْنِىْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَرْفَعُ حَاجَتَهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৪৯০৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইউনুস (র) যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) আমাকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে মক্কা বিজয়ের সময় এক নারী চুরি করলো। তার গোত্রের লোকেরা ভীত হয়ে উসামা ইব্‌ন যায়দ-এর নিকট সুপারিশপ্রার্থী হলো। উরওয়া (রা) বলেন : উসামা (রা) এ ব্যাপারে নবী ﷺ সঙ্গে কথা বললে, তাঁর চেহারা বিবর্ণ হলো। তিনি বললেন : তুমি কি আল্লাহ্‌র বিধানের

ব্যাপারে আমার নিকট সুপারিশ করতে চাও? উসামা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সন্ধ্যা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহ্র যথাযথ প্রশংসা জ্ঞাপনের পর বললেন : তোমাদের পূর্ববর্তী লোক এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের কোন অভিজাত লোক চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহ্র কসম! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো, আমি তার হাত কেটে দিতাম। এরপর তাঁর আদেশে ঐ নারীর হাত কাটা হলো। পরে ঐ নারী উত্তমরূপে তাওবা করলো। আয়েশা (রা) বলেন : ঐ নারী পরে আমার নিকট আসতো এবং আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তার প্রয়োজন তুলে ধরতাম।

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ اِقَامَةِ الْحَدِّ

হদ বা শাস্তি বিধানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

٤٩٠٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عِيْسَى بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِى جَرِيْرُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدٌّ يُعْمَلُ فِى الْاَرْضِ خَيْرٌ لِاَهْلِ الْاَرْضِ مِنْ اَنْ يُمْطَرُوْا ثَلاَثِيْنَ صَبَاحًا *

৪৯০৪. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পৃথিবীতে একটি হদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া পৃথিবীবাসীদের জন্য ত্রিশ দিন বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া অপেক্ষা উত্তম।

٤٩٠٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَنْبَانَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِقَامَةُ حَدٍّ بِاَرْضٍ خَيْرٌ لِاَهْلِهَا مِنْ مَطَرِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً *

৪৯০৫. আমর ইব্ন যুরারা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন স্থানে হদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া ঐ এলাকাবাসীর উপর চল্লিশ দিন বৃষ্টি হওয়া অপেক্ষা উত্তম।

اَلْقَدْرُ الَّذِىْ اِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ

কত মূল্যের মাল চুরিতে হাত কাটা যাবে

٤٩٠٦. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ كَذَا قَالَ *

৪৯০৬. আবদুল হামীদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ঢাল— যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম, চুরি করায় চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন।

٤٩٠٧. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الصَّوَابُ *

৪৯০৭. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন দিরহাম মূল্যের ঢাল চুরি করায় চোরের হাত কেটে দেন।

٤٩٠٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطَعَ فِىْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ *

৪৯০৮. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঢাল চুরির জন্য হাত কেটে দেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

٤٩٠٩. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ *

৪৯০৯. ইউসুফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক চোরের হাত কেটে দেন যে, মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান থেকে একটি ঢাল চুরি করেছিল, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

٤٩١٠. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَيُّوْبَ وَاِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ وَمُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَطَعَ فِىْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ *

৪৯১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ঢাল চুরিতে হাত কেটে দেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

٤٩١١. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِىٍّ الْحَنَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطَعَ فِىْ مِجَنٍّ قَالَ اَبُوْعَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ *

৪৯১১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাব্বাহ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ঢাল চুরির জন্য হাত কাটেন।

٤٩١٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ شُعْبَةَ

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَطَعَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ هٰذَا الصَّوَابُ *

৪৯১২. আহমদ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবূ বকর (রা) একটি ঢাল চুরি করার জন্য হাত কেটে দেন, যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম।

٤٩١٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ اَبِى دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنًّا عَلٰى عَهْدِ اَبِى بَكْرٍ فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَقُطِعَ *

৪৯১৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাসকে বলতে শুনেছি : আবূ বকর (রা)-এর সময় এক লোক একটি ঢাল চুরি করে, যার মূল্য সাব্যস্ত হয় পাঁচ দিরহাম। এ কারণে তার হাত কাটা হত।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِىِّ

যুহরী হতে বর্ণনাকারীদের মতপার্থক্য

٤٩١٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى رُبْعِ دِيْنَارٍ *

৪৯১৪. কুতায়বা (র) - - - - হাফস ইব্‌ন হাস্‌সান (র) যুহরী থেকে, তিনি উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক দীনারের এক-চতুর্থাংশের (চার ভাগের এক ভাগ) জন্য চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন।

٤٩١٥. اَنْبَانَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُوْرٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتُقْطَعُ الْيَدُ اِلَّا فِىْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِيْنَارٍ اَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯১৫. হারূন ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইউনুস (র) ইব্‌ন শিহাব (যুহরী) থেকে, তিনি উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : একটি ঢালের মূল্য অর্থাৎ এক দীনারের তিনভাগের একভাগ বা অর্ধ দীনার কিংবা এর অধিক না হলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩١٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَانَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ قَالَتْ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ *

৪৯১৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) - - - - ইউনুস (র) যুহরী হতে, তিনি আম্‌র (র) হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, দীনারের চার ভাগের এক ভাগের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩١٧. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯১৭. হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - ইউনুস (র) ইব্ন শিহাব যুহরী হতে, তিনি আমরা (র) হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা ততোধিকের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩١٨. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯১৮. হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - মা'মার (র) যুহরী হতে, তিনি আমরা (র) হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিকের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩١٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯১৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - মা'মার (র) যুহরী হতে, তিনি আম্‌রা (র) হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٢٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২০. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - মা'মার (র) থেকে, তিনি ইব্ন শিহাব যুহরী থেকে, তিনি আমর (র) থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। তিনি বলেন : দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٢١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُتَيْبَةُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও কুতায়বা (র) - - - - সুফ্য়ান (র) যুহরী হতে, তিনি আম্‌রা হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٢٢. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِى رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২২. হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - হযরত আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা হবে।

٤٩٢٣. اَخْبَرَنِى يَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ اَنْبَانَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِى رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৩. ইয়াযীদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ফুযায়ল (র) - - - -আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٢٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ يُقْطَعُ فِى رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الصَّوَابُ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى *

৪৯২৪. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আম্রা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٢٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الْقَطْعُ فِى رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৫. মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٢٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ وَعَبْدِ رَبِّهِ وَرُزَيْقٍ صَاحِبِ اَيْلَةَ اَنَّهُمْ سَمِعُوا عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الْقَطْعُ فِى رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৬. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٢٧. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاطَالَ عَلَىَّ وَلَا نَسِيْتُ الْقَطْعُ فِى رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৭. হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : অনেক দিন অতিবাহিত হয়নি, আর আমি ভুলেও যাইনি যে, দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্যই চোরের হাত কাটা যাবে।

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

এই হাদীসে 'আমর (র) থেকে বর্ণনাকারী আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর (র)-এর বর্ণনাগত পার্থক্য

٤٩٢٨. اَخْبَرَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهُ ﷺ يَقُوْلُ لاَيُقْطَعُ السَّارِقُ اِلاَّ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৮. আবূ সালিহ মুহাম্মদ ইব্ন যুনবুর (র) - - - - আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ 'আমরা (র) থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : চোরের হাত কাটা হবে না দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিক ব্যতীত।

٤٩٢٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَ الاَوَّلِ *

৪৯২৯. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) - - - - আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাযম 'আমরা (র) হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে প্রথম হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

٤٩٣٠. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ الْقَطْعُ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯৩০. হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (র) 'আমরা (র) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন : চোরের হাত কাটা যাবে দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিকের জন্য।

٤٩٣١. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِىْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِيْنَارٍ *

৪৯৩১. ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াকূব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : চোরের হাত কাটা যাবে ঢালের মূল্যে, আর ঢালের মূল্য হলো দীনারের চতুর্থাংশ।

٤٩٣٢. اَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْطَعُ الْيَدَ فِى رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯৩২. ইয়াহইয়া ইব্‌ন দুরুস্‌ত (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চোরের হাত কাটতেন।

٤٩٣٣. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُقْطَعُ الْيَدُ اِلاَّ فِى رُبْعِ دِيْنَارٍ *

৪৯৩৩. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দীনারের চতুর্থাংশ ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٣٤. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّبَرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بَحْرٍ اَبُوْ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى عِكْرِمَةُ اَنَّ امْرَاَةً اَخْبَرَتْهُ اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِى الْمِجَنِّ *

৪৯৩৪. আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল তাবারানী (র) - - - -উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঢালের (চুরির) জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٣٥. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الاَشَجِّ حَدَّثَهُ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْمَا دُوْنَ الْمِجَنِّ قِيْلَ لِعَائِشَةَ مَاثَمَنُ الْمِجَنِّ قَالَتْ رُبْعُ دِيْنَارٍ *

৪৯৩৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ঢালের মূল্যের কমে চোরের হাত কাটা যাবে না। আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ঢালের মূল্য কত ? তিনি বললেন : দীনারের চতুর্থাংশ।

٤٩٣٦. اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ اِلاَّ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯৩৬. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারূহ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিক ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٣٧. اَخْبَرَنِى هرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَنْبَانَا مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ اَبِى الْوَلِيْدِ مَوْلَى الْاَخْنَسِيِّيْنَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتُقْطَعُ الْيَدُ اِلاَّ فِى الْمِجَنِّ اَوْ ثَمَنِهِ *

৪৯৩৭. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : ঢাল অথবা এর মূল্যের কমে হাত কাটা যাবে না।

٤٩٣٨. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ اَبِى الْوَلِيْدِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَتُقْطَعُ الْيَدُ اِلاَّ فِى الْمِجَنِّ اَوْ ثَمَنِهِ وَزَعَمَ اَنَّ عُرْوَةَ قَالَ الْمِجَنُّ اَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ قَالَ وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَزْعُمُ اَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتُقْطَعُ الْيَدُ اِلاَّ فِى رُبْعِ دِيْنَارٍ فَمَا فَوْقَهُ *

৪৯৩৮. আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : ঢাল অথবা এর মূল্যের কোন দ্রব্য চুরি করা ব্যতীত হাত কাটা যাবে না। উরওয়া (রা) বলেন : ঢাল চার দিরহামের হয়ে থাকে। তিনি বলেন, আমি সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসারকে বলতে শুনেছি, তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٣٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الدَّانَاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لاَتُقْطَعُ الْخَمْسُ اِلاَّ فِى الْخَمْسِ قَالَ هَمَّامٌ فَلَقِيْتُ عَبْدَاللّٰهِ الدَّانَاجَ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لاَتُقْطَعُ الْخَمْسُ اِلاَّ فِى الْخَمْسِ *

৪৯৩৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পাঁচ দিরহামের জন্যই পাঁচ আঙুল কাটা যাবে।

٤٩٤٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِى اَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ اَوْ تُرْسٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُوْ ثَمَنٍ *

৪৯৪০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হাজাফা (শুধু চামড়ার ঢাল) বা তুর্‌স (কাঠ ও চামড়াযোগে গঠিত ঢাল)-এর কম মূল্যের বস্তুতে চোরের হাত কাটা যাবে না। এর প্রত্যেকটিই মূল্যবান বস্তু।

٤٩٤١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِيْسٰى عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِى قِيْمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ *

৪৯৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবদুল্লাহ্‌ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ পাঁচ দিরহাম মূল্যের জন্য চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন।

٤٩٤٢. وَاَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَيْمَنَ قَالَ لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ ﷺ السَّارِقَ اِلاَّ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِيْنَارٌ *

৪৯৪২. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আয়মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ঢালের সমপরিমাণ মূল্যের জন্য চোরের হাত কাটতেন। আর সে সময় ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার।

٤٩٤٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَيْمَنَ قَالَ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيْمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِيْنَارٌ *

৪৯৪৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর সময়ে ঢালের মূল্যের কমে হাত কাটা হয়নি। আর তখন ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার।

٤٩٤٤. اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَزْهَرِ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَيْمَنَ قَالَ لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِى زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيْمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِيْنَارٌ *

৪৯৪৪. আবুল আযহার নিশাপুরী (র) - - - - আয়মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর সময়ে ঢালের মূল্যের কমে হাত কাটা হয়নি। আর সে সময় ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার।

٤٩٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنْ اَيْمَنَ قَالَ لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِيْنَارٌ *

৪৯৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আয়মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর সময়ে ঢালের মূল্যের কমে হাত কাটা হয়নি। আর তখন ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার।

٤٩٤٦. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَىٍّ

عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ اَيْمَنَ قَالَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارًا اَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ *

৪৯৪৬. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আয়মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে ঢালের মূল্যের জন্য চোরের হাত কাটা হতো, যা ছিল এক দীনার বা দশ দিরহাম।

٤٩٤٧. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ اَيْمَنَ بْنِ اُمِّ اَيْمَنَ يَرْفَعُهُ قَالَ لاَتُقْطَعُ الْيَدُ اِلاَّ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِيْنَارٌ *

৪৯৪৭. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আয়মান ইব্ন উম্মে আয়মান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঢালের মূল্য ব্যতীত হাত কাটা যাবে না। আর তখন এর মূল্য ছিল এক দীনার।

٤٩٤٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ اَيْمَنَ قَالَ لاَيُقْطَعُ السَّارِقُ فِى اَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ *

৪৯৪৮. কুতায়বা (র) - - - - আয়মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ঢালের মূল্যের কমে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٤٩. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ اَبِىْ رَبَاحٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُوْلُ ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ *

৪৯৪৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে ঢালের দাম হতো দশ দিরহাম।

٤٩٥٠. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ *

৪৯৫০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা বলখী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম।

٤٩٥١. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلٌ *

৪৯৫১. মুহাম্মদ ইব্ন ওহাব (র) - - - - আতা (র) থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত।

٤٩٥٢. أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنِ الْعَرْزَمِىِّ وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَدْنَى مَايُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ قَالَ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَيْمَنُ الَّذِىْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِحَدِيْثِهٖ مَا اَحْسَبُ اَنَّ لَهُ صُحْبَةً وَقَدْ رُوِىَ عَنْهُ حَدِيْثٌ اٰخَرُ يَدُلُّ عَلٰى مَا قُلْنَاهُ *

৪৯৫২. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সর্বনিম্ন যাতে হাত কাটা যাবে, তা হলো ঢালের মূল্য। আর তখন এর মূল্য ছিল দশ দিরহাম। ইমাম আবূ আবদুর রহমান নাসাঈ (র) বলেন, পূর্বে যে আয়মান থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবী ﷺ -এর সাহচর্য পেয়েছেন বলে আমি মনে করি না। তার থেকে বর্ণিত অন্য হাদীস দ্বারা আমার এ কথা প্রমাণিত হয়। নিম্নে সে হাদীস উদ্ধৃত হল :

٤٩٥٣. حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ح وَاَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْحٰقُ هُوَ الْاَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا بِهٖ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَيْمَنَ مَوْلٰى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَقَالَ خَالِدٌ فِى حَدِيْثِهٖ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ تُبَيْعٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلّٰى وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَاَتَمَّ وَقَالَ سَوَّارٌ يُتِمُّ رُكُوْعَهُنَّ وَسُجُوْدَهُنَّ وَيَعْلَمُ مَايَقْتَرِئُ وَقَالَ سَوَّارٌ يَقْرَاُ فِيهِنَّ كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ *

৪৯৫৩. সাওয়ার ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ও আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর আযাদকৃত দাস আয়মান (রা) থেকে বণিত, তিনি তুবায় সূত্রে কা'ব (রা) হতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে সালাত আদায় করে; রাবী আবদুর রহমান বলেন, ইশার সালাত আদায় করে এবং পরে চার রাকআত সালাত আদায় করে এবং তাতে রুকূ-সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করে, আর যা পড়ে তা উপলব্ধি করে, তবে তা শবে কদরের ইবাদতের ন্যায় হবে।

٤٩٥٤. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَيْمَنَ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ تُبَيْعٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ شَهِدَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فِى جَمَاعَةٍ ثُمَّ صَلّٰى اِلَيْهَا اَرْبَعًا مِثْلَهَا يَقْرَاُ فِيْهَا وَيُتِمُّ رُكُوْعَهُنَّ وَسُجُوْدَهُنَّ كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ *

৪৯৫৪. আবদুল হামীদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (র)-এর আযাদকৃত গোলাম আয়মান থেকে, তিনি তুবায় থেকে এবং তিনি কা'ব (রা) থেকে। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে ইশার সালাতের জামাআতে শরীক হয় এবং এরপর তার সাথে অনুরূপ চার রাকআত সালাত আদায় করে। এতে কুরআন পড়ে এবং রুকূ-সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করে, তা তার জন্য শবে কদরের সওয়াবের মত হবে।

٤٩٥٥. اَخْبَرَنَا خَلاَّدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ *

৪৯৫৫. খাল্লাদ ইব্‌ন আসলাম (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম।

اَلثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ يُسْرَقُ

গাছ থেকে ফল চুরি

٤٩٥٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ قَالَ لاَتُقْطَعُ الْيَدُ فِىْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَاِذَا ضَمَّهُ الْجَرِيْنُ قُطِعَتْ فِىْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلاَتُقْطَعُ فِىْ حَرِيْسَةِ الْجَبَلِ فَاِذَا اٰوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِىْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ *

৪৯৫৬. কুতায়বা (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কী পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে? তিনি বললেন : যে ফল গাছে ঝুলছে, ঐ ফল চুরি হলে হাত কাটা যাবে না। কিন্তু যখন তা খোলায় এনে রাখা হয়, আর সেখান হতে এ পরিমাণ ফল চুরি হয় যার মূল্য ঢালের মূল্যের সমান, তখন হাত কাটা যাবে। এভাবে যে জন্তু পাহাড়ের চারণভূমিতে চরে, তাতে হাত কাটা যাবে না। কিন্তু যখন তা খোয়াড়ে তোলা হয়, তখন চুরি করলে এবং তার মূল্য ঢালের মূল্যের সমপরিমাণ হলে হাত কাটা যাবে।

اَلثَّمَرُ يُسْرَقُ بَعْدَ اَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ

ফল খোলায় রাখার পর চুরি হলে

٤٩٥٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَااَصَابَ مِنْ ذِىْ حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوْبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ اَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوْبَةُ *

৪৯৫৭. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, গাছে ঝুলান ফল চুরির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : যে ব্যক্তি প্রয়োজনের তাগিদে ফল নেয়, কিন্তু লুকিয়ে কাপড়ে বেঁধে না নেয়, তার কোন শাস্তি হবে না। যদি কেউ এরূপ ফল নিয়ে বের হয়, তবে তার দ্বিগুণ জরিমানা হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে। ফল খোলায় রাখার পর যদি কেউ চুরি করে, আর তার মূল্য ঢালের মূল্যের

পরিমাণ হয়, তবে তার হাত কাটা যাবে। যদি কোন ব্যক্তি ঢালের মূল্যের চেয়ে কম মূল্যের বস্তু চুরি করে, তবে তার দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে, আর শাস্তিও হবে।

٤٩٥٨. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِىْ حَرِيْسَةِ الْجَبَلِ فَقَالَ هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ اِلاَّ فِيْمَا اٰوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيْهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ تَرٰى فِى الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ اِلاَّ فِيْمَا اٰوَاهُ الْجَرِيْنُ فَمَا اُخِذَ مِنَ الْجَرِيْنِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيْهِ الْقَطْعُ وَمَالَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ *

৪৮৫৮. হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! পাহাড়ে চরে বেড়ায় এমন জন্তুর ব্যাপারে আপনি কী আদেশ করেন ? তিনি বললেন : যদি কেউ এরূপ জন্তু চুরি করে,তবে সে যেন তা ফেরত দেয় এবং এরূপ অন্য একটি জন্তুও দিবে। আর তাকে শাস্তি দেওয়া হবে কিন্তু হাত কাটা যাবে না। ঐ ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! গাছে ঝুলান ফল সম্বন্ধে আপনি কী বলেন ? তিনি বলেন : চোর ঐ ফল এবং আরও ঐ পরিমাণ ফল আদায় করবে এবং তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, গাছে ঝুলন্ত কোন ফল চুরিতে হাত কাটা যাবে না। ফল খোলায় রাখার পর ঢালের সমমূল্য পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা যাবে। আর যদি ঐ পরিমাণের চাইতে কম হয় ; তবে দ্বিগুণ জরিমানা দিবে, আর শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাত করা হবে।

بَابُ مَالاَ قَطْعَ فِيْهِ

পরিচ্ছেদ : যা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না

٤٩٥٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِىْ ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَقَطْعَ فِىْ ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন খালী (র) - - - - রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

٤٩٦٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

٤٩٦١. اَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আরাবী (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

٤٩٦٢. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَقَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬২. আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

٤٩٦٣. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَقَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬৩. আবদুল হামীদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - -রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

٤٩٦٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَقَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

٤٩٦٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ اَبِىْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهٖ وَاسِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَقَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬৫. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ---- রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

٤٩٦٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ *

৪৯৬৬. কুতায়বা (র) ---- রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

٤٩٦٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَبِى مَيْمُوْنٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ اَبُوْ مَيْمُوْنٍ لاَ اَعْرِفُهُ *

৪৯৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মায়মূন (র) ---- রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

٤٩٦٨. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَقَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬৮. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর (র) ---- রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

٤٩٦٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ حَدَّثَهُ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : ফল এবং খেজুর গাছের শাঁস চুরিতে হাত কাটা নেই।

٤٩٧٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ لَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ مِنْ اَبِى الزُّبَيْرِ *

৪৯৭০. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুস সামাদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমানতে খিয়ানতকারী, প্রকাশ্যে লুণ্ঠনকারী এবং ছোঁ মেরে পলায়নকারী ব্যক্তির প্রতি হাত্ কাটার শাস্তি আরোপিত হবে না।

٤٩٧١. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحُفَرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلٰى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ وَلَمْ يَسْمَعْهُ اَيْضًا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ اَبِى الزُّبَيْرِ *

৪৯৭১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমানতে খিয়ানতকারী, লুণ্ঠনকারী এবং ছোঁ মেরে পলায়নকারী ব্যক্তির প্রতি হাত কাটার শাস্তি আরোপিত হবে না।

٤٩٧٢. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ *

৪৯৭২. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন কিছু খপ করে নিয়ে পালায়, তার শাস্তি হাত কাটা নয়।

٤٩٧٣. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرٌ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى وَابْنُ وَهْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ وَسَلَمَةُ بْنُ سَعِيْدٍ بَصْرِىٌّ ثِقَةٌ قَالَ ابْنُ اَبِىْ صَفْوَانَ وَكَانَ خَيْرَ اَهْلِ زَمَانِهِ فَلَمْ يَقُلْ اَحَدٌ مِنْهُمْ حَدَّثَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ وَلاَ اَحْسَبُهُ سَمِعَهُ مِنْ اَبِى الزُّبَيْرِ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ *

৪৯৭৩. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমানতে খিয়ানতকারীর হাত কাটা যাবে না।

٤٩٧٤. اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ رَوْحٍ الدِّمَشْقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلٰى مُخْتَلِسٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ خَائِنٍ قَطْعٌ *

৪৯৭৪. খালিদ ইব্‌ন রাওহ দামেশকী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রকাশ্যে মাল লুণ্ঠনকারী এবং ছোঁ মেরে মাল নিয়ে পলায়নকারী এবং খিয়ানতকারীর হাত কাটা যাবে না।

٤٩٧٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَيْسَ عَلٰى خَائِنٍ قَطْعٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعِيْفٌ *

৪৯৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খিয়ানতকারী ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না।

بَابُ قَطْعِ الرِّجْلِ مِنَ السَّارِقِ بَعْدَ الْيَدِ

পরিচ্ছেদ : চোরের হাত কাটার পর পা কাটা

٤٩٧٦. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْمَصَاحِفِيُّ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَنْبَاَنَا يُوْسُفُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِلِصٍّ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اَقْطَعُوْا يَدَهُ قَالَ ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ ثُمَّ سَرَقَ عَلٰى عَهْدِ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتّٰى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا ثُمَّ سَرَقَ اَيْضًا الْخَامِسَةَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْلَمَ بِهٰذَا حِيْنَ قَالَ اقْتُلُوْهُ ثُمَّ دَفَعَهُ اِلٰى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ لِيَقْتُلُوْهُ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَ يُحِبُّ الْاِمَارَةَ فَقَالَ اَمِّرُوْنِىْ عَلَيْكُمْ فَاَمَّرُوْهُ عَلَيْهِمْ فَكَانَ اِذَا ضَرَبَ ضَرَبُوْهُ حَتّٰى قَتَلُوْهُ *

৪৯৭৬. সুলায়মান ইব্‌ন সালম মাসাহিফী বলখী (র) - - - - হারিস ইব্‌ন হাতিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এক চোরকে আনা হলে তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেতো চুরি করেছে। তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে তো চুরি করেছে। তিনি বললেন : তবে তার হাত কেটে ফেল। পরে এই লোকটি আবার চুরি করলে তার-পা কাটা হলো। এরপর আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে সে আবার চুরি করল। এভাবে তার সমস্ত হাত পা কাটা গেল। পরে সে পঞ্চমবার চুরি করলে আবূ বকর (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার অবস্থা অবগত ছিলেন বলেই তিনি বলেছিলেন, তাকে হত্যা কর। এরপর হযরত আবূ বকর (রা) তাকে কুরায়শদের যুবকদের হাতে ছেড়ে দেন, যেন তারা তাকে হত্যা করে। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রও ছিলেন। তিনি নেতৃত্ব পছন্দ করতেন। তিনি বললেন : তোমরা আমাকে তোমাদের দলপতি নিযুক্ত কর। তারা তাঁকে দলপতি নিযুক্ত করল। যখন তিনি মারা শুরু করলেন, তখন তারা ঐ ব্যক্তিকে মারল এবং এভাবে তারা তাকে হত্যা করল।

بَابُ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مِنَ السَّارِقِ

পরিচ্ছেদ : চোরের হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় কেটে ফেলা

٤٩٧٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ

بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جِيءَ بِسَارِقٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوْهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوْهُ فَقُطِعَ فَاُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوْهُ ثُمَّ اُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اَقْطَعُوْهُ فَاُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ قَالَ اُقْتُلُوْهُ قَالَ جَابِرٌ فَانْطَلَقْنَا بِهِ اِلَى مِرْبَدِ النَّعَمِ وَحَمَلْنَاهُ فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ كَشَّرَ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَانْصَدَعَتِ الْاِبِلُ ثُمَّ حَمَلُوْا عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ حَمَلُوْا عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ وَمُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيْثِ وَاللّٰهُ تَعَالَى اَعْلَمُ *

৪৯৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আকীল (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এক চোরকে আনা হলে তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সেতো চুরি করেছে। তিনি বললেন : তবে তার হাত কেটে ফেল। তখন তার হাত কাটা হলো। পরে আবার তাকে চুরির কারণে ধরে আনা হলে তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে তো চুরি করেছে। তিনি বললেন : তবে তার পা কাট। তখন তা কাটা হল। তৃতীয়বারও তাকে আনা হলো। তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ ব্যক্তি তো চুরি করেছে। তিনি বললেন : তবে তার বাম হাত কাট। তাকে চতুর্থবারও আনা হল। তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! লোকটি তো চুরি করেছে। তিনি বললেন : তবে তার (ডান) পা কেটে ফেল। এরপর তাকে পঞ্চমবারও আনা হলে তিনি বললেন : এবার তাকে হত্যা কর। জাবির (রা) বলেন : আমরা ঐ চোরকে মিরবাদ নামক স্থানের দিকে নিয়ে গেলাম। তাকে উঠাতে গেলে সে চিত হয়ে গেল। এরপর সে তার কাটা হাত-পা নিয়ে দাপাদাপি করতে লাগল। উট তার এ অবস্থা দেখে ভয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। তাকে দ্বিতীয়বার উঠানো হলো, কিন্তু সে পুনরায় ঐরূপ করলো। আবার তৃতীয়বার তাকে উঠানো হলো। পরে আমরা তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করি এবং তাকে এক কূপে নিক্ষেপ করি। এরপর উপর থেকে তার উপর পাথর নিক্ষেপ করি।

اَلْقَطْعُ فِي السَّفَرِ

সফরে হাত কাটা

٤٩٧٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ اَبِي اُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ اَبِي اَرْطَاةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاتُقْطَعُ الْاَيْدِي فِي السَّفَرِ *

৪৯৭৮. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - বুস্‌র ইব্ন আবূ আরতাত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : সফরে হাত কাটা যাবে না।

٤٩٧٩. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ ابْنُ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عُمَرُ بْنُ اَبِى سَلَمَةَ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ فِى الْحَدِيْثِ *

৪৯৭৯. হাসান ইব্ন মুদরিক (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রীতদাস যদি চুরি করে, তবে তাকে বিক্রি করে ফেলবে বিশ দিরহামের বিনিময়ে (বা অর্ধেক মূল্যে) হলেও।

حَدُّ الْبُلُوْغِ وَذِكْرُ السِّنِّ الَّذِىْ اِذَا بَلَغَهَا الرَّجُلُ وَالْمَرْاَةُ اُقِيْمَ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ

বালেগ হওয়ার বয়স এবং যে বয়সে উপনীত হলে নর-নারীর উপরে হদ (শরঈ শাস্তি) আরোপ করা যায়

٤٩٨٠. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ فِى سَبْىِ قُرَيْظَةَ وَكَانَ يُنْظَرُ فَمَنْ خَرَجَ شَعْرَتُهُ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ تَخْرُجِ اسْتُحْيِىَ وَلَمْ يُقْتَلْ *

৪৯৮০. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনূ কুরায়যার বন্দীদের মধ্যে ছিলাম। তারা পর্যবেক্ষণ করতো, যার (নাভির নিচের) চুল গজাত, তাকে হত্যা করতো, আর যার গজায় নি, তাকে ছেড়ে দিত, হত্যা করতো না।

تَعْلِيْقُ يَدِ السَّارِقِ فِىْ عُنُقِهِ

চোরের কর্তিত হাত ঘাড়ে ঝুলানো

٤٩٨١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَلِىٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ سَاَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيْقِ يَدِ السَّارِقِ فِى عُنُقِهِ قَالَ سُنَّةٌ قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَ سَارِقٍ وَعَلَّقَ يَدَهُ فِى عُنُقِهِ *

৪৯৮১. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্‌র (র) - - - - ইব্ন মুহায়রীয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাযালা ইব্ন উবায়দকে চোরের হাত তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : এটা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক চোরের হাত কেটে তার ঘাড়ে লটকে দিয়েছিলেন।

٤٩٨٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ عَلِىٍّ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اَرَاَيْتَ تَعْلِيْقَ الْيَدِ

فِى عُنُقِ السَّارِقِ مِنَ السُّنَّةِ هُوَ قَالَ نَعَمْ أُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ وَعَلَّقَهُ فِى عُنُقِهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَجَّاجُ ابْنُ اَرْطَاةَ ضَعِيْفٌ وَلاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيْثِهِ *

৪৯৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহায়রীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাযালা ইব্‌ন উবায়দকে জিজ্ঞাসা করলাম : চোরের হাত কেটে তা ঝুলিয়ে দেয়া কি সুন্নত ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এক চোরকে আনা হলে তিনি তার হাত কেটে তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

٤٩٨٣. اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمِسْوَرِبْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيُغْرَمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ اِذَا اُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا مُرْسَلٌ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ *

৪৯৮৩. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - -আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : চোরের উপর তার শাস্তি কার্যকর করা হলে চোরাই মালের জন্য তাকে জরিমানা দিতে হবে না।

كِتَابُ الْاِيْمَانِ وَشَرَائِعِهِ

অধ্যায় : ঈমান এবং এর বিধানাবলী

ذِكْرُ اَفْضَلِ الْاَعْمَالِ

উত্তম আমলের বর্ণনা

٤٩٨٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ مِنْ لَفْظِهِ قَالَ اَنْبَانَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ *

৪৯৮৪. আবূ আবদুর রহমান আহমদ ইব্‌ন শুআয়ব (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলো : কোন্ আমল উত্তম ? তিনি বললেন : আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা।

٤٩٨٥. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيٍّ الْاَزْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبَشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ فَقَالَ اِيْمَانٌ لَاشَكَّ فِيْهِ وَجِهَادٌ لَاغُلُوْلَ فِيْهِ وَحَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ *

৪৯৮৫. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ---- আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাবাশী খাসআমী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলো : কোন্ আমল উত্তম ? তিনি বললেন : এমন ঈমান, যাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এমন জিহাদ, যাতে কোন খিয়ানত নেই, আর মকবূল হজ্জ।

طَعْمُ الْاِيْمَانِ

ঈমানের স্বাদ

٤٩٨٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ وَطَعْمَهُ

اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ فِى اللّٰهِ وَاَنْ يُبْغِضَ فِى اللّٰهِ وَاَنْ تُوْقَدَ نَارٌ عَظِيْمَةٌ فَيَقَعُ فِيْهَا اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا *

৪৯৮৬. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে সে ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা পেয়ে যায়; (১) যার নিকট আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল অন্য সব কিছু অপেক্ষা বেশি প্রিয়; (২) যে আল্লাহর জন্য ভালবাসা রাখে এবং আল্লাহ্‌র জন্য শত্রুতা পোষণ করে; (৩) আর যদি ভয়াবহ আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয়, তবে তাতে প্রবেশ করা তার নিকট আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা অপেক্ষা বেশি পসন্দনীয় হয়।

حَلَاوَةُ الْاِيْمَانِ

ঈমানের মিষ্টতা

٤٩٨٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ اَحَبَّ الْمَرْءَ لَايُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ كَانَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ اَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ *

৪৯৮৭. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নসর (র)- ---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে; সে ঈমানের মিষ্টতা পাবে; ১. যে কাউকে ভালবাসলে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই তাকে ভালবাসবে; ২. আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছুর চাইতে বেশি প্রিয় হবে এবং ৩. আল্লাহ্ তাকে কুফর হতে পরিত্রাণ করার পর পুনঃ কুফরীতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া তার নিকট পছন্দনীয় হবে।

حَلَاوَةُ الْاِسْلَامِ

ইসলামের স্বাদ

٤٩٨٨. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِسْلَامِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ اَحَبَّ الْمَرْءَلَايُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَمَنْ يَكْرَهُ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُلْقَى فِى النَّارِ *

৪৯৮৮. আলী ইব্‌ন হুজর (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে, সে ইসলামের মিষ্টতা উপলব্ধি করবে; ১. আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল তার নিকট অন্য সমস্ত কিছু হতে প্রিয় হবে; ২. সে কাউকে ভালবাসলে তাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই ভালবাসবে; ৩. আর সে কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে ঐরূপই ঘৃণা করবে, যেরূপ সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করে।

بَابُ نَعْتِ الْاِسْلاَمِ

পরিচ্ছেদ : ইসলামের পরিচয়

٤٩٨٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَنْبَانَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لاَيُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلاَمِ قَالَ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اُسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا اِلَيْهِ يَسْاَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ بِهَا مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنْ اَمَارَاتِهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ قَالَ عُمَرُ فَلَبِثْتُ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعُمَرُ هَلْ تَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ اَمْرَ دِيْنِكُمْ *

৪৯৮৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আগমন করলেন, যার কাপড় অত্যধিক সাদা ছিল এবং চুল অধিক কাল ছিল। বুঝা যাচ্ছিল না যে, তিনি সফর হতে এসেছেন; আর আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনতে পারছিল না। তিনি নিজ হাঁটুদ্বয় তাঁর হাঁটুদ্বয়ের সাথে লাগিয়ে বসলেন, তাঁর হস্তদ্বয় তাঁর উভয় উরুর উপর রাখলেন এবং বললেন : হে মুহাম্মদ ! আমাকে বলুন : ইসলাম কি ? তিনি বললেন : এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোযা রাখা ও পথ খরচের সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করা । সে লোকটি বললো : আপনি সত্যই বলেছেন । আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, তিনি প্রশ্ন করলেন এবং বললেন : আপনি সত্য বলেছেন। এরপর তিনি বললেন : ঈমান কী, আমাকে বলুন ? তিনি বললেন : বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহ্‌র উপর, ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, কিয়ামত দিবস এবং নিয়তির ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস।

তিনি বললেন : আপনি সত্য বলেছেন। তারপর বললেন : ইহসান কি ? তিনি বললেন : এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো, যদি তুমি তাঁকে না দেখতে পাও, তবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন। তারপর বললেন : কিয়ামত কখন হবে ? তিনি বললেন : যার নিকট প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনি প্রশ্নকারী হতে অধিক জ্ঞাত নন। সে ব্যক্তি বললো : কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করুন। তিনি বললেন : দাসী তার মুনিবকে প্রসব করবে, নগ্ন পদ, বিবস্ত্র, গরীব, বকরীর রাখালরা বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে। উমর (রা) বলেন, আমি তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : হে উমর ! তুমি কি অবগত আছ, এই প্রশ্নকারী ব্যক্তি কে ? আমি বললাম : আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলই সমধিক অবগত। তিনি বললেন : তিনি ছিলেন জিব্‌রাঈল (আ), তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।

صِفَةُ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلاَمِ

ঈমান ও ইসলামের বিবরণ

٤٩٩٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي ذَرٍّ قَالاَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَلاَيَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ فَبَنَيْنَالَهُ دُكَّانًا مِنْ طِينٍ كَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَجُلُوسٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسِهِ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا كَانَ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ حَتَّى سَلَّمَ فِي طَرَفِ الْبِسَاطِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ قَالَ أَدْنُوْ يَا مُحَمَّدُ قَالَ ادْنُهْ فَمَا زَالَ يَقُولُ أَدْنُوْ مِرَارًا وَيَقُولُ لَهُ ادْنُ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَامُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَاالْإِسْلاَمُ قَالَ الْإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَتُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ إِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ قَالَ نَعَمْ قَالَ صَدَقْتَ فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ صَدَقْتَ أَنْكَرْنَاهُ قَالَ يَامُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَامُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَامُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَتَى السَّاعَةُ قَالَ فَنَكَسَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا ثُمَّ أَعَادَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا ثُمَّ أَعَادَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا وَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَاالْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ لَهَا عَلاَمَاتٌ تُعْرَفُ بِهَا إِذَا رَأَيْتَ الرِّعَاءَ الْبُهْمَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ وَرَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ مُلُوكَ الْأَرْضِ وَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا خَمْسٌ

لَايَعْلَمُهَا اِلاَّ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اِلَى قَوْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ثُمَّ قَالَ لَاوَالَّذِى بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ هُدًى وَبَشِيْرًا مَاكُنْتُ بِاَعْلَمَ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ وَاِنَّهُ لَجِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ فِى صُوْرَةِ دِحْيَةَ الْكَلْبِىِّ *

৪৯৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - আবূ হুরায়রা এবং আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বসতেন; নবাগত লোক এসে তাঁকে চিনতে পারত না যতক্ষণ না জিজ্ঞাসা করতো। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তাঁর জন্য একটি বসার স্থান নির্মাণের জন্য অনুমতি চাইলাম। যাতে নবাগত লোক তাঁকে সহজে চিনতে পারে। আমরা তাঁর জন্য মাটির একটি উঁচু স্থান তৈরি করলাম। তিনি তার উপর উপবেশন করতেন। একদা আমরা বসা ছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক নবাগত ব্যক্তির আগমন হলো, যার মুখমণ্ডল সকলের চেয়ে সুন্দর ছিল এবং যার শরীরের সুগন্ধি ছিল সকলের চেয়ে উত্তম। তাঁর বস্ত্রে একটু ময়লাও ছিল না। সে ব্যক্তি বিছানার কিনারা হতে সালাম করে বললেন : হে মুহাম্মদ ! আপনাকে সালাম। তিনি তাঁর সালামের উত্তর দিলে তিনি বললেন : আমি কি নিকটে আসবো ? তিনি বললেন : আস। এভাবে কয়েকবার বললেন, তিনিও কয়েকবার উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, নিকটে আস। এমনকি তিনি নিকটে এসে নিজ হাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাঁটুর উপর রাখলেন এবং বললেন : হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে বলুন। তিনি বললেন : ইসলাম হলো তুমি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে, কা'বা শরীফের হজ্জ করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে। তিনি বললেন : আমি যদি এটা করি, তবে কি আমি মুসলমান হয়ে যাব ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে ব্যক্তি বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। ঐ ব্যক্তির 'আপনি সত্য বলেছেন' বাক্য শুনে আমাদের বিস্ময় জাগল। এরপর বললেন : হে মুহাম্মদ ! আমাকে বলুন, ঈমান কি ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের, নবীগণের এবং কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং কদরে বিশ্বাস করা। তিনি বললেন : আমি যদি এরূপ করি, তবে কি আমি মু'মিন হয়ে যাব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হ্যাঁ। তখন সে ব্যক্তি বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। এরপর তিনি বললেন : হে মুহাম্মদ ! আমাকে বলুন, ইহসান কি ? তিনি বললেন : তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখছো। কেননা যদিও তুমি তাঁকে দেখছো না, তিনি তো তোমাকে দেখছেন। তিনি বললেন : আপনি সত্যই বলেছেন। তিনি আবার বললেন : হে মুহাম্মদ! কিয়ামত কবে হবে ? তিনি কিছু বললেন না, বরং মাথা নিচু করলেন। লোকটি আবারও সেই প্রশ্ন করলেন কিন্তু তিনি তাকে কোন উত্তর দিলেন না। আবারও প্রশ্ন করলেন কিন্তু এবারও তিনি তাকে কোন উত্তর দিলেন না, অতঃপর তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন : তুমি যার নিকট জিজ্ঞাসা করছো, তিনি প্রশ্নকারী হতে অধিক জ্ঞাত নন। কিন্তু এর অনেক আলামত রয়েছে। তুমি তা জানতে পার। যখন তুমি দেখবে পশুপালের রাখালরা সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করবে, আর তুমি দেখবে, নগ্ন পদ ও নগ্ন দেহ লোকেরা ভূখণ্ডের বাদশাহ্ হবে, আরো তুমি দেখবে যে, দাসী তার মালিককে প্রসব করবে, তখন মনে করবে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী। পাঁচটি বস্তু আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ অবগত নয়। এরপর তিনি اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ হতে عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ পর্যন্ত পাঠ করলেন।[১] এরপর তিনি বললেন : ঐ সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মদকে সত্য সহকারে পথ প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা-

১. অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তাঁর কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনি নাযিল করেন বৃষ্টি এবং তিনি জানেন যা রয়েছে মাতৃগর্ভে, কেউ জানে না সে আগামীকাল কি কামাই করবে আর কেউ জানে না কোন্ মাটিতে সে মারা যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ে অবহিত" (লুকমান : ৩৪)।

রূপে প্রেরণ করেছেন, আমি তাঁকে তোমাদের চাইতে অধিক জানি না। তিনি ছিলেন জিব্রাঈল (আ) যিনি দিহ্ইয়া কালবীর রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا أَسْلَمْنَا

আল্লাহর বাণী[১] : قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا أَسْلَمْنَا-এর ব্যাখ্যা

٤٩٩١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ ثَوْرٍ قَالَ مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى النَّبِىُّ ﷺ رِجَالاً وَلَمْ يُعْطِ رَجُلاً مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَعْطَيْتَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَلَمْ تُعْطِ فُلاَنًا شَيْئًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَوْ مُسْلِمٌ حَتّٰى أَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلاَثًا وَالنَّبِىُّ ﷺ يَقُولُ أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِنِّى لَأُعْطِى رِجَالاً وَأَدَعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُمْ لاَ أُعْطِيهِ شَيْئًا مَخَافَةَ أَنْ يُكَبُّوا فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوهِهِمْ *

৪৯৯১. মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কতিপয় লোককে কিছু দান করলেন; আর তাদের মধ্যে এক লোককে কিছুই দিলেন না। সা'দ (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি অমুক, অমুককে দান করলেন কিন্তু অমুককে দান করলেন না, অথচ সে মু'মিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : অথবা সে মুসলিম। সা'দ (রা) কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনবারই বললেন, অথবা সে মুসলিম। পরে তিনি বললেন : আমি কোন কোন লোককে দান করি, আর কাউকে দান করি না, অথচ সে আমার নিকট তাদের চেয়ে অধিক প্রিয়, এই ভয়ে যে, তাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

٤٩٩٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ أَبِى مُطِيعٍ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَسَمَ قَسْمًا فَأَعْطٰى نَاسًا وَمَنَعَ آخَرِينَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَيْتَ فُلاَنًا وَمَنَعْتَ فُلاَنًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ لاَتَقُلْ مُؤْمِنٌ وَقُلْ مُسْلِمٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا *

৪৯৯২. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু মাল বণ্টন করলেন। তিনি কতিপয় লোককে দিলেন, আর অপর কতককে দিলেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি অমুক অমুককে দান করলেন, অমুককে দান করলেন না, অথচ সেও মু'মিন ! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : মু'মিন বলো না, বরং বলো মুসলিম। এরপর রাবী ইব্ন শিহাব (র) এই আয়াত قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا তিলাওয়াত করলেন।

---

১. অর্থ : "বেদুঈনগণ বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বল, তোমরা ঈমান আননি; বরং তোমরা বল আমরা ইসলাম গ্রহণ (বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশ) করেছি" (হুজুরাত :১৪)।

٤٩٩٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يُنَادِىَ اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ اَنَّهُ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ مُؤْمِنٌ وَهِىَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ *

৪৯৯৩. কুতায়বা (র) - - - - বিশ্‌র ইব্‌ন সুহায়ম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে আইয়্যামে তাশরীকে এই কথা ঘোষণা করতে বললেন যে, জান্নাতে শুধু মু'মিনই প্রবেশ করবে।

صِفَةُ الْمُؤْمِنِ

মু'মিনের পরিচয়

٤٩٩٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ *

৪৯৯৪. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার হাত ও রসনা হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর মু'মিন ঐ ব্যক্তি যার থেকে অন্য লোক নিজের জান ও মালকে নিরাপদ মনে করে।

صِفَةُ الْمُسْلِمِ

মুসলিমের পরিচয়

٤٩٩٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ *

৪৯৯৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মুসলিম ঐ ব্যক্তি, যার হাত ও রসনা হতে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে, আর মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে থাকে।

٤٩٩٦. اَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكُمُ الْمُسْلِمُ *

৪৯৯৬. হাফস ইব্‌ন উমর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে

আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আর আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের যবেহকৃত পশু খায়, সে মুসলিম।

حُسْنُ اِسْلاَمِ الْمَرْءِ

ব্যক্তির ইসলামের উৎকৃষ্টতা[১]

٤٩٩٧. اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلّٰى بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ اِسْلاَمُهُ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ اَزْلَفَهَا وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ اَزْلَفَهَا ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا اِلاَّ اَنْ يَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا *

৪৯৯৭. আহমদ ইব্ন মুআল্লা (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার ঐ সকল সৎকর্ম লিখে নেন, যা সে পূর্বে করেছিল আর তার সেই সকল পাপ মুছে ফেলেন যাতে অতীতে লিপ্ত হয়েছিল। এরপর তার হিসাব এইভাবে লিখিত হয় যে, তার প্রত্যেক নেকীর পরিবর্তে দশ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত সওয়াব লেখা হয়। আর প্রত্যেক পাপ শুধু অতটুকুই লেখা হয়, যা সে করে, যদিনা আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করেন।

اَىُّ الْاِسْلاَمِ اَفْضَلُ

কোন্ ইসলাম শ্রেষ্ঠ

٤٩٩٨. اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْاُمَوِىُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بُرْدَةَ وَهُوَ بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاِسْلاَمِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ *

৪৯৯৮. সা'ঈদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ উমাবী (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কোন্ ইসলাম উত্তম ? তিনি বললেন : যার রসনা ও হাত হতে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।

اَىُّ الْاِسْلاَمِ خَيْرٌ

কোন্ ইসলাম ভাল

٤٩٩٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

১. ইসলামের উৎকৃষ্টতা অর্থ, আকীদা-বিশ্বাস নিখুঁত ও অকৃত্রিম হওয়া এবং বাহ্যিক কাজ-কর্ম আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া।

بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ *

৪৯৯৯. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো : কোন্ ইসলাম (অর্থাৎ ইসলামের কোন কর্ম) ভাল ? তিনি বললেন : খাদ্য দান করা, পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম করা।

عَلٰى كَمْ بُنِىَ الْاِسْلاَمُ

ইসলামের বুনিয়াদ কয়টি

٥٠٠٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافِى يَعْنِى ابْنَ عِمْرَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ اَلاَ تَغْزُوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بُنِىَ الْاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ *

৫০০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁকে বললো : আপনি কি যুদ্ধ করেন না ? তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : ইসলাম পাঁচটি বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত, এই কথার সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, সালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোযা রাখা এবং হজ্জ করা।

اَلْبَيْعَةُ عَلَى الْاِسْلاَمِ

ইসলামের উপর বায়‘আত গ্রহণ করা

٥٠٠١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فِى مَجْلِسٍ فَقَالَ تُبَايِعُوْنِى عَلٰى اَنْ لاَتُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا قَرَاَ عَلَيْهِمُ الْاٰيَةَ فَمَنْ وَفّٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ *

৫০০১. কুতায়বা (র) - - - - উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তিনি বললেন : তোমরা আমার নিকট একথার উপর বায়আত কর যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না। তিনি তাদের সামনে এতদসংক্রান্ত পূর্ণ আয়াতটি[1] তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এটা

---

১. অর্থ : "তারা আল্লাহ্র সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না" (মুমতাহিনা : ১২)

রক্ষা করবে, আল্লাহ্‌র নিকট তার প্রতিদান রয়েছে। আর যদি কেউ এর কোন একটি অপরাধ করে ফেলে, আর আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে তা ঢেকে রাখেন, তবে আখিরাতে তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন।

عَلَى مَا يُقَاتَلُ النَّاسُ

কখন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে

٥٠٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ اَنْبَانَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا شَهِدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا وَاَكَلُوْا ذَبِيْحَتَنَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ *

৫০০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন নু'আয়ম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমাকে লোকের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল। যদি তারা এই সাক্ষ্য দেয় এবং আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে, আমাদের যবেহ্‌কৃত পশু খায়, আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, তখন তাদের জান মাল আমাদের উপর হারাম হয়ে যাবে, তবে এর হক ব্যতীত। তখন অন্যান্য মুসলমানের যে প্রাপ্য রয়েছে তাদের জন্যও তা রয়েছে। আর এদের উপর যে দায়-দায়িত্ব বর্তায়। তাদের উপরও তা বর্তাবে।

ذِكْرُ شُعَبِ الْاِيْمَانِ

ঈমানের শাখা-প্রশাখার বর্ণনা

٥٠٠٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ *

৫০০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইবনুল-মুবারক (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে। লজ্জা-শরমও ঈমানের একটি শাখা।

٥٠٠٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً اَفْضَلُهَا لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَوْضَعُهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ *

৫০০৪. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঈমানের সত্তরটির উপরে শাখা রয়েছে। এর সর্বোত্তমটি হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা, আর এর সর্বনিম্নটি হলো রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা, আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা।

٥٠٠٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الاِيْمَانِ *

৫০০৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।

تَفَاضُلُ اَهْلِ الاِيْمَانِ

ঈমানদারদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ

٥٠٠٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُلِئَ عَمَّارٌ اِيْمَانًا اِلَى مُشَاشِهِ *

৫০০৬. ইসহাক ইব্ন মানসূর ও 'আম্র ইব্ন 'আলী (র) - - - - নবী করীম ﷺ -এর এক সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আম্মারের অস্থিমজ্জা ঈমানে পরিপূর্ণ।

٥٠٠٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَاَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الاِيْمَانِ *

৫০০৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যখন তোমাদের কেউ কোন অন্যায় দেখতে পায়, তখন সে যেন তা নিজ হাতে প্রতিহত করে। যদি ততটুকু শক্তি তার না থাকে, তবে সে যেন মুখে তা দূর করতে তৎপর হয়। যদি এই শক্তিও তার না থাকে, তবে সে যেন উক্ত মন্দ কাজকে মনে মনে ঘৃণা করে। আর এ হলো ঈমানের নিম্নতম পর্যায়।

٥٠٠٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَاَى مُنْكَرًا فَغَيَّرَهُ بِيَدِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَغَيَّرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُغَيِّرَهُ بِلِسَانِهِ فَغَيَّرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الاِيْمَانِ *

৫০০৮. আবদুল হামিদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ; তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন মন্দ কাজ দেখতে পায় আর সে তা নিজ হাতে প্রতিহত করে, তবে সে দায়িত্বমুক্ত হল। যদি তার হাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা না থাকে, তাই মুখে এর বিরোধিতা করে, তবে সেও দায়িত্বমুক্ত হল। আর যে ব্যক্তি মুখে এর বিরোধিতা করার ক্ষমতা না রাখে, আর সে মনে মনে এর বিরুদ্ধাচরণ করে, সেও দায়িত্বমুক্ত হল; আর এ হলো দুর্বলতর ঈমান।

زِيَادَةُ الْاِيْمَانِ

ঈমানের বৃদ্ধি পাওয়া

٥٠٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مُجَادَلَةُ اَحَدِكُمْ فِى الْحَقِّ يَكُوْنُ لَهُ فِى الدُّنْيَا بِاَشَدَّ مُجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِرَبِّهِمْ فِىْ اِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ اُدْخِلُوْا النَّارَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِخْوَانُنَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَنَا وَيَصُوْمُوْنَ وَيَحُجُّوْنَ مَعَنَا فَاَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ قَالَ فَيَقُوْلُ اذْهَبُوْا فَاَخْرِجُوْا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ قَالَ فَيَاتُوْنَهُمْ فَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِصُوَرِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ النَّارُ اِلَى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ اِلَى كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا قَدْ اَخْرَجْنَا مَنْ اَمَرْتَنَا قَالَ وَيَقُوْلُ اَخْرِجُوْا مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ وَزْنُ دِيْنَارٍ مِنَ الْاِيْمَانِ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِيْنَارٍ حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فَلْيَقْرَاْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ اِلَى عَظِيْمًا *

৫০০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে' (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের পার্থিব কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ঝগড়া এত তীব্র হয় না, যা মু'মিন তার দোযখী ভাইদের জন্য আল্লাহ্‌র তা'আলার সাথে করবে। তিনি বলেন, তারা বলবে : ইয়া আল্লাহ্! আমাদের ভাইগণ আমাদের সাথে সালাত আদায় করতো, আমাদের সাথে রোযা রাখতো এবং আমাদের সাথে হজ্জ করতো, আর আপনি তাদেরকে দোযখে দাখিল করেছেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : তোমরা গিয়ে যাকে চিনতে পার তাকে বের করে নাও। তিনি বলেন : তারা এসে তাদেরকে তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারবে। তাদের মধ্যে এমন লোক হবে, যাকে আগুন তার পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত ধরেছে এবং কাউকে হাঁটু পর্যন্ত, তারা তাদেরকে বের করবে এবং বলবে : হে আমাদের রব ! আপনি যাদেরকে বের করার আদেশ দিয়েছেন, আমরা তাদেরকে বের করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : তাদেরকেও বের কর যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান রয়েছে। এরপর বলবেন : ঐ সকল লোককেও বের কর যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বলবেন : এমন লোকদেরকেও বের কর যাদের অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান রয়েছে। আবূ সাঈদ (রা)

বলেন : যার বিশ্বাস না হয়, সে এই আয়াত : اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করতে পারে।[১]

٥٠١٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اُمَامَةَ ابْنُ سَهْلٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَىَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَايَبْلُغُ الثُّدِىَّ وَمِنْهَا مَايَبْلُغُ دُوْنَ ذٰلِكَ وَعُرِضَ عَلَىَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ قَالَ فَمَاذَا اَوَّلْتَ ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الدِّيْنَ *

৫০১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি নিদ্রিত অবস্থায় দেখলাম, কোন কোন লোককে আমার নিকট উপস্থিত করা হচ্ছে এবং তারা সকলেই জামা পরিহিত। কারো জামা বুক পর্যন্ত, আর কারো তা অপেক্ষা নিচে। এরপর আমার নিকট উমর ইব্‌ন খাত্তাবকে আনা হল আর, তার গায়েএমন একটা জামা, যা সে মাটিতে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি এর কী ব্যাখ্যা করলেন ? তিনি বললেন : দীন।

٥٠١١. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اٰيَةٌ فِىْ كِتَابِكُمْ تَقْرَءُوْنَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا قَالَ اَىُّ اٰيَةٍ قَالَ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِىْ نَزَلَتْ فِيْهِ وَالْيَوْمَ الَّذِىْ نَزَلَتْ فِيْهِ نَزَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ عَرَفَاتٍ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ *

৫০১১. আবূ দাউদ (র) - - - - তারিক ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহূদী উমর ইব্‌ন খাত্তাবের নিকট এসে বললো : হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনাদের কুরআনে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, যদি ঐ আয়াতটি ইয়াহূদীদের উপর নাযিল হতো, তবে আমরা ঐ দিনকে ঈদের দিন হিসাবে ধার্য করতাম। তিনি বললেন : তা কোন আয়াত ? সে বললো : তা হলো اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا উমর (রা) বললেন : যে স্থানে, যে সময় ঐ আয়াত নাযিল হয়েছে, তা আমার জানা আছে। ঐ আয়াত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর আরাফাতে শুক্রবারে নাযিল হয়।

---

১. "আল্লাহ্ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র শরীক করে, সে এক মহাপাপ করে" (নিসা : ৪৮)

عَلاَمَةُ الْاِيْمَانِ
ঈমানের আলামত

٥٠١٢. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ *

৫০১২. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউই পূর্ণ মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না আমি তার সন্তান-সন্ততি, মাতাপিতা এবং সকল লোক হতে তার নিকট অধিক প্রিয় হই।

٥٠١٣. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ح وَاَنْبَاَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَاَهْلِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ *

৫০১৩. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র) ও ইমরান ইব্ন মূসা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পরিবার-পরিজন এবং মাল-সম্পদ এবং সকল লোক হতে অধিক প্রিয় হই।

٥٠١٤. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هُرْمُزَ مِمَّا ذَكَرَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ *

৫০১৪. ইমরান ইব্ন বাক্কার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঐ সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ ঈমানদার হবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার সন্তান ও পিতা হতে অধিক প্রিয় হই।

٥٠١٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَاَنْبَاَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِى حَدِيْثِهِ اِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ *

৫০১৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না সে স্বীয় ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

٥٠١٦. أَخْبَرَنَا مُوسَى ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنٍ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ *

৫০১৬. মূসা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর কসম! তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না সে নিজের ভাইয়ের জন্য সেই কল্যাণ পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে থাকে।

٥٠١٧. أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ زِرٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﷺ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ *

৫০১৭. ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র) ---- যিরর (রা) থেকে বর্ণিত, আলী (রা) বলেছেন : আমার নিকট উম্মী নবী ﷺ -এর অঙ্গীকার হচ্ছে, কেবল মু'মিনই তোমাকে ভালবাসবে, আর মুনাফিকই তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে।

٥٠١٨. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حُبُّ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيمَانِ وَبُغْضُ الْأَنْصَارِ آيَةُ النِّفَاقِ *

৫০১৮. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) ---- আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আনসারের প্রতি ভালবাসা ঈমানের আলামত আর আনসারের প্রতি শত্রুতা নিফাকের আলামত।

عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ

মুনাফিকের আলামত

٥٠١٩. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرْبَعَةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْأَرْبَعِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ *

৫০১৯. বিশর ইব্‌ন খালিদ (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি অভ্যাস থাকবে, সে মুনাফিক। আর যদি ঐ চারটি অভ্যাসের একটি অভ্যাস থাকে, তবে তার মধ্যে একটি নিফাকের অভ্যাস হলো, যতক্ষণ না তা পরিত্যাগ করে : সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে,

কোন ওয়াদা করলে তা খেলাফ করে, যখন কোন অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে এবং কারো সাথে ঝগড়া করার সময় গালি দেয়।

٥٠٢٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ اَبِيْ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اٰيَةُ النِّفَاقِ ثَلاَثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ *

৫০২০. আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি : সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা পূর্ণ করে না এবং তার নিকট আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে।

٥٠٢١. اَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ عَهِدَ اِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لاَيُحِبَّنِيْ اِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضَنِيْ اِلاَّ مُنَافِقٌ *

৫০২১. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - যির ইব্ন হুবায়শ (র) থেকে বর্ণিত, আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট অঙ্গীকার করে বলেছেন : কেবল মু'মিনই আমার সাথে মহব্বত রাখবে, আর মুনাফিকই আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে।

٥٠٢٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافٰى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ فَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ تَزَلْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَتْرُكَهَا *

৫০২২. আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইবনুল-হারিস (র) - - - - আবূ ওয়ায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন : যার মধ্যে তিনটি অভ্যাস থাকবে, সে মুনাফিক : যখন সে কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে, কেউ আমানত রাখলে, খিয়ানত করে এবং যখন কোন অঙ্গীকার করে, তা ভঙ্গ করে। আর যার মধ্যে এর একটি অভ্যাস থাকবে, তার মধ্যে মুনাফিকের একটি অভ্যাস থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত।

قِيَامُ رَمَضَانَ

রমযানে রাত জাগরণ

٥٠٢٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৫০২৩. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযান মাসে রাত্রি জাগরণ করবে, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে।

٥٠٢٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৫০২৪. কুতায়বা (র) ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযান মাসে রাত্রি জাগরণ করবে, তার পূর্ববতী সকল পাপ ক্ষমা করা হবে।

٥٠٢٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৫০২৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রমযান মাসে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রাত্রি জাগরণ করবে, তার পূর্ববতী সকল পাপ ক্ষমা করা হবে।

قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

শবে কদরে জাগরণ

٥٠٢٦. حَدَّثَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِىْ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৫০২৬. আবুল আশআস (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় রাত্রি জাগরণ করবে, তার পূর্বকৃত সকল গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি কদরের রাত্রে ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় জাগরণ করবে, তার পূর্ববর্তী সকল পাপ ক্ষমা করা হবে।

اَلزَّكَاةُ

যাকাত

٥٠٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سُهَيْلٍ عَنْ

أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْهَمُ مَايَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ لَا أَزِيدُ عَلَى هٰذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ *

৫০২৭. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - আবূ সুহায়ল তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাল্হা ইব্ন উবায়দুল্লাহকে বলতে শুনেছেন : এলোমেলো চুলবিশিষ্ট নজ্‌দবাসী এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলো। গুণগুণ শব্দ ব্যতীত তার কথার কিছুই শুনা যাচ্ছিল না, বুঝাও যাচ্ছিল না। সে নিকটে আসলে বুঝা গেল যে, সে ইসলাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : দিবারাত্রির মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায। সে জিজ্ঞাসা করলো, এটা ছাড়া আমার আরও কিছু করণীয় আছে? তিনি বললেন : না, কিন্তু ইচ্ছা করলে নফল পড়তে পার। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আর রমযান মাসের রোযা। সে বললো : এটা ছাড়াও কি আমার কিছু করণীয় আছে? তিনি বললেন : না, তবে চাইলে নফল রোযা রাখতে পার। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে যাকাতের কথা বললেন, সে বললো : এটা ছাড়াও কি আমার কিছু করণীয় আছে? তিনি বললেন : না, তবে তুমি নফল সাদকা করতে পার। তারপর ঐ ব্যক্তি এই বলতে বলতে চলে গেল যে, আমি এতে কিছু বাড়াবও না এবং এর থেকে কিছু কমাবও না, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি এই ব্যক্তি সত্য বলে থাকে, তবে সে কৃতকার্য হয়ে গেল।

اَلْجِهَادُ

জিহাদ

٥٠٢٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ انْتَدَبَ اللّٰهُ لِمَنْ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْإِيمَانُ بِي وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِي أَنَّهُ ضَامِنٌ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بِأَيِّهِمَا كَانَ إِمَّا بِقَتْلٍ وَإِمَّا وَفَاةٍ أَوْ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ يَنَالُ مَانَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ *

৫০২৮. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় বের হয়, আল্লাহ্ এই বলে তার যামিন হয়ে যান যে, তাকে আমার উপর ঈমান এবং আমার রাস্তায় জিহাদ করা ব্যতীত আর কিছুই বের করেনি। সুতরাং আমি তাকে জান্নাতে দাখিল করব, তা দুয়ের যেভাবেই হোক। সে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হোক অথবা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করুক, অথবা তাকে ঐ ঘরে প্রত্যাবর্তন করান, যে ঘর হতে সে বের হয়েছিল; সওয়াব এবং যুদ্ধলব্ধ মালসহ।

٥٠٢٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَضَمَّنَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِهِ لاَيُخْرِجُهُ اِلاَّ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِىْ وَاِيْمَانٌ بِىْ وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِىْ فَهُوَ ضَامِنٌ اَنْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ اَرْجِعَهُ اِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ نَالَ مَانَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ *

৫০২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির যামিন হয়ে যান, যে ব্যক্তি তাঁর রাস্তায় বের হয়। আল্লাহ্ বলেন : তাকে আমার রাস্তায় জিহাদ, আমার উপর ঈমান এবং আমার রাসূলগণের উপর বিশ্বাস ছাড়া অন্যকিছু বের করেনি। আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব অথবা তাকে ঐ ঘরে প্রত্যাবর্তন করাব, যে ঘর হতে সে বের হয়েছিল, সে যে সওয়াব ও গনীমতপ্রাপ্ত হয়, তাসহ।

اَدَاءُ الْخُمُسِ

খুমুস আদায় করা

٥٠٣٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ وَهُوَ ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّا هٰذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيْعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَىْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُوْ اِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اَلاِيْمَانُ بِاللّٰهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِقَامُ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَاَنْ تُؤَدُّوْا اِلَىَّ خُمُسَ مَاغَنِمْتُمْ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُزَفَّتِ *

৫০৩০. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললো, আমরা রবীআ গোত্রের লোক। আর আমরা 'নিষিদ্ধ মাস' ব্যতীত আপনার নিকট উপস্থিত হতে পারি না। অতএব আমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা আমরা আপনার নিকট হতে শিখে যেতে পারি এবং আমাদের অন্যান্য লোককে এর প্রতি আহবান করতে পারি। তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে চারটি বস্তুর প্রতি আদেশ করছি এবং চারটি বস্তু হতে নিষেধ করছি। যে চার বস্তুর আদেশ করছি, তা হলো, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান। এরপর তিনি তাদের জন্য এর ব্যাখ্যা দিলেন যে, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল" এই সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, তোমরা যে গনীমতের মাল পাও, তার পঞ্চমাংশ আমার নিকট আদায় করা। আর আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি দুব্বা, (কদুর খোল দ্বারা প্রস্তুত পাত্র), হান্তাম (মাটির সবুজ পাত্রবিশেষ), নাকীর (কাঠের পাত্রবিশেষ) এবং মুযাফ্‌ফাত (তৈলাক্ত পাত্রবিশেষ) হতে।

شُهُوْدُ الْجَنَائِزِ

জানাযায় উপস্থিত হওয়া

٥٠٣١. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ يَعْنِى ابْنَ يُوْسُفَ بْنَ الْاَزْرَقِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتّٰى يُوْضَعَ فِىْ قَبْرِهٖ كَانَ لَهٗ قِيْرَاطَانِ اَحَدُهُمَا مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهٗ قِيْرَاطٌ *

৫০৩১. আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাল্লাম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের নিয়্যতে কোন মুসলমানের জানাযায় গমন করে এবং তার জানাযার সালাত আদায় করে, এরপর তাকে কবরে রাখা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, সে দুই কীরাত সওয়াবপ্রাপ্ত হবে। এক কীরাত হলো উহুদ পাহাড়ের সমান।আর যে ব্যক্তি সালাত আদায় করেই চলে আসে,সে এক কীরাত পাবে।

اَلْحَيَاءُ

লজ্জা

٥٠٣٢. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ وَاللَّفْظُ لَهٗ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ

৫০৩২. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - সালিম (র) তার পিতা [ইব্‌ন উমর (রা)] থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিল। তিনি বললেন : তাকে ছাড়, লজ্জা ঈমানের অংশ।

اَلدِّيْنُ يُسْرٌ

দীন সহজ

٥٠٣٣. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَهٗ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا وَيَسِّرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ *

৫০৩৩. আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এই দীন সহজ, যে কেউ দীনের ক্ষেত্রে কঠিন পন্থা অবলম্বন করবে, সে দীন পালনে ব্যর্থ হয়ে যাবে। অতএব তোমরা সোজা পথে চল, পরিপূর্ণতার কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা কর, সুসংবাদ দাও, সহজ পন্থা অবলম্বন কর, সকাল সন্ধ্যা এবং কিছু রাত পর্যন্ত ইবাদতে থেকে সাহায্য প্রার্থনা কর।

أَحَبُّ الدِّيْنِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় দীন

٥٠٣٤. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ فُلاَنَةُ لاَتَنَامُ تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَاتُطِيْقُوْنَ فَوَاللّٰهِ لاَيَمَلُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّيْنَ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ *

৫০৩৪. শুআয়ব ইব্‌ন ইউসুফ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকট আসলেন, তখন তাঁর নিকট একজন মহিলা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এই মহিলা কে ? তিনি বললেন : অমুক মহিলা। সে ঘুমায় না। তিনি তার সালাত আদায়ের বিবরণ দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এরূপ করো না, অতটুকু ইবাদত করবে, যতটুকু তোমার শক্তিতে কুলায়। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ তা'আলা (সওয়াব দিতে) বিমুখ হন না, যাবৎ না তোমরা অবসন্ন হয়ে পড়। আল্লাহ্‌র নিকট ঐ আমল সর্বোত্তম, যা সদা সর্বদা করা হয়।

اَلْفِرَارُ بِالدِّيْنِ مِنَ الْفِتَنِ

ফিতনা থেকে দীন রক্ষার্থে পলায়ন করা

٥٠٣٥. أَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ مُسْلِمٍ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّبِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ *

৫০৩৫. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বেশিদিন দূরে নয়, যখন বকরী হবে মানুষের উত্তম মাল, যা নিয়ে সে পাহাড়ের উপরে এবং যেখানে বৃষ্টির পানি জমে সেখানে চলে যাবে, আর নিজের দীনকে ফিত্‌না হতে রক্ষা করবে।

مَثَلُ الْمُنَافِقِ

মুনাফিকের উদাহরণ

٥٠٣٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيْرُ فِى هٰذِهِ مَرَّةً وَفِى هٰذِهِ مَرَّةً لاَتَدْرِى أَيَّهَا تَتْبَعُ *

৫০৩৬. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুনাফিকের উদাহরণ ঐ বকরীর ন্যায়, যে দুই বকরীর পালের মধ্যস্থলে থাকে। কখনও এই পালের দিকে আসে, কখনও ঐ পালের দিকে যায়, সে বুঝতে পারে না, সে কোন দলের সাথে থাকবে।

مَثَلُ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مِنْ مُؤْمِنٍ وَمُنَافِقٍ

কুরআন তিলাওয়াতকারী মু'মিন ও মুনাফিক

٥٠٣٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَبَا مُوسَى الْاَشْعَرِىَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الْاُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيْحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَرِيْحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لاَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَرِيْحَ لَهَا *

৫০৩৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে তার উদাহরণ যেন কমলালেবু, এর স্বাদ ও ঘ্রাণ উভয়ই উত্তম, আর যে মু'মিন কুরআন পড়ে না, তার উদাহরণ যেন খুরমা, যার স্বাদ উত্তম, কিন্তু কোন ঘ্রাণ নেই। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে, সে যেন রায়হানা ফুল, যার ঘ্রাণ তো উত্তম, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না সে যেন হানযালা ফল, যার স্বাদ তিক্ত আবার ঘ্রাণও নেই।

عَلاَمَةُ الْمُؤْمِنِ

মু'মিনের আলামত

٥٠٣٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لاَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ *

قَالَ الْقَاضِىْ يَعْنِى ابْنَ الْكَسَّارِ سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ الْبُخَارِىَّ يَقُوْلُ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الَّذِى يَرْوِىْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىٍّ لاَ اَعْرِفُهُ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ سَقَطَ الْوَاوُ مِنْ حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو الرَّبَالِىِّ الْمَشْهُوْرُ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْبَصْرِيِّيْنَ وَهُوَ ثِقَةٌ ذَكَرَهُ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ فِىْ حَدِيْثِ مَنْصُوْرِ بْنِ سَعْدٍ فِىْ بَابِ صِفَةِ الْمُسْلِمِ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لاَ اَعْلَمُ رَوَى حَدِيْثَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْمَرْفُوْعَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ بِزِيَادَةِ قَوْلِهِ وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا وَاَكَلُوْا ذَبِيْحَتَنَا وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ اِلاَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى ابْنَ اَيُّوْبَ الْبَصْرِىَّ وَهُوَ فِى هٰذَا الْجُزْءِ فِىْ بَابِ مَايُقَاتِلُ النَّاسَ *

৫০৩৮. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

كِتَابُ الزِّيْنَةِ

অধ্যায় : সাজসজ্জা

مِنَ السُّنَنِ اَلْفِطْرَةُ

স্বভাবসিদ্ধ সুন্নতসমূহ

٥٠٣٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ *

৫০৩৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দশটি কাজ স্বভাবগত[1] : মোচ কাটা, নখ কাটা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা, দাড়ি লম্বা করা, মিস্‌ওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের পশম কামানো, পেশাবের পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা এবং শৌচকর্ম করা। মুসআব ইব্‌ন শায়বা (রা) বলেন : আমি দশম কথটি ভুলে গেছি, সম্ভবত তা হলো কুল্লি করা।

٥٠٤٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ طَلْقًا يَذْكُرُ عَشَرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ السِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَاَنَا شَكَكْتُ فِى الْمَضْمَضَةِ *

৫০৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - তাল্‌ক (র) থেকে বর্ণিত, দশটি কাজ জন্মগত নিয়মাধীন : মিস্‌ওয়াক করা, মোচ কাটা, নখ কাটা, আংগুলের গাঁট ও চিপা ধৌত করা, নাভির নিচের পশম মুন্ডানো, নাকে পানি দেওয়া, রাবী বলেন, আমার সন্দেহ হয় যে, তিনি কুল্লি করার কথাও বলে থাকবেন।

٥٠٤١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَ عَشَرَةٌ مِنَ

---

১. ফিতরাত বা স্বভাবগত হওয়ার অর্থ এ কাজগুলো প্রাচীন সকল দীনের অংশ। সমস্ত নবী-রাসূল এর শিক্ষা দিয়ে গেছেন, যেন এগুলো স্বভাবেরই চাহিদা, যে কারণে কোন নবীর শিক্ষা থেকে এগুলো বাদ যায়নি।

السُّنَّةِ السِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَالْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ وَتَوْفِيْرُ اللِّحْيَةِ وَقَصُّ الاَظْفَارِ وَنَتْفُ الاِبْطِ وَالْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَغَسْلُ الدُّبُرِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحَدِيْثُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَجَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ اَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ وَمُصْعَبٌ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ *

৫০৪১. কুতায়বা (র) - - - - তাল্‌ক ইব্‌ন হাবীব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দশটি কাজ সুন্নত : মিস্‌ওয়াক করা, মোচ কাটা, কুল্লি করা, নাকে পানি দেওয়া, দাড়ি লম্বা করা, নখ কাটা, বগলের চুল উপড়ে ফেলা, খাৎনা করা, নাভির নিচের চুল কামানো, মলদ্বার ধৌত করা।

٥٠٤٢. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَنَتْفُ الضَّبْعِ وَتَقْلِيْمُ الظُّفْرِ وَتَقْصِيْرُ الشَّارِبِ وَقَفَهُ مَالِكٌ *

৫০৪২. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পাঁচটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্গত : খাৎনা করা, নাভির নিচের চুল কামানো, বগলের নীচের চুল উপড়ে ফেলা, নখ কাটা, মোচ কাটা।

٥٠٤٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ تَقْلِيْمُ الاَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الاِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِتَانُ *

৫০৪৩. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : পাঁচটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত: নখ কাটা, মোচ কাটা, বগলের চুল উঠিয়ে ফেলা, নাভির নিচের চুল কামানো, খাৎনা করা।

اِحْفَاءُ الشَّارِبِ

মোচ কাটা

٥٠٤٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاَعْفُوا اللُّحٰى *

৫০৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা মোচ বিলোপ করবে এবং দাড়ি লম্বা করবে।

٥٠٤٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْفُوا اللُّحٰى وَاَحْفُوا الشَّوَارِبَ *

৫০৪৫. আমর ইব্ন আলী (র) - - - -ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা দাড়ি লম্বা করবে এবং গোঁফ বিলোপ করবে।

٥٠٤٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ يُوْسُفَ بْنَ صُهَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِبْنِ اَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا *

৫০৪৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি মোচ কাটে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

اَلرُّخْصَةُ فِىْ حَلْقِ الرَّأْسِ

মাথা মুড়ানোর অনুমতি

٥٠٤٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى صَبِيًّا حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَ فَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ احْلِقُوْهُ كُلَّهُ اَوِ اتْرُكُوْهُ كُلَّهُ *

৫০৪৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ একটি ছেলেকে দেখলেন যে, তার মাথার কিছু অংশ মুণ্ডিত আর কিছু অংশ অমুণ্ডিত। তিনি এইরূপ করতে নিষেধ করে বললেন : তোমরা হয় পূর্ণ মাথা মুড়াবে অথবা পূর্ণ মাথায় চুল রাখবে।

اَلنَّهْىُ عَنْ حَلْقِ الْمَرْاَةِ رَأْسَهَا

নারীর মাথার চুল মুণ্ডন করা নিষেধ

٥٠٤٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ عَلِىٍّ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَحْلِقَ الْمَرْاَةُ رَأْسَهَا *

৫০৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন মূসা হারাশী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নারীদের মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْقَزَعِ

মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করে কিছু অংশে চুল রেখে দেয়া

٥٠٤٩. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نَهَانِى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْقَزَعِ *

৫০৪৯. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তাআলা আমাকে কাযা' করতে (অর্থাৎ মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করে কিছু অংশে চুল রাখতে) নিষেধ করেছেন।

٥٠٥٠. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدِيْثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ *

৫০৫০. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাযা' করতে (মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করে কিছু অংশে চুল রাখতে) নিষেধ করেছেন।

اَلْاَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ

গোঁফ কাটা[১]

٥٠٥١. أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخُوْ قَبِيْصَةَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلِيْ شَعْرٌ فَقَالَ ذُبَابٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِيْنِيْ فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِيْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ لِيْ لَمْ أَعْنِكَ وَهٰذَا أَحْسَنُ *

৫০৫১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ওয়ায়ল ইব্‌ন হুজ্‌র (রা) বলেন, আমি আমার মাথাভরা চুল নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি বললেন : অশুভ ! আমি মনে করলাম, তিনি আমাকে বলছেন। আমি সুতরাং চুল কেটে ফেললাম। তারপর আবার তাঁর নিকট গেলে তিনি বললেন : আমি তো তোমাকে বলিনি। তবে এটা উত্তম।

٥٠٥٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ ﷺ شَعْرًا رَجْلًا لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبْطِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ *

৫০৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চুল ছিল মধ্যম রকমের, অত্যধিক সোজাও না, আর অধিক কোঁকড়াও না।

٥٠٥٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا صَحِبَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِيْنَ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ *

---

১. কোন কোন মুদ্রণে আছে أَخْذُ الشَّعْرِ 'চুল কাটা' এবং সেটা এ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসসমূহের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

৫০৫৩. কুতায়বা (র) - - - - হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান হিমইয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন এক ব্যক্তির সাথে, আমার সাক্ষাত হলো, যিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর মত চার বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংসর্গ লাভ করেছিলেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে রোজ চিরুণী করতে নিষেধ করেছেন।

اَلتَّرَجُّلُ غِبًّا

বিরতি দিয়ে চিরুণী করা

٥٠٥٤. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ اِلاَّ غِبًّا *

৫০৫৪. আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিরতি ছাড়া চিরুণী করতে নিষেধ করেছেন।

٥٠٥٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوٗدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّرَجُّلِ اِلاَّ غِبًّا *

৫০৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিরতি না দিয়ে চিরুণী করতে নিষেধ করেছেন।

٥٠٥٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالاَ التَّرَجُّلُ غِبٌّ *

৫০৫৬. কুতায়বা (র) - - - - হাসান এবং মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তারা বলেন : চিরুণী করতে হবে বিরতি দিয়ে দিয়ে।

٥٠٥٧. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَامِلاً بِمِصْرَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَاِذَا هُوَ شَعِثُ الرَّأْسِ مُشْعَانٌ قَالَ مَالِي اَرَاكَ مُشْعَانًا وَاَنْتَ اَمِيْرٌ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنِ الْاِرْفَاهِ قُلْنَا وَمَا الْاِرْفَاهُ قَالَ التَّرَجُّلُ كُلَّ يَوْمٍ *

৫০৫৭. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ -এর এক সাহাবী মিসরের শাসক ছিলেন। তাঁর এক সঙ্গী তাঁর নিকট এসে দেখলো যে, তাঁর চুল এলোমেলো রয়েছে। তিনি বললেন : আপনার চুল এলোমেলো কেন ? অথচ আপনি একজন শাসক? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে 'ইরফাহ' করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : 'ইরফাহ' কী ? তিনি বললেন : প্রতিদিন চিরুণী করা।

اَلتَّيَامُنُ فِي التَّرَجُّلِ

ডানদিক হতে চিরুণী করা

٥٠٥٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِي

الشَّعْثَاءِ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَامُنَ يَأْخُذُ بِيَمِيْنِهِ وَيُعْطِى بِيَمِيْنِهِ وَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِى جَمِيْعِ اُمُوْرِهِ *

৫০৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ডানদিক হতে আরম্ভ করাকে পছন্দ করতেন। তিনি ডান হাতে গ্রহণ করতেন, ডান হাতে দান করতেন, প্রত্যেক অবস্থায় তিনি ডানদিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

اِتِّخَاذُ الشَّعْرِ

মাথায় লম্বা চুল রাখা

٥٠٥٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافِى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَارَاَيْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ فِى حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجُمَّتُهُ تَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ *

৫০৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্মার (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি একজোড়া লাল কাপড়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অধিক সুন্দর আর কাউকে দেখিনি। আর তাঁর মাথার চুল কাঁধ স্পর্শ করত।

٥٠٦٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ *

৫০৬০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথার চুল কানের অর্ধেক পর্যন্ত পড়তো।

٥٠٦١. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ قَالَ مَارَاَيْتُ رَجُلاً اَحْسَنَ فِى حُلَّةٍ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَرَاَيْتُ لَهُ لِمَّةً تَضْرِبُ قَرِيْبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ *

৫০৬১. আবদুল হামিদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একজোড়া কাপড়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অপেক্ষা বেশি সুন্দর কাউকে দেখিনি, তাঁর চুল কাঁধের নিকটবর্তী থাকতো।

اَلذُّوَابَةُ

চুলের ঝুঁটি

٥٠٦٢. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ

عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيْمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَلٰى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُوْنِّى اَقْرَأُ لَقَدْ قَرَأْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِيْنَ سُوْرَةً وَاِنَّ زَيْدًا لَصَاحِبُ ذُؤَابَتَيْنِ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ *

৫০৬২. হাসান ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - - হুবায়রাহ ইব্ন ইয়ারীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : তোমরা আমাকে কার মত করে কুরআন পড়তে বল, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সত্তর-এরও অধিক সূরা পাঠ করেছি। যখন যায়দ (রা)-এর মাথায় দু'টি চুলের ঝুঁটি ছিল, আর সে ছেলেদের সাথে খেলাধূলা করত (তোমরা আমাকে সেই সেদিনের যায়দের মত করে পড়তে বলছ) ?

٥٠٦٣. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى وَائِلٍ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ كَيْفَ تَامُرُوْنِّى اَقْرَأُ عَلٰى قِرَاءَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بَعْدَ مَاقَرَأْتُ مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِيْنَ سُوْرَةً وَاِنَّ زَيْدًا مَعَ الْغِلْمَانِ لَهُ ذُؤَابَتَانِ *

৫০৬৩. ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াকূব (র) - - - - আবূ ওয়ায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন মাসউদ (রা) আমাদের লক্ষ্য করে ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন : তোমরা আমাকে যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর মত কুরআন পড়তে বলছ কি করে ? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুখ থেকে শুনে সত্তরেরও অধিক সূরা পাঠ করেছি, যায়দ (রা) তখন ছেলেদের সাথে চলাফেরা করতো এবং তার মাথায় ছিল দু'টি চুলের ঝুঁটি (অর্থাৎ সে তখন নিতান্তই শিশু)।

٥٠٦٤. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِ الْعُرْقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الْاَغَرِّ بْنِ حُصَيْنٍ النَّهْشَلِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى زِيَادُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُدْنُ مِنِّى فَدَنَا مِنْهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى ذُؤَابَتِهِ ثُمَّ اَجْرٰى يَدَهُ وَسَمَّتَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ *

৫০৬৪. ইব্রাহীম ইব্ন মুস্তামির উরকী (র) - - - - হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট মদীনায় আগমন করলেন, তখন তিনি বললেন : তুমি আমার নিকটবর্তী হও। তিনি তার নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর মাথার চুল গুচ্ছে হাত বুলালেন এবং আল্লাহ্র নাম নিয়ে দু'আ করলেন।

تَطْوِيْلُ الْجُمَّةِ

চুল লম্বা করা

٥٠٦٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ

اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلِيْ جُمَّةٌ قَالَ ذُبَابٌ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ يَعْنِيْنِيْ فَانْطَلَقْتُ فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِيْ فَقَالَ اِنِّيْ لَمْ اَعْنِكَ وَهٰذَا اَحْسَنُ *

৫০৬৫. আহমদ ইব্‌ন হারব (র) ---- ওয়ায়ল ইব্‌ন হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন আমার মাথায় ছিল লম্বা চুল। তিনি বললেন : কুলক্ষণ। আমি মনে করলাম, তিনি আমাকে বলছেন। আমি গিয়ে চুল ছোট করেছিলাম। তিনি বললেন : আমি তো তোমাকে বলিনি, তবে এটা উত্তম।

عَقْدُ اللِّحْيَةِ

দাড়িতে গিঁট লাগানো

٥٠٦٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَذَكَرَ اٰخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ اَنَّ شُيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَارُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُوْلُ بِكَ بَعْدِيْ فَاَخْبِرِ النَّاسَ اَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ اَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا اَوِ اسْتَنْجٰى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ اَوْ عَظْمٍ فَاِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيْءٌ مِنْهُ *

৫০৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) ---- রুয়ায়ফি ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হে রুয়ায়ফি, হয়তো তুমি আমার পর দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে, তুমি লোকদেরকে বলে দিবে : যে ব্যক্তি দাড়িতে গিঁট দিবে বা ধনুকের ছিলা দ্বারা পশুর গলা বাঁধবে বা পশুর গোবর বা হাঁড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে, তার সাথে মুহাম্মদ ﷺ -এর কোন সম্পর্ক নেই।

اَلنَّهْىُ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ

সাদা চুল উঠানো নিষেধ

٥٠٦٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ *

৫০৬৭. কুতায়বা (র) ---- আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদা চুল উঠাতে নিষেধ করেছেন।

اَلْاِذْنُ بِالْخِضَابِ

খিযাব লাগানোর অনুমতি

٥٠٦٨. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّيْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنْ

ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ح وَاَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى لَاتَصْبُغُ فَخَالِفُوْهُمْ *

৫০৬৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইয়াহূদী ও নাসারা খিযাব লাগায় না, অতএব তোমরা তাদের বিরোধিতা করবে।

٥٠٦٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ *

৫০৬৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٠٧٠. اَخْبَرَنِى الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَنْبَاَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لَاتَصْبُغُ فَخَالِفُوْا عَلَيْهِمْ فَاصْبُغُوْا *

৫০৭০. হুমায়দ ইব্‌ন হুরায়স (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইয়াহূদী ও নাসারা খিযাব লাগায় না, তোমরা তাদের বিরোধিতা করবে এবং খিযাব লাগাবে।

٥٠٧١. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ وَاَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لَاتَصْبُغُ فَخَالِفُوْهُمْ *

৫০৭১. আলী ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইয়াহূদী ও নাসারা খিযাব লাগায় না, তোমরা তাদের বিরোধিতায় খিযাব লাগাবে।

٥٠٧٢. اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَاتَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ *

৫০৭২. উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দাড়ি-চুলের শুভ্রতাকে পরিবর্তন কর, আর ইয়াহূদের অনুকরণ করো না।

٥٠٧٣. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مَحْفُوْظٍ ٭

৫০৭৩. হুমায়দ ইব্‌ন মাখলাদ ইব্‌ন হুসায়ন (র) - - - - যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা বার্ধক্যজনিত শুভ্রতাকে পরিবর্তন কর এবং ইয়াহূদীদের অনুকরণ করো না।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

কালো খিযাব লাগানো নিষেধ

٥٠٧٤. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْحَلَبِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ اَنَّهُ قَالَ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ بِهٰذَا السَّوَادِ اٰخِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَايَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ٭

৫০৭৪. আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হালাবী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ যমানায় এমন কতক লোক হবে, যারা কবুতরের বুকের মত কালো খিযাব লাগাবে, তারা বেহেশ্‌তের গন্ধও পাবে না।

٥٠٧٥. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اُتِىَ بِاَبِىْ قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَاْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيِّرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ ٭

৫০৭৫. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন আবূ কুহাফাকে আনা হলে তাঁর মাথা সাগামা (সাদা রঙের ফল বিশেষ)-এর মত সাদা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এই রংকে কোন কিছু দ্বারা পরিবর্তিত করে দাও কিন্তু কালো রং দ্বারা নয়।

اَلْخِضَابُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ

মেহেদী ও কাতাম দ্বারা খিযাব লাগানো

٥٠٧٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا بِهٖ اَبِىْ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّمَطَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ ٭

৫০৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্ধক্যজনিত শুভ্রতাকে পরিবর্তন করে থাক, এর মধ্যে উত্তম হলো মেহেদী এবং কাতাম।[১]

٥٠٧٧. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْاَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدِّيْلِىِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ *

৫০৭৭. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্ধক্যের শুভ্রতাকে পরিবর্তন করে থাক তার মধ্যে মেহেদী এবং কাতাম সর্বোত্তম।

٥٠٧٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَشْعَثَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى لَيْلٰى عَنِ الْاَجْلَحِ فَلَقِيْتُ الْاَجْلَحَ فَحَدَّثَنِىْ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدِّيْلِىِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ اَحْسَنِ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ *

৫০৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আশ'আস (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি : তোমরা যা দিয়ে বার্ধক্যের শুভ্রতাকে পরিবর্তন করে থাক, এর মধ্যে উত্তম হলো মেহেদী এবং কাতাম উত্তম।

٥٠٧٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْاَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدِّيْلِىِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ خَالَفَهُ الْجُرَيْرِىُّ وَكَهْمَسٌ *

৫০৭৯. কুতায়বা (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা যত কিছু দ্বারা বার্ধক্যের শুভ্রতাকে পরিবর্তন করে থাক, তন্মধ্যে উত্তম হলো মেহেদী এবং কাতাম।

٥٠٨٠. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ *

৫০৮০. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্ধক্যের শুভ্রতাকে পরিবর্তন করে থাক, তন্মধ্যে মেহেদী এবং কাতাম সর্বোত্তম।

٥٠٨١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ

---

১. এক প্রকার ঘাস।

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحْسَنَ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ *

৫০৮১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা থেকে বর্ণিত, তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যা দ্বারা তোমরা বার্ধক্যের শুভ্রতাকে পরিবর্তন করে থাক, তন্মধ্যে মেহেদী এবং কাতাম উত্তম।

٥٠٨٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ اَبِىْ رِمْثَةَ قَالَ اَتَيْتُ اَنَا وَاَبِى النَّبِىَّ ﷺ وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ *

৫০৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ রিমসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার পিতা নবী ﷺ -এর নিকট এমন সময় আসলাম, যখন তিনি তাঁর দাড়িতে মেহেদী লাগিয়েছেন।

٥٠٨٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ اَبِىْ رِمْثَةَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَرَاَيْتُهُ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ *

৫০৮৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ রিমসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আগমন করে তাঁর দাড়ি হলুদ রং-এ রঞ্জিত দেখলাম।

اَلْخِضَابُ بِالصُّفْرَةِ

হলুদ রঙের খিযাব

٥٠٨٤. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْخَلُوْقِ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ بِالْخَلُوْقِ قَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَفِّرُ بِهَا لِحْيَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ شَىْءٌ مِنَ الصِّبْغِ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْهَا وَلَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتّٰى عِمَامَتَهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا اَوْلٰى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ قُتَيْبَةَ *

৫০৮৪. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে দেখলাম তিনি তাঁর দাড়ি খালূক[1] নামক সুগন্ধি দ্বারা রঞ্জিত করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : হে আবূ 'আবদুর রহমান ! আপনি আপনার দাড়ি খালূক দ্বারা রঞ্জিত করছেন ? তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এর দ্বারা তাঁর দাড়ি রঞ্জিত করতে দেখেছি। তাঁর নিকট এর চাইতে অধিক কোন রং পছন্দনীয় ছিল না। তিনি এর দ্বারা তাঁর সকল কাপড় রং করতেন, এমনকি তাঁর পাগড়িও।

---

১. যাফরান ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত একটি খোশবু দ্রব্য, এতে লাল ও হলুদ বর্ণের প্রাধান্য থাকে।

٥٠٨٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ هَلْ خَضَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغَيْهِ *

৫০৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) হতে বর্ণিত, কাতাদা (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি খিযাব লাগিয়েছিলেন ? তিনি বললেন : না, তাঁর খিযাব-এর প্রয়োজনই হয়নি। তাঁর তো কেবল কান সংলগ্ন চুলেই কিছুটা পাক ধরেছিল।

٥٠٨٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَخْضِبُ إِنَّمَا كَانَ الشَّمَطُ عِنْدَ الْعَنْفَقَةِ يَسِيْرًا وَفِي الصُّدْغَيْنِ يَسِيْرًا وَفِي الرَّأْسِ يَسِيْرًا *

৫০৮৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খিযাব লাগাতেন না। তাঁর শুভ্রতা কিছু ছিল অধর-সংলগ্ন চুলে, কিছু কানের নিকট আর কিছু মাথায়।

٥٠٨٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِصَالٍ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوْقَ وَتَغْيِيْرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الْإِزَارِ وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ وَتَعْلِيْقَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ *

৫০৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ দশটি কাজ অপসন্দ করতেন : ১. খালূক ব্যবহার করা; ২. বার্ধক্যের শুভ্রতাকে পরিবর্তন করা; ৩. লুঙ্গি মাটিতে টেনে হেঁচড়ে চলা; ৪. সোনার আংটি পরিধান করা; ৫. দাবা খেলা; ৬. বেগানা পুরুষের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা; ৭. মুআওবিযাত[1] ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা; ৮. তাবিজ ঝুলানো; ৯. অপাত্রে বীর্যপাত করা এবং ১০. শিশুর ক্ষতি করা (অর্থাৎ স্তন্যদানকারিণী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা। কেননা তখন গর্ভসঞ্চার হলে শিশু দুধ পাবে না)। তবে তিনি একে হারাম করেনি।

اَلْخِضَابُ لِلنِّسَاءِ

নারীদের জন্য খিযাব

٥٠٨٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيْعُ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِكِتَابٍ فَقَبَضَ

১. সূরা ফালাক ও সূরা নাস।

يَدَهُ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَدَدْتُ يَدِىْ اِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَاخُذْهُ فَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اَدْرِى اَيَدُ امْرَاَةٍ هِىَ اَوْرَجُلٍ قَالَتْ بَلْ يَدُ امْرَاَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَاَةً لَغَيَّرْتِ اَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ *

৫০৮৮. আমর ইব্ন মান্‌সূর (র) - - - - আয়েশা (রা) বর্ণিত, এক নারী একটা পত্র দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিকে হাত প্রসারিত করলে, তিনি তাঁর হাত সংকুচিত করলেন। ঐ নারী বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনার দিকে পত্র এগিয়ে দিলাম আর আপনি তা গ্রহণ করলেন না ! তিনি বললেন : এটা কি পুরুষের হাত, না নারীর হাত, তা আমি বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন : যদি তুমি নারী হতে তা হলে তোমার হাতের নখসমূহ মেহেদীর দ্বারা রাঙাতে।

كَرَاهِيَةُ رِيْحِ الْحِنَّاءِ

মেহেদীর গন্ধ অপছন্দ

٥٠٨٩. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زَيْدٍ سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ سَمِعْتُ كَرِيْمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَاَلَتْهَا امْرَاَةٌ عَنِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ قَالَتْ لَابَاْسَ بِهِ وَلٰكِنْ اَكْرَهُ هٰذَا لِاَنَّ حِبِّى ﷺ كَانَ يَكْرَهُ رِيْحَهُ تَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ *

৫০৮৯. ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াকূব (র) - - - - আয়েশা (রা)-এর নিকট এক নারী মেহেদীর রং সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : এতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি অপছন্দ করি। কেননা আমার প্রিয়তম ﷺ এর গন্ধ অপছন্দ করতেন।

اَلنَّتْفُ

সাদা চুল উৎপাটন করা

٥٠٩٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَاَبُوْ الْاَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىِّ عَنِ الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَىٍّ وَقَالَ اَبُوْ الْاَسْوَدِ شُفَىٌّ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ خَرَجْتُ اَنَا وَصَاحِبٌ لِىْ يُسَمَّى اَبَاعَامِرٍ رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ لِنُصَلِّىَ بِاِيْلِيَاءَ وَكَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلًا مِنَ الْاَزْدِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ اَبُوْ الْحُصَيْنِ فَسَبَقَنِى صَاحِبِىْ اِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ اَدْرَكْتُهُ فَجَلَسْتُ اِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ هَلْ اَدْرَكْتَ قَصَصَ اَبِىْ رَيْحَانَةَ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْاَةِ الْمَرْاَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَاَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ اَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيْرًا مِثْلَ الْاَعَاجِمِ اَوْ

يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيْرًا أَمْثَالَ الْأَعَاجِمِ وَعَنِ النُّهْبَى وَعَنْ رُكُوْبِ النُّمُوْرِ وَلُبُوْسِ الْخَوَاتِيْمِ إِلاَّ لِذِى سُلْطَانٍ *

৫০৯০. আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) - - - - আবুল হুসায়ন ইব্‌ন হায়সাম ইব্‌ন শুআয়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং ইয়ামানের মাআফির নামক স্থানের বাসিন্দা আবূ আমির নামক আমার এক বন্ধু বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলাম। সেখানে উপদেশদাতা বা বক্তা ছিলেন সাহাবী আবূ রায়হানা, যিনি আযদ গোত্রের লোক। আবূ হুসায়ন বলেন, আমার সফরসঙ্গী আমার আগে মসজিদে গমন করলেন, আমি পরে গিয়ে তাঁকে পেলাম এবং তাঁর পাশেই বসলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি আবূ রায়হানার ওয়ায শুনতে পেয়েছ? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশটি জিনিস নিষেধ করেছেন : (যুবতী সাজার জন্য) দাঁত ঘষে চিকন করা, শরীরে উল্কি আঁকা, সাদা চুল উৎপাটন করা, বিবস্ত্র অবস্থায় এক চাদরের নিচে এক পুরুষের সংগে অন্য পুরুষের শয়ন করা, অনুরূপ কোন মহিলার অন্য মহিলার সঙ্গে এক চাদরের নিচে শয়ন করা, অনারবদের মত কোন ব্যক্তির পোশাকের নিচের দিকে রেশম ব্যবহার করা অথবা কাঁধে রেশম ব্যবহার করা, দৌড়ে বাজী ধরা, চিতাবাঘের চামড়া ব্যবহার করা, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো আংটি ব্যবহার করা।

وَصْلُ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ

চুলে জোড়া লাগানো

٥٠٩١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّوْرِ *

৫০৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ চুলে অন্যের চুল যোজনার মিথ্যাচার করতে নিষেধ করেছেন।

٥٠٩٢. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَمَعَهُ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ كُبَبِ النِّسَاءِ شَعْرٍ فَقَالَ مَابَالُ الْمُسْلِمَاتِ يَصْنَعْنَ مِثْلَ هٰذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ زُوْرٌ تَزِيْدُ فِيْهِ *

৫০৯২. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারাহ (র) - - - - সাঈদ আল-মাকবুরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানকে মিম্বরের উপর দেখেছি, তখন তাঁর হাতে নারীদের চুলের একটি গোছা ছিল। তিনি বললেন : মুসলমান নারীদের উপর আফসোস! তারা এমন কাজ করে। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : যে নারী অন্যের চুল দ্বারা নিজের মাথায় চুল বাড়ায়, সে তাতে মিথ্যাকেই সংযোজন করে।

اَلْوَاصِلَةُ

চুলে যোজনাকারিণী

٥٠٩٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ امْرَاَتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ *

৫০৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - - আসমা বিনত আবূ বকর (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুল যোজনাকারিণী ও যোজনা প্রার্থিনী নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।

اَلْمُسْتَوْصِلَةُ

যে নারী চুল যোজনা করায়

٥٠٩٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوْتَشِمَةَ اَرْسَلَهُ الْوَلِيْدُ بْنُ اَبِىْ هِشَامٍ *

৫০৯৪. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুলে জোড়াদানকারিণী এবং যার চুলে জোড়াদান করা হয় এবং যে শরীরে উল্কি আঁকায় এবং যে উল্কি এঁকে দেয়, এদের সকলের উপর অভিসম্পাত করেছেন।

٥٠٩٥. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِشَامٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ *

৫০৯৫. আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম (র) - - - - নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুলে জোড়া -দানকারিণী এবং যার চুলে জোড়া দেওয়া হয় এবং যে শরীরে উল্কি আঁকায় এবং যে উল্কি এঁকে দেয়, সকলের প্রতি লা'নত করেছেন।

٥٠٩٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِيْنُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ *

৫০৯৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ওহাব (র)- - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা চুলে জোড়াদানকারিণী এবং যার চুলে জোড়া দেওয়া হয় সকলকে লা'নত করেছেন।

٥٠٩٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ مَسْرُوْقٍ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَتْ اِنِّىْ امْرَاَةٌ زَعْرَاءُ اَيَصْلُحُ اَنْ اَصِلَ فِىْ شَعْرِىْ فَقَالَ لَاقَالَتْ اَشَىْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْتَجِدُهُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ لَا بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَجِدُهُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৫০৯৭. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। এক নারী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো : আমার মাথায় চুল খুব স্বল্প। আমি কি আমার মাথার চুলে অন্যের চুল যোজনা করতে পারি ? তিনি বললেন : না। ঐ নারী বললো : আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শুনেছেন ? না এটা আল্লাহ্‌র কিতাবে রয়েছে? আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটও শুনেছি এবং আল্লাহ্‌র কিতাবেও আমি এরূপ পেয়েছি।

اَلْمُتَنَمِّصَاتُ

দাঁতে ফাঁক করা

٥٠٩٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوْتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ *

৫০৯৮. আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাল্লাম (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে নারী উল্কি আঁকায় এবং যে উল্কি এঁকে দেয়, যে নারী ভ্রু ইত্যাদির পশম উপড়ায়, যে নারী দাঁতে ফাঁক করে এবং যে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে লা'নত করেছেন।

٥٠٩٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ الْمُتَفَلِّجَاتِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৫০৯৯. আহমদ ইব্‌ন হারব (র)- - - -ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন : যে নারী দাঁতে ফাঁক করে, অতঃপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

٥١٠٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ عَنْ اُمِّهٖ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ *

৫১০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবান ইব্‌ন সুম'আ তার মা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি

বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে নারী শরীরে উল্কি আঁকায়, যে উল্কি এঁকে দেয়, যে নারী অন্যের চুলে চুল যোজনা করে, যে নারী চুল যোজনা করায়, যে নারী ভ্রু ইত্যাদির পশম উপড়ায় এবং যে উপড়াতে বলে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সকলকে (এসব করতে) নিষেধ করেছেন।

اَلْمُوْتَشِمَاتُ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ وَالشَّعْبِىِّ فِىْ هٰذَا

যে চুলে অন্যের চুল যোজনা করে

٥١٠١. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُرَّةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اٰكِلُ الرِّبَا وَمُوْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ اِذَا عَلِمُوْا ذٰلِكَ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمَوْشُوْمَةُ لِلْحُسْنِ وَلَاوِى الصَّدَقَةِ وَالْمُرْتَدُّ اَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ مَلْعُوْنُوْنَ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫১০১. ইসমাঈল ইব্ন মাসঊদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে জেনে শুনে সুদখায়, সুদ দেয়, সুদের চুক্তি লেখে, যে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নিজ চুলে অন্যের চুল যোজনা করে, যে অন্যকে যোজনা করে দেয়, যে সাদকা দিতে অস্বীকার করে, যে হিজরতের পর মুরতাদ হয়ে মরুতে বসবাস করে, এরা সকলেই কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মুখে অভিশাপপ্রাপ্ত।

٥١٠٢. اَخْبَرَنِىْ زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَاَنَا حُصَيْنٌ وَمُغِيْرَةُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ النَّوْحِ اَرْسَلَهُ ابْنُ عَوْنٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ *

৫১০২. যিয়াদ ইব্ন আইয়্যুব (র) - - - - আলী (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদখোর, সুদদাতা, এর লেখক, সাদকা দানে অস্বীকারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন। আর তিনি বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করেছেন।

٥١٠٣. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوْتَشِمَةَ قَالَ اِلَّا مِنْ دَاءٍ فَقَالَ نَعَمْ وَالْحَالُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ *

৫১০৩. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন সুদখোর, সুদদাতা, সুদের সাক্ষী, সুদের লেখক এবং যে শরীরে দাগ দেয়, যাকে দাগ দেওয়া হয়। এক ব্যক্তি বলল, রোগের জন্য ব্যতীত ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আর যে অন্যের জন্য তার স্ত্রীকে হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, যার জন্য হালাল করা হয় এবং যে সাদকা দিতে অস্বীকার করে, তার উপর লা'নত করেছেন। আর তিনি মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন, তিনি বলেননি যে, লা'নত করেছেন।

٥١٠٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَنَهَى عَنِ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ صَاحِبَ *

৫১০৪. কুতায়বা (র) - - - - শা'বী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুদখোর, সুদদাতা, এর সাক্ষী, এর লিখক এবং যে শরীরে দাগ দেয়, যাকে দাগ দেওয়া হয়, সকলের উপর লা'নত করেছেন। আর তিনি মৃতের উপর বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন। এক্ষেত্রে বলেননি যে, লা'নত করেছেন।

٥١٠٥. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا سَمِعْتُهُ قَالَ فَمَا سَمِعْتَهُ قُلْتُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَشِمْنَ وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ *

৫১০৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-এর নিকট এক মহিলাকে আনা হলো, যে শরীরে দাগ লাগাতো। তখন তিনি বললেন : আমি তোমাদের আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি : তোমরা কি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কিছু বলতে শুনেছ ? তখন আবূ হুরায়রা (রা) দাঁড়িয়ে বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি শুনেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কি শুনেছ ? আমি বললাম : তিনি বলেছেন : তোমরা নিজেরাও এরূপ দাগ লাগাবে না এবং অন্যের দ্বারাও দাগ দেয়াবে না।

اَلْمُتَفَلِّجَاتُ

যে নারী দাঁত ফাঁক করায়

٥١٠٦. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ اللَّاتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৫১০৬. আবূ আলী মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া মারওয়াযী (র) - - - - ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যে সকল মহিলা ভ্রু ইত্যাদির পশম উপড়িয়ে ফেলে এবং দাঁতে ফাঁক করে এবং যারা শরীরে দাগ লাগায়, যারা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে বদলিয়ে দেয়, তাদের উপর লা'নত করতে শুনেছি।

٥١٠٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ اللَّاتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৫১০৭. মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে লা'নত করতে শুনেছি, ঐ সকল মহিলার উপর যারা চুল উপড়ে ফেলে, দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে এবং শরীরে দাগ লাগায়, তারা আল্লাহ্র সৃষ্টি পরিবর্তন করে।

٥١٠٨. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ اَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُوْتَشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ اللاَّتِيْ يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৫১০৮. ইব্রাহীম ইব্ন ইয়া'কূব (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ লা'নত করেন ঐ সকল মহিলার উপর, যারা চুল উপড়ে ফেলে, দাঁতে ফাঁক করে এবং শরীরে দাগ লাগায়, এভাবে যারা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে।

تَحْرِيْمُ الْوَشْرِ

দাঁত ঘষে চিকন করার নিষিদ্ধতা

٥١٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ اَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ اَنَّهُ كَانَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ يَلْزَمَانِ اَبَا رَيْحَانَةَ يَتَعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا قَالَ فَحَضَرَ صَاحِبِيْ يَوْمًا فَاَخْبَرَنِيْ صَاحِبِيْ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا رَيْحَانَةَ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّمَ الْوَشْرَ وَالْوَشْمَ وَالنَّتْفَ *

৫১০৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) - - - - আবুল হুসায়ন হিমইয়ারী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ও তার এক সাথী আবূ রায়হানার সাথে থাকতেন, তার নিকট হতে ভাল কথা শিখতেন। আবুল হুসায়ন (র) একদিন বলেন : আমার সাথী একদিন আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো : সে আবূ রায়হানাকে বলতে শুনেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁত ঘষে চিকন করা, শরীরে দাগ লাগানো এবং পশম উপড়ে ফেলাকে হারাম করেছেন।

٥١١٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِي الْحُصَيْنِ الْحَمَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ رَيْحَانَةَ قَالَ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ *

৫১১০. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারূহ (র) - - - - আবূ রায়হানা (র) থেকে বর্ণিত যে, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁত চিকন করা এবং শরীরে দাগ লাগানো নিষেধ করেছেন।

٥١١١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ اَبِيْ رَيْحَانَةَ قَالَ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ *

৫১১১. কুতায়বা (র) - - - - আবূ রায়হানা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁত চিকন করা এবং শরীরে দাগ লাগানো নিষেধ করেছেন।

اَلْكُحْلُ

সুরমা লাগানো

٥١١٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ خَيْرِ اَكْحَالِكُمُ الْاِثْمِدَ اِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ لَيِّنُ الْحَدِيْثِ *

৫১১২. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের উত্তম সুরমা হলো ইসমিদ নামক সুরমা। কেননা তা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং চুল উৎপন্ন করে।

اَلدُّهْنُ

তেল লাগানো

٥١١٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ اِذَا ادَّهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَمِنْهُ وَاِذَا لَمْ يُدَّهَنْ رُوِىَ مِنْهُ *

৫১১৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - সিমাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চুল সাদা হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেল লাগাতেন তখন শুভ্রতা পরিলক্ষিত হতো না, আর যখন তেল লাগাতেন না, তখন তা দৃষ্টিগোচর হতো।

اَلزَّعْفَرَانُ

যা'ফরান

٥١١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالزَّعْفَرَانِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْبُغُ -

৫১১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মায়মূন (র) - - - - যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন উমর (রা) নিজের কাপড় যা'ফরান দ্বারা রঙ করতেন। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ রঙ করতেন।

اَلْعَنْبَرُ

আম্বর

٥١١٥. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ اَبِى السَّفْرِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ الْمُزَلِّقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَطَاءٍ الْهَاشِمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَطَيَّبُ قَالَتْ نَعَمْ بِذِكَارَةِ الطِّيْبِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ *

৫১১৫. আবূ উবায়দা ইব্ন আবূ সফর (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি সুগন্ধি লাগাতেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তিনি পুরুষদের উপযোগী মিশক এবং আম্বর ব্যবহার করতেন।

اَلْفَصْلُ بَيْنَ طِيْبِ الرِّجَالِ وَطِيْبِ النِّسَاءِ

নর ও নারীর সুগন্ধির মধ্যে পার্থক্য

٥١١٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوٗدَ يَعْنِى الْحَفْرِىَّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طِيْبُ الرِّجَالِ مَاظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِىَ لَوْنُهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَاظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِىَ رِيْحُهُ *

৫১১৬. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পুরুষদের সুগন্ধি হলো যার সুগন্ধি স্পষ্ট কিন্তু রঙ চাপা, আর নারীদের সুগন্ধি হলো যার রঙ স্পষ্ট কিন্তু গন্ধ চাপা।

٥١١٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ الرَّقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ طِيْبُ الرِّجَالِ مَاظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِىَ لَوْنُهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَاظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِىَ رِيْحُهُ *

৫১১৭. মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন মায়মূন রাক্কী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পুরুষদের সুগন্ধি হলো যার গন্ধ স্পষ্ট, কিন্তু রঙ চাপা আর মহিলাদের সুগন্ধি হলো যার রং স্পষ্ট কিন্তু গন্ধ চাপা।

اَطْيَبُ الطِّيْبِ

উত্তম সুগন্ধি

٥١١٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ امْرَاَةً

مِنْ بَنِى اِسْرَائِيلَ اتَّخَذَتْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَحَشَتْهُ مِسْكًا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ اَطْيَبُ الطِّيْبِ *

৫১১৮. আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাল্লাম (র) ---- আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বনী ইসরাঈল গোত্রের এক মহিলা একটি সোনার আংটি বানাল এবং তাতে কস্তুরী ভরে দিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : এটা উত্তম সুগন্ধি।

اَلتَّزَعْفُرُ وَالْخَلُوقُ

যা'ফরান ও খালূক

٥١١٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِهِ رَدْعٌ مِنْ خَلُوْقٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اذْهَبْ فَانْهَكْهُ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْهَكْهُ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْهَكْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ *

৫১১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসলো, আর তখন তার কাপড় খালূক[১] মিশ্রিত ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : যাও, তা ধুয়ে ফেল। সে তা ধুয়ে আসলো। তিনি আবার বললেন : যাও, ধুয়ে ফেল। সে আবার তা ধুয়ে আসল, তিনি বললেন : যাও ধুয়ে ফেল, আর লাগাবে না।

٥١٢٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَفْصِ بْنَ عَمْرٍو وَقَالَ عَلَى اِثْرِهِ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ اَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ امْرَاَةٌ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَتَعُدْ *

৫১২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ---- ইয়ালা ইব্‌ন মুররা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে বের হন, যখন তার গায়ে খালূক লাগানো ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কি স্ত্রী আছে ? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : যাও, তা ধুয়ে ফেল; আবারও ধুয়ে ফেল এবং আর কখনও লাগাবে না।

٥١٢١. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَبْصَرَ رَجُلاً مُتَخَلِّقًا قَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ وَلاَتَعُدْ *

৫১২১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) ---- ইয়ালা ইব্‌ন মুররা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যার কাপড়ে খালূকের চিহ্ন ছিল। তিনি তাকে বললেন : যাও, ধুয়ে ফেল, আবার ধুয়ে ফেল, আর কখনো লাগাবে না।

---

১. বিভিন্ন উপাদানে তৈরি সুগন্ধি, যার বেশি অংশই যা'ফরান।

٥١٢٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوِدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَعْلٰى نَحْوَهُ خَالَفَهُ سُفْيَانُ رَوَاهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلٰى *

৫১২২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - ইয়ালা (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٥١٢٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلٰى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ اَبْصَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِىْ رَدْعٌ مِنْ خَلُوْقٍ قَالَ يَايَعْلٰى لَكَ امْرَاَةٌ قُلْتُ لاَ قَالَ اُغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ قَالَ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ اَعُدْ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ اَعُدْ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ اَعُدْ *

৫১২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন নাযর ইব্‌ন মুসাবির (র) - - - - ইয়ালা ইব্‌ন মুররা সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এমন অবস্থায় দেখলেন, যখন আমার গায়ে খালূকের চিহ্ন ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে ইয়ালা ! তোমার কি স্ত্রী আছে ? আমি বললাম, না, তিনি বললেন : এটা ধুয়ে ফেল, আর লাগাবে না; আবার ধুয়ে ফেল, আর লাগাবে না, আবার ধুয়ে ফেল, পুনরায় লাগাবে না। তিনি বলেন : আমি তা ধুয়ে ফেললাম, আর লাগালাম না। আবার ধুয়ে ফেললাম, আর লাগালাম না। আবার ধুয়ে ফেললাম, আর লাগালাম না।

٥١٢٤. اَخْبَرَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ الصَّبْحِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُوْسٰى يَعْنِىْ مُحَمَّدًا قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلٰى قَالَ مَرَرْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ اَىْ يَعْلٰى هَلْ لَكَ امْرَاَةٌ قُلْتُ لاَ قَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَتَعُدْ قَالَ فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ اَعُدْ *

৫১২৪. ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াকূব সাব্‌হী (র) - - - - ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম; তখন আমায় গায়ে ছিল খালূক। তখন তিনি আমাকে বললেন : হে ইয়ালা ! তোমার স্ত্রী আছে কি ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন : যাও এটা ধুয়ে ফেল, আবার ধুয়ে ফেল, আবার ধুয়ে ফেল, আর লাগাবে না। ইয়ালা (রা) বলেন : আমি ফিরে গিয়ে তা ধুয়ে ফেললাম, আবার ধুয়ে ফেললাম, আবার ধুলাম, এরপর আর তা লাগাই নি।

مَايُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الطِّيْبِ

নারীদের জন্য কোন্ সুগন্ধি ব্যবহার করা অনুচিত

٥١٢٥. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ عَنْ

غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلٰى قَوْمٍ لِيَجِدُوْا مِنْ رِيْحِهَا فَهِىَ زَانِيَةٌ *

৫১২৫. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে এই উদ্দেশ্যে লোকের মধ্যে গমন করে যে, তারা তার সুগন্ধির ঘ্রাণ পাবে, সে ব্যাভিচারিণী।

اِغْتِسَالُ الْمَرْأَةِ مِنَ الطِّيْبِ

মহিলাদের সুগন্ধি ধুয়ে ফেলা

٥١٢٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلُ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوٗدَ بْنِ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْهَاشِمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ وَلَمْ اَسْمَعْ مِنْ صَفْوَانَ غَيْرَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ ثِقَةٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَتِ الْمَرْاَةُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطِّيْبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مُخْتَصَرٌ *

৫১২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: যখন কোন নারী মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হয়, তখন যদি তার গায়ে সুগন্ধি লাগানো থাকে, তবে সে এমনভাবে তা ধুয়ে ফেলবে, যেন সে জানাবাতের গোসল করছে।

اَلنَّهْىُ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَشْهَدَ الصَّلَاةَ اِذَا اَصَابَتْ مِنَ الْبَخُوْرِ

নারী ধূপধুনায় সুবাসিত হয়ে জামাআতে আসবে না

٥١٢٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيْسَى الْبَغْدَادِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلْقَمَةَ الْفَرْوِىُّ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَاَةٍ اَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَا اَعْلَمُ اَحَدًا تَابَعَ يَزِيْدَ بْنَ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَلٰى قَوْلِهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَقَدْ خَالَفَهُ يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ رَوَاهُ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ *

৫১২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন 'ঈসা বাগদাদী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে নারী ধূপধুনা ব্যবহার করেছে, সে যেন আমাদের সাথে ইশার জামাআতে উপস্থিত না হয়।

٥١٢٨. اَخْبَرَنِىْ هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَاكُنَّ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا *

৫১২৮. হিলাল ইব্ন আ'লা ইব্ন হিলাল (র) ---- আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী যায়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে মহিলা ইশার জামাআতে আসতে চায়, সে যেন সুগন্ধি না ছোঁয়।

٥١٢٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدِيْثُ يَحْيٰى وَجَرِيْرٍ اَوْلٰى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ *

৫১২৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদের স্ত্রী যায়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে মহিলা ইশার জামাআতে আসতে চায়, সে যেন সুগন্ধি না ছোঁয়।

٥١٣٠. اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوْبَ الْحِمْصِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ تَقْرَبَنَّ طِيْبًا *

৫১৩০. আহমদ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন ইয়া'কূব হিমসী (র) ---- যায়নাব সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে মহিলা মসজিদে আসতে চায়, সে যেন সুগন্ধির নিকটে না যায়।

٥١٣١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدُ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْقُرَشِىِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَهَا اَنْ لاَتَمَسَّ الطِّيْبَ اِذَا خَرَجَتْ اِلَى الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ *

৫১৩১. আমর ইব্ন আলী (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদের স্ত্রী যায়নাব সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে আদেশ দেন যে, যখন সে ইশার সালাতের জন্য বের হয়, তখন যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

٥١٣٢. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِىْ مُزَاحِمٍ قَالَ اَنْبَانَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا خَرَجَتِ الْمَرْاَةُ اِلَى الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا *

৫১৩২. আবূ বকর ইব্ন আলী (র) - - - - যায়নাব সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন কোন নারী ইশার নামাযের জন্য বের হয়, তখন সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

٥١٣٣. اَخْبَرَنِى يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ بَلَغَنِى عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى زِيَادُ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَاكُنَّ الصَّلاَةَ فَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا غَيْرُ مَحْفُوْظٍ مِنْ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ *

৫১৩৩. ইউসুফ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - যায়নাব সাকাফিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কোন নারী যখন ইশার নামাযে আসে, তখন সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

اَلْبَخُوْرُ

ধোঁয়ার সুগন্ধি

٥١٣٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَبُوْ طَاهِرٍ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا اسْتَجْمَرَ اِسْتَجْمَرَ بِالْاَلُوَّةِ غَيْرِ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُوْرٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْاَلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫১৩৪. আহমদ ইব্ন উমর (র) - - - - নাফে‘ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) যখন ধোঁয়া দ্বারা সুবাসিত হতে চাইতেন, তখন তিনি উলুওয়ার[১] ধোঁয়া নিতেন যার সাথে অন্য কিছু মিশ্রিত করতেন না। আর তিনি কোন কোন সময় উলুওয়ার সাথে কর্পুর মিশ্রিত করতেন এবং বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।

اَلْكَرَاهِيَةُ لِلنِّسَاءِ فِىْ اِظْهَارِ الْحُلِىِّ وَالذَّهَبِ

মহিলাদের অলঙ্কার এবং স্বর্ণ পরিধান করে প্রকাশ করা নিন্দনীয়

٥١٣٥. اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَنْبَانَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا عُشَّانَةَ هُوَ الْمُعَافِرِىُّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُخْبِرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْنَعُ اَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيْرَ وَيَقُوْلُ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيْرَهَا فَلاَ تَلْبَسُوْهَا فِى الدُّنْيَا *

৫১৩৫. ওহাব ইব্ন বয়ান (র) - - - - উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরের মহিলাদেরকে অলঙ্কার এবং রেশম পরিধান করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন : যদি তোমরা বেহেশ্তের অলঙ্কার এবং রেশম কামনা কর, তবে পৃথিবীতে তা পরিধান করো না।

---

১. উলুওয়া : এক প্রকার সুগন্ধি উদ্ভিদ। আগুনে জ্বালালে তা থেকে সুগন্ধ ধোঁয়া নির্গত হয়।

٥١٣٦. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح وَاَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىٍّ عَنِ امْرَاَتِهٖ عَنْ اُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ اَمَا لَكُنَّ فِى الْفِضَّةِ مَاتَحَلَّيْنَ اَمَا اِنَّهُ لَيْسَ مِنِ امْرَاَةٍ تَحَلَّتْ ذَهَبًا تُظْهِرُهُ اِلاَّ عُذِّبَتْ بِهٖ *

৫১৩৬. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - হুযায়ফা (রা)-এর বোন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিলেন। তাতে বললেন : হে নারী সমাজ ! তোমরা কি রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার বানাতে পার না ? দেখ, তোমাদের মধ্যে যে নারীই সোনার অলংকার পরিধান করে (পরপুরুষকে) দেখায়, তাকে এ কারণে অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে।

٥١٣٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوْرًا يُحَدِّثُ عَنْ رِبْعِىٍّ عَنِ امْرَاَتِهٖ عَنْ اُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ اَمَا لَكُنَّ فِى الْفِضَّةِ مَاتَحَلَّيْنَ اَمَا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَاَةٌ تَحَلّٰى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ اِلاَّ عُذِّبَتْ بِهٖ *

৫১৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - হুযায়ফা (রা)-এর বোন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিলেন। তাতে বললেন : হে নারী সমাজ ! তোমরা কি রৌপ্য দ্বারা অলংকার বানাতে পার না ? দেখ, তোমাদের যে নারীই স্বর্ণের অলংকার বানিয়ে তা (পরপুরুষকে) দেখায়, এজন্য তাকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে।

٥١٣٨. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَحْمُوْدُ بْنُ عَمْرٍو اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيْدَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ تَحَلَّتْ يَعْنِى بِقِلاَدَةٍ مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِى عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ وَاَيُّمَا امْرَاَةٍ جَعَلَتْ فِى اُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى اُذُنِهَا مِثْلَهُ خُرْصًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫১৩৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে নারী সোনার হার ব্যবহার করে, তার গলায় কিয়ামতের দিন ঐরূপ আগুনের হার পরিয়ে দেয়া হবে। আর যে নারী কানে সোনার দুল পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তাকে ঐরূপ আগুনের রিং পরাবেন।

٥١٣٩. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدٌ عَنْ اَبِىْ سَلاَّمٍ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِىِّ اَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ يَدِهَا فَتَخٌ فَقَالَ كَذَا فِى

كِتَابِ اَبِيْ اَىْ خَوَاتِيْمَ ضِخَامٍ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْرِبُ يَدَهَا فَدَخَلَتْ عَلٰى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَشْكُوْ اِلَيْهَا الَّذِىْ صَنَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِىْ عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ وَقَالَتْ هٰذِهِ اَهْدَاهَا اِلَىَّ اَبُوْ حَسَنٍ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا فَقَالَ يَافَاطِمَةُ اَيَغُرُّكِ اَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ ابْنَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِى يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ فَاَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ اِلَى السُّوْقِ فَبَاعَتْهَا وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًا وَقَالَ مَرَّةً عَبْدًا وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَاَعْتَقَتْهُ فَحُدِّثَ بِذٰلِكَ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْجٰى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ *

৫১৩৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুক্ত ক্রীতদাস সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে হুবায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তার হাতে ছিল একটি বড় আংটি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাতে আঘাত করতে আরম্ভ করলেন। তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমার কাছে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সাথে যে ব্যবহার করেন, তার উল্লেখ করলেন। তা শুনে হযরত ফাতিমা (রা) তার গলা থেকে স্বর্ণের হার খুলে বললেন : আবুল হাসান (আলী) এটা আমাকে হাদিয়া দিয়েছেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসলেন। তখন ফাতিমা (রা)-এর হার ছিল তাঁর হাতে। তিনি বললেন : ফাতিমা! তুমি কি পছন্দ কর যে, লোক বলাবলি করবে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা, অথচ তাঁর হাতে আগুনের হার রয়েছে। অতঃপর তিনি বের হয়ে গেলেন, আর বসলেন না। ফাতিমা (রা) তখনই হারখানা খুলে বাজারে পাঠিয়ে তা বিক্রি করালেন এবং তা দ্বারা একজন ক্রীতদাস ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন। এ খবর শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্র শোকর, যিনি ফাতিমাকে দোযখ হতে রক্ষা করলেন।

٥١٤٠. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِىْ سَلَّامٍ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِى يَدِهَا فَتَخٌ مِنْ ذَهَبٍ اَىْ خَوَاتِيْمَ ضِخَامٍ نَحْوَهُ *

৫১৪০. সুলায়মান ইব্ন সাল্‌ম বল্‌খী (র) - - - - সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুবায়রার কন্যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তাঁর হাতে ছিল একটি বড় আংটি বাকী অংশ পূর্ববৎ।

٥١٤١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ شَاهِيْنَ الْوَاسِطِىُّ قَالَ اَنْبَاَنَا خَالِدٌ عَنْ مُطَرِّفٍ ح وَاَنْبَاَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِى الْجَهْمِ عَنْ اَبِىْ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَتَتْهُ امْرَاَةٌ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ طَوْقٌ مِنْ نَارٍ قَالَتْ قُرْطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ وَكَانَ عَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَتْ بِهِمَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ قَالَ مَايَمْنَعُ اِحْدَاكُنَّ اَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ تُصَفِّرَهُ بِزَعْفَرَانٍ اَوْ بِعَبِيْرٍ اَللَّفْظُ لاِبْنِ حَرْبٍ *

৫১৪১. ইসহাক ইব্‌ন শাহীন ওয়াসিতী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় এক মহিলা তাঁর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! (আমার নিকট) দুইটি সোনার কাঁকন (রয়েছে)। তিনি বললেন : দুইটি আগুনের কাঁকন। সেই মহিলা বললেন : একটি সোনার হার (রয়েছে)। তিনি বললেন : আগুনের একটি হার । সেই মহিলা বললো : সোনার দুইটি দুল (রয়েছে)। তিনি বললেন : আগুনের দুইটি দুল। বর্ণনাকারী বলেন : ঐ মহিলার পরিধানে দুইটি কাঁকন ছিল। সে তা খুলে দূরে নিক্ষেপ করল এবং বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি মহিলারা নিজেদের স্বামীর সামনে নিজেকে সাজিয়ে না রাখে, তবে তারা তাদের নিকট অপ্রিয় হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমাদের মহিলারা কি রূপার বালা বানাতে পারে না , যা পরে আম্বর অথবা যা'ফরান দ্বারা সোনালী করে নেবে ?

٥١٤٢. اَخْبَرَنِى الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ عَمْرِوبْنِ الْحٰرِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى عَلَيْهَا مَسَكَتَىْ ذَهَبٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكِ بِمَاهُوَ اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا لَوْنَزَعْتِ هٰذَا وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْنِ مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ صَفَّرْتِيهِمَا بِزَعْفَرَانٍ كَانَتَا حَسَنَتَيْنِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا غَيْرُمَحْفُوْظٍ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ *

৫১৪২. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে সোনার খাড়ু পরা অবস্থায় দেখে বললেন : আমি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিসের খবর দেব না ? তুমি এটা খুলে ফেল এবং রূপার খাড়ু বানিয়ে নাও এবং যা'ফরান দ্বারা রং করে নাও, তা হলে ঐ দু'টি এ দু'টি অপেক্ষা উত্তম হবে। আল্লাহ সম্যক অবগত।

تَحْرِيْمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ

পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম

٥١٤٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى اَفْلَحَ الْهَمْدَانِىِّ عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ يَقُوْلُ اِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِى يَمِيْنِهِ وَاَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِىْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ *

৫১৪৩. কুতায়বা (র) - - - - আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু রেশমী কাপড় ডান হাতে নিলেন এবং কিছু স্বর্ণ বাম হাতে নিলেন, এরপর বললেন : এই দুইটি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম।

٥١٤٤. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ اَبِى الصَّعْبَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ

يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِىْ يَمِيْنِهِ وَاَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِىْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ *

৫১৪৪. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে বলতে শুনেছেন : একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ডান হাতে কিছু রেশমী কাপড় এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন : আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এই দু'টি বস্তু হারাম।

٥١٤٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ اَبِى الصَّعْبَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ اَفْلَحُ عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُوْلُ اِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِى يَمِيْنِهِ وَاَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِىْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحَدِيْثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ اَوْلٰى بِالصَّوَابِ اِلاَّ قَوْلَهُ اَفْلَحَ فَاِنَّ اَبَا اَفْلَحَ اَشْبَهُ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ *

৫১৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু রেশমী কাপড় তাঁর ডান হাতে নিলেন এবং কিছু স্বর্ণ তাঁর বাম হাতে নিলেন। তারপর বললেন : আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এই দু'টি বস্তু হারাম।

٥١٤٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِى الصَّعْبَةِ عَنْ اَبِىْ اَفْلَحَ الْهَمْدَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبًا بِيَمِيْنِهِ وَحَرِيْرًا بِشِمَالِهِ فَقَالَ هٰذَا حَرَامٌ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ *

৫১৪৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ডান হাতে স্বর্ণ এবং বাম হাতে রেশম নিয়ে বললেন : এ দু'টি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম।

٥١٤٧. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لاِنَاثِ اُمَّتِىْ وَحُرِّمَ عَلٰى ذُكُوْرِهَا *

৫১৪৭. আলী ইব্‌ন হুসায়ন দিরহামী (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : স্বর্ণ এবং রেশম আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।

٥١٤٨. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ اِلاَّ مُقَطَّعًا خَالَفَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مَيْمُوْنٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ *

৫১৪৮. হাসান ইব্‌ন কাযা'আ (র) - - - - মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশমী কাপড় এবং সোনা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে সামান্য কিছু (দাঁতে) ব্যবহার করতে পারে।

٥١٤٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مَيْمُوْنٍ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ اِلاَّ مُقَطَّعًا وَعَنْ رُكُوْبِ الْمَيَاثِرِ *

৫১৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, তবে (দাঁত ইত্যাদিতে) সামান্য পরিমাণ হলে ক্ষতি নেই এবং রেশমী গদীর উপর বসতে নিষেধ করেছেন।

٥١٥٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى شَيْخٍ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ جَمْعٌ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ اِلاَّ مُقَطَّعًا قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ *

৫১৫০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবূ শায়খ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুআবিয়া (রা)-কে মহানবী ﷺ -এর একদল সাহাবী পরিবৃত অবস্থায় বলতে শুনেছেন : আপনারা কি জানেন যে, নবী ﷺ সোনা পরতে নিষেধ করেছেন, তবে সামান্য পরিমাণ হলে ক্ষতি নেই ? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

٥١٥١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اَسْبَاطٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ مَطَرٍ عَنْ اَبِى شَيْخٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِى بَعْضِ حَجَّاتِهِ اِذْ جَمَعَ رَهْطًا مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ اِلاَّ مُقَطَّعًا قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَ اَصْحَابِهِ عَلَيْهِ *

৫১৫১. আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - আবূ শায়খ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা)-এর এক হজ্জের সময় আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি একদল সাহাবীকে একত্র করলেন এবং তাদেরকে বললেন : আপনারা কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনা অতি সামান্য পরিমাণ ব্যতীত পরতে নিষেধ করেছেন ? তারা বললেন : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

٥١٥٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِى اَبُوْ شَيْخٍ الْهُنَائِىُّ عَنْ اَبِىْ حِمَّانَ اَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ اَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ اَنْهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ وَاَنَا اَشْهَدُ خَالَفَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِى شَيْخٍ عَنْ اَخِيْهِ حِمَّانَ *

৫১৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবূ হিম্মান (রা) থেকে বর্ণিত, যে বছর মুআবিয়া (রা) হজ্জ করেন, তিনি নবী ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবীকে কা'বা শরীফে একত্র করলেন এবং তাঁদেরকে বললেন : আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি সোনা পরতে নিষেধ করেছেন ? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমিও এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥١٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ شَيْخٍ عَنْ اَخِيْهِ حِمَّانَ اَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبُوْسِ الذَّهَبِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ وَاَنَا اَشْهَدُ خَالَفَهُ الاَوْزَاعِىُّ عَلٰى اِخْتِلاَفِ اَصْحَابِهِ عَلَيْهِ فِيْهِ *

৫১৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - হিম্মান (র) থেকে বর্ণিত, যে বছর মুআবিয়া (রা) হজ্জ করেন। তিনি নবী ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবীকে কা'বা শরীফে একত্র করেন এবং তাঁদের বলেন : আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি সোনা পরতে নিষেধ করেছেন ? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমিও এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥١٥٤. اَخْبَرَنِىْ شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ شَيْخٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حِمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْاَنْصَارِ فِى الْكَعْبَةِ فَقَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ اَلَمْ تَسْمَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ وَاَنَا اَشْهَدُ *

৫১৫৪. শুআয়ব ইব্‌ন শুআয়ব ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - হিম্মান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) একবার হজ্জে গমন করলেন। তিনি আনসারদের একদলকে কা'বায় একত্র করে বললেন : আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে বলছি : আপনারা কি শুনেন নি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন ? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥١٥٥. اَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا عِمَارَةُ بْنُ بِشْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ حِمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْاَنْصَارِ فِى الْكَعْبَةِ فَقَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ اَلَمْ تَسْمَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَاَنَا اَشْهَدُ *

৫১৫৫. নুসায়র ইব্‌ন ফারহ (র) - - - - হিম্মান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) হজ্জে গমন করে আনসারদের একদলকে কা'বায় ডাকলেন। তারপর বললেন : আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি আপনারা কি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন ? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥١٥٦. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ حَدَّثَنِى يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ حِمَّانَ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْاَنْصَارِ فِى الْكَعْبَةِ فَقَالَ اَلَمْ تَسْمَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ وَاَنَا اَشْهَدُ *

৫১৫৬. আব্বাস ইব্‌ন ওলীদ ইব্‌ন মায়য়াদ (র) - - - - ইব্‌ন হিম্মান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) হজ্জ করতে গিয়ে আনসারদের একদলকে কা'বার ভেতর ডাকলেন। তারপর বললেন : আপনারা কি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন ? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥١٥٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَرْقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى حِمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْاَنْصَارِ فِى الْكَعْبَةِ فَقَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ اَلَمْ تَسْمَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَاَنَا اَشْهَدُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عِمَارَةُ اَحْفَظُ مِنْ يَحْيٰى وَحَدِيْثُهُ اَوْلَى بِالصَّوَابِ *

৫১৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহীম বারকী (র) - - - - হিম্মান (র) বলেন, মুআবিয়া (রা) হজ্জ করতে গিয়ে আনসারদের একদলকে কা'বার ভেতর ডাকলেন। তারপর বললেন : আপনারা কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে স্বর্ণ ব্যবহার নিষেধ করতে শোনেন নি ? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন : আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥١٥٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ شَيْخٍ الْهُنَائِىُّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَقَالَ لَهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ فَقَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَنَهٰى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ اِلاَّ مُقَطَّعًا قَالُوْا نَعَمْ خَالَفَهُ عَلِىُّ بْنُ غُرَابٍ رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسَ عَنْ اَبِى شَيْخٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ *

৫১৫৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবুল শায়খ হুনায়ী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া (রা)-কে তাঁর চারদিকে আনসার ও মুহাজির পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাঁদেরকে বলতে শুনেছি : আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশমী পরতে নিষেধ করেছেন ? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন : আর তিনি সোনা পরতেও নিষেধ করেছেন, তবে সামান্য পরিমান ব্যতীত ? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ।

٥١٥٩. اَخْبَرَنِى زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ غُرَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ قَالَ

اَنْبَانَا اَبُوْ شَيْخٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ اِلاَّ مُقَطَّعًا

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدِيْثُ النَّضْرِ اَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ *

৫১৫৯. যিয়াদ ইব্ন আইয়্যুব (র) - - - - আবুশ শায়খ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমরকে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বর্ণ পরতে নিষেধ করেছেন, তবে সামান্য পরিমাণ হলে ক্ষতি নেই।

مَنْ اُصِيْبَ اَنْفُهُ هَلْ يَتَّخِذُ اَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

যার নাক যখম হয়েছে, সে সোনার নাক বানাতে পারে কি না

٥١٦٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ طَرَفَةَ عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ بْنِ اَسْعَدَ اَنَّهُ اُصِيْبَ اَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذَ اَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَاَنْتَنَ عَلَيْهِ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَتَّخِذَ اَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ *

৫১৬০. মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার (র) - - - - আরফাজাহ্ ইব্ন আসআদ (রা) থেকে বর্ণিত, জাহিলী যুগে কুলাবের যুদ্ধে তাঁর নাক যখম হয়ে যায়। ফলে তিনি রূপার একটি নাক বানিয়ে নেন, কিন্তু তাতে নাকে পচন ধরে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে সোনার নাক বানাতে আদেশ দেন।

٥١٦١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ اَبِى الْاَشْهَبِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ طَرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ اَسْعَدَ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ وَكَانَ جَدُّهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَّهُ رَاٰى جَدَّهُ قَالَ اُصِيْبَ اَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَاتَّخَذَ اَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ فَاَنْتَنَ عَلَيْهِ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَتَّخِذَهُ مِنْ ذَهَبٍ *

৫১৬১. কুতায়বা (র) - - - - আরফাজাহ্ ইব্ন আসআদ (রা) থেকে বর্ণিত। জাহিলী যুগে কুলাব যুদ্ধে তার নাক যখম হয়ে যায়। তখন তিনি রূপার নাক বানিয়ে নেন। কিন্তু তাতে তার নাকে পচন ধরে। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে সোনার নাক বানিয়ে নিতে বলেন।

اَلرُّخْصَةُ فِىْ خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ

পুরুষদের সোনার আংটি ব্যবহারের অনুমতি

٥١٦٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيْرٍ الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اَعْيَنَ عَنْ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ مَالِىْ اَرَى عَلَيْكَ خَاتَمَ الذَّهَبِ قَالَ قَدْ رَاٰهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ فَلَمْ يَعِبْهُ قَالَ مَنْ هُوَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫১৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর হাররানী (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) সুহায়ব (রা)-কে স্বর্ণের আংটি পরতে দেখে বললেন : কী ব্যাপার, আমি যে তোমার পরিধানে সোনার আংটি দেখছি ? তিনি বললেন : আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি এটা দেখেছেন, কিন্তু তিনি কিছু বলেন নি। উমর (রা) বললেন : তিনি কে ? সুহায়ব (রা) বললেন : তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[১]

خَاتَمُ الذَّهَبِ
সোনার আংটি

٥١٦٣. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمَ الذَّهَبِ فَلَبِسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ كُنْتُ اَلْبَسُ هٰذَا الْخَاتَمَ وَاِنِّىْ لَنْ اَلْبَسَهُ اَبَدًا فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ *

৫১৬৩. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সোনার আংটি বানিয়ে পরলেন, পরে লোকেরাও সোনার আংটি বানালো। তিনি বললেন : আমি এই আংটি পরতাম কিন্তু আমি আর তা কখনও পরবো না। এই বলে তিনি সেটি ফেলে দিলেন। তখন লোক সকল তাদের (সোনার) আংটি ফেলে দিল।

٥١٦٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ بَرِيْمَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ نَهَانِى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّىِّ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَعَنِ الْجِعَةِ *

৫১৬৪. কুতায়বা (র) - - - - হুবায়রা ইব্‌ন বারীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সোনার আংটি ও রেশমী কাপড় পরতে এবং লাল রেশমী গদীতে বসতে, আর যব এবং গমের শরাব পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٦٥. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّىِّ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ *

৫১৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সোনার আংটি পরতে, রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং লাল রেশমী গদীতে বসতে নিষেধ করেছেন।

٥١٦٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ هُبَيْرَةَ سَمِعَهُ مِنْ عَلِىٍّ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ

---

১. সম্ভবত এ সময় সোনার আংটি ব্যবহার করা সকলের জন্য বৈধ ছিল। পরবর্তীতে তা মানসূখ বা বাতিল হয়েছে। (সম্পাদক)

وَعَنِ الْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَعَنِ الثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ وَعَنِ الْجِعَةِ شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيْرِ وَالْحِنْطَةِ وَذَكَرَ مِنْ شِدَّتِهِ خَالَفَهُ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ رَوَاهُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ صَعْصَعَةَ عَنْ عَلِىٍّ *

৫১৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনার আংটি পরতে, লাল রেশমী গদীতে বসতে, রেশমী কাপড় পরতে এবং যব ও গমের শরাব পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٦٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْقَسِّىِّ وَالْمِيْثَرَةِ وَالْجِعَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الَّذِى قَبْلَهُ اَشْبَهُ بِالصَّوَابِ *

৫১৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সোনার আংটি ও রেশমী কাপড় পরতে, লাল রেশমী গদীতে বসতে, আর যব ও গমের শরাব পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٦٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِىٍّ انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَهَانِى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَحَلْقَةِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالْقَسِّىِّ وَالْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ *

৫১৬৮. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - সা'সা'আ ইব্ন সুহান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বললাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে যা নিষেধ করেছেন, আপনি তা আমাদেরকে বলুন। তিনি বললেন : তিনি আমাকে দুব্বা[১], হান্তাম[২], সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল রেশমী গদী ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٦٩. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ هُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِىُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ جَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوْحَانَ اِلٰى عَلِىٍّ فَقَالَ انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْجِعَةِ وَنَهَانَا عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَلُبْسِ الْقَسِّىِّ وَالْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ *

৫১৬৯. আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম দুহায়ম (র) - - - - মালিক ইব্ন 'উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

১. দুব্বা : লাউয়ের খোল।
২. হান্তাম : সবুজ কলস।

বলেন, সা'সা'আ ইব্‌ন সুহান (র) আলী (রা)-এর নিকট এসে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে যে সকল বস্তু হতে নিষেধ করেছেন, আপনি আমাদের সে সকল বস্তু হতে নিষেধ করুন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, দুব্বা, হান্তাম ও নকীর[১] নামক পাত্র ব্যবহার করতে, যব এবং গমের শরাব পান করতে এবং সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল গদী ব্যবহার করতে।

٥١٧٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ لِعَلِيٍّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْجِعَةِ وَعَنْ حَلَقِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَعَنِ الْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدِيْثُ مَرْوَانَ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ اَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ اِسْرَائِيْلَ *

৫১৭০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - মালিক ইব্‌ন উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'সা'আ ইব্‌ন সুহান (র) আলী (রা)-কে বললেন : হে আমিরুল মু'মিনীন ! আপনি আমাদেরকে ঐ সকল বস্তু হতে নিষেধ করুন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে যা হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন দুব্বা ও হান্তাম ব্যবহার করতে এবং যব এবং গমের নাবীয পান করতে, সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল রেশমী গদী ব্যবহার করতে।

٥١٧١. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَبُوْ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ اَنْبَاَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي حِبِّي ﷺ عَنْ ثَلاَثٍ لاَ اَقُوْلُ نَهَى النَّاسَ نَهَانِيْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ وَلاَ اَقْرَاُ سَاجِدًا وَلاَ رَاكِعًا تَابَعَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ *

৫১৭১. আবূ দাউদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, তিনটি বস্তু হতে; আমি এ বলি না যে, তিনি অন্যান্য লোকদেরকেও নিষেধ করেছেন। তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন : সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল কুসুম রঙের পোশাক ব্যবহার করতে। আর রুকূ এবং সিজ্‌দা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে।

٥١٧٢. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

১. নাকীর : কাঠের তৈরি পাত্রবিশেষ। জাহিলী যুগে এসব পাত্রে মদ তৈরি করা হত বিধায় মদ হারাম করার সময় এগুলোর ব্যবহারও হারাম করা হয়েছিল। পরে অবশ্য এগুলো ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

وَلاَ اَقُوْلُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا *

৫১৭২. হাসান ইব্‌ন দাউদ মুন্‌কাদিরী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, আমি বলি না যে, তিনি তোমাদেরকেও নিষেধ করেছেন, সোনার আংটি বানাতে, রেশমী কাপড় পরতে, লাল কুসুম রঙের কাপড় করতে এবং রুকূতে কুরআন পড়তে।

٥١٧٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُوْلُ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَاَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ *

৫১৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহীম বারকী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন রুকূ অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে; সোনার আংটি ও কুসুম রঙের কাপড় পরতে।

٥١٧٤. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ اَقُوْلُ نَهَاكُمْ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَاَنْ لاَ اَقْرَا وَاَنَا رَاكِعٌ *

৫১৭৪. হাসান ইব্‌ন কাযাআ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, আমি বলি না যে, তোমাদেরকেও নিষেধ করেছেন। তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন : রুকূ অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে এবং সোনা ও কুসুম রঙের কাপড় ব্যবহার করতে।

٥١٧٥. اَخْبَرَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَى وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوْعِ *

৫১৭৫. হারূন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন বিলাল (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন সোনার আংটি তৈরি করতে, কুসুম রঙের কাপড় পরতে, রেশমী কাপড় পরতে এবং রুকূতে কুরআন পড়তে।

٥١٧٦. اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ *

৫১৭৬. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে রেশমী কাপড়, কুসুম রঙের কাপড় এবং সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٧٧. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ مَوْلٰى عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَرْبَعٍ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَاَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ. وَوَافَقَهُ اَيُّوْبُ اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الْمَوْلٰى *

৫১৭৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে চার বস্তু থেকে— সোনার আংটি ব্যবহার করতে, রেশমী কাপড় পরতে, রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে এবং কুসুম রঙের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

٥١٧٨. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ مَوْلًى لِلْعَبَّاسِ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَاَنْ اَقْرَاَ وَاَنَا رَاكِعٌ *

৫১৭৮. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন জা'ফর নিশাপূরী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কুসুম রঙের কাপড়, রেশমী কাপড় এবং সোনার আংটি ব্যবহার করতে, আর রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

اَلْاِخْتِلاَفُ عَلٰى يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ فِيْهِ

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ কাসীর বর্ণিত হাদীসে তার থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে পার্থক্য

٥١٧٩. اَخْبَرَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ سَعِيْدٍ الْفَدَكِيُّ اَنَّ نَافِعًا اَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ حُنَيْنٍ اَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَاَنْ اَقْرَاَ وَاَنَا رَاكِعٌ خَالَفَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ *

৫১৭৯. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - হারব ইব্‌ন শাদ্দাদ ইয়াহ্‌ইয়া থেকে, তিনি আমর ইব্‌ন সাঈদ ফাদাকী থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইব্‌ন হুনায়ন থেকে এবং তিনি হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কুসুম রঙের কাপড়, সোনার আংটি ও রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥١٨٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ بَعْضِ مَوَالِى الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُعَصْفَرِ وَالثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ وَعَنْ اَنْ يَقْرَاَ وَهُوَ رَاكِعٌ *

৫১৮০. কুতায়বা (র) ---- আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুসুম রঙের লাল কাপড়, রেশমী কাপড় পরতে এবং রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥١٨١. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৫১৮১. মাহমূদ ইব্ন খালিদ (র) ---- আবূ 'আমর যাওয়া'ঈ ইয়াহ্ইয়া থেকে এবং তিনি আলী (রা) থেকে। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন এভাবে হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

حَدِيْثُ عُبَيْدَةَ

উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস

٥١٨٢. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَانِى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْقَسِّىِّ وَالْحَرِيْرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَاَنْ اَقْرَاَ رَاكِعًا. خَالَفَهُ هِشَامٌ وَلَمْ يَرْفَعْهُ *

৫১৮২. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) ---- উবায়দা (রা) থেকে। তিনি আলী (রা) থেকে তিনি বলেন : নবী ﷺ আমাকে রেশমী কাপড়, সোনার আংটি ব্যবহার করতে এবং রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥١٨٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَاَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهٰى عَنْ مَيَاثِرِ الْاُرْجُوَانِ وَلُبْسِ الْقَسِّىِّ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ *

৫১৮৩. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) ---- উবায়দা (র) আলী (রা) থেকে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লাল রেশমী গদী ও রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٨٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ نَهٰى عَنْ مَيَاثِرِ الْاُرْجُوَانِ وَخَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ *

৫১৮৪. কুতায়বা (র) ---- উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লাল রেশমী গদী ও সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَالْاِخْتِلَافُ عَلَى قَتَادَةَ

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে কাতাদা (র)-এর বর্ণনাগত পার্থক্য

٥١٨٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْحَجَّاجِ هُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ *

৫১৮৫. আহমদ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) ---- হাজ্জাজ ইব্‌ন হাজ্জাজ কাতাদা হতে তিনি আবদুল মালিক ইব্‌ন উবায়দ হতে, তিনি বাশীর ইব্‌ন নাহীক হতে এবং তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সোনার আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

٥١٨٦. اَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِىُّ الْبَصْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ اللَّيْثِىُّ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ اَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِى الْحَنَاتِمِ *

৫১৮৬. ইউসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ মা'আনী (র) ---- ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশমী কাপড় পরতে, সোনার আংটি ও হান্তাম পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٨٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ اَنَّ اَبَا الْبَخْتَرِىِّ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَاَعْرَضَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اِنَّكَ جِئْتَنِىْ وَفِىْ يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ *

৫১৮৭. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ (র) ----আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাজরানের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলো, তার হাতে ছিল সোনার আংটি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন : তুমি আমার নিকট এসেছ, অথচ তোমার হাতে রয়েছে আগুনের অঙ্গার।

٥١٨٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَجُلاً كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِىْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِخْصَرَةٌ اَوْ جَرِيْدَةٌ فَضَرَبَ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ اِصْبَعَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ مَالِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلَا تَطْرَحُ هٰذَا الَّذِىْ فِىْ اِصْبَعِكَ فَاَخَذَهُ الرَّجُلُ فَرَمَى بِهِ فَرَاٰهُ النَّبِىُّ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ مَافَعَلَ الْخَاتَمُ قَالَ رَمَيْتُ بِهِ قَالَ مَابِهٰذَا اَمَرْتُكَ اِنَّمَا اَمَرْتُكَ اَنْ تَبِيْعَهُ فَتَسْتَعِيْنَ بِثَمَنِهِ وَهٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ *

৫১৮৮. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি সোনার আংটি হাতে পরে বসা ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে ছিল একটি ছড়ি। তিনি ঐ ছড়ি দিয়ে তার আঙ্গুলে আঘাত করলেন। তখন ঐ ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি অপরাধ করেছি? তিনি বললেন : শোন, তোমার আঙ্গুল হতে এটা খুলে ফেল। ঐ ব্যক্তি তা খুলে ফেলে দিল। পরে তিনি তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার আংটি কোথায়? লোকটি বললো : আমি তা ফেলে দিয়েছি। তিনি বললেন : আমি তোমাকে তা ফেলে দিতে বলিনি। আমি বলেছিলাম, তুমি তা বিক্রি করে নিজের কাজে লাগাও।

٥١٨٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَبْصَرَ فِي يَدِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيْبٍ مَعَهُ فَلَمَّا غَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْقَاهُ قَالَ مَا اُرَانَا اِلاَّ قَدْ اَوْجَعْنَاكَ وَاَغْرَمْنَاكَ. خَالَفَهُ يُوْنُسُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي اِدْرِيْسَ مُرْسَلاً *

৫১৮৯. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবূ সালাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার তার হাতে সোনার আংটি দেখলেন। তখন তিনি তাঁর লাঠি দ্বারা তাতে আঘাত করতে লাগলেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্যমনস্ক হলেন, তখন তিনি তা ফেলে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি তোমাকে কষ্ট দিলাম এবং তোমার ক্ষতি করলাম।

٥١٩٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ اَنَّ رَجُلاً مِمَّنْ اَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحَدِيْثُ يُوْنُسَ اَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ النُّعْمَانِ *

৫১৯০. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সার্‌হ (র) - - - - আবূ ইদরিস খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের একজন সোনার আংটি পরলেন— তারপর পূর্বের অনুরূপ।

٥١٩١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ اَبُوْ عَبْدِ الْمَلِكِ قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى عَلَى رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ نَحْوَهُ *

৫১৯১. আহমদ ইব্ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ ইদ্‌রিস খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখলেন। তারপর পূর্বের অনুরূপ।

٥١٩٢. اَخْبَرَنِي اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الْعُمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي اِدْرِيْسَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمَ ذَهَبٍ فَضَرَبَ اِصْبَعَهُ بِقَضِيْبٍ كَانَ مَعَهُ حَتّٰى رَمَى بِهِ *

৫১৯২. আবূ বকর ইব্ন আলী (র) ---- আবূ ইদরিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখে তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে তার আঙ্গুলে আঘাত করলেন। ফলে সে তা খুলে ফেলে দিল।

٥١٩٣. اَخْبَرَنِى اَبُوْ بَكْرٍ اَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَرْكَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ شِهَابٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُرْسَلٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالْمَرَاسِيْلُ اَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ *

৫১৯৩. আবূ বকর আহমদ ইব্ন আলী মারওয়াযী (র) ---- ইব্ন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, অতঃপর তিনি পূর্বের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তার বর্ণনা মুরসাল।

مِقْدَارُ مَايُجْعَلُ فِى الْخَاتَمِ مِنَ الْفِضَّةِ

আংটিতে কি পরিমাণ রূপা ব্যবহার করা যাবে

٥١٩٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسْلِمٍ مِنْ اَهْلِ مَرْوَ اَبُوْ طَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَالِى اَرٰى عَلَيْكَ حِلْيَةَ اَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ فَقَالَ مَالِى اَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ الْاَصْنَامِ فَطَرَحَهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ اَتَّخِذُهُ قَالَ مِنْ وَرِقٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالاً *

৫১৯৪. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) ---- বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এমন এক ব্যক্তি আসলো, যার হাতে ছিল একটি লোহার আংটি। তিনি বললেন : তোমার হাতে দোযখীদের পোশাক দেখছি কেন ? তখন সে ব্যক্তি তা খুলে ফেলে দিল। দ্বিতীয়বার যখন সে আসলো, তখন তার হাতে ছিল পিতলের আংটি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি তোমার থেকে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি কেন ? তখন সে তা ফেলে দিল এবং বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তা কী দিয়ে তৈরি করবো ? তিনি বললেন : রূপা দিয়ে, আর তা এক মিসকাল পূর্ণ করবে না (অর্থাৎ যেন সাড়ে চার মাষা হতে কম হয়)।

صِفَةُ خَاتَمِ النَّبِىِّ ﷺ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটির বিবরণ

٥١٩٥. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ حَبَشِىٌّ وَنَقْشُ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ *

৫১৯৫. আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম আনবারী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরি করান যার নগীনা ছিল হাবশী পাথরের, আর তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' অঙ্কিত ছিল।

٥١٩٦. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمُ فِضَّةٍ يَتَخَتَّمُ بِهٖ فِىْ يَمِيْنِهٖ فَصُّهٗ حَبَشِىٌّ يَجْعَلُ فَصَّهٗ مِمَّا يَلِىْ كَفَّهٗ *

৫১৯৬. আবূ বকর ইব্ন আলী (র) - - - - আনাস ইব্নে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটি ছিল রৌপ্য নির্মিত। তিনি তা ডান হাতে পরতেন, এর নগীনা ছিল হাবশী পাথরের। তিনি তার নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

٥١٩٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِىٍّ الْحِمْصِىُّ وَكَانَ اَبُوْهُ خَالِدٌ عَلٰى قَضَاءِ حِمْصَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِىُّ عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحِ بْنِ حَىٍّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهٗ مِنْهُ *

৫১৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ ইব্ন খালী হিমসী (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটি ছিল রূপার এবং তার নগীনাও ছিল রূপার।

٥١٩٨. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ خَاتَمُهٗ مِنْ وَرِقٍ فَصُّهٗ مِنْهُ *

৫১৯৮. আবূ বকর ইব্ন আলী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর আংটি ছিল রূপার নির্মিত এবং এর নগীনাও ছিল রূপার।

٥١٩٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهٗ مِنْهُ *

৫১৯৯. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর আংটি ছিল রূপার এবং নগীনাও ছিল রূপার।

٥٢٠٠. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَكْتُبَ اِلَى الرُّوْمِ فَقَالُوْا اِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُوْنَ كِتَابًا اِلَّا مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِهٖ فِىْ يَدِهٖ وَنُقِشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ *

৫২০০. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোমের বাদশাহ্র নিকট পত্র লিখতে মনস্থ করলেন, লোকেরা তাঁর নিকট বললেন : রোমের লোকেরা সিলমোহর ব্যতীত কোন পত্র পাঠ করে না। এরপর তিনি রূপার একটি আংটি বানিয়ে নেন। যেন আমি এখনও তাঁর হাতে তার শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' অঙ্কিত ছিল।

٥٢٠١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ اَبُوْ الْجَوْزَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَخَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةَ حَتّٰى مَضٰى شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّٰى بِنَا كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ خَاتَمِهٖ فِىْ يَدِهٖ مِنْ فِضَّةٍ *

৫২০১. আহমদ ইব্ন উসমান আবূ জাওযা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাতে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত দেরী করলেন, পরে তিনি বের হয়ে আমাদের সাথে সালাত আদায় করলেন। আমি যেন এখনও তাঁর হাতে রৌপ্য নির্মিত আংটির শুভ্রতা অবলোকন করছি।

مَوْضِعِ الْخَاتَمِ مِنَ الْيَدِ ذِكْرُ حَدِيْثِ عَلِىٍّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ

কোন্ হাতে আংটি পরবে

٥٢٠٢. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلاَلٍ عَنْ شَرِيْكٍ هُوَ ابْنُ اَبِىْ نَمِرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ شَرِيْكٌ وَاَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِىْ يَمِيْنِهٖ *

৫২০২. রবী ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

٥٢٠٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ بِيَمِيْنِهٖ *

৫২০৩. মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার বাহ্রানী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

لُبْسُ خَاتَمِ حَدِيْدٍ مَلْوِىٍّ عَلَيْهِ بِفِضَّةٍ

রূপা জড়ানো লোহার আংটি ব্যবহার

٥٢٠٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ عَنْ اَبِىْ عَتَّابٍ سَهْلِ بْنِ حَمَّادٍ ح وَاَنْبَاَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَكِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِيَاسُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَيْقِيْبِ عَنْ جَدِّهٖ مُعَيْقِيْبٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ

النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْدًا مَلْوِيًا عَلَيْهِ فِضَّةٌ قَالَ وَرُبَّمَا كَانَ فِيْ يَدِيْ فَكَانَ مُعَيْقِيْبٌ عَلَى خَاتَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৫২০৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - মু'আয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটি ছিল লোহার, যাতে রূপা জড়ানো ছিল। তিনি বলেন : কোন সময় তা আমার হাতেও থাকতো। মু'আয়কীব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আংটির রক্ষক ছিলেন।

لُبْسِ خَاتَمِ صُفْرٍ

পিতলের আংটি

٥٢٠٥. اَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِصِّيْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ مِنْ اَهْلِ ثَغْرٍ ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ اَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ وَكَانَ فِيْ يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَجُبَّةُ حَرِيْرٍ فَاَلْقَاهُمَا ثُمَّ سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَيْتُكَ اٰنِفًا فَاَعْرَضْتَ عَنِّيْ فَقَالَ اِنَّهُ كَانَ فِيْ يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ قَالَ لَقَدْ جِئْتُ اِذًا بِجَمْرٍ كَثِيْرٍ قَالَ اِنَّ مَاجِئْتَ بِهِ لَيْسَ بِاَجْزَاَ عَنَّا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ وَلٰكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ فَمَاذَا اَتَخَتَّمُ قَالَ حَلْقَةً مِنْ حَدِيْدٍ اَوْوَرِقٍ اَوْ صُفْرٍ *

৫২০৫. আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী মিসসীসী (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাহরায়ন থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলো। সে সালাম করলে, তিনি তার সালামের জবাব দিলেন না। তার হাতে সোনার আংটি ছিল এবং পরনে ছিল রেশমী জুব্বা। সে উভয়টি খুলে ফেলল। তারপর এসে সালাম করল। এবার তিনি তার সালামের জবাব দিলেন। সে ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি এইমাত্র আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম, কিন্তু আপনি আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি। তিনি বললেন : তখন তোমার হাতে ছিল একটি অঙ্গার। সে বললো : এখন আমি অনেক অঙ্গার এনেছি। তিনি বললেন : তুমি যা এনেছ, তা আমাদের নিকট হাররার পাথরখণ্ড হতে উত্তম নয়। তবে হ্যাঁ, তা পার্থিব সম্পদ বটে। সে বললো : তবে আমি কি দিয়ে আংটি বানাব ? তিনি বললেন : লোহা, রূপা বা পিতলের রিং বানিয়ে নেবে।

٥٢٠٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدِ اتَّخَذَ حَلْقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَصُوْغَ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ وَلَا تَنْقُشُوْا عَلَى نَقْشِهِ *

৫২০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার বের হলে দেখা গেল, তাঁর হাতে একটি রূপার আংটি রয়েছে। তিনি বললেন : যার ইচ্ছা হয়, সে এইরূপ আংটি বানাতে পারে; কিন্তু এর উপর যে নক্‌শা করা আছে, এরূপ নক্‌শা যেন না করে।

٥٢٠٧. أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُرُوْنُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا وَنَقَشَ عَلَيْهِ نَقْشًا قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيْهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ ثُمَّ قَالَ أَنَسٌ فَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِهِ فِيْ يَدِهِ *

৫২০৭. আবূ দাঊদ সুলায়মান ইব্‌ন সায়ফ হাররানী (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি আংটি তৈরি করান এবং তাতে একটা নক্‌শা করান। এরপর তিনি বললেন : আমি আংটি বানিয়ে তাতে নকশা করিয়েছি। তোমাদের কেউ যেন ঐরূপ নকশা না করায়। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন যেন তাঁর হাতে তার শুভ্রতা এখনও দেখতে পাচ্ছি।

قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَنْقُشُوْا عَلَى خَوَاتِيْمِكُمْ عَرَبِيًّا

নবী ﷺ -এর নির্দেশ তোমরা আংটিতে আরবী নক্‌শা করো না

٥٢٠٨. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى الْخُوَارَزْمِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبَ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَسْتَضِيْئُوْا بِنَارِ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَا تَنْقُشُوْا عَلَى خَوَاتِيْمِكُمْ عَرَبِيًّا *

৫২০৮. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা খুওয়ারাযমী (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা মুশরিকদের আগুন হতে আলো গ্রহণ করবে না আর তোমরা তোমাদের আংটিতে আরবী নকশা করবে না।

اَلنَّهْيُ عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ

তর্জনী আঙ্গুলে আংটি পরা নিষেধ

٥٢٠٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَلِيُّ سَلِ اللّٰهَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ وَنَهَانِيْ أَنْ أَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِيْ هٰذِهِ وَهٰذِهِ وَأَشَارَ يَعْنِيْ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى *

৫২০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন : আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হিদায়াত এবং সঠিকভাবে কার্য নির্বাহের তওফীক

কামনা কর। আর তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন এই-এই আঙ্গুলে আংটি পরতে। এরপর তিনি ইঙ্গিত করলেন, তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের দিকে।

٥٢١٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَاتَمِ فِى هٰذِهٖ وَهٰذِهٖ يَعْنِى السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى *

৫২১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ---- আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই-এই আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলে।

٥٢١١. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلِ اللّٰهُمَّ اهْدِنِى وَسَدِّدْنِىْ وَنَهَانِىْ اَنْ اَضَعَ الْخَاتَمَ فِى هٰذِهٖ وَهٰذِهٖ وَاَشَارَ بِشْرٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى قَالَ قَالَ عَاصِمٌ اَحَدُهُمَا *

৫২১১. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) ---- আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন : বল, হে আল্লাহ ! আমাকে হিদায়ত দান কর এবং আমাকে সঠিকভাবে কার্য নির্বাহের তওফীক দাও। আর তিনি আমাকে এই-এই আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। তিনি ইঙ্গিত করলেন, তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের প্রতি।

نَزْعُ الْخَاتَمِ عِنْدَ دُخُوْلِ الْخَلاَءِ

পায়খানায় প্রবেশের সময় আংটি খুলে রাখা

٥٢١٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ *

৫২১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর আংটি খুলে রাখতেন।

٥٢١٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِنْ قِبَلِ كَفِّهٖ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ فَاَلْقَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمَهُ وَقَالَ لاَ اَلْبَسُهُ اَبَدًا وَاَلْقَى النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ *

৫২১৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনার আংটি বানালেন এবং তার নগীনার দিক হাতের তালুর দিকে রাখলেন। পরে লোকেরাও সোনার আংটি

বানালে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর আংটি খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন : আমি এটা আর কখনও পরবো না। তখন লোকজন তাদের আংটি খুলে ফেললো।

٥٢١٤. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِى كَفَّهُ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ فَطَرَحَهُ النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ لاَ اَلْبَسُهُ اَبَدًا *

৫২১৪. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সোনার আংটি বানিয়ে এর নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখলেন। লোকজনও এরূপ আংটি বানালো। নবী ﷺ সেটি ফেলে দিয়ে বললেন : আমি তা আর কখনও পরবো না।

٥٢١٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ تَخَتَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَقَالَ لاَ يَنْبَغِىْ لاَحَدٍ اَنْ يَنْقُشَ عَلٰى نَقْشِ خَاتَمِىْ هٰذَا ثُمَّ جَعَلَ فَصَّهُ فِى بَطْنِ كَفِّهِ *

৫২১৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনার আংটি বানিয়েছিলেন, পরে তা ফেলে দিয়ে রূপার আংটি পরলেন, যাতে তিনি 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' নক্‌শা করিয়ে নেন। তিনি বলেন : আমার এই আংটিতে যে নকশা রয়েছে, এরূপ নক্‌শা কারো জন্য করানো উচিত নয়। এরপর তিনি তার নগীনা তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

٥٢١٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ الْمَعْمَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا رَاٰهُ اَصْحَابُهُ فَشَتْ خَوَاتِيْمُ الذَّهَبِ فَرَمٰى بِهِ فَلاَ نَدْرِىْ مَافَعَلَ ثُمَّ اَمَرَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ فَاَمَرَ اَنْ يُنْقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ فِى يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى مَاتَ وَفِىْ يَدِ اَبِىْ بَكْرٍ حَتّٰى مَاتَ وَفِى يَدِ عُمَرَ حَتّٰى مَاتَ وَفِى يَدِ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِيْنَ مِنْ عَمَلِهِ فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ دَفَعَهُ اِلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ فَخَرَجَ الْاَنْصَارِىُّ اِلٰى قَلِيْبٍ لِعُثْمَانَ فَسَقَطَ فَالْتُمِسَ فَلَمْ يُوْجَدْ فَاَمَرَ بِخَاتَمٍ مِثْلِهِ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫২১৬. মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন দিন ধরে একটি সোনার আংটি পরলেন। তাঁর সাহাবীগণ তা দেখে তাঁরাও সোনার আংটি বানানো আরম্ভ করলেন। এরপর তিনি তাঁর আংটি খুলে ফেলে দিলেন। পরে তার কি হয়েছে আমি জানি না। এরপর তিনি একটি রূপার আংটি বানাতে

বললেন এবং তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' নক্‌শা করতেও আদেশ দিলেন। এই আংটি তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত হাতে ছিল। পরে আবূ বকর (রা)-এর হাতে ছিল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। এরপর উমর (রা)-এর হাতে ছিল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। পরে এই আংটি উসমান (রা)-এর হাতে ছয় বৎসর পর্যন্ত ছিল। যখন তাঁর সময় বহু চিঠিপত্র লেখার প্রয়োজন হলো, তখন তিনি তা এক আনসার সাহাবীকে দেন যা দ্বারা সিলমোহর করা হতো। একদিন ঐ ব্যক্তি উসমান (রা)-এর একটি কূপের নিকট গমন করলে তা কূপে পড়ে যায়; বহু তালাশের পরও তা পাওয়া যায়নি। পরে উসমান (রা) অনুরূপ আর একটি আংটি তৈরির আদেশ দেন; যাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' অঙ্কিত ছিল।

٥٢١٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ فَصُّهُ فِى بَاطِنِ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلاَ يَلْبَسُهُ *

৫২১৭. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সোনার আংটি পরলেন, আর এর নগীনা তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখলেন। পরে অন্য লোকজন সোনার আংটি তৈরি করে পরতে লাগলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর আংটি ফেলে দিলেন। ফলে তারাও তাদের আংটি ফেলে দিল, পরে তিনি রূপার একটি আংটি বানিয়ে নেন এবং তা দিয়ে সিল মোহর করাতেন। তিনি তা পরতেন না।

اَلْجَلاَجِلُ
ঘন্টা

٥٢١٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى صَفْوَانَ الثَّقَفِىُّ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِىُّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْخٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَالِمٍ فَمَرَّبِنَا رَكْبٌ لاُمِّ الْبَنِيْنَ مَعَهُمْ اَجْرَاسٌ فَحَدَّثَ نَافِعًا سَالِمٌ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَتَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رَكْبًا مَعَهُمْ جُلْجُلٌ كَمْ تَرَى مَعَ هٰؤُلاَءِ مِنَ الْجُلْجُلِ *

৫২১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়খ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালিম (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় উম্মুল বনীনের কাফেলা আমাদের পাশ থেকে বের হলো। তাদের সাথে ছিল অনেক ঘন্টা। তখন সালিম (রা) নাফের নিকট তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করলেন যে, ফেরেশতা ঐ কাফেলার সাথে থাকেন না, যার সাথে ঘন্টা থাকে। আর এদের সাথে তো বহু ঘন্টা রয়েছে।

٥٢١٩. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ الطَّرْسُوْسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنْبَانَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِىُّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُوْسٰى قَالَ كُنْتُ مَعَ سَالِمٍ

بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَحَدَّثَ سَالِمٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جُلْجُلٌ *

৫২১৯. আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাল্লাম তুরসূসী (র) - - - - আবূ বকর ইব্ন মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্‌র সাথে ছিলাম। তিনি তাঁর পিতার সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যে কাফেলার সাথে ঘন্টা থাকে, ফেরেশতা তাদের সাথে থাকে না।

٥٢٢٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مُوْسٰى عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَفَعَهُ قَالَ لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جُلْجُلٌ *

৫২২০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - সালিম তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে কাফেলার সাথে ঘন্টা থাকে, ঐ কাফেলায় ফেরেশতা থাকে না।

٥٢٢١. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بَابَيْهِ مَوْلٰى اٰلِ نَوْفَلٍ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ جُلْجُلٌ وَلاَجَرَسٌ وَلاَتَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جَرَسٌ *

৫২২১. ইউসুফ ইব্ন সাঈদ ইব্ন মুসলিম (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ঘরে জুলজুল বা ঘন্টা থাকে, ঐ ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আর ফেরেশতা ঐ সকল কাফেলার সাথেও থাকে না, যাদের মধ্যে ঘন্টা থাকে।

٥٢٢٢. اَخْبَرَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَاٰنِيْ رَثَّ الثِّيَابِ فَقَالَ اَلَكَ مَالٌ قُلْتُ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَالَ فَاِذَ اٰتَاكَ اللّٰهُ مَالاً فَلْيُرَ اَثَرُهُ عَلَيْكَ *

৫২২২. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র) - - - - আবুল আহ্ওয়াস (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম, তখন তিনি জরাজীর্ণ কাপড় দেখলেন। তিনি বললেন : তোমার কি ধন-সম্পদ আছে ? আমি বললাম : হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সব ধরনের মাল রয়েছে। তিনি বললেন : আল্লাহ্ যখন তোমাকে মাল দান করেছেন, তখন এর চিহ্ন তোমার মধ্যে থাকা উচিত।

٥٢٢٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ

اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فِى ثَوْبٍ دُوْنٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَلَكَ مَالٌ قَالَ نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَالَ مِنْ اَىِّ الْمَالِ قَالَ قَدْ آتَانِى اللّٰهُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ قَالَ فَاِذَا آتَاكَ اللّٰهُ مَالاً فَلْيُرَ عَلَيْكَ اَثَرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ وَكَرَامَتِهِ *

৫২২৩. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবুল আহ্‌ওয়াস (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি নিম্নমানের কাপড় পরে নবী ﷺ -এর নিকট গেলে তিনি তাকে বললেন : তোমার ধন-সম্পদ আছে কি? তিনি বললেন, জ্বি হ্যাঁ, প্রত্যেক রকমের মালই আমার রয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন কী মাল আছে ? তিনি বলেন : আল্লাহ্ তাআলা আমাকে উট, বকরী, ঘোড়া এবং গোলাম দান করেছেন। নবী ﷺ বললেন : যখন আল্লাহ্ তোমাকে সম্পদ দান করেছেন, তখন আল্লাহ্‌র রহমত ও দানের চিহ্ন তোমার মধ্যে বাহ্যিকভাবেও প্রকাশ পাওয়া উচিত।

ذِكْرُ الْفِطْرَةِ

ফিতরাত বা দীনের সার্বজনীন বিধান

٥٢٢٤. اَخْبَرَنَا ابْنُ السُّنِّىِّ قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ لَفْظًا قَالَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ *

৫২২৪. ইব্‌ন সুন্নী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন : পাঁচটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। মোচ কর্তন করা, বগলের চুল উপড়ে ফেলা, নখ কাটা, নাভীর নিচের চুল কামানো এবং খত্‌না করা।

اِحْفَاءُ الشَّوَارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ

গোঁফ কাটা, দাড়ি লম্বা করা

٥٢٢٥. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَحْفُوْا الشَّوَارِبَ وَاَعْفُوْا اللُّحٰى *

৫২২৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা গোঁফ ছোট করবে এবং দাড়ি লম্বা করবে।

حَلْقُ رُؤُسِ الصِّبْيَانِ

শিশুদের মাথা মুড়ান

٥٢٢٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِىْ يَعْقُوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اَمْهَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰلَ جَعْفَرٍ ثَلاَثَةً اَنْ يَاتِيَهُمْ ثُمَّ اَتَاهُمْ فَقَالَ لاَتَبْكُوا عَلٰى اَخِىْ بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوْا اِلَىَّ بَنِىْ اَخِىْ فَجِىءَ بِنَا كَاَنَّا اَفْرُخٌ فَقَالَ اُدْعُوْا اِلَىَّ الْحَلاَّقَ فَاَمَرَ بِحَلْقِ رُؤُسِنَا مُخْتَصَرٌ *

৫২২৬. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাফর পরিবারকে শোক করার জন্য তিন দিনের সময় দিলেন। এরপর তিনি তাদের নিকট এসে বললেন : আমার ভাই-এর জন্য আজকের দিনের পর আর ক্রন্দন করো না। পরে তিনি বললেন : আমার ভ্রাতুষ্পুত্রদেরকে আমার নিকট ডাক। তখন আমাদেরকে আনা হলো। আমাদেরকে পক্ষীছানার মত মনে হচ্ছিল। তিনি বললেন : নাপিত ডেকে আন। তিনি আমাদের মাথা মুড়াবার জন্য বললেন। (সংক্ষিপ্ত)

ذِكْرُ النَّهْىِ عَنْ اَنْ يُحْلَقَ بَعْضَ شَعْرِ الصَّبِىِّ وَيُتْرَكَ بَعْضُهُ

মাথার কিছু অংশ মুড়ান এবং কিছু রেখে দেওয়া নিষেধ

٥٢٢٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ اَنْبَاَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْقَزَعِ *

৫২২৭. আহমদ ইব্‌ন আবদা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাথায় কিছু চুল রেখে কিছু মুড়াতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٢٨. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ بْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنِ الْقَزَعِ *

৫২২৮. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মাথার কিছু চুল রেখে মাথা মুড়াতে নিষেধ করতে শুনেছি।

٥٢٢٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ *

৫২২৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাথায় কিছু চুল রেখে কিছু অংশ মুড়াতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٣٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْقَزَعِ *

৫২৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মাথায় কিছু চুল রেখে বাকী অংশ মুড়াতে নিষেধ করেছেন।

اِتِّخَاذُ الْجُمَّةِ

বাবরি রাখা

٥٢٣١. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً مَرْبُوْعًا عَرِيْضَ مَابَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ كَثَّ اللِّحْيَةِ تَعْلُوْهُ حُمْرَةٌ جُمَّتُهُ اِلٰى شَحْمَتَىْ اُذُنَيْهِ لَقَدْ رَاَيْتُهُ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَارَاَيْتُ اَحْسَنَ مِنْهُ *

৫২৩১. আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অবয়ব ছিল মধ্যম ধরনের। তাঁর কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান ছিল প্রশস্ত, তাঁর দাড়ি ছিল ঘন, যার উপরিভাগে রক্তিমাভা বিরাজ করতো। তাঁর মাথার চুল কানের লতি পর্যন্ত ছিল। আমি তাঁকে লাল জোড়া কাপড় পরতে দেখেছি। আমি কাউকে তাঁর চাইতে সুশ্রী ও সুন্দর দেখিনি।

٥٢٣٢. اَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَاَيْتُ مِنْ ذِىْ لِمَّةٍ اَحْسَنَ فِىْ حُلَّةٍ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ *

৫২৩২. হাজিব ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি কোন কেশ বিশিষ্ট, জোড়া-কাপড় পরিহিত ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে সুশ্রী ও সুন্দর দেখিনি। তাঁর মাথার চুল উভয় কাঁধ ছুঁতো।

٥٢٣٣. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ النَّبِىِّ ﷺ اِلٰى نِصْفِ اُذُنَيْهِ *

৫২৩৩. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর মাথার চুল কানের অর্ধেক পর্যন্ত লম্বা ছিল।

٥٢٣٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعْرُهُ اِلٰى مَنْكِبَيْهِ *

৫২৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর মাথার চুল উভয় কাঁধ ছুঁতো।

تَسْكِيْنُ الشَّعْرِ

চুল বিন্যস্ত রাখা

٥٢٣٥. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَرَأَى رَجُلاً ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ أَمَا يَجِدُ هٰذَا مَايُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ *

৫২৩৫. আলী ইব্ন খাশ্রাম (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিকট আগমন করে এক ব্যক্তিকে দেখলেন, তার মাথার চুল এলোমেলো। তিনি বললেন : এ ব্যক্তি কি এমন কিছু পায় না, যা দিয়ে সে তার মাথার চুল বিন্যস্ত করে নেবে?

٥٢٣٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَتْ لَهُ جُمَّةٌ ضَخْمَةٌ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ *

৫২৩৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর মাথায় অধিক চুল ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : কেশ বিন্যস্ত করে রাখবে এবং প্রত্যহ চিরুণী করবে।

فَرْقُ الشَّعْرِ

চুলের সিঁথি কাটা

٥٢٣٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْدُلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرُقُوْنَ شُعُوْرَهُمْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ *

৫২৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চুল আঁচড়িয়ে ছেড়ে দিতেন, আর মুশরিকরা তাদের চুলে সিঁথি কাটতো। যে সকল ব্যাপারে কোন আদেশ করা হয়নি, এমন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহ্লে কিতাবীর মত চলতে পছন্দ করতেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুলে সিঁথি কেটেছেন।

اَلتَّرَجُّلُ

চুল আঁচড়ানো

٥٢٣٨. أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ

اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ عُبَيْدٌ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْهٰى عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الْاِرْفَاهِ سُئِلَ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنِ الْاِرْفَاهِ قَالَ مِنْهُ التَّرَجُّلُ *

৫২৩৮. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। উবায়দ নামক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন সাহাবী বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিলাসিতা করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলেন : চুল আঁচড়ানোও এর অন্তর্গত।

اَلتَّيَامُنُ فِى التَّرَجُّلِ

ডানদিক থেকে চুল আঁচড়ানো

٥٢٣٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى الْاَشْعَثُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَذَكَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِى طُهُوْرِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ *

৫২৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করতে, জুতা পরতে এবং চুল আঁচড়াতে যথাসম্ভব ডানদিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

اَلْاَمْرُ بِالْخِضَابِ

খিযাব লাগানোর আদেশ

٥٢٤٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لَا يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ *

৫২৪০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ সালামা এবং সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (রা), তাঁরা উভয়ে আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইয়াহূদী-নাসারা চুলে রং করে না, অতএব তোমরা তাদের বিরোধিতা করবে।

٥٢٤١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اُتِىَ النَّبِيُّ ﷺ بِاَبِى قُحَافَةَ وَرَاْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَاَنَّهُ ثُغَامَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ غَيِّرُوْا اَوِ اخْضِبُوْا *

৫২৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ কুহাফাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আনা হলে দেখা গেল তাঁর চুল-দাড়ি সবই সুগামা ঘাসের ন্যায় শুভ্র। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : একে পরিবর্তন করে দাও, অথবা খিযাব লাগিয়ে দাও।

تَصْفِيْرُ اللِّحْيَةِ

দাড়ি সোনালী রং করা

٥٢٤٢. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ فَقُلْتُ لَهُ فِى ذٰلِكَ فَقَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ *

৫২৪২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাকীম (র) - - - - উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে দাড়িতে সোনালী রং করতে দেখলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

تَصْفِيْرُ اللِّحْيَةِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ

যা'ফরান এবং ওয়ারস দ্বারা দাড়ি রং করা

٥٢٤٣. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ اَنْبَاَنَا عَمْرُوبْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ اَبِى رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ *

৫২৪৩. আবদা ইব্‌ন আবদুর রহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ চামড়ার জুতা পরতেন এবং ওয়ারস (ঘাস) ও যা'ফরান দ্বারা তাঁর দাড়ি রাঙাতেন। আর ইব্‌ন উমর (রা)-ও এরূপ করতেন।

اَلْوَصْلُ فِى الشَّعْرِ

চুলে পরচুলা লাগানো

٥٢٤٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْمَدِيْنَةِ وَاَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ وَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ نِسَاؤُهُمْ مِثْلَ هٰذَا *

৫২৪৪. কুতায়বা (র) - - - - হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি, তখন তিনি ছিলেন মদীনায় মিম্বরে। তিনি তাঁর আস্তিন হতে একগুচ্ছ চুল বের করে বললেন : হে মদীনাবাসী ! তোমাদের আলিমগণ কোথায় ? আমি নবী ﷺ -কে এরূপ করতে নিষেধ করতে শুনেছি তিনি বলেছেন : বনী ইসরাঈলের মহিলারা যখন এরূপ পরচুলা লাগানো আরম্ভ করেছিল, তখন তারা ধ্বংস হয়েছিল।

٥٢٤٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ فَخَطَبَنَا وَاَخَذَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ قَالَ مَا كُنْتُ اَرَى اَحَدًا يَفْعَلُهُ اِلاَّ الْيَهُوْدَ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّوْرَ *

৫২৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা) মদীনায় এসে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা দিলেন। তখন তিনি হাতে একগুচ্ছ চুল নিয়ে বললেন : আমি ইয়াহূদীদের ব্যতীত আর কাউকে এরূপ করতে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি একে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলেন।

وَصْلُ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ

(বেশি দেখানোর উদ্দেশ্যে কালো) কাপড়ে চুল জড়ানো

٥٢٤٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسَى قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّهُ قَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَاكُمْ عَنِ الزُّوْرِ قَالَ وَجَاءَ بِخِرْقَةٍ سَوْدَاءَ فَاَلْقَاهَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ فَقَالَ هُوَ هٰذَا تَجْعَلُهُ الْمَرْاَةُ فِيْ رَاْسِهَا ثُمَّ تَخْتَمِرُ عَلَيْهِ *

৫২৪৬. আমর ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন হারিস (র) - - - - মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : হে লোক সকল ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদেরকে যূর বা মিথ্যা হতে নিষেধ করেছেন। এরপর তিনি কালো কাপড়ের এক টুকরা বের করে লোকদের সামনে রেখে বলেন, সেই 'যূর' বা মিথ্যা হলো এই। একে মহিলারা মাথার উপর রেখে এর উপর ওড়না পরে থাকে।

٥٢٤٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّوْرِ وَالزُّوْرُ الْمَرْاَةُ تَلُفُّ عَلَى رَاْسِهَا *

৫২৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহীম (র) - - - - মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যূর বা মিথ্যা হতে নিষেধ করেছেন : সেই মিথ্যা এই যে, নিজের চুল অস্বাভাবিক লম্বা দেখানোর জন্য মাথায় পরচুলা ইত্যাদি কিছু লাগিয়ে নেয়া।

لَعْنُ الْوَاصِلَةِ

পরচুলা ব্যবহারকারিণীর উপর লা'নত

٥٢٤٨. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ *

৫২৪৮. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুলে (পরচুলা) যোজনা করে এমন মহিলার উপর লা'নত করেছেন।

لَعْنُ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ

যে পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে লাগাতে বলে, তার উপর লা'নত

٥٢٤٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى فَاطِمَةُ عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّ امْرَاَةً جَاءَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ بِنْتًا لِى عَرُوْسٌ وَاِنَّهَا اشْتَكَتْ فَتَمَزَّقَ شَعْرُهَا فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ اِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيْهِ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ *

৫২৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার এক কন্যার বিবাহ হয়েছে। অসুস্থ হওয়ার পর তার মাথার চুল উঠে গেছে। এখন আমি যদি তার মাথায় পরচুলা জাতীয় কিছু লাগাই, তবে আমার কি গুনাহ হবে ? তিনি বললেন : যে পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে লাগাতে বলে , আল্লাহ্ তার উপর লা'নত করেন।

لَعْنُ الْوَاشِمَةِ وَالْمُوْتَشِمَةِ

যে উল্কি আঁকায় এবং যে এঁকে দেয়, তার উপর লা'নত

٥٢٥٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُوتَصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوْتَشِمَةَ *

৫২৫০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে নারী কাউকে পরচুলা লাগিয়ে দেয়, যে লাগাতে বলে, যে উল্কি আকায় এবং যে এঁকে দেয়, তার প্রতি লা'নত করেছেন।

لَعْنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ

তার উপর লা'নত যে নারী (ভ্রু ইত্যাদির) লোম তুলে ফেলে এবং দাঁতে ফাঁক করে

٥٢٥١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ اَلاَ اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫২৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে নারী (ভ্রু-ইত্যাদির)

পশম তুলে ফেলে এবং যে নারী দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে, তাদের উপর আল্লাহ্ লা'নত করেছেন। যাদের উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লা'নত করেছেন, আমি তাদের উপর লা'নত করব না ?

٥٢٥٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৫২৫২. আহমদ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে নারী উল্কি আঁকে, দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে এবং যে মুখের চুল তুলে ফেলে, আর এভাবে আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে, তাদের উপর লা'নত করেছেন।

٥٢٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ فَاَتَتْهُ امْرَاَةٌ فَقَالَتْ اَنْتَ الَّذِىْ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَمَالِىَ لَا اَقُوْلُ مَاقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫২৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা চেহারার পশম উৎপাটনকারিণী, দাতে ফাঁক সৃষ্টিকারিণী এবং উল্কি অঙ্কনকারিণী, আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পরিবর্তনকারিণীর উপর লা'নত করেছেন। এক নারী তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো : আপনি কি এরূপ বলেন ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, আমি কি তা বলবো না ?

٥٢٥٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَوَشِّمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ اَلَا اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫২৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলতেন : আল্লাহ্ তা'আলা শরীরে দাগ সৃষ্টিকারিণী, চেহারার চুল উৎপাটনকারিণী এবং দাঁতে ফাঁকে সৃষ্টিকারিণী রমণীর উপর লা'নত করেছেন। শুনে রাখ ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাদেরকে লা'নত করেছেন, আমি তাদের লা'নত করব না ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের মধ্যে নারীদের জন্য রেশম এবং স্বর্ণ হালাল করেছেন এবং তা পুরুষদের জন্য হারাম করেছেন।

اَلتَّزَعْفُرُ

যা'আফরানী রং লাগানো

٥٢٥٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ *

৫২৫৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষদেরকে যা'ফরানী রং লাগাতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٥٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُزَعْفِرَ الرَّجُلُ جِلْدَهُ *

৫২৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুকাদ্দাম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষদেরকে তাদের শরীরে যা'ফরানী রং লাগাতে নিষেধ করেছেন।

اَلطِّيْبُ

সুগন্ধি

٥٢٥٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَنْبَأَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اُتِيَ بِطِيْبٍ لَمْ يَرُدَّهُ *

৫২৫৭. ইসহাক (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট সুগন্ধি পেশ করা হলে তিনি তা ফেরত দিতেন না।

٥٢٥٨. اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيْبٌ فَلَا يَرُدَّهُ فَاِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ *

৫২৫৮. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন ফাযালা ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কারো সামনে সুগন্ধি পেশ করা হলে, সে যেন তা ফেরত না দেয়। কেননা তা ওজনে হালকা, অথচ ঘ্রাণে উত্তম।

٥٢٥٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا جَرِيْرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ بُكَيْرٍ ح وَاَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيْبًا *

৫২৫৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কোন মহিলা ইশার জামাআতে আসতে ইচ্ছা করলে সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

٥٢٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ اَخْبَرَتْنِىْ زَيْنَبُ الثَّقَفِيَّةُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا اِذَا خَرَجْتِ اِلَى الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسِّ طِيْبًا *

৫২৬০. আহমদ ইব্ন সাঈদ (র) ---- আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নাব সাকাফিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেছেন : যখন তুমি ইশার জামাআতের উদ্দেশ্যে বের হবে, তখন সুগন্ধি স্পর্শ করবে না।

٥٢٦١. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيْبًا *

৫২৬১. কুতায়বা (র) ---- যয়নব সাকাফিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ মসজিদে গমনের ইচ্ছায় বের হলে সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

٥٢٦٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلْقَمَةَ الْفَرْوِىُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بُخُوْرًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ *

৫২৬২. মুহাম্মদ ইব্ন হিশাম ইব্ন ‘ঈসা (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে নারী সুগন্ধি-ধোঁয়া নিয়েছে, সে যেন আমাদের সাথে ইশার জামাআতে শরীক না হয়।

ذِكْرُ اَطْيَبِ الطِّيْبِ

উত্তম সুগন্ধি সম্পর্কে

٥٢٦٣. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَالْمُسْتَمِرُ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِىُّ ﷺ امْرَأَةً حَشَتْ خَاتَمَهَا بِالْمِسْكِ فَقَالَ وَهُوَ اَطْيَبُ الطِّيْبِ *

৫২৬৩. আবূ বকর ইব্ন ইসহাক (র) ---- আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মহিলার কথা উল্লেখ করেন, যে তার আংটিতে মৃগনাভি ভরে রেখেছিল। তিনি বলেন : এটা উত্তম সুগন্ধি।

تَحْرِيْمُ لُبْسِ الذَّهَبِ

স্বর্ণ পরিধান করা হারাম হওয়া

٥٢٦٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَيَزِيْدُ وَمُعْتَمِرٌ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى هِنْدٍ عَنْ اَبِى مُوْسٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اَحَلَّ لاِنَاثِ اُمَّتِى الْحَرِيْرَ وَالذَّهَبَ وَحَرَّمَهُ عَلٰى ذُكُوْرِهَا *

৫২৬৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের মধ্যে নারীদের জন্য রেশম এবং স্বর্ণ হালাল করেছেন এবং তা পুরুষদের জন্য হারাম করেছেন।

اَلنَّهْىُ عَنْ لُبْسِ خَاتَمِ الذَّهَبِ

স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা নিষেধ

٥٢٦٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نُهِيْتُ عَنِ الثَّوْبِ الْاَحْمَرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَاَنْ اَقْرَاَ وَاَنَا رَاكِعٌ *

৫২৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ওলীদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে লাল রঙের কাপড় ও স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে এবং রুকূতে কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

٥٢٦٦. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَاَنْ اَقْرَاَ الْقُرْاٰنَ وَاَنَا رَاكِعٌ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ *

৫২৬৬. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে সোনার আংটি পরতে, রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে, রেশমী কাপড় পরতে এবং কুসুম রং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٢٥٦٧. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُوْلُ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبُوْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَاَنَا رَاكِعٌ *

৫২৬৭. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সোনার আংটি, রেশমী কাপড় ও কুসুম রঙের কাপড় পরতে এবং রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥٢٦٨. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِى الرُّكُوْعِ *

৫২৬৮. হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে রুকূ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٦٩. اَخْبَرَنِىْ هرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيٰى حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ الْفَدَكِىُّ اَنَّ نَافِعًا اَخْبَرَهُ حَدَّثَنِىْ بْنُ حُنَيْنٍ اَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْقَسِّىِّ وَاَنْ اَقْرَاَ وَاَنَا رَاكِعٌ *

৫২৬৯. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কুসুম রঙের কাপড়, সোনার আংটি ও রেশমী কাপড় পরতে এবং রুকূতে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥٢٧٠. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَرْبَعٍ عَنْ لُبْسِ ثَوْبٍ مُعَصْفَرٍ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيَّةِ وَاَنْ اَقْرَاَ الْقُرْاٰنَ وَاَنَا رَاكِعٌ *

৫২৭০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন দুরস্ত (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে চারটি বস্তু অর্থাৎ কুসুম রঙের কাপড় পরতে, সোনার আংটি ব্যবহার করতে, রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং রুকূতে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥٢٧١. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى اَخْبَرَنِىْ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ اَنَّ ابْنَ حُنَيْنٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْحَرِيْرِ وَاَنْ يَقْرَاَ وَهُوَ رَاكِعٌ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ *

৫২৭১. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়া'কূব (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুসুম রঙের কাপড় ও রেশমী কাপড় পরিধান, রুকূতে কুরআন তিলাওয়াত এবং সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٧٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ اَنَسٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ *

৫২৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনার আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٧٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ *

৫২৭৩. আহমদ ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

صِفَةُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَقْشِهِ

নবী ﷺ-এর আংটি ও এর নক্‌শা সম্পর্কে

٥٢٧٤. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمَ الذَّهَبِ فَلَبِسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ كُنْتُ اَلْبَسُ هٰذَا الْخَاتَمَ وَاِنِّىْ لَنْ اَلْبَسَهُ اَبَدًا فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ *

৫২৭৪. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সোনার আংটি তৈরি করিয়ে তা পরলেন। তখন লোকেরাও সোনার আংটি বানাল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি এই আংটিটি পরতাম কিন্তু এখন হতে আমি আর কখনও পরব না। এই বলে তিনি তা নিক্ষেপ করলেন। পরে অন্যান্য লোকেরাও তাদের আংটি ফেলে দিল।

٥٢٧٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫২৭৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটির নক্‌শা ছিল- 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।

٥٢٧٦. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَنْبَاَنَا يُوْنُسُ عَنِ

الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ وَفَصُّهُ حَبَشِيٌّ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫২৭৬. আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ একটি রূপার আংটি তৈরি করান যার নগীনা ছিল হাবশী পাথরের এবং তাতে নকশা ছিল 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।

٥٢٧٧. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَكْتُبَ اِلَى الرُّوْمِ فَقَالُوْا اِنَّهُمْ لاَيَقْرَؤُنَ كِتَابًا اِلاَّ مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنُقِشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫২৭৭. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোমের বাদশাহ্কে পত্র লিখতে ইচ্ছা করলে লোকজন বললো : তারা সিলমোহর ব্যতীত কোন চিঠি পড়ে না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরি করান। আমি যেন তার শুভ্রতা তাঁর হাতে এখনও দেখছি। তাতে নক্শা করা হয়েছিল : 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।

٥٢٧٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَفَصُّهُ حَبَشِيٌّ *

৫২৭৮. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরি করান। তার নগীনা ছিল হাবশী পাথরের।

٥٢٧٩. اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ وَفَصُّهُ مِنْهُ *

৫২৭৯. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর আংটি ছিল রূপার এবং এর নগীনাও ছিল রূপার।

٥٢٨٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشْ عَلَيْهِ اَحَدٌ *

৫২৮০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি একটি আংটি তৈরি করিয়েছি এবং তাতে নক্শা করিয়েছি। অতএব এখন যেন কেউ সে রকম নক্শা না করায়।

مَوْضِعِ الْخَاتَمِ

আংটি পরার স্থান

٥٢٨١. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا فَقَالَ اِنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشْ عَلَيْهِ اَحَدٌ وَاِنِّي لاَرَى بَرِيْقَهُ فِي خِنْصَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৫২৮১. ইমরান ইব্ন মূসা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একটি আংটি তৈরি করালেন এবং বললেন : আমি একটি আংটি তৈরি করিয়েছি এবং তার উপর নকশাও করিয়েছি; অতএব কেউ যেন ঐরূপ নক্শা না করায়। আর আমি এখনও যেন ঐ আংটির ঔজ্জ্বল্য তাঁর কনিষ্ঠা আঙ্গুলে দেখছি।

٥٢٨٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ *

৫২৮২. মুহাম্মদ ইব্ন আমির (র)- - - -আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

٥٢٨٣. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسٰى الْبِسْطَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ فِي اِصْبَعِهِ الْيُسْرٰى *

৫২৮৩. হুসায়ন ইব্ন ঈসা বিস্তামী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর আংটির শুভ্রতা তাঁর বাম হাতের আঙ্গুলে যেন এখনও দেখছি।

٥٢٨٤. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ اَنَّهُمْ سَاَلُوْا اَنَسًا عَنْ خَاتَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَرَفَعَ اِصْبَعَهُ الْيُسْرٰى الْخِنْصَرَ *

৫২৮৪. আবূ বকর ইব্ন নাফি' (র) - - - - সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, লোকেরা আনাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটির ব্যাপারে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন : আমি যেন এখনও তাঁর রূপার তৈরি আংটির উজ্জ্বল্য অবলোকন করছি। এই বলে তিনি তাঁর বাম হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী উঠালেন।

٥٢٨٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ نَهَانِيْ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى *

৫২৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবূ বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٨٦. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَلْبَسَ فِى اِصْبَعِىْ هٰذِهِ وَفِى الْوُسْطٰى وَالَّتِى تَلِيْهَا *

৫২৮৬. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তর্জনী, মধ্যমা এবং এর নিকটবর্তী আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

مَوْضِعِ الْفَصُّ

নগীনার স্থান

٥٢٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَخَتَّمُ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنُقِشَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لاَيَنْبَغِىْ لاَحَدٍ اَنْ يَنْقُشَ عَلٰى نَقْشِ خَاتَمِىْ هٰذَا وَجَعَلَ فَصَّهُ فِى بَطْنِ كَفِّهِ *

৫২৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনার আংটি পরতেন। পরে তিনি ঐ আংটি ফেলে দিয়ে রূপার আংটি পরলেন এবং তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' নক্‌শা করা হল। এরপর তিনি বললেন : কারো জন্য আমার আংটির নক্‌শার মত নকশা করা সমীচীন হবে না। আর তিনি ঐ আংটির নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

طَرْحُ الْخَاتَمِ وَتَرْكُ لُبْسِهِ

আংটি ফেলে দেয়া এবং এর ব্যবহার ত্যাগ করা

٥٢٨٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا فَلَبِسَهُ قَالَ شَغَلَنِىْ هٰذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمَ اِلَيْهِ نَظْرَةٌ وَاِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ ثُمَّ اَلْقَاهُ *

৫২৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হারব (র)- - - -ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি আংটি বানালেন এবং সেটি পরলেন। তারপর বললেন : আজ এই আংটিটি আমাকে তোমাদের প্রতি অন্যমনস্ক করে তুলেছে। কখনো এরদিকে আমার দৃষ্টি পড়ে, আবার কখনো তোমাদের দিকে। পরে তিনি তা খুলে ফেলেন।

٥٢٨٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَجَعَلَ فَصَّهُ فِى بَاطِنِ كَفِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ اِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ وَقَالَ اِنِّى كُنْتُ اَلْبَسُ هٰذَا الْخَاتَمَ وَاَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَلْبَسُهُ اَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ *

৫২৮৯. কুতায়রা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সোনার আংটি তৈরি করিয়ে তা পরতেন। তিনি এর নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতেন। পরে অন্যান্য লোক তাঁর মত করতে লাগলো। তখন তিনি মিম্বরে আরোহণ করে আংটিটি খুলে ফেললেন এবং বললেন : আমি এই আংটিটি পরতাম এবং এর নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতাম। পরে তিনি তা ফেলে দিয়ে বললেন : আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তা আর কখনও পরবো না। পরে অন্য লোকেরাও তাদের আংটি ফেলে দিল।

٥٢٩٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قِرَاءَةً عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا فَصَنَعُوْهُ فَلَبِسُوْهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ وَطَرَحَ النَّاسُ *

৫২৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতে একদিনই রূপার আংটি দেখেছেন। তা দেখে অন্য লোকেরাও তদ্রুপ আংটি তৈরি করল। পরে নবী ﷺ তা ফেলে দিলে লোকেরাও তাদের আংটি ফেলে দিল।

٥٢٩١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ جَعَلَ فَصَّهُ فِيْ بَاطِنِ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلاَ يَلْبَسُهُ *

৫২৯১. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সোনার আংটি বানালেন। আর তিনি তার নগীনা রাখতেন হাতের তালুর দিকে। পরে অন্যান্য লোকও সোনার আংটি বানায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা খুলে ফেললেন। ফলে অন্যান্য লোকেরাও তাদের আংটি খুলে ফেলল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি রূপার আংটি বানান। তিনি তা দ্বারা সিলমোহর করতেন, পরতেন না।

٥٢٩٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِيْ بَطْنَ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ الْخَوَاتِيْمَ فَاَلْقَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ اَلْبَسُهُ اَبَدًا ثُمَّ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَاَدْخَلَهُ فِيْ يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِيْ يَدِ اَبِيْ بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ فِيْ يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِيْ يَدِ عُثْمَانَ حَتّٰى هَلَكَ فِيْ بِئْرِ اَرِيْسٍ *

৫২৯২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সোনার আংটি বানান। তিনি তার নগীনা তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন। এরপর অন্য লোকও আংটি বানায়। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা খুলে ফেলেন এবং বললেন : আমি আর কখনও এটা পরবো না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রৌপ্য নির্মিত আংটি পরেন। এই আংটি পরে আবূ বকর (রা)-এর হাতে ছিল, পরে উমর

(রা)-এর হাতে ছিল। উমর (রা)-এর পর তা উসমান (রা)-এর হাতে ছিল; পরে তা আরীস নামক কূপে পড়ে হারিয়ে যায়।

ذِكْرُ مَايُسْتَحَبُّ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ وَمَايُكْرَهُ مِنْهَا

কোন্ কাপড় পরিধান করা মুস্তাহাব, আর কোন্টি মাকরূহ

٥٢٩٣. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَرَآنِي سَيِّئَ الْهَيْئَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِي اللّٰهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ فَلْيُرَ عَلَيْكَ *

৫২৯৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবুল আহ্‌ওয়াস (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে (পুরাতন মলিন কাপড় পরিহিত) খারাপ অবস্থায় দেখে বললেন : তোমার কি কোন মাল-সম্পদ আছে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সর্বপ্রকার সম্পদই দান করেছেন। তখন তিনি বললেন : যখন তোমাকে আল্লাহ্ মাল দান করেছেন, তখন এর চিহ্ন তোমার মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ السِّيَرَاءِ

সোনালী ডোরাবিশিষ্ট রেশমী কাপড় ব্যবহার নিষেধ

٥٢٩٤. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ رَأَىٰ حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هٰذَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لَاخَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ قَالَ فَأُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَكَسَانِي مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَاقُلْتَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا كَسَوْتُكَهَا لِتَكْسُوَهَا أَوْ لِتَبِيعَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مِنْ أُمِّهِ مُشْرِكًا *

৫২৯৪. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি মসজিদের দরজায় সোনালী ডোরাদার একজোড়া রেশমী কাপড় বিক্রি হতে দেখলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনি জুমুআর দিনের জন্য এবং আপনার নিকট কোন বিদেশী প্রতিনিধিদল আসলে তখন পরার জন্য এরূপ একজোড়া কাপড় খরিদ করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এতো ঐ ব্যক্তি পরিধান করবে, আখিরাতে যার কোন অংশ থাকবে না। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ঐরকম কয়েক জোড়া কাপড় আসলে, তিনি তা হতে একজোড়া আমাকে দান করলেন । উমর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি

আমাকে এটা দিচ্ছেন, অথচ আগে আপনি এব্যাপারে যা বলার বলেছেন ? নবী ﷺ বললেন : আমি তা তোমাকে পরার জন্য দেইনি। আমি এজন্য দিয়েছি যে, তুমি এটা অন্য কাউকে পরতে দেবে বা বিক্রি করে অন্য কাজে লাগাবে। উমর (রা) তা তাঁর এক বৈপিত্রেয় ভাইকে দান করেন, যে মুশরিক ছিল।

ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي لُبْسِ السِّيَرَاءِ

ডোরাদার রেশমী কাপড় নারীদের জন্য ব্যবহারের অনুমতি

٥٢٩٥. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ قَمِيْصَ حَرِيْرٍ سِيَرَاءَ *

৫২৯৫. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র) - - - - আনাস (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কন্যা যয়নাবের পরিধানে ডোরাদার রেশমী কামিজ দেখেছি।

٥٢٩٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ حَدَّثَنِي اَنَّهُ رَاٰى عَلَى اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بُرْدَ سِيَرَاءَ وَالسِّيَرَاءُ الْمُضَلَّعُ بِالْقَزِّ

৫২৯৬. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যা উম্মে কুলসুমের পরিধানে সোনালী ডোরাদার রেশমী চাদর দেখেছেন।

٥٢٩٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا النَّضْرُ وَاَبُوْ عَامِرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ الْحَنَفِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُلَّةُ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ بِهَا اِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ اَمَا اِنِّي لَمْ اُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَاَمَرَنِي فَاَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي *

৫২৯৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট একটি ডোরাদার রেশমী কাপড় পেশ-করা হলে তিনি তা আমার নিকট পাঠিয়ে দেন। আমি তা পরিধান করলে, তাঁর চেহারায় বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন : আমি তোমাকে এটা পরতে দেইনি। এরপর তিনি আমাকে আদেশ করলে আমি তা আমাদের নারীদেরকে বণ্টন করে দিলাম।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْاِسْتَبْرَقِ

ইস্তাব্রাক বা রেশমী কাপড় পরিধান করা নিষেধ

٥٢٩٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ خَرَجَ فَرَاٰى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوْقِ فَاَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اشْتَرِهَا فَالْبَسْهَا يَوْمَ

الْجُمُعَةِ وَحِيْنَ يَقْدَمُ عَلَيْكَ الْوَفْدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ثُمَّ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثَلاَثِ حُلَلٍ مِنْهَا فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً وَكَسَا عَلِيًّا حُلَّةً وَكَسَا اُسَامَةَ حُلَّةً فَأَتَاهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ فِيْهَا مَاقُلْتَ ثُمَّ بَعَثْتَ اِلَيَّ فَقَالَ بِعْهَا وَاقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ اَوْ شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ *

৫২৯৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, উমর (রা) একবার বের হয়ে দেখলেন, বাজারে ইস্‌তাব্‌রাক বা রেশমী জোড়া বিক্রি হচ্ছে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি এটা ক্রয় করুন এবং জুমুআর দিন এবং আপনার নিকট বিদেশী প্রতিনিধিদল আসলে পরিধান করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটা ঐ ব্যক্তিই পরবে, যার আখিরাতে কোন অংশ নেই। পরে এ রকম তিনজোড়া কাপড় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি একজোড়া উমর (রা)-কে, একজোড়া আলী (রা)-কে এবং একজোড়া উসামা (রা)-কে দিলেন। তখন উমর (রা) তাঁর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি এর পূর্বে এ ব্যাপারে যা বলার তা বলেছিলেন, আর এখন এটা আমাকে দান করলেন ? তিনি বললেন : তুমি তা বিক্রি করে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ কর অথবা তা টুকরা করে তোমার মহিলাদের ওড়না বানিয়ে দাও।

صِفَةُ الْاِسْتَبْرَقِ

ইসতাব্‌রাকের বর্ণনা

٥٢٩٩. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ اَبِي اِسْحٰقَ قَالَ قَالَ سَالِمٌ مَا الْاِسْتَبْرَقُ قُلْتُ مَاغَلُظَ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ رَاَى عُمَرُ مَعَ رَجُلٍ حُلَّةَ سُنْدُسٍ فَاَتَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِ هٰذِهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৫২৯৯. ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) - - - - ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালিম (র) বলেন, ইস্তাবাক কি ? আমি বললাম : রেশমী কাপড়ের মধ্যে যা শক্ত এবং মোটা হয়, তাই ইস্‌তাবরাক। সালিম বললেন : আমি আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছি : উমর (রা)-এক ব্যক্তির নিকট রেশমী কাপড়ের এক জোড়া দেখতে পেলেন এবং তা নবী ﷺ-এর নিকট এনে বললেন : আপনি এটা খরিদ করুন, এরপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الدِّيْبَاجِ

দীবাজ নামক রেশমী কাপড় পরা নিষেধ

٥٣٠٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي

نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى وَيَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى وَاَبُوْ فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَاَتَاهُ دُهْقَانٌ بِمَاءٍ فِىْ اِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَحَذَفَهُ ثُمَّ اعْتَذَرَ اِلَيْهِمْ مِمَّا صَنَعَ بِهِ وَقَالَ اِنِّىْ نُهِيْتُهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَشْرَبُوْا فِىْ اِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَلْبَسُوْا الدِّيْبَاجَ وَلاَ الْحَرِيْرَ فَاِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَنَا فِى الْاٰخِرَةِ *

৫৩০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উকায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) পানি চাইলে এক গ্রাম্য নেতা রৌপ্য নির্মিত পাত্রে পানি আনে। হুযায়ফা (রা) সেটি ছুঁড়ে মারলেন। তারপর এ আচরণের জন্য তাদের কাছে কৈফিয়ত দিলেন এবং বললেন : আমার জন্য এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ যেন সোনা-রূপার পাত্রে পান না করে এবং দীবাজ ও রেশমী কাপড় পরিধান না করে। কেননা এটা পৃথিবীতে তাদের জন্য, আর আমাদের জন্য আখিরাতে।

لُبْسُ الدِّيْبَاجِ الْمَنْسُوْجِ بِالذَّهَبِ

সোনার কারুকার্য খচিত দীবাজ বা রেশমী বস্ত্র পরিধান

٥٣٠١. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتَ قُلْتُ اَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ اِنَّ سَعْدًا كَانَ اَعْظَمَ النَّاسِ وَاَطْوَلَهُ ثُمَّ بَكَى فَاَكْثَرَ الْبُكَاءَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اِلَى اُكَيْدِرَ صَاحِبِ دُوْمَةَ بَعْثًا فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ مَنْسُوْجَةٍ فِيْهَا الذَّهَبُ فَلَبِسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَعَدَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَنَزَلَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمَسُوْنَهَا بِاَيْدِيْهِمْ فَقَالَ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ هٰذِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدٍ فِى الْجَنَّةِ اَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ *

৫৩০১. হাসান ইব্‌ন কাযা'আ (র) - - - - ওয়াকিদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মুআয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) মদীনায় আগমন করলে আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন : তুমি কে ? আমি বললাম : আমি ওয়াকিদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন মুআয। তিনি বললেন : সাদ ইব্‌ন মুআয (রা) তো বড় এবং লম্বাকৃতির লোক ছিলেন। এই বলে তিনি খুব কাঁদলেন এবং বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুমার বাদশাহ্ উকায়দারের নিকট এক বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট রেশম এবং সোনার কারুকার্য খচিত একটি জুব্বা পাঠান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা পরিধান করে মিম্বরের উপর উঠে বসলেন। তারপর কোন কথা না বলে তিনি মিম্বর হতে অবতরণ করলেন। লোক তাঁর ঐ জুব্বা হাতে ধরে দেখতে লাগলো। তিনি বললেন : তোমরা এটা দেখে আশ্চর্যবোধ করছো ! বেহেশতে সা'দ ইব্‌ন মুআযের রুমালও তোমরা এই যা দেখছ, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট।

ذِكْرُ نَسْخِ ذٰلِكَ

উক্ত হাদীস রহিত হওয়ার বর্ণনা

٥٣٠٢. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ لَبِسَ النَّبِىُّ ﷺ قَبَاءً مِنْ دِيْبَاجٍ اُهْدِىَ لَهُ ثُمَّ اَوْشَكَ اَنْ نَزَعَه فَاَرْسَلَ بِه اِلَى عُمَرَ فَقِيْلَ لَهُ قَدْ اَوْشَكَ مَانَزَعْتَه يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَهَانِى عَنْهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجَاءَ عُمَرُ يَبْكِى فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَرِهْتَ اَمْرًا وَاَعْطَيْتَنِيْهِ قَالَ اِنِّى لَمْ اُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَه اِنَّمَا اَعْطَيْتُكَهُ لِتَبِيْعَهُ فَبَاعَهُ عُمَرُ بِاَلْفَى دِرْهَمٍ *

৫৩০২. ইউসুফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দীবাজ নামক রেশমী কাপড়ের একটি কাবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হাদিয়া স্বরূপ দান করা হলে তিনি তা পরিধান করেন। কিছুক্ষণ পর তিনি তা খুলে ফেলে উমর (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তখন অন্যান্য লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি হঠাৎ তা খুলে ফেললেন কেন ? তিনি বললেন : আমাকে জিব্‌রাঈল (আ) এটা পরতে নিষেধ করেছেন। একথা শুনে উমর (রা) কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি যা অপছন্দ করেন তা আমাকে পরতে দিলেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি তো তোমাকে তা পরতে দেইনি; আমি তো তোমাকে দিয়েছি বিক্রি করার জন্য। এরপর উমর (রা) দুই হাজার দিরহামে তা বিক্রি করে দেন।

اَلتَّشْدِيْدُ فِى لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَاَنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ

পৃথিবীতে রেশমী কাপড় পরার ব্যাপারে কঠোরতা ; যে দুনিয়াতে তা পরবে, সে আখিরাতে পরতে পারবে না

٥٣٠٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ وَيَقُوْلُ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِى الْاٰخِرَةِ *

৫৩০৩. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হতে বর্ণিত, তিনি মিম্বরের উপর খুতবা দিতে গিয়ে বললেন : মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে রেশমী কাপড় পরিধান করবে, আখিরাতে সে কখনো তা পরতে পারবে না।

٥٣٠٤. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ اَنْبَاَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلِيْفَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ لَاتُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ فَاِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَبِسَهُ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ *

৫৩০৪. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা নিজেদের নারীদেরকে রেশমী কাপড় পরতে দেবে না। আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে তা পৃথিবীতে পরিধান করবে, সে আখিরাতে তা পরতে পারবে না।

٥٣٠٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنْبَانَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ اَنَّهُ سَاَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ فَقَالَ سَلْ عَائِشَةَ فَسَاَلْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ سَلْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَسَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَفْصٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا فَلاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ *

৫৩০৫. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হিত্তান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে রেশমী কাপড় পরিধান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : তুমি এ ব্যাপারে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর। আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ; আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর। আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে— তিনি বললেন : আমার নিকট আবূ হাফ্‌স (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে রেশমী কাপড় পরবে, আখিরাতে তার জন্য এর কোন অংশ থাকবে না।

٥٣٠٦. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ قَالَ اَنْبَانَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَبِشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِزِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ *

৫৩০৬. সুলায়মান ইব্‌ন সাল্‌ম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : রেশমী কাপড় ঐ ব্যক্তিই পরিধান করবে, যার আখিরাতে কোন অংশ নেই।

٥٣٠٧. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَلِىٍّ الْبَارِقِىِّ قَالَ اَتَتْنِىْ امْرَاَةٌ تَسْتَفْتِيْنِىْ فَقُلْتُ لَهَا هٰذَا ابْنُ عُمَرَ فَاتَّبَعَتْهُ تَسْاَلُهُ وَاتَّبَعْتُهَا اَسْمَعُ مَايَقُوْلُ قَالَتْ اَفْتِنِىْ فِى الْحَرِيْرِ قَالَ نَهٰى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫৩০৭. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - আলী আল-বারেকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা আমার নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসলে আমি তাকে বললাম : ঐ যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)। তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করুন। ঐ মহিলা তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করার জন্য গেল, আর আমি তার পিছে পিছে গেলাম, তিনি কি বলেন শোনার জন্য। সেই নারী বললো : রেশমী কাপড় সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

ذِكْرُ النَّهْىِ عَنِ الثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ

রেশমী কাপড় পরার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

٥٣٠٨. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ وَعَنْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيَّةِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْحَرِيْرِ *

৫৩০৮. সুলায়মান ইব্‌ন মানসূর (র) ---- বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন : সোনার আংটি, রূপার পাত্র, মায়াসির[১], কাস্‌সী[২], ইসতাব্‌রাক[৩] এবং দীবাজ[৪] ও হারীর[৫] হতে।

اَلرُّخْصَةُ فِى لُبْسِ الْحَرِيْرِ

রেশমী কাপড় পরার অনুমতি

٥٣٠٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِى قُمُصِ حَرِيْرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا *

৫৩০৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ এবং যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম (রা)-কে রেশমী জামা পরার অনুমতি দান করেছিলেন; কেননা তাদের খুজলী রোগ হয়েছিল।

٥٣١٠. اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ فِى قُمُصِ حَرِيْرٍ كَانَتْ بِهِمَا يَعْنِى لِحِكَّةٍ *

৫৩১০. নাসর ইব্‌ন আলী (র) ---- আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ আবদুর রহমান এবং যুবায়র (রা)-কে রেশমী কাপড়ের জামা ব্যবহারের অনুমতি দান করেন, তাঁদের খুজলীতে আক্রান্ত হওয়ার দরুন।

٥٣١١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَلْبَسُ الْحَرِيْرَ اِلاَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَىْءٌ فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ هٰكَذَا وَقَالَ اَبُوْ عُثْمَانَ بِاِصْبُعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْاِبْهَامَ فَرَاَيْتُهُمَا اَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ حَتّٰى رَاَيْتُ الطَّيَالِسَةَ *

১. ২. ৩. ৪. ৫. বিভিন্ন প্রকার রেশমী কাপড়।

৫৩১১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবূ উসমান নাহদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা উতবা ইব্ন ফারকাদ (র)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় উমর (রা)-এর আদেশ পৌঁছলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : রেশমী কাপড় শুধু ঐ ব্যক্তিই পরিধান করতে পারে, আখিরাতে যার এতে কোন অংশ নেই; তবে এতটুকু পরিমাণ। আবূ উসমান (র) বলেন : তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলির সংলগ্ন অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। আমার মনে হলো তা চাদরের প্রান্ত ভাগ হবে। অবশেষে আমি যখন চাদর দেখলাম, তখন নিশ্চিত হলাম।

٥٣١٢. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ح وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ لَمْ يُرَخِّصْ فِى الدِّيْبَاجِ اِلاَّ مَوْضِعَ اَرْبَعِ اَصَابِعَ *

৫৩১২. আবদুল হামিদ ইব্ন মুহাম্মদ ও আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রেশমী কাপড় চার আংগুলের বেশি ব্যবহার অনুমতি দেন নি।

لُبْسُ الْحُلَلِ

জোড়া পোশাক পরিধান করা

٥٣١٣. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مُتَرَجِلاً لَمْ اَرَ قَبْلَهُ وَلاَبَعْدَهُ اَحَدًا هُوَ اَجْمَلُ مِنْهُ *

৫৩১৩. ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জোড়া পোশাক পরিহিত, মাথার চুল সুবিন্যস্ত অবস্থায় দেখেছি। আমি পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে সুন্দর কাউকে দেখিনি।

لُبْسُ الْحِبَرَةِ

হিবারা (ইয়ামানী চাদর) পরিধান করা

٥٣١٤. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ الْحِبَرَةَ *

৫৩১৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিবারা (ইয়ামানী চাদর-বিশেষ) ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় কাপড়।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ

কুসুম রঙের কাপড় পরিধান করা নিষেধ

٥٣١٥. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ فَقَالَ هٰذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا *

৫৩১৫. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দু'টি কুসুম রঙের কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখে বললেন : এটা কাফিরদের পোশাক। অতএব, তুমি এটা পরিধান করো না।

٥٣١٦. اَخْبَرَنِيْ حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ اذْهَبْ فَاطْرَحْهُمَا عَنْكَ قَالَ اَيْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فِى النَّارِ *

৫৩১৬. হাজিব ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক সময় তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট দু'টি কুসুম রঙের কাপড় পরিহিত অবস্থায় আগমন করলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন : ফেলে দাও। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোথায় ফেলবো? তিনি বললেন : দোযখে।

٥٣١٧. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُوْلُ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لَبُوْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَاَنَا رَاكِعٌ *

৫৩১৭. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সোনার আংটি, রেশমী কাপড় ও কুসুম রঙের কাপড় পরতে এবং রুকূ অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।

لُبْسُ الْخُضْرِ مِنَ الثِّيَابِ

সবুজ কাপড় পরিধান করা

٥٣١٨. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَنْبَانَا اَبُوْ نُوْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ اَبِيْ رِمْثَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَخْضَرَانِ *

৫৩১৮. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ রিম্‌সা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুইখানা সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় আমাদের নিকট আগমন করেন।

لُبْسُ الْبُرُوْدِ

বুরদা (ডোরাকাটা চাদর) পরিধান করা

٥٣١٩. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ يَحْيٰى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا اَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا اَلَا تَدْعُو اللّٰهَ لَنَا *

৫৩১৯. ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - খাব্বাব ইব্ন আরাত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলাম, তখন তিনি কা'বা শরীফের ছায়ায় একখানা বুরদার উপর মাথা রেখে আরাম করছিলেন। আমি বললাম : আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করবেন না?

٥٣٢٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ اَنْبَانَا يَعْقُوْبُ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوْا نَعَمْ هٰذِهِ الشَّمْلَةُ مَنْسُوْجٌ فِى حَاشِيَتِهَا فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى نَسَجْتُ هٰذِهِ بِيَدِى اَكْسُوْكَهَا فَاَخَذَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَخَرَجَ اِلَيْنَا وَاِنَّهَا لَاِزَارُهُ *

৫৩২০. কুতায়বা (র) - - - - সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা একখানা বুরদা নিয়ে আসলে সাহ্ল (রা) বলেন : তোমরা কি জান, বুরদা কী? উপস্থিত লোকজন বললো : হ্যাঁ, এমন চাদর, যার কিনারায় নকশা করা ছিল। মহিলা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এটা আপনাকে পরানোর জন্য নিজ হাতে তৈরি করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমনভাবে তা গ্রহণ করলেন যেন তাঁর সেটি প্রয়োজন, আর তিনি তা লুঙ্গিরূপে পরে আমাদের নিকট আসলেন।

اَلْاَمْرُ بِلُبْسِ الْبَيْضِ مِنَ الثِّيَابِ

সাদা কাপড় পরার আদেশ

٥٣٢١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ اَبِى عَرُوْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى قِلَابَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ قَالَ يَحْيٰى لَمْ اَكْتُبْهُ قُلْتُ لِمَ قَالَ اسْتَغْنَيْتُ بِحَدِيْثِ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِى شَبِيْبٍ عَنْ سَمُرَةَ *

৫৩২১. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সামূরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করবে। কেননা এটা বেশি পবিত্র হয়ে ও বেশি পরিচ্ছন্ন[১]। আর তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে সাদা কাপড় দিয়ে কাফন দেবে।

٥٣٢٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ فَلْيَلْبَسْهَا اَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ فَاِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ *

৫৩২২. কুতায়বা (র) - - - - সামূরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাদা কাপড় ব্যবহার করবে। জীবিতরা তা পরবে আর মৃতদেরকে তা দিয়ে কাফন দেবে। কেননা এটাই উৎকৃষ্ট কাপড়।

لُبْسُ الْاَقْبِيَةِ

কাবা[২] পরিধান করা

٥٣٢٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَابُنَىَّ انْطَلِقْ بِنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِىْ قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَّأْتُ هٰذَا لَكَ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَلَبِسَهُ مَخْرَمَةُ *

৫৩২৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - মিস্‌ওয়ার ইব্‌ন মাখ্‌রামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাবা বণ্টন করলেন কিন্তু মাখরামা (রা)-কে কিছু না দেওয়ায় তিনি বললেন : প্রিয়পুত্র ! তুমি আমার সাথে চল; আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট যাব। আমি তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। তিনি আমাকে বললেন : তুমি ভেতরে প্রবেশ করে তাঁকে আমার নিকট ডেকে আনো, আমি তাঁকে ডাকলে তিনি ঐ কাবা পরিহিত অবস্থায় তার নিকট আগমন করলেন এবং বললেন : আমি এটা আপনার জন্য রেখে দিয়েছি, মাখারামা সেটি পরিধান করলেন।

لُبْسُ السَّرَاوِيْلِ

পায়জামা পরিধান করা

٥٣٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ *

---

১. যেহেতু সামান্য ময়লা হলে বা সামান্য নাপাকী লাগলেই দেখা যায়, ফলে ধুয়ে ফেলা হয়।
২. ঢোলা জোব্বা, যা জামার উপর পরা হয়। আরব ও ইরানীরা পরে থাকে।

৫৩২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে আরাফাতে বলতে শোনেন; যার অর্থাৎ যে মুহ্‌রিমের লুঙ্গি না মিলে, সে যেন পায়জামা পরিধান করে এবং যার চটি নেই, সে যেন মোজা পরিধান করে।

اَلتَّغْلِيْظُ فِى جَرِّ الْاِزَارِ

লুঙ্গি ইত্যাদি পরে হেঁচড়িয়ে চলার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা

٥٣٢٥. اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَالِمًا اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ اِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِى الْاَرْضِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *

৫৩২৫. ওহাব ইব্‌ন বয়ান (র)- - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি গর্বভরে স্বীয় পরিধেয় লুঙ্গি বা পায়জামা হেঁচড়িয়ে চলতো। সে কিয়ামত পর্যন্ত মাটির মধ্যে ধসতে থাকবে।

٥٣٢٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ح وَاَنْبَانَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ اَوْ قَالَ اِنَّ الَّذِىْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫৩২৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গর্বভরে স্বীয় কাপড় মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।

٥٣٢٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ مَخْيَلَةٍ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَنْظُرْ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫৩২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গর্বভরে নিজের কাপড় মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলে আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না।

مَوْضِعُ الْاِزَارِ

লুঙ্গি পরিধানের স্থান

٥٣٢٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ

عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْضِعُ الْاِزَارِ اِلَى اَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَاِنْ اَبَيْتَ فَاَسْفَلَ فَاِنْ اَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلاَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِى الْاِزَارِ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ *

৫৩২৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি পায়ে গোছার মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত থাকা উচিত যেখানে মাংসপেশী অবস্থিত। যদি তা পছন্দ না হয়, তবে আরো কিছু নিচে পরতে পার। যদি আরও নিচু করতে ইচ্ছা কর, তবে পায়ের গোছার নিচে পরবে, কিন্তু গিরার নিম্নাংশের লুঙ্গি পাওয়ার কোন অধিকার নেই।

مَاتَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ

লুঙ্গি, চাদর ইত্যাদির যে অংশ পায়ের গিরার নিচে থাকবে

٥٣٢٩. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ يَعْقُوْبَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَفِى النَّارِ *

৫৩২৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : লুঙ্গি ইত্যাদির যে অংশ গিরার নিচে থাকবে, তা দোযখে যাবে।

٥٣٣٠. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِىُّ وَقَدْ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَفِى النَّارِ *

৫৩৩০. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : ইযার বা লুঙ্গির যে অংশ গিরার নিচে থাকবে, তা দোযখে অবস্থান করবে।

اِسْبَالُ الْاِزَارِ

ইযার বা লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরা

٥٣٣١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَشْعَثَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنْظُرُ اِلَى مُسْبِلِ الْاِزَارِ *

৫৩৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : ইযার বা লুঙ্গি ইত্যাদি যে ব্যক্তি নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করে, তার প্রতি আল্লাহ্ তাআলা রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না।

٥٣٣٢. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مِهْرَانَ الْاَعْمَشَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اَلْمَنَّانُ بِمَا اَعْطٰى وَالْمُسْبِلُ اِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ *

৫৩৩২. বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন তিন প্রকার ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না এবং তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না, বরং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাদের একজন ঐ ব্যক্তি, যে দান করে পরে খোঁটা দেয়; দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে ইযার বা লুঙ্গি ইত্যাদি লটকিয়ে চলে; তৃতীয় ব্যক্তি যে মিথ্যা শপথ দ্বারা পণ্য চালায়।

٥٣٣٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِى رَوَّادٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الاِسْبَالُ فِى الْاِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫৩৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে' (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইযার, জামা পাগড়ি ইত্যাদির যে কোন একটি যে ব্যক্তি অহংকারভরে ঝুলায়, তার প্রতি আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না।

٥٣٣٤. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لاَيَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَدَ شِقَّىْ اِزَارِى يَسْتَرْخِىْ اِلاَّ اَنْ اَتَعَاهَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذٰلِكَ خُيَلاَءَ *

৫৩৩৪. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - মালিক (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গর্বভরে তার কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। তখন আবূ বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! অসতর্কাবস্থায় আমার ইযারের একদিক লম্বা হয়ে যায়। কিন্তু সতর্ক হলে বোধহয় এরূপ হবে না। নবী ﷺ বললেন : যারা গর্বভরে এরূপ করে, আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

ذُيُوْلُ النِّسَاءِ

নারীদের কাপড়ের নিম্নাংশ

٥٣٣٥. اَخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ قَالَتْ اُمُّ

سَلَمَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُوْلِهِنَّ قَالَ تُرْخِيْنَهُ شِبْرًا قَالَتْ اِذًا تَنْكَشِفَ اَقْدَامُهُنَّ قَالَ تُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا لاَ تَزِدْنَ عَلَيْهِ *

৫৩৩৫. নূহ ইব্‌ন হাবীব (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গর্বভরে নিজের কাপড় হেঁচড়িয়ে চলে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। উম্মে সালামা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! নারীরা তাদের কাপড়ের নিম্নাংশ কিভাবে রাখবে ? তিনি বললেন : তারা তা এক বিঘত লম্বা করে দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, উম্মে সালামা (রা) বললেন : তা হলে তো তাদের পা খুলে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাহলে তারা তা একহাত লম্বা করবে, এর উপর যেন তারা লম্বা না করে।

٥٣٣٦. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذُيُوْلَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرْخِيْنَ شِبْرًا قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ اِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا قَالَ تُرْخِي ذِرَاعًا لاَتَزِيْدُ عَلَيْهِ *

৫৩৩৬. আব্বাস ইব্‌ন ওলীদ ইব্‌ন মিয্‌য়াদ (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে নারীদের আঁচল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : তারা তা অর্ধহাত লম্বা করবে। উম্মে সালামা (রা) বললেন : তবে তো পা খুলে যাবে। তিনি বললেন : তা হলে একহাত লম্বা করবে, তার চেয়ে লম্বা করবে না।

٥٣٣٧. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا ذَكَرَ فِى الْاِزَارِ مَاذَكَرَ قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ قَالَ يُرْخِيْنَ شِبْرًا قَالَتْ اِذًا تَبْدُوْ اَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَذِرَاعًا لاَيَزِدْنَ عَلَيْهِ

৫৩৩৭. আবদুল জব্বার ইব্‌ন আ'লা ইব্‌ন আবদুল জব্বার (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, ইযার বা লুঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন : তা বলার পর উম্মে সালামা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : নারীরা কী করবে ? তিনি বললেন : তারা আধহাত লম্বা করবে। উম্মে সালামা (রা) বললেন : তখনও তো তাদের পা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাহলে তারা একহাত ঝুলাবে, এর উপর বাড়াবে না।

٥٣٣٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمْ تَجُرُّ الْمَرْاَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ شِبْرًا قَالَتْ اِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا قَالَ ذِرَاعٌ لاَ تَزِيْدُ عَلَيْهَا *

৫৩৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - -উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো নারীরা তাদের আঁচল কতটুকু নীচু করবে ? তিনি বললেন : তারা আধহাত লম্বা করবে। উম্মে সালামা (রা) বললেন : তখন তো তাদের পা খুলে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তবে তারা একহাত লম্বা করবে কিন্তু এর উপর বাড়াবে না।

اَلنَّهْىُ عَنْ اِشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

এক কাপড়ে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে তার একপার্শ্ব কাঁধের উপর ফেলে রাখা নিষেধ

٥٣٣٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَحْتَبِىَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ *

৫৩৩৯. কুতায়বা (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশতিমালুস-সাম্মা অর্থাৎ এক কাপড়ে এমনভাবে শরীর জড়াতে নিষেধ করেছেন যে, তার একদিক কাঁধের উপর ফেলে রাখা হবে এবং একই কাপড়ে পিঠ ও হাঁটু আবৃত করে এমনভাবে বসতে নিষেধ করেছেন, যাতে ঐ কাপড়ের কিছুমাত্র লজ্জাস্থানের উপর না থাকে।

٥٣٤٠. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ *

৫৩৪০. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশতিমালুম-সাম্মা পদ্ধতিতে কাপড় পরতে এবং একই কাপড়ে পিঠ, হাঁটু ইত্যাদি আবৃত করে এমনভাবে বসতে নিষেধ করেছেন, যাতে ঐ কাপড় কিছুমাত্র লজ্জাস্থানের উপর না থাকে।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاِحْتِبَاءِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ

এক কাপড়ে ইহ্‌তিবা (সর্বশরীর জড়িয়ে বসা) নিষেধ

٥٣٤١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَحْتَبِىَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ *

৫৩৪১. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশতিমালুম-সাম্মা পদ্ধতিতে কাপড় পরতে এবং একই কাপড়ে ইহতিবা অর্থাৎ পিঠ, হাঁটু জড়িয়ে বসতে নিষেধ করেছেন।

لُبْسُ الْعَمَائِمِ الْحَرْقَانِيَّةِ

ছাইরঙা পাগড়ি পরিধান করা

٥٣٤٢. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ عِمَامَةً حَرْقَانِيَّةً *

৫৩৪২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আমর ইব্ন্ হুরায়স (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথায় ছাইরঙা পাগড়ি দেখেছি।

لُبْسُ الْعَمَائِمِ السُّوْدِ

কালো পাগড়ি ব্যবহার করা

٥٣٤٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ *

৫৩৪৩. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় ইহ্রাম ব্যতীত প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি শোভা পাচ্ছিল।

٥٣٤٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ *

৫৩৪৪. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি ছিল।

اِرْخَاءُ طَرْفِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتَفَيْنِ

পাগড়ির প্রান্ত দু'কাঁধের মাঝখানে লটকানো

٥٣٤٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ السَّاعَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ اَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ *

৫৩৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবান (র) - - - - জা'ফর ইব্ন আমর ইব্ন উমাইয়া (রা) বলেন, তার পিতা বলেছেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মিম্বরের উপর দেখছি, যার প্রান্তদেশ তাঁর স্কন্ধদ্বয়ের মাঝখানে লটকানো রয়েছে।

اَلتَّصَاوِيْرُ

ছবি

٥٣٤٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِى طَلْحَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ *

৫৩৪৬. কুতায়বা (র) - - - - আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ফেরেশ্‌তা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকে।

٥٣٤٧. اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِى طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةُ تَمَاثِيْلَ *

৫৩৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবুশ শাওয়ারিব (র) - - - - আবূ তাল্হা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : ফেরেশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর অথবা ভাস্কর্য থাকে।

٥٣٤٨. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى اَبِىْ طَلْحَةَ الْاَنْصَارِىِّ يَعُوْدُهُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ فَاَمَرَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ لِمَ تَنْزِعُ قَالَ لاَنَّ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ وَقَدْ قَالَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاقَدْ عَلِمْتَ قَالَ اَلَمْ يَقُلْ اِلاَّ مَاكَانَ رَقْمًا فِى ثَوْبٍ قَالَ بَلَى وَلٰكِنَّهُ اَطْيَبُ لِنَفْسِىْ *

৫৩৪৮. আলী ইব্ন শু'আয়ব (র) - - - - উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ তাল্হা আনসারী (রা)-কে তাঁর রুগ্নাবস্থায় দেখতে গেলে তাঁর নিকট সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফকে দেখতে পান। আবূ তাল্হা (রা) এক ব্যক্তিকে তাঁর নিচ থেকে বিছানা বের করে ফেলতে আদেশ করলেন। তখন সাহ্ল (রা) তাঁকে বললেন : কেন বের করবেন ? তিনি বললেন : কেননা তাতে ছবি রয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, তা তো তুমি জান। সাহ্ল বললেন : তিনি কি বলেন নি যে, কাপড়ে নক্শারূপে থাকলে কোন ক্ষতি নেই ? আবূ তাল্হা (রা) উত্তর করলেন : হ্যাঁ, কিন্তু আমার মনের জন্য এটাই বেশি স্বস্তিকর।

٥٣٤٩. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى بُكَيْرٌ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَاِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيْهِ صُوْرَةٌ قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلاَنِىِّ اَلَمْ يُخْبِرْنَازَيْدٌ عَنِ الصُّوْرَةِ يَوْمَ الْاَوَّلِ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُوْلُ اِلاَّ رَقْمًا فِى ثَوْبٍ *

৫৩৪৯. ঈসা ইব্ন হাম্মাদ (র) - - - - আবূ তাল্হা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ঘরে ছবি থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। হাদীস বর্ণনাকারী বুস্র (রা) বলেন, যায়দ ইব্ন খালিদ অসুস্থ হলে আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। আমরা তাঁর দরজায় একখানা পর্দা লটকানো দেখলাম, যাতে ছবি রয়েছে। আমি উবায়দুল্লাহ খাওলানীকে বললাম : যায়দ (রা)-কে আমাদের গতকাল ছবি সম্বন্ধে সংবাদ দেননি ? উবায়দুল্লাহ্ (রা) বললেন : তুমি কি শোননি ? তিনি এও বলেছেন যে, কাপড়ে নকশারূপে থাকলে কোন ক্ষতি নেই ?

٥٣٥٠. حَدَّثَنَا مَسْعُوْدُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ فَدَخَلَ فَرَاَى سِتْرًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَخَرَجَ وَقَالَ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَتَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ *

৫৩৫০. মাসউদ ইব্ন জুওয়ায়রিয়া (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কিছু খাদ্য প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দাওয়াত দিলাম। তিনি এসে ঘরে প্রবেশ করে একখানা এমন পর্দা দেখলেন, যাতে ছবি ছিল। তিনি বের হয়ে বললেন : ফেরেশ্‌তা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে ছবি থাকে।

٥٣٥١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَرْجَةً ثُمَّ دَخَلَ وَقَدْ عَلَّقْتُ قِرَامًا فِيْهِ الْخَيْلُ اُوْلاَتُ الْاَجْنِحَةِ قَالَتْ فَلَمَّا رَاٰهُ قَالَ اَنْزِعِيْهِ *

৫৩৫১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাইরে গেলেন। তারপর আবার প্রবেশ করলেন। আমি একটি পর্দা লটকিয়ে রেখেছিলাম, যাতে ডানাবিশিষ্ট ঘোড়ার ছবি ছিল। তিনি তা দেখে বললেন : তুমি এটা খুলে ফেল।

٥٣٥٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيْهِ تِمْثَالُ طَيْرٍ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ اِذَا دَخَلَ الدَّاخِلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَائِشَةُ حَوِّلِيْهِ فَاِنِّيْ كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَاَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا قَالَتْ وَكَانَ لَنَا قَطِيْفَةٌ لَهَا عَلَمٌ فَكُنَّا نَلْبَسُهَا فَلَمْ نَقْطَعْهُ *

৫৩৫২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন বাযী (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একখানা পর্দার কাপড় ছিল, যাতে ছিল পাখির ছবি। কেউ ঘরে ঢোকার সময় তা তার সামনে পড়তো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে আয়েশা ! তুমি এটা উল্টিয়ে দাও। কেননা যখন আমি ঘরে প্রবেশ করি, তখন তা (মার্কা) দেখলে, দুনিয়া আমার স্মরণে এসে পড়ে। তিনি আরো বলেন : আমাদের আর একখানা চাদর ছিল, যাতে পণ্যচিহ্ন অঙ্কিত ছিল, আমরা তা পরতাম। তাই তা কাটি নি।

٥٣٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِيْ بَيْتِيْ ثَوْبٌ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَجَعَلْتُهُ اِلٰى سَهْوَةٍ فِي الْبَيْتِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَاعَائِشَةُ اَخِّرِيْهِ عَنِّيْ فَنَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ *

৫৩৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ঘরে একখানা কাপড় ছিল, যাতে ছিল অনেক ছবি। আমি তা ঘরের চেরাগদানের উপর লটকিয়ে রেখেছিলাম।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে দিকে ফিরে নামায পড়তেন। তিনি বললেন : হে আয়েশা ! তুমি এটা আমার সামনে থেকে সরিয়ে ফেল। আমি তা সরিয়ে ফেলি এবং তা দিয়ে বালিশ বানাই।

٥٣٥٤. اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَزَعَهُ فَقَطَعَتْهُ وِسَادَتَيْنِ قَالَ رَجُلٌ فِى الْمَجْلِسِ حِيْنَئِذٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيْعَةُ بْنُ عَطَاءٍ اَنَا سَمِعْتُ اَبَا مُحَمَّدٍ يَعْنِى الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا *

৫৩৫৪. ওহাব ইব্‌ন বয়ান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একখানা পর্দা ঝুলিয়েছিলেন, যাতে ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে প্রবেশ করে তা খুলে ফেললেন। তিনি তা খণ্ডিত করে দুইটি বালিশ বানান। ঐ মজলিসের রবীআ ইব্‌ন আতা নামক এক ব্যক্তি বলে উঠলো : আমি আবূ মুহাম্মদ অর্থাৎ কাসিমকে বলতে শুনেছি, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাতে হেলান দিতেন।

ذِكْرُ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا

কঠিনতম শাস্তি যার হবে

٥٣٥٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ عَلَى سَهْوَةٍ لِى فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَنَزَعَهُ وَقَالَ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ *

৫৩৫৫. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক সফর শেষে তশরীফ আনলেন। আমি চেরাগদানে একটি পর্দা ঝুলিয়েছিলাম। যাতে ছবি অঙ্কিত ছিল। তিনি সেটি খুলে ফেলে বললেন : কিয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাব হবে তাদের, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টবস্তুর ছবি অঙ্কন করে।

٥٣٥٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَاٰهُ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ هَتَكَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُشَبِّهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ *

৫৩৫৬. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট আগমন করলেন। আমি ছবিযুক্ত একটি পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। তা দেখার পর তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হলো। তিনি নিজ হাতে সেটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন : কিয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাব ঐ ব্যক্তিদের হবে, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির অনুরূপ ছবি অঙ্কন করে।

ذِكْرُ مَايُكَلَّفُ اَصْحَابُ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামতের দিন ছবি অঙ্কনকারীদের যা করতে বলা হবে

٥٣٥٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ اَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ اِنِّى اُصَوِّرُ هٰذِهِ التَّصَاوِيْرَ فَمَا تَقُوْلُ فِيْهَا فَقَالَ اُدْنُهْ اُدْنُهْ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِى الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِهِ *

৫৩৫৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - নাযর ইব্ন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় ইরাকের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো : আমি এরূপ ছবি অঙ্কন করে থাকি, আপনি এ ব্যাপারে কী বলেন ? তিনি বললেন : নিকটে এসো, নিকটে এসো। আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোন ছবি অঙ্কন করবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করতে বলা হবে কিন্তু সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম হবে না।

٥٣٥٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عُذِّبَ حَتّٰى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا *

৫৩৫৮. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন ছবি অঙ্কন করবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, যতক্ষণ না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করবে; অথচ সে তাতে প্রাণ দিতে সক্ষম হবে না।

٥٣٥٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ *

৫৩৫৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ছবি অঙ্কন করবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, যে পর্যন্ত না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করবে; অথচ সে তাতে প্রাণ দিতে সক্ষম হবে না।

٥٣٦٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَهَا يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَاخَلَقْتُمْ *

৫৩৬০. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ছবি তৈরিকারী লোকদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে জীবন দান কর।

٥٣٦١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَصْحَابِ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَاخَلَقْتُمْ

৫৩৬১. কুতায়বা (র) - - - - নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এ সকল ছবি অঙ্কনকারীকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে প্রাণ দান কর।

٥٣٦٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ اللّٰهَ فِى خَلْقِهِ *

৫৩৬২. কুতায়বা (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি ঐ লোকদের হবে, যারা সৃষ্টিকার্যে আল্লাহ্র অনুকরণ করে।

ذِكْرُ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا

সর্বাপেক্ষা অধিক শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি

٥٣٦٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ ح وَاَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ وَقَالَ اَحْمَدُ الْمُصَوِّرِيْنَ *

৫৩৬৩. আহমদ ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন ছবি তৈরিকারীরা সর্বাধিক শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

٥٣٦٤. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَاذَنَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ ادْخُلْ فَقَالَ كَيْفَ اَدْخُلُ وَفِىْ بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَاِمَّا اَنْ تُقْطَعَ رُؤُسُهَا اَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوْطَأُ فَاِنَّا مَعْشَرَ الْمَلاَئِكَةِ لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ *

৫৩৬৪. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জিব্রাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন : আসুন! জিব্রাঈল (আ) বললেন : আমি কি করে প্রবেশ করবো, আপনার ঘরে এমন পর্দা লটকানো রয়েছে, যাতে ছবি রয়েছে। হয় আপনি তাদের মাথা কেটে ফেলুন, না হয় তা দিয়ে বিছানা বানান, যাতে পদদলিত হয়। কেননা আমরা ফেরেশতাগণ এমন ঘরে প্রবেশ করি না, যাতে ছবি রয়েছে।

اَللُّحُفُ

গায়ে দেওয়ার চাদর

٥٣٦٥. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيْبٍ وَمُعْتَمِرَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيُصَلِّى فِى لُحُفِنَا قَالَ سُفْيَانُ مَلاَحِفِنَا *

৫৩৬৫. হাসান ইব্‌ন কাযা'আ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের গায়ে দেওয়ার চাদরে নামায পড়তেন না।

صِفَةُ نَعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জুতার বর্ণনা

٥٣٦٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ اَنَّ نَعْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لَهَا قِبَالاَنِ *

৫৩৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জুতায় দুইটি ফিতা ছিল।

٥٣٦٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَالاَنِ *

৫৩৬৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আমর ইব্‌ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জুতায় দুইটি ফিতা ছিল।

ذِكْرُ النَّهْىُ عَنِ الْمَشْىِ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

এক জুতা পরে চলা নিষেধ

٥٣٦٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتّٰى يُصْلِحَهَا *

৫৩৬৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারো জুতার একটি ফিতা ছিঁড়ে যায়, তখন সে যেন তা মেরামত না করা পর্যন্ত এক জুতা পায়ে দিয়ে না হাঁটে।

٥٣٦٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ

رَزِيْنٍ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ يَقُوْلُ يَااَهْلَ الْعِرَاقِ تَزْعُمُوْنَ اَنِّىْ اَكْذِبُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِى الْاُخْرٰى حَتّٰى يُصْلِحَهَا *

৫৩৬৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ রযীন (র) বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে দেখেছি, তিনি তাঁর ললাটে হাত মেরে বলছেন, হে ইরাকের অধিবাসীবৃন্দ ! তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলবো ? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : তোমাদের কারো জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে সে তা মেরামত করা না পর্যন্ত যেন এক জুতা পরে না চলে।

مَاجَاءَ فِى الْاَنْطَاعِ

চামড়ার বিছানা

٥٣٧٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبِى الْوَزِيْرِ اَبُوْ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اضْطَجَعَ عَلَى نِطْعٍ فَعَرِقَ فَقَامَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ اِلَى عَرَقِهِ فَنَشَّفَتْهُ فَجَعَلَتْهُ فِى قَارُوْرَةٍ فَرَاٰهَا النَّبِىُّ ﷺ قَالَ مَاهٰذَا الَّذِى تَصْنَعِيْنَ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ اَجْعَلُ عَرَقَكَ فِى طِيْبِى فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ *

৫৩৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মু'আম্মার (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একখানা চামড়ায় শুলেন। তিনি ঘর্মাক্ত হলে উম্মে সুলায়ম গিয়ে তাঁর ঘাম মুছে একটি শিশিতে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে উম্মে সুলায়ম ? তুমি এটা কি করছো ? তিনি বললেন : আমি আপনার এই ঘাম আমার সুগন্ধির সাথে মিশ্রিত করবো। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসলেন।

اِتِّخَاذُ الْخَادِمِ وَالْمَرْكَبِ

খাদিম ও বাহন রাখা

٥٣٧١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى اَبِى هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ طَعِيْنٌ فَاَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُوْدُهُ فَبَكَى اَبُوْ هَاشِمٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ مَا يُبْكِيْكَ اَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ اَمْ عَلَى الدُّنْيَا فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا قَالَ كُلٌّ لاَ وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَهِدَ اِلَىَّ عَهْدًا وَدِدْتُ اَنِّىْ كُنْتُ تَبِعْتُهُ قَالَ اِنَّهُ لَعَلَّكَ تُدْرِكُ اَمْوَالاً تُقْسَمُ بَيْنَ اَقْوَامٍ وَاِنَّمَا يَكْفِيْكَ مِنْ ذٰلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَدْرَكْتُ فَجَمَعْتُ *

৫৩৭১. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - সামুরাহ ইব্‌ন সাহ্‌ম (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি আবূ হাশিম ইব্‌ন

উৎবা (রা)-এর নিকট গেলাম, তখন তিনি প্লেগে আক্রান্ত ছিলেন। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে দেখতে আসলেন। তখন আবূ হাশিম কাঁদতে লাগলেন। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন : তুমি কাঁদছো কেন ? তোমার কি কোন ব্যথার যন্ত্রণা, না তুমি দুনিয়ার জন্য কাঁদছো ? পার্থিব আনন্দের দিন তো তোমার কেটে গেছে। তিনি বললেন : এর কোনটাই নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একটি উপদেশ দান করেছিলেন, আমি যদি তা পালন করতাম ! তিনি বলেছিলেন, যখন তুমি গনীমতের মাল লোকদের মাঝে বন্টন হতে দেখবে, তখন তা হতে তোমার জন্য একটি খাদিম এবং আল্লাহ্র রাস্তায় যাওয়ার একটি বাহনই যথেষ্ট মনে করবে। কিন্তু আমি মাল পেয়ে তা জমা করেছি।

حِلْيَةُ السَّيْفِ

তলোয়ারের অলঙ্কার সম্পর্কে

٥٣٧٢. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ *

৫৩৭২. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) ---- আবূ উমামা ইব্‌ন সাহ্‌ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তলোয়ারের হাতলের প্রান্তদেশ ছিল রূপার।

٥٣٧٣. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَجَرِيْرٌ قَالاَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ وَقَبِيْعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةٌ وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ حِلَقُ فِضَّةٍ *

৫৩৭৩. আবূ দাউদ (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তলোয়ারের খাপের নিম্নাংশ ছিল রূপার, আর তাঁর তলোয়ারের হাতলের প্রান্তদেশ ছিল রূপার এবং তার মাঝখানে ছিল রূপার কড়া।

٥٣٧٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ *

৫৩৭৪. কুতায়বা (র) ---- সাঈদ ইব্‌ন আবুল হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তলোয়ারের হাতলের প্রান্তদেশ ছিল রূপার।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْجُلُوْسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ مِنَ الْاُرْجُوَانِ

লাল জীনপোশের উপর বসা নিষেধ

٥٣٧٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلِ اللّٰهُمَّ سَدِّدْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَنَهَانِىْ عَنِ الْجُلُوْسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ وَالْمَيَاثِرُ قَسِّىٌّ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُوْلَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ مِنَ الْاُرْجُوَانِ *

৫৩৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন : বল, হে আল্লাহ্ ! আমাকে সঠিক পথে চালাও এবং আমাকে সরল পথ প্রদর্শন কর। আর তিনি আমাকে মায়াসিরের উপর বসতে নিষেধ করেছেন। মায়াসির এক প্রকার রেশমী চাদর, যা নারীরা তাদের স্বামীদের জন্য তৈরি করতো, যেন তারা তা হাওদার উপর রেখে বসতে পারে, ডোরাদার লাল চাদরের ন্যায়।

اَلْجُلُوْسُ عَلَى الْكَرَاسِىْ

চেয়ারে বসা

٥٣٧٦. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ رِفَاعَةَ انْتَهَيْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ غَرِيْبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِيْنِهِ لَايَدْرِىْ مَادِيْنُهُ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتّٰى انْتَهَى اِلَىَّ فَاُتِىَ بِكُرْسِىٍّ خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيْدًا فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِىْ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ اَتَى خُطْبَتَهُ فَاَتَمَّهَا *

৫৩৭৬. ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - হুমায়দ ইব্ন হিলাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ রিফাআ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! একজন মুসাফির এসেছে এবং সে তার দীন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। সে জানে না তার দীন কি ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুতবা বন্ধ করে আমার দিকে এগিয়ে আসলেন। একখানা চেয়ার আনা হলো, আমার যতটুকু মনে পড়ে, তার পায়াসমূহ ছিল লোহার। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার উপর উপবেশন করলেন। তারপর তিনি আমাকে শিক্ষা দিতে লাগলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যা শিক্ষা দেন তা হতে। এরপর তিনি খুতবায় ফিরে গেলেন এবং তা শেষ করলেন।

اِتِّخَاذُ الْقِبَابِ الْحُمْرِ

লাল তাঁবু ব্যবহার করা

٥٣٧٧. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْاَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ فِى قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَعِنْدَهُ اُنَاسٌ يَسِيْرٌ فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَاَذَّنَ فَجَعَلَ يُتْبِعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا *

৫৩৭৭. আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাল্লাম (র) - - - - আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বাত্হা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম, তখন তিনি একটি লালবর্ণের তাঁবুতে ছিলেন এবং তাঁর নিকট অল্পসংখ্যক লোকই ছিল। এ সময় বিলাল (রা) এসে আযান দিলেন। তিনি ডানে ও বামে তাঁর মুখ ফেরাচ্ছিলেন।

كِتَابُ آدَابُ الْقُضَاةِ

অধ্যায় : বিচারকের নীতিমালা

فَضْلُ الْحَاكِمِ الْعَادِلِ فِىْ حُكْمِهِ

ন্যায়পরায়ণ বিচারকের ফযীলত

٥٣٧٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ح وَاَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ ابْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَلَى يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِىْ حُكْمِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا قَالَ مُحَمَّدٌ فِىْ حَدِيْثِهِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ *

৫৩৭৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : সুবিচারক লোক আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর ডান হাতের দিকে নূরের মিম্বরের উপর উপবিষ্ট থাকবে। যারা তাদের বিচারকার্যে, পরিবারে ও দায়িত্বভুক্ত বিষয়ে ইনসাফ রক্ষা করে। রাবী মুহাম্মদ (র) তাঁর হাদীসে বলেন : আল্লাহ্‌র উভয় হাতই ডান হাত।

اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ

ন্যায়পরায়ণ শাসক

٥٣٧٩. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَاَ فِى عِبَادَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ فِى خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِى الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَاَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ اِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَاتَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاصَنَعَتْ يَمِيْنُهُ *

৫৩৭৯. সুওয়ায়দ ইব্ন নস্র (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সাত ব্যক্তিকে তাঁর ছায়ায় স্থান দান করবেন, যে দিন আল্লাহ্র ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। সুবিচারক শাসক; ঐ যুবক যে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে বর্ধিত হয়েছে; ঐ ব্যক্তি যে নিভৃতে আল্লাহ্কে স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করে; ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে; ঐ দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহ্র জন্য একে অন্যকে ভালবাসে; ঐ ব্যক্তি, যাকে কোন সম্ভ্রান্ত রূপসী নারী নিজের দিকে ডাকে আর সে বলে, আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি; আর ঐ ব্যক্তি, যে সাদকা করে এমন গোপনে যে, তার বাম হাত জানে না, তার ডান হাত কী করেছে।

اَلْاِصَابَةُ فِى الْحُكْمِ

সঠিক ফয়সালা দান

٥٣٨٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَاَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا اُجْتَهَدَ فَاَخْطَاَ فَلَهُ اَجْرٌ *

৫৩৮০. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন কোন শাসক তার আদেশ জারি করে আর তাতে সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম হয়, তার জন্য দুইটি পুণ্য রয়েছে। আর যদি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করার পরও তার ভুল হয়ে যায়, তবুও তার জন্য একটি পুণ্য রয়েছে।

تَرْكِ اِسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الْقَضَاءِ

বিচারক পদপ্রার্থীকে বিচারক নিযুক্ত না করা

٥٣٨١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ اَبِىْ عُمَيْسٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ اَتَانِىْ نَاسٌ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ فَقَالُوْا اذْهَبْ مَعَنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ لَنَا حَاجَةً فَذَهَبْتُ مَعَهُمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَعِنْ بِنَا فِى عَمَلِكَ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى فَاعْتَذَرْتُ مِمَّا قَالُوْا وَاَخْبَرْتُ اَنِّى لَاَدْرِىْ مَاحَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِىْ وَعَذَرَنِىْ فَقَالَ اِنَّا لَانَسْتَعِيْنُ فِىْ عَمَلِنَا بِمَنْ سَاَلَنَا *

৫৩৮১. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আশআর গোত্রের কিছু লোক এসে বললো, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে চল, আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। আমি তাদের সাথে গেলাম। তারা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার কোন কাজে আমাদের সাহায্য গ্রহণ করুন। আবূ মূসা (রা) বলেন, তাদের এই আব্দার শুনে আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি জানি না তারা আপনার নিকট এই উদ্দেশ্যে আগমন করেছে। তা হলে আমি তাদের সাথে আসতাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

বললেন : আপনি সত্যই বলেছেন, আর তিনি আমার ওযর গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে বললেন : যে ব্যক্তি কোন পদের প্রার্থী হয়, আমরা তাকে কাজে নিযুক্ত করি না।

٥٣٨٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ اُسَيْدِ ابْنِ حُضَيْرٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِيْ كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا قَالَ اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِىْ اَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ عَلَى الْحَوْضِ *

৫৩৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত, এক আনসার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললো : আপনি আমাকে কোন কাজে নিযুক্ত করেন না, অথচ আপনি অমুক ব্যক্তিকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমার পরে তোমরা দেখতে পাবে যে, তোমাদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, যতক্ষণ না তোমরা আমার সাথে হাওযে কাওসারে মিলিত হবে।

اَلنَّهْىُ عَنْ مَسْئَلَةِ الْاِمَارَةِ

নেতৃত্ব প্রার্থনা না করা

٥٣٨٣. اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ ح وَاَنْبَانَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَسْاَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْاَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْاَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا *

৫৩৮৩. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা ও আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা নেতৃত্ব প্রার্থনা করবে না। কেননা যদি তুমি তা চেয়ে নাও, তবে তোমাকে তার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে।[১] আর যদি তা তোমাকে চাওয়া ছাড়াই দেওয়া হয়, তবে আল্লাহ্র পক্ষ হতে তোমাকে সাহায্য করা হবে।

٥٣٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْاِمَارَةِ وَاِنَّهَا سَتَكُوْنُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ *

৫৩৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : তোমরা শাসক হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে থাক। অথচ কিয়ামতের দিন তা লজ্জা এবং আফসোসের কারণ হবে। এটা উত্তম স্তন্যদায়িনী কিন্তু সেই সংগে নির্মম দুধ বন্ধকারিণী।

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ হতে তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

اسْتِعْمَالُ الشُّعَرَاءِ

কবিদের শাসনকার্যে নিযুক্ত করা

٥٣٨٥. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ اَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَبُو بَكْرٍ اَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بَلْ اَمِّرِ الاَ قْرَعَ بْنَ حَابِسٍ فَتَمَارَيَا حَتّٰى ارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا فَنَزَلَتْ فِي ذٰلِكَ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ حَتّٰى انْقَضَتِ الْاٰيَةُ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ *

৫৩৮৫. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তামীম গোত্রের একদল আরোহী নবী ﷺ-এর নিকট আসলে আবূ বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কা'কা' ইব্‌ন মা'বাদকে শাসক নিযুক্ত করুন; উমর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আকরা ইব্‌ন হাবিসকে[১] নিযুক্ত করুন। পরে তাঁরা বাদানুবাদে লিপ্ত হলে তাঁদের শব্দ উঁচু হয়ে গেল। তখন এই আয়াত নাযিল হলো : হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না। .... যদি তারা আপনার বের হওয়া পর্যন্ত সবর করতো, তবে তাদের জন্য উত্তম হতো। (হুজুরাত : ১-৫)।

اِذَا حَكَّمُوْا رَجُلاً فَقَضٰى بَيْنَهُمْ

কোন ব্যক্তিকে বিচারক নিযুক্ত করলে এবং সে ফয়সালা করলে

٥٣٨٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ عَنْ اَبِيْهِ هَانِيءٍ اَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَهُ وَهُمْ يَكْنُوْنَ هَانِئًا اَبَا الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَكَمُ وَاِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكْنٰى اَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ اِنَّ قَوْمِيْ اِذَا اخْتَلَفُوْا فِي شَيْءٍ اَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيْقَيْنِ قَالَ مَا اَحْسَنَ مِنْ هٰذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوُلْدِ قَالَ لِيْ شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ وَمُسْلِمٌ قَالَ فَمَنْ اَكْبَرُهُمْ قَالَ شُرَيْحٌ قَالَ فَاَنْتَ اَبُوْ شُرَيْحٍ فَدَعَا لَهُ وَلِوَلَدِهِ *

৫৩৮৬. কুতায়বা (র) - - - - শুরায়হ্ ইব্‌ন হানী (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তিনি শুনতে পেলেন, লোকে হানীকে আবুল হাকাম বলে ডাকছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডেকে বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা হাকাম অর্থাৎ বিচারক, ফয়সালা দান তাঁরই এখতিয়ারে। কিন্তু লোক তোমাকে আবুল হাকাম বলে কেন ? তিনি বললেন : আমার গোত্রের লোক যখন কোন ব্যাপারে কলহ করে, তখন তারা আমার নিকট বিচারপ্রার্থী হয়; আর আমি যে রায় দেই, তারা তা মেনে নেয়।

---

১. আকরা ইব্‌ন হাবিস একজন কবি ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এরচেয়ে ভাল কাজ আর হতে পারে ? আচ্ছা তোমার কয়টি সন্তান ? তিনি বললেন : আমার ছেলে-শুরায়হ্, আবদুল্লাহ এবং মুসলিম। তিনি বললেন : এদের মধ্যে বড় কে ? হানী বললেন : শুরায়হ্ ! তিনি বললেন : তবে তুমি আবূ শুরায়হ্ ! পরে তিনি তাঁর জন্য এবং তাঁর ছেলেদের জন্য দু'আ করলেন।

اَلنَّهْىُ عَنْ اِسْتِعْمَالِ النِّسَاءِ فِى الْحُكْمِ

নারীদেরকে শাসক নিযুক্ত করা নিষেধ

٥٣٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِى اللّٰهُ بِشَىْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنِ اسْتَخْلَفُوْا قَالُوْا بِنْتَهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمُ امْرَاَةً *

৫৩৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আবূ বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এমন এক কথার দ্বারা রক্ষা করেছেন, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শ্রবণ করেছি। ইরানের বাদশাহ কিসরার মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : এখন তারা কাকে শাসক নিযুক্ত করেছে ? তারা বললো : তার কন্যাকে। তিনি বললেন : যে জাতি নিজেদের শাসক একজন নারীকে সাব্যস্ত করে নেয়, তারা কখনো সফল হয় না।

اَلْحُكْمُ بِالتَّشْبِيْهِ وَالتَّمْثِيْلِ وَذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

তুলনা ও সাদৃশ্যস্থাপন দ্বারা সমাধান ; ইব্ন আব্বাসের হাদীসে ওয়ালিদ ইব্ন মুসলিম হতে বর্ণনাকারীদের বর্ণনা-পার্থক্য

٥٣٨٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْوَلِيْدِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَدَاةَ النَّحْرِ فَاَتَتْهُ امْرَاَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَدْرَكَتْ اَبِى شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَرْكَبَ اِلاَّ مُعْتَرِضًا اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ حُجِّى عَنْهُ فَاِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَضَيْتِيْهِ *

৫৩৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন হাশিম (র) - - - - ওয়ালীদ থেকে, তিনি আওযাঈ থেকে, তিনি যুহরী থেকে তিনি সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (র) থেকে এবং তিনি ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে। তিনি কুরবানীর দিন ভোরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন । এ সময় খাসআম গোত্রের এক নারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্র নির্ধারিত ফরয হজ্জ আমার পিতার উপর, তাঁর বার্ধক্যে আরোপিত হয়েছে। অথচ তিনি শায়িত অবস্থা ব্যতীত সওয়ারও হতে পারেন না ; এমতাবস্থায় আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাঁর পক্ষ হতে তুমি হজ্জ কর। কেননা তার কোন দেনা থাকলে তা তো তুমিই আদায় করতে।

٥٣٨٩. اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ ح وَاَخْبَرَنِى مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالْفَضْلُ رَدِيْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى الْحَجِّ عَلٰى عِبَادِهِ اَدْرَكَتْ اَبِى شَيْخًا كَبِيْرًا لاَيَسْتَطِيْعُ اَنْ يَسْتَوِىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يُجْزِىءُ قَالَ مَحْمُوْدٌ فَهَلْ يَقْضِى اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ مَاذَكَرَ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ *

৫৩৮৯. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - ওয়ালীদ হতে, তিনি আওযা'ঈ হতে, তিনি ইব্‌ন শিহাব হতে, অন্য সনদে মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ উমর হতে, তিনি আওযাঈ হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার হতে এবং তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে। খাস'আম গোত্রের এক নারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো, আর তখন ফযল তাঁর পিছনে সহযাত্রী ছিল। সে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ফরয হজ্জ আমার পিতার উপর আরোপিত হয়েছে, অথচ তিনি এত বৃদ্ধ যে, শায়িত অবস্থা ব্যতীত সওয়ার হতে পারেন না। আমি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ করলে, তা আদায় হবে কি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

٥٣٩٠. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَاَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيْهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ وَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِى شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ *

৫৩৯০. হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে আরোহী ছিলেন, এমন সময় খাসআম গোত্রের এক নারী মাসআলা জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। তখন ফযল (রা) ঐ নারীর প্রতি দৃষ্টি দিলেন, আর ঐ নারীও তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফযলের চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। তখন ঐ নারী বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত ফরয হজ্জ আমার পিতার উপর ঐ সময় ফরয হলো যখন আমার পিতা বৃদ্ধ, এমনকি তিনি উঠে বসতেও পারেন না। আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আর এটি বিদায় হজ্জের ঘটনা।

٥٣٩١. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ صَالِحِ بْنِ

كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَيَسْتَوِىْ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِى عَنْهُ اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ فَاَخَذَ الْفَضْلُ يَلْتَفِتُ اِلَيْهَا وَكَانَتِ امْرَاَةً حَسْنَاءَ وَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ *

৫৩৯১. আবূ দাউদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, খাস'আম গোত্রের এক মহিলা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, তিনি উটের ওপর ঠিক হয়ে বসতেও পারেন না, এমতাবস্থায় তাঁর ওপর আল্লাহ্‌র ফরয হজ্জ আরোপিত হয়েছে, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : হ্যাঁ। ফযল ঐ মহিলার দিকে তাকাতে লাগালেন আর সে ছিল এক সুন্দরী মহিলা। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফযলকে ধরে তার চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى يَحْيَى بْنِ اَبِىْ اِسْحٰقَ فِيْهِ

ইয়াহ্‌ইয়ার হাদীসে মতপার্থক্য

٥٣٩٢. اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَنَّ اَبِى اَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَاِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ اَنْ يَمُوْتَ اَفَا حُجُّ عَنْهُ قَالَ اَفَرَاَيْتَ لَوْكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ اَكَانَ مُجْزِئًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ اَبِيْكَ *

৫৩৯২. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র) - - - - হুশায়ম ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ ইসহাক হতে, তিনি সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার হতে এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলো : আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে কিন্তু তিনি বার্ধক্যে উপনীত, এমনকি উটে বসতেও পারেন না, যদি আমি তাকে বেঁধে দেই তবে ভয় হয়, হয়তো তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ করবো ? তিনি বললেন : দেখ, যদি তার উপর ঋণ থাকতো আর তুমি তা আদায় করে দিতে, তবে তা আদায় হতো কিনা ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তবে তুমি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর (কেননা এটাও আল্লাহ্‌র ঋণ)।

٥٣٩٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ اَنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ النَّبِىِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّى عَجُوْزٌ كَبِيْرَةٌ اِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ وَاِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيْتُ اَنْ اَقْتُلَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى اُمِّكَ دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ اُمِّكَ *

৫৩৯৩. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ ইসহাক হতে, তিনি সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার হতে এবং তিনি ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে সওয়ার ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মাতা নিতান্ত বৃদ্ধা। তাকে উটে বসালেও তিনি বসতে পারবেন না আর যদি তাঁকে বেঁধে দেই, তবে ভয় হয় আমি না তাকে মেরে ফেলি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : দেখ, যদি তোমার মাতার উপর ঋণ থাকতো, তবে কি তুমি তা আদায় করতে ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : অতএব তার পক্ষ হতে তুমি হজ্জ কর।

٥٣٩٤. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبِى شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَاِنْ حَمَلْتُهُ لَمْ يَسْتَمْسِكْ اَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سُلَيْمَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ *

৫৩৯৪. আবূ দাউদ (র) - - - - শু'বা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ ইসহাক হতে, তিনি সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার হতে এবং তিনি ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে। এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতা অত্যধিক বৃদ্ধ, তিনি হজ্জ করতে অক্ষম। আমি যদি তাকে বাহনের উপর বসিয়ে দেই, তবে তিনি ঠিকভাবে বসতে পারবেন না। আমি কি তার পক্ষে হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বলেন : তুমি তোমার পিতার পক্ষে হজ্জ করতে পার।

٥٣٩٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ اَفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ اَرَاَيْتَ لَوْكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ اَكَانَ يُجْزِىءُ عَنْهُ *

৫৩৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললো : আমার পিতা অধিক বৃদ্ধ ব্যক্তি, অতএব আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করতে পারি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, বল তো, যদি তার উপর ঋণ থাকতো এবং তুমি তা পরিশোধ করে দিতে, তবে তা কি তার পক্ষ হতে আদায় হতো না ?

اَلْحُكْمُ بِاتِّفَاقِ اَهْلِ الْعِلْمِ

আলিমদের ঐকমত্যে ফয়সালা করা

٥٣٩٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ اَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّهُ قَدْ اَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِى وَلَسْنَا هُنَالِكَ ثُمَّ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا اَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ

فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بِمَا فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ جَاءَ اَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ فَاِنْ جَاءَ اَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ وَلاَقَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُوْنَ فَاِنْ جَاءَ اَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ وَلاَ قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُوْنَ فَاِنْ جَاءَ اَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ وَلاَ قَضَى بِهِ الصَّالِحُوْنَ فَلْيَجْتَهِدْ رَايَهُ وَلاَ يَقُوْلُ اِنِّى اَخَافُ وَاِنِّى اَخَافُ فَاِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذٰلِكَ اُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَدَعْ مَايَرِيْبُكَ اِلَى مَالاَ يَرِيْبُكَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الْحَدِيْثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ *

৫৩৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ) (রা)-এর নিকট অনেক লোক আসলো। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন : আমাদের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমরা কোন বিচার করতাম না, আর ভাগ্যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের রেখেছেন যে, আমরা এই পর্যায়ে পৌঁছাব যেমন তোমরা প্রত্যক্ষ করছো। এখন হতে তোমাদের কারো যদি কখনও কোন মীমাংসা করার প্রয়োজন হয়, তখন সে আল্লাহ্ পাকের কিতাবানুসারে মীমাংসা করবে। যদি এমন কোন ব্যাপারে মীমাংসা করতে হয়, যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই, তখন সে তার নবী এ ব্যাপারে যে মীমাংসা করেছেন, তা দ্বারা মীমাংসা করবে। আর যদি তার নিকট এমন কোন ব্যাপারে উপস্থিত হয়, যা আল্লাহ্র কিতাবেও নেই এবং এ ব্যাপারে নবী ﷺ-এর ফয়সালাও নেই, তখন সে যেন নেককারদের মীমাংসানুযায়ী মীমাংসা করে। যদি তার নিকট এমন কোন ব্যাপারে উপস্থিত হয়, যা আল্লাহ্র কিতাবেও নেই, তার নবী যা মীমাংসা দিয়েছেন তাতেও নেই এবং নেক্কারদের মীমাংসায়ও এর দৃষ্টান্ত নেই, তখন সে ব্যাপারে স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা মীমাংসা করবে এবং সে যেন এ কথা না বলে যে, নিশ্চয়ই আমি ভয় করি, আমি ভয় করি। কেননা হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দুয়ের মধ্যে কোন কোন বিষয় আছে, যা সন্দেহযুক্ত। অতএব এমন কাজ পরিত্যাগ কর, যা সন্দেহযুক্ত এবং ঐ কাজ কর, যাতে সন্দেহ নেই।

٥٣٩٧. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَتَى عَلَيْنَا حِيْنٌ وَلَسْنَا نَقْضِى وَلَسْنَا هُنَالِكَ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ اَنْ بَلَغْنَا مَاتَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيْهِ بِمَا فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ جَاءَ اَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ فَاِنْ جَاءَ اَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ وَلَمْ يَقْضِى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُوْنَ وَلاَ يَقُوْلُ اَحَدُكُمْ اِنِّى اَخَافُ وَاِنِّى اَخَافُ فَاِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذٰلِكَ اُمُوْرٌ مُشْتَبِهَةٌ فَدَعْ مَايَرِيْبُكَ اِلَى مَالاَ يَرِيْبُكَ *

৫৩৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন মায়মূন (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

আমাদের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমরা কোন ফয়সালা বা মীমাংসা করতাম না; আর আমরা তার উপযুক্তও ছিলাম না, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ভাগ্যে রেখেছেন এবং আমরা এই পর্যায়ে পৌঁছলাম, যা তোমরা দেখছো। অতএব এরপর যদি কারও কোন ফয়সালা বা মীমাংসা করতে হয়, তবে সে যেন আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী তার মীমাংসা করে; যদি তার নিকট এমন ব্যাপার উপস্থিত হয়, যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই; তবে সে যেন এর মীমাংসা ঐরূপ করে, যেমন তার নবী মীমাংসা করেছেন। আর যদি তার নিকট এমন বিষয় উপস্থিত হয়, যা আল্লাহ্র কিতাবেও নেই এবং তাঁর নবী ﷺ এর মীমাংসা করেন নি; তবে সেভাবে সে মীমাংসা করবে যেভাবে নেক্কারগণ মীমাংসা করেছেন। আর তোমাদের কেউ যেন একথা না বলে যে, আমি ভয় করি, আমি ভয় করি। কেননা হালাল স্পষ্ট, আর হারামও স্পষ্ট, আর এদুয়ের মধ্যে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়সমূহ। অতএব তুমি সন্দেহজনক বিষয় পরিত্যাগ কর, আর যাতে সন্দেহ নেই, তা কর।

٥٣٩٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ اَنَّهُ كَتَبَ اِلَى عُمَرَ يَسْاَلُهُ فَكَتَبَ اِلَيْهِ اَنْ اَقْضِ بِمَا فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ وَلاَ فِى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُوْنَ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِى كِتَابِ اللّٰهِ وَلاَ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُوْنَ فَاِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَاِنْ شِئْتَ فَتَاَخَّرْ وَلاَ اَرَى التَّاَخُّرَ اِلاَّ خَيْرًا لَكَ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ *

৫৩৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - শুরায়হ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর (রা)-এর নিকট প্রশ্ন লিখলেন। জবাবে তিনি তাঁকে লিখেন, তুমি মীমাংসা কর, যা আল্লাহ্র কিতাবে রয়েছে, তা দ্বারা; যদি আল্লাহ্র কিতাবে তা না থাকে, তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নত দ্বারা; আর যদি ঐ বিষয়টি আল্লাহ্র কিতাব এবং নবী ﷺ -এর সুন্নতে পাওয়া না যায়, তবে নেক্কারগণ যে মীমাংসা করেছেন, তা দ্বারা মীমাংসা কর। আর যদি তা আল্লাহ্র কিতাবে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নতে না থাকে এবং নেক্কার লোকেরাও এমন কোন মীমাংসা না দিয়ে থাকেন, তবে তোমার ইচ্ছা হলে সামনে অগ্রসর হবে, আর ইচ্ছা হলে স্থগিত রাখবে। আমার মতে, তোমার স্থগিত রাখাই উত্তম। তোমাদের প্রতি সালাম।

تَاْوِيْلُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

আয়াত : وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ [১] -এর তাফসীর

٥٣٩٩. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَنْبَاَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ مُلُوْكٌ بَعْدَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَدَّلُوْا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَكَانَ فِيْهِمْ مُؤْمِنُوْنَ يَقْرَؤُنَ التَّوْرَاةَ قِيْلَ

১. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা দেয় না, সে কাফির (মায়িদা : ৪৪)।

لِمُلُوْكِهِمْ مَانَجِدُ شَتْمًا اَشَدَّ مِنْ شَتْمٍ يَشْتِمُوْنَ هٰؤُلاَءِ اَنَّهُمْ يَقْرَؤُنَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ وَهٰؤُلاَءِ الْاٰيَاتِ مَعَ مَايَعِيْبُوْنَا بِهِ فِى اَعْمَالِنَا فِى قِرَائَتِهِمْ فَادْعُهُمْ فَلْيَقْرَؤُا كَمَا نَقْرَاُ وَلْيُؤْمِنُوْا كَمَا اٰمَنَّا فَدَعَا هُمْ فَجَمَعَهُمْ وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ اَوْ يَتْرُكُوْا قِرَاءَةَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ اِلاَّ مَابَدَّلُوْا مِنْهَا فَقَالُوْا مَاتُرِيْدُوْنَ اِلَى ذٰلِكَ دَعُوْنَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ابْنُوْا لَنَا اُسْطُوَانَةً ثُمَّ ارْفَعُوْنَا اِلَيْهَا ثُمَّ اَعْطُوْنَا شَيْئًا نَرْفَعُ بِهِ طَعَامَنَا وَشَرَابَنَا فَلاَ نَرِدُ عَلَيْكُمْ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ دَعُوْنَا نَسِيْحُ فِى الْاَرْضِ وَنَهِيْمُ وَنَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْوَحْشُ فَاِنْ قَدَّرْتُمْ عَلَيْنَا فِى اَرْضِكُمْ فَاقْتُلُوْنَا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ابْنُوا لَنَا دُوْرًا فِى الْفَيَافِى وَنَحْتَفِرُ الْاٰبَارَ وَنَحْتَرِثُ الْبُقُوْلَ فَلاَ نَرِدُ عَلَيْكُمْ وَلاَ نَمُرُّ بِكُمْ وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنَ الْقَبَائِلِ اِلاَّ وَلَهُ حَمِيْمٌ فِيْهِمْ قَالَ فَفَعَلُوْا ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا وَالْاٰخَرُوْنَ قَالُوْا نَتَعَبَّدُ كَمَا تَعَبَّدَ فُلاَنٌ وَنَسِيْحُ كَمَا سَاحَ فُلاَنٌ وَنَتَّخِذُ دُوْرًا كَمَا اتَّخَذَ فُلاَنٌ وَهُمْ عَلَى شِرْكِهِمْ لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِاِيْمَانِ الَّذِيْنَ اقْتَدَوْا بِهِ فَلَمَّا بَعَثَ اللّٰهُ النَّبِىَّ ﷺ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ اِلاَّ قَلِيْلٌ انْحَطَّ رَجُلٌ مِنْ صَوْمَعَتِهِ وَجَاءَ سَائِحٌ مِنْ سِيَاحَتِهِ وَصَاحِبُ الدَّيْرِمِنْ دَيْرِهِ فَاٰمَنُوْا بِهِ وَصَدَّقُوْهُ فَقَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ اَجْرَيْنِ بِاِيْمَانِهِمْ بِعِيْسَى وَبِالتَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَبِاِيْمَانِهِمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَتَصْدِيْقِهِمْ قَالَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهِ الْقُرْاٰنَ وَاتِّبَاعَهُمُ النَّبِىَّ ﷺ وَتَصْدِيْقِهِمْ قَالَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهِ الْقُرْاٰنَ وَاتِّبَاعَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ لِئَلاَّ يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَتَشَبَّهُوْنَ بِكُمْ اَنْ لاَيَقْدِرُوْنَ عَلَى شَىْءٍ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ الْاٰيَةَ *

৫৩৯৯. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ)-এর পর এমন কয়েকজন বাদশাহ ছিলেন, যারা তাওরাত এবং ইঞ্জিলে পরিবর্তন সাধন করেন। তাদের মধ্যে এমন কিছু ঈমানদার লোকও ছিলেন, যারা তাওরাত পাঠ করতেন। তখন তাদের বাদশাহদেরকে বলা হলো—এ সকল লোক আমাদেরকে যে গালি দিচ্ছে, এর চেয়ে কঠিন গালি আর কি হতে পারে? তারা পাঠ করে : "যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান দ্বারা মীমাংসা করে না, তারা কাফির।" তাদের পড়ার মধ্যে থাকে এই আয়াত এবং ঐ সকল আয়াত, যাতে আমাদের কর্মকাণ্ডের দোষ প্রকাশ পায়। তাদেরকে আহবান করুন, তারা যেন আমরা যেরূপ পাঠ করি, সেরূপ পাঠ করে, আর আমরা যেরূপ ঈমান এনেছি, সেরূপ ঈমান আনে। বাদশাহ তাদের সকলকে ডেকে একত্র করলেন এবং তাদের সামনে পেশ করলেন যে, তাদেরকে হত্যা করা

হবে, যদিনা তারা তাওরাত ও ইঞ্জিল পাঠ ত্যাগ করে, তবে ঐ সকল আয়াত ব্যতীত, যা পরিবর্তন হয়েছে। তারা বললো : এর দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য কী ? আমাদেরকে আমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। তাদের একদল বললো : আমাদের জন্য একটি স্তম্ভ তৈরি কর, এরপর আমাদেরকে তাতে চড়িয়ে দাও এবং আমাদেরকে এমন কিছু দান কর, যা দ্বারা আমরা আমাদের খাদ্য ও পানীয় উঠিয়ে নিতে পারি, তা হলে আমরা আর তোমাদের নিকট আসবো না। তাদের আর একদল বললো : আমাদেরকে ছেড়ে দাও, আমরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে এবং বন্য পশুর ন্যায় আহার ও পান করবো। আর এরপর যদি তোমাদের দেশে আমাদেরকে পাও, তবে আমাদেরকে হত্যা করো। তাদের আর একদল বললো : মরুভূমিতে আমাদের জন্য গির্জা তৈরি করে দাও। আমরা কূপ খনন করবো এবং তরি-তরকারি ফলাব, আমরা তোমাদের কাছেও আসবো না এবং তোমাদের পাশ দিয়ে কোথাও যাব না। আর এমন কোন গোত্র ছিল না, যাতে তাদের আত্মীয়-স্বজন না ছিল। পরে তারা এরূপই করলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন : "তারা নিজেরাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য সন্যাসবাদ প্রবর্তন করেছিল। আমি তাদেরকে এর বিধান দেইনি, অথচ তারা তাও যথাযথভাবে পালন করেনি" (হাদীদ : ২৭)। অন্যান্য লোকেরা বলতে লাগলো : আমরাও ইবাদত-বন্দেগী করব, যেমন অমুক করে থাকে, আমরাও ভ্রমণ করব, যেমন অমুক ভ্রমণ করে থাকে এবং আমরাও গির্জা তৈরি করব, যেমন অমুক লোকেরা করে থাকে। অথচ তারা শিরকে পতিত ছিল, তারা যাদের অনুকরণ করছিল, তাদের ঈমান সম্বন্ধেও অবহিত ছিল না। যখন আল্লাহ্ তা'আলা নবী ﷺ -কে প্রেরণ করলেন, তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক অবশিষ্ট ছিল। তাদের মধ্যে যে ইবাদতখানায় ছিল, সে ইবাদতখানা হতে নেমে আসলো, ভ্রমণকারী তার ভ্রমণ হতে ফিরে আসলো, গির্জাবাসী তার গির্জা হতে নেমে আসলো। তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনলো এবং তাঁকে বিশ্বাস করলো। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে মু'মিনগণ ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তা হলে তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমতে দ্বিগুণ দান করবেন (হাদীদ : ২৮)। এক তো হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ঈমান আনয়ন ও তাওরাত-ইঞ্জিলে বিশ্বাস স্থাপনের কারণে। আর দ্বিতীয়ত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনা এবং তাঁকে সত্যবাদী জানার কারণে। আল্লাহ্ বলেন, "তিনি তোমাদেরকে দেবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে [অর্থাৎ কুরআন এবং নবী ﷺ -এর অনুসরণ] যেন আহ্লে কিতাব জানতে পারে, আল্লাহ্র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন অধিকার নেই। (হাদীদ : ২৮), অর্থাৎ যেই কিতাবীগণ তোমাদের অনুকরণ করে, অথচ ঈমান আনে না, তারা।

اَلْحُكْمُ بِالظَّاهِرِ

বাহ্যিক অবস্থা দেখে মীমাংসা

٥٤٠٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَيَّ وَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اَخِيْهِ شَيْئًا فَلَا يَاْخُذْهُ فَاِنَّمَا اَقْطَعُهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ *

৫৪০০. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নিকট মোকদ্দমা দায়ের করে থাক। আমিতো মানুষই। হয়তো তোমাদের কেউ তার প্রতিপক্ষ অপেক্ষা

তার দাবি উত্থাপনে বেশি পারদর্শী। কাজেই যদি আমি কাউকে তার ভাইয়ের কোন হক দিয়ে ফেলি, তবে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা এমতাবস্থায় আমি তাকে আগুনের এক অংশই দান করি।

حُكْمُ الْحَاكِمِ بِعِلْمِهِ

বিচারক কর্তৃক নিজ জ্ঞান অনুযায়ী ফায়সালা দান

٥٤٠١. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الاَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَقَالَ بَيْنَمَا امْرَاَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ اِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ هٰذِهِ لِصَاحِبَتِهَا اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتِ الْاُخْرٰى اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا اِلٰى دَاوٗدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَضٰى بِهِ لِلْكُبْرٰى فَخَرَجَتَا اِلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوٗدَ فَاَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُوْنِي بِالسِّكِّيْنِ اَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرٰى لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضٰى بِهِ لِلصُّغْرٰى قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ مَاسَمِعْتُ بِالسِّكِّيْنِ قَطُّ اِلاَّ يَوْمَئِذٍ مَاكُنَّا نَقُوْلُ اِلاَّ الْمُدْيَةَ *

৫৪০১. ইমরান ইব্ন বাক্কার ইব্ন রাশিদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দুই নারী এক স্থানে তাদের নিজ নিজ সন্তান নিয়ে ছিল। এমন সময় একটি নেকড়ে বাঘ এসে তাদের একজনের সন্তান নিয়ে গেল। তাদের একজন তার সঙ্গিণীকে বললো : তোমার ছেলে নিয়ে গেছে। অন্যজন বললো : তোমার সন্তান নিয়েছে। তারা উভয়ে এ ব্যাপারে দাউদ (আ)-এর নিকট মীমাংসা প্রার্থনা করলো। দাউদ (আ) তাদের মধ্যে বয়সে যে বড় ছিল, তাকে সন্তান দিয়ে দিলেন। এরপর তারা উভয়ে হযরত সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলে, তিনি বললেন : আমার নিকট একখানা ছুরি নিয়ে এস, আমি এই বাচ্চাকে তাদের উভয়ের মধ্যে দুই টুকরা করে দিচ্ছি। একথা শুনে যে নারী বয়সে ছোট ছিল, সে বললো : এমন কাজ করবেন না; আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন, এ বাচ্চা তারই। তখন তিনি ঐ বাচ্চা ছোট নারীকে দিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : আমি এই দিনের পূর্বে ছুরিকে سكين বলতে শুনিনি আমরা একে মুদয়া (مديه) বলতাম।

اَلسَّعَةُ لِلْحَاكِمِ فِيْ اَنْ يَقُوْلَ لِلشَّيْءِ الَّذِيْ لاَيَفْعَلُهُ اَفْعَلُ لِيَسْتَبِيْنَ الْحَقُّ

সত্য উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে বিচারক যদি বলে, আমি এই কাজ করব, আসলে সে তা করবে না

٥٤٠٢. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ خَرَجَتِ امْرَاَتَانِ مَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا فَعَدَا الذِّئْبُ عَلٰى اِحْدَاهُمَا فَاَخَذَ وَلَدَهَا فَاَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي

الصَّبِيِّ الْبَاقِي إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ فَقَالَ كَيْفَ أَمْرُكُمَا فَقَصَّتَا عَلَيْهِ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّيْنِ أَشُقُّ الْغُلاَمَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى أَتَشُقُّهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ لاَ تَفْعَلْ حَظِّي مِنْهُ لَهَا قَالَ هُوَ ابْنُكِ فَقَضَى بِهِ لَهَا *

৫৪০২. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : দুইজন নারী বের হলো, আর তাদের সাথে ছিল তাদের দুই সন্তান। এক নারীকে নেকড়ে বাঘ আক্রমণ করে তার সন্তান নিয়ে গেল। অবশিষ্ট সন্তানের ব্যাপারে উভয় নারী দাঊদ (আ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের সন্তান বলে দাবি করলো। তিনি তাদের মধ্যে যে নারী বয়সে বড় ছিল, তার পক্ষে রায় দিলেন। অবশেষে তারা যখন সুলায়মান (আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের ব্যাপারে কি আদেশ দেয়া হয়েছে ? তারা তাঁর নিকট ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি বললেন : একখানা ছুরি নিয়ে এস, আমি এই শিশুটিকে দু'ভাগ করে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিব। তখন ছোট নারী বললো : আপনি কি তাকে দ্বিখণ্ডিত করবেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। সে বললো : আপনি এরূপ করবেন না, আমার অংশ আমি তাকে দিয়ে দিলাম। তখন তিনি বললেন : এই শিশুটি তোমার; তিনি তার পক্ষেই রায় দিলেন।

نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا يَحْكُمُ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ

সমপর্যায় বা উচ্চ পর্যায়ের কাযীর মীমাংসা ভেঙ্গে দেওয়া

٥٤٠٣. أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِيْنُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا قَالَتْ قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى قَالَ سُلَيْمَانُ أَقْطَعُهُ بِنِصْفَيْنِ لِهٰذِهِ نِصْفٌ وَلِهٰذِهِ نِصْفٌ قَالَتِ الْكُبْرَى نَعَمِ اقْطَعُوْهُ فَقَالَتِ الصُّغْرَى لاَ تَقْطَعْهُ هُوَ وَلَدُهَا فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ يَقْطَعَهُ *

৫৪০৩. মুগীরা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : দুই নারী বের হলো, আর তাদের সাথে ছিল তাদের দুই সন্তান। এক নেকড়ে বাঘ তাদের থেকে এক সন্তানকে নিয়ে গেল। তারা এই শিশুর ব্যাপারে ঝগড়া করে দাঊদ (আ)-এর নিকট বিচারপ্রার্থী হল। তিনি ঐ নারীদ্বয়ের মধ্যে যে বড় ছিল, তার পক্ষে রায় দিলেন। তারপর তারা সুলায়মান (আ)-এর নিকট দিয়ে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের ব্যাপারে কি রায় দিয়েছেন ? তারা বললো : তিনি বড় নারীর পক্ষে রায় দিয়েছেন। সুলায়মান (আ) বললেন : আমি তাকে কেটে সমান দুই অংশ করবো, এক অংশ এই নারীর এবং অপর অংশ ঐ নারীর। তখন বড় নারী বললো : জ্বি-হ্যাঁ, আপনি তা-ই করুন, তাকে খণ্ডিত করুন। কিন্তু ছোট নারী বললো : তাকে কাটবেন না, সে ঐ নারীরই সন্তান। তখন তিনি যে নারী কাটতে অস্বীকার করলো, তার পক্ষেই রায় দিলেন।

بَابُ اَلرَّدُّ عَلَى الْحَاكِمِ اِذَا قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ

পরিচ্ছেদ : বিচারক ভুল মীমাংসা করলে তা প্রত্যাখ্যান

٥٤٠٤. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَاَنْبَاَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اَسْلَمْنَا فَجَعَلُوْا يَقُوْلُوْنَ صَبَأْنَا وَجَعَلَ خَالِدٌ قَتْلاً وَاَسْرًا قَالَ فَدَفَعَ اِلَى كُلِّ رَجُلٍ اَسِيْرَهُ حَتَّى اِذَا اَصْبَحَ يَوْمُنَا اَمَرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ اَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اَسِيْرَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لاَاَقْتُلُ اَسِيْرِي وَلاَ يَقْتُلُ اَحَدٌ وَقَالَ بِشْرٌ مِنْ اَصْحَابِي اَسِيْرَهُ قَالَ فَقَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذُكِرَ لَهُ صُنْعُ خَالِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ قَالَ زَكَرِيَّا فِي حَدِيْثِهِ فَذُكِرَ وَفِي حَدِيْثِ بِشْرٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ *

৫৪০৪. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও আহমদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা)-কে জাযীমা গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান করেন; কিন্তু তারা ভালভাবে বললো না যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম। বরং তারা বললো : আমরা স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করলাম। খালিদ (রা) তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে আরম্ভ করলেন এবং প্রত্যেকের কাছে এক-একজন বন্দী অর্পণ করলেন। ভোরে খালিদ (রা) প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্ব-স্ব বন্দীকে হত্যা করার আদেশ দেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : তখন আমি বললাম : আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমার কয়েদীকে হত্যা করবো না, আর কেউই নিজ বন্দীকে হত্যা করবে না। অথবা তিনি বলেছেন : আমার বন্ধুদের কেউই তার কয়েদীকে হত্যা করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, পরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁর নিকট খালিদ (রা)-এর কার্যকলাপ বর্ণনা করলাম। তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্বক বললেন : হে আল্লাহ ! খালিদ যা করেছে, আমি আপনার নিকট সে ব্যাপারে পবিত্র। তিনি এ কথা দু'বার বলেন।

ذِكْرُ مَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ اَنْ يَجْتَنِبَهُ

মীমাংসাকারীর জন্য যা পরিত্যাজ্য

٥٤٠٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ اَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ اِلَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضِي سِجِسْتَانَ اَنْ

لاَتَحْكُمْ بَيْنَ اُثْنَيْنِ وَاَنْتَ غَضْبَانُ فَانِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَحْكُمْ اَحَدٌ بَيْنَ اُثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ *

৫৪০৫. কুতায়বা (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার দ্বারা সিজিস্তানের বিচারপতি উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বাকরাকে লিখে পাঠান যে, তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করবে না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : তোমাদের মধ্যে কেউ যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা না করে।

اَلرُّخْصَةُ لِلْحَاكِمِ الْاَمِيْنِ اَنْ يَّحْكُمَ وَهُوَ غَضْبَانُ

ন্যায়পরায়ণ বিচারকের জন্য রাগান্বিত অবস্থায় মীমাংসা করার অনুমতি

٥٤٠٦. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ ابْنُ يَزِيْدَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ اَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الاَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى شِرَاجِ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلاَهُمَا النَّخْلَ فَقَالَ الاَنْصَارِىُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ عَلَيْهِ فَاَبٰى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْقِ يَازُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلٰى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِىُّ وَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَازُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ فَاسْتَوْفٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ ذٰلِكَ اَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَاىٍ فِيْهِ السَّعَةُ لَهُ وَلِلاَنْصَارِىِّ فَلَمَّا اَحْفَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَنْصَارِىُّ اسْتَوْفٰى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِىْ صَرِيْحِ الْحُكْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ لاَ اَحْسَبُ هٰذِهِ الاٰيَةَ اُنْزِلَتْ اِلاَّ فِىْ ذٰلِكَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَاَحَدُهُمَا يَزِيْدُ عَلٰى صَاحِبِهِ فِى الْقِصَّةِ *

৫৪০৬. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি এমন একজন আনসারী ব্যক্তির সাথে হাররা নামক স্থানের পানি প্রবাহ নিয়ে ঝগড়া করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তাঁরা উভয়ে এই পানি দ্বারা খেজুর বাগানে পানি দিতেন। ঐ আনসারী ব্যক্তি বললেন : পানি ছেড়ে দিন, যাতে তা এর উপর দিয়ে বয়ে যায়। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে যুবায়র! তুমি নিজের যমীনে পানি দিয়ে তা স্বীয় প্রতিবেশীর জন্য ছেড়ে দাও। একথায় আনসারী ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যুবায়র আপনার ফুফাত ভাই বলে ? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারার রং পরিবর্তিত হলো। তিনি বললেন : হে যুবায়র! তুমি বাগানে পানি দাও এবং পরে পানি বন্ধ করে দাও, যতক্ষণ না পানি গাছের চতুর্দিকের আইলে পৌঁছে যায়। এবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুবায়রকে তাঁর পূর্ণ অধিকার দান করলেন। এর পূর্বে তিনি যুবায়র (রা)-কে

যে আদেশ দিয়েছিলেন, তাতে যুবায়র (রা) এবং আনসারী উভয়ের জন সুবিধা ছিল, কিন্তু যখন আনসারী তাঁকে রাগান্বিত করলেন, তখন তিনি যুবায়র (রা)-এর অংশ তাঁকে পূর্ণরূপে দান করলেন। যুবায়র (রা) বলেন, আমার মনে হয় : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ [১] আয়াতটি এ ব্যাপারেই নাযিল হয়।

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِيْ دَارِهِ

নিজের বাড়িতে থেকে হাকিমের মীমাংসা করা

٥٤٠٧. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَنْبَانَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ اَبِىْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمَا فَكَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَاكَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هٰذَا وَاَوْمَا اِلَى الشَّطْرِ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ *

৫৪০৭. আবূ দাঊদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, কা'ব (রা) ইব্ন আবূ হাদরাদকে হতে তাঁর প্রাপ্য করযের ব্যাপারে তাগাদা দিলেন। এতে তাদের উভয়ের শব্দ উচ্চ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ও তার তাঁর বাসস্থান হতে তা শ্রবণ করলেন। তিনি তাদের প্রতি অগ্রসর হয়ে তাঁর ঘরের পর্দা উঠালেন এবং উচ্চস্বরে বললেন : হে কা'ব ! কা'ব (রা) বললেন : আমি উপস্থিত আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি কা'ব (রা)-কে বললেন : তোমার করয হতে কমাও এবং তিনি অর্ধেকের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। কা'ব (রা) বললেন : আমি তা করলাম। এরপর তিনি ইব্ন আবূ হাদরাদকে বললেন : ওঠো, তা আদায় কর।

اَلْاِسْتِعْدَاءُ

সাহায্য প্রার্থনা করা

٥٤٠٨. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَزِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ شَرَاحِيْلَ قَالَ قَدِمْتُ مَعَ عُمُوْمَتِىْ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيْطَانِهَا فَفَرَكْتُ مِنْ سُنْبُلِهِ فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَأَخَذَ كِسَائِىْ وَضَرَبَنِىْ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَسْتَعْدِىْ عَلَيْهِ فَاَرْسَلَ اِلَى الرَّجُلِ فَجَاؤُا بِهِ فَقَالَ مَاحَمَلَكَ عَلٰى هٰذَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ دَخَلَ حَائِطِىْ فَاَخَذَ مِنْ سُنْبُلِهِ فَفَرَكَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاعَلَّمْتَهُ اِذْ كَانَ جَاهِلاً وَلاَ اَطْعَمْتَهُ اِذْ كَانَ جَائِعًا ارْدُدْ عَلَيْهِ كِسَاءَهُ وَاَمَرَلِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَسْقٍ اَوْنِصْفِ وَسْقٍ *

---

১. অর্থ : কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে। তারপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয় (৪ : ৬৫)।

৫৪০৮. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন জা'ফর (র) - - - - আব্বাদ ইব্‌ন শারাহীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচাদের সাথে মদীনায় আগমন করলাম এবং তথাকার বাগানের মধ্যে এক বাগানে প্রবেশ করলাম, আর একটি ফলের গুচ্ছ নিয়ে তা মুচড়ে ফেললাম। তখন ঐ বাগানের মালিক এসে আমার কম্বল কেড়ে নিল এবং আমাকে মারধর করলো। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট ফরিয়াদ করলাম। তিনি ঐ ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালে তারা তাকে নিয়ে আসলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কেন এরূপ করলে ? সে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে আমার বাগানে প্রবেশ করে ফলের গুচ্ছ নিয়ে তা মুচড়ে ফেলেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সে অজ্ঞ ছিল, তুমি তাকে শিক্ষা দিলে না কেন? সে ক্ষুধার্ত ছিল, তখন তুমি তাকে খাওয়ালে না কেন ? যাও, তুমি তার কম্বল ফিরিয়ে দাও। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এক ওসক অথবা আধা ওসক দেওয়ার আদেশ দেন।

صَوْنُ النِّسَاءِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ

মহিলাদেরকে বিচারালয়ে উপস্থিত হওয়া থেকে বাঁচানো

٥٤٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَقَالَ الْاٰخَرُ وَهُوَ اَفْقَهُهُمَا اَجَلْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَائْذَنْ لِىْ فِىْ اَنْ اَتَكَلَّمَ قَالَ اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا فَزَنٰى بِامْرَاَتِهِ فَاَخْبَرُوْنِىْ اَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِىْ ثُمَّ اِنِّىْ سَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِىْ اَنَّمَا عَلَى ابْنِىْ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَاَتِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ اَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ اِلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَاَمَرَ اُنَيْسًا اَنْ يَاْتِىَ امْرَاَةَ الْاٰخَرِ فَاِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا *

৫৪০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - আবূ হুরায়রা এবং যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তাদের এক ঝগড়া নিয়ে উপস্থিত হলো। তাদের একজন বললো : আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাবের দ্বারা মীমাংসা করুন! অন্যজন, যে ছিল তাদের মধ্যে অধিক জ্ঞানী, সে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে নিজের বক্তব্য পেশ করার অনুমতি দিন। সে বললো : আমার ছেলে এই লোকের চাকর ছিল এবং সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। লোকেরা আমাকে বললো : তোমার ছেলেকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। আমি একশত ছাগল এবং আমার এক দাসীর বিনিময়ে আমার ছেলেকে ছাড়িয়েছি। এরপর আমি আলিমদের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, তারা বললো : আমার ছেলের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত এবং এক বৎসর নির্বাসন, আর তার স্ত্রীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যাঁর হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার শপথ করে বলছি : আমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী

তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবো। তোমার ছাগসমূহ এবং দাসী তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে। তারপর তিনি তার ছেলেকে একশত বেত্রাঘাত করলেন এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দিলেন। এরপর তিনি উনায়স (রা)-কে অন্য ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যেতে বললেন এবং আদেশ করলেন, যদি সে ব্যভিচার করেছে বলে স্বীকার করে, তবে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে। পরে ঐ নারী স্বীকার করলে তিনি তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করলেন।

٥٤١٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوْا كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ اِلاَّ مَاقَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ اَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ قَالَ قُلْ قَالَ اِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا عَلٰى هٰذَا فَزَنٰى بِامْرَاَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَكَانَّهُ اُخْبِرَ اَنَّ عَلٰى ابْنِهِ الرَّجْمَ فَافْتَدٰى مِنْهُ ثُمَّ سَاَلْتُ رِجَالاً مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِى اَنَّ عَلٰى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَمَّا الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلٰى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ اُغْدُ يَااُنَيْسُ عَلٰى امْرَاَةِ هٰذَا فَاِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا *

৫৪১০. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা, যায়দ ইব্‌ন খালিদ এবং শিব্‌ল (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো : আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে বলছি, আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করুন। পরে তার বিপক্ষ যে অধিক বুদ্ধিমান ছিল, সে বললো : ঠিকই আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাবানুযায়ী মীমাংসা করুন। তখন তিনি বললেন : বল ! সে বললো : আমার পুত্র এই ব্যক্তির চাকর ছিল, এবং সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। আমি আমার একশত ছাগল এবং খাদিম দ্বারা তাকে ছাড়িয়ে নিয়েছি। তাকে কেউ খবর দিয়েছিল যে, তার পুত্রের শাস্তি এই যে, তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। তাই সে এর বিনিময়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। এরপর আমি কয়েকজন আলিমের নিকট জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো : আমার পুত্রের উপর একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন বর্তাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্‌র শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাবানুযায়ী মীমাংসা করবো। একশত ছাগল ও খাদিম তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে এবং তোমার ছেলের উপর একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন বর্তাবে। এরপর তিনি বলেন : হে উনায়স! তুমি ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যাবে, যদি সে স্বীকার করে, তবে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে। তিনি তার নিকট গমন করলে সে তা স্বীকার করলো, ফলে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করলেন।

تَوْجِيْهُ الْحَاكِمِ اِلٰى مَنْ اَخْبَرَ اَنَّهُ زَنٰى

ব্যভিচারীকে ডেকে পাঠানো

٥٤١١. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَحْمَدَ الْكَرْمَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ

حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِامْرَاَةٍ قَدْ زَنَتْ فَقَالَ مِمَّنْ قَالَتْ مِنَ الْمُقْعَدِ الَّذِىْ فِىْ حَائِطِ سَعْدٍ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَاُتِىَ بِهِ مَحْمُوْلاً فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاعْتَرَفَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاِثْكَالٍ فَضَرَبَهُ وَرَحِمَهُ لِزَمَانَتِهِ وَخَفَّفَ عَنْهُ *

৫৪১১. হাসান ইব্‌ন আহমদ কারমানী (র) - - - - আবূ উমামা ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এক নারীকে আনা হলো, যে ব্যভিচার করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : কার সাথে ? মহিলাটি বললো : ঐ পঙ্গু লোকটির সাথে ! যে সা'দ (রা)-এর বাগানে অবস্থান করে। তিনি তার নিকট লোক পাঠালেন। তাকে তুলে আনা হলো। তারপর তাকে তাঁর সামনে রাখা হলো। সে তা স্বীকার করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেজুরের একখানা ডাল আনিয়ে তা দ্বারা তাকে কয়েক ঘা লাগান, আর তিনি তাকে তার পঙ্গুত্বের জন্য সহজ শাস্তি দেন।

مَصِيْرُ الْحَاكِمِ اِلٰى رَعِيَّتِهِ لِلصُّلْحِ بَيْنَهُمْ

মীমাংসার জন্য বিচারক কর্তৃক প্রজার নিকট গমন

٥٤١٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ يَقُوْلُ وَقَعَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ كَلاَمٌ حَتّٰى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَذَهَبَ النَّبِىُّ ﷺ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَاَذَّنَ بِلاَلٌ وَانْتُظِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاحْتُبِسَ فَاَقَامَ الصَّلاَةَ وَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَاٰهُ النَّاسُ صَفَّحُوْا وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَيَلْتَفِتُ فِى الصَّلاَةِ فَلَمَّا سَمِعَ تَصْفِيْحَهُمُ الْتَفَتَ فَاِذَا هُوَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرَادَ اَنْ يَتَاَخَّرَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ اَنِ اثْبُتْ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَعْنِى يَدَيْهِ ثُمَّ نَكَصَ الْقَهْقَرٰى وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلاَةَ قَالَ مَامَنَعَكَ اَنْ تَثْبُتَ قَالَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَرٰى ابْنَ اَبِىْ قُحَافَةَ بَيْنَ يَدَىْ نَبِيِّهِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَالَكُمْ اِذَا نَابَكُمْ شَىْءٌ فِىْ صَلاَتِكُمْ صَفَّحْتُمْ اِنَّ ذٰلِكَ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ *

৫৪১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - সহল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) বলেন, আনসারদের দুই গোত্রের মধ্যে বচসা হলে তারা একে অন্যের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করানোর জন্য তথায় গমন করেন। এমন সময় নামাযের সময় হলে বিলাল (রা) আযান দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু তিনি তথায় আটকে গেলেন। শেষে বিলাল (রা) ইকামত বললেন এবং ইমামতির জন্য আবূ বকর (রা) সামনে গেলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করলেন। আবূ বকর (রা) নামাযে ইমামতি করছিলেন। লোক তাঁকে দেখে হাতে তালি দিয়ে শব্দ করলো। আবূ বকর

(রা) নামাযে কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। কিন্তু তিনি যখন সকলের হাতের শব্দ শুনলেন, তখন লক্ষ্য করে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করেছেন। কাজেই তিনি পেছনে সরে আসতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ তাঁকে স্থির থাকতে ইঙ্গিত করলেন। আবূ বকর (রা) তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলেন এবং তিনি উল্টো পায়ে পেছনে সরে আসলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সামনে এগিয়ে গিয়ে সালাতে ইমামতি করলেন। তিনি নামায শেষে আবূ বকর (রা) -কে বললেন : আপনি স্বীয় স্থানে অবস্থান করলেন না কেন? আবূ বকর (রা) বললেন : এটা কিরূপে সম্ভব যে, আল্লাহ্ তা'আলা আবূ কুহাফার পুত্রকে স্বীয় নবীর সামনে দেখবেন। এরপর তিনি জনসাধারণের দিকে মুখ করে বললেন : তোমাদের অবস্থা কী ? তোমরা যখন নামাযে কোন ঘটনা ঘটে, তখন তোমরা নারীদের ন্যায় কেন হাতে তালি দাও ? এতো নারীদের জন্য। যখন নামাযে কারো কোন ঘটনা ঘটে, তখন সে যেন বলে - 'সুবহানাল্লাহ'।

اِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالصُّلْحِ

হাকিম কর্তৃক বাদী-বিবাদীর মধ্যে আপসের ইঙ্গিত করা

٥٤١٣. اَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِىِّ يَعْنِى دَيْنًا فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتّٰى ارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ فَمَرَّ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَاكَعْبُ فَاَشَارَ بِيَدِهِ كَاَنَّهُ يَقُوْلُ النِّصْفَ فَاَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا *

৫৪১৩. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাদ্‌রাদ আসলামী (রা)-এর নিকট কিছু পাওনা ছিল। একদা তিনি তার সাথে সাক্ষাত করে সে ব্যাপারে তাগাদা দিলেন। উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল। এক পর্যায়ে তাদের শব্দ উচ্চ হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন : হে কা'ব এবং তিনি হাতে ইঙ্গিত করলেন, যেন তিনি বললেন : অর্ধেক। সুতরাং তিনি পাওনার অর্ধেক গ্রহণ করলেন, আর বাকী অর্ধেক ছেড়ে দিলেন।

اِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالْعَفْوِ

বিচারক কর্তৃক বিবাদীকে ক্ষমা করার ইঙ্গিত করা

٥٤١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَمْزَةُ اَبُوْ عُمَرَ الْعَائِذِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ جَاءَ بِالْقَاتِلِ يَقُوْدُهُ وَلِىُّ الْمَقْتُوْلِ فِىْ نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِوَلِىِّ الْمَقْتُوْلِ اَتَعْفُوْ قَالَ لاَ قَالَ فَتَاْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلّٰى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ اَتَعْفُوْ قَالَ لاَ قَالَ فَتَاْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ

فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ اَتَعْفُوْ قَالَ لاَ قَالَ فَتَاخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ اَمَا اِنَّكَ اِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوْءُ بِاِثْمِهِ وَاِثْمِ صَاحِبِكَ فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَاَنَا رَاَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ *

৫৪১৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - ওয়ায়ল(রা) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, যখন এক নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস হত্যাকারীকে রশিতে বেঁধে টেনে নিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে বললেন : তুমি কি তাকে ক্ষমা করবে ? সে বললো : না। তিনি বললেন : তা হলে তুমি রক্তপণ গ্রহণ করবে? সে বললো : না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি খুনের বদলায় তাকে খুন করবে? সে ব্যক্তি বললো : হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : তাহলে তুমি তাকে নিয়ে যাও। যখন সে তাকে নিয়ে চললো এবং তাঁর নিকট হতে বিদায় নিল, তিনি তাকে আবার ডাকলেন এবং বললেন : তুমি কি তাকে ক্ষমা করবে ? সে বললো : না। তিনি বললেন : তাহলে তুমি কি দিয়াত গ্রহণ করবে ? সে বললো : না। তিনি বললেন : তবে কি তুমি তাকে হত্যা করবে ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তবে তুমি তাকে নিয়ে যাও। যখন সে তাকে নিয়ে চললো এবং তাঁর নিকট হতে বিদায় নিল, তিনি তাকে আবার ডাকলেন এবং বললেন : তুমি কি তাকে ক্ষমা করবে ? সে বললো : না। তিনি বললেন : তবে কি তুমি তার বিনিময়ে দিয়াত গ্রহণ করবে ? সে বললো : না। তিনি বললেন : তবে কি তুমি তাকে হত্যা করবে? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তবে তাকে নিয়ে যাও। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি তুমি তাকে ক্ষমা করতে, তবে সে তার এবং তোমার নিহত সাথীর পাপের বোঝা বহন করতো। তখন ঐ ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করল এবং তাকে ছেড়ে দিল। আমি দেখলাম, ঐ ব্যক্তি তার রশি টেনে চলছে।

اِشَارَةُ الْحَاكِمِ بِالرِّفْقِ

বিচারক কর্তৃক দয়া প্রদর্শনের ইঙ্গিত করা

٥٤١٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَاَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْقِ يَازُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَازُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ اِنِّي اَحْسَبُ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِي ذٰلِكَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ الْاٰيَةَ *

৫৪১৫. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, এক আনসারী ব্যক্তি হাররা নামক স্থানের পানি প্রবাহ নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে মোকদ্দমা দায়ের করলো যে, পানি তারা খেজুর গাছে সিঞ্চন করতো। আনসারী বললো : পানি ছেড়ে দিন, যাতে প্রবাহিত হয়, কিন্তু যুবায়র (রা) তা অস্বীকার করলেন। তারা রাসূলুল্লাহ্

ﷺ-এর দরবারে এসে ঝগড়া করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে যুবায়র! তুমি তোমার বাগানে সেচ দিয়ে দাও, তোমার পড়শীর দিকে ছেড়ে দাও। এতে আনসারী ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! বাস্তবপক্ষে যুবায়র তো আপনার ফুফুর ছেলে, তাই! এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি বললেন : হে যুবায়র ! তুমি গাছে পানি দিয়ে তা বন্ধ করে রাখ, যেন তা বাগানের দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছে। যুবায়র (রা) বলেন : আমার মনে হয়, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ আয়াতটি এ ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে।

شَفَاعَةُ الْحَاكِمِ لِلْخُصُوْمِ قَبْلَ فَصْلِ الْحُكْمِ

ফয়সালাদানের পূর্বে হাকিম কর্তৃক সুপারিশ

٥٤١٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيْثٌ كَاَنِّى اَنْظُرُ اِلَيْهِ يَطُوْفُ خَلْفَهَا يَبْكِى وَدُمُوْعُهُ تَسِيْلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِلْعَبَّاسِ يَاعَبَّاسُ اَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيْثٍ بَرِيْرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيْرَةَ مُغِيْثًا فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ لَوْ رَاجَعْتِهِ فَاِنَّهُ اَبُوْ وَلَدِكِ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَأْمُرُنِى قَالَ اِنَّمَا اَنَا شَفِيْعٌ قَالَتْ فَلاَ حَاجَةَ لِى فِيْهِ *

৫৪১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরা (রা)-এর স্বামী ছিলেন একজন দাস, তাঁর নাম ছিল মুগীস। তিনি বলেন, আমি যেন এখনও দেখছি, তিনি বারীরার পিছে পিছে ঘুরছেন এবং এমনভাবে কাঁদছেন যে, তাঁর অশ্রু তাঁর দাড়ি বেয়ে পড়ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আব্বাস (রা)-কে বললেন : হে আব্বাস! আপনি কি বারীরার জন্য মুগীসের ভালবাসায় আর মুগীসের প্রতি বারীরার অনীহাতে আশ্চর্যবোধ করছেন না ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারীরা (রা)-কে বললেন : যদি তুমি মুগীসের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে, তা হলে ভাল হতো। কারণ সে তোমার সন্তানের পিতা। সে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন ? তিনি বললেন : না, আমি তো তোমার নিকট সুপারিশ করছি। তখন সে বললো : তা হলে এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

مَنْعُ الْحَاكِمِ رَعِيَّتَهُ مِنْ اِتْلاَفِ اَمْوَالِهِمْ وَبِهِمْ حَاجَةٌ اِلَيْهَا

শাসক কর্তৃক জনগণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ নষ্ট করতে বাধা দেয়া

٥٤١٧. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاَعْطَاهُ فَقَالَ اقْضِ دَيْنَكَ وَاَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ *

৫৪১৭. আবদুল আ'লা ইব্‌ন ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, এক আনসারী ঘোষণা করেছিল তার মৃত্যুর পর তার দাস মুক্ত। সে ব্যক্তি ছিল অভাবগ্রস্ত এবং ঋণগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ্

ﷺ ঐ দাসকে আটশত দিরহামে বিক্রি করে ঐ টাকা তাকে দিয়ে বললেন : তুমি এর দ্বারা তোমার ঋণ পরিশোধ কর এবং তোমার পোষ্যদের জন্য ব্যয় কর।

اَلْقَضَاءُ فِىْ قَلِيْلِ الْمَالِ وَكَثِيْرِهِ

সম্পদ অল্প হোক বা অধিক, তাতে ফয়সালা দেয়া

٥٤١٨. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَخِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَاِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكٍ *

৫৪১৮. আলী ইব্ন হুজ্‌র (র) - - - - আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমান ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে দেন এবং তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন। তখন এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি ঐ মাল অতি নগণ্য হয় ? তিনি বললেন : যদিও তা পিলুগাছের একটি ডাল হয়।

قَضَاءُ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ اِذَا عَرَفَهُ

হাকিমের চেনা-জানা ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার ব্যাপারে রায় প্রদান

٥٤١٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلاَ يُنْفِقُ عَلَىَّ وَوَلَدِىْ مَايَكْفِيْنِىْ اَفَاٰخُذُ مِنْ مَالِهِ وَلاَ يَشْعُرُ قَالَ خُذِىْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوْفِ *

৫৪১৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা হিন্দা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। সে না আমার খরচ দেয়, না আমার সন্তানদের। আমি কি তাঁর মাল হতে তার অনুমতি ব্যতীত নিতে পারি ? তিনি বললেন : তুমি তোমার এবং তোমার সন্তানদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঙ্গতভাবে নিতে পার।

اَلنَّهْىُ عَنْ اَنْ يَقْضِىَ فِىْ قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ

এক আদেশে দু'টি মীমাংসা করা নিষেধ

٥٤٢٠. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ وَكَانَ عَامِلاً عَلَى

سِجِسْتَانَ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ اَبُوْ بَكْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَقْضِيَنَّ اَحَدٌ فِى قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلاَ يَقْضِى اَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ *

৫৪২০. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন জাফর (র) - - - - আবূ বাক্‌রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : কেউ যেন দুই মোকদ্দমার মীমাংসা এক ফয়সালায় না করে। আর কোন ব্যক্তি যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা না করে।

مَايَقْطَعُ الْقَضَاءُ

বিচারে লব্ধ মালের পরিণাম

٥٤٢١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَىَّ وَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَاِنَّمَا اَقْضِىْ بَيْنَكُمَا عَلَى نَحْوِ مَا اَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اَخِيْهِ شَيْئًا فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ *

৫৪২১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নিকট বিচার নিয়ে এসে থাক, আমিও তো একজন মানুষ। তোমাদের মধ্যে হয়তো কেউ বর্ণনাভঙ্গিতে অন্য হতে পটু। আমি যা শুনি, তার পরিপ্রেক্ষিতেই তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করি। যদি আমি কাউকে তার ভাই-এর কোন অধিকার অন্যায়ভাবে দিয়ে দেই; তবে আমি যেন তাকে আগুনের এক অংশই দেই।

بَابٌ اَلاَلَدُّ الْخَصِمُ

ঘোর ঝগড়াটে ব্যক্তি

٥٤٢٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَاَنْبَانَا مُحَمَّدُ ابْنِ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبْغَضَ الرِّجَالِ اِلَى اللّٰهِ اَلاَلَدُّ الْخَصِمُ *

৫৪২২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অত্যধিক ঘৃণিত ব্যক্তি সেই, যে ঘোর ঝগড়াটে।

اَلْقَضَاءُ فِيْمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ

প্রমাণহীন মোকদ্দমার মীমাংসা

٥٤٢٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ

ابْنِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى مُوْسٰى اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فِى دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَضٰى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ *

৫৪২৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে একটি জন্তুর ব্যাপারে মোকদ্দমা পেশ করলো, কিন্তু তাদের কারো কোন প্রমাণ ছিল না। তিনি রায় দিলেন, সেটি তারা উভয়ে আধাআধি পাবে।

عِظَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْيَمِيْنِ

শপথ গ্রহণে হাকিমের নসীহত

٥٤٢٤. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى زَائِدَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ كَانَتْ جَارِيَتَانِ تَخْرُزَانِ بِالطَّائِفِ فَخَرَجَتْ اِحْدَاهُمَا وَيَدُهَا تَدْمٰى فَزَعَمَتْ اَنَّ صَاحِبَتَهَا اَصَابَتْهَا وَاَنْكَرَتِ الْاُخْرٰى فَكَتَبْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِى ذٰلِكَ فَكَتَبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى اَنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ وَلَوْ اَنَّ النَّاسَ اُعْطُوْا بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعٰى نَاسٌ اَمْوَالَ نَاسٍ وَدِمَاءَهُمْ فَادْعُهَا وَاتْلُ عَلَيْهَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اُولٰئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ حَتّٰى خَتَمَ الْاٰيَةَ فَدَعَوْتُهَا فَتَلَوْتُ عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ بِذٰلِكَ فَسَرَّهُ *

৫৪২৪. আলী ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মাসরূক (র) - - - - ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তায়েফে দু'টি বালিকা জুতা সেলাই করতো। তাদের একজন এমন অবস্থায় বের হলো যে, তার হাত হতে রক্ত পড়ছিল। সে বললো : তার বান্ধবী তাকে আঘাত করেছে। কিন্তু অন্য বালিকা তা অস্বীকার করলো। আমি এ ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে লিখলাম। তিনি উত্তরে লিখলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিধান দিয়েছেন যে, বিবাদী শপথ করবে। কেননা যদি সকলেই তাদের দাবি অনুযায়ী পেয়ে যেত, তাহলে লোক অন্যান্য লোকের জানমাল দাবি করে বসতো। এ ব্যাপারে তার নিকট এ আয়াত তিলাওয়াত করুন : অর্থাৎ "যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা এবং শপথের বিনিময়ে তুচ্ছ পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশই থাকবে না " (৩ :৭৭) তিনি পূর্ণ আয়াত শেষ করলেন। তখন আমি ঐ বালিকাকে ডেকে তার নিকট এই আয়াত তিলাওয়াত করলে, সে তার অপরাধ স্বীকার করলো। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছলে তিনি খুশি হলেন।

كَيْفَ يَسْتَحْلِفُ الْحَاكِمُ

হাকিম কিরূপে শপথ নিবেন

٥٤٢٥. اَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحُوْمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِى نَعَامَةَ عَنْ اَبِى

عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ يَعْنِي مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ قَالُوْا جَلَسْنَا نَدْعُوْ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَاهَدَانَا لِدِيْنِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ قَالَ آللّٰهُ مَا اَجْلَسَكُمْ اِلاَّ ذٰلِكَ قَالُوْا آللّٰهُ مَا اَجْلَسَنَا اِلاَّ ذٰلِكَ قَالَ اَمَا اِنِّيْ لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَاِنَّمَا اَتَانِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاَخْبَرَنِيْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ *

৫৪২৫. সাওয়ার ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে তাঁর সাহাবীদের এক মজলিসে পৌঁছলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের এখানে কিসে বসিয়েছে ? তারা বললেন : আমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং তিনি যে আমাদেরকে হিদায়ত দান করেছেন এবং আপনাকে প্রেরণ করে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের উপর যে ইহসান করেছেন তার শোকর আদায় করার জন্য বসেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : সত্যই কি তোমরা এজন্য এখানে বসেছো? তাঁরা বললেন : আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা এজন্যই এখানে সমবেত হয়েছি। তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করে তোমাদের থেকে শপথ নিইনি, বরং এজন্য যে, জিব্‌রাঈল (আ) এসে আমাকে সংবাদ দিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের সামনে গৌরব করছেন।

٥٤٢٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلاً يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ اَسَرَقْتَ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ الَّذِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ قَالَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِيْ *

৫৪২৬. আহমদ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখে তাকে বললেন : তুমি চুরি করছো ? তখন সে বললো : আল্লাহ্ তা'আলার শপথ করে বলছি : আমি চুরি করিনি, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। ঈসা (আ) বললেন : আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখি এবং আমার চক্ষুকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছি।

كِتَابُ الْاِسْتِعَاذَةِ

অধ্যায় : আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করা

٥٤٢٧. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ اَنْبَانَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَسِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَسِيْدٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَصَابَنَا طَشٌّ وَظُلْمَةٌ فَانْتَظَرْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ بِنَا ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ بِنَا فَقَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَا اَقُوْلُ قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِيْ وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا يَكْفِيْكَ كُلَّ شَيْءٍ *

৫৪২৭. আবূ আবদুর রহমান আহমদ ইব্‌ন শুআয়ব (র) - - - - মুআয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, একবার কিছু বৃষ্টিপাতের পর চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। আমরা আমাদের নিয়ে সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অপেক্ষা করছিলাম। তারপর তিনি এমন কিছু বললেন : যার মর্ম হলো, পরে তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায়ার্থে বের হলেন। তিনি বললেন : বল ! আমি বললাম : কি বলবো ? তিনি বললেন : কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস এবং সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে। সকল বিপদাপদে এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

٥٤٢٨. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ طَرِيْقِ مَكَّةَ فَاَصَبْتُ خَلْوَةً مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَااَقُوْلُ قَالَ قُلْ قُلْتُ مَااَقُوْلُ قَالَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ حَتّٰى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ حَتّٰى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ مَاتَعَوَّذَ النَّاسُ بِاَفْضَلَ مِنْهُمَا *

৫৪২৮. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খুবায়ব (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মক্কার পথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নির্জনে পেয়ে তাঁর নিকট গেলাম। তিনি বললেন : বল। আমি বললাম : কি বলবো ? তিনি বললেন : বল, আমি বললাম কি বলব ? তিনি বললেন, বল, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক। তিনি তা শেষ করলেন। এরপর বললেন : বল, কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস। এই সূরা শেষ করে তিনি বললেন : লোকেরা এ দু'টির চেয়ে উত্তম আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না।

٥٤٢٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَعْنَبِىُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِىِّ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَقُوْدُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَاحِلَتَهُ فِى غَزْوَةٍ اِذْ قَالَ يَاعُقْبَةُ قُلْ فَاسْتَمَعْتُ ثُمَّ قَالَ يَاعُقْبَةُ قُلْ فَاسْتَمَعْتُ فَقَالَهَا الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ مَا اَقُوْلُ فَقَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَقَرَاَ السُّوْرَةَ حَتّٰى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَاَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقَرَاْتُ مَعَهُ حَتّٰى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَاَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَاْتُ مَعَهُ حَتّٰى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ مَاتَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ اَحَدٌ *

৫৪২৯. মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র) - - - - উকবা ইব্ন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক জিহাদের সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উটনী টানছিলাম। তিনি বললেন : হে উক্‌বা! বল! আমি সেদিকে লক্ষ্য করলাম। তিনি আবার বললেন, বল। আমি সেদিকে লক্ষ্য করলাম। তিনি তৃতীয়বার একই কথা বললেন। আমি বললাম, কী বলব ? তিনি বললেন : বল, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। তিনি সূরা শেষ করলেন। এরপর তিনি কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক পাঠ করলে আমি তাঁর সংগে পাঠ করলাম। তিনি এটিও শেষ করলেন। তারপর বললেন, কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস, তাঁর সঙ্গে আমিও তা পড়লাম। তিনি এটিও শেষ করলেন। তারপর বললেন : এই সূরাগুলো হতে উত্তম কোন আশ্রয় কেউ গ্রহণ করে না।

٥٤٣٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَسْلَمِىُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ قُلْتُ وَمَا اَقُوْلُ قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَاَهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَمْ يَتَعَوَّذِ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ اَوْلَا يَتَعَوَّذُ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ *

৫৪৩০. আহমদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীম (র) - - - - উকবা ইব্ন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : বল। আমি বললাম : কী বলবো ? তিনি বললেন : বল, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ এবং কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা পাঠ করলেন এবং বললেন : কোন ব্যক্তি এই সূরাগুলোর ন্যায় অন্য কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করে না করেনি। কিংবা বললেন, কোন লোক এর মত কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না।

٥٤٣١. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَابِسٍ الْجُهَنِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ عَابِسٍ اَلَا اَدُلُّكَ اَوْ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِاَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ

الْمُتَعَوِّذُوْنَ قَالَ بَلَى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ هَاتَيْنِ السُّوْرَتَيْنِ *

৫৪৩১. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - ইব্‌ন আবিস জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : হে ইব্‌ন আবিস ! যা দ্বারা লোক আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে, এদের মধ্যে যা উত্তম, তা কি আমি তোমাকে বলবো না ? অথবা তিনি বললেন : আমি কি তোমাকে অবহিত করব না? সে বললো : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : তা হলো, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস-এ দু'টি সূরা।

٥٤٣٢. اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ فَرَكِبَهَا وَاَخَذَ عُقْبَةُ يَقُوْدُهَا بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعُقْبَةَ اقْرَأْ قَالَ وَمَا اَقْرَأُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اقْرَأْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَاَعَادَهَا عَلَىَّ حَتّٰى قَرَأْتُهَا فَعَرِفَ اَنِّى لَمْ اَفْرَحْ بِهَا جِدًّا قَالَ لَعَلَّكَ تَهَاوَنْتَ بِهَا فَمَا قُمْتَ يَعْنِى بِمِثْلِهَا *

৫৪৩২. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একটি সাদা খচ্চর হাদিয়া দেওয়া হলে তিনি তার উপর সওয়ার হলেন, আর উকবা (রা) তা টেনে নিয়ে চললেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উকবা (রা)-কে বললেন : হে উকবা,পড়! তিনি বললেন : কি পড়বো ? তিনি বললেন : পড়, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক। তিনি তা আবারও বললেন, আমি তা পড়লাম। তিনি বুঝতে পারলেন, আমি এতে খুব বেশি খুশি হইনি। তিনি বললেন : হয়তো তুমি এর মর্যাদা বুঝিতে পারনি। আমি এর মত সূরা আর পাইনি।

٥٤٣٣. اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ حِزَامٍ التِّرْمِذِىُّ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ قَالَ عُقْبَةُ فَاَمَّنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِهِمَا فِى صَلَاةِ الْغَدَاةِ *

৫৪৩৩. মূসা ইব্‌ন হিযাম তিরমিযী (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সূরা নাস ও ফালাক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি এই দুটি সূরা দ্বারাই আমাদের ফজরের সালাতে ইমামতি করেন।

٥٤٣٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عُقْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَبِهِمَا فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ *

৫৪৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - উকবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতে এ সূরা দুটি তিলাওয়াত করেন।

٥٤٣٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ الْعَلاَءُ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ اَقُوْدُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعُقْبَةُ اَلاَ اُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُوْرَتَيْنِ قُرِئَتَا فَعَلَّمَنِىْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَلَمْ يَرَنِىْ سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلاَةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الصَّلاَةِ الْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ يَاعُقْبَةُ كَيْفَ رَاَيْتَ *

৫৪৩৫. আহমদ ইব্ন আমর (র) - - - - উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সওয়ারী টানছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন : হে উক্বা ! আমি কি তোমাকে পঠিত সর্বোত্তম দু'টি সূরা শিক্ষা দেব না ? তিনি আমাকে শিক্ষা দিলেন কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস। তিনি দেখলেন, আমি এতে অধিক সন্তুষ্ট হইনি। এরপর যখন তিনি ফজরের সালাতে বের হলেন, তখন তিনি এই দু'টি সূরা দিয়েই ফজরের সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শেষ করে আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : হে উক্বা ! কেমন দেখলে ?

٥٤٣٦. اَخْبَرَنِىْ مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا اَقُوْدُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ نَقَبٍ مِنْ تِلْكَ النِّقَابِ اِذْ قَالَ اَلاَ تَرْكَبُ يَاعُقْبَةُ فَاَجْلَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَرْكَبَ مَرْكَبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَلاَ تَرْكَبُ يَاعُقْبَةُ فَاَشْفَقْتُ اَنْ يَكُوْنَ مَعْصِيَةً فَنَزَلَ وَرَكِبْتُ هُنَيْهَةً وَنَزَلْتُ وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُعَلِّمُكَ سُوْرَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُوْرَتَيْنِ قَرَاَبِهِمَا النَّاسُ فَاَقْرَاَنِىْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَتَقَدَّمَ فَقَرَاَبِهِمَا ثُمَّ مَرَّبِىْ فَقَالَ كَيْفَ رَاَيْتَ يَاعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ اقْرَاْبِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ *

৫৪৩৬. মাহমূদ ইব্ন খালিদ (র) - - - - উক্বা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি এক রাস্তায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সওয়ারীর রশি টেনে নিচ্ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন : হে উক্বা! তুমি সওয়ার হবে না ? আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য তাঁর বাহনে আরোহণ সমীচীন মনে করলাম না। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার বললেন : হে উক্বা! তুমি কি সওয়ার হবে না ? তখন আমি আশংকাবোধ করলাম যে, আদেশ অমান্য করার অপরাধ হয়ে যায় কিনা। সুতরাং তিনি অবতরণ করলে আমি সওয়ার হলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি নিচে নামলাম, আর তিনি সওয়ার হলেন। এরপর তিনি বললেন : মানুষ যা তিলাওয়াত করে, এমন দু'টি উত্তম সূরা আমি কি তোমাকে শিক্ষা দেব না ? এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দুটি সূরা - কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও সূরা নাস শিক্ষা দিলেন। এমন সময় সালাতের ইকামত বলা হলো এবং তিনি অগ্রসর হয়ে এ দু'টি সূরাই পড়লেন, পরে তিনি আমার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : হে উক্বা ! কিরূপ দেখলে ? তুমি প্রত্যেক শয়নে ও জাগরণে এ সূরা দু'টি পাঠ করবে।

٥٤٣٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَاعُقْبَةُ قُلْ فَقُلْتُ مَاذَا اَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قَالَ يَاعُقْبَةُ قُلْ قُلْتُ مَاذَا اَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَكَتَ عَنِّىْ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اُرْدُدْهُ عَلَىَّ فَقَالَ يَاعُقْبَةُ قُلْ قُلْتُ مَاذَا اَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقَرَأْتُهَا حَتّٰى اَتَيْتُ عَلٰى اٰخِرِهَا ثُمَّ قَالَ قُلْ قُلْتُ مَاذَا اَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأْتُهَا حَتّٰى اَتَيْتُ عَلٰى اٰخِرِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ مَاسَاَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا وَلاَ اُسْتَعَاذَ مُسْتَعِيْذٌ بِمِثْلِهِمَا *

৫৪৩৭. কুতায়বা (র) - - - - উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন : হে উক্‌বা! বল। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কি বলবো ? তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন : হে উকবা ! বল। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি বলবো ? তিনি আবার চুপ থাকলেন। আমি বললাম : হে আল্লাহ্! তাঁকে আমার দিকে ফিরিয়ে দিন। তারপর তিনি বললেন : হে উক্‌বা! বল। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি বলবো ? এবার তিনি বললেন : বল, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, আমি তা পড়ে শেষ করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বল। আমি বললাম : কি বলবো? তিনি বললেন : বল, কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস। আমি তা পাঠ করলাম। এরপর তিনি বললেন : কোন প্রার্থনাকারী এর মত কিছু দ্বারা প্রার্থনা করেনি এবং কোন আশ্রয়প্রার্থী এর মত অন্য কিছু দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করেনি।

٥٤٣٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ اَسْلَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِىْ عَلٰى قَدَمِهِ فَقُلْتُ اَقْرِئْنِىْ سُوْرَةَ هُوْدٍ اَقْرِئْنِىْ سُوْرَةَ يُوْسُفَ فَقَالَ لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا اَبْلَغَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *

৫৪৩৮. কুতায়বা (র) - - - - উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে দেখলাম, তিনি বাহনে আরোহণ করে আছেন। আমি তাঁর পায়ে আমার হাত রেখে বললাম : আমাকে সূরা হূদ শিক্ষা দিন, আমাকে সূরা ইউসুফ শিক্ষা দিন। তিনি বললেন : তুমি আল্লাহ্‌র নিকট অতি প্রিয় সূরা ফালাক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন সূরা পড়বে না।

٥٤٣٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اُنْزِلَ عَلَىَّ اٰيَاتٌ لَمْ يُرَمِثْلُهُنَّ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ *

৫৪৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার উপর কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যার মত আর কোন আয়াত দেখা যায় না, আর তা হলো 'কুল আউযুবি রাব্বিল ফালাক' শেষ পর্যন্ত এবং 'কুল আউযুবিরাব্বিন নাস' শেষ পর্যন্ত।

٥٤٤٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي بَدَلٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْجُرَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَاْ يَا جَابِرُ قُلْتُ وَمَاذَا اَقْرَاُ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اقْرَاْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَاْتُهُمَا فَقَالَ اَقْرَابِهِمَا وَلَنْ تَقْرَاَ بِمِثْلِهِمَا *

৫৪৪০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন : হে জাবির ! পড়। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আমি কি পড়বো? তিনি বললেন : তুমি পড়, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস তখন আমি উভয় সূরা তিলাওয়াত করলাম। তিনি বললেন : একটি পাঠ করো। এর মত আর কোন সূরা তিলাওয়াত করবে না।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ

যে হৃদয় ভয় করে না, তা হতে আল্লাহ্‌র পানাহ চাওয়া

٥٤٤١. اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ اَرْبَعٍ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لَايُسْمَعُ وَنَفْسٍ لَاتَشْبَعُ *

৫৪৪১. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চারটি বস্তু হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করতেন : অনুপকারী ইল্‌ম হতে, এমন অন্তর হতে- যা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত -কম্পিত হয় না, এমন দু'আ হতে, যা কবূল হয় না, আর ঐ প্রবৃত্তি হতে যা পরিতৃপ্ত হয় না।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ

অন্তরের ফিত্‌না থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা

٥٤٤٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِوبْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৪২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশ্রয় কামনা করতেন কাপুরুষতা, কৃপণতা, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব হতে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ

কান ও চোখের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٤٣. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ اَوْسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ بِلَالُ بْنُ يَحْيٰى اَنَّ شُتَيْرَ بْنَ شَكَلٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمْنِيْ تَعَوُّذًا اَتَعَوَّذُ بِهِ فَاَخَذَ بِيَدِيْ ثُمَّ قَالَ قُلْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَشَرِّ بَصَرِيْ وَشَرِّ لِسَانِيْ وَشَرِّ قَلْبِيْ وَشَرِّ مَنِيِّيْ قَالَ حَتّٰى حَفِظْتُهَا قَالَ سَعْدٌ وَالْمَنِيُّ مَاؤُهُ *

৫৪৪৩. হুসায়ন ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - শাকাল ইব্‌ন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন এক আশ্রয় প্রার্থনার দু'আ শিক্ষা দিন, আমি যা দ্বারা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি। তখন তিনি আমার হাত ধরে বললেন : তুমি বল, হে আল্লাহ্! আমি আমার কান, চক্ষু, জিহ্‌বা, অন্তর এবং বীর্যের অনিষ্ট হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাবী বলেন : আমি তা মুখস্থ করে নিয়েছি। সাঈদ (রা) বলেন : হাদীসের 'মনি' শব্দের অর্থ- বীর্য।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجُبْنِ

কাপুরুষতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٤٤. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ يُعَلِّمُنَا خَمْسًا كَانَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْ بِهِنَّ وَيَقُوْلُهُنَّ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৪৪. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - মুস'আব ইব্‌ন সা'দ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি আমাদেরকে পাঁচটি কথা শিক্ষা দিতেন এবং তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এগুলো দ্বারা দু'আ করতেন এবং তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা থেকে, আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা থেকে, আমি আরো আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জীবনের নিকৃষ্টতম অংশ (অতি বার্ধক্য) থেকে এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিতনা থেকে এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْبُخْلِ

কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٤٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ اَبِيْ

اِسْحٰقَ عَنْ عَمْروبْنِ مَيْمُوْنٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَسُوْءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) - - - - ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচটি বিষয় হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতেন : কৃপণতা হতে, কাপুরুষতা হতে, মন্দ আয়ু হতে, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব হতে।

٥٤٤٦. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ الْاَوْدِىِّ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ وَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَحَدَّثْتُ بِهَا مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ *

৫৪৪৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আমর ইব্‌ন মায়মূন আওদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন সা'দ (রা) তাঁর সন্তানদেরকে এই বাক্যসমূহ শিক্ষা দিতেন, যেমন শিক্ষক ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই দু'আগুলো নামাযের পর পাঠ করতেন : হে আল্লাহ্! আমি কাপুরুষতা, কার্পণ্য, চরম বার্ধক্য, দুনিয়ার ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাবী বলেন : আমি এই হাদীস মুসআব (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি এর সত্যয়ন করেন।

٥٤٤٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৪৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : ইয়া আল্লাহ্! আমি অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, চরম বার্ধক্য এবং জীবন ও মরণের ফিত্‌না হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْهَمِّ

দুশ্চিন্তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٤٨. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَعَوَاتٌ لاَيَدَعُهُنَّ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ *

৫৪৪৮. আলী ইব্‌ন মুনযির (র) ---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কয়েকটি নির্দিষ্ট দু'আ ছিল, যা তিনি কোন সময় ছাড়তেন না। তা এই যে, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি দুশ্চিন্তা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, এবং লোকের আগ্রাসন হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٤٤٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِى عَمْرٍو عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَعَوَاتٌ لاَ يَدَعُهُنَّ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الصَّوَابُ وَحَدِيْثُ ابْنُ فُضَيْلٍ خَطَأٌ *

৫৪৪৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কয়েকটি দু'আ ছিল, যা তিনি কখনও ত্যাগ করতেন না। হে আল্লাহ্ ! আমি দুশ্চিন্তা, ভয়, অপরাগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণ এবং লোকের আগ্রাসন হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٤٥٠. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ اَنَسٌ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৫০. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দু'আ করতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে অলসতা, চরম বার্ধক্য, কাপুরুষতা, কৃপণতা, দাজ্জালের ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ্ চাচ্ছি।

٥٤٥١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৪৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা সানআনী (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট অপারগতা, অলসতা, চরম বার্ধক্য, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আপনার কাছে কবরের আযাব এবং জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْحَزَنِ

দুঃখ-কষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٢. اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ اَبِىْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ اَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا دَعَا قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَعِيْدُ بْنُ سَلَمَةَ شَيْخٌ ضَعِيْفٌ وَاِنَّمَا اَخْرَجْنَاهُ لِلزِّيَادَةِ فِى الْحَدِيْثِ *

৫৪৫২. আবূ হাতিম সিজিস্তানী (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আর সময় বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি দুশ্চিন্তা, দুঃখ, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা এবং লোকের আগ্রাসন হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

بَابٌ اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَاْثَمِ

পরিচ্ছেদ : দেনা এবং পাপ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيَّةَ وَكَانَ خَيْرَ اَهْلِ زَمَانِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرَمَا مَايَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَاْثَمِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَكْثَرَ مَاتَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ اِنَّهُ مَنْ غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ *

৫৪৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন উসমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অধিকাংশ সময় ঋণ এবং পাপ হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কত বেশিই না ঋণ হতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন ! তখন তিনি বললেন : যে ব্যক্তি ঋণী হয়, সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে এবং যখন ওয়াদা করে, তা ভঙ্গ করে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ

চোখ ও কানের অপকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٤. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ اَوْسٍ قَالَ حَدَّثَنِى بِلَالُ بْنُ يَحْيٰى اَنَّ شُتَيْرَ بْنَ شَكَلٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمْنِى تَعَوُّذًا اَتَعَوَّذُ بِهِ فَاَخَذَ بِيَدِى ثُمَّ قَالَ قُلْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِى وَشَرِّ بَصَرِى وَشَرِّ لِسَانِى وَشَرِّ قَلْبِى وَشَرِّ مَنِيِّى قَالَ حَتّٰى حَفِظْتُهَا قَالَ سَعْدٌ وَالْمَنِىُّ مَاؤُهُ خَالَفَهُ وَكِيْعٌ فِى لَفْظِهِ *

৫৪৫৪. হুসায়ন ইব্ন ইসহাক (র) - - - - শাকাল ইব্ন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : হে আল্লাহ্র নবী! আমাকে এমন আশ্রয়ের দু'আ শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা

আমি আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি। তিনি আমার হাত ধরে বললেন : তুমি বল, আমি আমার কান, চোখ, জিহ্বা, অন্তর এবং বীর্যের অপকারিতা হতে আল্লাহ্র আশ্রয় চাচ্ছি। রাবী বলেন : আমি তা মুখস্থ করে নিলাম। সা'দ (রা) বলেন : হাদীসে বর্ণিত 'মনি' অর্থ বীর্য।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْبَصَرِ

চোখের অপকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٥. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ بِلاَلِ ابْنِ يَحْيٰى عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِى دُعَاءً اَنْتَفِعُ بِهٖ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ عَافِنِى مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَلِسَانِىْ وَقَلْبِىْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّىْ يَعْنِىْ ذَكَرَهُ *

৫৪৫৫. উবায়দ ইব্ন ওয়াকী' (র) - - - - শাকাল ইব্ন হুমায়দ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে কিছু দু'আ শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি লাভবান হতে পারি। তিনি বললেন : তুমি বল, হে আল্লাহ্ ! আমাকে কান, চোখ, জিহবা, অন্তর এবং পুরুষাঙ্গের অপকারিতা হতে রক্ষা করুন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْكَسَلِ

অলসতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَنِ الدَّجَّالِ قَالَ كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট কবর আযাব এবং দাজ্জাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : ইয়া আল্লাহ্ ! আমি অলসতা, চরম বার্ধক্য, কাপুরুষতা, কৃপণতা, দাজ্জালের ফিতনা এবং কবর আযাব হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْعَجْزِ

অপারগতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ لاَ اُعَلِّمُكُمْ اِلاَّ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ

تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَيَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَتَشْبَعُ وَعِلْمٍ لاَيَنْفَعُ وَدَعْوَةٍ لاَيُسْتَجَابُ لَهَا *

৫৪৫৭. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে তা-ই শিক্ষা দেব, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্ধক্য এবং কবর আযাব হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমার আত্মাকে পরহেযগারী দান করুন এবং একে মন্দ কার্য হতে পবিত্র করুন; আপনি অতি উত্তম পবিত্রকারী এবং আপনিই এর মালিক। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি ঐ অন্তর হতে যা ভীত হয় না, আর ঐ প্রবৃত্তি থেকে, যা তৃপ্ত হয় না, আর এমন ইলম হতে, যা উপকার করে না এবং এমন দু'আ থেকে, যা কবূল হয় না।

٥٤٥٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৪৫৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ্! আমি অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্ধক্য, কবর আযাব এবং জীবন-মরণের ফিতনা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الذِّلَّةِ

অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٩. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ. خَالَفَهُ الْاَوْزَاعِىُّ *

৫৪৫৯. আবূ আসিম খুশায়শ ইব্‌ন আস্‌রাম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি দারিদ্র্য হতে, আমি আরও আশ্রয় প্রার্থনা করি অপ্রতুলতা এবং অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে, আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমি যেন কারো উপর অত্যাচার না করি অথবা আমি যেন অত্যাচারিত না হই।

٥٤٦٠. اَخْبَرَنِىْ مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو هُوَ الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ

اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَنْ تَظْلِمَ اَوْ تُظْلَمَ *

৫৪৬০. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে অভাব-অনটন, অপ্রতুলতা, অপমান থেকে এবং কারো উপর অত্যাচার করা কিংবা কারো দ্বারা অত্যাচারিত হওয়া থেকে।

٥٤٦١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالْفَقْرِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ *

৫৪৬১. আহমদ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে স্বল্পতা, অভাব-অনটন, লাঞ্ছনা থেকে আশ্রয় চাই। আমি অত্যাচার করা ও অত্যাচারিত হওয়া থেকে আপনার পানাহ্ চাই।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْقِلَّةِ

অপ্রতুলতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٦٢. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنَ الْقِلَّةِ وَمِنَ الذِّلَّةِ وَاَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ *

৫৪৬২. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট অভাব-অনটন, অপ্রতুলতা, লাঞ্ছনা এবং অত্যাচার করা ও অত্যাচারিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْفَقْرِ

অভাব-অনটন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٦٣. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ شَيْبَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَنْ تَظْلِمَ اَوْ تُظْلَمَ *

৫৪৬৩. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)- - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন :

তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট অভাব-অনটন, অপ্রতুলতা, লাঞ্ছনা এবং অন্যের উপর অত্যাচার করা এবং অত্যাচারিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

٥٤٦٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِى الشَّحَّامَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّهُ كَانَ سَمِعَ وَالِدَهُ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ الصَّلاَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَجَعَلْتُ اَدْعُوْ بِهِنَّ فَقَالَ يَابُنَىَّ اَنّٰى عُلِّمْتَ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ قُلْتُ يَااَبَتِ سَمِعْتُكَ تَدْعُوْ بِهِنَّ فِى دُبُرِ الصَّلاَةِ فَاَخَذْتُهُنَّ عَنْكَ قَالَ فَالْزَمْهُنَّ يَابُنَىَّ فَاِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهِنَّ فِى دُبُرِ الصَّلاَةِ *

৫৪৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - মুসলিম (র) বলেন, তাঁর পিতাকে প্রত্যেক নামাযের পর বলতে শুনতেন যে, হে আল্লাহ্‌! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরী, অভাব এবং কবরের আযাব হতে। আমিও এ দ্বারা দু'আ করতে আরম্ভ করলাম। তখন আমার পিতা বললেন : হে প্রিয় বৎস! এই দু'আ কোথা থেকে শিখলে ? আমি বললাম : হে পিতা ! আমি আপনাকে এই দু'আ করতে শুনেছি প্রত্যেক নামাযের পর। আমি তা আপনার নিকটেই শিখেছি। তিনি বললেন : বেটা, এগুলোকে আঁকড়ে ধরবে। কেননা নবী ﷺ প্রত্যেক নামাযের পর এগুলো দ্বারা দু'আ করতেন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

কবরের ফিত্‌না-অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٦٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَثِيْرًا مَايَدْعُوْ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَاَنْقِ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا اَنْقَيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَاثَمِ وَالْمَغْرَمِ *

৫৪৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রায়ই এই দু'আ পাঠ করতেন : হে আল্লাহ্‌! আমি দোযখের ফিতনা, দোযখের আযাব, কবরের ফিত্‌না, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা, অভাব-অনটন এবং ঐশ্বর্যের ফিতনা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্‌! আমার পাপসমূহকে বরফ ও শিলার পানি দ্বারা ধুয়ে দিন, আর আমার অন্তরকে পাপ-পঙ্কিলতা হতে এভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। আর আমাকে পাপ হতে এত দূরে রাখুন, যেমন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরত্ব রেখেছেন। হে আল্লাহ্‌! আমি অলসতা, অতি বার্ধক্য, পাপ এবং ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ نَفْسٍ لاَتَشْبَعُ

অতৃপ্ত প্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٦٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَخِيْهِ عَبَّادِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لاَيَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَيَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَتَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَيُسْمَعُ *

৫৪৬৬. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি চারটি বস্তু থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি : অনুপকারী ইলম হতে; ঐ অন্তর হতে, যাতে ভয় থাকে না; ঐ প্রবৃত্তি হতে, যা তৃপ্ত হয় না আর ঐ দু'আ হতে যা কবূল হয় না।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجُوْعِ

ক্ষুধা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٦٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ *

৫৪৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি ক্ষুধা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কেননা তা অতি নিকৃষ্ট সঙ্গী। আর আমি আমানতে খিয়ানত করা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কেননা তা অতি মন্দ চরিত্র।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْخِيَانَةِ

খিয়ানত হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٦٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ وَذَكَرَ اٰخَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَمِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ *

৫৪৬৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি ক্ষুধা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কেননা তা অতি নিকৃষ্ট সাথী। আর খিয়ানত হতে, যা অতি মন্দ চরিত্র।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ

শত্রুতা, নিফাক ও মন্দ চরিত্র থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٦٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ عَنْ حَفْصٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذِهِ الدَّعَوَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَايَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لَايُسْمَعُ وَنَفْسٍ لَاتَشْبَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ هٰؤُلَاءِ الْاَرْبَعِ *

৫৪৬৯. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এই দু'আ করতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অনুপকারী বিদ্যা হতে; এমন অন্তর হতে, যে ভয় করে না; এমন দু'আ হতে যা কবূল হয় না; আর ঐ প্রবৃত্তি হতে, যা তৃপ্ত হয় না। তিনি বললেন : হে আল্লাহ্! আমি এই চারটি বস্তু হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٤٧٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ عَنْ دُوَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ *

৫৪৭০. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করতেন : হে আল্লাহ্! আমি শত্রুতা, নিফাক এবং মন্দ চরিত্র থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْمَغْرَمِ

ঋণের বোঝা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٧١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْحِمْصِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ هُوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَاثَمِ فَقِيْلَ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُكْثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَاثَمِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ *

৫৪৭১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রায়ই পাপ এবং ঋণভার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তখন কেউ তাঁকে প্রশ্ন করলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি পাপ ও ঋণভার থেকে অত্যধিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন ? তিনি বললেন : কোন লোক যখন করযদার হয়, তখন সে কথা বললে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে খেলাফ করে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الدَّيْنِ

দেনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٧٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ اٰخَرَ قَالَ

حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلاَنَ التُّجِيْبِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ دَرَّاجًا اَبَا السَّمْحِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الْهَيْثَمِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ *

৫৪৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমি কুফর এবং দেনা হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি দেনা এবং কুফরকে একই রকম মনে করেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হ্যাঁ।

٥٤٧٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ عَنْ دَرَّاجٍ اَبِى السَّمْحِ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ تَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ قَالَ نَعَمْ *

৫৪৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি আল্লাহ্‌র নিকট কুফর এবং দেনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন এক ব্যক্তি বললো : আপনি কি কুফর এবং দেনাকে একই রকম মনে করেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ

ঋণের প্রাবল্য থেকে আশ্রয় চাওয়া

٥٤٧٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ *

৫৪৭৪. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারুহ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই কথাগুলো দ্বারা দু'আ করতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট ঋণের প্রাবল্য, শত্রুর প্রাধান্য এবং দুশমনের সন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ ضَلَعِ الدَّيْنِ

দেনার চাপ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٧٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْجُرْمِيُّ عَنْ عَبْدِ

الْعَزِيْزِ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ *

৫৪৭৫. আহমদ ইব্‌ন হার্‌ব (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ্! আমিই দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা-আলস্য, ভীরুতা, কৃপণতা এবং ঋণের বোঝা থেকে এবং মানুষের আধিপত্য বিস্তার হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى

ঐশ্বর্যের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٧٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَاْثَمِ *

৫৪৭৬. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি কবরের আযাব, দোযখের ফিতনা, কবরের ফিত্‌না, কবরের আযাব, মসীহ্ দাজ্জালের ফিত্‌না, সম্পদশালী হওয়ার ফিতনার অনিষ্টতা, অভাবগ্রস্ততার ফিতনার অনিষ্টতা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমার পাপসমূহ বরফ এবং শিলার পানি দ্বারা ধুয়ে দিন, আর আমার অন্তরকে পাপসমূহ হতে এমন পবিত্র করে দিন, যেমন আপনি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পবিত্র করে দেন। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আলস্য, অতি বার্ধক্য, ঋণ এবং গুনাহ্ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا

দুনিয়ার ফিত্‌না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٧٧. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُهُ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَرْوِيْهِنَّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৭৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - মুস'আব ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা) তাকে এ সকল দু'আ শিক্ষা দিতেন, আর তিনি তা নবী ﷺ হতে বর্ণনা করতেন : হে আল্লাহ্! আমি কৃপণতা হতে

আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমি কাপুরুষতা হতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, আর অতি বার্ধক্যে পৌঁছা হতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি এবং দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٤٧٨. أَخْبَرَنِيْ هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ الْأَوْدِيِّ قَالاَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكْتِبُ الْغِلْمَانَ وَيَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُبِهِنَّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৭৮. হিলাল ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - মুস'আব ইব্‌ন সা'দ এবং আমর ইব্‌ন মায়মূন আওদী (র) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা) তাঁর সন্তানদেরকে এ সকল দু'আ শিক্ষা দিতেন; যেমন শিক্ষক মক্তবের ছেলেদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক নামাযের পর এ সকল দু'আ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্ধক্যে উপনীত হওয়া, দুনিয়ার ফিত্‌না এবং কবরের আযাব থেকে।

٥٤٧٩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوْءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৭৯. আহমদ ইব্‌ন ফাযালা (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাপুরুষতা, কৃপণতা, নিকৃষ্ট জীবন, অন্তরের ফিত্‌না এবং কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

٥٤٨٠. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ هُوَا أَبُوْ دَاوُدَ الْمُصَاحِفِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ أَنْبَأَنَا يُوْنُسُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوْءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৮০. সুলায়মান ইব্‌ন সালাম বালাখী (র) - - - - আমর ইব্‌ন মায়মূন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচটি বিষয় হতে আশ্রয় চাইতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি— কাপুরুষতা, কৃপণতা, চরম বার্ধক্য, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব হতে।

٥٤٨١. أَخْبَرَنِيْ هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ

عَنْ عَمْروبْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشُّحِّ وَالْجُبْنِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৮১. হিলাল ইব্‌ন আলা (র) ---- আমর ইব্‌ন মায়মূন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশ্রয় চাইতেন কৃপণতা, কাপুরুষতা, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে।

٥٤٨٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مُرْسَلٌ *

৫৪৮২. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ---- আমর ইব্‌ন মায়মূন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশ্রয় চাইতেন। হাদীসটি মুরসাল।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الذَّكَرِ

পুরুষাঙ্গের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٨٣. اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ سَعْدِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيٰى عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمْنِى دُعَاءً اَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ قُلِ اَللّٰهُمَّ عَافِنِى مِنْ شَرِّ سَمْعِى وَبَصَرِى وَلِسَانِى وَقَلْبِى وَشَرِّ مَنِيِّى يَعْنِى ذَكَرَهُ *

৫৪৮৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াকী' (র) ---- শাকাল ইব্‌ন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। তিনি বললেন : তুমি বল, হে আল্লাহ্! আমাকে আমার কান, আমার চোখ, আমার জিহবা, আমার অন্তর এবং আমার বীর্য অর্থাৎ পুরুষাঙ্গের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْكُفْرِ

কুফরের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٨٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ عَنْ دَرَّاجٍ اَبِى السَّمْحِ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ فَقَالَ رَجُلٌ وَيَعْدِلَانِ قَالَ نَعَمْ *

৫৪৮৪. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ (র) ---- আবূ সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফর এবং অভাবগ্রস্ততা থেকে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো : এ দু'টি কি সমপর্যায়ের ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الضَّلَالِ
পথভ্রষ্টতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٨٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ الشَّعْبِىِّ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَزِلَّ اَوْ اَضِلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ *

৫৪৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর ঘর থেকে বের হতেন, তখন তিনি বলতেন : বিস্‌মিল্লাহ্, হে আমার রব! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, পদস্খলিত হওয়া থেকে, রাস্তা ভুলে যাওয়া থেকে, অত্যাচার করা হতে, অত্যাচারিত হওয়া থেকে, মূর্খতাসুলভ আচরণ থেকে এবং কারও মূর্খতাসুলভ আচরণের শিকার হওয়া থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ
শত্রুর আগ্রাসন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٨٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِّىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ *

৫৪৮৬. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ সকল কথা দ্বারা দু'আ করতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ঋণের প্রাবল্য, শত্রুর প্রাধান্য এবং শত্রুর হাসির পাত্র হওয়া থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ
শত্রুর হাসির পাত্র হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٨٧. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ حُيَىٌّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِّىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ *

৫৪৮৭. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসব কথা দ্বারা দু'আ করতেন : হে আল্লাহ্! আপনার নিকট ঋণের প্রাবল্য ও শত্রুর হাসির পাত্র হওয়া থেকে পানাহ চাই।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْهَرَمِ

চরম বার্ধক্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٨٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ هٰرُوْنَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذِهِ الدَّعَوَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْعَجْزِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৪৮৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - - উসমান ইব্ন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এ সকল দু'আ করতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অলসতা, চরম বার্ধক্য, কাপুরুষতা, অকর্মণ্যতা এবং জীবন-মরণের ফিত্না থেকে।

٥٤٨٩ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَاْثَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ *

৫৪৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - - শুআয়ব (র) তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : হে আল্লাহ্! আমি আলস্য, চরম বার্ধক্য, ঋণ এবং গুনাহ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর কানা দাজ্জালের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দোযখের আযাব হতে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ

দুর্ভাগ্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ هٰذِهِ الثَّلاَثَةِ مِنْ دَرْكِ الشَّقَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَجَهْدِ الْبَلاَءِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ثَلاَثَةٌ فَذَكَرْتُ اَرْبَعَةً لاَنِّىْ لاَ اَحْفَظُ الْوَاحِدَ الَّذِىْ لَيْسَ فِيْهِ *

৫৪৯০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তিনটি বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, দুর্ভাগ্য, শত্রুর হাসির পাত্র হওয়া, মন্দ ভাগ্য ও দুর্বিষহ বিপদ হতে। রাবী সুফিয়ান (র) বলেন : বিষয় মূলত তিনটিই, কিন্তু আমি চারটি উল্লেখ করেছি। কেননা আমি একটি স্মরণ রাখতে পারিনি, যে, এ চারটি হতে কোনটি তিনটির বাইরে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ

অপমৃত্যু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَسْتَعِيْذُ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الاَعْدَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَجَهْدِ الْبَلاَءِ *

৫৪৯১. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুর্ভাগ্য, শত্রুর আনন্দ, অপমৃত্যু ও দুর্বিষহ বিপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجُنُوْنِ

পাগলামী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّئِ الْاَسْقَامِ *

৫৪৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি পাগলামী, কুষ্ঠ রোগ এবং শ্বেতরোগ এবং অতি মন্দ রোগ ব্যাধি হতে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ

জিন্নদের কুদৃষ্টি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٣. اَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْاِنْسِ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ اَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوٰى ذٰلِكَ *

৫৪৯৩. হিলাল ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিন্নের কুদৃষ্টি এবং মানুষের কুদৃষ্টি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। পরে যখন সূরা ফালাক এবং সূরা নাস নাযিল হলো, তখন তিনি ঐ সূরাদ্বয় পড়া আরম্ভ করলেন এবং অন্যগুলো পরিত্যাগ করলেন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْكِبَرِ

বার্ধক্যের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٤. اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৯৪. মূসা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - -আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসকল শব্দ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি— আলস্য, চরম বার্ধক্য, কাপুরুষতা, কৃপণতা, গর্বের আপদ, দাজ্জালের ফিত্‌না এবং কবরের আযাব থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ

অতি বার্ধক্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ يُعَلِّمُنَا خَمْسًا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْبِهِنَّ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمَرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - মুস'আব ইব্‌ন সা'দ (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি আমাদেরকে ঐ পাঁচ বস্তু শিক্ষা দিতেন, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করতেন। তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কার্পণ্য হতে এবং আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরুষতা হতে, আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে, আর আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْعُمُرِ

মন্দ জীবন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٦. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ يَعْنِى اَبَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بِجَمْعٍ اَلاَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ سُوْءِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৯৬. ইমরান ইব্‌ন বাক্‌কার (র) - - - - আমর ইব্‌ন মায়মূন (রা) বলেন, একবার আমি উমর (রা)-এর সাথে হজ্জ আদায় করি এবং তাঁকে এক সমাবেশে বলতে শুনি : জেনে রাখ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপর্ণ্য, কাপুরুষতা হতে, আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি মন্দ জীবন থেকে, আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অন্তরের ফিত্‌না হতে এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ

লাভের পর ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٧. اَخْبَرَنَا اَزْهَرُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَافَرَ قَالَ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِفِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ*

৫৪৯৭. আযহার ইব্‌ন জামিল (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজিস্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফর করতেন, তখন বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের কষ্ট, দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন, লাভের পর ক্ষতি, মযলূমের বদ-দু'আ এবং সম্পদ ও পরিবারে মন্দ দৃশ্য থেকে।

٥٤٩٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَافَرَ قَالَ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ *

৫৪৯৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজিস্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফর করতেন, বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের কষ্ট, দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন, লাভের পর ক্ষতি, নির্যাতীতের বদ-দু'আ এবং সম্পদ, বাসস্থান ও সন্তানের ক্ষেত্রে মন্দ দৃশ্য থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ

অত্যাচারিত ব্যক্তির বদ-দু'আ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٩. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوَرِ بَعْدَ الْكَوَرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ *

৫৪৯৯. ইউসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজিস্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন সফর করতেন, তখন তিনি সফরের কষ্ট, দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন, লাভের পর ক্ষতি, অত্যাচারিতের বদ-দু'আ এবং মন্দ দৃশ্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ كَابَةِ الْمُنْقَلَبِ

দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مُقَدَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

بِشْرِ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَالَ بِإِصْبَعِهِ وَمَدَّ شُعْبَةُ بِإِصْبَعِهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ *

৫৫০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুকাদ্দাম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফর করতেন এবং স্বীয় বাহনে আরোহণ করতেন, তখন তিনি স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে শো'বা (রা) অঙ্গুলী ইশারা করে দেখালেন, বলতেন : হে আল্লাহ্! আপনিই সফরের সাথী এবং ঘর ও সম্পদে আপনিই আমার স্থলাভিষিক্ত। হে আল্লাহ্! আমি সফরের কষ্ট এবং দু:খজনক প্রত্যাবর্তন থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ جَارِ السُّوْءِ

মন্দ পড়শী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ *

৫৫০১. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : লোকালয়ের মন্দ পড়শী থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা মরুভূমির প্রতিবেশী তো তোমার নিকট হতে প্রস্থান করবে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

লোকের আধিপত্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٢. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ الْتَمِسْ لِي غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ *

৫৫০২. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ তালহা (রা)-কে বললেন : তোমাদের বালকদের মধ্য হতে এক বালককে আমার খিদমতের জন্য ঠিক কর। এরপর আবূ তালহা (রা) আমাকে তাঁর বাহনের পেছনে উঠিয়ে নিয়ে বের হলেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমত করতাম। যখনই তিনি কোন স্থানে অবতরণ করতেন, আমি প্রায়ই তাঁকে বলতে শুনতাম : হে আল্লাহ্!

আমি চরম বার্ধক্য, চিন্তা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা এবং লোকের আধিপত্য থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

দাজ্জালের ফিত্না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَ وَقَالَ اِنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي قُبُوْرِكُمْ *

৫৫০৩. কুতায়বা (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবরের আযাব এবং দাজ্জালের ফিত্না হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন : তোমরা তোমাদের কবরে ফিত্না বা পরীক্ষার সম্মুখীন হবে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَشَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

দোযখের আযাব ও দাজ্জালের ফিত্না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ مُوْسٰى ابْنِ عُقْبَةَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوالزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৫০৪. আহমদ ইব্ন হাফ্স ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি দোযখের আযাব হতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আর আমি কবরের আযাব হতে আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করি, আমি দাজ্জালের ফিত্না হতে আল্লাহ্র আশ্রয় চাচ্ছি এবং জীবন-মরণের ফিত্নার অনিষ্ট থেকেও আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٥٠٥. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ اَنَّ اَبَا اُسَامَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

৫৫০৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন দুরুস্ত (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কবরের আযাব হতে, আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দোযখের আযাব হতে, আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জীবন-মরণের ফিত্না হতে এবং আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ شَيَاطِيْنِ الْاِنْسِ

মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَشْخَاشٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِيْنِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ قُلْتُ اَوَ لِلْاِنْسِ شَيَاطِيْنُ قَالَ نَعَمْ *

৫৫০৬. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে রয়েছেন। আমি এসে তাঁর নিকট গিয়ে বসলাম। তিনি বললেন : হে আবূ যর! তুমি জিন্ন শয়তান এবং মানুষ শয়তানদের থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আমি বললাম : মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হয় ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا

জীবিতকালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَالِكٌ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عُوْذُوا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

৫৫০৭. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে; তোমরা জীবিতকাল ও মরণকালের ফিত্‌না হতেও আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে; আর তোমরা দাজ্জালের ফিত্‌না থেকেও আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

٥٥٠٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ يَقُوْلُ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

৫৫০৮. আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, তিনি বলতেন : তোমরা কবরের আযাব, দোযখের আযাব থেকে, জীবন-মরণের ফিত্‌না থেকে এবং কানা দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

٥٥٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِىَّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

يَقُوْلُ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَكَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الْاَحْيَاءِ وَالْاَمْوَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

৫৫০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো; আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্‌রই অবাধ্যতা করল। আর তিনি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন কবরের আযাব হতে, দোযখের আযাব হতে, আর জীবিত ও মৃতদের ফিতনা এবং দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে।

٥٥١٠. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ عَلْقَمَةَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مِنْ فِيْهِ اِلَى فِىَّ قَالَ وَقَالَ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ اسْتَعِيْذُوا بِاللّٰهِ مِنْ خَمْسٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

৫৫১০. আবূ দাউদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কবরের আযাব, দোযখের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা এবং দাজ্জালের ফিতনা—এই পাঁচ বস্তু থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ

মৃত্যুর ফিত্‌না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥١١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قُوْلُوا اللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৫১১. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে যেমন কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, তেমনি এই দু'আ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন : বল, হে আল্লাহ ! আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দোযখের আযাব হতে, আর আমরা আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, কবরের আযাব হতে, আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দাজ্জালের ফিতনা হতে এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জীবন ও মৃত্যুর ফিত্‌না থেকে।

٥٤١٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

৫৫১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মায়মূন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে আল্লাহ্‌র আযাব হতে, আর আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে জীবন ও মরণের ফিত্‌না হতে, আর কবরের আযাব এবং দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥١٣. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ يَقُوْلُ فِى دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৫১৩. হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করতেন এবং দু'আয় তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দোযখের আযাব হতে, আপনার আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব হতে, আপনার আশ্রয় চাচ্ছি দাজ্জালের ফিত্‌না হতে এবং আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি জীবন ও মরণের ফিত্‌না থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

কবরের ফিত্‌না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥١٤. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيْرٍ الْمُقْرِئُ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ سُلَيْمَانُ بْنُ سِنَانٍ *

৫৫১৪. আবূ আসিম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর দু'আয় বলতে শুনেছি : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবরের ফিত্‌না, দাজ্জালের ফিত্‌না এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিত্‌না থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ

আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥١٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ عُوْذُوا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

৫৫১৫. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আল্লাহ্র আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, তোমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে কবরের আযাব থেকে, তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে জীবন ও মরণের ফিতনা হতে এবং তোমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে কানা দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥١٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَالْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

৫৫১৬. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দোযখের আযাব, কবরের আযাব এবং কানা দাজ্জালের ফিত্না থেকে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করতেন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

দোযখের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥١٧. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو عَنْ يَحْيٰى اَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

৫৫১৭. মাহমূদ ইব্ন খালিদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব এবং কানা দাজ্জালের ফিত্না থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ حَرِّ النَّارِ

জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা

٥٥١٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ حَسَّانَ عَنْ جَسْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَرَبَّ اِسْرَافِيْلَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৫১৮. আহমদ ইব্ন হাফ্স (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ্! জিব্রাঈল ও মিকাঈলের রব এবং ইস্রাফীলের রব! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের উত্তাপ ও কবরের আযাব থেকে।

٥٥١٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سِنَانٍ الْمُزَنِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ صَلَاتِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الصَّوَابُ *

৫৫১৯. আমর ইব্ন সাওয়াদ (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূল কাসেম ﷺ-কে তাঁর সালাতে বলতে শুনেছি : হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি; কবরের ফিত্না, দাজ্জালের ফিত্না, জীবন-মৃত্যুর ফিত্না এবং জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ থেকে।

٥٥٢٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَاَلَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ *

৫৫২০. কুতায়বা (র) ---- আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহ্‌র নিকট জান্নাত চায়, তখন জান্নাত বলে : হে আল্লাহ্ ! আপনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চায়, জাহান্নাম বলে : হে আল্লাহ্ ! আপনি তাকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দিন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعَ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فِيْهِ

কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٢١. اَخْبَرَنَا عَمْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ سَيِّدَ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ يَقُوْلَ الْعَبْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِىْ وَاَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاِنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاِنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِىْ مُوْقِنًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ خَالَفَهُ الْوَلِيْدُبْنُ ثَعْلَبَةَ *

৫৫২১. আমর ইব্ন আলী (র) ---- শাদ্দাদ ইব্ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার [শ্রেষ্ঠ ক্ষমা প্রার্থনা] এই যে, বান্দা বলবে : হে আল্লাহ্! আপনি আমার রব! আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার বান্দা, আমি আপনার সাথে কৃত ওয়াদা ও

অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। যতটুকু আমার দ্বারা সম্ভব। আমি যা করেছি তার অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আপনার কাছে আমি আমার গুনাহের কথা স্বীকার করছি। আর আপনার নিয়ামতের কথা স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ব্যতীত আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না। যদি কেউ এই দু'আ ভোরবেলা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পড়ে। তারপর মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সন্ধ্যায় পড়ে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلَ وَذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى هِلاَلٍ

আমলের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٢٢. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مُوْسَى بْنُ شَيْبَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِى لُبَابَةَ اَنَّ ابْنَ يَسَافٍ حَدَّثَه اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ مَا كَانَ اَكْثَرَ مَايَدْعُوْ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِه قَالَتْ كَانَ اَكْثَرَ مَا كَانَ يَدْعُوْبِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ *

৫৫২২. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদা ইব্‌ন আবূ লুবাবা (রা) থেকে বর্ণিত। ইব্‌ন ইয়াসাফ তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তিকালের পূর্বে কোন্ দু'আ বেশি পড়তেন ? তিনি বললেন : তিনি প্রায়ইএই দু'আ পড়তেন : হে আল্লাহ্! আমি আমার আমলের অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা আমি করেছি এবং যা এখনও করিনি।

٥٥٢٣. اَخْبَرَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ يَسَافٍ قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ مَاكَانَ اَكْثَرَ مَاكَانَ يَدْعُوْ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ كَانَ اَكْثَرَ دُعَائِهِ اَنْ يَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ بَعْدُ *

৫৫২৩. ইমরান ইব্‌ন বাক্‌কার (র) - - - - ইব্‌ন ইয়াসাফ (রা) বলেন, আয়েশা (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, নবী ﷺ কি দু'আ করতেন ? তিনি বললেন, তিনি প্রায়ই দু'আয় বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি যা করেছি এবং যা এখনো করিনি, তার অনিষ্ট থেকে।

٥٥٢٤. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَاَلْتُ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْ قَالَتْ كَانَ يَقُوْلُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ *

৫৫২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - ফারওয়া ইব্‌ন নওফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন দু'আ করতেন ? তিনি বললেন, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি যা করেছি তার অনিষ্ট হতে এবং যা করিনি তার অনিষ্ট হতে।

٥٥٢٥. اَخْبَرَنَا هَنَّادٌ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ *

৫৫২৫. হান্নাদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি যা করেছি তার অনিষ্ট এবং যা করিনি তার অনিষ্ট হতে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَالَمْ يَعْمَلْ

যা করা হয়নি তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٢٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ ابْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ حَدِّثِيْنِىْ بِشَىْءٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْ بِهٖ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّمَالَمْ اَعْمَلْ *

৫৫২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ফারওয়া ইব্‌ন নওফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা দ্বারা দু'আ করতেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি যা করেছি তার অপকারিতা এবং যা করিনি তার অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٥٢٧. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوٗدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَخْبِرِيْنِىْ بِدُعَاءٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْبِهٖ قَالَتْ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ *

৫৫২৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ফারওয়া ইব্‌ন নওফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : আমাকে ঐ দু'আ সম্বন্ধে অবহিত করুন, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করতেন ? তিনি বললেন, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি যা করেছি, তার অনিষ্ট হতে এবং আমি যা করিনি, তার অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْخَسْفِ

মাটিতে ধসে যাওয়া হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٢٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ

حَدَّثَنِى جُبَيْرُ بْنُ اَبِى سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِى قَالَ جُبَيْرٌ وَهُوَ الْخَسْفُ قَالَ عُبَادَةُ فَلاَ اَدْرِى قَوْلَ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ قَوْلَ جُبَيْرٍ *

৫৫২৮. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : হে আল্লাহ্! আমি আমার নিচের দিকে ধসে যাওয়া থেকে আপনার মর্যাদার আশ্রয় গ্রহণ করছি। জুবায়র (রা) বলেন : এই হাদীসে মাটিতে ধসে যাওয়াকেই বুঝানো হয়েছে। উবাদা (রা) বলেন : আমি জানি না, এটা নবী ﷺ -এর কথা, না জুবায়র (রা)-এর কথা।

٥٥٢٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْفَزَارِىِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ فَذَكَرَ الدُّعَاءَ وَقَالَ فِى اٰخِرِهِ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِى يَعْنِى بِذٰلِكَ الْخَسْفَ *

৫৫২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন খলীল (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ্ ! এরপর উক্ত দু'আর উল্লেখ করলেন। এর শেষদিকে বললেন : আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি মাটিতে ধসে যাওয়া থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ التَّرَدِّىْ وَالْهَدْمِ

উঁচু স্থান হতে পড়া এবং ঘরচাপা পড়া হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٣٠. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ صَيْفِىٍّ مَوْلَى اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الْيَسَرِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ التَّرَدِّى وَالْهَدْمِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرِيْقِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ يَتَخَبَّطَنِىَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَمُوْتَ فِى سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا *

৫৫৩০. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আবুল ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি উপর থেকে পড়ে যাওয়া, ঘরচাপা পড়া, পানিতে ডুবে যাওয়া এবং আগুনে দগ্ধীভূত হওয়া থেকে। আর আমি মৃত্যুকালে শয়তানের ছোঁ মারা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আপনার পথে পৃষ্ঠ প্রদর্শন অবস্থায় মারা যাওয়া হতে এবং আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি সাপ বিচ্ছুর দংশনে মৃত্যুবরণ করা থেকে।

٥٥٣١. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنِى اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ صَيْفِىٍّ عَنْ اَبِى الْيَسَرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَرَمِ

وَالتَّرَدِّى وَالْهَدْمِ وَالْغَمِّ وَالْحَرِيْقِ وَالْغَرَقِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ يَتَخَبَّطَنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَنْ اُقْتَلَ فِى سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا *

৫৫৩১. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবুল ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করার সময় বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি চরম বার্ধক্য, উপর থেকে পড়া, ঘরচাপা পড়া এবং দুঃখ-দুশ্চিন্তা, অগ্নিকান্ড এবং পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করা থেকে, আর আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি যাতে মৃত্যুকালে শয়তান আমাকে বিপথগামী করতে না পারে এবং আপনার আশ্রয় চাচ্ছি যাতে আপনার রাস্তায় জিহাদকালে পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক মারা না যাই। আর আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যাতে সর্প দংশনে মারা না যাই।

٥٥٣٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى صَيْفِىٌّ مَوْلٰى اَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ السَّلْمِىِّ هٰكَذَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَاَعُوذُبِكَ مِنَ التَّرَدِّى وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرِيْقِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ يَتَخَبَّطَنِىَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَمُوْتَ فِى سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا *

৫৫৩২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবুল আসওয়াদ সালামী (রা)-ও ঐরূপ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি-ঘরচাপা পড়া হতে এবং আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি উপর হতে পড়ে যাওয়া থেকে, আর আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি অগিকান্ড এবং পানিতে ডুবে মরা থেকে, আর আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, পাছে মৃত্যুকালে শয়তান আমাকে বিপথগামী করে, আর আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, যাতে আপনার রাস্তায় পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক মৃত্যুবরণ না করি, আর আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছিত যাতে সর্প দংশনে মৃত্যুবরণ না করি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ بِرِضَاءِ اللّٰهِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ تَعَالٰى

আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি হতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশ্রয় গ্রহণ

٥٥٣٣. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنِى الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ الْاَجْدَعِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِى فِرَاشِىْ فَلَمْ اُصِبْهُ فَضَرَبْتُ بِيَدِىْ عَلٰى رَأْسِ الْفِرَاشِ فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلٰى اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ فَاِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ *

৫৫৩৩. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমার বিছানায় তালাশ করলাম। না পেয়ে আমি বিছানার মাথার দিকে হাত দিলাম।

আমার হাত তাঁর পায়ের তলদেশে লাগলো। এ সময় তিনি সিজদায় থেকে বলছিলেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার আযাব হতে আপনার ক্ষমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আপনার অসন্তুষ্টি হতে আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাচ্ছি। আর আমি আপনার থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ ضَيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামত দিবসের সংকীর্ণাবস্থা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٣٤. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنِىْ اَزْهَرُ بْنُ سَعِيْدٍ يُقَالُ لَهُ الْحِرَازِىُّ شَامِىٌّ عَزِيْزُ الْحَدِيْثِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ بِمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْتَتِحُ قِيَامَ اللَّيْلِ قَالَتْ سَاَلْتَنِىْ عَنْ شَىْءٍ مَاسَاَلَنِى عَنْهُ اَحَدٌ كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَاهْدِنِى وَارْزُقْنِى وَعَافِنِىْ وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضَيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫৫৩৪. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - আসিম ইব্‌ন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের নামায কি দিয়ে আরম্ভ করতেন ? তিনি বললেন : তুমি আমাকে এমন প্রশ্ন করেছ, যে সম্পর্কে আমাকে কেউই জিজ্ঞাসা করেনি। তিনি দশবার তাকবীর বলতেন, দশবার সুবহানাল্লাহ্ বলতেন, দশবার ইস্তিগফার করতেন। পরে বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে পথ প্রদর্শন করুন, আমাকে রিয্‌ক দান করুন, আমাকে নিরাপদ রাখুন, আর তিনি কিয়ামত দিবসের সংকীর্ণাবস্থা হতে আশ্রয় চাইতেন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دُعَاءٍ لاَيُسْمَعُ

যে দু'আ শ্রবণ করা হয় না, তা থেকে আশ্রয় চাওয়া

٥٥٣٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَيَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَيَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَتَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَيُسْمَعُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَعِيْدٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بَلْ سَمِعَهُ مِنْ اَخِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ *

৫৫৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ্! আমি যে বিদ্যা উপকারে আসে না, যে অন্তর ভয় করে না, যে প্রবৃত্তি তৃপ্ত হয় না এবং যে দু'আ শ্রবণ করা হয় না, তা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٥٣٦. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ يَحْيٰى قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَخِيْهِ عَبَّادِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا

هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَيَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَيَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَتَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَيُسْمَعُ *

৫৫৩৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ফাযালা ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! আমি অনুপকারী ইল্‌ম, নির্ভয় অন্তর, অতৃপ্ত প্রবৃত্তি এবং ঐ দু'আ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা শ্রবণ করা হয় না।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دُعَاءٍ لاَيُسْتَجَابُ

যে দু'আ কবূল হয় না, তা থেকে পানাহ চাওয়া

٥٥٣٧. اَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ قَالَ كَانَ اِذَا قِيْلَ لِزَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ حَدِّثْنَا مَاسَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَاُحَدِّثُكُمْ اِلاَّ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَنَا بِهِ وَيَاْمُرُنَا اَنْ نَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لاَيَنْفَعُ وَدَعْوَةٍ لاَتُسْتَجَابُ *

৫৫৩৭. ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস্ (রা) বলেন, যখন যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-কে বলা হতো আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা শুনেছেন, তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তখন তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট যা বর্ণনা করেছেন, আমি তোমাদের নিকট তাই বর্ণনা করবো। তিনি আমাদেরকে বলতে আদেশ করেছেন, আমরা যেন বলি : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অপারগতা, অলস্‌তা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্ধক্য এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ্! আমার প্রবৃত্তিকে পরহেযগারী দান করুন এবং একে পবিত্র করুন। আপনি তো উত্তম পবিত্রকারী, আপনিই এর সর্বময় অধিপতি। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অতৃপ্ত প্রবৃত্তি, নির্ভয় অন্তর, অনুপকারী ইলম এবং ঐ দু'আ থেকে, যা কবূল হয় না।

٥٥٣٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَزِلَّ اَوْ اَضِلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْاُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ *

৫৫৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন নিজ ঘর হতে বের হতেন তখন বলতেন : আমি আল্লাহ্‌র নামে বের হচ্ছি। হে আমার রব! আমি পদস্খলিত হওয়া থেকে, পথভ্রষ্টতা হতে, কারো উপর নির্যাতন করা এবং কারো দ্বারা নির্যাতীত হওয়া থেকে এবং আমি মূর্খতাসুলভ আচরণ থেকে এবং আমার উপর অন্যের মূর্খতাসুলভ আচরণ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

كِتَابُ الْاَشْرِبَةِ

অধ্যায় : বিভিন্ন প্রকার পানীয় [ও তার বিধান]

بَابٌ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ

পরিচ্ছেদ : মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ *

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : হে মুমিনগণ ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারণী তীর-এ সমস্তই ঘৃণ্য বস্তু এবং শয়তানের কাজ, সুতরাং তোমরা তা পরিত্যাগ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শক্রতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র যিকির ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না ? (৫ : ৯০-৯১)

٥٥٣٩. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ السُّنِّىُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِى بَيْتِهِ قَالَ اَنْبَاَنَا الْاِمَامُ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ النَّسَائِىُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى مَيْسَرَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِى فِى الْبَقَرَةِ فَدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِى فِى النِّسَاءِ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى فَكَانَ مُنَادِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقَامَ الصَّلَاةَ نَادٰى لَاتَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى فَدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ

الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا *

৫৫৩৯. আবূ বকর ইব্‌ন আহমদ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলো, তখন উমর (রা) দু'আ করলেন : হে আল্লাহ্! মদ সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্ট আদেশ দান করুন। তখন সূরা বাকারার আয়াত নাযিল হলো। উমর (রা)-কে ডেকে ঐ আয়াত পড়ে শোনানো হলো। তিনি দু'আ করলেন : হে আল্লাহ্! মদ সম্পর্কে আমাদেরকে পরিষ্কার আদেশ দান করুন। তখন সূরা নিসা-এর আয়াত নাযিল হলো : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٰى অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশা অবস্থায় সালাতের নিকটেও যাবে না।" এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পক্ষ হতে একজন আহ্বানকারী নামাযের সময় বলতো : তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না। উমর (রা)-কে ডেকে এই আয়াত পড়ে শুনানো হলো। তিনি পুনরায় দু'আ করলেন : হে আল্লাহ্! মদ সম্পর্কে আমাদের জন্য পরিষ্কার হুকুম নাযিল করুন। তারপর যখন সূরা মায়িদার আয়াত নাযিল হলো, তখন উমর (রা)-কে ডেকে তা শুনানো হলো। যখন তিলাওয়াতকারী ঐ আয়াতের فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন উমর (রা) বলে উঠলেন : আমরা নিবৃত্ত হলাম, আমরা নিবৃত্ত হলাম।

ذِكْرُ الشَّرَابِ الَّذِيْ أُهْرِيْقَ بِتَحْرِيْمِ الْخَمْرِ

মদ হারাম হওয়ার পর যে পানীয় ফেলে দেয়া হয়, তার বর্ণনা

٥٥٤٠. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا عَلَى عُمُوْمَتِي اِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَسْقِيْهِمْ مِنْ فَضِيْخٍ لَهُمْ فَقَالُوْا اكْفَأْهَا فَكَفَأْتُهَا فَقُلْتُ لِأَنَسٍ مَاهُوَ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ قَالَ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ *

৫৫৪০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - সুলায়মান তায়মী (র) থেকে বর্ণিত, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) তাদেরকে জানিয়েছেন যে, আমি আমার চাচাদের সাথে গোত্রের মধ্যে দাঁড়ান ছিলাম। আমি ছিলাম বয়সে তাদের সর্বকনিষ্ঠ। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো : খাম্‌র (মদ) হারাম হয়ে গেছে। আমি তখন তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ফাযীখ নামক পানীয় পান করাচ্ছিলাম। তারা বললেন : এই পাত্র উলটে দাও, তখন আমি ঐ পাত্রগুলো উলটে দিলাম। এ সময় আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : ফাযীখ কি? তিনি বললেন : তা শুকনো এবং কাঁচা খেজুরের তৈরি পানীয়। আবূ বকর ইব্‌ন আনাস (র) বললেন : তখন এটাই ছিল তাদের খাম্‌র (মদ)। আনাস (রা) তা শুনে আপত্তি করেন নি।

٥٥٤١. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي

عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ اَسْقِى اَبَا طَلْحَةَ وَاُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ وَاَبَا دُجَانَةَ فِى رَهْطٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ حَدَثَ خَبَرٌ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ فَكَفَأْنَا قَالَ وَمَاهِىَ يَوْمَئِذٍ اِلاَّ الْفَضِيْخُ خَلِيْطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ قَالَ وَقَالَ اَنَسٌ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَاِنَّ عَامَّةَ خُمُوْرِهِمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيْخُ *

৫৫৪১. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, আবূ তাল্‌হা ,উবাঈ ইব্‌ন কা'ব এবং আবূ দুজানা আনসারদের এক দলকে শরাব পান করাতাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বললো : একটা ঘটনা ঘটেছে। মদ হারাম করা হয়েছে। এ খবর শুনে আমরা শরাবের পাত্র উল্টিয়ে দিলাম। তিনি বলেন : তখনকার দিনের মদ ছিল ফাযীখ।

٥٥٤٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِيْنَ حُرِّمَتْ وَاِنَّهُ لَشَرَابُهُمْ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ *

৫৫৪২. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, মদ যখন হারাম হওয়ার সময় হলো, তখন হারাম হলো। আর তাদের শরাব ছিল শুক্‌নো ও কাঁচা খেজুর দ্বারা তৈরি।

اِسْتِحْقَاقُ الْخَمْرِ لِشَرَابِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

কাঁচা ও শুকনো খেজুর মিশ্রিত পানীয়ের 'মদ' নামকরণ

٥٥٤٣. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ *

৫৫৪৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) বলেন : কাঁচা ও শুক্‌নো খেজুরের শরাবকে খাম্‌র বলা হয়।

٥٥٤٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ رَفَعَهُ الْاَعْمَشُ *

৫৫৪৪. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - মুহারিব ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) কে বলতে শুনেছি, কাঁচা ও শুকনো খেজুরের শরাব খাম্‌র (মদ)।

٥٥٤٥. اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ اَنْبَاَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ *

৫৫৪৫. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আঙ্গুর এবং খেজুর মিশ্রিত পানীয় খাম্‌র (মদ)।

نَهْىُ الْبَيَانِ عَنْ شُرْبِ نَبِيْذِ الْخَلِيْطَيْنِ الرَّاجِعَةِ اِلَى بَيَانِ الْبَلْحِ وَالتَّمْرِ

পেকে ওঠা খেজুর ও শুকনো খেজুরযোগে তৈরি পানীয় পানের নিষেধাজ্ঞার ভিত্তিতে যে কোন দুই উপাদানযোগে তৈরি পানীয়ের নিষিদ্ধতা

٥٥٤٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلٰى عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْبَلْحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ *

৫৫৪৬. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেকে ওঠা কাঁচা খেজুর ও শুকনো খেজুর এবং আঙুর ও খেজুরযোগে তৈরি পানীয় পান করতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ خَلِيْطُ الْبَلْحِ وَالزَّهْوِ

আধাপাকা ও হলদে হয়ে ওঠা খেজুরের মিশ্রণ

٥٥٤٧. اَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ وَاَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ وَالزَّهْوُ *

৫৫৪৭. ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোলে, হানতাম, মুযাফ্‌ফাত এবং নকীরে পানীয় তৈরি করতে এবং আধাপাকা ও হলদে হয়ে ওঠা খেজুর মিশাতে নিষেধ করেছেন।

٥٥٤٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ اَبِى عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَزَادَ مَرَّةً اُخْرٰى وَالنَّقِيْرِ وَاَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ بِالزَّبِيْبِ وَالزَّهْوُ بِالتَّمْرِ *

৫৫৪৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, মুযাফ্‌ফাত এবং কাঠের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, আর তিনি খেজুরকে কিশমিশের সাথে এবং কাঁচা খেজুরকে শুকনো খেজুরের সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন।

٥٥٤٩. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى اَرْطَاةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ *

৫৫৪৯. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন জা'ফর (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাঁচা ও শুকনো খেজুর এবং কিশমিশ ও খেজুর মিশিয়ে ভেজাতে নিষেধ করেছেন।

خَلِيْطُ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ

কাঁচা ও পাকা খেজুরের মিকচার

٥٥٥٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَتَجْمَعُوْا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَلاَ بَيْنَ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ *

৫৫৫০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : খেজুর এবং কিশমিশ মিশাবে না এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করবে না।

٥٥٥١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًا وَلاَتَنْبِذُوا الزَّبِيْبَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًا *

৫৫৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশিয়ে শরাব বানাবে না এবং কিশমিশ ও পাকা খেজুর একত্রে মিশাবে না।

خَلِيْطُ الزَّهْوِ وَالْبُسْرِ

হলদে হয়ে ওঠা ও কাঁচা খেজুরের মিশ্রণ

٥٥٥٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ وَاَنْ يُخْلَطَ الزَّهْوُ وَالتَّمْرُ وَالزَّهْوُ وَالْبُسْرُ *

৫৫৫২. আহমদ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেজুর এবং কিশমিশ মিশাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি হলদে হয়ে ওঠা ও শুকনো খেজুর মিশাতে নিষেধ করেছেন।

خَلِيْطُ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ

কাঁচা ও পাকা তাজা খেজুরের মিশ্রণ

٥٥٥٣. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ خَلِيْطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ *

৫৫৫৩. ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খেজুর ও কিশমিশ এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশাতে নিষেধ করেছেন।

٥٥٥٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ عَنْ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا بِسْطَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتَخْلِطُوا الزَّبِيْبَ وَالتَّمْرَ وَلَا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ *

৫৫৫৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কিশমিশ ও খেজুর মিশাবে না এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করবে না।

خَلِيْطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

কাঁচা এবং পাকা শুকনো খেজুরের মিশ্রণ

٥٥٥٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ جَمِيْعًا وَنَهٰى اَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيْعًا *

৫৫৫৫. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিশমিশ ও খেজুর মিশিয়ে এবং কাঁচা ও শুকনো পাকা খেজুর মিশ্রিত করে একত্রে ভেজাতে নিষেধ করেছেন।

٥٥٥٦. اَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ اَنْ يُخْلَطَا وَعَنِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ اَنْ يُخْلَطَا وَكَتَبَ اِلٰى اَهْلِ هَجَرَ اَنْ لَاتَخْلِطُوا الزَّبِيْبَ وَالتَّمْرَ جَمِيْعًا *

৫৫৫৬. ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, হানতাম, মুযাফ্‌ফাত, নকীর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি কাঁচা ও পাকা খেজুর এবং কিশমিশ ও খেজুর মিশ্রিত পানীয় তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি হাজার নামক এলাকাবাসীদেরকে লিখেন যে, তোমরা কিশমিশ এবং খেজুর একসাথে মিশ্রিত করবে না।

٥٥٥٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَانَا حُمَيْدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْبُسْرُ وَحْدَهُ حَرَامٌ وَمَعَ التَّمْرِ حَرَامٌ *

৫৫৫৭. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শুধু কাঁচা খেজুরের শরাবও হারাম এবং শুক্‌নো খেজুরের সাথে মিশ্রিত করাও হারাম।

خَلِيْطُ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ

কাঁচা খেজুর ও কিশমিশের মিশ্রণ

٥٥٥٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خَلِيْطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ *

৫৫৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম ও আলী ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেজুর এবং কিশমিশ মিশাতে এবং কাঁচা ও শুকনো খেজুর একত্রে ভেজাতে নিষেধ করেছেন।

٥٥٥٩. اَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَاوَرْدِىُّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ اَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ اَنْ يُنْبَذَا جَمِيْعًا *

৫৫৫৯. কুরায়শ ইব্‌ন আবদুর রহীম বাওয়ারদী (র) - - - - আমর ইব্‌ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেজুর ও কিশমিশ মিশাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি কাঁচা ও পাকা খেজুর একসাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন।

خَلِيْطُ الرُّطَبِ وَالزَّبِيْبِ

ভেজা খেজুর ও আঙুরের মিশ্রণ

٥٥٦٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَتَنْبِذُوْا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ وَلاَ تَنْبِذُوْا الرُّطَبَ وَالزَّبِيْبَ جَمِيْعًا *

৫৫৬০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কাঁচা খেজুর ও পাকা তাজা খেজুর মিশিয়ে পানীয় তৈরি করো না, এবং পাকা খেজুর ও কিশমিশ মিশিয়েও পানীয় তৈরি করো না।

خَلِيْطُ الْبُسْرِ وَالزَّبِيْبِ

কাঁচা খেজুর ও কিশমিশ মিশ্রিত করা

٥٥٦١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيْبُ وَالْبُسْرُ جَمِيْعًا وَنَهٰى اَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيْعًا *

৫৫৬১. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিশমিশ ও কাঁচা খেজুর এক সাথে মিশিয়ে পানীয় তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি কাঁচা খেজুর ও ভেজা খেজুরও এক সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন।

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِىْ مِنْ اَجْلِهَا نَهٰى عَنِ الْخَلِيْطَيْنِ وَهِىَ لِيَقْوٰى اَحَدُهُمَا عَلٰى صَاحِبِهِ

দুই উপাদান মিশ্রিত করা নিষেধ হওয়ার কারণ তাতে একটির উপর অন্যটি প্রবল হয়ে মাদকতার স্তরে পৌঁছে যেতে পারে

٥٥٦٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ وِقَاءِ بْنِ اِيَاسٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيْذًا يَبْغِىْ اَحَدُهُمَا عَلٰى صَاحِبِهِ قَالَ وَسَاَلْتُهُ عَنِ الْفَضِيْخِ فَنَهَانِىْ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ الْمُذْنِبَ مِنَ الْبُسْرِ مَخَافَةَ اَنْ يَكُوْنَا شَيْئَيْنِ فَكُنَّا نَقْطَعُهُ *

৫৫৬২. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র)- - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই বস্তু মিশিয়ে নবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন। কেননা তাতে একটি অন্যটির উপর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ফাযীখ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা পান করতে নিষেধ করেন। আর তিনি ঐ খেজুর পছন্দ করতেন না, যা একদিক থেকে পাকতে শুরু করেছে। কেননা তাতে দুই বস্তু হওয়ার ভয় রয়েছে। সেজন্য আমরা তার যেদিক থেকে পাকা শুরু হয়েছে তা কেটে ফেলতাম।

٥٥٦٣. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ قَالَ شَهِدْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ اُتِىَ بِبُسْرٍ مُذْنِبٍ فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ *

৫৫৬৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ ইদরীস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর নিকট একদিকে অর্ধপাকা খেজুর উপস্থিত করা হলে তিনি তা কেটে ফেলছেন।

٥٥٦٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ قَالَ قَتَادَةُ كَانَ اَنَسٌ يَاْمُرُ بِالتَّذْنُوْبِ فَيُقْرَضُ *

৫৫৬৪. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - কাতাদা (র) বলেন, আনাস (রা) ঐ খেজুরকে একদিক থেকে কেটে ফেলার আদেশ দিতেন, যার একদিক পাকা।

٥٥٦٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ كَانَ لاَيَدَعُ شَيْئًا قَدْ اَرْطَبَ اِلاَّ عَزَلَهُ عَنْ فَضِيْخِهِ *

৫৫৬৫. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্‌র (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নিজের কাঁচা খেজুর হতে ঐ অংশটুকু কেটে ফেলতেন, যেটুকু পেকে গেছে।

اَلتَّرَخُّصُ فِى انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ وَشُرْبِهِ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ فِىْ فَضِيْخِهِ

নেশাকর হওয়ার আগে শুধু কাঁচা খেজুরের পানীয় পানের অনুমতি

٥٥٦٦. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَنْبِذُوْا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًا وَلاَ الْبُسْرَ وَالزَّبِيْبَ جَمِيْعًا وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى حِدَتِهِ *

৫৫৬৬. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কাঁচা এবং তাজা পাকা খেজুর একত্রে মিশিয়ে পানীয় তৈরি করবে না। আর কিশমিশ এবং কাঁচা খেজুরও একত্রে ভেজাবে না, বরং এগুলো পৃথক পৃথকভাবে ভেজাবে।

اَلرُّخْصَةُ فِى الْاِنْتِبَاذِ فِى الْاَسْقِيَةِ الَّتِىْ يُلاَثُ عَلٰى اَفْوَاهِهَا

মুখবন্ধ পাত্রে নাবীয তৈরির অনুমতি

٥٥٦٧. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ خَلِيْطِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَخَلِيْطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ لِتَنْبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى حِدَةٍ فِى الْاَسْقِيَةِ الَّتِى يُلاَثُ عَلٰى اَفْوَاهِهَا *

৫৫৬৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন দুরস্ত (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাঁচা এবং শুকনো খেজুর মিশ্রিত করে ভেজাতে নিষেধ করেছেন, এবং অর্ধপাকা এবং শুকনো খেজুর মিশ্রিত করে ভেজাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : এদের প্রত্যেকটি পৃথকভাবে ঐ পাত্রে ভেজাবে যার মুখবন্ধ করা হয়েছে।

اَلتَّرَخُّصُ فِىْ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَحْدَهُ

শুধু খেজুর ভেজানোর অনুমতি

٥٥٦٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِىِّ قَالَ

حَدَّثَنَا اَبُوْ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُخْلَطَ بُسْرٌ بِتَمْرٍ اَوْ زَبِيْبٌ بِتَمْرٍ اَوْ زَبِيْبٌ بِبُسْرٍ وَقَالَ مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا تَمْرًا فَرْدًا اَوْ بُسْرًا فَرْدًا اَوْ زَبِيْبًا فَرْدًا *

৫৫৬৮. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাঁচা খেজুরকে শুকনো খেজুরের সাথে মিশাতে অথবা কিশমিশকে শুকনো খেজুরের সাথে কিংবা কিশমিশকে কাঁচা খেজুরের সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি তা পান করতে চায়, সে যেন পৃথক পৃথকভাবে পান করে। খেজুরকে পৃথক, অর্ধপাকা খেজুরকে পৃথক এবং আঙুরকে পৃথক।

٥٥٦٩. اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىُّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ اَوْ زَبِيْبًا بِتَمْرٍ اَوْ زَبِيْبًا بِبُسْرٍ وَقَالَ مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا اَبُوْ الْمُتَوَكِّلِ اسْمُهُ عَلِىُّ بْنُ دَاوُدَ *

৫৫৬৯. আহমদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ শুকনো খেজুরের সাথে অর্ধপাকা খেজুর মিশাতে, অথবা শুকনো খেজুরের সাথে কিশমিশ বা অর্ধপাকা খেজুরের সাথে কিশমিশ মিশাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে এগুলো পান করতে চায়, সে যেন পৃথক পৃথকভাবে পান করে।

اِنْتِبَاذُ الزَّبِيْبِ وَحْدَهُ

শুধু কিশমিশ দ্বারা নাবীয তৈরি

٥٥٧٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ كَثِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ وَقَالَ انْبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى حِدَةٍ *

৫৫৭০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাঁচা খেজুর ও কিশমিশ এবং অর্ধপাকা খেজুর ও শুকনো খেজুর একত্রে মিশাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক ভেজাবে।

اَلرُّخْصَةُ فِىْ اِنْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ

কাঁচা খেজুরকে পৃথক ভেজানো

٥٥٧١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافٰى يَعْنِىْ ابْنَ عِمْرَانَ عَنْ

اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَقَالَ انْتَبِذُوْا الزَّبِيْبَ فَرْدًا وَالتَّمْرَ فَرْدًا وَالْبُسْرَ فَرْدًا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ كَثِيْرٍ اسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ‎*

৫৫৭১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্মার (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খেজুর এবং কিশমিশ একত্রে ভেজাতে নিষেধ করেছেন এবং শুকনো ও অর্ধপাকা খেজুর একত্রে ভেজাতেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : কিশমিশকে পৃথক এবং খেজুর পৃথক ভেজাবে এবং অর্ধপাকা খেজুরও পৃথক ভেজাবে।

تَاْوِيْلُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا

আয়াত : وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكْرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا-এর ব্যাখ্যা

٥٥٧٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ كَثِيْرٍ ح وَاَنْبَانَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ كَثِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ وَقَالَ سُوَيْدٌ فِىْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ ‎*

৫৫৭২. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র ও হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এদু'টি থেকেই মদ প্রস্তুত হয়। সুওয়ায়দ (রা)-এর বর্ণনায় আছে এ দুটো গাছ অর্থাৎ খেজুর ও আঙুরের গাছ থেকে।

٥٥٧٣. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ ‎*

৫৫৭৩. যিয়াদ ইব্ন আইয়্যূব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খেজুর ও আঙুর এ দু'টি গাছ (-এর ফল) থেকেই মদ তৈরি হয়।

٥٥٧٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَالشَّعْبِىِّ قَالَا السَّكَرُ خَمْرٌ ‎*

৫৫৭৪. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - ইব্রাহীম এবং শা'বী (র) বলেন : سَكَرٌ অর্থ মদ।

٥٥٧٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ السَّكَرُ خَمْرٌ *

৫৫৭৫. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) ---- সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : سَكَرٌ অর্থ - মদ।

٥٥٧٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنْ حَبِيْبٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ السَّكَرُ خَمْرٌ *

৫৫৭৬. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ---- সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : سَكَرٌ অর্থ - মদ।

٥٥٧٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ السَّكَرُ حَرَامٌ وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ حَلاَلٌ *

৫৫৭৭. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) ---- সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়াতে, 'সাকার' হলো হারাম এবং 'উত্তম রিযক্' হলো- হালাল।

ذِكْرُ اَنْوَاعِ الاَشْيَاءِ الَّتِىْ كَانَتْ مِنْهَا الْخَمْرُ حِيْنَ نَزَلَ تَحْرِيْمُهَا

মদ হারাম হওয়ার সময় যে সব বস্তু দ্বারা মদ তৈরি হতো তার বর্ণনা

٥٥٧٨. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَخْطُبُ عَلٰى مِنْبَرِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اَلاَ اِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِىَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْخَمْرُ مَاخَامَرَ الْعَقْلَ *

৫৫৭৮. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে মিম্বরে খতবা দিতে শুনি। তিনি বলেন : ওহে লোকসকল! যেদিন মদ হারাম করা হয়েছিল, তখন পাঁচ বস্তু দ্বারা মদ তৈরি হতো : আঙুর, খেজুর, মধু, গম ও যব। আর তাই মদ যা দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন করে।

٥٥٧٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ زَكَرِيَّا وَاَبِىْ حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيْمُهَا وَهِىَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ *

৫৫৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে মিম্বরে বলতে শুনেছি। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার পর বলেন : জেনে রাখ ! যখন মদ হারাম হয় তখন খেজুর, গম, যব, মধু এবং আঙুর এ পাঁচটি বস্তু থেকে মদ তৈরি হতো।

٥٥٨٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ وَالْعِنَبِ *

৫৫৮০. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মদ পাঁচ বস্তু দ্বারা প্রস্তুত হয়, খেজুর, গম, যব, মধু এবং আঙুর।

تَحْرِيْمُ الْاَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ مِنَ الْاَثْمَارِ وَالْحُبُوْبِ كَانَتْ عَلَى اخْتِلَافِ اَجْنَاسِهَا لِشَارِبِيْهَا

ফল এবং খাদ্য থেকে তৈরি নেশাকর পানীয়সমূহ হারাম

٥٥٨١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ اِنَّ اَهْلَنَا يَنْبِذُوْنَ لَنَا شَرَابًا عَشِيًّا فَاِذَا اَصْبَحْنَا شَرِبْنَا قَالَ اَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ وَاُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَيْكَ اَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ وَاُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَيْكَ اَنَّ اَهْلَ خَيْبَرَ يَنْتَبِذُوْنَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا وَيُسَمُّوْنَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِىَ الْخَمْرُ وَاِنَّ اَهْلَ فَدَكٍ يَنْتَبِذُوْنَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا يُسَمُّوْنَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِىَ الْخَمْرُ حَتّٰى عَدَّ اَشْرِبَةً اَرْبَعَةً اَحَدُهَا الْعَسَلُ *

৫৫৮১. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো : সন্ধ্যায় লোক আমাদের জন্য পানীয় তৈরি করে, পরে আমরা তা ভোরে পান করি। আবদুল্লাহ (রা) বললো : আমি তোমাকে মাদক দ্রব্য থেকে নিষেধ করছি, তা অল্প হোক বা অধিক। আর আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্য দিয়ে নিষেধ করছি - মাদকদ্রব্য থেকে ; তা কম হোক বা বেশি। খায়বারবাসীরা অমুক অমুক বস্তু হতে মদ তৈরি করতো এবং তার এটা ওটা নাম রাখতো, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা মদ, আর ফাদাকবাসীরা অমুক অমুক বস্তুর শরাব তৈরি করে তার এই নাম রাখে, অথচ তাও মদ। এভাবে তিনি চার প্রকার শরাবের কথা বললেন, এর মধ্যে একটা ছিল মধুর শরাব।

اِثْبَاتُ اِسْمِ الْخَمْرِ لِكُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الْاَشْرِبَةِ

প্রত্যেক নেশাকর পানীয়ের জন্যই খাম্‌র (মদ) নাম প্রযোজ্য

٥٥٨٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ

حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ *

৫৫৮২. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই খাম্র (মদ)।

٥٥٨٣. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ قَالَ الْحُسَيْنُ قَالَ اَحْمَدُ وَهٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ *

৫৫৮৩. হুসায়ন ইব্ন মানসূর ইব্ন জা'ফর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই খাম্র।

٥٥٨٤. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ *

৫৫৮৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন দুরস্ত (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নেশাদ্রব্যই খাম্র।

٥٥٨٥. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৮৫. আলী ইব্ন মায়মূন (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম, আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই খাম্র।

٥٥٨٦. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ *

৫৫৮৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই খাম্র।

تَحْرِيْمُ كُلِّ شَرَابٍ اَسْكَرَ

প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম

٥٥٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

٥٥٨٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

٥٥٨٩. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُنْبَذَ فِى الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৮৯. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা, মুযাফ্‌ফাত, নকীর ও হানতাম নামক পাত্রে নবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেন, প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

٥٥٩٠. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَتَنْبِذُوْا فِى الدُّبَّاءِ وَلاَ الْمُزَفَّتِ وَلاَ النَّقِيْرِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৯০. আবূ দাউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা দুব্বায়, মুযাফ্‌ফাত, নকীরে নবীয প্রস্তুত করবে না এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

٥٥٩١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَقُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ *

৫৫৯১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক পানীয়, যা মাদকতা সৃষ্টি করে, হারাম।

٥٥٩٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ ح وَاَنْبَاَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ حَرَامٌ اللَّفْظُ لِسُوَيْدٍ *

৫৫৯২. কুতায়বা সুওয়ায়দ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট মধুর তৈরি শরাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : প্রত্যেক নেশাযুক্ত পানীয়ই হারাম।

٥٥٩٣. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَالْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ *

৫৫৯৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মধুর শরাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : প্রত্যেক পানীয় যাতে মাদকতা রয়েছে, তা হারাম। আর মধুর শরাবকে বিত' বলা হয়।

٥٥٩٤. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَالْبِتْعُ هُوَ نَبِيْذُ الْعَسَلِ *

৫৫৯৪. আলী ইব্‌ন মায়মূন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মধুর তৈরি শরাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : যে বস্তুই মাদকতা আনে তা হারাম। আর বিত্‌' হলো মধুর তৈরি শরাব।

٥٥٩٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوْفٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِيْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৯৫. আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুওয়ায়দ ইব্‌ন মানজুফ ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন হায়সাম (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

٥٥٩٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَمُعَاذٌ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ مُعَاذٌ اِنَّكَ تَبْعَثُنَا اِلٰى اَرْضٍ كَثِيْرٌ شَرَابُ اَهْلِهَا فَمَا اَشْرَبُ قَالَ اشْرَبْ وَلاَ تَشْرَبْ مُسْكِرًا *

৫৫৯৬. আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ বুরদা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন ; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এবং মু'আয (রা)-কে ইয়ামনে পাঠান। মুআয (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে এমন এক দেশে পাঠাচ্ছেন, যেখানকার অধিবাসীগণ নানারকমের পানীয় ব্যবহার করে থাকে। আমরা কী পান করবো ? তিনি বললেন : তোমরা পানীয় পান করবে কিন্তু ঐ পানীয় যাতে মাদকতা থাকে, তা পান করবে না।

٥٥٩٧. اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ مُوْسٰى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيْشُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ الْاَيَامِيُّ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৯৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা বাল্খী (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

٥٥٩٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَنْبَاَنَا الاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ السَّدُوْسِىُّ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً سَاَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّا نَرْكَبُ اَسْفَارًا فَتَبْرُزُ لَنَا الاَشْرِبَةُ فِى الاَسْوَاقِ لاَنَدْرِى اَوْعِيَتَهَا فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَذَهَبَ يُعِيْدُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَذَهَبَ يُعِيْدُ فَقَالَ هُوَ مَا اَقُوْلُ لَكَ *

৫৫৯৮. সুওয়ায়দ (র) - - - - আসওয়াদ ইব্ন শায়বান সাদূসী (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি আতা (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো : আমরা বিভিন্ন সফরে যাই। তখন বাজারে নানা রকম পানীয় দেখি; কিন্তু ঐ পানীয় কোন্ পাত্রে বানানো হয়েছে, তা জানি না। আতা (র) বললেন : প্রত্যেক নেশাকরবস্তু হারাম। ঐ ব্যক্তি তার প্রশ্নের পুনরাববৃত্তি করল। তিনি বললেন, প্রত্যেক নেশাকর বস্তু হারাম। লোকটি আবারও সেই প্রশ্ন করল। তিনি বললেন : আমি তোমাকে যা বলেছি, তা-ই ঠিক।

٥٥٩٩. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هرُوْنَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৯৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্ন সিরীন (র) বলেন, প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

٥٦٠٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجَزَرِىِّ قَالَ كَتَبَ اِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لاَ تَشْرَبُوْا مِنَ الطِّلاَءِ حَتّٰى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০০. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবদুল মালিক ইব্ন তুফায়ল জাযারী (র) বলেন : উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) আমাদের নিকট ফরমান পাঠান যে, তোমরা জ্বালানো দ্রাক্ষারস পান করবে না, যতক্ষণ না তার দুই-তৃতীয়াংশ চলে যায় এবং এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে। আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

٥٦٠١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الصَّعْقِ بْنِ حَزْنٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اِلَى عَدِىِّ بْنِ اَرْطَاةَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০১. সুওয়ায়দ (র) - - - - সা'ক ইব্ন হায্ন (র) বলেন : উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) আদী ইব্ন আরতাত (র)-কে লিখলেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

٥٦٠٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيْشُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الاَشْعَرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০২. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

تَفْسِيْرُ الْبِتْعِ وَالْمِزْرِ

মিয্‌র ও বিত'-এর ব্যাখ্যা[১]

٥٦٠٣. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْاَجْلَحِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ بِهَا اَشْرِبَةً فَمَا اَشْرَبُ وَمَا اَدَعُ قَالَ وَمَاهِىَ قُلْتُ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ قَالَ وَمَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ قُلْتُ اَمَّا الْبِتْعُ فَنَبِيْذُ الْعَسَلِ وَاَمَّا الْمِزْرُ فَنَبِيْذُ الذُّرَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَشْرَبْ مُسْكِرًا فَاِنِّىْ حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ *

৫৬০৩. সুওয়ায়দ (র) ---- আবূ মূসা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন, তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সেখানে বিভিন্ন ধরনের পানীয় পাওয়া যায়। আমি কোন্ প্রকার পানীয় পান করবো এবং কোন প্রকার বর্জন করবো ? তিনি বললেন : সেখানে কোন্ প্রকার পানীয় পাওয়া যায় ? আমি বললাম : বিত' এবং মিয্‌র। তিনি বললেন : তা কি দিয়ে তৈরি হয় ? আমি বললাম : বিত্' মধু দ্বারা তৈরি হয় এবং মিয্‌র ভুট্টার দ্বারা। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে শরাবে মাদকতা রয়েছে তা পান করবে না। কেননা আমি প্রত্যেক মাদকতাপূর্ণ শরাবকে হারাম করেছি।

٥٦٠٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ بِهَا اَشْرِبَةً يُقَالُ لَهَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ قَالَ وَمَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرِ قُلْتُ شَرَابٌ يَكُوْنُ مِنَ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ يَكُوْنُ مِنَ الشَّعِيْرِ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম ইব্‌ন সুলায়মান (র) ----- আবূ বুরদা (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ইয়ামানে পাঠান। তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সেখানে মিয্‌র এবং বিত্' পাওয়া যায়। তিনি বললেন : বিত্' ও মিয্‌র কী বস্তু? আমি বললাম : বিত্' এক প্রকার পানীয় যা মধু দ্বারা তৈরি করা হয়; আর মিয্‌র যব দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যা মাদকতা সৃষ্টি করে, তা-ই হারাম।

٥٦٠٥. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اٰيَةَ

---

১. বিত' হলো মধু থেকে তৈরি শরাব, আর গম, যব ইত্যাদি থেকে তৈরি পানীয়কে বলা হয় মিয্‌র।

الْخَمْرِ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ الْمِزْرَ قَالَ وَمَا الْمِزْرُ قَالَ حَبَّةٌ تُصْنَعُ بِالْيَمَنِ فَقَالَ تُسْكِرُ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০৫. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুতবায় মদের আয়াত পাঠ করলেন। তখন এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মিয্‌র-এর কী বিধান ? তিনি বললেন : মিয্‌র কী ? সে বললো : এক প্রকার পানীয়, যা ইয়ামানে তৈরি হয়। তিনি বললেন : তাতে মাদকতা আছে কি ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : যা মাদকতা সৃষ্টি করে, তা হারাম।

٥٦٠٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِى الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ فَقِيلَ لَهُ اَفْتِنَا فِي الْبَاذِقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ *

৫৬০৬. কুতায়বা (র) - - - - আবুল জুওয়াইরিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট কাউকে প্রশ্ন করতে শুনলাম, কেউ তাঁকে বললো : আমাকে বাযাক সম্বন্ধে কিছু বলুন, তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় বাযাক ছিল না। আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

تَحْرِيْمُ كُلِّ شَرَابٍ اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ

যা অধিক পানে মাদকতা আসে, তা হারাম

٥٦٠٧. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ *

৫৬০৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে পানীয় বস্তুর অধিক পানে মাদকতা আসে, তার অল্পও হারাম।

٥٦٠٨. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيْلِ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ *

৫৬০৮. হুমায়দ ইব্‌ন মাখ্‌লাদ (র) - - - - 'আমির ইব্‌ন সা'দ (র) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি তোমাদেরকে ঐ পানীয় বস্তুর অল্পও পান করতে নিষেধ করছি, যার অধিক পানে মাদকতা সৃষ্টি হয়।

٥٦٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْاَشَجِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَلِيْلِ مَااَسْكَرَ كَثِيْرُهُ *

৫৬০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আম্মার (র) - - - - 'আমির ইব্‌ন সা'দ (র) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ঐ পানীয় বস্তুর অল্পও পান করতে নিষেধ করেছেন, যার অধিক পানে মাদকতা সৃষ্টি হয়।

٥٦١٠. اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ اَخْبَرَنِى خَالِدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيْذٍ صَنَعْتُهُ لَهُ فِى دُبَّاءٍ فَجِئْتُهُ بِهِ فَقَالَ اَدْنِهِ فَاَدْنَيْتُهُ مِنْهُ فَاِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ اضْرِبْ بِهٰذَا الْحَائِطَ فَاِنَّ هٰذَا شَرَابُ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَفِى هٰذَا دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيمِ السُّكْرِ قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ وَلَيْسَ كَمَا يَقُوْلُ الْمُخَادِعُوْنَ لاَنْفُسِهِمْ بِتَحْرِمِهِمْ اٰخِرِ الشَّرْبَةِ وَتَحْلِيْلِهِمْ مَاتَقَدَّمَهَا الَّذِى يُشْرَبُ فِى الْفَرَقِ قَبْلَهَا وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ السُّكْرَ بِكُلِّيَّتِهِ لاَ يَحْدُثُ عَلَى الشَّرْبَةِ الاٰخِرَةِ دُوْنَ الْاُوْلَى وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْقُ *

৫৬১০. হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি জানলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযা রেখেছেন। আমি তাঁর ইফতারের সময় নবীয নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম, যা আমি তাঁর জন্য কদুর খোলে তৈরি করেছিলাম। তিনি বললেন : নিকটে আনো। আমি যখন তা নিকটে নিলাম, তখন তা গাঁজাচ্ছিল। এরপর তিনি বললেন : দেওয়ালে ছুঁড়ে মার। কেননা এটা ঐ ব্যক্তির পানীয় যে আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না।

আবূ আবদুর রহমান বলেন : এতে মাদকদ্রব্য হারাম হওয়ার প্রমাণ রয়েছে; অল্প হোক বা বেশি। এর বিপরীত সেই আত্মপ্রবঞ্চকদের এ কথা ঠিক নয় যে, পানপাত্রের সর্বশেষ চুমুকটি হারাম, আগে যা পান করেছে, তা হারাম নয়। জ্ঞানীজনের মধ্যে এই বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, নেশা প্রথম বা দ্বিতীয় চুমুক বা কেবল শেষ চুমুকে আসে তা না ; বরং সবগুলো চুমুকের সমষ্টি দ্বারাই নেশা সৃষ্টি হয়।

اَلنَّهْىُ عَنْ نَبِيْذِ الْجِعَةِ وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنَ الشَّعِيْرِ

যবের তৈরি শরাব পান করা নিষেধ

٥٦١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوْحَانَ عَنْ عَلِىٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ قَالَ نَهَانِى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْقَسِّىِّ وَالْمِيْثَرَةِ وَالْجِعَةِ *

৫৬১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সোনার বালা ও রেশমী কাপড় পরিধান করতে, আর রেশমী লাল জীনপোশে সওয়ার হতে এবং যবের তৈরি শরাব পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦١٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ صَعْصَعَةُ لِعَلِىِّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ اَنْهَنَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَهَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ *

৫৬১২. কুতায়বা (র) - - - - সা'সা' (র) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাদেরকে ঐ সকল বস্তু হতে নিষেধ করুন, যা থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দুব্বা এবং হান্‌তাম থেকে নিষেধ করেছেন।

ذِكْرُ مَا كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فِيْهِ

যে পাত্রে নবী ﷺ -এর নাবীয[1] তৈরি করা হত

٥٦١٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِى تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ *

৫৬১৩. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর জন্য পাথরের পাত্রে নাবীয তৈরি করা হতো।

ذِكْرُ الْاَوْعِيَةِ الَّتِىْ نُهِىَ عَنِ الْاِنْتِبَاذِ فِيْهَا دُوْنَ مَاسِوَاهَا مِمَّا لَاتَشْتَدُّ اَشْرِبَتُهَا كَاشْتِدَادِهِ فِيْهَا

যে সকল পাত্রে নাবীয তৈরি নিষেধ এবং যে সব পাত্রে নিষেধ নয়

بَابُ النَّهْىِ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ مُفْرَدًا

পরিচ্ছেদ : মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি করা নিষেধ

٥٦١٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ اَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ طَاوُسٌ وَاللّٰهِ اِنِّىْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ *

৫৬১৪. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - তাঊস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বললো : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি মাটির পাত্রে নাবীয' তৈরি করতে নিষেধ করেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তাঊস (র) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি তাঁর নিকট এটা শুনেছি।

٥٦١٥. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

১. খেজুর বা কিশমিশ ইত্যাদি ভেজানো পানীয়।

عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالاَ سَمِعْنَا طَاوُسًا يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ زَادَا إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ وَالدُّبَّاءِ *

৫৬১৫. হারূন ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যারকা (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট এসে বললো : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। ইব্‌রাহীম (র) তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেছেন : আর কদুর খোলেও।

٥٦١٦. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ *

৫৬১৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাটির মটকার তৈরি নাবীয পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦١٧. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ قُلْتُ مَا الْحَنْتَمُ قَالَ الْجَرُّ *

৫৬১৭. আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হান্‌তাম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম : হান্‌তাম কি ? তিনি বললেন : হান্‌তাম হলো মাটির তৈরি পাত্র।

٥٦١٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَسِيدٍ الطَّاحِيَّ بَصْرِيٌّ يَقُولُ سُئِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫৬১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবদুল আযীয ইব্‌ন আসীদ তাহী বসরী (র) বলেন : ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٦١٩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ سَمِعْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا عَجِبْتُ مِنْهُ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَرٍ *

৫৬১৯. আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন সুওয়ায়দ ইব্‌ন মানজূফ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইব্‌ন উমর (রা)-কে মাটির পাত্রে নাবীয প্রস্তুত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হারাম করেছেন। পরে আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে বললাম : আজ আমি এমন কথা শুনলাম, যাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। তিনি বললেন : তা কী ? আমি বললাম : আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হারাম করেছেন। তিনি বললেন : ইব্‌ন উমর (রা) সত্যই বলেছেন। আমি বললাম : 'জার' কি বস্তু ? তিনি বললেন : মাটির পাত্র।

٥٥٢٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ اَنْبَأَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَشَقَّ عَلَىَّ لَمَّا سَمِعْتُهُ فَاَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ اِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَىْءٍ فَجَعَلْتُ اُعَظِّمُهُ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ سُئِلَ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَقَالَ صَدَقَ حَرَّمَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ وَمَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَىْءٍ صُنِعَ مِنْ مَدَرٍ *

৫৬২০. আমর ইব্‌ন যুরারা (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন তাকে মাটির পাত্রের নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হারাম করেছেন। এটা যখন শুনলাম, বিষয়টা আমার কাছে কঠিন মনে হল। তাই আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম : ইব্‌ন উমর (রা)-কে একটি কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি যে উত্তর দিলেন, তা আমার কাছে কঠিন মনে হচ্ছে। তিনি বললেন : সেটা কি ? আমি বললাম : তাঁকে মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এই বলেছেন। তিনি বললেন : তিনি ঠিকই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হারাম করেছেন। আমি বললাম : 'জার' কী বস্তু ? তিনি বললেন : মাটির তৈরি পাত্র।

اَلْجَرُّ الْاَخْضَرُ

সবুজ কলসি

٥٦٢١. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى اَوْفٰى يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ الْاَخْضَرِ قُلْتُ فَالْاَبْيَضُ قَالَ لاَ اَدْرِىْ *

৫৬২১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - শায়বানী (র) বলেন, আমি ইব্‌ন আবূ আওফা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সবুজ মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সাদা পাত্রে ? তিনি বললেন : আমি জানি না।

٥٦٢٢. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ

حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى اَوْفٰى يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ الْاَخْضَرِ وَالْاَبْيَضِ *

৫৬২২. আবূ আবদুর রহমান (র) - - - - আবূ ইসহাক শায়বানী বলেন, আমি ইব্‌ন আওফা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সবুজ ও সাদা মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٢٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى رَجَاءٍ قَالَ سَاَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ اَحَرَامٌ هُوَ قَالَ حَرَامٌ قَدْ حَدَّثَنَا مَنْ لَمْ يَكْذِبْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ نَبِيْذِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ *

৫৬২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ রাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান (রা)-কে মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম : তা কি হারাম? তিনি বললেন : তা হারাম। আমার নিকট এমন ব্যক্তি যিনি কখনও মিথ্যা বলেন নি, বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাটির পাত্র, কাষ্ঠ পাত্র এবং কদুর খোলে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

اَلنَّهْىُ عَنْ نَبِيْذِ الدُّبَّاءِ

কদুর পাত্রে নাবীয তৈরি করা নিষেধ

٥٦٢٤. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ *

৫৬২৪. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল ব্যবহার নিষেধ করেছেন।

٥٦٢٥. اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ *

৫৬২৫. জাফর ইবন মুসাফির (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল ব্যবহার নিষেধ করেছেন।

اَلنَّهْىُ عَنْ نَبِيْذِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

কদুর খোল এবং আলকাতরা মাখানো কলসির নাবীয নিষেধ

٥٦٢٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

مَنْصُوْرٍ وَحَمَّادٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ *

৫৬২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা এবং আলকাতরা মাখানো কলসির ব্যবহার (অর্থাৎ তাতে নাবীয তৈরি করতে) নিষেধ করেছেন।

٥٦٢٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ *

৫৬২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আলী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কদুর খোল এবং আলকাতরা মাখানো কলসি ব্যবহার নিষেধ করেছেন।

٥٦٢٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ *

৫৬২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবান (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়া'মুর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কদুর খোল এবং আলকাতরা মাখানো কলসির ব্যবহার নিষেধ করেছেন।

٥٦٢٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ اَنْ يُنْبَذَ فِيْهِمَا *

৫৬২৯. কুতায়বা (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল এবং আলকাতরা মাখা কলসে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ اَنْ يُنْبَذَ فِيْهِمَا *

৫৬৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা ও আলকাতরা মাখা কলসে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣١. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ *

৫৬৩১. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলকাতরা মাখা কলস ও কদুর খোল থেকে নিষেধ করেছেন।

ذِكْرُ النَّهْىِ عَنْ نَبِيْذِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ

কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং কাঠের পাত্রে নাবীয তৈরি করা নিষেধ

٥٦٣٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ فَرْوَةَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ كُرْدِيٍّ بَصْرِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ *

৫৬৩২. আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাকাম ইব্‌ন ফারওয়া (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং কাঠের পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٣. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْمُثَنّٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِى الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ *

৫৬৩৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাটির পাত্র, কদুর খোল এবং কাঠের পাত্রে তৈরি নাবীয পান করতে নিষেধ করেছেন।

اَلنَّهْىُ عَنْ نَبِيْذِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ

কদুর খোল, মাটির পাত্র ও আলকাতরা মাখা কলসে নাবীয নিষেধ হওয়া

٥٦٣٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مُحَارِبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ *

৫৬৩৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং আলকাতরা মাখা কলসে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجِرَارِ وَالدُّبَّاءِ وَالظُّرُوْفِ الْمُزَفَّتَةِ *

৫৬৩৫. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাটির পাত্র, কদুর খোল এবং আলকাতরা মাখা পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٦. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ صَالِحٍ الْبَارِقِيِّ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نَصْرٍ

وَجُمَيْلَةَ بِنْتِ عَبَّادٍ اَنَّهُمَا سَمِعَتَا عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ شَرَابٍ صُنِعَ فِى دُبَّاءٍ اَوْ حَنْتَمٍ اَوْمُزَفَّتٍ لاَ يَكُوْنُ زَيْتًا اَوْ خَلاًّ *

৫৬৩৬. সুওয়ায়দ (র) - - - -আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দুব্বা, হান্তাম এবং আলকাতরা মাখা পাত্রে পান করতে নিষেধ করতে শুনেছি। যয়তুন তেল এবং সিরকা এ থেকে পৃথক।

ذِكْرُ النَّهْىُ عَنْ نَبِيْذِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمِ

কদুর খোল, কাঠের পাত্র, আলকাতরা মাখা পাত্র ও সবুজ কলসে নাবীয পানে নিষেধাজ্ঞা

٥٦٣٧. اَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَنْبَاَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ اَنْبَاَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ *

৫৬৩৭. কুরায়শ ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, সবুজ কলস, কাঠের পাত্র এবং আলকাতরা মাখা পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقُشَيْرِىُّ قَالَ لَقِيْتُ عَائِشَةَ فَسَاَلْتُهَا عَنِ النَّبِيْذِ فَقَالَتْ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلُوْهُ فِيْمَا يَنْبِذُوْنَ فَنَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَنْبِذُوْا فِى الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمِ *

৫৬৩৮. সুওয়ায়দ (র) - - - - সুমামা ইব্ন হাযন কুশায়রী (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর নিকট নাবীয সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : আবদুল কায়স গোত্রের লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে নাবীয তৈরির পাত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিল। নবী ﷺ তাদেরকে কদুর খোল, কাঠের তৈরি পাত্র ও সবুজ কলসে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেন।

٥٦٣٩. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ بِذَاتِهِ *

৫৬৩৯. যিয়াদ ইব্ন আইয়্যুব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোলে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٤٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اِسْحٰقَ وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ يَقُوْلُ حَدَّثَتْنِى مُعَاذَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ نَبِيْذِ النَّقِيْرِ وَالْمُقَيَّرِ

وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ فِى حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ اِسْحٰقُ وَذَكَرَتْ هُنَيْدَةُ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ مُعَاذَةَ وَسَمَّتِ الْجِرَارَ قُلْتُ لِهُنَيْدَةَ اَنْتِ سَمِعْتِهَا سَمَّتِ الْجِرَارَ قَالَتْ نَعَمْ *

৫৬৪০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাঠের পাত্র, আলকাতরা মাখা পাত্র, কদুর খোল এবং সবুজ কলসে তৈরি নাবীয পান করতে নিষেধ করেছেন। ইব্ন উলায়্যার হাদীসে আছে। ইসহাক বলেছেন : হুনায়দা আয়েশা (রা) থেকে মুআযা (রা)-এর হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেন। তিনি পাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। আমি হুনায়দাকে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি আয়েশা (রা)-কে কলসিগুলোর নাম বলতে শুনেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٥٦٤١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ طَوْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَيْسِىِّ بَصْرِىٌّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ هُنَيْدَةَ بِنْتِ شَرِيْكِ بْنِ اَبَانَ قَالَتْ لَقِيْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِالْخُرَيْبَةِ فَسَاَلْتُهَا عَنِ الْعَكَرِ فَنَهَتْنِىْ عَنْهُ وَقَالَتِ انْبِذِىْ عَشِيَّةً وَاشْرَبِيْهِ غُدْوَةً وَاَوْكِى عَلَيْهِ وَنَهَتْنِىْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ *

৫৬৪১. সুওয়ায়দ (র) - - - - শারীক ইব্ন আবানের কন্যা হুনায়দা (র) বলেন, আমি খুরায়বা নামক স্থানে আয়েশা (রা)-এর সাথে মিলিত হলাম। আমি তাঁর নিকট শরাবের তলানী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে তা থেকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন : নাবীয সন্ধ্যায় ভেজাবে এবং ভোরে পান করবে। আর যদি তা কোন মশকে থাকে, তবে তার মুখ বন্ধ করে দেবে। আর তিনি আমাকে কদুর খোল, কাষ্ঠের পাত্র, আলকাতরা মাখা পাত্র ও সবুজ কলস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

اَلْمُزَفَّتَةُ

আলকাতরা মাখা পাত্র

٥٦٤٢. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الظُّرُوْفِ الْمُزَفَّتَةِ *

৫৬৪২. যিয়াদ ইব্ন আইয়্যুব (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুযাফ্ফাত (আলকাতরা মাখা পাত্র) থেকে নিষেধ করেছেন।

ذِكْرُ الدَّلاَلَةِ عَلَى النَّهْىِ لِلْمَوْصُوْفِ مِنَ الْاَوْعِيَةِ الَّتِىْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا كَانَ حَتْمًا لاَزِمًا لاَ عَلٰى تَادِيْبٍ

উপরোল্লিখিত পাত্রসমূহের নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্ত হারাম পর্যায়ের, কেবল শিষ্টাচারমূলক নয়, এ কথার দলীল

٥٦٤٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ حَيَّانَ

سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ ثُمَّ تَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْآيَةَ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا *

৫৬৪৩. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন উমর এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করেন যে, তিনি কদুর খোল, সবুজ কলস, আলকাতরা মাখা পাত্র এবং কাঠের পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই আয়াত পাঠ করেন : অর্থাৎ রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দান করেন তা গ্রহণ করো আর যা হতে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক। (সূরা হাশর : ৭)

٥٦٤٤. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهَا يُقَالُ لَهُ أَنَسٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا قُلْتُ بَلَى قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّقِيْرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ *

৫৬৪৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - আসমা বিন্‌ত ইয়াযীদ (র) তাঁর চাচাতো ভাই আনাস (রা)-এর নিকট শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নি যে, "রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর; আর তিনি তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।" আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নি যে, "যখন আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে আদেশ করেন, তখন মুসলমান পুরুষ অথবা নারীর সে বিষয়ে কোন এখতিয়ার থাকে না।" (৩৩ : ৩৬) আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নবী ﷺ নিষেধ করেছেন কাঠের পাত্র, আলকাতরা মাখা পাত্র, কদুর খোল এবং সবুজ কলস থেকে।

تَفْسِيْرُ الْأَوْعِيَةِ

পাত্রসমূহের ব্যাখা

٥٦٤٥. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو ابْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ زَاذَانَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرٍ وَقُلْتُ حَدِّثْنِيْ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْأَوْعِيَةِ وَفَسِّرْهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ وَهُوَ الَّذِيْ تُسَمُّوْنَهُ أَنْتُمُ الْجَرَّةَ وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهُوَ الَّذِيْ تُسَمُّوْنَهُ أَنْتُمُ الْقَرْعَ وَنَهَى عَنِ النَّقِيْرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ يَنْقُرُوْنَهَا وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ *

৫৬৪৫. আমর ইব্ন ইয়াযীদ (র) ---- যাযান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে বললাম : আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পাত্র সম্বন্ধে যা শ্রবণ করেছেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন এবং তার ব্যাখ্যা করুন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন হানতাম [সবুজ কলসি] থেকে যাকে তোমরা জার্রা বলে থাক। আর তিনি দুব্বা [কদুর খোল] হতে নিষেধ করেছেন, যাকে তোমরা কার বলে থাক। আর তিনি নাকীর হতে নিষেধ করেছেন; যা খেজুর গাছ হতে নির্মিত পাত্র। আর তিনি মুযাফ্ফাত হতে নিষেধ করেছেন, আর তা হলো আলকাতরা মাখা পাত্র।

اَلْاِذْنُ فِى الْاِنْتِبَاذِ الَّتِىْ خَصَّهَا بَعْضُ الرِّوَايَاتِ الَّتِىْ اَتَيْنَا عَلٰى ذِكْرِهَا اَلْاِذْنُ فِيْمَا كَانَ فِى الْاَسْقِيَةِ مِنْهَا

যে সকল পাত্রে নাবীযের অনুমতি রয়েছে

٥٦٤٦. اَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيْدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ حِيْنَ قَدِمُوْا عَلَيْهِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَعَنِ النَّقِيْرِ وَعَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْمَزَادِ وَالْمَجْبُوْبَةِ وَقَالَ انْتَبِذْ فِىْ سِقَائِكَ اَوْكِهِ وَاشْرَبْهُ حُلْوًا قَالَ بَعْضُهُمْ ائْذَنْ لِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فِىْ مِثْلِ هٰذَا قَالَ اِذًا تَجْعَلَهَا مِثْلَ هٰذِهِ وَاَشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذٰلِكَ *

৫৬৪৬. সাউওয়ার ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাউওয়ার (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল আসলে তাদেরকে দুব্বা, হান্তাম, নাকীর এবং মুযাফ্ফাত হতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন : তোমরা নিজেদের মশকে নাবীয তৈরি করবে এবং তার মুখ বেঁধে রাখবে আর তা মিষ্টি করে পান করবে। উপস্থিত লোকের একজন বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে এতটুকুতে অনুমতি দান করুন। তিনি হাতে ইঙ্গিত করে বললেন : তাহলে তুমি এতখানি করবে (অর্থাৎ সীমালঙ্ঘন করবে)।

٥٦٤٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً قَالَ وَقَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذُلَهُ فِيْهِ نُبِذَ لَهُ فِىْ تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ *

৫৬৪৭. সুওয়ায়দ (র) ---- আবুয-যুবায়র বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, মাটির কলসি এবং কাঠের পাত্র হতে নিষেধ করেছেন। নবী ﷺ যখন তাঁর নিকট নাবীয তৈরি করার জন্য কোন পাত্র পেতেন না তখন তাঁর জন্য পাথরের পাত্রে নাবীয বানানো হতো।

٥٦٤٨. اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ يَعْنِى الْاَزْرَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ فِىْ سِقَاءٍ

فَاِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ نَنْبِذُ لَهُ فِي تَوْرٍ بِرَامٍ قَالَ وَنَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ *

৫৬৪৮. আহমদ ইব্ন খালিদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য মশকে নাবীয বানানো হতো; যদি মশক না হতো তবে পাথরের পাত্রে। তিনি কদুর খোল, কাঠের পাত্র ও আলকাতরা মাখা পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٤٩. اَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ *

৫৬৪৯. সাউওয়ার ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাউওয়ার (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, কাঠের পাত্র, মাটির কলসি ও আলকাতরা মাখা পাত্র হতে নিষেধ করেছেন।

اَلْاِذْنُ فِى الْجَرِّ خَاصَّةً

মাটির পাত্রের অনুমতি প্রসঙ্গে

٥٦٥٠. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْاَحْوَلُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ فِى الْجَرِّ غَيْرَ مُزَفَّتٍ *

৫৬৫০. ইব্রাহীম ইব্ন সা'ঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি করার অনুমতি দিয়েছেন, যাতে আলকাতরার প্রলেপ দেয়া হয়নি।

اَلْاِذْنُ فِى شَىْءٍ مِنْهَا

যে যে পাত্রের অনুমতি দেয়া হয়েছে

٥٦٥١. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ عَنِ الْاَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِى فَتَزَوَّدُوْا وَادَّخِرُوا وَمَنْ اَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُوْرِ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ وَاشْرَبُوْا وَاتَّقُوْا كُلَّ مُسْكِرٍ *

৫৬৫১. আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গোশ্ত জমা রাখতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা খাও এবং

জমা করে রাখতে পার। আর যদি কেউ কবর যিয়ারত করতে মনস্থ করে, সে করতে পারে। কেননা কবর যিয়ারত আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর যে কোন পাত্রে তোমরা পানীয়দ্রব্য পান করতে পার, কিন্তু মাদকদ্রব্য হতে দূরে থাকবে।

٥٦٥٢. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِى سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىْ فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فَاَمْسِكُوْا مَابَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ اِلَّا فِىْ سِقَاءٍ فَاشْرَبُوْا فِى الْاَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا ٭

৫৬৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম; কিন্তু এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। আর আমি তোমাদেরকে তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত রাখতে নিষেধ করেছিলাম; এখন তোমাদের যতদিন ইচ্ছা গোশত রাখতে পার। আমি তোমাদেরকে মশক ব্যতীত অন্য পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা সকল পাত্রেই নাবীয তৈরি করে পান করতে পার, কিন্তু মাদকদ্রব্য পান করবে না।

٥٦٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسٰى بْنِ مَعْدَانَ الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىْ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوْا مِنْهَا مَاشِئْتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فِى الْاَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوْا فِىْ اَىِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا ٭

৫৬৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'দান ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মা'দান হাররানী (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে তিনটি বস্তু হতে নিষেধ করেছিলাম। একটি হল, কবর যিয়ারত, এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কেননা এতে তোমাদের জন্য উপকার রয়েছে। আর তোমাদেরকে তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত হতে নিষেধ করেছিলাম; এখন যতদিন ইচ্ছা তা রাখতে পার। আমি কিছু পাত্র হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যে কোন পাত্রে পান করতে পার কিন্তু মাদকদ্রব্য পান করবে না।

٥٦٥٤. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوْا فِيْمَا بَدَا لَكُمْ وَاِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ ٭

৫৬৫৪. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে কোন কোন পাত্র হতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যে কোন পাত্রে নাবীয তৈরি কর, কিন্তু প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হতে দূরে থাকবে।

٥٦٥٥. أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ مَرْوَزِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيُّ خُرَاسَانِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَيْنَا هُوَ يَسِيْرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطًا فَقَالَ مَا هٰذَا الصَّوْتُ قَالُوْا يَانَبِيَّ اللهِ ﷺ لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُوْنَهُ فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ تَنْتَبِذُوْنَ قَالُوْا نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيْرِ وَالدُّبَّاءِ وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوْفٌ فَقَالَ لاَ تَشْرَبُوْا إِلاَّ فِيْمَا أَوْ كَيْتُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَلَبِثَ بِذَالِكَ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِمْ فَإِذَاهُمْ قَدْ أَصَابَهُمْ وَبَاءٌ وَاصْفَرُّوْا قَالَ مَالِي أَرَاكُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ قَالُوْا يَانَبِيَّ اللهِ ﷺ أَرْضُنَا وَبِيْئَةٌ وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلاَّ مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِ قَالَ اشْرَبُوْا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬৫৫. আবূ আলী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইয়ূব মারওয়াযী (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফরে বের হন, তখন একদল লোককে হৈ-হল্লা করতে শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করেন : এটা কিসের আওয়াজ ? তারা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তাদের এক প্রকার পানীয় আছে, তারা তা পান করছে। তিনি তাদেরকে ডেকে বললেন : তোমরা কোন্ পাত্রে পানীয় তৈরি করে থাক ? তারা বললো : কাঠের পাত্র, কদুর খোল ছাড়া আমাদের নিকট অন্য কোন পাত্র নেই। তিনি বললেন : তোমরা শুধু এমন পাত্রে নাবীয তৈরি করবে যার মুখ বন্ধ করতে পারবে। এরপর যতদিন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল, ততদিন তিনি সেই সফরে ছিলেন। পরে তিনি তাদের নিকট দিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে দেখলেন, তারা এক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে হলুদ হয়ে গেছে। তিনি বললেন : কী হলো, তোমাদেরকে এমন অবস্থায় দেখছি কেন ? তারা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আবহাওয়ার দরুন আমাদের এখানে মহামারী লেগে থাকে। আর আপনি তো আমাদের জন্য মুখ বন্ধ করা যায় এমন পাত্র ছাড়া অন্য সব পাত্রের নাবীয হারাম করেছেন। তিনি বললেন : তোমরা পান কর। তবে জেনে রাখ, সব ধরনের মাদকদ্রব্য হারাম।

٥٦٥٦. أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَأَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا نَهَى عَنِ الظُّرُوْفِ شَكَتِ الْأَنْصَارُ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلاَ إِذًا *

৫৬৫৬. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন পাত্র সম্বন্ধে নিষেধ করলেন, তখন আনসার লোক অভিযোগ করলো যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের এখানে তো অন্য কোন প্রকার পাত্র নেই। তিনি বললেন : তবে কোন অসুবিধা নেই।

مَنْزِلَةُ الْخَمْرِ

মদের প্রকৃত অবস্থা

٥٦٥٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِمَا فَاَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ *

৫৬৫৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট দুধ এবং মদের দুটি পেয়ালা উপস্থিত করা হলে, তিনি উভয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর তিনি দুধকেই গ্রহণ করলেন। জিব্রাঈল (আ) তাঁকে বললেন : আল্লাহ্র শোকর যে, তিনি আপনাকে ফিতরাতে বা স্বভাব ধর্মের প্রতি হিদায়ত দান করেছেন। যদি আপনি মদের পাত্র গ্রহণ করতেন, তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হতো।

٥٦٥٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيْزٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا *

৫৬৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - নবী ﷺ -এর এক সাহাবী নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমার উম্মতের কিছু লোক মদ পান করবে কিন্তু তারা এর অন্য নাম দেবে।

ذِكْرُ الرِّوَايَاتِ الْمُغَلَّظَاتِ فِيْ شُرْبِ الْخَمْرِ

মদপান কী গুরুতর পাপ তার নির্দেশক হাদীসসমূহ

٥٦٥٩. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ شَارِبُهَا حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ *

৫৬৫৯. ঈসা ইব্ন হাম্মাদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন সে মু'মিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না। মদখোর যখন মদ পান

করে, তখন সে মু'মিন অবস্থায় মদ পান করে না। চোর যখন চুরি করে, তখন সে মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না। আর যখন কোন ডাকাত ডাকাতিতে লিপ্ত হয়, আর লোক চোখ তুলে দেখতে থাকে, তখন সেও মু'মিন অবস্থায় ডাকাতি করে না।

٥٦٦٠. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كُلُّهُمْ حَدَّثُونِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ *

৫৬৬০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে, তখন সে মু'মিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না। আর কেউ যখন মদ পান করে, তখন সে মু'মিন অবস্থায় মদ পান করে না এবং যখন কেউ কোন মূল্যবান সম্পদ লুণ্ঠন করে আর মুসলিমগণ তার দিকে তাদের চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে, তখন সে মু'মিন অবস্থায় লুণ্ঠন করে না।

٥٦٦١. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ *

৫৬৬১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সহ একদল সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে মদ পান করে, তাকে বেত্রাঘাত কর। পুনরায় পান করলে আবার বেত্রাঘাত কর; তারপর আবার পান করলে তাকে হত্যা কর।

٥٦٦٢. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ *

৫৬৬২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (রা) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে মদ পান করে, তাকে কশাঘাত কর, পুনরায় মদ পান করলে তাকে আবার কশাঘাত কর, আবার মদ পান করলে আবার কশাঘাত কর, চতুর্থবারে বললেন : তাকে হত্যা কর।

٥٦٦٣. اَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَا اُبَالِىْ شَرِبْتُ الْخَمْرَ اَوْ عَبَدْتُ هٰذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৫৬৬৩. ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন : আমার নিকট মদ্যপান করা অথবা আল্লাহ্ ব্যতীত এই খুঁটির পূজা করা সমান।

ذِكْرُ الرِّوَايَةِ الْمُبَيِّنَةِ عَنْ صَلَوَاتِ شَارِبِ الْخَمْرِ

মদ্যপায়ীর সালাতের অবস্থা নির্দেশক হাদীস

٥٦٦٤. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنِ بْنِ عَلَّاقٍ دِمَشْقِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اَنَّ ابْنَ الدَّيْلَمِىِّ رَكِبَ يَطْلُبُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ ابْنُ الدَّيْلَمِىِّ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ شَانَ الْخَمْرِ بِشَىْءٍ فَقَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَايَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ اُمَّتِىْ فَيَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَلَاةً اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا *

৫৬৬৪. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - উরওয়া ইব্‌ন রুওয়ায়ম (র) বলেন, একদা ইব্‌ন দায়লামী (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা)-এর খোঁজে সওয়ার হলেন। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম : হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর! আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মদ সম্বন্ধে কিছু বলতে শুনেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমার উম্মতের কেউ শরাব পান করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল করবেন না।

٥٦٦٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِى ابْنَ خَلِيْفَةَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ الْقَاضِى اِذَا اَكَلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ اَكَلَ السُّحْتَ وَاِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ وَقَالَ مَسْرُوْقٌ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ وَكُفْرُهُ اَنْ لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ *

৫৬৬৫. কুতায়বা ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - মাস্‌রূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন বিচারক যখন কোন উপঢৌকন গ্রহণ করে, তখন সে যেন হারাম খায়, আর যখন সে ঘুষ গ্রহণ করে, তখন সে কুফ্‌রী পর্যন্ত পৌঁছায়। মাস্‌রূক (র) আরো বলেন : যে ব্যক্তি শরাব পান করে, সে কাফির হয়ে যায়। তার কুফ্‌রী এই যে, তার নামায কবূল হয় না।

ذِكْرُ الْآثَامِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مِنْ تَرْكِ الصَّلَوٰتِ وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ وَمِنْ وُقُوْعٍ عَلَى الْمَحَارِمِ

মদ্যপান থেকে যে সকল পাপ জন্ম নেয়

٥٦٦٦. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اجْتَنِبُوْا الْخَمْرَ فَاِنَّهَا اُمُّ الْخَبَائِثِ اِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَاَةٌ غَوِيَّةٌ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ اِنَّا نَدْعُوْكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا اَغْلَقَتْهُ دُوْنَهُ حَتّٰى اَفْضَى اِلَى امْرَاَةٍ وَضِيْئَةٍ عِنْدَهَا غُلاَمٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ اِنِّيْ وَاللّٰهِ مَادَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلٰكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ اَوْ تَشْرَبَ مِنْ هٰذِهِ الْخَمْرَةِ كَاْسًا اَوْ تَقْتُلَ هٰذَا الْغُلاَمَ قَالَ فَاسْقِيْنِيْ مِنْ هٰذَا الْخَمْرِ كَاْسًا فَسَقَتْهُ كَاْسًا قَالَ زِيْدُوْنِيْ فَلَمْ يَرِمْ حَتّٰى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوْا الْخَمْرَ فَاِنَّهَا وَاللّٰهِ لاَيَجْتَمِعُ الْاِيْمَانُ وَاِدْمَانُ الْخَمْرِ اِلاَّ لَيُوْشِكُ اَنْ يُخْرِجَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ *

৫৬৬৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তোমরা মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ কর, কেননা তা নানা প্রকার অপকর্মের প্রসূতি। তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক আবেদ ব্যক্তি ছিল। এক কুলটা রমণী তাকে নিজের ধোঁকাবাজির জালে আবদ্ধ করতে মনস্থ করে। এজন্য সে তার এক দাসীকে তার নিকট প্রেরণ করে তাকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডেকে পাঠায়। তখন ঐ আবেদ ব্যক্তি ঐ দাসীর সাথে গমন করলো। সে যখনই কোন দরজা অতিক্রম করত, দাসী পেছন থেকে সেটি বন্ধ করে দিত। এভাবে সেই আবেদ ব্যক্তি এক অতি সুন্দরী নারীর সামনে উপস্থিত হলো আর তার সামনে ছিল একটি ছেলে এবং এক পেয়ালা মদ। সেই নারী আবেদকে বললো: আল্লাহর শপথ ! আমি আপনাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠাই নি, বরং এজন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আপনি আমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন, অথবা এই মদ পান করবেন, অথবা এই ছেলেকে হত্যা করবেন। সেই আবেদ বললো : আমাকে এই মদের একটি মাত্র পেয়ালা দাও। ঐ নারী তাকে এক পেয়ালা মদ পান করালো। তখন সে বললো : আরও দাও। মোটকথা ঐ আবেদ আর থামল না, যাবৎ না সে তার সাথে ব্যভিচার করলো এবং ঐ ছেলেকেও হত্যা করলো। অতএব তোমরা মদ পরিত্যাগ কর। কেননা আল্লাহ্‌র শপথ ! মদ ও ঈমান কখন সহাবস্থান করে না। এর একটি অন্যটিকে বের করে দেয়।

٥٦٦٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُوْلُ اجْتَنِبُوْا الْخَمْرَ فَاِنَّهَا اُمُّ الْخَبَائِثِ فَاِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ فَذَكَرَ

مِثْلَهُ قَالَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَاِنَّهُ وَاللّٰهِ لاَ يَجْتَمِعُ وَالاِيْمَانُ اَبَدًا اِلاَّ يُوْشِكُ اَحَدُهُمَا اَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ *

৫৬৬৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - উসমান (রা) বলতেন : তোমরা মদ পরিত্যাগ কর। কেননা এটাই সকল অনিষ্টের মূল। তোমাদের পূর্ব যুগে এক ব্যক্তি ছিল। সে সর্বদা ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকত এবং লোক সংশ্রব হতে দূরে থাকত। এরপর পূর্বোক্ত ঘটনা বর্ণনা করে বললেন : তোমরা মদ পরিত্যাগ কর; কেননা, আল্লাহ্র শপথ! মদ এবং ঈমান কখনো সহাবস্থান করে না; বরং একটি অপরটিকে বের করে দেয়।

٥٦٦٨. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْعَلاَءِ وَهُوَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ مَادَامَ فِي جَوْفِهِ اَوْ عُرُوْقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَاِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَاِنْ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَاِنْ مَاتَ فِيْهَا مَاتَ كَافِرًا. خَالَفَهُ يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ *

৫৬৬৮. আবূ বকর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মদ পান করলো, অথচ নেশাগ্রস্থ হলো না, তার নামায কবূল হবে না, যতক্ষণ ঐ মদ তার পেটে অথবা শিরায় অবস্থান করবে। যদি ঐ ব্যক্তি সে অবস্থায় মারা যায়, তবে তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল হবে না। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায়, তবে সে কাফির অবস্থায় মারা যাবে।

٥٦٦٩. اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ يَزِيْدَ ح وَاَنْبَاَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِيْ بَطْنِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهُ صَلاَةً سَبْعًا اِنْ مَاتَ فِيْهَا وَقَالَ ابْنُ اٰدَمَ فِيْهِنَّ مَاتَ كَافِرًا فَاِنْ اَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَقَالَ ابْنُ اٰدَمَ الْقُرْاٰنِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اِنْ مَاتَ فِيْهَا وَقَالَ ابْنُ اٰدَمَ فِيْهِنَّ مَاتَ كَافِرًا *

৫৬৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন আদম ইব্ন সুলায়মান ও ওয়াসিল ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আর মুহাম্মদ ইব্ন আদম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মদ পান করে আর তা তার পেটে পৌছে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সাতদিনের নামায কবূল করেন না। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায়, তবে সে কাফির অবস্থায় মরবে। যদি সে জ্ঞানহারা হয়ে যায় আর তার কোন ফরয কাজ ছুটে যায়, তা হলে তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল হবে না। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায়, তবে সে কাফির হয়ে মারা যাবে।

تَوْبَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ

মদ্যপায়ীর তাওবা

٥٦٧٠. اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ ح وَاَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو وَهُوَ الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ وَهُوَ فِيْ حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ الْوَهْطُ وَهُوَ مُخَاصِرٌ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ يُزَنُّ ذٰلِكَ الْفَتٰى بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّفْظُ لِعَمْرٍو *

৫৬৭০. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন দীনার ও আম্‌র ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দায়লামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তিনি তাঁর তায়েফস্থিত ওহাত নামক বাগানে ছিলেন। তিনি কুরায়শের এক যুবকের হাত ধরে চলছিলেন। লোকের ধারণা ছিল যে, ঐ যুবক মদ পান করতো। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি একঢোক শরাব পান করবে, আল্লাহ্ পাক চল্লিশ দিনের মধ্যে তার তাওবা কবূল করবেন না। অতঃপর যদি সে তাওবা করে, তবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন। যদি সে পুনরায় পান করে, তবে তার তাওবা চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবূল করবেন না; পুনরায় তাওবা করলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন। এরপরও যদি সে শরাব পান করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চিতরূপে তাকে কিয়ামতের দিন দোযখীদের পুঁজ পান করাবেন।

٥٦٧١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ وَالْحَارِثُ ابْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْاٰخِرَةِ *

৫৬৭১. কুতায়বা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মদ পান করে এবং পরে তাওবা না করে, আখিরাতে সে পবিত্র পানীয় হতে বঞ্চিত থাকবে।

اَلرِّوَايَةُ فِى الْمُدْمِنِيْنَ فِى الْخَمْرِ

মাদকাসক্তদের পরিণাম

٥٦٧٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ نُبَيْطٍ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَعَاقٌ وَلاَمُدْمِنُ خَمْرٍ *

৫৬৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : উপকার করে খোঁটা দানকারী আর মাতাপিতার অবাধ্যতাকারী এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

٥٦٧٣. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ *

৫৬৭৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মদ পান করে এ অবস্থায় মারা যাবে যে, সে সর্বদা তা পান করতো এবং তা থেকে তাওবা করে নি, আখিরাতে সে পবিত্র পানীয় পান করতে পাবে না।

٥٦٧٤. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ *

৫৬৭৪. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন দুরস্ত (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে সদা-সর্বদা শরাব পান করে মারা যায়, সে আখিরাতে তা অর্থাৎ পবিত্র পানীয় পান করতে পাবে না।

٥٦٧٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيٰى عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ نُضِحَ فِى وَجْهِهٖ بِالْحَمِيْمِ حِيْنَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا *

৫৬৭৫. সুওয়ায়দ (র) - - - - যাহ্‌হাক (র) বলেন : যে ব্যক্তি সব সময় মদ পান করা অবস্থায় মারা যায়, দুনিয়া ত্যাগকালে তার চেহারায় গরম পানির ছিঁটা দেয়া হয়।

تَغْرِيْبُ شَارِبِ الْخَمْرِ

মদ্যপায়ীকে নির্বাসন দেওয়া

٥٦٧٦. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ

سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ غَرَّبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لاَ أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا *

৫৬৭৬. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) রবীআ ইব্‌ন উমাইয়্যাকে শরাব পান করার দরুন খায়বরে নির্বাসন দিয়েছিলেন। পরে সে রোমের বাদশাহ হিরাকলের নিকট চলে যায় এবং খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। তা শুনে উমর (রা) বললেন : এরপর আমি আর কোন মুসলমানকে নির্বাসন দেব না।

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي اعْتَلَّ بِهَا مَنْ أَبَاحَ شَرَابَ السُّكْرِ

যারা মাদকদ্রব্যকে বৈধ বলেছেন, তাদের দলীল

٥٦٧٧. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ وَلاَ تَسْكَرُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ غَلِطَ فِيهِ أَبُو الْأَحْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ لاَ نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَسِمَاكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ أَبُو الْأَحْوَصِ يُخْطِئُ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ خَالَفَهُ شَرِيكٌ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي لَفْظِهِ *

৫৬৭৭. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আবুল আহ্‌ওয়াস সিমাক থেকে, তিনি কাসিম ইব্‌ন আবদুর রহমান থেকে, তিনি তার পিতা থেকে এবং তিনি আবূ বুরদা ইব্‌ন নিয়ার (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা যে কোন পাত্রে পান করতে পার কিন্তু মাতাল হয়ো না। আবূ আবদুর রহমান (ইমাম নাসাঈ) বলেন, এ হাদীস আপত্তিকর। আবুল আহ্‌ওয়াস সাল্লাম ইব্‌ন সুলায়ম এতে ভুল করেছেন। সিমাকের অপর কোন ছাত্র তার মত বর্ণনা করেন নি, তদুপরি সিমাক শক্তিশালী রাবী নন। সিমাক থেকে শারীক আবুল আহ্‌ওয়াসের বিপরীত বর্ণনা করেছেন। নিম্নের বর্ণনা দ্রষ্টব্য :

٥٦٧٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ. خَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةَ *

৫৬৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - -শারীক সিমাক ইব্‌ন হারব থেকে, তিনি ইব্‌ন বুরায়দা থেকে, তিনি তার পিতা বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, সবুজ মাটির পাত্র, কাঠের তৈরি

পাত্র এবং আলকাতরা মাখা পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন। সিমাক থেকে আবূ আওয়ানা শারীকের বিপরীত বর্ণনা করেছেন। নিচের বর্ণনা দ্রষ্টব্য :

٥٦٧٩. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ اَنْبَاَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَجَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَرْصَافَةَ اُمْرَاَةٍ مِنْهُمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْرَبُوْا وَلاَ تَسْكَرُوْا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا اَيْضًا غَيْرُ ثَابِتٍ وَقَرْصَافَةُ هٰذِهِ لاَنَدْرِىْ مَنْ هِيَ وَالْمَشْهُوْرُ عَنْ عَائِشَةَ خِلاَفُ مَارَوَتْ عَنْهَا قَرْصَافَةُ *

৫৬৭৯. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ 'আওয়ানা সিমাক থেকে, তিনি কারসাফা থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। তিনি বলেন, তোমরা পান কর, কিন্তু মাতাল হয়ো না। আবূ আবদুর রহমান বলেন, এটাও সঠিক নয়। এই কারসাফা কে, আমি জানি না। আয়েশা (রা) থেকে প্রসিদ্ধ বর্ণনা এর বিপরীত। নিচের বর্ণনা দ্রষ্টব্য :

٥٦٨٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ قُدَامَةَ الْعَامِرِىِّ اَنَّ جَسْرَةَ بِنْتَ دِجَاجَةَ الْعَامِرِيَّةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَاَلَهَا اُنَاسٌ كُلُّهُمْ يَسْاَلُ عَنِ النَّبِيْذِ يَقُوْلُ نَنْبِذُ التَّمْرَ غُدْوَةً وَنَشْرَبُهُ عَشِيًّا وَنَنْبِذُهُ عَشِيًّا وَنَشْرَبُهُ غُدْوَةً قَالَتْ لاَاُحِلُّ مُسْكِرًا وَاِنْ كَانَ خُبْزًا وَاِنْ كَانَتْ مَاءً قَالَتْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ *

৫৬৮০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - জাসরা বিনত দিজাজা বলেন, আয়েশা (রা)-এর নিকট কিছু লোক নাবীযের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : আমরা ভোরে খেজুর ভেজাই, সন্ধ্যায় পান করি আবার সন্ধ্যায় ভেজাই এবং ভোরে পান করি। তিনি বলেন : আমি কোন মাদকদ্রব্যকে হালাল বলছি না, যদিও তা রুটি হয় বা পানি হয়। একথা তিনি তিনবার বলেন।

٥٦٨١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَتْنَا كَرِيْمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ تَقُوْلُ نُهِيْتُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ نُهِيْتُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ نُهِيْتُمْ عَنِ الْمُزَفَّتِ ثُمَّ اَقْبَلَتْ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَتْ اِيَّاكُنَّ وَالْجَرَّ الْاَخْضَرَ وَاِنْ اَسْكَرَ كُنَّ مَاءُ حُبِّكُنَّ فَلاَ تَشْرَبْنَهُ *

৫৬৮১. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - কারীমা বিনত হাম্মাম বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদেরকে কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং তৈলাক্ত পাত্র হতে নিষেধ করা হয়েছে। এরপর তিনি নারীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : যদি সবুজ মাটির পাত্র হতেও মাদকতা আসতে দেখ, তবে তাতেও পান করবে না।

٥٦٨٢. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ قَالَ

حَدَّثَتْنِى وَالِدَتِى عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَاعْتَلُّوْا بِحَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ *

৫৬৮২. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আবান ইব্ন সাম'আ বলেন, আমার মা আমার কাছে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর নিকট কোন ব্যক্তি মদের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকল মাদকদ্রব্য থেকে নিষেধ করেছেন। ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, তারা 'আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেটিকেও অজুহাত বানিয়েছেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

٥٦٨٣. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ اَنْبَانَا الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ يَذْكُرُهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ اِبْنُ شُبْرُمَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ *

৫৬৮৩. আবূ বকর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন শুব্রুমা আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ থেকে এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে। তিনি বলেন : মদ অল্প হোক অথবা বেশি হোক তা হারাম করা হয়েছে। অন্যান্য পানীয় ততটুকু হারাম, যখন তাতে মাদকতা সৃষ্টি হয়। ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, ইব্ন শুব্রুমা এটা আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ থেকে শোনেন নি। নিম্নের বর্ণনা দ্রষ্টব্য :

٥٦٨٤. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الثِّقَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ. خَالَفَهُ اَبُوْ عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِىْ *

৫৬৮৪. আবূ বকর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন শুব্রুমা বলেন, আমার কাছে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ থেকে এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : মদতো প্রকৃতপক্ষে হারাম বস্তু, তা কম হোক বা বেশি। অন্যান্য পানীয় তখন হারাম, যখন তাতে মাদকতা সৃষ্টি হয়। আবূ আওন মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ সাকাফী তার বিপরীত বর্ণনা করেছেন যা নিম্নরূপ :

٥٦٨٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ح وَاَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ اَبِى عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْحَكَمِ قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا *

৫৬৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হাকাম ও হুসায়ন ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবূ আওন আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ থেকে এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মদ অল্প হোক বা অধিক, তা হারাম। আর অন্যান্য পানীয়ের মধ্যে যা মাদকতা সৃষ্টি করে, তা-ও হারাম।

٥٦٨٦. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ ذَرِيْحٍ عَنْ اَبِى عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَمَا اَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا اَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَهُشَيْمُ بْنُ بُشَيْرٍ كَانَ يُدَلِّسُ وَلَيْسَ فِى حَدِيْثِهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَرِوَايَةُ اَبِى عَوْنٍ اَشْبَهُ بِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ *

৫৬৮৬. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ আওন আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ থেকে এবং তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে। তিনি বলেন, মদ হারাম বস্তু অল্প হোক বা অধিক। আর অন্যান্য পানীয় যাতে মাদকতা সৃষ্টি হয়, তা হারাম। আবূ আবদুর রহমান বলেন, ইব্‌ন শুব্‌রুমা বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা এই হাদীসই বেশি সঠিক। হুশায়ম ইব্‌ন বুশায়র তাদলীস (লুকোচুরি) করতেন। তা ছাড়া তার বর্ণনায় স্পষ্ট নেই যে, তিনি ইব্‌ন শুব্‌রুমা থেকে শুনেছেন। আবার ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে নির্ভরযোগ্য রাবীগণ যা বর্ণনা করেছেন ইব্‌ন আওনের বর্ণনা তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

٥٦٨٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِىِّ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ اِلَى الْكَعْبَةِ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ اَنَا اَوَّلُ الْعَرَبِ سَاَلَهُ *

৫৬৮৭. কুতায়বা (র) - - - - আবূ জুওয়ায়রিয়া জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি কা'বার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন, আমি তাঁকে বাযাক[1] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: বাযাক বের হওয়ার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইনতিকাল করেছেন। জেনে রাখ! প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম। আরবদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি।

٥٦٨٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْحَكَمِ يُحَدِّثُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُحَرِّمَ اِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيْذَ *

৫৬৮৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের হারাম করা বস্তু হারাম মনে করে, সে যেন নাবীয[2]কে হারাম মনে করে।

٥٦٨٩. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ

---

১. আঙুরের রস দিয়ে তৈরি মদ।
২. খেজুর বা কিশমিশ দ্বারা তৈরি পানীয়।

قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اِنِّى امْرُؤٌ مِنْ اَهْلِ خُرَاسَانَ وَاِنَّ اَرْضَنَا اَرْضٌ بَارِدَةٌ وَاِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا نَشْرَبُهُ مِنَ الزَّبِيبِ وَالْعِنَبِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ اَشْكَلَ عَلَىَّ فَذَكَرَلَهُ ضُرُوْبًا مِنَ الاَشْرِبَةِ فَاَكْثَرَ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّكَ قَدْ اَكْثَرْتَ عَلَىَّ اجْتَنِبُ مَا اَسْكَرَ مِنْ تَمْرٍ اَوْ زَبِيبٍ اَوْ غَيْرِهِ *

৫৬৮৯. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললেন : আমি খুরাসানের বাসিন্দা। আমাদের এলাকা শীত প্রধান। আমরা কিশমিশ আঙুর ইত্যাদি দ্বারা এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করি। এ নিয়ে আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়েছি। এরপর সে আরও কয়েক প্রকার পানীয়ের উল্লেখ করলো। আমি মনে করলাম, হয়তো ইব্‌ন আব্বাস তা বুঝতে পারেন নি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন : তুমি তো অনেক শরাবের কথাই বললে। মনে রেখ! মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ করবে, তা খেজুর, আঙুর অথবা অন্য কিছু দ্বারাই তৈরি হোক না কেন।

٥٦٩٠. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَبِيْذُ الْبُسْرِ بَحْتٌ لاَيَحِلُّ *

৫৬৯০. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কেবল কাঁচা খেজুরের নাবীযও হালাল নয়।

٥٦٩١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ اُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَاَتَتْهُ اُمْرَاَةٌ تَسْاَلُهُ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَنَهَى عَنْهُ قُلْتُ يَا اَبَا عَبَّاسٍ اِنِّىْ اَنْتَبِذُ فِى جَرَّةٍ خَضْرَاءَ نَبِيْذًا حُلْوًا فَاَشْرَبُ مِنْهُ فَيُقَرْقِرُ بَطْنِى قَالَ لاَ تَشْرَبْ مِنْهُ وَاِنْ كَانَ اَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ *

৫৬৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ জাম্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং অন্যান্য লোকের মধ্যে দোভাষীর কাজ করতাম। একবার এক নারী তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে কলসে নাবীয প্রস্তুত করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে তা থেকে নিষেধ করলেন। আমি বললাম : হে ইব্‌ন আব্বাস! আমি সবুজ কলসে নাবীয প্রস্তুত করি, মিষ্টি নাবীয, আমি তা পান করলে আমার পেটে ভুড়ভুড় করে। তিনি বললেন : তা মধু থেকে মিষ্টি হলে পান করবে না।

٥٦٩٢. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَتَّابٍ وَهُوَ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَمْرَةَ نَصْرٌ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ جَدَّةً لِى تَنْبِذُ نَبِيْذًا فِى جَرٍّ اَشْرَبُهُ حُلْوًا اِنْ اَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ خَشِيْتُ اَنْ اَفْتَضِحَ فَقَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ لَيْسَ بِالْخَزَايَا وَلاَ النَّادِمِيْنَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ

الْمُشْرِكِيْنَ وَاِنَّا لاَنَصِلُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِى اَشْهُرِ الْحُرُمِ فَحَدِّثْنَا بِاَمْرٍ اِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُوْا بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِثَلاَثٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اٰمُرُكُمْ بِالاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَهَلْ تَدْرُوْنَ مَالاِيْمَانُ بِاللّٰهِ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاِقَامُ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَاَنْ تُعْطُوْا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ عَمَّا يُنْبَذُ فِى الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ *

৫৬৯২. আবূ দাঊদ (র) - - - - আবূ জাম্‌রা নাসর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললাম : আমার দাদী এক কলসিতে নাবীয প্রস্তুত করেন, যা আমি পান করে থাকি, তা মিষ্টি হয়। অধিকমাত্রায় তা পান করে লোকের মধ্যে যেতে আমার ভয় হয়, পাছে লজ্জিত হয়ে পড়ি। তিনি বললেন : আবদে কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন : যারা লজ্জিত ও অপদস্থ হয়ে আসেনি তাদেরকে স্বাগত। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের ও আপনার মধ্যে এক মুশরিক দল রয়েছে। তাই আমরা হারাম মাস ব্যতীত আপনার নিকট উপস্থিত হতে পারি না। অতএব আপনি আমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা দ্বারা আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। আর আমরা অন্যান্য লোকদেরকেও তা শিক্ষা দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি তোমাদেরকে তিনটি কাজ করার আদেশ দিচ্ছি এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাদেরকে এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনতে আদেশ করছি। তোমরা জান কি, আল্লাহ্‌র উপর ঈমান কী বস্তু ? তারা বললো : আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন : এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, সালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া এবং যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে দান করা। আর আমি চারিটি বস্তু থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করছি। কদুর খোল, সবুজ মাটির পাত্র, কাঠের পাত্র এবং আলকাতরা মাখানো পাত্রে প্রস্তুত করা নাবীয পান করা হতে।

٥٦٩٣. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبَانَ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ اِنَّ لِىْ جُرَيْرَةً اَنْتَبِذُ فِيْهَا حَتّٰى اِذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ قَالَ مُذْكَمْ هٰذَا شَرَابُكَ قُلْتُ مُذْ عِشْرُوْنَ سَنَةً اَوْ قَالَ مُذْ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ طَالَمَا تَرَوَّتْ عُرُوْقُكَ مِنَ الْخَبَثِ وَمِمَّا اعْتَلُّوْا بِهِ حَدِيْثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ *

৫৬৯৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - কায়স ইব্‌ন ওহ্‌বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : আমার একটি কলস আছে, আমি তাতে নাবীয প্রস্তুত করি। যখন গাঁজিয়ে ওঠে, তারপর ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তখন আমি তা পান করি। তিনি বললেন : আপনি কতদিন থেকে এভাবে নাবীয পান করছেন ? আমি বললাম : বিশ বছর যাবত অথবা চল্লিশ বছর যাবত। তিনি বললেন : আপনার শিরা বহুদিন থেকে অপবিত্র বস্তু দ্বারা সিঞ্চিত হচ্ছে।

মদ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আবদুল মালিক ইব্‌ন নাফি' কর্তৃক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসের দ্বারা অজুহাত পেশ করা

٥٦٩٤. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَانَا الْعَوَّامُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَاَيْتُ رَجُلاً جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِقَدَحٍ فِيْهِ نَبِيْذٌ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ وَدَفَعَ اِلَيْهِ الْقَدَحَ فَرَفَعَهُ اِلَى فِيْهِ فَوَجَدَه شَدِيْدًا فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَحَرَامٌ هُوَ فَقَالَ عَلَىَّ بِالرَّجُلِ فَاُتِىَ بِهِ فَاَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيْهِ فَرَفَعَهُ اِلَى فِيْهِ فَقَطَّبَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ اَيْضًا فَصَبَّهُ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ اِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هٰذِهِ الْاَوْعِيَةُ فَاكْسِرُوْا مُتُوْنَهَا بِالْمَاءِ ٭

৫৬৯৪. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়্যুব (র) - - - - আবদুল মালিক ইব্‌ন নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন : আমি এক ব্যক্তিকে নাবীযের পাত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির হতে দেখেছি, তখন তিনি রুকনের নিকট দাঁড়ান অবস্থায় ছিলেন। ঐ ব্যক্তি ঐ পাত্র তাঁর সামনে পেশ করলে, তিনি তা নিজের মুখের নিকট নিতেই তা খুব ঝাঁঝাল মনে হলো। তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে তা ফিরিয়ে দিলেন। এই সময় অন্য এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তা কি হারাম ? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি ঐ পাত্র এনেছিল তাকে ডাক। ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত থেকে ঐ পাত্র নিয়ে নেন এবং পানি আনিয়ে তাতে মিশ্রিত করেন। পরে তিনি বলেন : যখন ঐ সকল পাত্রে নাবীয ঝাঁঝাল হয়ে যায়, তখন পানি দ্বারা তার তীব্রতা দূর করবে।

٥٦٩٥. وَاَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعٍ لَيْسَ بِالْمَشْهُوْرِ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيْثِهِ وَالْمَشْهُوْرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ حِكَايَتِهِ ٭

৫৬৯৫. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়্যুব (র) - - - - আবদুল মালিক ইব্‌ন নাফি' (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ আবদুর রহমান বলেন, আবদুল মালিক ইব্‌ন নাফি' (র) প্রসিদ্ধ নন। তাঁর হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়া যায় না। ইব্‌ন উমর (রা) থেকে প্রসিদ্ধ বর্ণনা এর বিপরীত, যা নিম্নরূপ :

٥٦٩٦. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فَقَالَ اجْتَنِبْ كُلَّ شَىْءٍ يَنِشُّ ٭

৫৬৯৬. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে কেউ পানীয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : নেশা আনে এমন প্রতিটি বস্তু বর্জন করবে।

٥٦٩٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ اَنْبَانَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فَقَالَ اجْتَنِبْ كُلَّ شَىْءٍ يَنِشُّ ٭

৫৬৯৭. কুতায়বা (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-কে পানীয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : প্রত্যেক নেশার বস্তু বর্জন করবে।

٥٦٩٨. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْمُسْكِرُ قَلِيْلُهُ وَكَثِيْرُهُ حَرَامٌ *

৫৬৯৮. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক নেশাযুক্ত দ্রব্য, অল্প হোক বা অধিক, হারাম।

٥٦٩٩. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬৯৯. হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) তিনি বলেন : প্রত্যেক নেশাদায়ক দ্রব্য মদ, আর প্রত্যেক নেশাদায়ক দ্রব্য হারাম।

٥٧٠٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ شَبِيْبًا وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَقُوْلُ حَدَّثَنِي مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حَرَّمَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৭০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা মদ হারাম করেছেন। আর প্রত্যেক নেশাদায়ক দ্রব্য হারাম।

٥٧٠١. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰؤُلَاءِ أَهْلُ الثَّبْتِ وَالْعَدَالَةِ مَشْهُوْرُوْنَ بِصِحَّةِ النَّقْلِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَقُوْمُ مَقَامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَوْ عَاضَدَهُ مِنْ أَشْكَالِهِ جَمَاعَةٌ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْقُ *

৫৭০১. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম। আর প্রত্যেক নেশাদায়ক দ্রব্যই মদ।

আবূ আবদুর রহমান নাসাঈ (র) বলেন : এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য, বিশুদ্ধ বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। আবদুল মালিক (র)-এর বর্ণিত হাদীস, তাদের বর্ণিত হাদীসের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যদিও তার মত একদল রাবী তার সমর্থন করে।

٥٧٠٢. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ السَّعِيْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي رُقَيَّةُ

بِنْتُ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ قَالَتْ كُنْتُ فِى حَجْرِ ابْنِ عُمَرَ فَكَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ ثُمَّ يُجَفَّفُ الزَّبِيبُ وَيُلْقَى عَلَيْهِ زَبِيبٌ آخَرُ وَيَجْعَلُ فِيهِ مَاءً فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ الْغَدِ طَرَحَهُ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِى مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو *

৫৭০২. সুওয়ায়দ (র) - - - - রুকাইয়া বিন্‌তে আমর ইব্‌ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট প্রতিপালিত হই। তাঁর জন্য কিশমিশ ভেজানো হতো। তিনি তা পরবর্তী দিন পান করতেন। পরে কিসমিশ শুকিয়ে নেয়া হতো এবং তার সাথে অন্য কিসমিশ মিশিয়ে তাতে পানি ঢালা হতো। পরের দিন তিনি তা পান করতেন। তারপরের দিন তা ফেলে দিতেন। তারা আবূ মাসঊদ উকবা ইব্‌ন আমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারাও দলীল দিয়ে থাকেন, যা নিম্নরূপ :

٥٧٠٣. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ عَطِشَ النَّبِىُّ ﷺ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَاسْتَسْقَى فَأُتِىَ بِنَبِيذٍ مِنَ السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَّبَ فَقَالَ عَلَىَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ فَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ رَجُلٌ أَحَرَامٌ هُوَ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ لاَ وَهٰذَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ لأَنَّ يَحْيَى بْنَ يَمَانٍ انْفَرَدَ بِهِ دُونَ أَصْحَابِ سُفْيَانَ وَيَحْيَى بْنُ يَمَانٍ لاَيُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ وَكَثْرَةِ خَطَئِهِ *

৫৭০৩. হাসান ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কা'বার নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পিপাসার্ত হন। তিনি পানি চাইলে লোক মশক হতে নাবীয দিল। তিনি তার গন্ধ শুঁকে তা অপছন্দ করলেন এবং বললেন : আমার নিকট যমযমের পানির পাত্র আনা হোক। তিনি তাতে যমযমের পানি মিশিয়ে তা পান করলেন। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তা কি হারাম ? তিনি বললেন : না।

এই বর্ণনাটি দুর্বল। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়ামান রাবীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তিনি প্রায়ই ভুল করতেন।"

٥٧٠٤. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ فِى بَعْضِ الأَيَّامِ الَّتِى كَانَ يَصُومُهَا فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِى دُبَّاءٍ فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ جِئْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنِّى قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَصُومُ فِى هٰذَا الْيَوْمِ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَكَ بِهٰذَا النَّبِيذِ فَقَالَ أَدْنِهِ مِنِّى يَاأَبَا هُرَيْرَةَ فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ خُذْ هٰذِهِ فَاضْرِبْ بِهَا الْحَائِطَ فَإِنَّ هٰذَا شَرَابُ مَنْ لاَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ *

৫৭০৪. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন কোন বিশেষ দিনে রোযা রাখতেন। একবার আমি তাঁর ইফ্‌তারের জন্য কদুর খোলে নাবীয তৈরি করলাম। সন্ধ্যায় আমি ঐ নাবীয নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি জানতাম, আপনি এ দিনে রোযা রাখেন। আমি এই নাবীয আপনার ইফ্‌তারের জন্য এনেছি। তিনি বললেন : হে আবূ হুরায়রা ! তুমি তা আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তা তাঁর নিকট নিয়ে গেলে দেখা গেল যে, তা গাঁজাচ্ছে। তিনি বললেন : এটা নিয়ে গিয়ে দেয়ালে নিক্ষেপ কর। কেননা এটা ঐ ব্যক্তির পানীয়, যে আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না।

٥٧٠٥. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ إِمَامٌ لَنَا وَكَانَ مِنْ أَسْنَانِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا خَشِيْتُمْ مِنْ نَبِيْذٍ شِدَّتَهُ فَاكْسِرُوْهُ بِالْمَاءِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْتَدَّ *

৫৭০৫. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেছেন : যখন তোমরা নাবীয ঝাঁঝবিশিষ্ট হয়েছে বলে ভয় করবে, তখন তোমরা এর সাথে পানি মিশিয়ে ঠাণ্ডা করবে। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন : ঝাঁঝযুক্ত হওয়ার পূর্বেই এরূপ করতে হবে।

٥٧٠٦. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ تَلَقَّتْ ثَقِيْفٌ عُمَرَ بِشَرَابٍ فَدَعَا بِهِ فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلٰى فِيْهِ كَرِهَهُ فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ هٰكَذَا فَافْعَلُوْا *

৫৭০৬. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (রা) বলেন, সাকীফ গোত্রের লোকজন উমর (রা)-এর সংগে এক প্রকারের পানীয় নিয়ে সাক্ষাত করল। তিনি তার কাছে নিতে বললেন। তারপর তিনি যখন তা মুখের কাছে নিলেন, তখন তাঁর কাছে তা খারাপ লাগল। তারপর তিনি পানি মিশিয়ে তার ঝাঁঝ কমিয়ে দিলেন। পরে তিনি বললেন : তোমরাও এরূপ করবে।

٥٧٠٧. أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيْذُ الَّذِىْ يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ خُلِّلَ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلٰى صِحَّةِ هٰذَا حَدِيْثُ السَّائِبِ *

৫৭০৭. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - উত্‌বা ইব্‌ন ফারকাদ (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) যে নাবীয পান করতেন তা সির্‌কা বানিয়ে দেওয়া হত। সায়িবের বর্ণিত হাদীস দ্বারা এর বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়, যা নিম্নরূপ:

٥٧٠٨. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِّىْ

وَجَدْتُ مِنْ فُلاَنٍ رِيحَ شَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلاَءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الْحَدَّ تَامًّا *

৫৭০৮. হারিস ইব্ন মিস্কীন (র) - - - - সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) লোকদের নিকট বের হয়ে বললেন : আমি অমুক ব্যক্তির মুখে শরাবের গন্ধ পাচ্ছি। তিনি মনে করলেন, আঙুরের জ্বালানো রস। তবুও আমি তাকে জিজ্ঞাসা করবো, সে কী পান করেছে ? যদি তা মাদকদ্রব্য হয়, তবে আমি তাকে (শরীআতের হদ লাগাব)। পরে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন।

ذِكْرُ مَا أَعَدَّ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِشَارِبِ الْمُسْكِرِ مِنَ الذُّلِّ وَالْهَوَانِ وَأَلِيمِ الْعَذَابِ

মদ্যপায়ীর লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি

٥٧٠٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ قَدِمَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمُسْكِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ قَالَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ *

৫৭০৯. কুতায়বা (র) - - - -জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়ামানের জায়শান গোত্রের এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট মিয্র নামক এক প্রকার পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, যা তারা তাদের দেশে পান করে থাকে এবং যা ভুট্টা হতে প্রস্তুত হয়। তিনি বললেন : তা কি মাদকতা সৃষ্টি করে? সে ব্যক্তি বললো : হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত করে রেখেছেন : যে ব্যক্তি মদ পান করে, তাকে 'তীনাতুল খাবাল' থেকে পান করাবেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তীনাতুল খাবাল কি ? তিনি বললেন : তা হলো দোযখীদের ঘাম অথবা পুঁজ।

اَلْحَثُّ عَلَى تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

সন্দেহযুক্ত বস্তু ত্যাগের প্রতি উৎসাহ দান

٥٧١٠. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذٰلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ وَرُبَّمَا قَالَ وَإِنَّ بَيْنَ ذٰلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً وَسَأَضْرِبُ فِي ذٰلِكَ

مَثَلاً اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمَى حِمًى وَاِنَّ حَمِىَ اللّٰهِ مَاحَرَّمَ وَاِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكَ اَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى وَرُبَّمَا قَالَ يُوْشِكُ اَنْ يَرْتَعَ وَاِنَّ مَنْ خَالَطَ الرِّيْبَةَ يُوْشِكُ اَنْ يَجْسُرَ *

৫৭১০. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) -কে বলতে শুনেছি : হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট আর এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে বহু সন্দেহযুক্ত বস্তু— আমি তা একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'আলা একটি নিষিদ্ধ স্থান প্রস্তুত করেছেন, আর আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ এলাকা হল তিনি যা হারাম করেছেন তাই। যে ব্যক্তি স্বীয় পশুপালকে নিষিদ্ধ এলাকার আশে-পাশে চরায়, সে যে কোন সময় এতে ঢুকে পড়তে পারে। অনুরূপ যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কাজে লিপ্ত হয়, সে হারামে লিপ্ত হওয়ারও দুঃসাহস করতে পারে।

٥٧١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِى مَرْيَمَ عَنْ اَبِى الْحَوْرَاءِ السَّعْدِىِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حَفِظْتُ مِنْهُ دَعْ مَايَرِيْبُكَ اِلَى مَالاَ يَرِيْبُكَ *

৫৭১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবান (র) - - - - আবুল হাওরা সা'দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে কোন্ কথা স্মরণ রেখেছেন? তিনি বললেন : আমি তাঁর থেকে স্মরণ রেখেছি : যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে, তা পরিত্যাগ করবে। আর যাতে কোন সন্দেহ নেই তা-ই করবে।

اَلْكَرَاهِيَةُ فِىْ بَيْعِ الزَّبِيْبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيْذًا

শরাব প্রস্তুতকারীর নিকট কিশমিশ বিক্রি করা অনুচিত

٥٧١٢. اَخْبَرَنَا الْجَارُوْدُ بْنُ مُعَاذٍ هُوَ بَاوَرْدِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سُفْيَانَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اَنْ يَبِيْعَ الزَّبِيْبَ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيْذًا *

৫৭১২. জারূদ ইব্‌ন মুআয (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মদ প্রস্তুতকারীর নিকট কিশমিশ বিক্রি করাকে মাকরূহ মনে করতেন।

اَلْكَرَاهِيَةُ فِىْ بَيْعِ الْعَصِيْرِ

আঙুরের রস বিক্রি করা মাকরূহ

٥٧١٣. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ لِسَعْدٍ كُرُوْمٌ وَاَعْنَابٌ كَثِيْرَةٌ وَكَانَ لَهُ فِيْهَا اَمِيْنٌ فَحَمَلَتْ عِنَبًا كَثِيْرًا فَكَتَبَ اِلَيْهِ اِنِّى

أَخَافُ عَلَى الْأَعْنَابِ الضَّيْعَةَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصُرَهُ عَصَرْتُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هٰذَا فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي فَوَاللّٰهِ لَا أَئْتَمِنُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدًا فَعَزَلَهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ *

৫৭১৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - মুসআব ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দের বাগানে বহু আঙুর হতো। তার পক্ষ হতে বাগানে এক প্রহরী ছিল। একবার যখন বহু আঙুর ধরলো তখন ঐ প্রহরী ব্যক্তি সা'দ (রা)-কে লিখলো, আঙুর বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি এর রস বের করতে পারি। সা'দ (রা) তাকে লিখলেন : আমার এই পত্র পাওয়ামাত্র তুমি আমার বাগান ত্যাগ কর। আল্লাহ্‌র কসম! এরপরে তোমার কোন কথা আমি বিশ্বাস করবো না। তিনি তাকে বাগানের দায়িত্ব হতে বরখাস্ত করলেন।

٥٧١٤. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هٰرُوْنَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ بِعْهُ عَصِيْرًا مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ طِلَاءً وَلَا يَتَّخِذُهُ خَمْرًا *

৫৭১৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্‌ন সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ঐ ব্যক্তির নিকট রস বিক্রি কর, যে তা জ্বালিয়ে তিলা (জেলি) বানাবে; মদ বানাবে না।

ذِكْرُ مَا يَجُوْزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلَاءِ وَمَا لَا يَجُوْزُ

কোন্ প্রকার দ্রাক্ষারস পান করা জায়েয এবং কোন্ প্রকার পান করা জায়েয নয়

٥٧١٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوْرًا عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ نُبَاتَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ *

৫৭১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - সুওয়ায়দ ইব্‌ন গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) তাঁর কোন কর্মচারির নিকট লিখলেন : মুসলমানদেরকে এমন দ্রাক্ষারস পান করতে দিবে, যার দুই-তৃতীয়াংশ জ্বলে নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর এক অংশ অবশিষ্ট রয়েছে।

٥٧١٦. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ قَالَ قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوْسٰى أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيْرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيْظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الْإِبِلِ وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُوْنَهُ فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُوْنَهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الْأَخْبَثَانِ ثُلُثٌ بِبَغْيِهِ وَثُلُثٌ بِرِيْحِهِ فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَشْرَبُوْنَهُ *

৫৭১৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন খাত্তাব উমর (রা)

যে চিঠি আবূ মূসা আশআরীকে লিখেছিলেন, তা আমি পাঠ করেছি। তাতে ছিল, আমার নিকট শামদেশ হতে একদল লোক এসেছে, তাদের নিকট রয়েছে কাল এবং গাঢ় এক প্রকার পানীয়, যা উটের গায়ে লাগানো মালিশের মত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তোমরা এর কত অংশ জ্বালাও ? তারা বললেন : দুই অংশ পর্যন্ত, যখন এর মন্দ দুই-তৃতীয়াংশ চলে যায়, এক-তৃতীয়াংশ মন্দ- ক্ষতিকর হওয়ার কারণে আরেক তৃতীয়াংশ মন্দ গন্ধের কারণে। আপনি আপনার দেশে বসবাসকারীদের এরূপ রস পান করার অনুমতি দিন।

٥٧١٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الْخَطْمِيَّ قَالَ كَتَبَ اِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَمَّا بَعْدُ فَاطْبُخُوْا شَرَابَكُمْ حَتّٰى يَذْهَبَ مِنْهُ نَصِيْبُ الشَّيْطَانِ فَاِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ وَاحِدٌ *

৫৭১৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ খাত্মী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আমাদেরকে লিখলেন, প্রকাশ থাকে যে, তোমরা তোমাদের পানীয় ততক্ষণ জ্বালাবে, যতক্ষণ না তা থেকে শয়তানের অংশ দূর হয়ে যায়। কেননা তার জন্য দুই ভাগ, আর তোমাদের জন্য এক ভাগ।

٥٧١٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْزُقُ النَّاسَ الطِّلاَءَ يَقَعُ فِيْهِ الذُّبَابُ وَلاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ *

৫৭১৮. সুওয়ায়দ (র) - - - - শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) লোকদেরকে দ্রাক্ষারস পান করাতেন, আর তা এত গাঢ় হতো যে, যদি তাতে মাছি পতিত হতো, তবে সে বের হতে পারতো না।

٥٧١٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ قَالَ سَاَلْتُ سَعِيْدًا مَا الشَّرَابُ الَّذِيْ اَحَلَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ الَّذِيْ يُطْبَخُ حَتّٰى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقٰى ثُلُثُهُ *

৫৭১৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - দাউদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : উমর (রা) কোন্ প্রকার শরাব পান হালাল করেছেন ? তিনি বললেন : যে শরাবের দুই অংশ জ্বালিয়ে নিঃশেষ করা হয় এবং এক অংশ অবশিষ্ট থাকে।

٥٧٢٠. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ *

৫৭২০. যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবুদ্দারদা (রা) ঐ শরাব পান করতেন, যার দুই অংশ জ্বালানো হয়, আর এক অংশ অবশিষ্ট থাকে।

٥٧٢١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ اَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلاَءِ مَاذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ *

৫৭২১. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ মূসা আশ্‌আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এমন দ্রাক্ষারস পান করতেন, যার দুই অংশ জ্বালিয়ে ফেলা হতো, আর এক অংশ অবশিষ্ট থাকতো।

٥٧٢٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَاَلَهُ اَعْرَابِيٌّ عَنْ شَرَابٍ يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لاَ حَتّٰى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ *

৫৭২২. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত। যে দ্রাক্ষারস জ্বালানোর পর এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তা পান করাতে পাপ নেই।

٥٧٢٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اِذَا طُبِخَ الطِّلاَءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلاَ بَاسَ بِهِ *

৫৭২৩. আহমদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন দ্রাক্ষারসের এক-তৃতীয়াংশ রেখে বাকিটা জ্বালানো হয়, তা পানে কোন দোষ নেই।

٥٧٢٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ قَالَ سَاَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الطِّلاَءِ الْمُنَصَّفِ فَقَالَ لاَ تَشْرَبْهُ *

৫৭২৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ রাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হাসান (রা)-এর নিকট ঐ দ্রাক্ষারস সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, যা জ্বালার পর অর্ধেক অবশিষ্ট রয়েছে, তা পান করা সম্পর্কে তিনি বললেন : না, তা পান করো না।

٥٧٢٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَاَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعَصِيْرِ قَالَ مَاتَطْبُخُهُ حَتّٰى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ *

৫৭২৫. সুওয়ায়দ (র) - - - - বশীর ইব্‌ন মুহাজির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান (রা)-এর নিকট যে দ্রাক্ষারস জ্বালানো হয় সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তুমি জ্বালাতে থাকবে, যাবৎ না দুই-তৃতীয়াংশ জ্বলে যায় এবং এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, তা পান করতে পারবে।

٥٧٢٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ اَوْسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنَّ نُوْحًا ﷺ نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِى عُوْدِ الْكَرْمِ فَقَالَ هٰذَا لِىْ وَقَالَ هٰذَا لِىْ فَاصْطَلَحَا عَلَى اَنَّ لِنُوْحٍ ثُلُثَهَا وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيْهَا *

৫৭২৬. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন সিরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি : শয়তান নূহ (আ)-এর সাথে একটি খেজুরগাছের ব্যাপারে ঝগড়া

করলো। সে বললো : এটা আমার, আর নূহ (আ) বললেন : এটা আমার। তখন সাব্যস্ত হলো যে, এর দুই অংশ শয়তানের এবং এক অংশ নূহ (আ)-এর।

٥٧٢٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طُفَيْلِ الْجَزَرِىِّ قَالَ كَتَبَ اِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَنْ لاَتَشْرَبُوْا مِنَ الطِّلاَءِ حَتّٰى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقٰى ثُلُثُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৭২৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবদুল মালিক ইব্ন তুফায়ল জাযারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) আমাদেরকে লিখলেন : দ্রাক্ষারসের দুই অংশ জ্বলে গিয়ে এক অংশ অবশিষ্ট না থাকলে তা পান করো না। আর জেনে রাখ, প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

٥٧٢٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৭২৮. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - মাক্হূল (র) থেকে বর্ণিত যে, প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

مَايَجُوْزُ شُرْبُهُ مِنَ الْعَصِيْرِ وَمَا لاَيَجُوْزُ

কোন্ রস পান করা যায় এবং কোন্ রস পান করা যায় না

٥٧٢٩. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرِ السَّلَمِىِّ عَنْ اَبِىْ ثَابِتٍ الثَّعْلَبِىِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَاَلَهُ عَنِ الْعَصِيْرِ فَقَالَ اُشْرُبْهُ مَاكَانَ طَرِيًّا قَالَ اِنِّىْ طَبَخْتُ شَرَابًا وَفِىْ نَفْسِىْ مِنْهُ قَالَ اَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ اَنْ تَطْبُخَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَاِنَّ النَّارَ لاَ تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرُمَ *

৫৭২৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ সাবিত সা'লাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে রস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : যতক্ষণ তা তাজা থাকে, ততক্ষণ তা পান কর। সে বললো : আমি তা জ্বাল দিয়েছি। কিন্তু এখনও আমার মনে সন্দেহ রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি জ্বাল দেয়ার আগে তা পান করতে পারতে? সে বললো : না। তিনি বললেন : আগুন হারাম বস্তুকে হালাল করতে পারে না।

٥٧٣٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَاتُحِلُّ النَّارُ شَيْئًا وَلاَ تُحَرِّمُهُ قَالَ ثُمَّ فَسَّرَلِىْ قَوْلَهُ لاَ تُحِلُّ شَيْئًا لِقَوْلِهِمْ فِى الطِّلاَءِ وَلاَ تُحَرِّمُهُ اَلْوَضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ [১] *

---

১. اَلْوَضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ এ অংশটুকু হিন্দুস্তানী মুদ্রণে হাদীসের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, শিরোনাম হিসেবে নয় এবং পাদটীকায় সেটিকেই সঠিক বলা হয়েছে।

৫৭৩০. সুওয়ায়দ (র) - - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ্র শপথ! আগুন কোন বস্তুকে হালালও করতে পারে না, আর হারামও করতে পারে না। "হালাল করতে পারে না," এর ব্যাখ্যায় আমাকে বললেন : লোকে বলে : জ্বালানো দ্রাক্ষারস হালাল। অথচ তা জ্বালানোর পূর্বে হারাম ছিল। আর "হারাম করতে পারে না"-এর ব্যাখ্যায় তিনি বললেন, লোকে বলে : আগুনে পাকান বস্তু খাওয়ার পর উযূ করবে।

٥٧٣١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَقِيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اُشْرَبِ الْعَصِيْرَ مَالَمْ يُزْبِدْ *

৫৭৩১. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তুমি রস না গজানো পর্যন্ত পান করবে।

٥٧٣٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذٍ الْاَسَدِىِّ قَالَ سَاَلْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْعَصِيْرِ قَالَ اشْرَبْهُ حَتّٰى يَغْلِىَ مَالَمْ يَتَغَيَّرْ *

৫৭৩২. সুওয়ায়দ (র) - - - - হিশাম ইব্ন আয়িয আল-আসাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্রাহীমকে দ্রাক্ষারস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তা উথলে না ওঠা এবং পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত পান করতে পার।

٥٧٣٣. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِى الْعَصِيْرِ قَالَ اشْرَبْهُ حَتّٰى يَغْلِىَ *

৫৭৩৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - আতা (র) রস সম্পর্কে বলেন : যতক্ষণ না গাঁজিয়ে ওঠে, ততক্ষণ তা পান করতে পার।

٥٧٣٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ اشْرَبْهُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا اَنْ يَغْلِىَ *

৫৭৩৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রস তিন দিন (গত হওয়া) পর্যন্ত পান করতে পার, যতক্ষণ না তা উথলে ওঠে।

ذِكْرُ مَايَجُوْزُ شُرْبُهُ مِنَ الْاَنْبِذَةِ وَمَا لَايَجُوْزُ

যে সব নাবীয পান করা জায়েয আর যেসব নাবীয পান করা নাজায়েয

٥٧٣٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الدَّيْلَمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ فَيْرُوْزَ قَالَ

قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اَصْحَابُ كَرْمٍ وَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيْمَ الْخَمْرِ فَمَاذَا نَصْنَعُ قَالَ تَتَّخِذُوْنَهُ زَبِيْبًا قُلْتُ فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيْبِ مَاذَا قَالَ تَنْقَعُوْنَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَتَشْرَبُوْنَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَنْقَعُوْنَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُوْنَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ قُلْتُ اَفَلَا نُؤَخِّرُهُ حَتّٰى يَشْتَدَّ قَالَ لَاتَجْعَلُوْهُ فِى الْقُلَلِ وَاجْعَلُوْهُ فِى الشِّنَانِ فَاِنَّهُ اِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلًّا *

৫৭৩৫. আমর ইব্ন উসমান (র) ---- ফায়রূয দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা আঙুরওয়ালা। আর আল্লাহ্ তা'আলা মদ হারাম করার ঘোষণা দিয়ে আয়াত নাযিল করেছেন। আমরা এখন কি করবো? তিনি বললেন : তোমরা তা কিশমিশ বানিয়ে ফেলবে। আমি বললাম, কিশমিশ দিয়ে কি করব ? তা ভোরে ভিজিয়ে বৈকালীক আহারের পর পান করবে। আর সন্ধ্যায় ভিজিয়ে সকালের খাবারের পর পান করবে। আমি বললাম : তা উথলানো পর্যন্ত কি রেখে দেব না ? তিনি বললেন : তা মাটির পাত্রে না রেখে মশকে রাখবে; আর যদি অনেকক্ষণ এভাবে থাকে, তবে তা সির্‌কা হয়ে যাবে।

٥٧٣٦. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ اَبُوْ عُمَيْرِ بْنِ النَّحَّاسِ عَنْ ضَمْرَةَ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لَنَا اَعْنَابًا فَمَاذَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ زَبِّبُوْهَا قُلْنَا فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيْبِ قَالَ انْبِذُوْهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوْهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَانْبِذُوْهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوْهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَانْبِذُوْهُ فِى الشِّنَانِ وَلَاتَنْبِذُوْهُ فِى الْقِلَالِ فَاِنَّهُ اِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلًّا *

৫৭৩৬. ঈসা ইব্ন মুহাম্মদ আবূ উমায়র ইব্ন নাহ্হাস (র) ---- ফাররূয দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের অনেক আঙুর আছে। আমরা তা কি করবো ? তিনি বললেন : তোমরা তা কিশমিশ বানিয়ে ফেলবে। আমি বললাম, কিশমিশ দিয়ে কি করব ? তিনি বললেন, তোমরা তা দিয়ে নাবীয তৈরি করবে। তা ভোরে ভিজিয়ে বৈকালীক আহারের পর পান করবে এবং সন্ধ্যায় ভিজিয়ে সকালে খাবারের পর পান করবে। আর তা মাটির পাত্রে না রেখে মশকে রাখবে। বেশি দেরী হলে তা সিরকা হয়ে যাবে।

٥٧٣٧. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيْعٌ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ فَاِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ فَاِنْ بَقِىَ فِى الْاِنَاءِ شَىْءٌ لَمْ يَشْرَبُوْهُ اُهْرِيْقَ *

৫৭৩৭. আবূ দাঊদ (র) ---- ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য নাবীয তৈরি করা হতো। তিনি তা দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনেও পান করতেন। আর যদি তৃতীয় দিনেও পাত্রে কিছু অবশিষ্ট থাকতো, তবে তিনি তা ফেলে দিতেন এবং পান করতেন না।

٥٧٣٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عُبَيْدِ الْبَهْرَانِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيْبُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ *

৫৭৩৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য কিশমিশ ভিজিয়ে রাখা হতো আর তিনি তা সেই দিন, দ্বিতীয় দিন এবং তৃতীয় দিন পান করতেন।

٥٧٣٩. اَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ نَبِيْذُ الزَّبِيْبِ مِنَ اللَّيْلِ فَيَجْعَلُهُ فِىْ سِقَاءٍ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذٰلِكَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَاِذَا كَانَ مِنْ اٰخِرِ الثَّالِثَةِ سَقَاهُ اَوْ شَرِبَهُ فَاِنْ اَصْبَحَ مِنْهُ شَىْءٌ اَهْرَاقَهُ *

৫৭৩৯. ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য রাতে মুনাক্কা ভিজিয়ে রাখা হতো। পরে তিনি তা একটি মশকে ভরে রাখতেন এবং দ্বিতীয় দিন তা পান করতেন, পরে তৃতীয় দিনেও পান করতেন। তৃতীয় দিনের শেষ সময়ে তিনি তা অন্যদেরকে পান করিয়ে দিতেন এবং নিজেও পান করতেন। যদি তারপরেও ভোর পর্যন্ত কিছু থাকতো, তবে তিনি তা ফেলে দিতেন।

٥٧٤٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِىْ سِقَاءِ الزَّبِيْبِ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَكَانَ يَغْسِلُ الْاَسْقِيَةَ وَلَايَجْعَلُ فِيْهَا دُرْدِيًا وَلَاشَيْئًا قَالَ نَافِعٌ فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ *

৫৭৪০. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার জন্য ভোরে মশকে আঙুর ভেজানো হতো, তিনি তা রাত্রে পান করতেন, যদি রাতে ভেজানো হতো, তিনি তা ভোরে পান করতেন। আর মশক ধুয়ে ফেলতেন এবং তা তীব্র করার জন্য তাতে তলানী বা অন্য কোন বস্তু মিশাতেন না। নাফে' (র) বলেন : আমরা তা মধুর মত পান করেছি।

٥٧٤١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ بَسَّامٍ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِيْذِ قَالَ كَانَ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَيُنْبَذُ لَهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ *

৫৭৪১. সুওয়ায়দ (র) - - - - বাস্‌সাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ জাফর (র)-কে নাবীয সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা)-এর জন্য রাত্রে নাবীয ভেজানো হতো, তিনি তা ভোরে পান করতেন। আর ভোরে ভেজানো হতো, তিনি তা সন্ধ্যায় পান করতেন।

٥٧٤٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَنِ النَّبِيْذِ قَالَ اُنْتَبِذْ عَشِيًا وَاَشْرَبْهُ غُدْوَةً *

৫৭৪২. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, সুফয়ানকে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : তা সন্ধ্যায় ভিজিয়ে রেখে ভোরে পান করবে।

٥٧٤٣. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ اَرْسَلَتْ اِلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَسْاَلُهُ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَحَدَّثَنَا عَنِ النَّضْرِ اِبْنِهِ اَنَّهُ كَانَ يَنْبِذُ فِي جَرٍّ يُنْبَذُ غُدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً *

৫৭৪৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ উসমান (র), ইনি আবূ উসমান নাহ্‌দী নন, বলেন, উম্মুল ফযল আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, মাটির কলসের নাবীয পান করা কেমন? তিনি তার পুত্র নায্‌র সম্পর্কে বর্ণনা করলেন যে, সে মাটির পাত্রে নাবীয বানাত। ভোরে নাবীয ভেজাত আর তা সন্ধ্যায় পান করত (অর্থাৎ তা হালাল, অন্যথায় তার ঘরে এটা করা হতো না)।

٥٧٤٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ اَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اَنْ يَجْعَلَ نَطْلَ النَّبِيْذِ فِي النَّبِيْذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ *

৫৭৪৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) নাবীযকে শক্তিশালী করার জন্য (পুরানো) নাবীযের তলানী (নতুন) নাবীযে মেশানো মাকরূহ মনে করতেন।

٥٧٤٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوٗدَ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ اَنَّهُ قَالَ فِي النَّبِيْذِ خَمْرُهُ دُرْدِيُّهُ *

৫৭৪৫. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবীয সম্পর্কে বলেন, এর তলানী মদ।

٥٧٤٦. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ اِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ لِاَنَّهَا تُرِكَتْ حَتّٰى مَضٰى صَفْوُهَا وَبَقِيَ كَدَرُهَا وَكَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُنْبَذُ عَلٰى عَكَرٍ *

৫৭৪৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খামর (মদ)-কে খামর এজন্য বলা হয় যে, একে রেখে দেয়া হয়, ফলে এর স্বচ্ছতা দূর হয়ে যায় এবং এর ময়লা অবশিষ্ট থাকে। আর তিনি এরূপ নাবীযকে মাকরূহ মনে করতেন যাতে তলানী মেশানো হয়।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فِى النَّبِيْذِ

নাবীযের ব্যাপারে ইব্‌রাহীমের থেকে বর্ণনাকারীদের মতপার্থক্য

٥٧٤٧. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ اَنْ يَعُوْدَ فِيْهِ *

৫৭৪৭. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ফুযায়ল ইব্‌ন আমর ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, লোকে মনে করতো, যে ব্যক্তি কোন প্রকার পানীয় পান করার ফলে নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে, সে যেন আবার তা পান না করে।

٥٧٤٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اَبِى مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لاَ بَاسَ بِنَبِيْذِ الْبُخْتُجِ *

৫৭৪৮. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ মা'শার ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, পাকানো নাবীযে কোন ক্ষতি নেই।

٥٧٤٩. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِى عَوَانَةَ عَنْ اَبِى مِسْكِيْنٍ قَالَ سَاَلْتُ اِبْرَاهِيْمَ قُلْتُ اِنَّا نَاخُذُ دُرْدِىَّ الْخَمْرِ اَوِ الطِّلاَءَ فَنُنَظِّفُه ثُمَّ نَنْقَعُ فِيْهِ الزَّبِيْبَ ثَلاَثًا ثُمَّ نُصَفِّيْهِ ثُمَّ نَدَعُهُ حَتّٰى يَبْلُغَ فَنَشْرَبُهُ قَالَ يُكْرَهُ *

৫৭৪৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ মিসকীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌রাহীম (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : আমরা মদ অথবা দ্রাক্ষারসের তলানী পরিষ্কার করি, তারপর তিন দিন পর্যন্ত তাতে মনাক্কা ভিজিয়ে রাখি। তিন দিন পর তা পরিষ্কার করে রেখে দেই, যেন তা তীব্র হয়ে যায়। ইব্‌রাহীম (র) বলেন : এটা মাকরূহ।

٥٧٥٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ شَدَّدَ النَّاسُ فِى النَّبِيْذِ وَرَخَّصَ فِيْهِ *

৫৭৫০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন শুবরুমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা ইব্‌রাহীমের উপর রহম করুন। লোক নাবীযের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করতো অথচ তিনি তা সহজ করে দিয়েছেন।

٥٧٥١. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى اُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُوْلُ مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَةَ فِى الْمُسْكِرِ عَنْ اَحَدٍ صَحِيْحًا اِلاَّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ *

৫৭৫১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - -আবূ উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারকা (র)-কে বলতে শুনেছি : আমি ইব্রাহীম (র) ব্যতীত অন্য কাউকে মাদকদ্রব্যের অনুমতি দিতে শুনিনি।

٥٧٥٢. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُسَامَةَ يَقُوْلُ مَارَاَيْتُ رَجُلاً اَطْلَبَ لِلْعِلْمِ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الشَّامَاتِ وَمِصْرَ وَالْيَمَنَ وَالْحِجَازَ *

৫৭৫২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ উসামা (র)-কে বলতে শুনেছি : শাম, মিসর, ইয়ামন ও হিজাযে আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র)-এর চাইতে জ্ঞান-পিপাসু আর কাউকে দেখিনি।

ذِكْرُ الْاَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ

বৈধ পানীয় সম্পর্কে

٥٧٥٣. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِاُمِّ سُلَيْمٍ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ فَقَالَتْ سَقَيْتُ فِيْهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُلَّ الشَّرَابِ الْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَالنَّبِيْذَ *

৫৭৫৩. রবী' ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলায়ম (রা)-এর নিকট একটি কাঠের পেয়ালা ছিল। তিনি বলতেন : আমি এই পাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে পানীয় পান করাতাম, যা ছিল পানি, দুধ, মধু ও নাবীয।

٥٧٥٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيْذِ فَقَالَ اشْرَبِ الْمَاءَ وَاشْرَبِ الْعَسَلَ وَاشْرَبِ السَّوِيْقَ وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِىْ نُجِعْتَ بِهِ فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ الْخَمْرَ تُرِيْدُ الْخَمْرَ تُرِيْدُ *

৫৭৫৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন আবযা (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে নাবীযের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন : পানি পান কর, মধু, ছাতু এবং দুধ পান কর, যা পান করে তুমি ছোট থেকে বড় হয়েছ— আমি আবার জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : তুমি মদ পান করতে চাও? মদ পান করতে চাও ?

٥٧٥٥. اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَحْدَثَ النَّاسُ اَشْرِبَةً مَا اَدْرِىْ مَاهِىَ فَمَالِىْ شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةً اَوْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً اِلاَّ الْمَاءُ وَالسَّوِيْقَ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيْذَ *

৫৭৫৫. আহমদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোক নানা প্রকার পানীয় আবিষ্কার করেছে, আমি জানি না, তা কী ? অথচ আমি বিশ অথবা চল্লিশ বছর যাবত পানি এবং ছাতু ব্যতীত আর কিছুই পান করিনি। উল্লেখ্য যে, তিনি নাবীযের কথা বলেন নি।

٥٧٥٦. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ اَحْدَثَ النَّاسُ اَشْرِبَةً مَا اَدْرِىْ مَا هِىَ وَمَالِىْ شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةً اِلاَّ الْمَاءُ وَاللَّبَنُ وَالْعَسَلُ *

৫৭৫৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - 'আবীদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোক নানা প্রকার পানীয় বানাচ্ছে। আমি জানি না, তা কী, অথচ বিশ বছর যাবত আমার পানীয় হলো পানি, দুধ এবং মধু।

٥٧٥٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ لاَهْلِ الْكُوْفَةِ فِى النَّبِيْذِ فِتْنَةٌ يَرْبُوْ فِيْهَا الصَّغِيْرُ وَيَهْرَمُ فِيْهَا الْكَبِيْرُ قَالَ وَكَانَ اِذَا كَانَ فِيْهِمْ عُرْسٌ كَانَ طَلْحَةُ وَزُبَيْرٌ يَسْقِيَانِ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ فَقِيْلَ لِطَلْحَةَ اَلاَ تَسْقِيْهِمُ النَّبِيْذَ قَالَ اِنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٌ فِىْ سَبَبِىْ *

৫৭৫৭. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন শুব্‌রুমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাল্‌হা (রা) কূফাবাসীদের সম্পর্কে বলেন যে, তারা নাবীযের ব্যাপারে এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। ছোট তাতে বড় হচ্ছে আর বৃদ্ধ তাতে আরও বার্ধক্যে উপনীত হচ্ছে। ইব্‌ন শুব্‌রুমা (র) বলেন : যখন কোন বিবাহ হতো, তখন তাল্‌হা এবং যুবায়র (রা) লোকদেরকে দুধ এবং মধু পান করাতেন। কেউ তাল্‌হা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি নাবীয পান করান না কেন ? তিনি বললেন : আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার কারণে কোন মুসলমান নেশাগ্রস্ত হোক।

٥٧٥٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ قَالَ كَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ لاَ يَشْرَبُ اِلاَّ الْمَاءَ وَاللَّبَنَ *

৫৭৫৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারীর (র) আমাদের বলেছেন : ইব্‌ন শুব্‌রুমা (র) শুধু পানি এবং দুধ পান করতেন।

آخر كتاب الاشربة. وهو اخر كتاب المجتبى للنسائى. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبين. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورضى الله عن كل الصحابة اجمعين. وعن التابيعن لهم باحسان الى يوم الدين *

(সুনানু নাসাঈ শরীফ চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত)

ইফাবা (উন্নয়ন) ২০০৭-২০০৮/অঃসঃ/ ৩৯৪৫—৩,২৫০